পদ্মপুরাণম্।

(ক্রিয়াযোগসারঃ।)

(বঙ্গানুবাদসমেতঃ।

শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীতম্।

ভট্টপল্লী-নিবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-

সম্পাদিতম্।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী "ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেস' হইতে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩২০ সাল।

ভূমিকা।

পদ্মপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। কেবল অন্তর্গত বলিলে পদ্মপুরাণের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা হয় না। যে কয়খানি পুরাণ দ্বারা অষ্টাদশ মহাপুরাণ জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থরূপে আদৃত হইবার যোগ্য পদ্মপুরাণ তাহারই মধ্যে অন্যতম মহাপুরাণ। ক্রিয়াযোগসার সেই পদ্মপুরাণের বহু প্রামাণিকগ্রন্থপরিগৃহীত ধর্ম্মশিক্ষাপ্রদ বরণীয় অংশ। বাঙ্গালী হিন্দু যাহাতে অল্প আয়াসে ক্রিয়াযোগসারের ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারেন, সুললিত ধর্ম্মমূলক উপাখ্যানসমূহ পাঠ করিয়া সংসাহিত্যের অপূর্ব্ব রস অনুভব করিতে পারেন, তাহারই জন্য সানুবাদ ক্রিয়াযোগসার সম্পাদন করিলাম। মূলকর্ত্তা ভগবান বেদব্যাস এবং অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ। সুতরাং সানুবাদ ক্রিয়াযোগসারে আমার লিপিবিন্যাসের অবসর না থাকিলেও এবং নিজের ক্রিয়াবাহুল্যে ক্রিয়াযোগসারের অভ্যন্তরে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারিলেও এই ভূমিকার সহায়তায় আমি স্বয়ং সম্পাদকরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কুতূহলী পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি,—ধর্ম্ম-কামার্থ-মোক্ষাণাং নিদানমিদমুত্তমম্। আলম্ব্যতাং প্রযত্নেন কণ্ঠে ধ্বান্তভয়াপহম্॥

কলিকাতা, ১০ই আশ্বিন, ১৩২০ সাল।

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা।
ভট্টপল্লী।

অনুবাদকের বিজ্ঞপ্তি।

পদ্মপুরাণ হিন্দুর—বিশেষতঃ বৈষ্ণব জনের চিরসমাদৃত মহাপুরাণ। ক্রিয়াযোগসার এই মহাপুরাণেরই এক মহনীয় অংশ। ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে পদ্মপুরাণের স্বর্গ ও পাতালখণ্ড সানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এবার এই ক্রিয়াযোগসার বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইল পদ্মপুরাণের সুপরিশুদ্ধ সুসম্পূর্ণ হস্তলিখিত মূলপুস্তক এদেশে এখন প্রায়শঃ দুর্লভ হইলেও আমাদের সাগ্রহ চেষ্টায় উহা মিলিয়াছে। হাওড়াজেলার ঝাপড়দহনিবাসী, অধুনা কলিকাতা পটোলডাঙ্গানিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চূড়ামণি মহাশয় পদ্মপুরাণের একখানি মূল পুঁথি আমাদিগকে সোৎসাহে অর্পণ করিয়াছেন। এজন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিয়া আমরা প্রধানতঃ সেই পুথি অবলম্বনেই এই ক্রিয়াযোগসারের বঙ্গানুবাদ এবং মূল ও অধ্যায়সন্নিবেশাদি করিয়াছি চূড়ামণি মহাশয়ের প্রদত্ত পুস্তক ব্যতীত অপর একখানি মুদ্রিত মূল পুস্তকও আমাদের হস্তগত হইয়াছিল উভয় পুস্তকের পাঠসন্দিগ্ধস্থলে পাঠান্তর যোজনা করা হইয়াছে।

ক্রিয়াযোগসারের অনুবাদের ভার আমার উপর,—আমিই ইহার অধিকাংশ স্থানের অনুবাদক। আমার সহযোগী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত কৃপারাম কাব্যরত্নও ইহার কোন কোন অধ্যায়ের অনুবাদ করিয়াছেন। আমার অন্যতম সুযোগ্য সহযোগী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের আদ্যন্ত প্রুফ-সংশোধনের ভার লইয়াছিলেন। এ গ্রন্থের পাঠাপাঠের সঙ্গতি-অসঙ্গতি প্রধানতঃ তিনিই দেখিয়াছেন। ফলে অতি অল্প কালের মধ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইলেও ইহার সম্পাদনাদিব্যাপারে জ্ঞানতঃ শৈথিল্য কিছুই করা হয় নাই। এক্ষণে এ গ্রন্থপাঠে হিন্দুর—ভক্ত-বৈষ্ণবের মনোরঞ্জন হইলেই সাফল্য। ইতি—

সন ১৩২০, ১২ই আশ্বিন.
বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
কলিকাতা।

শ্রীতারাকান্ত দেবশর্ম্মা।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

পদ্মপুরাণম্ ।

ক্রিয়াযোগসারঃ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

লক্ষ্মীনাথপদারবিন্দযুগলং ব্রহ্মেশ্বরাদ্যামর-শ্রেণীনম্রশিরোহলিমালমমলং বন্দামহে সন্ততম্। ভক্ত্যা যোগিমনস্তড়াগসুষমা-সন্দোহ-বৃন্দোত্তমং, গঙ্গাম্ভোমকরন্দবিন্দুনিকরসংসার-দুঃখাপহম্ ॥ ১ ॥

যো মূর্ত্তিং বহুধা বিধায় ভগবান্ রক্ষ-ত্যশেষং জগৎ যৎপাদার্চ্চনতৎপরা ন হি পুনর্মজ্জন্তি বিশ্বার্ণবে। সর্ব্বপ্রাণিহৃদম্বুজেষু বসতির্যস্য প্রভোঃ সন্ততং, সব্যক্রোড়ধৃতে-ন্দিরায় হরয়ে দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ২

বেদেভ্য উদ্ধৃত্য সমস্তধর্ম্মান্
যোহত্র পুরাণেষু জগাদ দেবঃ।
ব্যাসস্বরূপেণ জগদ্ধিতায়
বন্দে তমেনং কমলাসমেতম্ ॥ ৩

একদা মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বলোকহিতৈষিণঃ।
সুরম্যে নৈমিষারণ্যে গোষ্ঠীঞ্চক্রুর্মনোরমাম্ ॥৪
অত্রান্তরে মহাতেজা ব্যাসশিষ্যো মহাযশাঃ।
সূত শিষ্যগণৈর্যুক্ত সমাযাতো হরিং স্মরন্ ॥৫

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মা এবং ঈশানাদি অমরগণের নম্র মস্তকাবলী যথায় অলিমালারূপে প্রতিভাত, যাহাতে মন্দাকিনীবারি মকরন্দবিন্দুরাজির ন্যায় বিরাজমান, যাহা যোগিগণের মানস-সরসীর সুষমারাজির আতিশয্যে উত্তম, আমরা ভক্তিপূর্ব্বক সতত সেই সংসারদুঃখাপহ অমল শ্রীপতি-পাদ-কমলযুগল বন্দনা করি।

যিনি নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই অশেষ জগৎ রক্ষা করিতেছেন, যদীয় পাদা-র্চ্চনপরায়ণ জনগণ পুনরায় সংসারসাগরে মগ্ন হয় না, সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়কমলে যাঁহার বাস, যিনি বাম অঙ্কে কমলাকে ধারণ করেন, সেই প্রভু হরি দেবকে নমস্কার। যিনি ব্যাসরূপে বেদ হইতে সমস্ত ধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া জগতের হিতের নিমিত্ত নিখিল পুরাণে পরিব্যক্ত করিয়াছেন, আমি সেই কমলা-সমন্বিত হরিদেবকে বন্দনা করি। ১—৩।

একদা সর্ব্বলোকহিতৈষী মুনিগণ সুরম্য নৈমিষারণ্যে মনোরম সভা রচনা করিয়া সমাসীন, ইতি মধ্যে মহাযশা মহাতেজা ব্যাসশিষ্য সূত হরির স্মরণ করিতে করিতে শিষ্যগণসমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হই-

তমায়ান্তং সমালোক্য স্থতং শাস্ত্রার্থপারগম্ ।
নেমুঃ সর্ব্বে সমুত্থায় শৌনকাদ্যাস্তপোধনাঃ ॥৬
সোঽপি তান সহসা ভক্ত্যা মুনীন পরম-
বৈষ্ণবান ।
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ সর্ব্বধর্ম্মবিদাংবরঃ ॥ ৭
বরাসনে মহাবুদ্ধিস্তৈর্দ্দত্তে মুনিসত্তমৈঃ ।
উবাস সদসো মধ্যে সর্ব্বৈঃ শিষ্যগণৈর্বৃতঃ ॥ ৮
তত্রোপবিষ্টং তং স্থতং শৌনকো মুনিসত্তমঃ ।
বদ্ধাঞ্জলিরিমাং বাচমুবাচ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৯

শৌনক উবাচ ।

মহর্ষে স্থত সর্ব্বজ্ঞ কলিকালে সমাগতে ।
কেনোপায়েন ভগবন হরিভক্তির্ভবেন্নৃণাম ॥১০
কলৌ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি পাপকর্ম্মরতা জনাঃ ।
বেদবিদ্যাবিহীনাশ্চ তেষাং শ্রেয় কথং ভবেৎ ॥
কলাবন্নগতাঃ প্রাণা লোকা অল্পায়ুষস্তথা ।
নির্ধনাশ্চ ভবিষ্যন্তি নানাপীড়াপ্রপীড়িতা ॥ ১২
প্রয়াসসাধ্যং স্থকৃতং শাস্ত্রেষু শ্রূয়তে দ্বিজ ।
তস্মাৎ কেঽপি করিষ্যন্তি কলৌ নং স্থকৃতং
জনাঃ ॥ ১৩
স্থকৃতেষু বিনষ্টেষু প্রবৃত্তে পাপকর্ম্মণি ।
সবংশাঃ প্রলয়ং সর্ব্বে গমিষ্যন্তি দুরাশয়াঃ ॥১৪
অল্পশ্রমৈরল্পবৃত্তৈরল্পকালৈশ্চ সত্তম ।
যথা ভবেন্মহাপুণ্যং তথা কথয় স্থত নঃ ॥১৫
যস্যোপদেশতঃ পুণ্যং পাপং বা কুর্ব্বতে জনাঃ
স তদ্ভাগী ভবেন্মর্ত্ত্যো ইতি শাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্ ॥১৬
পুণ্যোপদেশী সদয়ঃ কৈতবৈশ্চ বিবর্জ্জিতঃ ।
পাপায়নবিরোধী চ চত্বারঃ কেশবোপমাঃ ॥১৭
জ্ঞানং সম্প্রাপ্য সংসারে য পরেভ্যঃ
প্রযচ্ছতি ।
জ্ঞানরূপী হরিস্তস্মৈ প্রসন্ন ইব লক্ষ্যতে ॥ ১৮
জ্ঞানরত্নৈশ্চ রত্নৈশ্চ পরসন্তোষয়ন্ন ।
স জ্ঞেয়ঃ স্থমতে নূনং নররূপধরো হরিঃ ॥ ১৯
ত্বমেব মুনিশার্দ্দূল বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।
ত্বদৃতে নহি বক্তান্যো যতস্ত্বং ব্যাসশাসিতঃ ॥২০

লেন। শৌনকাদি তপোধনগণ সেই শাস্ত্রার্থ-পারদর্শী স্থতকে সমাগত দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া প্রণাম করিলেন। সর্ব্বধর্ম্ম-বিদাংবর স্থতও তৎক্ষণাৎ ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া সেই সকল পরম বৈষ্ণব মুনি-দিগকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তখন মুনিসত্তমগণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিলে সেই মহাবুদ্ধি স্থত স্বীয় শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মুনিসত্তম শৌনক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই বরাসনোপবিষ্ট স্থতকে বিনীতভাবে এই কথা বলিতে লাগিলেন। শৌনক কহি-লেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ। হে মহর্ষে। হে ভগবন স্থত। কলিকাল উপস্থিত হইলে কোন্ উপায়ে মানবের হরিভক্তি হইবে? কলিতে জনগণ পাপকর্ম্মরত ও বেদবিদ্যাবিহীন হইবে, তাহাদের মঙ্গল হইবে কিরূপে? কলিতে লোকসকল অন্নগতপ্রাণ, অল্পায়ু, নির্ধন ও নানা পীড়াপ্রপীড়িত হইবে। হে দ্বিজ। শাস্ত্রে শুনা যায়, তৎকালে স্থকৃতি প্রয়াসসাধ্য হইবে, স্থতরাং কোন লোকই ত কলিতে স্থকৃত অনুষ্ঠান করিবে না। স্থকৃতরাশি বিনষ্ট হইলে পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে, তাহাতে দুরাশয়গণ সকলেই সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে। হে সত্তম স্থত। কলিতে যাহাতে অল্পানুষ্ঠানে অল্প-কালে অল্পশ্রমে মহাপুণ্য সংঘটিত হইতে পারে, তুমি তাহাই আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। যাহার উপদেশে লোক সকল পাপ বা পুণ্যানুষ্ঠান করে, সেই মানব তাহার ভাগী হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রে নিশ্চিত। পুণ্যোপদেষ্টা, দয়াবান, সর্ব্ববিধ কৈতবহীন ও পাপকর্ম্মের বিরোধী, এই চারিজনই কেশবোপম। যে ব্যক্তি এ সংসারে অপরকে জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, দেখা যায়,—জ্ঞানরূপী হরি তাহার প্রতি যেন প্রসন্ন হইয়াই থাকেন। হে স্থমতে। জ্ঞানরত্ন বা রত্ন দ্বারা যে নর অন্যের সন্তোষ উৎপাদন করে, সেই নর নিশ্চয়ই নররূপধারী হরি। হে মুনিবর। তুমি বেদবেদাঙ্গপারগ ব্যাসশিষ্য, স্থতরাং

সূত উবাচ।

ধন্যোঽসি ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ ত্বমেব বৈষ্ণবাগ্রণীঃ।
যতঃ সমস্তলোকানাং হিতং বাঞ্ছসি সর্ব্বদা ॥২১
শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি যত্ত্বয়া শ্রোতুমিষ্যতে।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ ॥ ২২
এতদেব পুরা বিপ্র ব্যাসং সত্যবতীসুতং।
পৃষ্টো জৈমিনিনা সর্ব্বং যদুবাচ শৃণুষ্ব তৎ ॥ ২৩
মহর্ষিজৈমিনির্নাম যোগাভ্যাসরতঃ সদা।
প্রণম্য শিরসা ব্যাসং পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম ॥ ২৪

জৈমিনিরুবাচ।

ভগবন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ গুরো সত্যবতীসুত।
কলৌ কস্মাদ্ভবেন্মোক্ষস্তন্মমাচক্ষ মূলতঃ ॥ ২৫

সূত উবাচ।

জৈমিনের্ব্বচনং শ্রুত্বা ব্যাসঃ সন্তুষ্টমানসঃ।
আরেভে মুনিশার্দ্দূল কথাং মঙ্গলসংযুতাম্ ॥২৬

ব্যাস উবাচ।

জৈমিনে মুনিশার্দ্দূল ধন্যোঽসি ত্বং মহামতে।
নারায়ণকথাং শ্রোতুং যতো বাঞ্ছসি সর্ব্বদা ॥২৭
ইদং ত্বয়া যোগসারং পুরাণং পাপনাশনম্ (১)।
সংক্ষেপাৎ কথ্যতে বিপ্র নানামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥
সৎকথাশ্রবণে বুদ্ধির্যস্য যস্য প্রবর্ত্ততে।
স স এব স্বয়ং বিষ্ণুস্তস্মৈ তস্মৈ নমো নমঃ ॥২৯
সৎকথাশ্রবণাদেব বিষ্ণুভক্তিঃ প্রবর্ত্ততে।
তস্যা তস্যাং ভবেজ্জ্ঞানং জ্ঞানং মোক্ষপ্রদং বিদুঃ ॥ ৩০
ন বৈষ্ণবী কথা যস্মৈ রোচতে পাপিনে ভুবি।
তমেব সৃষ্ট্বা বিধিনা ভূমির্ভারবতীকৃতা ॥ ৩১
কথায়াং জগতীভর্ত্তুঃ শ্লাঘতে বৈষ্ণবো জনঃ।
তাং নিরর্থামিব যো বক্তি স জ্ঞেয়ঃ পাপিনাং বরঃ ॥ ৩২
যস্মিন দিনে মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রূয়তে ন হরেঃ কথা।
তদ্দিনং বিফলং জ্ঞেয় জৈমিনে সত্যমুচ্যতে ॥

তোমা অপেক্ষা অন্য উত্তম বক্তা আর এখানে নাই। সূত কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি ধন্য এবং আপনিই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। যেহেতু সর্ব্বদাই আপনি সর্ব্বলোকের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। হে শৌনক! সর্ব্বলোকের বিশেষতঃ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের হিতের নিমিত্ত আপনি যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে বিপ্র! পূর্ব্বে জৈমিনি এই সকল কথাই সত্যবতীসুত ব্যাসের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্যাস এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। মহর্ষি জৈমিনি সর্ব্বদা যোগাভ্যাসনিরত; তিনি একদা মুনিসত্তম ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! হে গুরো সত্যবতীসুত! কলিতে কিরূপে মোক্ষলাভ হইবে, তাহা আমার নিকট আমূল বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—মুনিবর! জৈমিনির বাক্য শুনিয়া ব্যাস সন্তুষ্টমনে সেই মঙ্গলময়ী কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিবর মহামতে জৈমিনে! ধন্য তুমি—যেহেতু সর্ব্বদা নারায়ণকথাশ্রবণে তোমার অভিলাষ। হে বিপ্র! এই যোগসার নামক নানা মাহাত্ম্যমণ্ডিত উত্তম পাপহর পুরাণ তোমার নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি। সৎকথা শ্রবণে যাহার যাহার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয়, সেই সেই ব্যক্তিই সাক্ষাৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি; সুতরাং সেই সেই ব্যক্তিকে আমার নমস্কার নমস্কার। সৎকথা শ্রবণেই বিষ্ণুভক্তি জন্মে এবং সেই সৎকথা হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতগণ সেই জ্ঞানকেই মোক্ষপ্রদ বলিয়া জানেন। ভূতলে বৈষ্ণবী কথায় যে পাপীর অভিরুচি হয় না, বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াই ভূমিকে ভারবতী করিয়াছেন, বৈষ্ণবজন জগৎপতির কথাতেই প্রীতিলাভ করেন। সেই কথা যে ব্যক্তি অসত্যরূপে বর্ণন করে, তাহাকে পাপিশ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানিবে।৪—৩২। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ জৈমিনে! যে দিনে হরিকথা না শ্রবণ করা যায়, আমি সত্যই বলিতেছি, সেই দিন

---

(১) "চতুর্ব্বিংশতির্ভির্নমধ্যায়ৈঃ পাপনাশনম্" ইতি পাঠান্তরং দৃশ্যতে।

যদচ্যুতকথালাপরসপীযূষবর্জ্জিতম্‌ ।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্‌ ॥৩৪
যত্র যত্র মহীদেব বর্ত্ততে বৈষ্ণবী কথা ।
সান্নিধ্যং তত্র ভগবান্ ন জহাতি কদাচন ॥৩৫
যো বৈষ্ণবীকথারম্ভে বিঘ্নকর্ম্মা নরো ভবেৎ ।
তমেব শপ্ত্বা ভগবান্ দৈবতৈঃ সহ গচ্ছতি ॥ ৩৬
প্রভাবং বাসুদেবস্য শ্রুত্বা তৃপ্যন্তি যে নরাঃ ।
জ্ঞেয়াস্তএব দেবাংশাঃ পূজ্যা দৃশ্যাশ্চ সত্তম ॥ ৩৭
নারায়ণপ্রভাবং যে শ্রুত্বা চোপহসন্তি চ ।
তে বিজ্ঞেয়া দানবাংশা নরা নরকভাগিনঃ ॥ ৩৮
যত্র কৃষ্ণকথালাপরসপীযূষবর্জ্জিতম্‌ ।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্‌ ॥
যত্র যত্র মহীদেব বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা ।
সান্নিধ্যং তত্র ভগবান্ ন জহাতি কদাচন ॥৪০
তত্র তীর্থানি সর্ব্বাণি গঙ্গাদীনি দ্বিজোত্তম ।
দেবর্ষয়শ্চ দেবাশ্চ মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥৪১

নরলোকসমস্তার্ত্তিপাপব্যাধিবিনাশিনী ।
নারায়ণকথা যত্র বর্ত্ততে প্রতিবাসরম্‌ ॥৪২
মুনে ক্রিয়াযোগসারং বহ্বর্থং পাপনাশনম্‌ ।
নারায়ণকথোপেতং সেতিহাসং নিশাময় ॥ ৪৩

ইতি (১) শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগ-
সারে ব্যাসজৈমিনিসংবাদে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

—

নিষ্ফল বলিয়াই জানিবে। হরিকথালাপরস-পীযূষবর্জ্জিত যে দিন, সেই দিনই আমি দুর্দ্দিন বলিয়া মনে করি; মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে। হে ভূদেব! যে যে স্থানে বৈষ্ণবী কথা হয়, ভগবান সেই সেই স্থানে সন্নিহিত থাকেন,—কদাচ সে স্থান পরিত্যাগ করেন না। যে মানব বৈষ্ণবীকথার প্রারম্ভে বিঘ্ন উৎপাদন করে, ভগবান তাহাকে অভি-সম্পাত করিয়া দেবগণসহ প্রস্থান করেন। যে সকল নর বাসুদেবের মাহাত্ম্য শুনিয়া পরিতৃপ্ত হয়, হে সত্তম! তাহারাই দেবাংশ, পূজ্য, ও দৃশ্য হইয়া থাকেন। যাহারা নারায়ণের মাহাত্ম্যকথা শ্রবণ করিয়া উপহাস করে, তাহারা নরকভাগী হয়, তাহাদিগকে দানবাংশ বলিয়া জানিবে। যে দিনে কৃষ্ণকথালাপরস-পীযূষ পান হয় না, সেই দিন দুর্দ্দিন বলিয়াই মনে হয়; মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে। হে ভূদেব! যে যে স্থানে বৈষ্ণবী কথা হয়, ভগবান্ তথায় সন্নিহিত থাকেন; কদাচ সে স্থান পরিত্যাগ করেন না। তথায় গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থ, সমস্ত দেব এবং সমস্ত তপোধন মুনি বিরাজ করেন;—যথায় প্রতিবৎসর নিখিল নরলোকের পাপ পীড়াবিনাশিনী নারায়ণী কথা হয়। হে মুনে! বহু অর্থ সমন্বিত নারায়ণকথাযুত ইতিহাসময় পাপহর ক্রিয়াযোগসার শ্রবণ কর। ৩৩—৪৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

সৃষ্টেরাদৌ মহাবিষ্ণুঃ সিসৃক্ষুঃ সকলং জগৎ ।
স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা ত্রিমূর্ত্তিরভবৎ স্বয়ম্‌ ॥
সৃষ্ট্যর্থমস্য জগতঃ সসর্জ্জ ব্রহ্মসংজ্ঞকম্‌ ।
দক্ষিণাঙ্গাদ্ আত্মানমাত্মনা শ্রেষ্ঠপুরুষ ॥২
ততশ্চ পালনার্থায় জগতো জগতীপতিঃ ।
বিষ্ণুং সসর্জ্জ বামাঙ্গান্নিজাংশং কেশবং মুনে ॥৩

—

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ব্যাস কহিলেন,—সৃষ্টির আদিতে মহাবিষ্ণু সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া স্বয়ংই স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা, এই মূর্ত্তি-ত্রয় হইলেন। হে শ্রেষ্ঠপুরুষ! মহাবিষ্ণু ঐ জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত আপন দক্ষিণাঙ্গ হইতে নিজেই ব্রহ্মা নামক নিজ আত্মাকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর জগৎপতি জগতের পালনের নিমিত্ত নিজ বামাঙ্গ হইতে নিজাংশ

---

(১) পুস্তকান্তরেঽত্র অধ্যায়সমাপ্তির্ন দৃশ্যতে।

অথ সংহরণার্থায় জগতো রুদ্রমব্যয়ম্‌।
মুনে সসর্জ্জ মধ্যাঙ্গাৎ হৃৎপদ্মনিলয়ং প্রভুঃ ॥ ৪
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চেতি পুরুষং ত্রিগুণাত্মকম্‌।
বদন্তি কেচিৎ ব্রহ্মাণং বিষ্ণুং কেচিচ্চ শঙ্করম্‌ ॥ ৫
একো বিষ্ণুস্ত্রিধা ভূত্বা সৃজত্যত্তি চ পাতি চ।
তস্মাদভেদো ন কর্ত্তব্যস্ত্রিষু দেবেষু সত্তম ॥ ৬
আদ্যা প্রকৃতিরেতস্য মহাবিষ্ণোঃ পরাত্মনঃ।
নিদানভূতা বিশ্বস্য বিদ্যাবিদ্যেতি গীয়তে ॥ ৭
ভাবাভাবস্বরূপা সা জগদ্ধেতুঃ সনাতনী।
ব্রাহ্মী লক্ষ্মীরম্বিকেতি ত্রিমূর্ত্তিঃ সহসাভবৎ ॥ ৮
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশেষু তান্নিযোজ্য ততো মুনে।
আদ্যা চৈবাদ্যপুরুষস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৯
তস্যাজ্ঞয়া ততো ব্রহ্মা মহাভূতানি সসর্জ্জ হ।
পৃথিব্যাকাশবায্বাপো বহ্নীন্‌ পঞ্চসমাধিনা ॥ ১০
ভূর্ভুবঃ স্বস্ততশ্চৈব মহশ্চৈব জনস্তথা।
তপশ্চ সত্যমিত্যাদীন্‌ সৃষ্টবান্‌ কমলাসনঃ ॥ ১১

বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিলেন। হে মুনে! অনন্তর হৃৎপদ্মনিলয় ভগবান জগতের সংহারার্থ স্বীয় মধ্যাঙ্গ হইতে অব্যয় রুদ্রদেবকে সৃষ্টি করিলেন। রজ, সত্ত্ব ও তম, এই ত্রিগুণাত্মক পুরুষরূপে কেহ ব্রহ্মাকে, কেহ বিষ্ণুকে এবং কেহ কেহ বা শঙ্করকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ একই বিষ্ণু ত্রিবিধরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, ও সংহার করিতেছেন। অতএব সাধুবরগণ উল্লিখিত দেবত্রয়ে ভেদবুদ্ধি করিবেন না। এই পরমাত্মা মহাবিষ্ণুর আদি প্রকৃতি, এই বিশ্বের নিদানভূতা। তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যা নামে অভিহিতা। জগতের হেতুভূতা ভাবাভাবস্বভাবা সেই সনাতনী প্রকৃতি ব্রাহ্মী, লক্ষ্মী ও চণ্ডিকা এই ত্রিমূর্ত্তিরূপে সহসা প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে মহামুনে! আদি পুরুষ সেই আদি প্রকৃতিকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ও বিনাশব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া তৎকালে অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর তাঁহার আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মা সমাধিবলে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চমহাভূত সৃষ্টি করিলেন। পরে ভগবান্‌ কমলাসন কর্ত্তৃক ভূ, ভুব,

অতলং সৃষ্টবান্‌ ব্রহ্মা ততোঽধো বিতলং দ্বিজ।
ততোঽধঃ সুতলঞ্চৈব ততোঽধশ্চ তলাতলম্‌।
মহাতলমধস্তস্মাত্ততোঽধশ্চ রসাতলম্‌।
তস্মাদধশ্চ পাতালং লোকানেব যথাক্রমম্‌ ॥
দেবতানাং নিবাসার্থং রত্নসারং মহাগিরিম্‌।
সৃষ্টবান্‌ পৃথিবীমধ্যে জাম্বূনদসমুজ্জ্বলম্‌ ॥ ১৪
মন্দরং চরমঞ্চৈব ত্রিকূটমুদয়াচলম্‌।
অন্যাংশ্চ পর্ব্বতাংশ্চৈব সৃষ্টবান্‌ বিবিধা নদীঃ
লোকালোকস্ততঃ সৃষ্টস্তন্মধ্যে সপ্তসাগরাঃ।
সপ্তদ্বীপাশ্চ বিপ্রেন্দ্র পরমেণ সমাধিনা (১) ॥১৬
জম্বুদ্বীপাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্বীপশ্চ প্লক্ষসংজ্ঞকঃ।
বিজ্ঞেয়ো দ্বিগুণস্তস্মাৎ শাল্মলির্দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ ॥
ততঃ কুশশ্চ দ্বিগুণঃ ক্রৌঞ্চশ্চ দ্বিগুণঃ কুশাৎ।
ক্রৌঞ্চাচ্চ দ্বিগুণঃ শাকঃ পুষ্করো দ্বিগুণস্ততঃ ॥১৮
তে চ প্লক্ষাদয়ো দ্বীপাঃ সর্ব্বভোগসমন্বিতাঃ।
সমস্তগুণসম্পন্না দেবদেবর্ষিভূময়ঃ ॥ ১৯
সপ্তদ্বীপা ইমে বিপ্র সপ্তসাগরবেষ্টিতাঃ।
তেষাং নামানি বক্ষ্যামি সাগরাণাং নিশাময় ॥

স্ব, জন, মহ, তপ সত্যলোক সৃষ্ট হইল, ক্রমে পর পর অধ-অধোভাবে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাললোক সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে দেবগণের নিবাসার্থ রত্নসানুময় স্বর্ণসমুজ্জ্বল মহাগিরি সুমেরু, মন্দর, ত্রিকূট, উদয়াচল ও অন্যান্য বহু পর্ব্বত, বিবিধ নদী, লোকালোকাচল, সপ্তসাগর ও সপ্তদ্বীপ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পরম সমাধিবলে সৃষ্ট হইল।১—১৬। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর দ্বিগুণপরিমাণ। হে দেবর্ষে! উক্ত প্লক্ষাদি সমস্ত দ্বীপ সর্ব্বভোগান্বিত ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন দেবভূমি বলিয়া বর্ণিত। এই সপ্তদ্বীপ সপ্তসাগরে পরিবেষ্টিত। ঐ সকল সাগরের নাম বলি-

---

(১) স্বয়ম্ভুবা ইতি পাঠান্তরম্‌।

লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ।
এতে সমুদ্রা বিপ্রর্ষে পূর্ব্বস্মাচ্চ পরম্পরা ॥২১
বিজ্ঞেয়া দ্বিগুণাঃসর্ব্বে আ লোকালোকপর্ব্বতাৎ
দ্বীপে দ্বীপে ততো ব্রহ্মা বৃক্ষগুল্মলতাদিকান।
তির্য্যগ্যোনিগতান জন্তূন সৃষ্টবান দ্বিজসত্তম ॥
অথ দেবান মনুষ্যাংশ্চ নাগান বিদ্যাধরা স্তথা
ক্রমাৎ সসর্জ পুত্রাংশ্চ ততো দক্ষাদিকান মুনে
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রানন্ত্যাংশ্চৈবান্ত্যজা স্তথা।
এষাঞ্চ বর্ত্তনাদীনি সৃষ্টবান স প্রজাপতিঃ ॥২৮
হিমাদ্রেদক্ষিণং যাবৎ ক্ষীরোদস্যোত্তরং তথা।
আহুস্তদ্ভারতং বর্ষং শুভাশুভফলপ্রদম্ ॥ ২৫
আসাদ্য ভারতে বর্ষে যে জন্মানি নরোত্তমাঃ
ধর্ম্মকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তে সর্ব্বে কেশবোপমাঃ ॥
কর্ম্মভূমৌ কৃতং কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তৎফলং ভুঞ্জতে লোকা ভোগভূমিষু সত্তম ॥
কর্ম্মভূমিং সমাসাদ্য যো ধর্ম্মকর্ম্মসুদ্যতঃ।
ন চ তস্য সমঃ কোঽপি ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে
তস্য স্যাৎ সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ॥
শ্রীনারায়ণসেবায়াং মতির্যস্য প্রবর্ত্ততে।
জন্মকোট্যর্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সংসারৈকাধিনায়কে
নারায়ণে দেবদেবে ভক্তিঃ স্যাৎ সুদৃঢ়া নৃণাম্
সমস্তসুখদশ্চাপি শস্যাঢ্যো নির্ভয়োঽপি চ।
ত্যাজ্যঃ স দেশঃ সহসা ন তিষ্ঠেৎ যত্র বৈষ্ণবঃ
জন্মান্তরার্জ্জিতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু।
তৎক্ষণাৎ ক্ষয়মাপ্নোতি ভগবদ্ভক্তদর্শনাৎ ॥৩১
বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিজলং যস্তু সমস্তকলুষাপহম্।
বহেৎ স্বশিরসা ভক্ত্যা গঙ্গাস্নানেন তস্য কিম্ ॥
মুহূর্ত্তমপি যঃ কুর্য্যাৎ সঙ্গং ভাগবতৈঃ সহ।
স মুচ্যতে মহাপাপৈর্ব্রহ্মহত্যামুখৈরপি ॥৩৩
ধর্ম্মকর্ম্মাণি বিপ্রেন্দ্র ক্রিয়ন্তে যানি কানিচিৎ।
ভগবদ্ভক্তপুরতস্তানি স্যুরক্ষয়াণি বৈ ॥ ৩৪
মুহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধং যত্র তিষ্ঠতি বৈষ্ণবঃ।
সত্যং সত্যং মুনে সত্যং তত্তীর্থং তত্তপোবনম্

তোচ্ছ শ্রবণ কর যথা লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল। হে বিপ্রর্ষে। এই সকল সমুদ্র পরম্পর পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে পর পর লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্ত দ্বিগুণ পরিমাণ। অনন্তর ব্রহ্মা প্রত্যেক দ্বীপে বৃক্ষ, গুল্ম, লতাদি, তির্য্যকযোনিগত প্রাণী, দেব, মনুষ্য, নাগ ও বিদ্যাধরদিগকে সৃষ্টি করিলেন। হে মুনে। ক্রমে দক্ষাদি পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও বিবিধ অন্ত্যজ-জাতি এবং তাহাদিগের জীবিকাদি সেই প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইল। হিমাদ্রির দক্ষিণ ও ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর প্রদেশ ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত। উহা শুভাশুভ ফলপ্রদ। যে সকল নরশ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহারা সকলেই কেশবোপম। হে সত্তম। কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, লোক সকল ভোগভূমিতে সেই সকলের ফলভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্ম-ভূমি প্রাপ্ত হইয়া যে নর ধর্ম্ম কর্ম্মে সমুদ্যত হয়, ত্রিলোকে তাহার তুল্য কেহই বিদ্যমান নাই। তাহার জন্ম সফল,—জীবন সফল—যাহার মতি শ্রীশ্রীনারায়ণসেবায় নিবিষ্ট। কোটী কোটী জন্মার্জ্জিত পুণ্যবলেই সংসারের একমাত্র অধিনায়ক দেবদেব নারায়ণে নরগণের সুদৃঢ় ভক্তি উৎপন্ন হয়। যে দেশে বৈষ্ণব নাই, সে দেশ সর্ব্বসুখপ্রদ শস্যাঢ্য ও ভয়বির্জ্জিত হইলেও সহসা পরিত্যাজ্য। জন্মান্তরার্জ্জিত স্বল্প বা বহু পাপ হউক ভগবদ্ভক্তের দর্শনে তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ২৭—৩১। যে ব্যক্তি নিখিল কলুষাপহ বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিজল ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে বহন করে, গঙ্গাস্নানদ্বারা তাহার কি হইবে? যে মুহূর্ত্তমাত্র ভাগবতগণের সংসর্গ করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে বিপ্রেন্দ্র। ভগবদ্ভক্তের সম্মুখে যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম করা যায়, তৎসমুদয় অক্ষয় হইয়া থাকে। বৈষ্ণব ব্যক্তি যে স্থানে মুহূর্ত্ত বা অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত অবস্থান করেন, হে মুনে। তাহাই তীর্থ এবং তাহাই তপোবন। ইহা

যস্মিন কুলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ জায়তে বৈষ্ণবো জনঃ
উত্তমং বানুত্তমং বা তৎকুলং মোক্ষগামি বৈ॥
অন্নং বা সলিলং বাপি ফলং বা বৈষ্ণবায় চ।
যৎকিঞ্চিৎ দীয়তে বিপ্র তৎসর্ব্বমক্ষয়ং ভবেৎ॥
সমস্তদেবতারূপো বৈষ্ণবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
স চেৎ সন্তোষিতো যেন তোষিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ
সংসারেঽস্মিন মহাঘোরে নানাদুঃখসমন্বিতে।
ভগবদ্ভক্তপুরুষঃ কদাচিন্নাবসীদতি॥ ৩৯
তস্মাৎ ত্বমপি বিপ্রেন্দ্র ক্রিয়াযোগেণ কেশবম।
সমারাধ্য সদা ভক্ত্যা ব্রজ বিষ্ণোঃ পরং পদম॥
সূত উবাচ।
তস্যৈতদ্বচনং শ্রুত্বা কানীনস্য মহাত্মনঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাদায় জৈমিনিঃ পর্য্যপৃচ্ছত। ৪১
জৈমিনিরুবাচ।
ভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্যং ত্বয়া প্রোক্তং পুনঃপুনঃ।
গুরো কিং লক্ষণং তেষাং তৎ সর্ব্বং
ব্রূহি সাম্প্রতম॥ ৪৩
কথং বা বৈষ্ণবা লোকা জ্ঞাতব্যা মুনিসত্তম।

সত্য সত্য সত্য। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে কুলে বৈষ্ণবজন জন্মগ্রহণ করেন, ঐ কুল উত্তমই হউক অনুত্তমই হউক, মোক্ষগামী হইয়া থাকে। হে বিপ্র! বৈষ্ণবকে অন্ন, জল, বা ফল, যাহা কিছু দেওয়া যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। বৈষ্ণব ব্যক্তি সমস্ত দেবস্বরূপ বলিয়াই কীর্ত্তিত, যে তাঁহার সন্তোষ জন্মায় তৎকর্ত্তৃক সমস্ত দেবই তোষিত হইয়া থাকেন। এই নানা দুঃখসমন্বিত ঘোর সংসারে ভগবদ্ভক্ত পুরুষ কদাচ অবসন্ন হন না। অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! তুমিও সদা ভক্তির সহিত ক্রিয়াযোগে কেশবকে আরাধনা করিয়া বিষ্ণুর পরমপদে প্রয়াণ কর। সূত কহিলেন,—সে মহাত্মার বাক্য শুনিয়া মহর্ষি জৈমিনি মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গুরো আপনি ভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্য পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাদের লক্ষণ কি তৎসমুদয় ব্যক্ত করুন। হে মুনিসত্তম!

আদিতো ব্রূহি তৎসর্ব্বং যদি স্যান্ময্যনুগ্রহঃ॥
ব্যাস উবাচ।
মধুকৈটভয়োঃ পূর্ব্বং হতয়োর্ব্বেধসা স্বয়ম।
পৃষ্টো যদাহ ভগবাংস্তন্নিশাময় বচ্মাহম॥ ৪৪
কল্পান্তে রুদ্ররূপেণ সংহার্য্য সকলং জগৎ।
শেষমাস্তীর্য্য সুষ্বাপ ভগবান যোগনিদ্রয়া॥ ৪৫
সুপ্তে তস্মিন ভগবতি যোগনিদ্রাবিমোহিতে।
অভবৎ পৃথিবী সর্ব্বা সলিলৌঘপরিপ্লুতা॥৪৬
ততো ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা তন্নাভিকমলোপরি।
তমাদিপুরুষং ধ্যাত্বা তস্থৌ তদ্গতমানসঃ॥৪৭
তস্মিন কালে মহাঘোরে বিষ্ণোঃ কর্ণমলাদ্দ্বিজ
জাতৌ মহাসুরৌ ঘোরৌ মধুকৈটভসংজ্ঞকৌ॥
অন্তরীক্ষে ভ্রমন্তৌ তৌ দানবাবতিদারুণৌ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাভিকমলে ব্রহ্মাণং তাবপশ্যতাম্॥
তং হন্তুমথ দৈত্যৌ তৌ মহাবলপরাক্রমৌ।
উদ্যমং চক্রতুর্ব্বিপ্র ক্রোধসংরক্তলোচনৌ॥

কিরূপে বৈষ্ণবদিগকে অবগত হওয়া যাইবে, যদি মৎপ্রতি অনুগ্রহ থাকে, তবে তাহা আমূলত ব্যক্ত করুন।৩২—৪৩। ব্যাস বলিলেন,—পূর্ব্বে মধুকৈটভ দৈত্য নিহত হইলে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বয়ং ভগবান যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। ভগবান কল্পাবসানে রুদ্ররূপে সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া যোগনিদ্রাবলম্বনে শেষ-শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। ভগবান যোগ-নিদ্রায় সুপ্ত হইলে সমস্ত পৃথিবী জলরাশি দ্বারা প্লাবিত হইল তখন জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা তদ্গতমনে সেই আদিপুরুষকে ধ্যান করিতে করিতে তদীয় নাভিকমলোপরি অবস্থান করিলেন। হে দ্বিজ! সেই মহা ভয়ঙ্কর কালে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধুকৈটভ নামক ঘোর মহাসুরদ্বয় প্রাদুর্ভূত হইল। সেই অতি দারুণাকৃতি দানবদ্বয় অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমলে স্থিত ব্রহ্মাকে অবলোকন করিল। হে বিপ্র! সেই মহাবল-পরাক্রম দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মাকে হনন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়া ক্রোধরক্ত-

ততো ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা বিচিন্ত্য তদ্বধং হৃদা।
যোগনিদ্রাং ভগবতীং তুষ্টাব শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥
তস্য স্তবং সমাকর্ণ্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
উবাচেতি বচো দেবী কিং তেঽভিমতমুচ্যতাম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অত্যুগ্রৌ দানবাবেতৌ হন্তুং মাং কৃতনিশ্চয়ৌ।
মায়য়া মোহয় ক্ষিপ্রং ভ্রাতরাবচ্যুতং ত্যজ ॥
ততো ভগবতী নিদ্রা মহাবিষ্ণুং তমত্যজৎ ॥
দানবাভ্যাং ততস্তাভ্যামন্তরীক্ষে কৃপাময়ঃ।
যুযুধে স নিযুদ্ধেন শরণাগতপালকঃ ॥ ৫৫
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কৃত্বা যুদ্ধং সুদারুণম্।
বিজয়ং নাগমৎ কোঽপি ন চ কোঽপি পরাজয়ম্
অথ তৌ দানবৌ বিপ্র মহামায়াবিমোহিতৌ।
বরং বৃণীষ্ব চাস্মত্তো বদতঃ কেশবং প্রতি ॥ ৫৬
ততঃ প্রহস্য দেবেশ উবাচেদং বচো দ্বিজ।
যদি তুষ্টৌ যুবাং দৈত্যৌ মদ্বধ্যৌ ভবতং দ্রুতম্
ততস্তৌ দানবৌ ঘোরৌ ভগবন্তং জনার্দ্দনম্ ॥
ইত্যূচতুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহামায়াবিমোহিতৌ ॥ ৫৭
অয়মেব বরো দত্তো ভবতে নাত্র সংশয়ঃ।
মারয়াবাং মহী যত্র জলহীনা জনার্দ্দন ॥ ৬০
মহাসুরৌ ততস্তৌ তু আনীয় জঘনং প্রতি।
নিহতৌ সহসা বিপ্র চক্রিণা চক্রধারয়া ॥ ৬১
চক্রিণা নিহতৌ দৃষ্ট্বা দানবৌ মধুকৈটভৌ।
তুষ্টাব দেবদেবং তং ব্রহ্মা বিগতসাধ্বসঃ ॥ ৬২

ব্রহ্মোবাচ।

নমো নমস্তে পরমেশ্বরায়
প্রপন্নসর্ব্বার্ত্তিবিনাশনায়।
নমো নমস্তে ত্রিগুণাত্মকায়
নারায়ণায়ামিতবিক্রমায় ॥ ৬৩
ত্বৎপাদপাথোজযুগং প্রপন্না
জনাং কদাচিন্নো বিপদং লভন্তে।
এতন্ময়া জ্ঞাতমনন্তমূর্ত্তে
ত্বৎপাদপদ্মানুগতেন দেব (১) ॥ ৬৪

নয়নে তৎপ্রতি ধাবিত হইল। অনন্তর জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা মনে মনে তাহাদের বধোপায় চিন্তা করিয়া মধুরবাক্যে ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার স্তব শ্রবণ করিয়া দেবী যোগনিদ্রা বলিলেন তোমার অভীষ্ট কি তাহা প্রকাশ করিয়া বল। ব্রহ্মা কহিলেন —এই দুই অতি তেজস্বী দানব আমাকে হনন করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়াছে, অতএব আপনি মায়া দ্বারা এই দুই অসুরকে মোহিত করুন এবং বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করুন। অনন্তর ভগবতী নিদ্রাদেবী মহাবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিলেন, পরে সেই কৃপাময় বিষ্ণু ঐ দানবদ্বয়ের সহিত অন্তরীক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শরণাগতপালক বিষ্ণু পঞ্চসহস্র বৎসর ঘোর যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু সেই সুদারুণ যুদ্ধে কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হইল না। অনন্তর মহামায়ায় বিমোহিত হইয়া সেই দানবদ্বয় কেশবকে কহিল,—তুমি আমাদের নিকট বর গ্রহণ কর। হে দ্বিজ। তখন ভগবান্ হাস্য করিয়া কহিলেন—হে দৈত্যদ্বয়। তোমরা যদি তুষ্ট হইয়া থাক, তবে সত্বর আমার বধ্য হও। অনন্তর মহামায়াবিমোহিত সেই ভীষণ দানবদ্বয় মহামায়াবলম্বনে ভগবান জনার্দ্দনকে বলিল —তোমাকে আমরা এই বরই প্রদান করিলাম। কিন্তু হে জনার্দ্দন। যথায় মহী জলময়ী নহে, এমন স্থানেই আমাদিগকে বিনাশ কর। হে বিপ্র। তৎকালে চক্রধারী বিষ্ণু সেই দুই মহাসুরকে স্বীয় জঘনোপরি আনয়ন করিয়া চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন। মধুকৈটভ দানব নিহত হইল দেখিয়া ব্রহ্মা নিরাতঙ্ক হইলেন এবং সেই দানবহন্তা দেবদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন।৪৫—৬২। ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি প্রপন্নজনের সর্ব্বার্ত্তিনাশন পরমেশ্বর,তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিগুণাত্মক অমিতবিক্রম নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো। যে সকল লোক তোমার পাদপদ্ম-যুগল আশ্রয় করে, তাহারা কখনও বিপদাপন্ন হয় না।

(১) "সদ্যোহৃতেহন্নং মহতী মহাপৎ" ইতি পাঠান্তরম্।

যোগেশ্বরোঽতিসদয়োঽসি জগত্রয়েশ
ত্বং দেবদেব শরণাগতপালনেষু।
ত্বং নির্দ্দয়োঽরিনিকরান্বয়নাশনেষু
যদ্রক্ষিতোঽহমসুরৌ নিহতৌ ত্বয়ৈতৌ ॥ ৬৫
যদ্যপ্যনন্ত কঠিনৌ মধুকৈটভৌ তৌ
মন্যে তথাপি সুজনাবিব চেতসাহম।
যস্মাৎ স্বজীবনবিনাশবরপ্রদানৈঃ
সন্তোষিতোঽখিলসুখপ্রদ ঈশ্বরস্ত্বম ॥ ৬৬
বশ্যং জগত্রয়মিদং পুরুষস্য তস্য
নশ্যন্তি সর্ব্ববিপদঃ স্বকুলৈঃ সমেতাঃ।
বৃদ্ধিং ব্রজন্তি সুহৃদোঽখিলবান্ধবাশ্চ
য পশ্যসি ত্বমমরেশ দয়াভিরত্র ॥ ৬৭
লক্ষ্মীমুখাম্বুজমধুব্রতদেবদেব
সংসারদুঃখভয়শোকবিনাশকারিন।
ত্বচ্চারুপাদকমলদ্বয়মাশ্রয়ন্ত
মা পাহি নাথ কৃপয়া সতত নমস্তে ॥ ৬৮

প্রসীদ পুণ্ডরীকাক্ষ প্রসীদ কমলেশ্বর।
প্রসীদ সর্ব্বভূতেশ বিশ্বস্তর নমোঽস্তু তে ॥ ৬৯
নমস্তে ভক্তিতুষ্টায় নমস্তে মুক্তিদায়িনে।
নমস্তে জ্ঞানরূপায় শরণং মে ভবানঘ ॥ ৭০
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমোনমঃ।
পবিত্রাহি পবিত্রাহি পবিত্রাহি জগন্ময় ॥ ৭১

ব্যাস উবাচ।

এতৈরন্যৈরপি স্তোত্রৈর্ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
স্তুতঃ স দেবো ভগবান পরমপ্রীতিমাযযৌ ॥ ৭২

শ্রীভগবানুবাচ।

স্তোত্রেণানেন ভবতস্তুষ্টোঽস্মি কমলাসন।
বিমস্ত্বাভিমত ব্রূহি তত্তেদাস্যামহং ধ্রুবম ॥ ৭৩

ব্রহ্মোবাচ

সর্ব্বমেব জগন্নাথ ত্বয় দত্ত ন সংশয়ঃ।
যত এতৌ মহাদৈত্যৌ স গ্রামে বিনিপাতিতৌ
বিপৎকালে সমাসাদ্য স্তোত্রেণানেন যঃ প্রভো
স্তৌতি ত্বা পরয়া ভক্ত্যা তস্য ত্রাতা ভবিষ্যসি

হে অনন্তমূর্ত্তে! তোমার পাদপদ্মানুগত হইয়া ইহাই আমি অবগত হইয়াছি। হে যোগেশ্বর! হে জগত্রয়েশ! তুমি অত্যন্ত সদয় হইয়া শরণাগত জনের পালন করিয়াছ। যেহেতু নির্দ্দয় শত্রুপক্ষ আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে তাহাদের নিধন সাধন করিয়া তুমি আমাকে রক্ষা করিলে। যদিও সেই মধুকৈটভ একান্ত কঠিনহৃদয় হউক, তথাপি তাহাদিগকে আমি সুজন বলিয়াই মনে করি, কেননা তাহারা স্বীয় জীবনবিনাশরূপ বরপ্রদান দ্বারা নিখিল শুভপ্রদ ঈশ্বর তুমি—তোমায় সন্তোষিত করিয়াছে। হে অমরেশ! তুমি যাহাকে সদয়ভাবে দর্শন কর, এই ত্রিভুবনই তাহার বশ্য হয়, সর্ব্ববিপদ্ নাশ পায়, রিপুগণ সমূলে নষ্ট হয়, সুহৃদ্গণ ও নিখিল বান্ধবগণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। হে দেবদেব! তুমি লক্ষ্মীদেবীর মুখপদ্মের মধুব্রত এবং সংসারের শোক দুঃখ ও ভয়বিনাশন। আমি তোমার সুন্দর পাদকমলযুগল আশ্রয় করিয়াছি। হে নাথ! কৃপা করিয়া আমায় রক্ষা কর, সতত তোমায় নমস্কার করি। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে পরমেশ! হে সর্ব্বভূতেশ! হে বিশ্বেশ! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, তোমায় আমি নমস্কার করি। তুমি ভক্তিতুষ্ট ও মুক্তিদাতা তোমায় নমস্কার নমস্কার। তুমি জ্ঞানরূপী, তোমাকে নমস্কার করি। হে অনঘ! তুমি আমার শরণ হও, তোমাকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার। হে জগন্ময়! পবিত্রাণ কর, পবিত্রাণ কর। ৬৩—৭১। ব্যাস বলিলেন,—লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এই সকল এবং অন্য আরও নানা স্তোত্রে স্তব করিলে দেবদেব ভগবান পরম প্রীতিলাভ করিলেন। ভগবান বলিলেন, – হে পদ্মাসন! ভবৎকৃত এই স্তোত্রে আমি তুষ্ট হইয়াছি, তোমার অভীষ্ট কি প্রার্থনা কর, আমি অবশ্যই তাহা দান করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে জগন্নাথ! তুমি সংগ্রামে এই দুই মহাদৈত্যকে নিহত করিয়া নিঃসন্দেহে সমস্তই প্রদান করিয়াছ। হে প্রভো! বিপৎকালে এই স্তোত্র পাঠ করিয়া পরম ভক্তির সহিত যে তোমার স্তব

শ্রীভগবানুবাচ।

এবমস্তু সুরশ্রেষ্ঠ দত্তোঽহযন্তে ববো মযা।
মদ্ভক্তস্য কদাপ্যাপন্ন ভবেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥৭৬
বৈষ্ণবানাং শবীবেষু সতত নিবসাম্যহম।
লভন্তে নাপদ তস্মাৎ কদাচিদ্বৈষ্ণবা জনা ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অহো ধ্যানেবপি ধ্যাতু দেবস্থা নহি শক্যতে
স ত্বং বৈষ্ণবদেহেষু স্থিতিঃ সাত্যাদ্ভুত মহৎ ॥ ৭৮
ক্ষণমাত্রমপি স্বামি তুষ্টে ত্বযি ন কি ভবেৎ।
স ত্বং বৈষ্ণবসঙ্গেন ভ্রমসাত্যদ্ভুত মহৎ ॥ ৭৯
কে বৈষ্ণবা কেন ভাবে কি বা তেষাঞ্চ লক্ষণম
কথ জ্ঞেযাশ্চ তে সর্ব্বে তন্মে কথয মাবব ॥ ৮০

শ্রীভগবানুবাচ।

বৈষ্ণবানা লক্ষণানি কল্পকোটিশতৈবপি
সম্যগ্বক্তু ন শক্নোমি স ক্ষেপাৎ শৃণু সত্তম ॥
সংসাবো বৈষ্ণবাধীনো দেবা বৈষ্ণবপালিতা
অহঞ্চ বৈষ্ণবাধীনস্তস্মাৎ শ্রেষ্ঠাশ্চ বৈষ্ণবাঃ ॥
ক্ষণমাত্রমপি ব্রহ্মন বিহায বৈষ্ণবং জনম্।
তিষ্ঠামি নাহমন্যত্র বৈষ্ণবো মম বান্ধবঃ ॥ ৮৩
বক্ষ্যমাণানি সর্ব্বাণি লক্ষণানি চতুর্ম্মুখ।
বিদ্যন্তে সর্ব্বদা যেষা ত এব বৈষ্ণবা মতাঃ ॥
বিমল সর্ব্বদা যেষা হিংসাধর্ম্মবিবর্জ্জিতম্।
সম সর্ব্বেষু ভূতেষু ত এব বৈষ্ণবা জনাঃ ॥
কামক্রোধবিহীনা যে হিংসাদম্ভবিবর্জ্জিতাঃ।
লোভমোহবিহীনাশ্চ জ্ঞেযাস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥
অমৎসবা দযাযুক্তা সর্ব্বভূতহিতৈষিণঃ।
সত্যোক্তিভাষিণশ্চৈব জ্ঞেযাস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ
পিতৃভক্তা মাতৃভক্তা জ্ঞাতিপোষণতৎপবাঃ।
ধর্ম্মোপদেশিনো যে চ জ্ঞেযাস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ
সমান যে চ পশ্যন্তি ত্বাঞ্চ মাঞ্চ মহেশ্ববম।
কুর্ব্বন্ত্যাতিথিপূজাঞ্চ বিজ্ঞেযাস্তেঽপি বৈষ্ণবা ॥
বেদবিদ্যানুবক্তা যে বিপ্রভক্তিরতাঃ সদা।
নপুংসকা পবস্ত্রীষু জ্ঞেযাস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ৯০

কবিবে, তাহাব তুমি পবিত্রাণকর্ত্তা হইও। ইহাই আমাব প্রার্থন। ভগবান বলিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! ইহাই হউক, আমি তোমাকে এইরূপ ববই প্রদান কবিলাম, আমাব ভক্ত ব্যক্তিব কদাচ বিপদ ঘটিবে না, আমি বৈষ্ণবগণেব শবীবে সর্ব্বদাই বাস কবি, এই হেতু বৈষ্ণব জন কদাচ আপদাপন্ন হয না। ব্রহ্মা বলিলেন,—অহো! দেবগন যে তোমায ধ্যানযোগেও ধাবণা কবিতে পাবেন না, সেই তুমি বৈষ্ণবদেহে অবস্থান কব, ইহা অত্যন্তই বিস্ময়াবহ। হে প্রভো! তুমি ক্ষণমাত্র তুষ্ট হইলেও কি না সংঘটিত হইতে পাবে সেই তুমি বৈষ্ণব সঙ্গে ভ্রমণ কবিযা থাক, ইহা অত্যন্তই আশ্চর্য্য। হে কৈটভাবে! বৈষ্ণব কাহাবা? তাহাদেব লক্ষণই বা কি? কিরূপেই বা তাহাদিগকে অবগত হওযা যায। হে কেশব! তাহা আমাব নিকট ব্যক্ত করুন। ভগবান কহিলেন,—হে সত্তম! আমি শতকোটী কল্পেও বৈষ্ণবলক্ষণ সম্যক্ ব্যক্ত কবিতে পাবি না, তুমি উহা সংক্ষেপতঃ শ্রবণ কব। এই সংসাব বৈষ্ণবাধীন, দেবগণ বৈষ্ণব-পালিত, এমন কি আমিও বৈষ্ণবাধীন। অতএব বৈষ্ণবগণই শ্রেষ্ঠ। হে ব্রহ্মন! আমি ক্ষণমাত্র বৈষ্ণব জনকে পবিত্যাগ কবিযা অন্যত্র থাকি না, বৈষ্ণবই আমাব বান্ধব। হে চতুবানন! বক্ষ্যমাণ লক্ষণ সকল সর্ব্বদা যাহাদেব বিদ্যমান, তাহাবাই বৈষ্ণব বলিযা বিদিত। যাহাদেব মন সর্ব্বদা বিমল, হিংসা ও অধর্ম্ম যাহাদেব নাই, সর্ব্ব প্রাণীতেই যাহাদেব সমভাব তাহাবাই বৈষ্ণব জন। যাহাদের কাম, ক্রোধ, হিংসা, দম্ভ, লোভ, মোহ নাই, তাহাবাই বৈষ্ণব জন। যাহাবা অমৎসব, সর্ব্বভূতহিতৈষী ও সত্যবাদী তাহাবাই বৈষ্ণব বলিযা বিজ্ঞেয। যাহাবা পিতৃমাতৃভক্ত, জ্ঞাতিপোষণবত ও ধর্ম্মোপদেশক, তাহাবাই বৈষ্ণব জন। ৭২—৮৮। তোমাকে আমাকে ও মহেশ্ববকে যাহাবা সমান চক্ষে দর্শন কবে এবং অতিথিজনেব পূজা কবে, তাহাবাই বৈষ্ণব বলিযা বিদিত। যাহাবা বেদবিদ্যানুরক্ত, সর্ব্বদা বিপ্রভক্ত ও পরদারবিমুখ তাহারাই বৈষ্ণব

একাদশীব্রতং যে চ ভক্তিভাবেন কুর্ব্বতে ।
গায়ন্তি মম নামানি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ৯১
দেবায়তনকর্ত্তারস্তুলসীমাল্যধারকাঃ ।
রুদ্রাক্ষধারিণো যে চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥
মৎপাদসলিলৈর্যেষাং সিক্তানি মস্তকানি চ ।
মম নৈবেদ্যমশ্নন্তি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈরঙ্কিতানি মমায়ুধৈঃ ।
ব্রহ্মন যেষাং শরীরাণি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ
অভয়ং যে চ যচ্ছন্তি ভীরুভ্যশ্চতুরানন ।
বিদ্যাদানঞ্চ বিপ্রেভ্যো বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবা
কর্ণয়োশ্চৈব শীর্ষে চ তুলসীপত্রমুত্তমম ।
কদাচিদ্দৃশ্যতে যেষাং বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবাঃ ॥
তৃণানি তুলসীমূলাৎ যে ছিন্দন্তি নরোত্তমাঃ ।
সিঞ্চেয়ুস্তুলসীং যে চ বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবাঃ ॥
তুলসীমূলমৃত্তিশ্চ তিলকানি নয়ন্তি যে ।
তুলসীকাষ্ঠপঙ্কৈশ্চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥

গঙ্গাস্নানরতা যে চ গঙ্গানামপরায়ণাঃ ।
গঙ্গামাহাত্ম্যবক্তারো জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥
ধাত্রীফলস্রজো যেষাং গলেষু কমলাসন ।
যজন্তি মাং তৎপত্রৈর্যে জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ
শালগ্রামশিলা যেষাং গৃহে বসতি সর্ব্বদা ।
শাস্ত্রং ভাগবতঞ্চৈব জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥
সম্মার্জ্জয়ন্তি যে নিত্যং মম স্থানানি সত্তমাঃ ।
দীপং যচ্ছন্তি তত্রৈব জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥
শীর্ণং মন্মন্দিরং যে চ কুর্ব্বন্তি নূতনং পুনঃ ।
তত্রায়তনশোভাঞ্চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥
ক্ষুত্তৃটপ্রপীড়িতেভ্যশ্চ যে যচ্ছন্ত্যন্নমম্বু চ ।
কুর্য্যুর্যে রোগিশুশ্রূষাং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥
আরামকারিণো যে চ পিপ্পলারোপিণোঽপি যে
গোসেবাং যে চ কুর্ব্বন্তি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ
অত্যন্তভক্ত্যা যে ব্রহ্মন পিতৃযজ্ঞং প্রকুর্ব্বতে ।
কুর্ব্বন্তি দীনশুশ্রূষাং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥

জন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক একাদশী ব্রত করে এবং মদীয় নাম গান করিয়া থাকে, তাহারাই বৈষ্ণব বলিয়া বিজ্ঞেয়। যাহারা দেবায়তন-কর্ত্তা এবং তুলসীমাল্য ও রুদ্রাক্ষধারী তাহারাই বৈষ্ণব জন। মদীয় পাদপদ্মজলে যাহা-দের মস্তক সকল সিক্ত হয় এবং যাহারা মদীয় নৈবেদ্য ভক্ষণ করে, তাহারাই বৈষ্ণব বলিয়া কীর্ত্তিত। হে ব্রহ্মন! যাহাদের দেহ মদীয় আয়ুধ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চিহ্নে অঙ্কিত, তাহাদিগকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। হে চতুরানন! যাহারা ভীরুদিগকে অভয়দান ও বিপ্রদিগকে বিদ্যাদান করে, তাহারাই বৈষ্ণব বলিয়া বিদিত। যাহাদের উভয় কর্ণে ও শীর্ষে কখনও কখনও উত্তম তুলসী-পত্র দৃষ্ট হয়, তাহারাই উত্তম বৈষ্ণব জন। যে সকল নরোত্তম তুলসীমূল হইতে অন্যান্য তৃণ ছেদন করে এবং তুলসীকে সিঞ্চন করে, তাহাদিগকেই বৈষ্ণব জন বলিয়া জানিবে। যাহারা তুলসীমূলের মৃত্তিকায় এবং তুলসীকাষ্ঠের পঙ্ক দ্বারা তিলক রচনা করে, তাহারাও বৈষ্ণব জন। যাহারা গঙ্গা-স্নানরত, গঙ্গানামপরায়ণ ও গঙ্গামাহাত্ম্যবক্তা, তাহারাই বৈষ্ণব জন বলিয়া বিদিত। হে কমলাসন! যাহাদের গলে ধাত্রীফলের মালা এবং যাহারা ধাত্রীপত্র দ্বারা অর্চ্চনাকারী, তাহারাই বৈষ্ণব জন। যাহাদের গৃহে সর্ব্বদা শালগ্রামশিলা ও ভাগবত শাস্ত্র বিদ্যমান, তাহারাই বৈষ্ণব জন। যাহারা নিত্য নিত্য মদীয় স্থান সম্মার্জ্জন করে এবং যে সকল সত্তম সেই সকল স্থানে দীপ দান করে, জানিবে তাহারাই বৈষ্ণব জন। ৮৯—১০০। যাহারা মদীয় শীর্ণ মন্দির পুনরায় নূতন করিয়া দেয় এবং তথায় মন্দিরের শোভা সম্পাদন করে, তাহারাই বৈষ্ণব জন বলিয়া জানিবে। যাহারা ক্ষুধাতৃষ্ণাপ্রপীড়িত জনে অন্নজল প্রদান করে এবং রোগিজনের শুশ্রূষা করে, তাহারাই বৈষ্ণব জন। যাহারা আরাম প্রস্তুত করে, অশ্বত্থ রোপণ করে এবং গো-সেবা করে তাহারাই বৈষ্ণব। হে ব্রহ্মন্! যাহারা অত্যন্ত ভক্তির সহিত পিতৃযজ্ঞ ও দীন জনের শুশ্রূষা করে, তাহারাই বৈষ্ণব জন বলিয়া

তড়াগকূপকর্ত্তারঃ কন্যাদানরতাশ্চ যে।
সেবন্তে শ্বশুরৌ যে চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনা
সেবন্তে জ্যেষ্ঠভগিনীং জ্যেষ্ঠভ্রাতরমেব চ।
পরনিন্দাং ন কুর্ব্বন্তি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥
দেবস্বং ব্রাহ্মণদ্রব্যং পরস্বঞ্চ চতুর্ম্মুখ।
পশ্যন্তি বিষবদ্যে চ বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবা॥
পাষণ্ডসঙ্গরহিতাঃ শিবভক্তিপরায়ণাঃ।
চতুর্দ্দশীব্রতরতা জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনা॥১১০
বহুনাত্র কিমুক্তেন ভাষিতেন পুনঃ পুনঃ।
মদর্চ্চাং যে চ কুর্ব্বন্তি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনা
বৈষ্ণবেষু গুণাঃ সর্ব্বে দোষলেশো ন বিদ্যতে
তস্মাচ্চতুর্ম্মুখ ত্বঞ্চ বৈষ্ণবো ভব সাম্প্রতম॥
সমারাধয় মাং নিত্যং ক্রিয়াযোগৈঃ প্রজাপতে।
সর্ব্বমেব শুভদ্রন্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়॥১১২
ভূয়ঃ পূর্ব্ববস্থিতমিব সৃজ্যতাং সকলং জগৎ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবস্তত্রৈব পরমেশ্বর॥১১৪
ততস্তু পূর্ব্ববদ্ ব্রহ্মা সৃষ্টবান সকলং জগৎ।
ক্রিয়াযোগৈর্হরিং শ্রেষ্ঠ্যা জগাম পরমং পদম॥
যে পঠন্তীমমধ্যায়ং ভক্ত্যা নারায়ণাগ্রতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা অন্তে যান্তি হরের্গৃহম্॥১১৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥২॥(১)

জানিবে। যাহারা তড়াগ ও কূপকর্ত্তা, কন্যা-দানরত ও শ্বশ্রূ-শ্বশুরের সেবক, তাহারাই বৈষ্ণব জন। যাহারা জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সেবা করে এবং পরনিন্দা করে না, তাহারাই বৈষ্ণব জন। হে চতুরানন! যাহারা দেবস্ব, ব্রাহ্মণস্ব, বিষবৎ অবলোকন করে তাহারাই বৈষ্ণব জন। যাহারা পাষণ্ডসঙ্গ-রহিত, শিবভক্তিপরায়ণ ও চতুর্দ্দশীব্রতনিরত তাহারাই বৈষ্ণব জন। এ সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ আর অধিক বলিয়া কি হইবে? যাহারা আমার অর্চ্চনা করে, তাহাদিগকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। বৈষ্ণবগণের সকলই গুণ, তাহাদের দোষ লেশমাত্রও নাই। অতএব হে চতুর্ম্মুখ! তুমি সম্প্রতি বৈষ্ণব হও। হে প্রজাপতে! তুমি আমাকে নিত্য ক্রিয়া-যোগ দ্বারা আরাধনা কর, সত্বর সকলই তোমার মঙ্গলময় হইবে। তুমি পুনরায় যথা-পূর্ব্ব সমস্ত জগৎ সৃষ্টি কর। দেব পরমেশ্বর এই কথা কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। অন-ন্তর ব্রহ্মা পূর্ব্বের ন্যায় নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিলেন। পরে তিনি ক্রিয়াযোগ দ্বারা হরির সেবা করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণাগ্রে এই অধ্যায় পাঠ করে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে হরিগৃহে গমন করিয়া থাকে।১০১—১১৬

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥২॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।
ক্রিয়াযোগস্য তত্ত্বং মে ব্রূহি ব্যাস মহামতে।
ক্রিয়াযোগমহং জ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবদগ্রতঃ॥১
ব্যাস উবাচ।
শরীরং মানুষং বিপ্র দুর্লভঞ্চাত্র ভূতলে।
ধীর শরীরমাসাদ্য মোক্ষার্থং যোগমভ্যসেৎ॥
ক্রিয়াযোগধ্যানযোগাবুভৌ যোগৌ প্রকীর্ত্তিতৌ
তয়োরাদ্যঃ ক্রিয়াযোগঃ কুর্ব্বতাং সর্ব্বকামদঃ॥৩

তৃতীয় অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—হে মহামতে ব্যাস! আমি ভবৎসন্নিধানে ক্রিয়াযোগ জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার নিকট ক্রিয়াযোগতত্ত্ব প্রকাশ করুন। ব্যাস বলি-লেন,—হে বিপ্র! এ ভূতলে মানবদেহ সুদুর্ল্লভ, সুতরাং ধীর ব্যক্তি দেহ লাভ করিয়া মোক্ষার্থ যোগাভ্যাস করিবেন। ক্রিয়াযোগ এবং ধ্যানযোগ উভয়ই যোগাখ্যায় অভিহিত। উহাদের মধ্যে ক্রিয়াযোগ আদ্য, ঐ যোগ আচরণে

(১) পুস্তকান্তরেঽত্র প্রথমাধ্যায়সমাপ্তিঃ

গঙ্গা শ্রীবিষ্ণুপূজা চ দানানি দ্বিজসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং তথা ভক্তিস্তিথিরেকাদশী হরেঃ ॥৪
ধাত্রীতুলস্যোর্ভক্তিশ্চ তথা চাতিথিপূজনম্।
ক্রিয়াযোগাঙ্গভূতানি প্রোক্তানীতি সমাসতঃ ॥৫
ক্রিয়াযোগাদৃতে বিপ্র ধ্যানযোগো ন সিধ্যতি
ক্রিয়াযোগরতো যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

জৈমিনিরুবাচ।

ক্রিয়াযোগাঙ্গভূতানি যানি প্রোক্তানি বৈ গুরো
তন্মাহাত্ম্যানি কথ্যন্তাং যদি তে ময্যনুগ্রহঃ ॥ ৭
গঙ্গায়াঃ কে গুণা ব্রহ্মন বিষ্ণুপূজাফলঞ্চ কিম।
শ্রেষ্ঠানি কানি দানানি কা বা ভক্তির্দ্বিজন্মনাম্
একাদশ্যাঃ ফলং কি বা ধাত্রীভক্তিশ্চ কীদৃশী।
তুলস্যাঃ কীদৃশী ভক্তিঃ কিংবা চাতিথিপূজনম ॥৯
এতৎ সর্ব্বং মুনে ব্রূহি শ্রোতুমস্তি মমাদরঃ।
ত্বত্তোঽন্যঃ কথিতুং কোঽপি ন শক্নোতি জগত্রয়ে

ব্যাস উবাচ।

সাধু সাধু দ্বিজশ্রেষ্ঠ মনস্তে বিমলং ধ্রুবম্।
যতো হরিকথামেতাং শ্রোতুং তে হৃদি কৌতুকম্
ভাগীরথ্যা গুণং সম্যক্ কথিতুং ন হি শক্যতে
তস্মাৎ সমাসতো বক্ষ্যে শ্রূয়তামেকচেতসা ॥
গঙ্গে ত্যক্ষরযুগ্মং হি যদ্যপ্যত্যন্তকোমলম্।
মন্যে বজ্রং তথাপ্যেনোমহাভূধরভেদনে ॥ ১৩
সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ১৪
সবাসবাঃ সুরাঃ সর্ব্বে গঙ্গাদ্বারং মনোহরম্।
সমাগত্য প্রকুর্ব্বন্তি স্নানদানাদিকং মুদা ॥ ১৫
দৈবযোগান্মুনে তত্র যে ত্যজন্তি কলেবরম্।
মনুষ্যাপশুকীটাদ্যাস্তে লভন্তে পরং পদম্ ॥
অত্রেতিহাসং বিপ্রর্ষে কথ্যমানং ময়া শৃণু।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৭
মণিভদ্রো নাম রাজা সোমবংশসমুদ্ভবঃ।
পুরাসীজ্জগতীস্মিন বলবান সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ॥১৮
তস্য হেমপ্রভা নাম মহিষী প্রিয়বাদিনী।
পতিব্রতা মহাভাগা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ১৯

সর্ব্বকাম সুসিদ্ধ হয়। হে দ্বিজসত্তম! গঙ্গাপূজা, শ্রীবিষ্ণুপূজা, বিবিধ দান, ব্রাহ্মণজনে ভক্তি, হরিবাসর, একাদশী, ধাত্রী ও তুলসীতে ভক্তি ও অতিথিপূজা, সংক্ষেপে এই সকলই ক্রিয়াযোগের অঙ্গভূত বলিয়া কথিত। হে বিপ্র! ক্রিয়াযোগ ব্যতীত ধ্যানযোগ সিদ্ধ হয় না, ক্রিয়াযোগরত ব্যক্তি বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জৈমিনি বলিলেন,—হে গুরো! আপনি যাহাদিগকে ক্রিয়াযোগের অঙ্গভূত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, যদি মৎপ্রতি অনুগ্রহ থাকে, তবে ঐ সমুদয়ের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। হে ব্রহ্মন! গঙ্গার গুণ কি, বিষ্ণুপূজায় ফল কি, শ্রেষ্ঠ দান কি কি, ব্রাহ্মণে ভক্তি কিরূপ, একাদশীর ফল কি, ধাত্রী তুলসীভক্তি কি প্রকার এবং অতিথিপূজা কীদৃশ, এতৎসমস্ত শ্রবণে আমার একান্ত আগ্রহ, অতএব গুরো! ঐ সকল আমার নিকট ব্যক্ত করুন, আপনি ভিন্ন এ ত্রিভুবনে কেহই উহা বলিতে পারিবে না। ব্যাসদেব বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সাধু সাধু, তোমার মন যথার্থই নির্ম্মল, যেহেতু হরিকথা শ্রবণে তোমার হৃদয়ে এত কুতূহল। ভাগীরথীর গুণ সম্যক বর্ণনে আমি অক্ষম, অতএব সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। গঙ্গা এই অক্ষরদ্বয় যদিও অত্যন্ত কোমল, তথাচ ইহা পাপরূপ মহামহীধর-ভেদনে বজ্র বলিয়াই মনে করি। গঙ্গা সর্ব্বত্রই সুলভ, কিন্তু হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গা-সাগরসঙ্গম এই তিনটী স্থানে দুর্লভ, কেননা ইন্দ্রাদি সমস্ত দেব মনোরম হরিদ্বারে সমাগত হইয়া সহর্ষে স্নানদানাদি করিয়া থাকেন। হে মুনে! দৈবক্রমে যাহারা তথায় কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহারা মনুষ্য হউক কিংবা পশু কীটাদি হউক, পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্রর্ষে! এ বিষয়ে আমি এক ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহার স্মরণমাত্রেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।১—১৭। পুরাকালে এ জগতে মণিভদ্র নামে এক বলবান্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ রাজা ছিলেন, ঐ রাজা চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়ভাষিণী মহিষীর নাম হেমপ্রভা। হেম-

স রাজা সমরে হত্বা সকলানেব শাত্রবান।
শশাস পৃথিবীং কৃৎস্নাং সাব্ধিদ্বীপাং মহাবলং ॥
স একদা মহীপালঃ সমাহূয় স্বমন্ত্রিণঃ।
উবাচেতি বচঃ প্রীত্যা সভামধ্যে মহাযশাঃ ॥২১

মণিভদ্র উবাচ।

অমাত্যাঃ পৃথিবী সর্ব্বা ময়েয়ং পালিতা চিরম।
নিহতা রিপবঃ সর্ব্বে সপুত্রবলবাহনাঃ ॥ ২২
পালিতানি স্বগোত্রাণি দানৈর্বিপ্রাশ্চ তোষিতাঃ
ইষ্টাশ্চ ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যজ্ঞৈঃ সর্ব্বস্বদক্ষিণৈঃ ॥২৩
এতর্হি জরসা সর্ব্বং মহত্যা চ বল হৃতম।
কর্ম্মাণি কানিচিৎ কর্ত্তুং ন শক্নোমি চ দুর্ব্বলঃ ॥
সামর্থ্যহীনে পুরুষে রাজশ্রীর্ন হি শোভতে।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তা বৃদ্ধাঙ্কস্থেব কামিনী ॥ ২৫
তাবদ্বিভাতি সর্ব্বেঽপি শত্রব পৃথিবীতলে।
যাবদ্বিগতসামর্থ্যং নেক্ষন্তে চারচক্ষুষা ॥ ২৬ ॥
সমস্তগুণসম্পন্নমপি তদ্গতমানসম।
পৃথ্বী ত্যজেন্নৃপং বৃদ্ধং স্বৈরিণীব নিজং পতিম ॥

প্রভা পতিব্রতা মহাভাগা ও সর্ব্বসুলক্ষণযুতা। মহাবলশালী রাজা মণিভদ্র সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া সসাগরা সদ্বীপা সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। একদা সেই মহাযশা মহীপাল স্বীয় মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সভামধ্যে প্রীতিভরে বলিলেন,—হে অমাত্য-গণ। আমি এই সমগ্র পৃথিবী বহুদিন পালন করিয়াছি, সমুদয় বলবাহন সহ সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়াছি, স্বীয় জ্ঞাতিদিগকে পালন করিয়াছি, দান দ্বারা বিপ্রগণকে তোষিত করিয়াছি এবং সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া নানা যজ্ঞে দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়াছি। এক্ষণে জরা আসিয়া আমার বল হরণ করিয়াছে। আমি দুর্ব্বল, কোন কর্ম্মই করিতে পারিতেছি না। সর্ব্বাভরণসম্পন্না বৃদ্ধজনাঙ্কস্থিতা কামিনীর ন্যায় সামর্থ্যহীন পুরুষে রাজশ্রী শোভা পায় না। এ ভূতলে শত্রুগণ যে পর্য্যন্ত না চারচক্ষু দ্বারা বিপক্ষের সামর্থ্যহীনতা অবলোকন করে, তাবৎ কালই তাহারা ভয় করিয়া থাকে। স্বৈরিণী যেমন নিজ পতিকে পরি-

শক্তিলভ্যা গুণাঃ সর্ব্বে গুণলভ্যং মহদ্যশঃ।
নিঃশ্রেয়সং জ্ঞানলভ্যং বললভ্যা তু মেদিনী ॥
সামর্থ্যহীনং কৃপণো নিশ্চিন্তো রিপুশাসনে।
মূর্খমন্ত্রিবচোগ্রাহী স নৃপ শত্রুনন্দনঃ ॥ ২৯
অতোঽহং সকলং রাজ্যং বিভজ্য বরমন্ত্রিণঃ।
দাতুমিচ্ছামি পুত্রাভ্যাং যুষ্মাভির্যদি মন্যতে ॥৩০
শ্রুত্বা রাজবচঃ সর্ব্বে মন্ত্রিণঃ শাস্ত্রবেদিনঃ।
রাজ্ঞোঽভিমতমাজ্ঞায় তত্রোচুর্ম্মিলিতা ভৃশম ॥

মন্ত্রিণ উচুঃ।

যদেতদ্ধি বচঃ প্রোক্তং ত্বয়া নীতিবিদা নৃপ।
তদেব মতমস্মাকং সন্দেহো নাত্র বিদ্যতে ॥
অথাযাতৌ নৃপাদেশাৎ সদসম্প্রতি সত্তমৌ।
বীরভদ্রযশোভদ্রনামানৌ তনয়াবুভৌ ॥ ৩৩
সর্ব্বরাজগুণোপেতৌ কুমারৌ প্রিয়বাদিনৌ।
পিতৃভক্তৌ সদা দান্তৌ বলিনৌ ধর্ম্মতৎপরৌ ॥
ততঃ স ভূপঃ সহসা রাজনীতিবিদাংবরঃ।

ত্যাগ করে, তেমনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও তদ্গত-মনা হইলেও বৃদ্ধ নরপতিকে পৃথ্বী পরিত্যাগ করিয়া থাকে। গুণ সকল শক্তিলভ্য, মহা-যশ —গুণলভ্য, মুক্তি —জ্ঞানলভ্য, আর মেদিনী বললভ্য। যে নৃপ সামর্থ্যহীন, কৃপণ, রিপুশাসনে নিশ্চিন্ত ও মূর্খ মন্ত্রীর বাক্যগ্রাহী, সেই নৃপই শত্রুর আনন্দজনক। তাই বলিতেছি, হে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের যদি অভিরুচি হয়, তাহা হইলে আমার এই সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া আমার পুত্রদ্বয়কে আমি প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।১৮—৩১। শাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণ রাজার বাক্য শ্রবণে তদীয় মনোগত ভাব অবগত হইয়া সকলেই এক-যোগে বলিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ কহিলেন, হে নৃপ! আপনি নীতিজ্ঞ হইয়া এই যে কথা কহিলেন, ইহা আমাদেরও অভিমত, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অনন্তর রাজার আদেশে বীরভদ্র ও যশোভদ্র নামক রাজপুত্রদ্বয় সভা-মধ্যে আগমন করিলেন। রাজপুত্রদ্বয় সমুদয় রাজগুণে অন্বিত, সুন্দর, প্রিয়বাদী, পিতৃভক্ত, সদা জিতেন্দ্রিয়, বলশালী ও ধর্ম্মতৎপর।

বিভজ্য সকলং রাজ্যং দদৌ তাভ্যাং কুতূহলাৎ
অত্রান্তরে গৃধ্র একঃ স্বকীয়স্ত্রীসমন্বিতঃ।
আগত্য তৎসভামধ্যে হ্যুপবিষ্টো দ্বিজোত্তম॥
তাবাগতৌ সমালোক্য পক্ষিণাবতিহর্ষিতৌ।
রাজাহ যুবয়োঃ কস্মাৎ সভাগমনমুচ্যতাম॥ ৩৭

গৃধ্র উবাচ।

গৃধ্রোঽহং পৃথিবীপাল মমেয়ং স্ত্রী পরন্তপ।
আগতোঽস্মি মুদা দ্রষ্টুং সম্পদং পুত্রয়োস্তব॥
এতয়োস্মংতৌ দৃষ্ট্বা বিপত্তিং পূর্ব্বজন্মনি।
ইহ জন্মনি সম্পত্তিং দ্রষ্টুমাবাং সমাগতৌ॥ ৩৯
তস্যৈতদ্বচনং শ্রুত্বা গৃধ্রস্য পরমাদ্ভুতম।
রাজাতিকৌতুকেনাপি বাচমেতামুবাচ হ (১)॥৪০

রাজোবাচ।

অত্যদ্ভুতং বচো গৃধ্র তব শ্রুতমিদং ময়া।
এতয়োঃ পূর্ব্ববৃত্তান্তং ভবতা জ্ঞায়তে কথম্॥৪১
যদি জানাসি তত্ত্বেন পূর্ব্ববৃত্তান্তমেতয়োঃ।
ব্রূহি তর্হি খগশ্রেষ্ঠ সর্ব্বমেতদশেষতঃ॥ ৪২

গৃধ্র উবাচ।

নৃপতে বৃষলাবেতৌ যুগে দ্বাপরসংজ্ঞকে।
গরসঙ্গরনামানৌ সত্যঘোষসুতৌ স্মৃতৌ॥ ৪৩
তস্মিন জন্মনি রাজেন্দ্র দানং দাতুং দ্বিজাতয়ে
উৎসৃজ্য ন পুনঃ দত্তমেতাভ্যাং দৈবযোগতঃ॥৪৪
ততঃ কালেন কিয়তা বৃদ্ধত্বমাগতাবিমৌ।
এককালে চ ভূপাল মৃতৌ নিজগৃহান্তরে॥৪৫
ততো নেতুমিমৌ ভূপ দংষ্ট্রিণো যমকিঙ্করাঃ।
পাশহস্তা সমাযাতাঃ কোটিকোটিসহস্রশঃ॥ ৪৬
ববন্ধুশ্চন্মপাশেন দ্বাবেতৌ তে মদোদ্ধতাঃ।
নিন্যুশ্চ নিলয়ং মৃত্যোর্বাতিদুর্গমবর্ত্মনা॥ ৪৭
ইমৌ দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজশ্চিত্রগুপ্তমুবাচ হ।
এতয়োঃ সকলং কর্ম্ম চিত্রগুপ্তবিচার্য্যতাম্॥৪৮
তস্যাজ্ঞয়া চিত্রগুপ্তঃ সর্ব্বং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
মূলাদ্বিচারয়ামাস তত ইত্যাহ চান্তকম্॥ ৪৯

তাহারা আসিবার পর রাজনীতিজ্ঞ রাজা মণিভদ্র সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া কুতূহল বশত তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন। হে দ্বিজোত্তম। ইত্যবসরে এক গৃধ্র স্বীয় পত্নী সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া রাজসভামধ্যে উপবেশন করিল। সেই পক্ষিদ্বয়কে অতি-হর্ষে রাজসভায় সমাগত দেখিয়া রাজা কহি-লেন, তোমরা কি জন্য সভামধ্যে আগমন করিলে বল। গৃধ্র কহিল,—হে পরন্তপ ভূপ! এই আমার স্ত্রী, ইহাকে সঙ্গে লইয়া আমি সহর্ষে আপনার পুত্রদ্বয়ের সমৃদ্ধি সন্দ-র্শনার্থ আগমন করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বজন্মে ইহাদিগের মহাবিপত্তি দেখিয়া ইহজন্মে ইহা-দের সমৃদ্ধি দেখিতে আগমন করিয়াছি। রাজা গৃধ্রের এই পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতুক বশতঃ এই বাক্য বলিলেন—হে গৃধ্র। আমি তোমার এই অতি অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিলাম। ইহাদিগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত তুমি কিরূপে জানিলে? হে খগশ্রেষ্ঠ। যদি প্রকৃতই ইহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত তোমার জানা থাকে, তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন কর।৩২—৪২। গৃধ্র কহিল, —হে নৃপতে! আপনার এই পুত্রদ্বয় দ্বাপরযুগে শূদ্র ছিল। ইহাদের নাম ছিল গর ও সঙ্গর। ইহাদের পিতার নাম ছিল সত্য-ঘোষ। হে ভূপাল! হে রাজেন্দ্র! পরে ইহারা সেই জন্মে দ্বিজাতিকে দান করিবার জন্য উৎসর্গ করিয়া দৈবক্রমে পুনরায় তাহা দান করে নাই। ফল ইহাদের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল। ইহারা একই সময়ে নিজ গৃহাভ্যন্তরে মরিয়াছিল। অনন্তর ইহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য দংষ্ট্রাশালী পাশহস্ত কোটী কোটী যমকিঙ্কর আগমন করিয়া অতি উদ্ধত ভাবে ইহাদিগকে বন্ধন করিল, এবং অতি দুর্গম পথে যমালয়ে লইয়া গেল। ধর্ম্ম-রাজ ইহাদিগকে দেখিয়া চিত্রগুপ্তকে বলি-লেন,—হে চিত্রগুপ্ত! তুমি ইহাদিগের কর্ম্ম সকল বিচার কর। ধর্ম্মরাজের আজ্ঞায় চিত্রগুপ্ত উহাদের শুভাশুভ সমুদয় কর্ম্ম আমূলতঃ বিচার করিয়া পরে যমের নিকট

---

(১) "রাজোবাচ পুনর্ব্বিপ্র বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

চিত্রগুপ্ত উবাচ ।

সত্যমেতৌ মহাবাহো পুণ্যবন্তৌ মহাযশৌ ।
অস্তি চেৎ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ সর্ব্বধর্ম্মবিলোপি তৎ ॥
স্বয়ং দানং সমুৎসৃজ্য নহি দত্তং দ্বিজাতয়ে ।
তেনৈব কর্ম্মণা রাজন্নিমৌ নরকগামিনৌ ॥ ৫১
দাতা দানং সমুৎসৃজ্য যো ন দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে ।
স যাতি নরকং নূনং সর্ব্বভূতভয়াবহম ॥ ৫২
দাতা চ ন স্মরেদ্দানং প্রতিগ্রাহী ন যাচতে ।
উভয়োর্নরকে বাসো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৫৩
তস্মাদিমৌ মহাপাপৌ ব্রহ্মস্বহারিণৌ প্রভো ।
নয়ন্তু কিঙ্করাঃ শীঘ্র নরকং প্রতি দারুণম ॥৫৪
যমাজ্ঞয়া ততো দূতা সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুধা ।
চিক্ষিপুর্নরকে ঘোরে তাবেতৌ পৃথিবীপতে ॥
তস্মিন্নেব দিনে রাজন্নন্যা ভার্য্যয়া সহ ।
যমদূতৈঃ সমাগত্য নীতোঽহং যমমন্দিরম ॥ ৫৬
ময়াপি যৎ কৃত কর্ম্ম তদাকর্ণয় ভূপতে ।
মূলাৎ সর্ব্ব প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বতা বিস্ময়প্রদম্ ॥৫৬
পুরা হি সর্ব্বসহো নাম ব্রাহ্মণোঽহং মহাবলঃ ।
সৌরাষ্ট্রদেশবাসী চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৫৭
ইয় মঞ্জুকলা নাম মম পত্নী যশস্বিনী ।
পতিব্রতা মহাভাগা পবিত্রকুলসম্ভবা ॥ ৫৯
প্রমত্তোঽহং মহারাজ বিদ্যয়া বয়সা ধনৈঃ ।
অবজ্ঞাং মনসা পিত্রোশ্চকারাহং যুবৈকদা ॥৬০
অহং ভুবি সভাশ্লাঘ্যো বয়ঃস্থ সর্ব্বধর্ম্মকৃৎ ।
ধনবান সুন্দরো জ্ঞানী জ্ঞাতিপোষণতৎপরঃ
মমৈব পু সঃ পিতরৌ মূর্খৌ পাপপরায়ণৌ ।
মুখরৌ দয়য়া হীনৌ পাষণ্ডসঙ্গলোলুপৌ ॥ ৬২
পৌরুষ জীবনঞ্চৈব ধনঞ্চৈব কুলং তথা ।
বিদ্যা কীর্ত্তিশ্চ মে সর্ব্বং পিতৃভ্যা বিফলং কৃতম ॥ ৬৩
এতদ্বিচিন্ত্য মনসা ময়া নৃপ মুহুর্ম্মুহুঃ ।
অবজ্ঞয়া পরিত্যক্তা পিত্রোঃ সেবা শুভপ্রদা ॥

বলিলেন,—হে মহাবাহো! এই দুই মহাশয় ব্যক্তি যথার্থই পুণ্যবান। তবে ইহারা স্বয় দানোৎসর্গ করিয়া দ্বিজাতিকে তাহা সমর্পণ করে নাই। এই যে সর্ব্বধর্ম্মবিলোপী দুষ্কৃত-কর্ম্ম, এই কর্ম্ম বশতই হে রাজন! ইহারা নরকভাগী হইবে। যে দাতা দানোৎসর্গ করিয়া দ্বিজাতিকে তাহা অর্পণ করে না, সে নিশ্চয়ই সর্ব্বভূতভয়াবহ নিরয়গামী হয়। যে দাতা ও প্রতিগ্রাহী যথাক্রমে দান স্মরণ ও যাচ্ঞা করে না, তাহারা উভয়েই যাবৎ-চন্দ্র-দিবাকর নরকে বাস করিয়া থাকে। অতএব হে প্রভো! এই দুই ব্রহ্মস্বহারী মহাপাপীকে সত্বর যমকিঙ্করগণ দারুণ নরকে লইয়া যাউক। অনন্তর যমের আজ্ঞানুসারে তদীয় দূতগণ ক্রোধে স্ব স্ব ওষ্ঠপুট দংশন-পূর্ব্বক ইহাদিগকে ঘোর নরকে নিক্ষেপ করিল। হে পৃথিবীপতে! আমিও সেই দিন আমার ভার্য্যার সহিত যমদূতগণ কর্ত্তৃক যমমন্দিরে নীত হইয়াছিলাম। হে ভূপতে! আমিও যে কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন, আমূলতঃ সমস্তই বলিতেছি; এ ঘটনা শ্রোতৃগণের বিস্ময়াবহ।৪৩-৫৬। পূর্ব্বে আমি সৌরাষ্ট্রদেশবাসী বেদবেদাঙ্গপারগ মহা-বলশালী ব্রাহ্মণ ছিলাম, আমার নাম ছিল সর্ব্বসহ। এই আমার যশস্বিনী পত্নী মঞ্জুকলা নামে অভিহিতা ছিলেন; ইনি পতিব্রতা, মহাভাগা, ও পবিত্রকুলসম্ভবা। হে মহা-রাজ! আমি বিদ্যা বয়স ও ধন দ্বারা প্রমত্ত হইয়া একদা যৌবনকালে মনে মনে পিতামাতাকে এইরূপে অবজ্ঞাত করিয়া-ছিলাম যে, আমি বহু শ্লাঘাসম্পন্ন, বয়ঃস্থ, সর্ব্বধর্ম্মকারী, ধনবান, সুন্দর, জ্ঞানী, জ্ঞাতিপোষণতৎপর; আমার ন্যায় পুরুষের পিতামাতা মূর্খ, পাপপরায়ণ, মুখর, দয়াহীন, ও পাষণ্ডসঙ্গলোলুপ; আমার এই পিতা মাতা দ্বারা আমার জীবন, ধন, কুল, বিদ্যা ও কীর্ত্তি সমস্তই বিফল হইয়াছে। হে ভূপ! আমি মনে মনে বারংবার এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া অবজ্ঞার সহিত পিতামাতার শুভসেবা পরিত্যাগ করিলাম।

অনেন কর্ম্মণা রাজন সদারোহহং যমাজ্ঞয়া।
নিক্ষিপ্তো নরকে দ্বৈতয়ন্ত্রেতৌ পাপিনাবুভৌ॥
এতাভ্যা সহ পাপিভ্যা সদারেণ ময়া নৃপ।
স্থিতং তন্নরকে ঘোরে যাবৎকাল শৃণুষ তৎ॥
যুগকোটিসহস্রাণি যুগকোটিশতানি চ।
অনুভূতং মহাদুঃখ নরকস্থ নৃপোত্তম॥ ৬৭
নরকান্তে ততঃ সোহহং কান্তয়া সহ ভূপতে।
গৃধ্রপক্ষিকুলে জাতো মৃতমা সাশনঃ সদা॥ ৬৮
এতাবপি চ তৌ রাজন নরকান্তে গতৈনসৌ।
জাতৌ শলভয়োর্ব্ব শে ভোক্তুং শেষং স্বকর্ম্মণঃ
যদেতস্মিন কৃত কর্ম্ম রাজন শলভজন্মনি।
তদাকর্ণয় বক্ষ্যামি শ্রোতৃণা বিস্ময়প্রদম॥৭০
একদা সুমহান বায়ু সমায়াতো মহীপতে।
উড্ডীয় পাতিতৌ তেন গঙ্গাপার্শ্বে নির্ম্মলে॥৭১
নিপত্য গঙ্গাসলিলে কোমলাঙ্গাবিমৌ ততঃ।
জগ্মতু পঞ্চতা সদ্যঃ সমস্তকল্মষাপহে॥ ৭২

ততো নেতুমিমৌ দূতা আয়াতা অব্জচক্ষুষঃ।
আয়াতানি বিমানানি সর্ব্বভোগান্বিতানি চ॥৭৩
বিমুক্তৌ সর্ব্বপাপেভ্যস্তুলসীমাল্যশোভিতৌ।
দিব্য বিমানমারুহ্য যাতৌ ভগবতঃ পুরম॥৭৪
কল্পত্রিতয়পর্যান্তং সুখিনাবূষতুর্নৃপ।
তাবৎকালং স্থিতৌ রাজন ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ
ব্রহ্মাজ্ঞয়া সমায়াতৌ তত ইন্দ্রপুরং প্রতি॥ ৭৬
ভুক্তবন্তৌ সুখং তত্র দুর্ল্লভং যৎ সুরৈরপি।
তাবৎ কালং দিবি স্থিত্বা ভোক্তুং কৃৎস্নাং
বসুন্ধরাম্।
পবিত্রে ভবতো ব শে জাতাবেতৌ মহাশয়ৌ॥
গঙ্গায়া ত্যজতাং দেহং ভূমৌ জন্ম ন বিদ্যতে
তথাপি বসুধা ভোক্তু জাতৌ পুণ্যবতাং বরৌ
চিব ভুক্ত্বা মহীমেতৌ পুত্রপৌত্রসমন্বিতৌ।
গঙ্গামরণমাসাদ্য যাস্যতোহন্তে হরেগৃহম॥ ৭৯

হে রাজন। এই কর্ম্মহেতু আমি সস্ত্রীক যমের আদেশে যমদূতগণকর্তৃক এই দুই প্রধান পাপীর ন্যায় নরকে নিক্ষিপ্ত হইলাম। হে নৃপ। এই দুই পাপীর সহিত যতকাল আমি সস্ত্রীক ঘোর নরকে অবস্থিত ছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। হে নরোত্তম। কোটি সহস্র কোটি শত যুগ নরকের মহাদুঃখ আমি অনুভব করিয়াছিলাম। হে ভূপতে। নরকের অবসানে আমি কান্তাসহ গৃধ্রপক্ষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা মৃতদেহের মাংসাশী হইয়াছি। অনন্তর হে রাজন। এই দুই রাজপুত্রও সেই ঘোর নরকের অবসানে অবশিষ্ট স্ব স্ব কর্ম্মভোগের নিমিত্ত শলভ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই শলভ-জন্মে ইহারা যে কর্ম্ম করিয়াছিল, হে রাজন। তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। উহা শ্রোতৃ-গণের বিস্ময়াবহ। হে মহীপাল। একদা ঘোর মহাবায়ু উপস্থিত হইল, তাহাতে ঐ শলভদ্বয় নির্ম্মল গঙ্গাজলে পতিত হইল। নিখিল কলুষাপহ গঙ্গাজলে পতন হেতু ঐ কোমলাঙ্গ শলভযুগল সদাই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। [illegible] অনন্তর বিষ্ণুদূতগণ উহা-দিগকে লইবার জন্য আগমন করিল এবং সর্ব্ব ভোগান্বিত বিবিধ বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। হে নৃপ। তখন উহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত ও তুলসীমালায় মণ্ডিত হইয়া দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক ভগবৎসন্নিধানে উপনীত হইল এবং তিনকল্পকাল সেস্থানে সুখে বাস করিল। হে রাজন। অনন্তর উহারা কল্পত্রয়যাবৎ অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার সন্নিধানে অবস্থান করিয়া পরে ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্রপুরে উপস্থিত হইল। সেখানে আসিয়া উহারা দেবদুর্ল্লভ সুখ উপভোগ-পূর্ব্বক কল্পত্রয় কাল স্বর্গে অবস্থান করিয়া পরে সমগ্র বসুধা ভোগ করিবার নিমিত্ত ভবদীয় পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছেন। গঙ্গায় দেহ ত্যাগ করিলে যদিও পুনর্জন্ম হয় না, তথাপি এই দুই শ্রেষ্ঠ পুণ্য-বান, বসুধা ভোগ করিবার নিমিত্ত জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা পুত্র-পৌত্রান্বিত হইয়া দীর্ঘকাল মহীমণ্ডল ভোগ করতঃ গঙ্গাজলে দেহত্যাগপূর্ব্বক হরির আলয়ে

তত্রৈব জ্ঞানমাসাদ্য যোগিনামপি দুর্লভম্।
শ্রীনারায়ণসাযুজ্যমেতৌ ভক্তৌ গমিষ্যতঃ ॥৮০
এতৎ সর্ব্বং ময়া প্রোক্তং পূর্ব্ববৃত্তান্তমেতযোঃ।
জাতিস্মৃতিপ্রভাবেন নৃপবৃন্দশিরোমণেঃ ॥৮১
গঙ্গামরণমাহাত্ম্যাদ্ভাবেতৌ দশামিমাম্।
আবয়োঃ কঃ পরিত্রাণং করিষ্যতি দুরাত্মনো ॥
পিত্রবজ্ঞাং মনুষ্যাণাং নরকক্লেশদায়িনীম্।
ময়ৈব পৃথিবীপাল দৃষ্টা কেবলমেব সা ॥ ৮৩
পিত্রে ভক্তির্নৃপশ্রেষ্ঠ ইহামুত্র চ দুঃখদা।
ইহ সম্পদ্বিনাশায পরত্র নরকায চ ॥ ৮৪ ॥
বরং মন্যে মহীপাল ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম।
কদাচিন্নিষ্কৃতিস্তস্মাদিয ভবতি শাশ্বতী ॥ ৮৫
দুঃখাজ্জিতং পুণ্যবৃক্ষ সর্ব্বক্লেশনিবারণম।
পিত্রাবজ্ঞাকুঠারেণ ছিন্দন্তি ভুবি মানবা ॥৮৬
যৎ কিঞ্চিদ্দীযতে ভক্ত্যা পিতৃবক্ত্রে পরন্তপ।
তদশ্নাতি স্বযং বিষ্ণুঃ পিতৃরূপো হবির্যতঃ ॥৮৭

প্রত্যক্ষদেবৌ পিতরৌ সেবন্তে যে মহাজনাঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিভবেত্তেষা প্রসাদাজ্জগতীপতেঃ ॥ ৮৮
পিতৃভক্তি বিনা যাবৎ দিনং তিষ্ঠন্তি মানবাঃ
তাবৎকল্পসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি নরকে ধ্রুবম্ ॥ ৮৯
তিষ্ঠতি সম্পদস্তাবদায়ুষি চ যশাংসি চ।
যাবন্মনসি লোকানা পিত্রবজ্ঞা ন জাযতে ॥
যাবন্ত্য পিতৃনেত্রেভ্যঃ পতন্তি বাষ্পবিন্দবঃ।
তাবৎ কাল মহাঘোরে তিষ্ঠন্তি নরকে জনাঃ
তস্মাদিদ মহদ্দুঃখ বভূব মম সাম্প্রতম।
মোক্ষ কদা গমিষ্যামি সদারোহহং নবৈদ্মি তৎ

ব্যাস উবাচ।

এতদ্বচস্তু বচ শ্রুত্বা গৃধ্রস্য দ্বিজসত্তম।
বভূব হর্ষিতো রাজা বিস্মিতশ্চ পুনঃপুন ॥ ৯৩

রাজোবাচ।

আশ্চর্য্য হি বচো গৃধ্র শ্রুতমেতন্মুখাত্তব।
মম চেসাশ্চ হৃদয়ে প্রীতির্ন হি জাযতে ॥৯৪

গমন করিবেন। সেখানে গিয়াও এই ভক্ত-দ্বয় যোগিজনদুর্লভ জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীনারায়ণসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবেন। হে নৃপবরশিরোমণে! আমি জাতিস্মরত্ব গুণে ইহাঁদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্তই বর্ণন করিলাম। গঙ্গাতে দেহ ত্যাগ করিবার ফলেই ইহাঁরা এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। আমরা দুরাত্মা, কে আমাদের পরিত্রাণ করিবে? পিতামাতার অবমাননা নরগণের নরকক্লেশ-দায়িনী। হে ভূপাল! কেবল আমি তাহা দেখিয়াছি। পিতামাতার প্রতি অভক্তি ইহামুত্র উভয় লোকেই দুঃখদায়িনী। উহাতে ইহকালে সম্পদ্‌বিনাশ ও পরকালে নরক-নিবাস হইয়া থাকে। হে ভূপতে! আমি ব্রহ্ম-হত্যাদি পাতকও উত্তম মনে করি, কেননা তাহা হইতে কখনও নিষ্কৃতি হইতে পারে, কিন্তু পিতামাতার অবজ্ঞারূপ দুষ্কৃতি চির-স্থায়িনী। কষ্টার্জ্জিত সকল ক্লেশহর পুণ্য-বৃক্ষকে একমাত্র পিতামাতার অবজ্ঞারূপ কুঠার দ্বারাই মানবেরা ছেদন করিয়া থাকে। হে পরন্তপ! মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃবদনে যাহা কিছু দান করে, স্বয় বিষ্ণুই তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকেন, যে হেতু হবিই পিতৃ-রূপী। প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতাকে যে সকল মহাজন সেবন করেন, জগৎপতির প্রসাদে তাহাদের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। পিতৃভক্তি পরিত্যাগ করিয়া যতদিন মানব-অবস্থান করে, তত কল্পসহস্রকাল তাহার নিশ্চয়ই নরকবাস হয়। যে পর্য্যন্ত মানব-গণের মনে পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞার ভাব না জন্মে, তাবৎকালই তাহাদের সম্পদ, আয়ু, ও যশ বিদ্যমান থাকে। পিতা-মাতার নেত্র হইতে যত পরিমাণ অশ্রু বিন্দু নিপতিত হয়, জনগণ তাবৎকাল মহা ঘোর নরকে অবস্থান করে। আমি পিতামাতার অবজ্ঞা করিয়াছিলাম বলিয়াই চিরকালের জন্য আমার এই মহাদুঃখ হইয়াছে, কবে আমি সস্ত্রীক মুক্তিলাভ করিব তাহা জানি না।৭৩—৯২। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজবর! গৃধ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা হৃষ্ট ও পুনঃপুনঃ বিস্মিত হইলেন। পরে রাজা কহি-লেন,—হে গৃধ্র! তোমার মুখ হইতে এই

অথান্তরীক্ষে বাগুচ্চৈর্বিতি জাতা নৃপোত্তম।
সত্যং সত্যমিদং সত্যং সন্দেহো নাত্র বিদ্যতে
ততঃ স পক্ষী বিপ্রর্ষে সহসা ভার্য্যয়া সহ।
গঙ্গামাহাত্ম্যকথনাৎ পূর্ব্বস্থিত ইবাভবৎ॥ ৯৬
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্জগুর্গন্ধর্ব্বসত্তমাঃ।
ননৃতুশ্চাপ্সরোবর্গা অভবৎ পুষ্পবর্ষণম॥ ৯৭
বিমানমাগত সদ্য সর্ব্বভোগসমন্বিতম।
সমাযাতা দূতগণাঃ প্রেষিতা কৈটভদ্বিষা॥৯৮
অথাসৌ সর্ব্বসো বিপ্র প্রিয়য়া সহ ভার্য্যয়া।
সদ্যো বিমানমারুহ্য জগাম ভবন হরে॥ ৯৯
এতদ্দৃষ্ট্বাদ্ভুত কর্ম্ম স রাজা দ্বিজসত্তম।
সপুত্রদারঃ সেবায়া গঙ্গায়াস্তৎপরোঽভবৎ॥
ভাগীরথ্যাং সমং তীর্থ নাস্তীহ ভুবনত্রয়ে।
যন্নামোচ্চারণাদেব সর্ব্বশো মোক্ষমাপ্তবান॥
গঙ্গাদেব্যাশ্চ মাহাত্ম্য কথিত দ্বিজসত্তম।

আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার বা এই সভাস্থ জনগণের হৃদয়ে তাদৃশ প্রতীতি হইতেছে না। এই কথা বলিবামাত্র এইরূপ উচ্চ আকাশবাণী হইল যে, হে নৃপোত্তম! ইহা সত্য, সত্য, সত্য, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। হে বিপ্রর্ষে! অনন্তর সেই পক্ষী গঙ্গামাহাত্ম্য বলিয়াছিল বলিয়া ভার্য্যাসহ তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব-কিন্নরগণ গান করিতে লাগিল, অপ্সরোগণ নৃত্য করিল এব পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই দণ্ডেই এক সর্ব্বভোগান্বিত বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল এব বিষ্ণু-প্রেরিত দূতগণ আগমন করিল। অনন্তর উক্ত সর্ব্বসহ বিপ্র ভার্য্যাসহ সদাই বিমানারোহণ করত হরিভবনে গমন করিলেন। হে দ্বিজবর! সেই রাজা এই অদ্ভুত কর্ম্ম অবলোকন করিয়া সপুত্র পরিবারে গঙ্গার সেবায় তৎপর হইলেন। ত্রিভুবনে ভাগীরথীর সমান তীর্থ নাই, যাহার নাম উচ্চারণ মাত্র সর্ব্বসহ বিপ্র মোক্ষলাভ করিল। হে দ্বিজবর! এই গঙ্গা দেবীর নিখিল পাতক-

সমস্তপাপবিধ্বংসি কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি॥১০২
অধ্যায়মেতং পরমাদরেণ
পঠন্তি যে দেবগৃহে মনুষ্যাঃ।
শৃণ্বন্তি যে চ দ্বিজবর্য্য ভক্ত্যা
নশ্যন্তি তেষাং দুরিতানি সদ্যঃ॥১০৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

গঙ্গাদ্বারস্য মাহাত্ম্যং ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতং ময়া।
প্রয়াগস্য চ মাহাত্ম্যমিদানীং শ্রোতুমিষ্যতে॥১
গঙ্গাব্ধেঃ সঙ্গমস্যাপি মাহাত্ম্যং কথ্যতাং মুনে।
ন সম্যক কথিতুং কোঽপি শক্নোতি তদৃতে ক্ষিতৌ॥ ২

ব্যাস উবাচ।

প্রয়াগস্য ফলং বৎস গঙ্গাব্ধিসঙ্গমস্য চ।
সমাখ্যাতুং ন শক্নোমি সংক্ষেপাৎ শ্রূয়তাং দ্বিজ

ধ্বংসী মহাত্ম্য তোমার নিকট বলিলাম, তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। যে সকল মনুষ্য পরমাদরের সহিত এই অধ্যায় দেব-গৃহে পাঠ করে এবং যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, হে দ্বিজবর্য্য! তাহাদের দুরিত-রাশি সদ্যসদাই দ্রবীভূত হয়। ৯৩—১০৩।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩

চতুর্থ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—আমি ভবৎ-প্রসাদে গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে প্রয়াগমাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মুনে! আপনি গঙ্গাসাগরসঙ্গমের মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করুন। আপনি ভিন্ন এ ভূতলে উহা সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে কেহই সমর্থ নহে। ব্যাস বলিলেন,—প্রয়াগের এবং গঙ্গাব্ধি-সঙ্গমের মাহাত্ম্যও সম্যক্ বর্ণনে আমি

কোটিব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তু যানি তীর্থানি জৈমিনে।
আয়ান্তি তানি সর্ব্বাণি প্রয়াগ প্রতিমাঘকে ॥ ৭
গঙ্গায়া যমুনায়াশ্চ সরস্বত্যাশ্চ সঙ্গমম্।
প্রশংসন্তি সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৫
মকরস্থে রবৌ মাঘে স্নান যে তত্র কুর্ব্বতে।
তেষামাগমনং নাস্তি বিষ্ণুলোকাৎ কদাচন ॥ ৬
যজ্ঞকোটিসহস্রাণি বাজিমেধমুখানি চ।
মেরুতুল্যসুবর্ণানি দানান্যন্যানি চ দ্বিজ ॥ ৭
কুরুক্ষেত্রে পুষ্করে চ প্রভাসে চ গয়াসু চ।
হুত্বা দত্বা চ বিপ্রেভ্যো যৎফলং প্রাপ্যতে জনৈঃ ॥ ৮
মাঘে স্নাত্বা প্রয়াগে তু তস্মাৎ কোটিগুণ ফলম্।
তস্মাৎ সমস্ততীর্থানাং প্রয়াগঃ প্রবরঃ স্মৃতঃ ॥ ৯
সিংহরাশিস্থিতে জীবে গোদাবর্য্যাং দ্বিজোত্তম।
চিরকালং তপস্তপ্ত্বা স্নানদানব্রতাদিভিঃ ॥ ১০
বেদাগমপুরাণোক্তং যৎপুণ্যমক্ষয় ভবেৎ।
মাঘে স্নাত্বা প্রয়াগে তু তৎপুণ্যং নাত্র সংশয়ং ॥
ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষে চ চতুর্দ্দশ্যামুপোষণাৎ।
কাশ্যাং যৎ ফলমাপ্নোতি তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥১২
কোটিজন্মার্জ্জিতৈঃ পাপৈর্বিমুক্তঃ শিবরূপধৃক।
উদ্ধৃত্য কোটিপুরুষান শিবেন সহ মোদতে ॥ ১৩
মাঘে মাসি প্রয়াগে তু গঙ্গাম্ভঃশীকরৈরপি।
সিক্তস্তৎ ফলমাপ্নোতি সত্যমে তন্ময়োচ্যতে ॥
তুলাপুরুষদানাদ্যৈর্মন্দরাখ্যে মহাগিরৌ।
যৎফলং তৎপ্রয়াগে তু স্নাত্বা সকৃদপি দ্বিজ ॥১৫
কল্পকোটিশতং বিষ্ণু সম্পূজ্যান্যত্র যৎফলম।
একাহমপি সংপূজ্য প্রয়াগে তৎফলং লভেৎ ॥
স্নানং দান তপো হোমো ভগবচ্চরণার্চ্চনম।
পিতৃযজ্ঞাদিকং কর্ম্ম যদন্যৎ ক্রিয়তে জনৈঃ ॥১৭
মাঘে মাসি সমায়াতে মকরস্থে দিবাকরে।
সত্যং সত্যমহং ব্রূমি সর্ব্বমেবাক্ষয়ং ভবেৎ ॥১৮
যাবদ্দিন মাঘমাসে তত্র তিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
তাবৎ কল্পশতং বিপ্র মোদন্তে বিষ্ণুনা সহ ॥১৯

সমর্থ নহি, উহা সঙ্ক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। হে জৈমিনে! কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সকল তীর্থ বিরাজমান, সেই সকল তীর্থ ই প্রতি মাঘমাসে প্রয়াগে আগমন করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী-সঙ্গমের প্রশংসা করিয়া থাকেন। মাঘে মকরস্থ দিবাকরে যাহারা তথায় স্নান করে তাহারা আর কদাচ বিষ্ণুলোক হইতে প্রত্যাগত হয় না। জনগণ কুরুক্ষেত্রে, পুষ্করে, প্রভাসে এবং গয়াদি তীর্থে অশ্বমেধাদি কোটিসহস্র যজ্ঞ করিয়া এবং বিপ্রগণকে মেরুতুল্য সুবর্ণ ও অন্যান্য দান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, মাঘে প্রয়াগে স্নান করিয়া তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সমস্ত তীর্থমধ্যে প্রয়াগই প্রধান তীর্থ। হে দ্বিজবর! বৃহস্পতি সিংহরাশিগত হইলে গোদাবরীতে চিরকাল স্নান দান ব্রতাদি দ্বারা তপস্যা করিয়া বেদাগম-পুরাণ বর্ণিত যে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয়, মাঘে প্রয়াগে স্নান করিলেও সেই পুণ্য হয় সন্দেহ নাই। ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে কাশীতে উপবাস করিলে যে ফললাভ হয়,- আমি সত্যই বলিতেছি উহাতে মানব কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবরূপধারী হয় এবং স্বীয় কোটি পুরুষ উদ্ধার করিয়া শিবসহ বিহার করিয়া থাকে। মাঘে প্রয়াগে গঙ্গাজলের কণিকা দ্বারাও সিক্ত হইয়া মানব সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা আমি সত্যই বলিতেছি। মন্দরাচলে তুলাপুরুষ দানাদি দ্বারা যে ফললাভ হয়, হে দ্বিজ! প্রয়াগে তাহা একবার মাত্র স্নান করিলেই হইয়া থাকে। শত কল্প কোটি কাল অন্যত্র বিষ্ণুপূজায় যে ফল, প্রয়াগে একাহ পূজা করিলেও সেই ফল। মাঘে মকরস্থ দিবাকরে প্রয়াগক্ষেত্রে স্নান, দান, তপস্যা, হোম ও ভগবদর্চ্চন এবং পিতৃযজ্ঞাদি অন্য যে কিছু কর্ম্ম করা যায়, হে দ্বিজ! আমি সত্যই বলিতেছি, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। মানবগণ মাঘমাসে যতদিন প্রয়াগক্ষেত্রে বাস করে, হে বিপ্র! তাবৎ কল্পশত কাল বিষ্ণুসহ বিহার

গঙ্গাযমুনযোস্তোয়ে স্নানং যেন কৃতং সকৃৎ।
সদ্যস্তদ্দর্শনাৎ পাপী মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥২০
তর্ত্তুং যদীচ্ছন্তি জনাঃ সংসারাব্ধিং সুদুস্তরম্।
গঙ্গাযমুনযোস্তোয়ে স্নাত্বা পশ্যত মাধবম্ ॥ ২১
ত্যজন্তি মানবাস্তত্র যদ্যদিষ্ট্বা কলেবরম্।
সদ্যো লভন্তে বিপ্রর্ষে তত্তদেব ন সংশয় ॥২২
ইতিহাসমিহৈবাহং কথয়ামি নিশাময়।
যং শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈ ॥
প্রণিধির্নাম তত্রাসীৎ বৈশ্য একো মহাধনী।
দেবতাতিথিপূজাসু বিপ্রভক্তো চ তৎপর ॥২৪
তস্য পদ্মাবতীনাম্নী ধর্ম্মপত্নী পতিব্রতা।
চার্ব্বঙ্গী শীলযুক্তা চ কুলজা প্রিয়বাদিনী ॥ ২৫
স্ত্রীণাং যোগ্যা গুণা যে যে সৃষ্টা শ্রীপরমেষ্ঠিনা।
তচ্ছরীরে গুণাস্তে তে নিবসন্তি দ্বিজোত্তম ॥২৬
অথাসৌ প্রণিধির্বৈশ্যঃ সমাদায় ধনং বহু
বাণিজ্যার্থং গতো বিপ্র শুভে লগ্নে শুভে তিথৌ ॥ ২৭

ধনাদ্ধর্ম্মঃ প্রভবতি ধনাচ্চ বিমলং যশঃ।
ধনাৎ কুলমবাপ্নোতি ভবেৎ কিং বা ধনাদৃতে ॥
ধনহীনং জনং দৃষ্ট্বা সখাপি শত্রুবায়তে।
মেঘং শরদাম্বুহীনং খণ্ডখণ্ডং নয়েন্মরুৎ ॥ ২৯
যাবদিষ্টং প্রাপ্যতে যাবত্তাবদেবাহি বন্ধুতা।
শিশিরে পদ্মিনী ভৃঙ্গঃ কটাক্ষেণাপি নেক্ষতে ॥
ধনং যস্য বলং তস্য বুদ্ধিস্তস্য স পাণ্ডিতঃ।
ধনবিহীনঃ পুরুষো জীবন্নপি মৃতোপমঃ ॥ ৩১
ধর্ম্মার্থবিদ্যার্জ্জনতো মতির্যস্য নিবর্ত্ততে।
জ্ঞেয়ং স মূর্খঃ সুতরামবিকস্যাবিক ফলম্ ॥ ৩২
কর্ত্তব্যঃ সতত ধর্ম্মার্জ্জিতব্যং সদা ধনম্।
শিক্ষিতব্যা সদা বিদ্যা পুম্ভিরেব বিচক্ষণে ॥
দানাদ্ধনঞ্চ বিদ্যা চ বর্দ্ধতে প্রতিবাসরম্।
ধর্ম্মস্তু বর্দ্ধতে নৈব রক্ষণেন বিনা নৃণাম্ ॥ ৩৪
কিং বা নাপ্নোতি মূর্খত্বং দারিদ্র্যং কিং বরাটকৈঃ

করিয়া থাকে। গঙ্গা এবং যমুনার জলে যে ব্যক্তি একবার মাত্র স্নান করে, তাহার দর্শনেও পাপী জন সদা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে জনগণ! যদি দুস্তর ভবাব্ধি পার হইতে ইচ্ছা কর তবে গঙ্গা-যমুনার জলে স্নান করিয়া মাধব সন্দর্শন কর। মানবগণ যে যে কামনা করিয়া তথায় কলেবর পরিহার করে, হে বিপ্রর্ষে! সেই সেই কাম্যবস্তুই তাহারা লাভ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। এই স্থানে আমি এক ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর,—যাহা শুনিয়া সর্ব্বপাপী সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে প্রণিধি নামে এক মহা ধনশালী বৈশ্য ছিল। প্রনিধি দেবতা ও অতিথিপূজায় তৎপর ও সর্ব্বদা বিপ্রভক্ত ছিল, তাহার পতিব্রতা ধর্ম্ম-পত্নীর নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতী সুন্দরী সুচরিত্রা সৎকুলজাত ও প্রিয়বাদিনী ছিল, স্ত্রীগণের যে কিছু যোগ্যগুণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, হে দ্বিজবর! পদ্মাবতীর শরীরে সেই সমুদয় গুণই বিদ্যমান। একদা শুভদিনে শুভলগ্নে প্রণিধি বৈশ্য বহু ধন লইয়া বাণিজ্যার্থ বিদেশে যাত্রা করিল। ধন হইতে ধর্ম্ম হয়, ধন হইতেই বিমল যশ এবং ধন হইতেই কুল হইয়া থাকে, ধন বিনা কিই বা সংসারে হয়? ধনহীন জনকে দেখিয়া সুহৃদ ব্যক্তিও শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে। দেখ শরৎকালে অম্বুবিহীন মেঘকে মারুত খণ্ড খণ্ড করিয়া দেয়। যে পর্য্যন্ত খাইতে পাওয়া যায় তাবৎ কালই বন্ধুতা। দেখ, শিশির কালে ভৃঙ্গ কটাক্ষদ্বারা পদ্মিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যাহার ধন আছে, তাহারই বল আছে বুদ্ধি আছে এবং সেই পণ্ডিতপদবাচ্য হয়। কিন্তু ধনহীন পুরুষ জীবন সত্ত্বেও মৃতোপম। ধর্ম্মার্থ বিদ্যার্জ্জনে যাহার মতি না জন্মে তাহাকে মূর্খ বলিয়াই জানিবে। সর্ব্বদা ধর্ম্ম করা উচিত এবং সর্ব্বদা ধনার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। বিজ্ঞ পুরুষগণের পক্ষে সর্ব্বদা বিদ্যাশিক্ষাও বিধেয়।১—৩৩। ধন এবং বিদ্যা প্রতিদিন দানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে উহা বর্দ্ধিত হয় না। মূর্খতা হইতে কি দারিদ্র্য হয় না?

কিং বাসারো জনো বিপ্র ধর্ম্ম নাপ্নোতি কামদম ॥ ৩৫

কাষ্ঠং তৃণং তুষং বাপি সম্প্রাপ্য ন পরিত্যজেৎ
পুমান সঞ্চয়শীলোঽপি কদাচিন্নাবসীদতি ॥ ৩৬

ততোঽসৌ প্রণিধির্বৈশ্যো নিযোজ্য স্ত্রী নিজালয়ে ।
গৃহব্যাপারনিষ্ক্রান্তাং বাণিজ্যেন জগাম হ ॥ ৩৭

অথৈকদা তস্য পত্নী গৃহীত্বোদ্বর্ত্তনাদিকম ।
সখীভিঃ সহ বিপ্রর্ষে জগাম স্নানহেতবে ॥ ৩৮

ততো ধনুর্দ্ধ্বজো নাম শ্বপচঃ পাতকাশ্রয় ।
নিজেচ্ছয়া প্রকুর্ব্বন্তী স্নানকর্ম্ম দদর্শ তাম ॥৩৯

বিকসৎস্বর্ণপুষ্পাভাং প্রফুল্লকমলাননাম ।
মৃগশাবদৃশাক্ষারূপীনোন্নতপয়োধরাম ॥ ৪০

তাং বৈশ্যপত্নীমালোক্য শ্বপচোঽসৌ স্মরাতুরঃ
উবাচ প্রহসন বাণী নিজমূর্ত্তিমচিন্তযন ॥ ৪১

ধনুর্দ্ধ্বজ উবাচ ।

কাসি কস্যাসি সুশ্রোণি চারুহাসিনি সুন্দরি ।
মনো হরসি মে কস্মাৎস্বযৌবনবলেন প্রিয়ে ॥৪২

বিশালজঘনে তন্বি মযা গুণবতা সহ ।
গুণবত্যা ত্বয়া সর্ব্বং সুখমদ্যানুভূযতাম ॥ ৪৩

ধনুর্দ্ধ্বজবচঃ শ্রুত্বা তস্যাঃ সখ্যস্ততো দ্বিজ ।
উচুর্বাক্যমিদং ক্রুদ্ধাঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদাঃ ॥ ৪৪

সখ্য উচু ।

অরে মূঢ় দুরাচার দুরাচারকুলোদ্ভব ।
পাদনিম্মঞ্জনমপি নৈতস্যাস্তে প্রদীযতে ॥ ৪৫

ইযং পতিব্রতা নারী ধর্ম্মকর্ম্মপরাযণা ।
আত্মনঃ সুখমিচ্ছদ্ভি পাপদৃষ্ট্যা ন দৃশ্যতে ॥৪৬

ভৃঙ্গোপভোগ্যামধুনি লতাযাং কুসুমান্তরে ।
অবিচারে প্লবে কস্মাৎ পিবন্তি শলভা মধু ॥ ৪

ভৃঙ্গোপভোগ্যমধুর কাক কিমপি বাঞ্ছতি ।
পরস্ত্রীমুখসৌন্দর্য্যং পরবিত্তঞ্চ সর্ব্বদা ।
দৃষ্ট্বা কামাগ্নিশিখযা দহ্যতে মূঢমানসম ॥ ৪৮

যাহি পাপমতে দূর মা বাদীরুক্তিং সুদুঃসহাম্‌ ।
বযমেব ভবন্তং ন স্পৃশামশ্চরণৈরপি ॥ ৪৯

ধনুর্দ্ধ্বজ উবাচ ।

ধিগস্তু জাতিশব্দং জানন্নপাহিল গুণম্‌ ।

কপর্দ্দকসংগ্রহে কি দারিদ্র্য হইযা থাকে। অথবা অসার জন কি ইষ্ট ফলপ্রদ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইযা থাকে? কাষ্ঠ, তৃণ বা তুষ, প্রাপ্ত হইযাও পরিত্যাগ করিবে না। সঞ্চয়শীল পুরুষ কখনই অবসন্ন হয় না। হে বিপ্র! অনন্তর ঐ প্রণিধি বৈশ্য স্বীয় স্ত্রীকে স্বগৃহে গৃহকার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিযা বাণিজ্যার্থ প্রস্থান করিল। অনন্তর একদা বৈশ্যপত্নী পদ্মাবতী অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদি করিযা সখীগণসহ স্নানার্থ গমন করিলেন। ধনুর্দ্ধ্বজ নামক এক পাপী চণ্ডাল তাহাকে স্বেচ্ছায স্নান করিতে দেখিল। বৈশ্যপত্নীর পয়োধর সুন্দর এবং পীনোন্নত নযন বালমৃগের নযনের ন্যায, আনন প্রফুল্ল কমল-নিভ এবং বর্ণ বিকসিত স্বর্ণপুষ্পাভ। এ হেন বৈশ্যপত্নীকে দেখিযা ঐ চণ্ডাল কামাতুর হইল এবং নিজ মূর্ত্তির বিষয চিন্তা না করিযা হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধ্বজ কহিল,—হে চারুহাসিনি, সুশ্রোণি, সুন্দরি! কে তুমি, কাহার তুমি? হে প্রিযে! কেন তুমি স্বীয যৌবনমদে আমার মনোহরণ করিতেছ? হে বিশালনিতম্বে! আমা হেন গুণবানের সহিত গুণবতী তুমি সর্ব্ব সুখ অনুভব কর। হে দ্বিজ! ধনুর্দ্ধ্বজ চণ্ডালের বাক্য শুনিযা তাহার সখীগণ ক্রুদ্ধ হইল এবং ওষ্ঠপুট দংশনপূর্ব্বক বলিল,—রে মূঢ়! দুষ্কুলোদ্ভব দুরাচার! তুই ইহার পাদস্পর্শেরও যোগ্য নহিস। ইনি ধর্ম্মকর্ম্মনিরতা পতিব্রতা নারী, আত্মশুভেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইহাঁকে পাপ চক্ষে দর্শন করেন না। লতাপুষ্পমধ্যস্থ মধু ভৃঙ্গেরই উপভোগ্য। অন্য শলভ অবিচারে তাহা পান করিবে কি করিযা। পরস্ত্রীর মুখ-সৌন্দর্য্য ও বিত্ত দেখিযা মূঢের মনই কামাগ্নি-শিখায দগ্ধ হইতে থাকে। হে পাপমতে! তুই দূর হইযা যা, এরূপ দুঃসহ উক্তি তুই করিস না। ইহার কথা কি, আমরাও তোকে চরণদ্বারা স্পর্শ করি না। ৩৪—৪৯। ধনুর্দ্ধ্বজ কহিল,—ধিক্ জাতি শব্দ! যে হেতু আমি

সম্ভাবিতো ন যুষ্মভিঃ শ্বপচত্বে যতোহধুনা॥ ৫০
কনকং মদিরাপূর্ণকলসাভ্যন্তরে স্থিতম্।
সম্প্রাপ্য কো ন গৃহ্লাতি তদ্‌গুণগ্রামবিৎ পুমান্‌
অতোহহং যুবতীমেনাং যথা প্রাপ্নোমি সম্প্রতি
তথা কুরুত হে সখ্যং শরণং বো গতোহস্মি যৎ
ইতি ব্রুবন্তং তং মূঢ়ং ভূয়োভূয়ো দ্বিজোত্তম।
উচুর্বাক্যমিদং তাস্তু জাতাত্যন্তকুতূহলাঃ॥ ৫৩

সখ্য উচুঃ।

যদ্যেতাং রমণীং নূনমিচ্ছসি ত্বং সুদুর্ম্মতে।
গঙ্গাযমুনয়োঃ শীঘ্রং শরীরং সঙ্গমে ত্যজ॥ ৫৪
মিথঃ কৃতমুখালোক্য হসন্ত্যস্তাস্ততো দ্বিজ।
তাং সাধুপত্নীমাদায় যযুর্নিজগৃহং জবে॥ ৫৫
ততোহসৌ শ্বপচো মোহাৎ ব্রহ্মহত্যাসহস্রকৃৎ।
গঙ্গাযমুনয়োস্তোয়ে তামিষ্ট্বা পঞ্চতাং গতঃ॥ ৫৬
তৎস্বামিসদৃশাকারঃ সমস্তগুণবান্‌ বলী।
সদ্যএব শ্বপাকোহসৌ স্ববৃত্তান্তং স্মরন্নভূৎ॥৫৭

অখিল গুণশালী হইলেও শ্বপচ বলিয়া তোমরা আমাকে অধুনা গ্রাহ্য করিতেছ না। মদিরা-পূর্ণ কলসের অভ্যন্তরস্থিত সুবর্ণ সম্প্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণগুণজ্ঞ কোন পুরুষ না তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে? অতএব আমি এই যুবতীকে যাহাতে এক্ষণে প্রাপ্ত হইতে পারি হে সখী-গণ! তোমরা তাহারই উপায় কর, আমি তোমাদের শরণাপন্ন হইলাম। হে দ্বিজবর! সেই মূঢ় চণ্ডাল বারংবার এই কথা বলিতে থাকিলে সখীগণ অত্যন্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে কহিল,—রে দুর্ম্মতে! তুমি যদি এই রমণীকে পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে শীঘ্র গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে দেহ ত্যাগ কর। এই কথা কহিয়া সখীগণ পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল এবং সাধুপত্নীকে লইয়া সত্বর স্বগৃহে প্রস্থান করিল। অনন্তর ঐ সহস্র ব্রহ্মহত্যাকারী চণ্ডাল বৈশ্যপত্নীকে কামনা করিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তখন বৈশ্যপত্নীর স্বামীর ন্যায় ঐ চণ্ডালের আকার হইল এবং সে তাহারই ন্যায় গুণবান ও বল-

ততোহসৌ প্রণিধির্বৈশ্যস্তস্মিন্নেব শুভে দিনে।
কৃত্বা বাণিজ্যমায়াতঃ স্বকীয়ং নিলয়ং প্রতি॥৫৮
শ্বপাকোহপি ততো বিপ্র তস্যাবাসং বিবেশ হ।
প্রণিধেঃ সদৃশো রূপৈরযোভিশ্চ গুণৈরপি॥৫৯
একাকারৌ সমালোক্য পুরস্থৌ তৌ গুণাকরৌ
কস্যাহং দয়িতা কো বা মম ভর্ত্তেত্যচিন্তয়ৎ॥৬০
ততঃ সা বিস্মিতা কন্যা বিলোক্য তৎপতিদ্বয়ম্
তুষ্টাব মাধবং দেবং বচনৈঃ কোমলাক্ষরৈঃ॥৬১

পদ্মাবত্যুবাচ।

নমামি গোবিন্দমনন্তমূর্ত্তিং
শক্রাদিদেবার্চ্চিতপাদপদ্মম্।
যোগেশ্বরং যোগবিদং নিরীহং
যোগপ্রদং যোগিভিরর্চ্চনীয়ম্॥ ৬২
নমোহস্তু তে কৈটভমর্দ্দনায়
নমো মধুধ্বংসকরায় নিত্যম্।
নমোহস্তু কংসাসুরনাশনায়
নমোহস্তু চাণূরনিপাতনায়॥ ৬৩
নমোহস্তু বেদোদ্ধরণায় নিত্যং
নমোহস্তু ভূম্যুদ্ধরণায় তুভ্যম্।

বান হইয়া উঠিল। চণ্ডাল তৎক্ষণাৎ স্বীয় বৃত্তান্ত স্মরণ করিল। অনন্তর সেই শুভ দিনেই প্রণিধি বৈশ্য বাণিজ্য করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইল। এদিকে প্রণিধি বৈশ্যের তুল্যরূপগুণশালী চণ্ডালও তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। তখন বৈশ্যপত্নী সেই গৃহা-গত একাকৃতি তুল্যগুণশালী পুরুষদ্বয়কে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কাহার আমি প্রিয়া, কেইবা আমার প্রকৃত ভর্ত্তা? বস্তুতঃ বৈশ্যপত্নী পতিদ্বয় দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং স্বীয় পতিকে জানিবার জন্য মধুর বাক্যে মাধবদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫০—৬১। পদ্মাবতী কহিলেন,—হে গোবিন্দ! ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার পাদপদ্ম অর্চ্চনা করেন, তুমি অনন্তমূর্ত্তি, যোগেশ্বর, যোগবিৎ, নিরীহ, যোগপ্রদ, যোগিজনার্চ্চনীয়, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি কৈটভনাশন, মধুবিধ্বংসী তোমায় নিত্য নমস্কার, তুমি কংস ও চাণূর

নমোঽস্তু পৃথ্বীধরণক্ষমায়
নমোঽস্তু দৈত্যেন্দ্রবিদারণায় ॥ ৬৪
গঙ্গাম্বুধৌতাঙ্ঘ্রিযুগায় তুভ্য
নমোঽস্তু রাজন্যকুলান্তকায়।
নমোঽস্তু তে রাবণবংশহন্ত্রে
প্রলম্বদৈত্যান্তকরায় তুভ্যম্ ॥ ৬৫
নমোঽস্তু তে চাধ্বরনিন্দকায়
নমোঽস্তু তে ম্লেচ্ছকুলান্তকায়।
নমোঽস্তু তে হৃৎকমলাসনায়
নমোঽস্তু তে সর্পবিপুধ্বজায় ॥ ৬৬
প্রসীদ গোপীজনবল্লভপ্রভো
ধৃতৈকহস্তাচল কেশবেশ।
প্রসীদ লক্ষ্মীমুখপদ্মভৃঙ্গ
প্রসীদ বিষ্ণো সতত নমস্তে ॥ ৬৭
প্রসীদ পদ্মেক্ষণচক্রপাণে
কৌমোদকীহস্ত গদাধর ত্বম।
প্রসীদ বিষ্ণো ধৃতপাঞ্চজন্য
নমোঽস্তু তে পদ্মধরায় তুভ্যম ॥ ৬৮
সংসারকৌতূহলমন্দিরে চ
মোহান্ধকারে চ বিবেকদীপ
সম্মোহকে কেশবমায়য়াহং
ত্বদীয়য়া নিত্যমহং ভ্রমামি ॥ ৬৭
বিরিঞ্চিশম্ভুর্কমুখাং সুরেন্দ্রা
মায়া ন জানন্তি তবাসুরারে।
মানুষ্যহং কি তব বেদ্মি মায়াং
হর ভ্রমং মে ভব সানুকম্পঃ ॥ ৬৯

ব্যাস উবাচ।

তস্যাস্তবং সমাকর্ণ্য ভগবান মাধবঃ প্রভুঃ।
আবির্বভূব সহসা সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ ॥ ৭০
তমালোক্য জগন্নাথ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম।
সা মূর্দ্ধ্না ভূমিমালিঙ্গ্য ববন্দে তৎপদদ্বয়ম্ ॥ ৭১

পদ্মাবত্যুবাচ।

নমস্তে কমলাকান্ত ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ।
হর মে জ্ঞানহীনায়া স্বকীয়ভর্ত্তৃবিভ্রমম ॥ ৭২

শ্রীভগবানুবাচ।

ভজ জহীহি চার্ব্বঙ্গি তৌ দ্বাবপি চ তে পতী।
একভাবেন সুশ্রোণি কুরু সেবা তয়োঃ সদা ॥

নাশন, বেদোদ্ধারকারী ও ভূমির উদ্ধারক, তোমাকে নিত্য নমোনমঃ। তুমি পৃথ্বীধরণক্ষম, দৈত্যেন্দ্রবিদারণ, গঙ্গাজলে ধৌতাঙ্ঘ্রিযুগল ও রাজন্যকুলান্তক, তোমায় আমার বার বার নমস্কার। তুমি রাবণের শত্রু নী, প্রলম্বদৈত্যান্তকর, অধ্বরনিন্দক ও ম্লেচ্ছকুলান্তক, তোমায় নমস্কার—নমস্কার। তুমি হৃদয়কমলাসন, গরুড়ধ্বজ, তোমাকে নমস্কার। হে গোপীজনবল্লভ! হে গিরিগোবর্দ্ধনধারিন! হে প্রভো! হে ঈশ কেশব! তুমি প্রসন্ন হও। হে লক্ষ্মীমুখারবিন্দমধুকর! হে বিষ্ণো! তোমাকে সতত নমস্কার করি; হে কমলনয়ন, চক্রপাণে! হে কৌমোদকী-গদাধর! তুমি প্রসন্ন হও। হে পাঞ্চজন্যধারিন বিষ্ণো! প্রসন্ন হও। তুমি পদ্মহস্ত, তোমায় নিত্য নমস্কার করি। হে বিবেকদীপ কেশব! সংসার-কৌতূহলমন্দিরমোহান্ধকারাবৃত, তোমারই মায়ায় আমি মোহিত হইয়া নিত্য এখানে ভ্রমণ করি। হে অসুরারে! ব্রহ্মা শিব ও সূর্য্যাদি সুরেন্দ্রগণ তোমার মায়া অবগত নহেন, আমি মানুষী, তোমার মায়া কি জানিব? তুমি আমার ভ্রম হরণ কর, অনুকম্পাযুক্ত হও। ৬২—৬৯। ব্যাস বলিলেন,—ভগবান প্রভু মাধব তাহার স্তব শ্রবণ করিয়া সহসা কোটি সূর্য্যাকারে প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর সেই চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ জগন্নাথকে অবলোকন করিয়া পদ্মাবতী মস্তক দ্বারা ভূতল স্পর্শপূর্ব্বক তদীয় পদদ্বয় বন্দনা করিলেন। পদ্মাবতী কহিলেন,—হে ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ কমলাকান্ত! তোমায় নমস্কার। আমি জ্ঞানহীনা, স্বভর্ত্তায় আমার ভ্রম উপস্থিত, আপনি আমার সেই ভ্রম নিবারণ করুন। ভগবান কহিলেন,—হে সুন্দরি! ভ্রম পরিত্যাগ কর, এই উভয়েই তোমার পতি। হে সুশ্রোণি! তুমি একই ভাবে সদা ইহাদের সেবা কর। তোমার

যোহয়ন্তে প্রণিধিঃ স্বামী মদ্ভক্তস্তরুণঃ সুধীঃ।
ভোক্তুং তে যৌবনং সাধ্বি সোহভবৎ দ্বিবিধঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৪
অনন্তরূপিণা লক্ষ্মীর্যথা ক্রীড়েন্ময়া সহ।
তথা ত্বমপি সুশ্রোণি কুরু সেবাং দ্বয়োঃ সদা ॥
পদ্মাবত্যুবাচ।
একস্যা দ্বৌ পতী দেব ন প্রশংসন্তি মানবাঃ।
মগ্নাং লজ্জাব্ধিকল্লোলে মামুদ্ধর দয়াময় ॥ ৭৬
শ্রীভগবানুবাচ।
যদাপকীর্ত্তিতঃ সাধ্বি বিভেষি ত্বং ধ্রুবং ভুবি।
তদা মৎপুরমাগচ্ছ দ্বাভ্যাং সহ বরাননে ॥ ৭৭
বিমানমাগতং সদ্যস্ততো ভগবদাজ্ঞয়া।
তৌ সমাদায় বৈকুণ্ঠং সা গন্তুমুপচক্রমে ॥ ৭৮
অথ সা পথি গচ্ছন্তী ভর্ত্তৃভ্যাং সহ জৈমিনে।
দদর্শৈকং মহাত্মানং রথস্থং স্ত্রীসমন্বিতম্ ॥ ৭৯
বৃতং কমলপত্রাক্ষৈরতসীকুসুমপ্রভৈঃ।
চতুর্ভুজৈর্দূতগণৈরারূঢ়ৈর্গরুড়োপরি ॥ ৮০
বিষ্ণুদূতৈস্তস্তস্তাংশ্চ বিষ্ণুরূপান বরাঙ্গনা।
কোহয়ং রথস্থঃ পুরুষ ইতি পপ্রচ্ছ সা সতী ॥ ৮১
কে বা যূয়ং মহাত্মানঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণাঃ।
সর্ব্বেহপি বিষ্ণুসদৃশাঃ শঙ্খচক্রাব্জপাণয়ঃ ॥ ৮২
ততস্তে ভগবদ্দূতা বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমাঃ।
বিহস্য তামিতি প্রাহুঃ পতিদ্বয়সমন্বিতাম্ ॥ ৮৩
বিষ্ণুদূতা ঊচুঃ।
বিষ্ণুদূতা বয়ং সাধ্বি পুণ্যাত্মানমিমং জনম্।
সমাদায় পুরং যামঃ সাদরং জগতীপতেঃ ॥ ৮৪
বিষ্ণুদূতবচঃ শ্রুত্বা বিস্ময়াবিষ্টমানসা।
তানুবাচ মহাদেব সা চন্দ্রসদৃশাননা ॥ ৮৫
পদ্মাবত্যুবাচ।
কেন পুণ্যপ্রভাবেন গতোহয়মীদৃশীং গতিম্।
বিষ্ণুদূতা মহাত্মানঃ কথ্যতামিত্যশেষতঃ ॥ ৮৫
বিষ্ণুদূতা ঊচুঃ।
অয়ং বৃহদ্রথো নাম রাক্ষসো লোকশোককৃৎ।
অরণ্যানীনিবাসী চ মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৮৭
পরদারপরদ্রব্য-হারকো বিপ্রহিংসকঃ।

যে প্রণিধিনামা বিজ্ঞ যুবক স্বামী আমার ভক্ত, হে সাধ্বি! তোমার যৌবন ভোগ করিবার জন্য সেই স্বামী স্বয়ং দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছেন। আমি অনন্তমূর্ত্তি হইলেও লক্ষ্মী যেমন আমার সহিত ক্রীড়া করেন, সেইরূপ তুমিও উক্ত উভয় পতিরই সেবা কর। পদ্মাবতী কহিলেন,—হে দেব! এক নারীর দুই পতি হওয়া মানবগণের প্রশংসনীয় নহে। সুতরাং আমি লজ্জাসাগর-কল্লোলে নিমগ্ন, হে দয়াময়! আমায় উদ্ধার কর। ভগবান্ কহিলেন,—হে সাধ্বি! তুমি যখন অপকীর্ত্তি হইতে ভীত হইয়াছ, তখন আইস হে বরাঙ্গনে! তোমার ঐ পতিদ্বয় সহ আমার পুরে আগমন কর। অনন্তর ভগবদাজ্ঞায় সদ্যই বিমান আসিল। পদ্মাবতী তাহাতে পতিদ্বয়কে লইয়া বৈকুণ্ঠাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অনন্তর হে জৈমিনে! ভর্ত্তৃদ্বয় সহ যাইতে যাইতে পথে পদ্মাবতী এক মহাত্মাকে স্ত্রী-সমভিব্যাহারে রথারোহণে যাইতে দেখিলেন। তিনি দেখিলেন—কমলপত্রাক্ষ অতসীকুসুমপ্রভ চতুর্ভুজ দূতগণ গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক গমন করিতেছেন, বিষ্ণুদূতগণ তাহার স্তব করিতেছেন। সতী পদ্মাবতী তাহা দেখিয়া ঐ বিষ্ণুরূপধর দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই রথস্থ পুরুষ কে? আর পুণ্ডরীকনিভনয়ন,মহাত্মা বিষ্ণুতুল্য শঙ্খ-চক্রধারী—আপনারা সকলেই বা কে? অনন্তর সেই বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী বিষ্ণুদূতগণ সেই পতিদ্বয়যুতা পদ্মাবতীকে হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, হে সাধ্বি! আমরা বিষ্ণুদূত, এই পুণ্যাত্মাকে লইয়া সাদরে জগৎপতির পুরে গমন করিতেছি। ৭০—৮৪। পদ্মাবতী কহিলেন,—কোন পুণ্যফলে এই ব্যক্তি একপ গতিপ্রাপ্ত হইলেন? হে মহাত্ম-বিষ্ণুদূতগণ! আপনারা তাহা আমূল বর্ণন করুন। বিষ্ণুদূতগণ কহিলেন,—এই ব্যক্তি বৃহদ্রথ নামক লোকগণের শোকোৎপাদক হাবলপরাক্রম রাক্ষস ছিল। রাক্ষস

গোমা সাশী নিষ্ঠুরোক্তিভাষী চ দেবহিংসকঃ ॥৮৮
যদযৎপাপতরং কর্ম্ম তদনেন কৃতং সদা।
স্বপ্নেনাপি শুভং কর্ম্ম কৃতং নৈব বরাঙ্গনে ॥৮৯
অয়ং রথং সমারুহ্য সততং কামপীড়িতঃ।
পরস্ত্রীহরণার্থায় প্রত্যহং নভসি ভ্রমন ॥ ৯০
যাং যাং সযৌবনাং নারীং যত্রযত্রাথমীক্ষতে।
বলাদালিঙ্গতে তাং তাং তত্র তত্র স্মরাতুরং ॥৯১
অথৈকদা ভীমকেশনাম্নো নরপতেঃ প্রিয়াম।
দদর্শাক্রীড়মধ্যস্থাং সুন্দরীং নবযৌবনাম ॥ ৯২
ততোহয়ং তাং সমালোক্য সুবর্ণকুসুমপ্রভাম।
ইত্যুবাচ বচঃ প্রেম্ণা কা ত্বমত্র করোষি কিম ॥৯৩
সৈবোবাচ ততঃ কান্তা ভীমকেশস্য ভূপতেঃ।
অহং সুরতশাস্ত্রজ্ঞা কেশিনী নাম নামতঃ ॥৯৪
অপি সর্ব্বগুণজ্ঞাং মাং প্রেমদৃষ্ট্যা ন ভূপতিঃ।
সদ্বংশজাং দোষহীনাং পশ্যতি ক্ষণমপ্যসৌ ॥৯৫
স্থীয়তে নিত্যমত্রৈব ভর্ত্রাথণ্ডিতচর্চ্চয়া।
ময়া স্বং কর্ম্মশোচন্ত্যা বিরহানলতপ্তয়া ॥ ৯৬
কস্ত্বং কথমিদং বাপি উদ্যানং প্রতি সত্তম।
সমাগতোহসি তৎ সর্ব্বং প্রসন্নো বক্তুমর্হসি ॥৯৭
অথাস্মিত্যাহ বচঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননে।
মায়াবী রাক্ষসোহহং ত্বামালিঙ্গিতুমিহাগতঃ ॥৯৮
জহীহি রুষ্টং ভর্ত্তারং সর্ব্বদা দোষদর্শিনম্।
ভজ মাং ভজ সর্ব্বং তে দদ্যামি সুখমুত্তমম ॥৯৯
ততো বিহস্য সাধ্বীয়ং রাক্ষসেন্দ্রমিমং মুদা।
ববন্ধ বাহুলতয়া বিন্যস্য বদনে মুখম ॥ ১০০
ইমামালিঙ্গ্য যুবতীং বিরহোদ্বেগবিহ্বলাম।
অনয়া সহ সুশ্রোণি দিব্যমারুঢবান রথম ॥১০১
দম্পতীভাবমাশ্রিত্য তৌ জাতাতিকুতূহলৌ।
বায়ুবেগরথারূঢৌ যাতৌ গগনবর্ত্মনি ॥
অথেত্থামযমিত্যাহ পশ্য সুভ্রু বরাঙ্গনে।

ঘোর অরণ্যে বাস করিত, পরদার-পরদ্রব্য-হরণ, কোটি কোটি বিপ্রবধ, গোমা সভক্ষণ, নিষ্ঠুরোক্তি, দেবহিংসা এবং অন্যান্য যে কিছু পাপকর্ম্ম, এ রাক্ষস কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই তাহা অনুষ্ঠিত হইত। হে বরাঙ্গনে! এ ব্যক্তি স্বপ্নেও শুভকর্ম্মানুষ্ঠান করে নাই। হে সুশ্রোণি! এই রথারোহণ করিয়াই কাম-পীড়িত রাক্ষস পরস্ত্রী হরণার্থ সতত আকাশ-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে যেখানে যে যে যৌবনবতী নারী নিরীক্ষণ করিত, কামাতুর হইয়া সেই সেইখানে তাহাকে তাহাকেই সবলে আলিঙ্গন করিত। একদা ভীমকেশ নামক নরপতির প্রিয়া, কেশিনী উদ্যানমধ্যে একাকিনী অবস্থান করিতে-ছিলেন, তাঁহার দেহপ্রভা সুবর্ণকুসুমের ন্যায় সমুজ্জ্বল, তিনি সুন্দরী নবযৌবনশালিনী, তাহাকে দেখিয়া রাক্ষস প্রেমভরে কহিল,—কে তুমি হেথায় কি কর? ভীমকেশকান্তা কেশিনী কহিল—আমি সুরতশাস্ত্রজ্ঞা, আমার নাম কেশিনী, আমি সর্ব্বগুণশালিনী সদ্বংশ-জাতা দোষহীনা হইলেও ভূপতি আমায় প্রেমচক্ষে অবলোকন করেন না। আমি ভর্ত্তৃ পরিত্যক্ত ও বিরহানলে তপ্ত হইয়া স্বীয় কর্ম্মের অনুশোচনা করত নিত্য এই স্থানেই অবস্থিত আছি। হে সত্তম! তুমি কে? কিরূপে এই রাজোদ্যানে আগমন করিলে, তৎসমুদায় আমার নিকট প্রসন্নচিত্তে প্রকাশ করিয়া বল। অনন্তর এই রাক্ষস কহিল,—হে পূর্ণচন্দ্রনিভাননে! আমি মায়াবী রাক্ষস, তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য এ স্থানে আগমন করিয়াছি। তুমি সদা দোষদর্শী রুষ্ট ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা কর, আমি তোমায় সমস্ত উত্তম সুখ প্রদান করিব।৮৫—৯৯। হে সাধ্বি! অনন্তর কেশিনী হাস্য করিয়া সহর্ষে রাক্ষসরাজের মুখে স্বীয় মুখ স্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে বাহুলতায় বন্ধন করিল। তখন রাক্ষস সেই বিরহোদ্বেগ-বিহ্বলা যুবতীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সহিতই এই রথে আরোহণ করিল। তাহারা পতিপত্নীভাব প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং রথারূঢ় হইয়া বায়ুবেগে গগনপথে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষস প্রিয়া কেশিনীকে কহিল,—হে সুভ্রু বরাঙ্গনে!

স্বভর্তুর্দেশাদাযাতৌ গঙ্গাসাগবসঙ্গমম।
ততো বথস্থা নাবীযমবো গঙ্গাব্ধিসঙ্গমম।
দৈবাৎ সা পঞ্চতা সদ্য'প্রাপ্তা তামতিসাধ্বস"স॥
দৃষ্ট্বা বিলপ্য বহুধা তত্রাযমপি বাক্ষস।
গতপ্রাণা সমালিঙ্গ্য শোকাৎ সদ্যো মৃতি যযৌ
বৈনতেযধ্বজাদেশাদিমৌ বিগতকল্মষৌ।
নযাম॰ পুণ্যকর্ম্মাণৌ বৈকুণ্ঠ প্রতি সম্প্রতি॥১৫
জলে স্থলে চান্তবীক্ষে গঙ্গাসাগবসঙ্গমে।
দেহ সন্ত্যজ্য গচ্ছন্তি পাপিনোহপি পবা গতিম
ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভ তীর্থ সঙ্গম সিন্ধুগঙ্গযো'।
তত্র দেহপবিত্যাগাদ্গতাবেতৌ দশামিমাম॥
সর্ব্বদানফল' তস্য সর্ব্বযজ্ঞফল তথা।
স্নান সকৃৎ কৃত যেন গঙ্গাসাগবসঙ্গমে॥১০৮
মাঘে মাসি তু শুক্লাযামেকাদশ্যামুপোষণা২।
তত্র শুদ্ধিমবাপ্নোতি ব্রহ্মহাপি ন স শয॥১০৯
গঙ্গাব্ধিসঙ্গমে স্নাত্বা হবি দৃষ্ট্বা তু কামদম।
কার্ত্তিকেযমুখ দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥১১০
কার্ত্তিকেযো হবি সাক্ষাদিত্যভেদধিযা সদা।
যে কার্ত্তিকেয পশ্যন্তি তে সর্ব্বে মোক্ষগামিণঃ
সর্ব্বতীর্থাধিক তীর্থ গঙ্গাব্ধিসঙ্গম শৃণু।
জলে স্থলে চান্তবীক্ষে মৃতো মোক্ষমবাপ্নুযাৎ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা বিষ্ণুদূতাস্তে তৌ সমাদায জৈমিনে।
জগ্মুর্বিষ্ণুগৃহ সর্ব্বে সহসাকাশবর্ত্মনি॥১১৩
সা চ পদ্মাবতী সাধ্বী ভর্ত্তৃদ্বযসমন্বিতা।
গতা সারূপ্যতা বিষ্ণোশ্চতুর্ব্বর্গপ্রদাযিন॰॥১১৪
তত্র ভুক্তাখিলান ভোগান তুল্ল ভান দ্বিজসত্তম
পবম জ্ঞানমাসাদ্য যযু॰ সাযুজ্যতা হবে'॥১১
সর্ব্বতীর্থমযী গঙ্গা সর্ব্বদেবমযো হবি'।
গঙ্গাযাশ্চ হবেশ্চৈব তস্মাদ্ভক্তির্বিধীযতাম॥১১৬
গঙ্গাব্ধিসঙ্গমে পূর্ব্ব মাধবো নাম বাহুজ'।
তপ্ত্বা তর্পাশ্চব তত্র সদাবো মোক্ষমাপ্তবান॥

তোমাব ভর্ত্তাব দেশ অতিক্রম কবিযা আসিলাম, ঐ দেখ গঙ্গাসাগবসঙ্গম। অনন্তব সেই বথস্থা নাবী অবোদিকে গঙ্গাসাগবসঙ্গম অবলোকন কবিযা অত্যন্ত ভযে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহা দেখিযা এই বাক্ষসও বহুবা বিলাপ কবিল এব গতপ্রাণা প্রিযাকে আলিঙ্গন কবিযা শোকভবে নিজেও সদ্যঃ প্রাণ পবিত্যাগ করিল। তাহাতে ইহাবা উভযেই নিষ্পাপ হওযায গরুডধ্বজেব আদেশে আমবা এই দুই পুণ্যকর্ম্মা নবনাবীকে সম্প্রতি বৈকুণ্ঠে লইযা যাইতেছি। সঙ্গাসাগবসঙ্গমে জলে স্থলে বা অন্তবীক্ষে দেহত্যাগ কবিযা পাপী লোকেবাও পবম গতি প্রাপ্ত হইযা থাকে। গঙ্গাসিন্ধুসঙ্গম ত্রৈলোক্যদুর্লভ তীর্থ। তাহাতে দেহত্যাগ কবিযা ইহাবা এই দশা লাভ কবিযাছে। যে ব্যক্তি গঙ্গাসাগবসঙ্গমে একবাব মাত্র স্নান কবে, তাহাব সর্ব্বদানফল ও সর্ব্বযজ্ঞফল হইয়া থাকে। মাঘ বা ফাল্গুন মাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাস কবিয়া যে ব্যক্তি একবাবও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করে, সে ব্রহ্মঘ্ন হইলেও শুদ্ধ হইযা থাকে, সন্দেহ নাই। গঙ্গাসাগবসঙ্গমে স্নানান্তে অভীষ্ট হবিকে দর্শন ও কার্ত্তিকেযেব মুখ নিবীক্ষণ কবিলে স সাবে আব পুনর্জ্জন্ম হয় না। 'কার্ত্তিকেয়ই সাক্ষাৎ হবি' এই অভেদ বুদ্ধিতে যাহাবা সদা কার্ত্তিকেয দশন কবে, তাহাবা মোক্ষগামী হইয়া থাকে। শুনিয়া বাখ, গঙ্গাসাগবসঙ্গমই সর্ব্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠতীর্থ। এখানে জলে স্থলে বা অন্তবীক্ষে মৃত্যুগ্রস্ত হইলেও মানব পবমগতি প্রাপ্ত হয়। ১০০—১১২। ব্যাস বলিলেন,—হে জৈমিনে। বিষ্ণুদূতগণ এই বলিয়া তাহাদেব পতি পত্নীকে লইয়া সহসা আকাশপথে বিষ্ণুপুবে গমন কবিল। সেই সাধ্বী পদ্মাবতীও ভর্ত্তৃদ্বয় সমভিব্যাহাবে চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ বিষ্ণুব সারূপ্য লাভ কবিলেন। হে দ্বিজবব' সেখানে তাহাবা সর্ব্ববিধ দুর্লভ ভোগ উপভোগ কবিয়া পবমজ্ঞান লাভ কবত হবিসাযুজ্য প্রাপ্ত হইলেন। গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী, হবি—সর্ব্বদেবময়, সুতরাং গঙ্গা ও হবিব প্রতি সর্ব্বদাই ভক্তি কব। পূর্ব্বে গঙ্গাসাগবসঙ্গমে মাধব নামক জনৈক রাজপুত্র

জৈমিনিরুবাচ।

তয়োক্তো মাধব কোঽসৌ কিং কর্ম্ম স চকার হ।
কথং তেপে তপস্তন্মে সর্ব্বং কথয় মূলতঃ ॥১১৮

ব্যাস উবাচ।

চরিত্রং তস্য বিপ্রর্ষে মাধবস্য মহাত্মন
আকর্ণয় প্রবক্ষ্যামি সমাসেন ... ॥১১৯

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ

অস্তি তালধ্বজা নাম নগরী ত্রিদিবোপমা।
সর্ব্বলোকেষু বিখ্যাতা প্রকীর্ণা গুণিনাং গণৈঃ ॥ ১
তত্রাসীৎ বিক্রমো নাম রাজা শুদ্ধকুলোদ্ভব।
ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী চ প্রজাপালনতৎপর ॥ ২

দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া পরে সস্ত্রীক মোক্ষ-লাভ করিয়াছিলেন। জৈমিনি কহিলেন,— আপনি যে মাধবের কথা বলিলেন ঐ মাধব কে? কি কর্ম্ম তিনি করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা তিনি তপস্যা করেন, তাহা আমূলত আমার নিকট বলুন। ব্যাস বলিলেন, হে বিপ্রর্ষে! সেই মহাত্মা মাধবের চরিত্র আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১১৩—১১৯।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্যাসদেব বলিলেন,—তালধ্বজা নামে স্বর্গতুল্য এক নগরী আছে। ঐ নগরী সর্ব্ব-লোকবিখ্যাত এবং বহু গুণিজন তথায় অব-স্থিতি করেন। ঐ নগরীতে বিক্রম নামক শুদ্ধকুলোদ্ভব এক নরপতি বাস করিতেন। নরপতি অতীব ধার্ম্মিক, সত্যবাদী এবং প্রজা-

তস্য হারাবতী নাম বল্লভা ভুবি দুর্লভা।
আসীৎ স্বকীয়বদন-প্রভাজিতশশিপ্রভা ॥ ৩
সদা সৈব প্রিয়া রাজ্ঞঃ স্ত্রীগণেঽপি চ তিষ্ঠতি।
গঙ্গেব সরিতাং ভর্ত্তুস্তিষ্ঠত্যাপি সরিদ্গণে ॥ ৪
ভূদেবদেবনিরত কালেন কিয়তা দ্বিজ।
রাজ্ঞ্যাং সুতস্তস্যা সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ৫
শাস্ত্রোক্তবিধিনা তস্য স রাজা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
মাধবেতি ততো নাম চক্রবর্ত্তী চকার হ ॥ ৬
ততোঽসৌ মাধবো বিপ্র কালেন কিয়তা বলী
সর্ব্ববিদ্যাসরিৎপারং গতঃ সদ্গুরুসঙ্গতঃ ॥ ৭
অথাসৌ যৌবরাজ্যেন রাজ্যে নরপতিঃ সুতম্
সিক্তবান্ স্ব মহাদেব সর্ব্বদেবগণার্চ্চকম্ ॥ ৮
একস্মিন দিবসে বিপ্র চতুরঙ্গবলৈর্বৃতঃ।
জগাম কৌতুকেনাসৌ মৃগয়ায়ৈ মহদ্বনম্ ॥ ৯
তত্র হত্বা বহূন জন্তূন মধ্যাহ্নসময়ে ততঃ।
কুর্ব্বান নগরং গন্তুমুদ্যাম বিপিনাদসৌ ॥ ১০
নগরং স্বকমাগচ্ছন সসৈন্যো মাধবো যুবা।
দদর্শ যুবতীমেকাং সরসি স্নানতৎপরাম্ ॥ ১১

পালন-তৎপর ছিলেন। তাঁহার ভুবন-দুর্লভ মহিষীর নাম ছিল হারাবতী। মহিষী হারাবতী স্বকীয় বদনপ্রভায় শশিপ্রভাকে জয় করিয়াছিলেন। নদী সকলের মধ্যে যেমন ভাগীরথী সরিৎপতির প্রিয়, তেমনি রাজ্ঞীও স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজ্ঞী সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত দেব-ব্রাহ্মণরত এক সুকুমার প্রসব করিলেন। রাজা শাস্ত্রোক্ত বিধানে সুকুমারের নামকরণ করিলেন, কুমারের নাম হইল 'মাধব'। কুমার মাধব সদ্গুরুসংসর্গে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। অনন্তর কিয়ৎ-কাল পরে নৃপতি কুমারকে যৌবরাজ্যে অভি-ষিক্ত করিলেন।১—৮। একদা কুমার কৌতুক-বশে চতুরঙ্গবল সমন্বিত হইয়া মৃগয়ার্থ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় বহু মৃগ বধ করিয়া অবশেষে মধ্যাহ্নকালে সেই অরণ্যানী হইতে সসৈন্যে ভবনাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন। ঐ সময় তিনি পথিমধ্যে

স্নানার্দ্রদিব্যবসনৈর্ব্যক্তীকৃতকলেবরাম।
স্বকীয়মুখসৌন্দর্য্য-জিতপূর্ণনিশাকরাম॥ ১২
সুবর্ণকুণ্ডলদ্বন্দ্ব-বিভ্রাজদ্গণ্ডমণ্ডলাম।
সুদীর্ঘচিকুরাচ্ছন্ন-নিতম্বাং চারুহাসিনীম॥ ১৩
সুবর্ণপদ্মকলিকা চারুন্নতপয়োধরাম।
মৃগারিকৃশমধ্যাঞ্চ বসন্তকোকিলস্বরাম॥ ১৫
যূনাং জেতুং মনোরাজ্যং কন্দর্পেণ মহাত্মনা।
আরোপিতা পতাকেব সুন্দরী সা ব্যরাজত॥
তাদৃশীং তাং সমালোক্য প্রান্তরে সঙ্গবর্জ্জিতাম
কঃ কামবশগো ন স্যাৎ ক্ষিতৌ প্রাণান বহন পুমান॥ ১৬
অথ বিক্রমপুত্রোঽহসৌ তামালোক্য বরাঙ্গনাম
কন্দর্পবাণব্রণিত-হৃদয়শ্চেত্যচিন্তয়ৎ॥ ১৭
এতস্যাঃ সদৃশী কাপি ন দৃষ্টা ক্ষিতিমণ্ডলে।
এতামিহ সমালিঙ্গ্য সফলং জন্ম নেষ্যতে।
শ্রেষ্ঠোঽস্মি সর্ব্বলোকানাং বাস্তেজোগুণৈরহম্
যদ্যপীন্দ্রাঙ্গনেয়ং স্যাৎ নেতব্যাদ্য তথাপি মে॥
পরস্ত্রীহরণে যো বা দোষো ভবতি সাম্প্রতম।
কো বা শক্নোতি তদ্বক্তুং যতো রাজা পিতা মম
ইতি সঞ্চিন্ত্য সুদৃঢ়ং মনসা তেন কামিনা।
দূরে স স্থাপ্য সৈন্যানি প্রযযৌ স্নাতি যত্র সা
ঐশ্বর্য্যাঞ্চ মদশ্চৈব কামশ্চৈব মহীতলে।
ত্রয় এতে বিবেকস্য তেজো ঘ্নন্তি কিমদ্ভুতম॥
পিতাস্য হবিতধ্বজী ধর্ম্মরক্ষাকরো নৃণাম।
ধিক্ স্বয়ং কামদেবোঽপি মোহয়ত্যখিলং জগৎ
তমায়ান্তং সমালোক্য বেগেন মহতা ততঃ।
একাকিনী সা রমণী ভৃশং চিন্তাকুলাভবৎ॥ ২৩
একাকিনীং সমালোক্য প্রান্তরস্থাং সযৌবনাম
অয়ং ধাবতি বেগেন তন্মে মনসি বর্ত্ততে॥ ২৪
জল্পন্তি সুরবয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
এতজ্জ্ঞাতব্যমদ্যৈব কিমত্র চ ভবিষ্যতি॥২৫

সরোবরে এক যুবতীকে স্নান করিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—স্নানার্দ্র দিব্য বসনে যুবতীর কলেবর ব্যক্তীকৃত হইয়াছে; যুবতী নিজমুখসৌন্দর্য্যে পূর্ণ শশধরকে জয় করিয়াছেন; সুবর্ণ কুণ্ডলযুগল তাঁহার গণ্ডমণ্ডলকে দীপিত করিয়াছে; সুদীর্ঘ চিকুরগুচ্ছে তাঁহার নিতম্ববিম্ব আচ্ছাদিত হইয়াছে; তিনি মৃদু মনোহর হাসিতেছেন। তাঁহার পয়োধরযুগল সুবর্ণপদ্মকলিকার ন্যায় মনোহর; তাঁহার মধ্যদেশ কেশরীর ন্যায় কৃশ; এবং তাঁহার স্বর বসন্তকোকিলের কলালাপতুল্য। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন মহাত্মা কন্দর্প যুবকগণের মনোরাজ্য জয় করিবার জন্য বিজয়পতাকা উত্থাপিত করিয়াছেন। পৃথিবীতে যুবতীকে তথাবিধ অবস্থায় প্রান্তরে একাকিনী দর্শন করিয়া এমন প্রাণবান ব্যক্তি কে আছে, যে কামের বশবর্ত্তী না হয়? কুমার এতাদৃশী বরাঙ্গনাকে অবলোকন করিয়া কন্দর্পবাণে পীড়িত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আহা এরূপ সুন্দরী ত পৃথিবীতে কুত্রাপি দেখি নাই! ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া, জন্ম সফল করিতেই হইবে। আমি বয়ঃক্রম তেজ ও গুণ দ্বারা এই পৃথিবীতে সর্ব্বলোকের শ্রেষ্ঠ; এমন কি, ইন্দ্র-ভবনেও যদি এই কন্যার বসতি হয়, তথাপি আমি ইহাকে লইয়া আসিব। পরস্ত্রী হরণে দোষ হয় সত্য, কিন্তু কে তাহা বলিতে সক্ষম হইবে? কারণ, পিতা আমার রাজা। কুমার মনে মনে এই প্রকার দৃঢ় চিন্তা করিয়া সৈন্যগণকে দূরে রাখিয়া যেখানে সেই কামিনী স্নান করিতেন, সেই খানে গমন করিলেন। ঐশ্বর্য্য, মদ ও কাম ইহারা বিবেক হরণ করে (সুতরাং কুমারও বিবেকহীন হইলেন)। কুমারের পিতা হবিতধ্বজ সী ও নরগণের ধর্ম্মরক্ষাকারী রাজা আর কুমারের এই পরিণাম। কামদেবকে ধিক্। যেহেতু ইনি অখিল জগৎকে মোহিত করিয়া থাকেন। ৯—২২। কুমার যুবতীকে একাকিনী প্রান্তরবর্ত্তিনী দেখিয়া বেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। যুবতীও কুমারকে বেগে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া সাতিশয় চিন্তাকুলা হইয়া পড়িলেন। সুরগণ কীর্ত্তন করেন যে, ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে সকলকেই রক্ষা করিয়া

সহায়হীনং স্থানং যৎ পুরো ধাবন্তি শত্রবঃ ।
শ্লাঘ্যং পলায়নং তত্র নিবাসঃ প্রাণনাশকঃ ॥২৬
ইত্যালোচ্য বরারোহা সব্যকক্ষে ঘটোদকম্ ।
পলায়িতুং মনশ্চক্রে ভীতা তস্য সরোবরাৎ ॥
ততঃ স মাধবশ্চাপি জবেন মহতা দ্বিজ ।
তস্যা এব পুরো গত্বা প্রসারিতকরঃ স্থিতঃ ॥২৮

মাধব উবাচ ।

বরাঙ্গনে চারুদেহে স্বযৌবনবলান্মম ।
পলায়সে মনো হৃত্বা রুতোহস্ম্যহমচেতনঃ ॥২৯
কিং নাম চঞ্চলাপাঙ্গি চার্ব্বঙ্গি তব কঃ পতিঃ ।
স্বর্গাৎ কি বা গতাসি ত্বং ত্বত্তুল্যা নাস্তি ভূতলে
সুন্দরি ত্বমিহ শ্রেষ্ঠা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ।
কথং বহসি পানীয়ং দাসীব কমলাননে ॥ ৩১
পয়োধরৌ শান্তকুম্ভ-কুম্ভৌ বহসি বক্ষসা ।
কক্ষেণ জলকুম্ভঞ্চ কোমলাঙ্গীদমদ্ভুতম্ ॥ ৩২
দিবাকরাতপাত্যন্তসন্তপ্তে পথি লোহিতাঃ ।
পাদাঙ্গুল্যস্তবাভান্তি জবানা কলিকা ইব ॥ ৩৩
সুভ্রু ত্বং মাং ভজ প্রীত্যা ত্যজ কুম্ভং বরাঙ্গনে
তব দুঃখাবসানোহভূন্মম দর্শনমাত্রতঃ ॥৩৪
শ্রীমদ্বিক্রমভূভর্ত্তুঃ পুত্রোহহং মাধবাহ্বয়ঃ ।
সর্ব্বভাবৈর্ভবিষ্যামি বশগস্তব সুন্দরি ॥ ৩৫
মম স্ত্রীগণমধ্যেষু শুভগা ত্বং ভবিষ্যসি ।
সপুষ্পবল্লী মধ্যেষু দ্বিরেফস্যেব মালতী ॥৩৬
অথবা মদ্বচাংসি ত্বং গর্ব্বাল্লঙ্ঘিতুমিচ্ছসি ।
ন ত্যক্ষামি তথাপি ত্বাং যতোহহং নৃপতেঃ সুতঃ

ব্যাস উবাচ ।

তেনোক্তং বচনং শ্রুত্বা পন্থানং পরিহায় সা ।
তস্থাবধোমুখী বিপ্র প্রাহেতি চ শনৈঃ শনৈঃ ॥

চন্দ্রকলোবাচ ।

বাবাদ্যাপি পরস্বামী ন শৃণোতি বচো মম ।
তথাপি লজ্জাং সন্ত্যজ্য বক্ষ্যামেব তবাগ্রতঃ
শৃণুষ্বাহং মহাবীর সুবাহুক্ষত্রিয়প্রিয়া ।

থাকেন। অদ্য ইহাই জানিবার বিষয় যে, যুবতীর গতি কি হইবে। যে স্থান সহায় রহিত, যেখানে শত্রু অগ্রে অগ্রে ধাবিত হয়, এরূপ স্থান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ, এরূপ স্থানই প্রাণান্তকর। এইরূপ চিন্তা করিয়া যুবতী বামকক্ষে ঘটোদক গ্রহণ করিয়া সভয়ে সরোবর হইতে পলায়ন করিল। কুমারও অতিবেগে ধাবিত হইয়া যুবতীর সম্মুখে গিয়া করপ্রসারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন, হইয়া তিনি বলিলেন,—অয়ি বরাঙ্গনে! অয়ি চারুদেহে! তুমি আমার মন হরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করিতেছ, আমি অচেতন হইয়া পড়িয়াছি। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! তোমার নাম কি? অয়ি চার্ব্বঙ্গি! তোমার পতি কে? তুমি কি স্বর্গ হইতে আগমন করিয়াছ? ত্বত্তুল্য রূপবতী ভূতলে দৃষ্টিগোচর হয় না। হে শ্রেষ্ঠে, সর্ব্বলক্ষণসংযুতে, সুন্দরি! তুমি কি জন্য দাসীর ন্যায় পানীয় বহন করিতেছ? হে কমলাননে! তুমি বক্ষে সুবর্ণকুম্ভযুগল আর কক্ষে জলপূর্ণ কুম্ভ বহন করিতেছ, ইহা অতি আশ্চর্য্য। হে সুভ্রু! তোমার পদাঙ্গুলি সকল দিবাকরকরতপ্ত পথে জবাকলিকার ন্যায় শোভা পাইতেছে। অয়ি বরাঙ্গনে! তুমি আমায় প্রীতিসহকারে ভজনা কর। সুন্দরি! আমার দর্শনমাত্রে তোমার দুঃখাবসান হইয়াছে। আমি শ্রীমান বিক্রম ভূপতির পুত্র, আমার নাম মাধব। হে সুন্দরি! আমি সর্ব্বপ্রকারে তোমার বশীভূত হইব। পুষ্পবল্লরী মধ্যে যেমন মালতী মধুকরের সুভগা হয়, তেমনি রমণীগণের মধ্যে তুমি আমার সৌভাগ্যশালিনী হইবে। তুমি গর্ব্ববশে আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিতে পার, কিন্তু আমি তোমায় ছাড়িব না, যে হেতু আমার পিতা রাজা।২৩—৩৭। ব্যাসদেব বলিলেন,—হে বিপ্র! কুমারের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যুবতী পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করত মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন,—হে বীর! অদ্যাপি আমার বাক্য পরপুরুষে শ্রবণ করে নাই। তথাপি আমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া আপনার অগ্রে কথা কহিতেছি। হে মহাবীর! শ্রবণ করুন, আমি ক্ষত্রিয় সুবাহু রাজার প্রিয়া,

নযামি দেবপূজার্থং জলং চন্দ্রকলাহ্বযা ॥ ৪০
যদ্বচো ভবতা প্রোক্তং নচ তৎ ত্বৎকুলোচিতম্
তদ্বংশপ্রভবাঃ সর্ব্বে পবস্ত্রীষু নপুংসকাঃ ॥ ৪১
অহমেকাকিনী নাবী বীবাণাং প্রববো ভবান্
বলাদালিঙ্গ্য মামত্র যশঃ কিন্তে ভবিষ্যতি ॥
পবস্ত্রিযং সমালিঙ্গ্য ক্ষণমাত্রং সুখ ভবেৎ।
ইহাপকীর্ত্তিঃ শেষে চ দুঃখং কল্পশতাবধি ॥৪৩
কর্ম্মভূমিবিযং শূব পুণ্যমত্র বিধীযতাম।
পবস্ত্রীহবণে চিত্তং কদাচিন্না কবিষ্যসি ॥ ৩৪
লোভাৎ প্রবর্ত্ততে কামং কামাৎ পাপ প্রবর্ত্ততে
পাপান্মৃত্যুর্ম্ততোহপি স্যাদতস্তবে নবকে স্থিতিঃ
সর্ব্বেহপি তদগুণা ব্যর্থা ত্বজ্জন্মাপি চ নিষ্ফলম
কামস্য বশতাং গত্বা বন্তুমিচ্ছে পবস্ত্রিযম ॥৪৬
মা সমূত্রপুবীষাস্থি-নির্ম্মিতং মে কলেববম।
এতদেব সমালোচ্য স্মবস্য বশতাং গতঃ ॥৪৭
ভূপালবংশোৎপত্তিত্বাৎ পৌবেভ্যো ন বিভেষি কিম্।
মস্তকোপবি গর্জ্জন্তং নেক্ষসে সর্পমাত্তিদম্ ॥৪৮
গ্রসন্তি বডিশং মৎস্যাস্তে সর্ব্বে জ্ঞানবজ্জিতাঃ।
জ্ঞানী চেৎ পাপবডিশং ভবান্ কস্মাৎ গ্রসিষ্যতি
বিবেকস্ত্রিষু লোকেষু সম্পদাং পবমং পদম্।
অবিবেকো হি লোকানামাপদাং পবমং পদম্
তযোক্ত বচনং শ্রুত্বা মাধবঃ কামমোহিতঃ।
উবাচ জৈমিনে বাচং বিনয়াবনতঃ পুনঃ ॥ ৫১
ত্বচ্চাব্বীক্ষণনাবাচধাবাজর্জ্জবমানসম্।
প্রিযে মাং ত্রাহি মাং ত্রাহি তবাস্মি শবণংগতঃ

চন্দ্রকলোবাচ।

তাবৎ প্রিযতমা নাবী যাবত্তিষ্ঠতি যৌবনম্।
মৃণালশেষাং নলিনীং হিমে ভৃঙ্গো ন গচ্ছতি ॥

মাধব উবাচ।

প্রসীদ হবিণীনেত্রে বক্ষ মাং সেবকং প্রিযম্।

আমাব নাম চন্দ্রকলা, আমি দেবপূজাব জন্য জল লইতে আসিয়াছি। আপনি আমাকে যে বাক্য বলিলেন, তাহা আপনাদের কুলোচিত নহে। আপনাদেব বংশসম্ভূত জনগণ পবস্ত্রীবিষযে নপুংসক তুল্য। আমি একে নাবী, তায আবাব একাকিনী, আব আপনি বীববংশেব বংশধব, আমাকে বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন কবিযা আপনাব কি সুখ হইবে? দেখুন, পবস্ত্রী আলিঙ্গন কবিযা ক্ষণিক সুখ মাত্র হয। আব ইহকালে অপযশ ও পবকালে শতকল্প পর্য্যন্ত দুঃখ হইযা থাকে। হে শূব! বিবেচনা কবিযা দেখুন, এই স্থান কর্ম্মভূমি, এখানে পুণ্য অর্জ্জন কবিতে হয। পবস্ত্রীহবণে কদাচ মনোনিবেশ কবিবেন না। দেখুন, লোভ হইতে কাম, কাম হইতে পাপ, পাপ হইতে মৃত্যু আব মৃত্যুব পব দুস্তব নবকে অবস্থিতি হইযা থাকে। এরূপ কুকর্ম্ম কবিলে আপনাব সমুদয গুণবাশি ব্যর্থ, এমন কি জন্মও বিফল হইযা যাইবে। আপনি কামের বশীভূত হইযা পরস্ত্রীতে রমণ কবিতে ইচ্ছা করিযাছেন। এই দেখুন, আমাব কলেবব মাংস-মূত্র-পুবীষ-অস্থি-নির্ম্মিত। ইহাব বিষয সমালোচনা কবিযাই আপনি কামেব বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ৩৮—৪৭। আপনাব ভূপালবংশে জন্ম, সুতরাং আপনি কি পৌবজন হইতেও ভয করেন না? মস্তকোপবি গর্জ্জনকাবী বিষধবকে আপনি দেখিতেছেন না। মৎস্যগণ বডিশ-গ্রাস করে, কিন্তু তাহাবা জ্ঞানহীন, আব আপনি জ্ঞানী হইয়াও পাপ-বডিশ কেন গ্রাস কবিতেছেন? ত্রিলোকে বিবেকই সম্পদেব পবমাস্পদ, কিন্তু অবিবেক সমস্ত লোকেব আপদেব পবম পদ। হে জৈমিনে! তাহাব বাক্য শুনিযা কামমোহিত মাধব বিনীতভাবে পুনবায বলিলেন,—হে প্রিযে। তোমাব সুন্দব নযনরূপ নাবাচধারায আমাব মন জর্জ্জব হইযাছে। আমি তোমাব শবণাগত হইলাম। আমায রক্ষা কর, রক্ষা কব। চন্দ্রকলা কহিলেন,—যতদিন যৌবন থাকে, ততদিনই রমণী প্রিয়বস্তু। দেখুন, শীতকালে যখন নলিনী মৃণালশেষা হয়, তখন ভৃঙ্গ তাহাতে গমন করে না। কুমার

ত্বদ্বাচং নীরসাং শ্রুত্বা ভিনত্তি হৃদয়ং মম ॥ ৫৪
মাধবস্থ বচঃ শ্রুত্বা বিনয়াবনতস্থ চ।
ততশ্চন্দ্রকলোবাচ জৈমিনে তন্নিশাময় ॥ ৫৫
চন্দ্রকলোবাচ।
ত্যজ দুঃখং মহাবীর শৃণু মদ্বচনং শুভম্।
প্রবক্ষ্যামি মনোদুঃখং হর্তুং যা ভবতঃ ক্ষমা ॥
সমুদ্রপারে তরুণ পুরন্দরপুরোপমা।
প্লক্ষদ্বীপোঽস্তি বিখ্যাতা রীরবন্তী সংজ্ঞয়া পুরী
গুণাকরাহ্বয়স্তত্র রাজশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ।
অস্তি সর্ব্বগুণৈর্যুক্তঃ প্রতাপেঽগ্নিসমো বলী ॥
সুশীলা নাম তদ্ভার্য্যা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা।
সেবাবশীকৃতস্বামিহৃদয়া সদয়া জনে ॥ ৫৯
সুলোচনাহ্বয়া কন্যা রীর তৎকুক্ষিসম্ভবা।
স্বদেহরূপৈরজয়ৎ সকলানপ্সরোগণান ॥ ৮০
তস্যা রূপং গুণৌঘঞ্চ বর্ণিতুং ভুবি কঃ ক্ষমঃ।
তদ্রূপাদর্শমালোক্য সৃজত্যন্যাং স্বয়ং বিধিঃ ॥৬১

অহমাসং মহাবীর তস্যা দাসী নৃপাত্মজ।
সমাগতাস্মি দৈবেন ত্বদ্দেশং প্রতি সম্প্রতি ॥৬২
তৎসমা সুন্দরী নাস্তি ত্বৎসমো নাস্তি সুন্দরঃ
গৃহাণ তাং বিবাহেন স্বর্গভোগং যদীচ্ছসি ॥৬৩
জম্বুকীং বলবান সিংহো বিহায়াঙ্কগতামপি।
হস্তিনীং নহি কিং ধত্তে যত্নতঃ প্রতিপত্তয়ে ॥ ৬৪
উদ্‌যোগী পুরুষো লোকে লভতে পরমাং শ্রিয়ম
উদ্‌যোগেন বিনা ব্রূহি কিং কার্য্যং ভুবি বিদ্যতে
ব্যাস উবাচ।
তস্যা এতদ্বচঃ শ্রুত্বা মাধবো মাধবার্চ্চকঃ।
দূরীকৃত্য স্মরোদ্ভাবং প্রমিত্যাহ বরাঙ্গনাম্ ॥৬৬
মাধব উবাচ।
কেন চিহ্নেন তাং কন্যাং জ্ঞাস্যামি কমলাননে
তন্মে কথয় সুশ্রোণি যদি তে ময্যনুগ্রহঃ ॥৬৭
সিন্ধুপারং প্রতি প্রাপ্তে কথং যাস্যামি মানুষঃ।
ভবিষ্যতি ত্বয়া সার্দ্ধং কথং সন্দর্শনং মম ॥৬৮

(মাধব) বলিলেন,—হে হরিণীনেত্রে! প্রসন্ন হও। আমি তোমার সেবক, আমাকে রক্ষা কর। তোমার নীরস বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। বিনয়াবনত কুমারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রকলা বলিলেন,—হে মহাবীর! আমার এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ পরিত্যাগ করুন। আমি মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন। সমুদ্রপারে প্লক্ষদ্বীপে তরুণ পুরন্দর পুরীর ন্যায় রীরবন্তী নামে এক পুরী আছে। গুণাকর নামে সেখানে এক মহাযশা নৃপতি ছিলেন। তিনি সর্ব্বগুণযুক্ত ও প্রতাপে অগ্নিতুল্য। সুশীলা নামে তাঁহার সর্ব্বসুলক্ষণযুতা এক ভার্য্যা ছিলেন। তিনি শুশ্রূষা দ্বারা স্বামীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। জনসমূহে তাঁহার প্রভূত দয়া ছিল। তিনি সুলোচনা নাম্নী এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। ঐ কন্যা দেহকান্তিতে অপ্সরাগণকে জয় করিয়াছে। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে, সেই কন্যার রূপরাশি বর্ণন করিতে সক্ষম হয়। স্বয়ং বিধি ঐ আদর্শরূপবতীকে দেখিয়া অন্য আর একটী কন্যারত্ন সৃজন করেন। আমিই তাঁহার দাসী। দৈববশতঃ আমি আপনার দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। যেমন সেই কন্যার তুল্য রূপবতী নাই, তেমনি আপনার মত রূপবানও নাই। অতএব আপনি যদি স্বর্গ-ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঐ বিধিনির্ম্মিত কন্যাকে বিবাহ করুন। বলবান সিংহ অঙ্কগত জম্বুকীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিপত্তির নিমিত্ত হস্তিনীকে কি গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে? উদযোগী পুরুষগণই পরম শ্রী লাভ করিয়া থাকে. উদযোগ ব্যতি-রেকে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। ৪৮—৬৫। ব্যাসদেব বলিলেন,—যুবতীর (চন্দ্রকলার) এই কথা শুনিয়া মাধবার্চ্চক মাধব (কুমার) স্মরপীড়া পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রকলাকে বলি-লেন,—হে কমলাননে! আমি কোন চিহ্ন দ্বারা সেই কন্যাকে চিনিতে পারিব? হে সুশ্রোণি! অনুগ্রহ করিয়া তুমি আমায় তাহা উপদেশ দাও, আমি মানুষ হইয়া সিন্ধুপারেই

চন্দ্রকলোবাচ।
তস্যাস্তু বামজঘনে তিলকং তিলসন্নিভম্।
অস্তি তদ্দর্শনেনৈব জ্ঞাস্যসি ত্বং সুলোচনাম্॥
গন্ধিনী নাম তত্রাস্তি মালাকারপ্রিয়াসতী।
তদানুকূল্যাৎ সহসা প্রেক্ষসে ত্বং সুলোচনাম
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞস্য তুরঙ্গস্য মহাত্মনঃ।
ত্বমন্দুরায়াং পুত্রোঽস্তি ভদ্রশ্রবসসংজ্ঞকঃ॥ ৭১
তমশ্বশ্রেষ্ঠমারুহ্য জবেন পবনোপমঃ।
গমিষ্যসি সমুদ্রান্তমশ্বসাধ্যা মহী যতঃ॥ ৭২
ততো ভূপালপুত্রোঽহসৌ সসৈন্যো গৃহমাগতঃ।
সাপি চন্দ্রকলা সাধ্বী সুপ্রীতা স্বগৃহং গতা॥৭৩
বিচিন্ত্য বচনং তস্যা মাধবোঽতিস্মরাতুরঃ।
চিন্তাব্যাকুলচিত্তোঽহসৌ সহসা মন্দুরাং যযৌ॥
তত্র বদ্ধাঞ্জলির্ভূত্বা বিক্রমী বিক্রমাত্মজঃ।
তুরঙ্গমানিতি প্রাহ গুণযুক্তান মহাবলান॥ ৭৫

মাধব উবাচ।
যূয় সর্ব্বে মহাত্মানঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
সমুদ্রপারং মা নেতু বঃ শক্নোতি তুরঙ্গমাঃ॥
অথ তে তুরগাঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা তদ্বচনং ভিয়া।
পরস্পরেক্ষিতমুখা তস্থুর্ম্মৌনেন বিস্মিতাঃ॥৭৭
অথৈকস্তুরগস্তত্র সমস্তৈর্লক্ষণৈর্যুতঃ।
মাধবস্য পুরো গত্বা বাচমেতামুবাচ হ॥ ৭৮
অহং ভবন্তং নেষ্যামি সিন্ধুপারং ন সংশয়ং।
কিন্ত্বাকর্ণয় দুঃখানি মদীয়ানি নৃপাত্মজ॥ ৭৯
অন্যভুক্তাবশিষ্টং যত্তৎ তৃণং মম ভক্ষণম্।
গ্রন্থিকোটিপ্রযুক্তাভী বজ্জুভির্ম্ম বন্ধনম্॥৮০
স্বপ্নেঽপি ব্রীহয়ো বীর ন দৃষ্টা বলিনা ময়া।
অন্যেষামুপভোগানা কা কথাত্র নৃপাত্মজ॥
গৌরবেণ বিনা বৎস ন সতাং বিক্রমো ভবেৎ
জ্বলিষ্যতি কথং বহ্নির্বিনা কাষ্ঠঘৃতাদিভিঃ॥
হয়মীদৃগিমে সর্ব্বে নানাভূষাবিভূষিতাঃ।
ন তু সিংহসমাঃ শ্বানঃ সর্ব্বাভরণসংযুতাঃ॥৮৩
প্রদক্ষিণাকারতয়া সশৈলদ্বীপসাগরাম্।

রা যাইব কি প্রকারে? আর তাহার সহিতই বা আমার দেখা হইবে কিরূপে? চন্দ্রকলা বলিল,—সেই কন্যার বামজঙ্ঘায় তিল-চিহ্ন আছে। এই চিহ্ন দর্শন করিয়া আপনি সেই সুলোচনাকে চিনিতে পারিবেন। আর গন্ধিনী নামে সেই স্থানে এক মালাকারপত্নী আছে। আপনি তাহার সাহায্যে তাহাকে দেখিতে পাইবেন। আর উচ্চৈঃশ্রবা নামে যে অশ্ববর আছে, মন্দুরাতে তাহার ভদ্রশ্রাবক নামে এক পুত্র হয়বত্ন উৎপন্ন হয়, ঐ হয়রত্নে আরোহণ করিয়া আপনি পবনগতিতে সিন্ধুপারে গমন করিতে সক্ষম হইবেন। কারণ মহী অশ্ব-সাধ্যা। অনন্তর রাজপুত্র মাধব সসৈন্যে গৃহে আগমন করিলেন, আর এদিকে সাধ্বী চন্দ্রকলাও প্রীত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। কুমার মাধব গৃহাগত হইয়াই স্মরাতুর হইয়া চিন্তাব্যাকুলিতচিত্তে সহসা মন্দুরায় গমন করিলেন। মন্দুরায় গমন করিয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তুরঙ্গমদিগকে বলিলেন,—হে তুরঙ্গম সকল। তোমরা সকলেই সর্ব্বলক্ষণসংযুক্ত এবং মহাবল, তোমাদের মধ্যে কে আমাকে সমুদ্রপারে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে?৬৬—৭৬। তুরঙ্গম সকল রাজকুমারের এই কথা শুনিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে দত্তদৃষ্টি হইয়া সবিস্ময়ে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর সর্ব্বলক্ষণসংযুক্ত এক তুরঙ্গম কুমারের নিকট-বর্ত্তী হইয়া বলিল, আমি আপনাকে সিন্ধু-পারে লইয়া যাইব, সংশয় নাই। কিন্তু আমার এক দুঃখের কথা শ্রবণ করুন। অন্য ঘোটকের ভুক্তাবশিষ্ট যে তৃণ সেই তৃণ আমার ভক্ষণ, আর কোটি গ্রন্থিবিশিষ্ট যে রজ্জু, সেই রজ্জু আমার বন্ধনরজ্জু, আমি যে এমন বলবান তা স্বপ্নেও আমি কখন ব্রীহি দেখিতে পাই না। আর অন্যান্য ঘোড়াগুলার ভোগের কথা আর কি বল্ব রাজকুমার। গৌরব ব্যতিরেকে কাহার কখন বিক্রম হয় না। দেখুন ঘৃতকাষ্ঠ ব্যতিরেকে কখন অগ্নি প্রজ্ব-লিত হয় না। আমার চেহারা এই রকম আর এই ঘোড়াগুলা নানা অলঙ্কারে অল-ঙ্কৃত। তবুও কুকুর কখন সিংহের সমান হইতে

ক্ষণমাত্রেণৈব পৃথ্বীং শক্নোমি ভ্রমিতুং প্রভো॥
মাধব উবাচ।
ক্ষমস্ব দোষং সকলং মৎপিত্রা বিহিতং হয়।
অদ্যপ্রভৃতিমুখ্যোঽসি মন্দুরাভ্যন্তরে মম॥২০৫
পরেণ দত্তঃ সন্তাপঃ সদা তিষ্ঠতি নোত্তমে।
সলিলং বহ্নিনা তপ্তং ক্ষণাদ্ধিমসমং ভবেৎ॥
পুষ্টো বাপি কৃশো বাপি কোঽক্ষমো বিষয়ে নিজে।
ক্ষণাদ্দহেদরণ্যানী প্রদীপস্থোঽপি পাবকঃ॥
মিত্রে বাপি চ শত্রৌ বা ন সাধুঃ স্বগুণং ত্যজেৎ।
স্বৈর্মাধুর্য্যৈর্ভবেদিক্ষুঃ হন্তৃণামপি তৃপ্তয়ে॥ ৮৮
ইত্যুক্ত্বা তং নমস্কৃত্য তুরগং নৃপনন্দন।
নিন্যে নিজগৃহং তূর্ণং মন্দুরাগৃহতস্তত॥ ৮০
ততঃ শুভে ক্ষণে তস্য পৃষ্ঠমারুহ্য বাজিনঃ।
প্রচেষ্টাখ্যেন ভৃত্যেন বিলঙ্ঘ্য জলধিং যযৌ॥
পুরীং সর্ব্বগুণৈর্যুক্তাং পুরন্দরপুরোপমাম।
বিবেশ মাধবো ভ্রাজৎসৌধাবলিবিরুজ্জ্বলাম্॥
তত্রাপণস্থাং জরতীং গন্ধিনীং মাধবো দ্বিজ।
দৃষ্ট্বা স্মিতমুখো বাচমুবাচেতি চ কোমলাম্॥
মাধব উবাচ।
বৃদ্ধে মাতরহং পান্থো দিনমেকং তবালয়ে।
স্থাতুমিচ্ছামি কাজ্ঞা তে ধনবান মাধবাহ্বয়ঃ॥
আতিথেয়ী গন্ধিনী সা তমাদায়াতিথিং গৃহম্।
হর্ষিতা স্বগৃহে বিপ্র জগামাত্যন্তভক্তিতঃ॥৯৪
যথোক্তবিধিনা বিপ্র তয়া তস্যাহর্ণা কৃতা।
মাধবস্তাং নিশাং নিন্যে চিন্তাব্যাকুলমানসঃ॥
অথ প্রভাতে বিমলে গন্ধিন্যাঃ পুরতো দ্বিজ।
মূলতঃ সকলং কার্য্যং কথয়ামাস যত্নতঃ॥ ৯৬
দৈবাৎ সুলোচনায়াস্তু তস্মিন্নেব দিনে শুভে।
গন্ধাদিবাসনং কর্ম্ম কথয়ামাস গন্ধিনী॥ ৯৭
শ্রুত্বাধিবাসনং কর্ম্ম রাজপুত্র্যাস্ততো দ্বিজ।
শোকসাগরকল্লোলনিকরে মাধবোঽপতৎ॥ ৯৮
যদর্থং রাজ্যবসতিস্ময়া ত্যক্তা চ যৎসুখম্।

পারে না। আমি ক্ষণকালমধ্যে সশৈলদ্বীপ সাগর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে পারি। কুমার মাধব বলিলেন,—হয়বর! তুমি আমার পিতার সকল দোষ ক্ষমা কর। অদ্য হইতে তুমি এই মন্দুরাভ্যন্তরস্থ অশ্ব সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলে। পরদত্ত সন্তাপ মহৎ ব্যক্তিতে থাকিতে পারে না। দেখ সলিল বহ্নিতপ্ত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে হিমবৎ শীতল হইয়া যায়। আর এক কথা এই যে, পুষ্টই হউক, আর কৃশই হউক, নিজ কার্য্যে কে অক্ষম হয়? প্রদীপস্থ বহ্নিও ক্ষণকালমধ্যে অরণ্যানী দগ্ধ করিতে পারে। মিত্রতেই হৌক, আর শত্রুতেই হৌক সাধু ব্যক্তি কখন তাহাদের প্রতি স্বগুণ ত্যাগ করেন না। দেখ, ইক্ষু কখন হন্তাকে মাধুর্য্য বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কুমার মাধব এই বলিয়া তুরঙ্গবরকে প্রণাম করিয়া মন্দুরা হইতে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। অনন্তর রাজকুমার সেই মুহূর্ত্তে হয়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রচেষ্টাখ্য ভৃত্যের সহিত সমুদ্র পার হইয়া সর্ব্বগুণোপেতা পুরন্দর-পুরোপমা সৌধধবলা সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন। সেই নগরীতে প্রবেশ করিয়া কুমার মাধব গন্ধিনী বৃদ্ধা মালাকারপত্নীকে এক বিপণিতে অবলোকন করিয়া সস্মিতবদনে তাহাকে কোমল বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৭৭—৯২।

আর্য্যে বৃদ্ধে মাতঃ! আমি পথিক, একটী দিন তোমার আলয়ে বাস করিতে ইচ্ছা করি, তোমার কি আজ্ঞা হয়, আমি ধনী, এবং আমার নাম মাধব। গন্ধিনী অতীব হৃষ্ট হইয়া মাধব রাজকুমারকে অতি ভক্তি সহকারে গৃহে লইয়া গেল এবং যথাবিধি তাহার সম্মান করিল। মাধব চিন্তাব্যাকুলমানসে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে সকল কথা আমূলতঃ গন্ধিনীর সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাম্র গন্ধিনী রাজকুমারের নিকট সুলোচনার গন্ধাধিবাসের সংবাদ দিল। রাজকুমার মাধব এই কথা শুনিয়া একেবারে শোকসাগরে ভাসমান হইলেন। তিনি এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন,—আহা! আমি যাহার জন্য রাজ্য বসতি ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করি-

যদর্থং বান্ধবাস্ত্যক্তা লঙ্ঘিতশ্চ মহোদধিঃ ॥৯৯
অদ্যৈব তস্যা দৈবেন ভবিষ্যত্যধিবাসনম।
নিষ্ফলাঃ সকলা এব যাবন্তো বিহিতাঃ শ্রমাঃ ॥
কিন্তু লোকা বিজল্পন্তি সিধ্যত্যুদ্যোগতোহখিলম্
কোহপি ভগ্নোদ্যমো নস্যাদজ্ঞাত্বা কার্যানিশ্চয়ম
এতদ্বিচিন্ত্য মনসা মাধবোহসৌ পুনঃপুনং।
মালাপুষ্পচ্ছদে সর্ব্বং বৃত্তান্তং ব্যলিখৎ সুধীঃ॥
কন্যে মাধবনামাহং কুমারো ধরণীপতে।
তালধ্বজাধিরাজস্য বিক্রমস্য মহাত্মনঃ ॥১০৩
ত্বচ্চেটী তত্র কাপাস্তি কন্যে চন্দ্রকলাহ্বয়া।
তয়া তব গুণগ্রামঃ কথিতো মৎপরোহখিলঃ॥
তদ্গুণগ্রামসংলগ্নচিত্তোহহং নিম্নগার্ণবম।
বিলঙ্ঘ্য তুরগারূঢ় সমায়াতঃ পুরীং তব ॥১০৫
অধুনা মাং বরস্বেন ত্বং কন্যে সুলোচনে।
যতঃ স সারমরোহস্মিন তবাস্মি শরণং গতঃ॥
যথা গুণবতী ত্বং হি নান্যো জানাতি তৎপুমান
সরোজিনীগুণং বেত্তি ভৃঙ্গ এব ন দর্দুরঃ॥
শুক্রস্য জলদস্যাপি গগনে কস্য নোদয়ঃ।
তথাপি ন ভজেদন্যং বিনা চন্দ্রং কুমুদ্বতী ॥১০৮
অথ তল্লিখনং বীরো মালাকারপ্রিয়াকরে।
স্বর্ণাঙ্গুরীয়সহিতং দদৌ সবিনয়ো দ্বিজ ॥ ১০৯
পুষ্পমালাস্তবে কৃত্বা তং লেখং সাঙ্গুরীয়কম্।
রাজপুত্রীসমীপং সা গন্ধিনী ত্বরসা যযৌ ॥ ১১০
পুষ্পমালাবলিং তস্যৈ দত্বা সা গন্ধিনী ভিয়া।
তস্থৌ বদ্ধাঞ্জলির্ভূত্বা দূর গত্বা দ্বিজোত্তম ॥
ততঃ সা রাজতনয়া লিখনং সাঙ্গুরীয়কম।
বিলোক্য সকলং মূলাৎ পপাঠাত্যন্তপণ্ডিতা ॥
সাপি তৎপত্রপৃষ্ঠে চ তদ্যোগ্যমুত্তরং দ্বিজ।
অলিখৎ বিস্মিতা কন্যা যথা তৎসর্ব্বমাদরাৎ॥
রাজপুত্র মহাবাহো ত্বদ্বাক্যমখিলং শ্রুতম্।
শৃণু সত্তম মদ্বাক্যং যথোচিতমিদং পুনঃ ॥ ১১৪
অদ্যাধিবাসনং কল্যং শ্বো বিবাহো মম ধ্রুবম্।
পিতৃযৎ সম্মত কার্য্যং পৃথিব্যাং কা বিলঙ্ঘতে

লাম, যাহার জন্য সাগর উল্লঙ্ঘন করিলাম সেই তাহার কিনা আজই অধিবাস হায় আমি যে এত শ্রম করিলাম সবই পণ্ড হইল। কিন্তু লোকে বলে যে উদযোগে সবই সিদ্ধ হয়। কার্য্যের নিশ্চয়তা না জানিয়া কেহ কখন উদ্যম পরিত্যাগ করিবে না। এই স্থির করিয়া কুমার মাধব মালাপুষ্পচ্ছদে সমস্ত বৃত্তান্ত এইভাবে লিখিলেন যে, অয়ি কন্যে। আমার নাম মাধব, আমি তাল-ধ্বজাধিরাজ বিক্রমের পুত্র। আমাদের দেশে তোমার এক দাসী আছে। সে-ই তোমার গুণগ্রাম আমার নিকট খ্যাপন করে। আমি তোমার গুণরাশিতে মুগ্ধ হইয়া হয় সাহায্যে সিন্ধু অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অধুনা তুমি আমাকে বরণ কর। যেহেতু আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। তুমি যেরূপ গুণবতী, অন্য পুরুষ তাহা জানে না, দেখ, ভৃঙ্গ ব্যতীত দর্দ্দুর কখনও সরোজিনীর গুণ জানিতে সক্ষম হয় না। আরও দেখ, গগনে শুক্র জলদ প্রভৃতি কত কত গ্রহ উদিত হয়, কিন্তু তথাপি কুমুদ্বতী চন্দ্র বিনা আর কাহাকেও ভজনা করে না।" রাজকুমার মাধব এই লিপি মালাকারপ্রিয়ার করে স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের সহিত সবিনয়ে দান করিলেন।৯৩ ১০৯। মালাকারপত্নী গন্ধিনী এই প্রণয়লিপি লইয়া সত্বর রাজকন্যা সমীপে উপস্থিত হইল এবং তাহার হস্তে পুষ্পমালাবলী প্রদান করিয়া সভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দূরে অবস্থান করিতে লাগিল। এদিকে রাজকুমারীও পুষ্পমালাবলী মধ্যে সাঙ্গুরীয়ক লিপি দর্শন করিয়া তাহা আমূল পাঠ করিলেন। রাজকুমারী পণ্ডিতা ছিলেন। তিনি পত্রপাঠান্তে বিস্মিত হইয়া পত্রপৃষ্ঠে তাহার যথাযথ উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন।—রাজপুত্র! আমি আপনার পত্রীর বিষয় সমস্তই অবগত হইলাম। আমার বাক্য শ্রবণ করুন। অদ্য আমার অধিবাস, কল্য বিবাহ হইবে। আর দেখুন, পৃথিবীতে কোন্ রমণী পিতৃসম্মত কার্য্য উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে?

কার্য্যে তু দুঃখসাধ্যে তু কার্য্যো নাতিশ্রমো জনৈঃ।
কার্য্যে সিদ্ধে শ্রমাস্তঃ স্যাদসিদ্ধে শ্রম এব হি ॥
তথাপি শৃণু বক্ষ্যামি যেন প্রাপ্নোতি মাং ভবান্
যতো মদর্থং ভবতা সমুদ্রোঽপি চ লঙ্ঘিতঃ ॥
যদা প্রদক্ষিণীকৃতা বরং বিদ্যাধরাহ্বয়ম্ ।
তৎপুরোঽহং গমিষ্যামি নানাভূষণভূষিতা ॥১১৮
তদা বামভুজং বীর কৃত্বোর্দ্ধে স্থাস্যতে ময়া ।
যেন মাং শক্যতে নেতুং স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি
সত্যং সত্যমিদং সত্যং পত্রেঽস্মিন্ লিখিতং ময়া
অন্যথা সুদৃঢ় কার্য্যং লঙ্ঘিতুং নহি শক্যতে ॥
এতদ্বিলিখ্য সা কন্যা তস্যা এব করে দদৌ ।
সাপি তৎ পত্রমাদায় গতা মাধবসন্নিধিম্ ॥১২২
তস্যা যল্লিখিতং পত্রে তৎ পঠিত্বা স মাধবঃ ।
ভূয়োঽপি লিখিতং বিপ্র লিলেখাত্যন্তকৌতুকং
অথা যল্লিখিতং কন্যে ধন্যে পুণ্যকুলোদ্ভবে
তদেব সঙ্গতং সর্ব্বং কোঽপি নাস্যত্র সংশয় ॥
ততঃ স গন্ধিনী ভূয়ো গত্বা তন্নিকটং দ্বিজ ।
দদৌ সুলোচনায়ৈ সা লিখনং সুন্দরাক্ষরম্ ॥
অথ সা লিখনং জ্ঞাত্বা কুমারাঙ্গীকৃতং দ্বিজ ।
বভূবাত্যন্তসংহৃষ্টা বিস্মিতা চ পুনঃপুনঃ ॥ ১২৫
এতস্মিন্ সংশয়ে কার্য্যে যদাসৌ স্বীকৃতিং দদৌ
তদা কিং স্বয়মিন্দ্রো বা কোবা মায়াধরঃ পুমান্ ।
ইহলোকে পরত্রাপি স্নেহভূমি পতিং সদা ।
বিনা সন্দর্শনেনাপি বরত্বেন বৃতো ময়া ॥ ১২৭
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা সাধ্বী নিঃশ্বস্য চ মুহুর্মুহুঃ ।
স্নানব্যাজাদ্গতা বাসং গন্ধিন্যাশ্চ সখালিভিঃ ॥
হস্তে বিধৃত্য তাং কন্যাং গন্ধিনী সা যশস্বিনী
মাধবং দর্শয়ামাস স্বপন্তং মঞ্চকোপরি ॥ ১২৯
সমালোক্য সা কন্যা কন্দর্পসদৃশং ততঃ ।
রোমাঞ্চিতসমস্তাঙ্গী মুদা তং পশ্যতি ক্রমাৎ ॥
তন্নেত্রযুগলং তস্মিন্ যত্র যত্র নিমজ্জতি ।

কার্য্য অতি দুঃখসাধ্য হইলে তাহাতে কোন ব্যক্তি শ্রম করিয়া থাকে ? কিন্তু কার্য্য সিদ্ধ হইলে শ্রমান্ত হয় নিশ্চিতই। আর কার্য্য অসিদ্ধ হইলেই শ্রম। তথাপি আমি একটী সঙ্কেত আপনাকে বলিতেছি, যে হেতু আপনি আমার জন্য সিন্ধুপারে আসিয়াছেন। এই সঙ্কেত অনুসারে আপনি আমাকে লাভ করিতে পারিবেন। সঙ্কেতটি এই যে, যখন আমি সর্ব্বাভরণভূষিতা হইয়া বিদ্যাধরবরকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইব, তখন আমি বাম ভুজ উত্তোলন করিয়া থাকিব। ঐ সময় যে আমাকে লইতে পারিবে, সে-ই আমার ভর্ত্তা হইবে. সত্য সত্য অতি সত্য এই আমি পত্রে লিখিয়া দিলাম। এই ভাবে আমাকে লাভ করিতে না পারিলে, এই পিত্রনুমোদিত বিবাহবিধি আমি কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারিব না। এই প্রকার পত্র লিখিয়া রাজকন্যা গন্ধিনীর হাতে ঐ পত্র প্রদান করিলেন। গন্ধিনীও তাহা লইয়া গিয়া রাজকুমার মাধব সন্নিধানে গমন করিল। মাধবও তাহার রাজকন্যার লেখা পড়িয়া কৌতুক বশে পুনরায় পত্র লিখিলেন, তিনি লিখিলেন, হে পুণ্যকুলোদ্ভবে ধন্যে কন্যে! তুমি যাহা লিখিয়াছ, তৎ সমস্তই সঙ্গত, সংশয় নাই। অনন্তর গন্ধিনী পুনরায় রাজকুমারের পত্র লইয়া রাজকুমারীকে প্রদান করিল। রাজকুমারীও তৎসমস্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টা ও বিস্মিতা হইলেন। ১১ ১২৫। তিনি ভাবিলেন,—এই সংশয়ময় কার্য্যে যখন এই রাজকুমার পুনরায় স্বীকারপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তখন ইনি কি স্বয়ং ইন্দ্র অথবা কোন মায়াধর পুরুষ, ইহ-পরলোকে কেবল পতিই একমাত্র স্নেহভূমি। আমি ইহাঁকে না দেখিয়াই বরত্বে গ্রহণ করিলাম। এইরূপ স্থির করিয়া রাজকন্যা বয়স্যাগণের সহিত স্নান করিবার অছিলায় গন্ধিনীর আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে গন্ধিনী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান রাজকুমারকে দর্শন করাইলেন। রাজকুমারী কন্দর্পকান্তি রাজকুমারকে অবলোকন করিয়া হর্ষে রোমাঞ্চিতগাত্রী হইলেন। তাঁহার নয়ন রাজকুমারের যে যে অঙ্গে

কৃচ্ছ্রেণান্যত্র তস্মাত্তস্মাচ্চ গচ্ছতি ॥ ১৩১
সাক্ষাদয়ং বা কন্দর্পো দেবকীনন্দনোঽপি বা।
অথবা বিবুধাধীশঃ সাক্ষাৎ বা পার্ব্বতীপতিঃ ॥
রূপেবৈতৈর্জগন্মধ্যে মানুষো নহি জায়তে।
অনেন স্বামিনা জন্ম সফলং হরিণীদৃশঃ ॥ ১৩৩
মদ্ভক্তিবশগো ভূত্বা বিধাতা তান্তযত্নতঃ।
যথাহং সুন্দরী কন্যা তথেম কি সসজ্জ হ ॥১৩৪
অদ্যপ্রভৃতি নাথোঽয়ং মম নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
ইত্যুক্ত্বা সা মনশ্চক্রে গন্তুং নিজগৃহং প্রতি ॥

গন্ধিন্যুবাচ।

কন্যে যুক্তিবিষং নিন্দ্যা ত্বয়া হৃদি বিবুধ্যতাম।
কা যুক্তির্নিদ্রয়া কন্যে স্থিতোঽহং কি করিষ্যতে
যথা সুমূর্ত্তিং পুরুষো ন তথা ভাতি নিদ্রয়া ॥১৩৬
উচ্ছাসো গাত্রকম্পশ্চ মন্দদৃষ্টিশ্চ বিস্মৃতিঃ
সর্ব্বাণি মৃত্যুচিহ্নানি নিদ্রায়াং মৃগলোচনে ॥১৩৭
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটা কোপাৎ প্রোক্তেত্যুত্তিষ্ঠ তুষ্যতে

পতিত হইতে লাগিল, সেই সেই অঙ্গ হইতে আর অন্যত্র গমন করিতে সক্ষম হইল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি কি সাক্ষাৎ কন্দর্প, না দেবকীনন্দন অথবা বিবুধাধীশ না সাক্ষাৎ পার্ব্বতীপতি? এরূপ রূপবান পুরুষ ত কখন জগতে সম্ভব হয় না। ইনি স্বামী হইলে নারীজন্ম সফল হয়। আমার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া কি ভগবান অতি যত্নে আমার মনের মতন এই পুরুষরত্ন সৃজন করিয়াছেন। অদ্য হইতে ইনি আমার নাথ হইলেন, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। এই বলিয়া তিনি নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। গন্ধিনী বলিল, হে রাজকন্যে! তোমার এ যুক্তি নিন্দনীয়, তুমি এ যুক্তিকে হৃদয়ে স্থান দিও না। দেখ রাজপুত্র এখন নিদ্রিত রহিয়াছেন, ইনি বিবাহে স্বীকৃত হইবেন কি না সন্দেহ। আরও দেখ, সুমূর্ত্তি পুরুষ হইলেও নিদ্রাকালে তেমন শোভা পায় না। উচ্ছাস, গাত্রকম্প, মন্দদৃষ্টি, বিস্মৃতি প্রভৃতি মৃত্যুচিহ্ন নিদ্রাকালে প্রকাশ পাইয়া থাকে। গন্ধিনী এই বলিয়া ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া বলিল,—

শনৈঃ শনৈঃ করং তস্য স্বকরাভ্যামমর্দ্দয়ৎ ॥
ত্বাং দ্রষ্টুং রাজকন্যায়াঃ সম্প্রত্যাগমনং শৃণু।
শ্রুত্বা তৎ সোঽপি চোত্তস্থৌ সংভ্রমাক্রান্তমানসঃ
অথ তাং পুরতঃ কন্যাং দদর্শ রুচিরেক্ষণাম্।
স্বকীয়াঙ্গপ্রভাব্যূহবিরাজিতদিগন্তরাম্ ॥ ১৪০
বসনাচ্ছাদিতার্দ্ধঃ তদ্বদনং বিবভৌ দ্বিজ।
কাদম্বিন্যাচ্ছাদিতার্দ্ধ পূর্ণচন্দ্র ইবোজ্জ্বলঃ ॥১৪১
ঈষদ্ধাস্যমুখী তাস্তু দৃষ্ট্বা তদ্গতমানসঃ।
বিনয়াবনতো বাক্যং মাধবশ্চেত্যুবাচ হ ॥১৪২

মাধব উবাচ।

কন্যে মে জন্ম সফলং শ্রমশ্চ সফলো মম।
ত্বচ্চারুবদনাম্ভোজং সাক্ষাদেব ময়েক্ষিতম্ ॥
সকলযৌবনৈঃ কন্যে একীকৃত্য বিধিঃ কিমু।
ত্বামেব সৃষ্টবান একা দ্বিতীয়া নাস্তি ভূতলে
কন্যে কমলপত্রাক্ষি ত্বং বরস্বেন মাং বৃণ।
ত্বদযোগ্যোঽস্মি বরো নান্যো মাং বিনা ভুবি সুন্দরি ॥ ১৪৫

হে তুষ্যতে! গাত্রোত্থান কর। এই বলিয়া মন্দ মন্দ ভাবে রাজকুমারের করদ্বয় মর্দ্দন করিল। আর বলিল যে, তোমাকে দেখিবার জন্য রাজকুমারী আসিয়াছেন। গন্ধিনীর এই কথা শুনিয়া রাজকুমার ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া সম্মুখে রাজকুমারীকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—স্বীয় অঙ্গপ্রভায় রাজকুমারী দিগন্তর শোভিত করিয়াছেন। তাহার বদনকমল বসন দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ঘনাচ্ছাদিত পূর্ণচন্দ্রবৎ প্রকাশ পাইতেছে। ১৩৬—১৪১। রাজকুমার মাধব স্মিতাননা রাজকুমারীকে দর্শন করিয়া বলিলেন, অয়ি রাজকুমারি! আমার জন্ম এবং শ্রম সফল হইল, যেহেতু আমি তোমার চারু বদনকমল দর্শন করিলাম। হে কন্যে! বিধি কি সমুদয় যৌবনমাধুরী একত্র করিয়া একমাত্র তোমাকেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার দ্বিতীয় নাই! হে কমলপত্রাক্ষি! তুমি আমাকে বরণ কর, আমি ব্যতীত ভূতলে আর তোমার যোগ্য বর নাই।

সুলোচনোবাচ।

সুমতে ত্বমিব স্বামী ভাগ্যেন মহতা ভবেৎ।
অবশ্যমেব তদ্ভাবি যদস্তি মানসে বিধেঃ ॥ ১৪৬
ময়া যদ্বচনং প্রোক্তং তদেব সুদৃঢ়ং খলু।
আজ্ঞাং কুরু মহাভাগ গচ্ছামি নিজমন্দিরম্ ॥

মাধব উবাচ

তিষ্ঠেতি যদি বা বচমি কন্যে গর্ব্বস্তদা ভবেৎ
গচ্ছেতি বচনং বক্তুং নায়াতি বদনে মম ॥ ১৪৮
স্বয়ং বিচিন্ত্য চার্ব্বঙ্গি যদযুক্তং তদ্বিধীয়তাম্।
সুসত্যবচনে তস্মিন ভবিষ্যসি সুতৎপরা ॥ ১৪৯
ইত্যুক্তা তেন সা কন্যা হসিতা স্বগৃহং গতা।
তত্রৈব মাধবস্তস্থৌ তদ্বাক্যগতমানস ॥ ১৫০
ততঃ সন্ধ্যা সমায়াতা তারাপুষ্পবিভূষিতা
কান্তেন শশিনা রম্যা নারীব পতিনা সহ ॥ ১৫১
শ্রীত্রিবিক্রমদেবস্য নৃপতের্ভূরিতেজস
বিদ্যাধরো নাম পুত্রো বিবাহার্থং সমাগতঃ ॥
রথ্যামাগত্য তস্যাসৌ রতো বস্ত্রপরিচ্ছদৈ
চারুবিদ্যাধর ইব স্থিতো বিদ্যাধরো বরঃ ॥
তত্রস্থাশ্চ জনাঃ সর্ব্বে স্রক্চন্দনবিভূষিতাঃ।
দিব্যাম্বরপরীধানা রেজুর্দেবগণা ইব ॥ ১৫৪
ক্বচিৎ গীতং ক্বচিন্নৃত্যং ক্বচিৎ কোলাহলধ্বনিঃ
ক্বচিৎ জ্বলৎপ্রদীপালী তৎপুরে সমবর্ত্তত ॥ ১৫৫
হ্রেষিতৈঃ সপ্তিবৃন্দানাং হস্তিকানাঞ্চ বৃংহিতৈঃ।
হসস্বনেশ্চ পত্তীনাং পূরিতাঃ ককুভো দশ ॥ ১৫৬
নানাবর্ণপতাকাভির্ধবলৈর্নৃপলক্ষভিঃ।
সমন্তাৎ গগনং সর্ব্বং বিরেজে তত্র জৈমিনে ॥
কেঽপি শঙ্খান সমাদধ্মুর্ঘণ্টাডিণ্ডিমঝর্ঝরান।
বাদয়াঞ্চক্রিরে কেচিৎ মধুরীকাহলাদিকম্ ॥ ১৫৮
ততো যুবতয়ঃ সর্ব্বা সরোজকোরকস্তনাঃ।
ললিতানি সুগীতানি জগুশ্চন্দ্রনিভাননাঃ ॥ ১৫৯
পরস্পরং যৌবনসঙ্ঘর্ষণচ্যুতমালয়া।
স্বেদাম্বুবিগলদ্ভাস্কর্ব্বভৌ কল্লোলতত্র ভূঃ ॥ ১৬০
গম্ভারারচিতৈঃ পাঠমাকুর্ম সুন্দরী।

রাজকুমারী সুলোচনা বলিলেন হে সুমতি! তোমার মত স্বামী ভাগ্যেতে ঘটিয়া থাকে। বিধির মনে যাহা আছে তাহা অবশ্যই হইবে। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা দৃঢ়রূপে মনে রাখুন। আজ্ঞা করুন, অধুনা আমি নিজ মন্দিরে গমন করি। কুমার মাধব বলিলেন, রাজকুমারি! তোমাকে যদি আমি 'থাক' বলি তাহা হইলে গর্ব্বোক্তি হয়, 'যাও' যদি বলিতে যাই তাহা বদনে আসে না। আমার কথা এই যে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা করিয়া যেন নিজ বাক্য সত্য করিও। কুমার এই কথা বলিলে রাজকন্যা হৃষ্ট হইয়া স্বভবনে গমন করিলেন। রাজকুমার মাধবও রাজকন্যার বাক্য হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা দেবী পতিসহচারিণী রমণীর ন্যায় তারাপুষ্প-বিভূষিত হইয়া কান্ত শশীর সহিত আগমন করিলেন। এদিকে শ্রীত্রিবিক্রমরাজপুত্র বিদ্যাধর বিবাহার্থ সমাগত হইলেন। তিনি সন্নিহিত পথে আসিয়া তথায় বস্ত্রপরিচ্ছদে আবৃত হইয়া সাক্ষাৎ বিদ্যাধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তত্রত্য জনগণ সকলেই স্রক-চন্দনবিভূষিত ও দিব্যাম্বর-পরিহিত হইয়া দেবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কোথাও গীত, কোথাও নৃত্য, কোথাও কোলাহলধ্বনি কোথায় প্রজ্বলিত প্রদীপমালা, এই সকল উৎসবচিহ্ন নগরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। অশ্বের হেষারব হস্তিসকলের বৃংহিত ধ্বনি, সৈনিক-দিগের সহস্র হুঙ্কার এই সকলে দশদিক পূরিত হইল। নানাবর্ণ ভিন্ন ভিন্ন নৃপচিহ্নে চিহ্নিত পতাকারাজি দ্বারা গগনতল শোভা পাইতে লাগিল। কেহ কেহ শঙ্খ বাজাইতে লাগিল। কেহ কেহ ঘণ্টা, ডিণ্ডিম, ঝর্ঝর, কাহল প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। সরোজকোরকস্তনী পূর্ণচন্দ্রনিভাননা যুবতী-গণ কোথাও কোথাও সুললিত গীত গাহিতে লাগিল। যুবতীগণের পরস্পর সংমর্দ্দনে যে স্বেদাম্বু বিগলিত হইল, সেই স্বেদাম্বুতে তথাকার ভূমি সরোবরের আকার ধারণ

জ্ঞাতিভির্ব্বেষ্টিতাযাতা ববস্থান সুলোচনা ॥
অত্রান্তবে বিক্রমবাজপুত্রং,
শয্যোপবিষ্টাৎ সুবিলব্ধনিদ্রং।
ন বেদ দৈবেন বিবাহকার্য্য
সুলোচনায়াশ্চ সুলোচনঃ স ॥১৬২
বিধাতৃমায়াশতমোহিতানা
কদাপি ন স্যাৎ ভুবনে সুখায়।
যতঃ স্বসঙ্কেতবিধি জনোহয
বিস্মৃত্য নিদ্রামভজৎ সুখেন ॥ ১৬৩
বনং পবিত্যজ্য কৃশানুভীত্যা
জলং প্রবিষ্টা নলিনী সুখার্গম
সন্দহ্যতে তত্র হিমানিলেন
যদ্যস্য কস্য ন তদন্যথা স্যাৎ ॥ ১৬৪
বেদাদিশাস্ত্রমখিল প্রপঠন্তু লোকা
কুর্ব্বন্তু বাপি সুচিব ক্ষিতিপালসেবাম।
উগ্রং তপং প্রতিদিন প্রতিসাধযন্তু
ন শ্রীস্তথাপি চ ভজত্যতিভাগ্যহীনান ॥১৬৫
যস্মিন প্রসঙ্গে যদ্বস্তু জনৈ কৈবপি নেষ্যতে
তদেব দীযতে তস্মৈ কোঽস্তি ধাতেব নিষ্ঠুবঃ ॥
মস্তকোপবিতিষ্ঠন্তি দুঃখানি চ সুখানি চ।
অন্যকালে সমাযান্তি হঠাদন্যানি সত্তম ॥ ১৬৭
নিদ্রালু তং সমালোক্য মাধবং দুঃখভাগিনম্।
প্রচেষ্টশ্চিন্তযামাস জানন সঙ্কেতমেতযোঃ ॥
নিগস্থয বাজপুত্রো দৈবমাযাবিমোহিতঃ।
বিস্মৃত্য নিজসঙ্কেতং নিদ্রাং সম্প্রতি সেবতে ॥
অভ্যুপগতা কন্যা ববস্য নিকটেঽধুনা।
কিন্তব হ্যযমেতাদৃক্ সঙ্কেতং যাতি নিষ্ফলম্ ॥
তিষ্ঠত্বয পাপকর্ম্মা নিদ্রাং সংসেব্য মঞ্চকে।
মংস্য সমারুহ্য নেতব্যা সা ববাঙ্গনা ॥১৭১
কন্যাবত্নঞ্চ বত্নঞ্চ সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
স্বযমাসাদ্য স সাবে ক পবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥১৭২
কন্যাবত্নং স্বয বাপি যদা প্রাপ্নোতি দুর্লভম্।
তদা বা মম কো লাভো দৃষ্টিপীডৈব কেবলম ॥
কন্যাবত্নমশ্ববত্নং যদা প্রাপ্নোম্যনুত্তমম্।
তদা কিং সেবযা কার্য্য মাধবস্যাস্য দুর্ম্মতেঃ ॥

কবিল। এদিকে কুমাবী সুলোচনা গন্ধাবী কাষ্ঠনির্ম্মিত পীঠে আবোহণ কবিযা জ্ঞাতিগণ কর্তৃক পবিবেষ্টিত হইযা ববসমীপে আগমন কবিলেন। কিন্তু এ সময বিক্রমপুত্র মাধব দৈববশতঃ নিদ্রাভিভূত হইযা সুলোচনাব বিবাহ কার্য্য কিছুই জানিতে পাবিল না। যাহাবা বিধাতৃমাযায মোহিত, পৃথিবীব কিছুই তাহাদেব সুখেব নিমিত্ত হয না। যেহেতু বাজকুমাব মাধব বাজকুমাবী সুলোচনাব সঙ্কেতবিধি একেবাবে বিস্মৃত হইযা সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। দেখ কৃশানুভযে বন পবিত্যাগ কবিযা জলপ্রবেশ কবিযাও নলিনী হিমানলে দগ্ধ হইযা থাকে। ইহাতেই বুঝা যায যে, যাহাব ভাগ্যে যাহা আছে কদাপি তাহাব অন্যথা হয না। আবও দেখুন, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলেও, সুচিব রাজসেবা কবিলেও, প্রতিদিন উগ্র তপশ্চবণ কবিলেও অতিভাগ্যহীন জনে কদাচ লক্ষ্মীব কৃপা হয় না। যাহার জন্য যে বস্তু নির্দ্দিষ্ট নহে বিধাতা তাহাকে সে বস্তু দেওযাইতে পাবেন, বাতাব ন্যায নিষ্ঠুব কে আছে? সুখ-দুঃখ নিবন্তব মস্তকোপবি বহিযাছে, তথাপি ভিন্নকালে ভিন্ন ঘটনা সঙ্ঘটিত হয।১৪২-১৬৭। হতভাগ্য মাধবকে নিদ্রালু দেখিযা প্রচেষ্ট ইহাদেব উভযেব সঙ্কেত স্মবণ কবিযা এইরূপ চিন্তা কবিতেছিল যে, এই দেবমাযাবিমোহিত নিদ্রার্ত্ত বাজপুত্রকে ধিক। মাধব নিজ সঙ্কেত বিস্মৃত হইযা সম্প্রতি নিদ্রা যাইতেছে। এতক্ষণ ববার্থিনী বাজকন্যা হযত ববসন্নিধানে আগমন কবিযাছে। কি হইবে, এতাদৃশ সঙ্কেত নিষ্ফল হইতে চলিল। এই পাপকর্ম্মা এইখানে মাচায ঘুমাক্ আমিও অশ্বাবোহণে গমন কবিযা সেই ববাঙ্গনাকে লইযা আসি। সগুণই হোক আব নির্গুণই হোক, কন্যাবত্ন আর রত্ন স্বয়ং সংসাবে আহবণ কবিযা কে পবকে প্রদান কবে? কন্যারত্ন যে অপরে লাভ কবিবে, বা তাহাতেই আমাব লাভ কি? ইহাতে কেবল আমাব দৃষ্টিপীডামাত্র। কিন্তু যখন আমি কন্যারত্ন এবং রত্ন উভয়ই পাইতেছি, তখন

ধনার্থং কুরুতে সেবাং সর্ব্বভাবেন ভূভুজাম।
তচেৎ যদা স্বয়ং প্রাপ্তং সেবাদুঃখেন কিং তদা
প্রচেষ্ট ইতি সঞ্চিন্ত্য সমারুহ্য তুরঙ্গমম্।
সা রাজকন্যা যত্রাস্তে যযৌ তত্র নভঃপথা ॥১৭৬
বরং প্রদক্ষিণীকৃত্য স্মরন্তী সা বচঃ স্বকম।
বামহস্তং সমুদ্ধৃত্য তস্থৌ বিদ্যাধরাগ্রতঃ ॥১৭৭
হস্তে বিধৃত্য তাং কন্যাং প্রচেষ্টোতিজবেন সঃ।
পৃষ্ঠে নিবেশয়ামাস সপ্তেস্তস্য মহাবলঃ ॥ ১৭৮
তাং রাজপুত্রীমাদায় প্রচেষ্টোঽতিজবেন সঃ।
জগাম তুরগারূঢ়ঃ পুরীং কাঞ্চী সুশোভনাম ॥
তামথাসৌ সমালোক্য প্রচেষ্টোঽতিস্মরাতুর।
উবাচ প্রহসন বাণী নষ্টমানসংশয়স ॥ ১৮

প্রচেষ্ট উবাচ।

সমুদ্রোত্তরতীরস্থাং কাঞ্চী নাম পুরীমিমাম।
পশ্য সর্ব্বত্র বিখ্যাতা পদ্মজ্জনসুখপ্রদাম ॥১৮১
অত্র মাধবরবীরস্য তস্য বিদ্যাধরস্য বা।
কস্যাপি চ ভয় নাস্তি পশ্য চন্দ্রনিভাননে॥১৮২

মচ্চিত্তেন্ধনস লগ্নকামানলশিখাবলিম্।
কুচকুম্ভরসৈঃ সিক্তা নির্ব্বাণং দেহি সুন্দরি ॥১৮
শম্বরান্তকতীক্ষ্ণেষু-প্রহারোঽত্যন্তসাধ্বসৈঃ।
প্রবিষ্টোঽস্মি বরারোহে তারুণ্য শিশিরং তব ॥
তচ্চারুমুখপদ্মেঽস্মিন মন্মুখো ভ্রমরোঽধুনা।
ইচ্ছেৎ পাতুং মধ্বত্র কাজ্ঞা তিষ্ঠতি তে প্রিয়ে
তচ্চারুগাত্রসংস্পর্শাচ্ছরৈস্মদতি মাং স্মরঃ।
ত্রাহি ত্রাহি প্রিয়ে ত্রাহি তবাস্মি শরণ গতঃ ॥
ইতি ব্রুবন্ত ত মূঢ়মভিবীক্ষ্য বরাঙ্গনা।
শোকাভিতপ্তসর্ব্বাঙ্গী চিন্তয়ামাস চেতসা ॥ ১৮৭
অয় মূঢো দুষ্টচেষ্টঃ প্রচেষ্টো নাম বেধসা।
লিখিতং কি ললাটে মে মন্দায়া হাহতাস্ম্যহম্ ॥
ক্ব মাতা ক্ব চ মে তাতঃ ক্ব চ বিদ্যাধরো বরঃ।
অনেনাহং সমানীতা বিগস্ত ঘটনং বিধেঃ ॥১৮৯
অল লোকা প্রকুর্ব্বন্তি গর্ব্বং জগতি সর্ব্বদা।
বেত্তি ছেত্তু গর্ব্ববৃক্ষ বিধাতা ঘটনাসিনা ॥১৯০

আর আমার মাধব-ভূম্পতির সেবা করিবারই বা প্রয়োজন কি? ধনের জন্যই ত রাজসেবা করা, কিন্তু যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন আর আমার সেবাদুঃখের আবশ্যক কি? প্রচেষ্ট এইরূপ চিন্তা করিয়া অশ্বারোহণে যেখানে সেই কন্যা বিরাজ করিতেছে, সেই স্থানে আকাশমার্গে গমন করিল। এ দিকে রাজকন্যা তখন বর প্রদক্ষিণ করি নিজ বাক্য স্মরণ করত বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া বরসম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে প্রচেষ্ট তথাবিধ কন্যাকে লইয়া হয়পৃষ্ঠে আরোহণ করাইল এবং অচির-কালমধ্যে রাজ কন্যাকে লইয়া কাঞ্চী পুরীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রচেষ্ট অত্যন্ত স্মরাতুর হইয়া নির্ভীক চিত্তে হাসিতে হাসিতে রাজকন্যাকে বলিল,—এই দেখ, সমুদ্রের উত্তরতীরস্থ কাঞ্চীনাম্নী পুরী। অয়ি চন্দ্রাননে! এখানে মাধব বা বিদ্যাধর কাহারও ভয় নাই। হে সুন্দরি! তুমি তোমার কুচকুম্ভরস দ্বারা সিক্ত করিয়া আমার চিত্তেন্ধনসংলগ্ন কামানল শিখাবলি নির্ব্বাণ কর। আমি শম্বরারির তীক্ষ্ণ ইষুপ্রহারে নিতান্ত ভীত হইয়া তোমার তারুণ্য-শিবিরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আর আমার বদন-মধুকর তোমার মুখকমলের মধু পান করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তোমার কি আজ্ঞা হয় বল? হে প্রিয়ে! তোমার মনোহর গাত্রস্পর্শে স্মর আমাকে শর দ্বারা প্রহার করিতেছে, তুমি আমায় ত্রাণ কর, আমি তোমার শরণ লইলাম।১৬৮-১৮৬। প্রচেষ্ট এই সকল কথা বলিতে থাকিলে রাজকুমারী শোকাগ্নিসন্তপ্ত হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন যে, হায় বিধাতা কি এই মূঢ় দুষ্টচেষ্ট প্রচেষ্টকেই আমার ললাটে লিখিয়াছিলেন। হায় আমি মরিলাম না কেন? আমার মাতা, পিতা ও বিদ্যাধর বরই বা এ সময় কোথায় রহিলেন। এই হতভাগ্য আমায় লইয়া আসিল, বিধির ঘট-নাকে ধিক্! লোক বৃথা গর্ব্ব করিয়া থাকে মাত্র। বিধাতা কিন্তু ঘটনা-অসি দ্বারা গর্ব্ব-বৃক্ষ ছেদন করিতে জানেন। তথাপি দীর্ঘ-

তথাপি বিপদি স্থৈর্য্যং নির্ভয়ত্বঞ্চ সদ্বচঃ।
উপায়শ্চেতি চত্বারঃ প্রশস্তা দীর্ঘদর্শিভিঃ॥১৯১
ইত্যালোচ্য হৃদা কন্যা বচোভিঃ কোমলাক্ষরৈঃ
প্রচেষ্টং প্রত্যুবাচেদং সর্ব্বকার্য্যবিচক্ষণা॥ ১৯২
স্থলোচনোবাচ।
দৃঢ়ং কুরু মনো বীর কন্যাহমবিবাহিতা।
মাং সমালিঙ্গ্য মোহেন কথং যাস্যসি দুর্গতিম্॥
শাস্ত্রোক্তবিধিনা বীর বিবাহেন গৃহাণ মাম।
তব সেবাং করিষ্যামি দাসীব কোঽত্র সংশয়ঃ॥
ত্বং মে প্রাণাশ্চ মিত্রঞ্চ ভূষণং বান্ধবস্তথা।
অনন্যগতয়ো নার্য্যো ভবানিতি ন বেত্তি কিম॥
বিবাহযোগ্যবস্তূনি বিবাহার্থং সমানয়।
মৎপাণিগ্রহণং শীঘ্রং কুরু জাড্যং জহীহি চ॥১৯৬
অন্তর্দৃঢ়ং বহিঃশ্লক্ষ্ণং বদরীফলবদ্বচঃ।
আকর্ণ্য তস্যা মূঢোঽসৌ পরমপ্রীতিমাযযৌ॥ ১৯৭
তুরঙ্গমঞ্চ তাং কন্যাং সংস্থাপ্যৈকত্র দুষ্মতিঃ।
করকঙ্কণমাদায় তস্যাস্তৎ পুরমাযযৌ॥ ১৯৮

দর্শী ব্যক্তিগণ বিপদে স্থৈর্য্য, নির্ভয়ত্ব, সদ্বাক্য, আর উপায় এগুলির প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই সকল মনে মনে আলোচনা করিয়া রাজকুমারী স্থলোচনা নিপুণভাবে প্রচেষ্টকে বলিলেন,—হে বীর! মনকে দৃঢ় করুন, আমি অবিবাহিতা কন্যা, মোহবশতঃ আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আর কেন দুর্গতি লাভ করিবেন? আপনি শাস্ত্রোক্ত বিধানে আমায় বিবাহ করুন, নিশ্চয়ই দাসীর ন্যায় আমি আপনার সেবা করিব। আপনি আমার প্রাণ, আপনি আমার মিত্র, আপনি আমার ভূষণ, আপনিই আমার বন্ধু। রমণীগণ অনন্যগতি, আপনি কি ইহা জানেন না? আপনি শীঘ্র বিবাহযোগ্য বস্তু সকল আনয়ন করুন, এবং জাড্য ত্যাগ করিয়া আমার পাণি গ্রহণ করুন। অন্তরে কাঠিন্যযুক্ত এবং বাহিরে বেশ মোলায়েম—চতুরা রাজকুমারীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মূঢ় প্রচেষ্ট অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইল। প্রচেষ্ট সেই তুরঙ্গম ও রাজকন্যাকে একত্র রাখিয়া করকঙ্কণ গ্রহণ

ততঃ সা চিন্তয়ামাস বিধের্নূনং কৃপেত্যভূৎ।
যত আরা পরিত্যজ্য মূঢোঽসৌ হর্ষিতো যযৌ॥
কিং কর্ত্তব্যং ক্ব গন্তব্যং ক্ব স্থাতব্যং ময়াধুনা।
অতিশঙ্কটকার্য্যেঽস্মিন নিস্তারো মে কথং
ভবেৎ॥ ২০০
যদাহমত্র তিষ্ঠামি তদা শ্রেয়ো ভবেন্নহি।
অথবা স্বগৃহং যামি কিং বদিষ্যন্তি তে তদা॥২০১
পুণ্যতীর্থং সমাসাদ্য পরত্র হিতকাময়া।
পঞ্চতাং প্রতি যাস্যামি সাপি শ্রেয়স্করী ন চ॥
মদ্বিয়োগাদয়ং মূঢ়ং শ্রীবিদ্যাধরমাধবৌ।
জীবিষ্যন্তি ত্রয়ো নৈব ক্ষণমাত্রমপি স্মরন॥২০৩
ময়ি স্থিতায়ামেতেষাং ভবেজ্জীবনরক্ষণম।
মৃতায়াং ময়ি যাস্যন্তি ত্রয়োঽপ্যেতে তু পঞ্চতাম
মামুদ্দিশ্য যদা প্রাণা স্ত্যক্ষ্যন্ত্যেতে ত্রয়ো জনাঃ
ভবিষ্যামি তদা নূনমহং তদ্বধভাগিনী॥ ২০৫
ইদানীং পুণ্যতীর্থেষু যষ্টব্যো ভগবান হরিঃ।

করিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিল। এই সময় সুযোগ পাইয়া রাজকন্যা মনে করিলেন যে, নিশ্চয়ই বিধি আমার প্রতি কৃপা করিলেন। তা না হ'লে মূঢ় প্রচেষ্ট হৃষ্ট হইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিবে কেন? যাহা হউক, এখন আমি কি করি, কোথায় যাই, অধুনা থাকিবই বা কোথায়, এই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণই বা হই কিরূপে? আর এই স্থানেই যদি থাকি, তাহা হইলেও মঙ্গল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। যদি গৃহে প্রত্যাগমন করি, তাহা হইলে গৃহস্থ জনগণই বা কি বলিবে? ১৮৭—২০১। যদি পারলৌকিক হিত কামনায় পুণ্যতীর্থে গমন করিয়া, সদ্যঃ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হই, তাহাও শ্রেয়স্কর হইবে না, কেন না, আমার বিয়োগে এই মূঢ়, বিদ্যাধর এবং মাধব ইহারাও আমায় স্মরণ করিয়া ক্ষণমাত্র বাঁচিয়া থাকিবে না। আমি জীবিত থাকিলে ইহাদের তিন জনেরই জীবন রক্ষা হইবে। আর আমি জীবিত না থাকিলে ইহারাও জীবিত থাকিবে না। আমার উদ্দেশে যখন ইহারা প্রাণ ত্যাগ করিবে, তখন আমিই ইহাদের বধ-

তস্মিন্ প্রসন্নে ভদ্রং মে সর্ব্বমেব ভবিষ্যতি ॥
প্রাণেষু চ বিনষ্টেষু সর্ব্বমেব বিনশ্যতি।
তেষু স্থিতেষু সকলং স্তোকস্তোকেন সিধ্যতি ॥
বিসাবশিষ্টা নলিনী হিমাগমে
দূরীকৃতে চণ্ডকরেণ ভাস্বতা।
সুগন্ধিপুষ্পপ্রকরাতিসুন্দরী
নাপ্নোতি কিং ভৃঙ্গবরস্য সঙ্গমম ॥ ২০৮
হৃদা বিচিন্ত্যেতি বরাঙ্গনা সা
সপ্তিং সমারুহ্য মহাজবং তম।
তপ্তুং তপঃ সাগরবিষ্ণুপদ্যো
জগাম বিপ্রোত্তম সঙ্গমায় ॥ ২০৯
তস্মিন ক্ষেত্রবরে পুণ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে।
বসেদ্রাজা সুষেণাখ্যঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ ॥ ২১০
গন্তুং তস্য সভাং রাজ্ঞশ্চেতসা সেত্যচিন্তয়ৎ।
ময়া যুবত্যা কর্ত্তব্যং কথং ভূপালদর্শনম ॥ ২১১
অধিবাসনসূত্রাণি সন্ত্যব্ধানি ভুজে মম।
কন্যাহং তুরগারূঢ়া যুবতিঃ সঙ্গবর্জ্জিতা ॥ ২১২
চরিত্রং মামকং নৃণাং মনোবিস্ময়কারকম
আত্মানং গোপয়িত্বাহং যাস্যামি নৃপতেঃ সভাম্
ইন্দ্রজালপ্রভাবেন সা ভূত্বা পুরুষাকৃতিঃ।
প্রবিবেশ সভাং রাজ্ঞঃ সুধর্ম্মামিব জৈমিনে ॥
তং জয়ন্তমিবায়ান্তং শক্তিহস্তং হয়াসনম্।
স্বয়ং পপ্রচ্ছ ভূপালঃ কস্ত্বং কুত ইহাগতঃ ॥ ২১৫
নৃপোক্তবচনং শ্রুত্বা সা কন্যা পুরুষাকৃতিঃ।
প্রণম্যোবাচ রাজানং সদয়ং সজ্জনাশ্রয়ম্ ॥ ২১৬
দেব বীরবরো নাম পুত্রোহহং পৃথিবীপতেঃ।
বর্ত্তনায় সমায়াতস্তদ্রাজ্ঞঃ প্রতি সম্প্রতি ॥ ২১৭
যদ্যৎ কার্য্যমসাধ্যং স্যাৎ তদেব সাধয়াম্যহম।
ময়ি স্থিতে ন মে ভর্ত্তুঃ কুত্রাপি স্যাৎ পরাজয়ঃ

রাজোবাচ।

তিষ্ঠাত্রৈব মহাবাহো সভায়াং মম সন্ততম।
বর্ত্তনায় তে ময়া বৃত্তিঃ সংশয়ো নাত্র বিদ্যতে ॥
ততো বীরবরস্তস্য সন্নিধৌ পৃথিবীপতেঃ।
উবাস সততং বিপ্র তৎসেবাগতমানসঃ ॥ ২২০
অথৈকদা পুরে তস্য জৈমিনে সকলাঃ প্রজাঃ।
ভীমনাদো নাম খড়্গী ক্ষোভয়ামাস সন্ততম ॥

ভাগিনী হইব। অধুনা আমি পুণ্যতীর্থে ভগবান্ হরির আরাধনা করি। আরাধনায় তিনি প্রসন্ন হইলে আমার সমুদয় মঙ্গল হইবে। প্রাণ বিনষ্ট হইলে সকলই নষ্ট হইয়া যায়, আর প্রাণ থাকিলে সকলই অল্পে অল্পে সিদ্ধ হইতে পারে। হিমাগমে বিসাবশিষ্টা নলিনী কি পুনরায় ভৃঙ্গবরসঙ্গম লাভ করে না? হে বিপ্রবর! বরাঙ্গনা সুলোচনা এইরূপ চিন্তা করিয়া অশ্বারোহণে তপস্যার্থ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করিল। সুলোচনা যেস্থানে তপস্যার্থ গমন করিলেন, সেই পুণ্যক্ষেত্রে সোমবংশসমুদ্ভব সুষেণ নামক এক রাজা বাস করেন। সুলোচনা রাজা সুষেণের সভায় যাইতে ইচ্ছা করিয়া চিন্তা করিলেন, আমি যুবতী হইয়া রাজসভায় কিরূপে গমন করিব? আমার হস্তে এখন অধিবাসসূত্র বাঁধা রহিয়াছে। আমি কন্যা হইয়া তুরগে আরোহণ করিয়াছি এবং আমি একাকিনী যুবতী, আমার চরিত্র নৃপদিগের বিস্ময়কর হইবে। আমি আত্মগোপন করিয়া রাজসভায় গমন করিব। এই স্থির করিয়া সুলোচনা ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাবে পুরুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রাজসভায় গমন করিল। তাহাকে সুমূর্ত্তি ও শক্তিহস্ত দেখিয়া, রাজা স্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি, কোথা হইতে আসিতেছ? রাজার এই কথা শুনিয়া পুরুষাকৃতি সুলোচনা তাহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে রাজন্! আমার নাম বীরবর, আমি রাজপুত্র। আমি সম্প্রতি জীবিকার জন্য আপনার সভায় আসিয়াছি। যে সকল কর্ম্ম অবাধ্য, আমি সেই সকল কর্ম্ম করিব। আমি থাকিতে আমার স্বামীর কুত্রাপি পরাজয় নাই। ২০২—২১৮। রাজা বলিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি এই স্থানে অবস্থান কর, আমি নিশ্চয়ই তোমার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিব। অনন্তর বীরবর রাজসেবাপরায়ণ হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে জৈমিনি! অতঃপর একদা ভীমনাদ নামক এক গণ্ডার

তদ্বধায় ততো রাজা প্রেষয়ামাস তং রুষা॥
ততোহসৌ গণ্ডকং হন্তুং যযৌ বীরবরো জবৈঃ
দদর্শ পর্ব্বতাকারং স্বপন্তং ধরণীতলে॥ ২২৩
দংষ্ট্রাকরালবদনং খড়্গিনং তং স শক্তিধৃক্।
নভসি ভ্রাময়ন সপ্তিং স চ বীরবরো রুষা।
খড়্গিনং তমিতি প্রাহ মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥২২৪
উপার্জ্জিতস্ত্বয়া যে যে দুরাত্মন পাপপাদপাঃ।
বভূবুঃ ফলিনস্তে তে ঋতুং প্রাপ্য যথা ক্রমাঃ
নাশিতাঃ প্রাণিনো যে যে রাজ্যেহস্মিন
পাপিনা ত্বয়া।
যমালয়ে সমং তৈস্তৈর্দ্দর্শনন্তে ভবিষ্যতি॥২২৬
মুঞ্চ নিদ্রামরে দুষ্ট মাং পশ্যান্তকর নিজম।
অন্যথা নিদ্রয়া কিন্তে মহানিদ্রা ভবিষ্যতি॥২২৭
ততঃ সোহপি সমুত্তস্থৌ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গস্ত্যক্তনিদ্রো মহাবলঃ॥ ২২৮

ভীমনাদ উবাচ।

গর্ব্বং মা কুরু দুর্ব্বুদ্ধে তবায়ুঃ শেষতাং গতঃ।
মৎসন্দর্শনমাত্রেণ প্রাণৈঃ কো ন বিমুচ্যতে॥
জ্বলদগ্নিশিখাশ্রেণীং প্রবিশেৎ শলভো যথা।
মৎকোপানলরাশৌ ত্বং তথৈব প্রপতিষ্যসি॥
ইতি ব্রুবন্তং তং রুষ্টঃ শক্ত্যা নিশিতয়া তয়া।
স জঘান মহাকোপাৎ ত্যক্ত্বা হুঙ্কারনিস্বনম্॥
স পপাত মহীপৃষ্ঠে গতাসুর্গণ্ডকস্ততঃ।
চালয়ন সকলাং পৃথ্বীং শোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ।
খড়্গিনং পতিতং দৃষ্ট্বা গঙ্গাব্ধিবোধসি দ্বিজ।
সমীপং তস্য ভূপস্য স গন্তুমুপচক্রমে॥ ২৩৩
স গচ্ছন পথি বিপ্রর্ষে দদর্শৈকং মহাশয়ম্।
জাজ্বল্যমানং তেজোভির্দ্বিতীয়মিব ভাস্করম॥
বিষ্ণুদূতগণৈর্যুক্তং তুলসীমাল্যভূষিতম।
দিব্যাম্বরধরং শুদ্ধং রথারূঢ়ং স্মিতাননম্॥২৩৫
পপ্রচ্ছেতি ততো ভক্ত্যা স চ বীরবরশ্চ তম্।
কস্ত্বং কুত ইহায়াতঃ ক্ব গচ্ছসি বদস্ব তৎ॥ ২৩৬

পুরুষ উবাচ।

কন্যে বিধৃতপুংবেশে মদবৃত্তান্তং নিশাময়।

আসিয়া সমস্ত প্রজাবর্গের হিংসা করিতে লাগিল। রাজা ঐ গণ্ডারকে বধ করিবার জন্য বীরবরকে আদেশ দিলেন। বীরবরও বেগে গণ্ডার মারিতে বহির্গত হইল। সেখানে যাইয়া দেখিল যে, এক পর্বতাকার গণ্ডার বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া মাটিতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে তথাবিধ অবলোকন করিয়া বীরবর ঊর্দ্ধে শক্তি ভ্রামিত করিয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে তাহাকে বলিল,—রে দুরাত্মন! তুই যে যে পাপপাদপ অর্জ্জন করিয়াছিস, অদ্য তোর সেই সকল পাপপাদপ ঋতুপ্রাপ্ত হইয়া ফলিত হইবে। এই রাজ্যে তুই যে সকল প্রাণী হত্যা করিয়াছিস, যমালয়ে সেই সকল প্রাণীর সহিত তোর সাক্ষাৎ হইবে। রে দুষ্ট। তুই নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখে তোর অন্তককে দর্শন কর, এই নিদ্রাতেই যে তোর এখনি মহানিদ্রা আসিবে। বীরবরের এই কথা শুনিয়া রক্তাক্তলোচন গণ্ডার ভীমনাদ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধূলীধূসরিত গাত্রে গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—রে নির্ব্বুদ্ধি! গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, তোর আয়ু শেষ হইয়াছে, আমার দর্শন মাত্রে প্রাণ পরিত্যাগ না করে, এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না। শলভ সকল যেমন জ্বলদগ্নি প্রবেশ করে, তুই তেমনি এখনি আমার কোপানলরাশিতে পতিত হইবি। ভীমনাদ এই সকল কথা বলিতে থাকিলে বীরবর কোপে হুঙ্কার শব্দ পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে শক্তি প্রহার করিলেন। প্রহার করিবামাত্র ভীমনাদ পৃথিবী চালিত করিয়া রক্তাক্তদেহে গতায়ু হইয়া ভূতলে পতিত হইল। গণ্ডারকে পতিত হইতে দেখিয়া বীরবর রাজসভায় প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তিনি যাইতে যাইতে পথে তেজঃপুঞ্জময় আদিত্যতুল্য এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন। ঐ মহাপুরুষ বিষ্ণুদূতসমভিব্যাহারী, তুলসীমাল্যপরিহিত, দিব্যাম্বর, রথারূঢ় এবং স্মিতানন। বীরবর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি, কোথা হইতে এখানে আসিয়াছ, এবং কোথায়ই বা যাইতেছ বল।

কথয়ামি সমাসেন শ্রোতুমিচ্ছসি চেন্মুদা ॥ ২৩৭
অহমাসং পুরা রাজা বৈরিবংশবনানলঃ।
ধর্ম্মবুদ্ধিরিতিখ্যাতঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ২৩৮
ময়া যজ্ঞাঃ কৃতাঃ সর্ব্বে দানানি সকলানি চ।
চতুর্ব্বর্ষসহস্রাণি পালিতা চ বসুন্ধরা ॥ ২৩৯
পাষণ্ডজনবাক্যেন ময়া ভূমির্দ্বিজন্মনঃ।
লঙ্ঘিতা কোপমাসাদ্য দোষমাত্রেণ কেনচিৎ ॥
মম তেনাপরাধেন স্বয়মেব বিধিস্ততঃ।
জহার তৎক্ষণাদেব সর্ব্বাং রাজশ্রিয়ং রুষা ॥
অথাহং গতসম্পত্তিঃ শোকাগ্নিদগ্ধমানসঃ।
কিয়দ্ভির্দ্দিবসৈঃ সাধ্বি যমরাজবশং গতঃ ॥২৪২
মাং দৃষ্ট্বা চিত্রগুপ্তেন মৎকর্ম্ম প্রকটীকৃতম্।
উক্তশ্চ ভাস্করির্দ্দেব দুর্ব্বিহারগতিং প্রভো ॥
ধর্ম্মবুদ্ধিরয়ং রাজা কৃতপুণ্যক্রিয়ঃ সদা।
অস্ত্যস্য দুরিতং কিঞ্চিৎ তন্নিশাময় বচ্যতম্ ॥
পাষণ্ডৈর্ব্বোধিতো যস্তু জহার দ্বিজশাসনম্।
তেনৈব কর্ম্মণা স্থানং নরকে চ মুহূর্ত্তরে ॥২৪৫
বৃত্তিচ্ছেদঃ সূর্য্যপুত্র যস্য যেন বিধীয়তে।
স তস্য বধমাপ্নোতি শাস্ত্রেষিতি সুনিশ্চিতম্ ॥
তস্মাদয়ং পাপকর্ম্মা ব্রহ্মহা পৃথিবীপতিঃ।
এতস্য নিরয়ে স্থানং কল্পকোটিশতাবধি ॥ ২৪৭
আত্মদত্তাং হরেদ্যস্তু পরদত্তাঞ্চ মেদিনীম্।
স কোটিকুলসংযুক্তঃ প্রয়াতি নরকং প্রতি ॥
যো হরেত মহীং দেব দেবস্য ব্রাহ্মণস্য বা।
ন তস্য নিষ্কৃতির্দৃষ্টা কল্পকোটিশতৈরপি ॥২৪৯
পরদত্তাং ক্ষিতিং যস্তু রক্ষতি ক্ষ্মাপতিঃ প্রভো
স কোটিগুণমাপ্নোতি ফলং দাতৃজনাদপি ॥
ততোঽহং শমনাদেশাৎ ভুক্ত্বা বৈ পূতিমৃত্তিকাম্
কল্পকোটিশতং সাধ্বি তস্থৌ শমনমন্দিরে ॥২৫১
অথ জন্ম সমাসাদ্য নরকান্তে বরাননে।
খড়্গিযোনৌ প্রাণিহিংসা সর্ব্বদৈব কৃতো ময়া ॥
গাবশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চৈব তথৈবান্যেঽপি জীবিনঃ।

সেই পুরুষ বলিল,—হে পুংবেশধারিণী কন্যে! তুমি যদি আমার বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর, সংক্ষেপে বলিতেছি। আমি পূর্ব্বে বৈরিবংশরূপ বনের অনল তুল্য রাজা ছিলাম, আমার নাম ছিল ধর্ম্মবুদ্ধি, আমি সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলাম। আমি সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছি, প্রভূত দান আমার ছিল। আমি চারি সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করি। আমি সামান্য মাত্র দোষে পাষণ্ড জনের বাক্যে কোন দ্বিজের ভূমি লঙ্ঘন করি। ঐ অপরাধে বিধাতা আমার তৎক্ষণাৎ রাজ্যশ্রী হরণ করেন। হে সাধ্বি! তার পর আমি নষ্টসম্পত্তি হইয়া শোকে কিয়ৎ দিবসের মধ্যে কৃতান্তের কবলগত হই। আমাকে দেখিয়া চিত্রগুপ্ত আমার কর্ম্ম সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং আমার দুর্ব্বিহারগতির কথা ধর্ম্মরাজকে বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই রাজা ধর্ম্মবুদ্ধি, সর্ব্বদা পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন, ইহাঁর একটী মাত্র দুরিত আছে; সেইটীই কিন্তু সর্ব্বধর্ম্মবিলোপী। দেখুন, পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক বোধিত হইয়া যে জন দ্বিজশাসন হরণ করে, সেই দুষ্কর্ম্ম দ্বারা তাহার নরকে স্থান হয়। হে সূর্য্যপুত্র! যে যার বৃত্তিচ্ছেদ করে সে তাহার হস্তে বধ প্রাপ্ত হয়, শাস্ত্রে ইহা সুনিশ্চিত। অতএব এই পাপকর্ম্মা রাজা ব্রহ্মহা হইয়াছে। কল্পকোটিশতাবধি ইহার নিরয়ে বাস হইবে। আত্মদত্তা এবং পরদত্তা ভূমি যে জন হরণ করে, সে তাহার কোটিকুলের সহিত নরকে গমন করিয়া থাকে। হে দেব! যে ব্যক্তি দেব-ব্রাহ্মণের ভূমি হরণ করে, কল্পকোটি-শত কালেও তাহার নিষ্কৃতি দেখা যায় না। যে রাজা পরদত্তা ভূমি রক্ষা করেন তিনি দাতা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হন।২১৯—২৫০। হে সাধ্বি! তদনন্তর আমি পূতি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া কল্পকোটি-শত কাল শমনভবনে বাস করিয়াছি। হে বরাঙ্গনে! তারপর আমি নরকান্তে খড়্গিযোনি লাভ করিয়া সর্ব্বত্রই বহু প্রাণী

ময়া দুষ্টেন নিহতা কোটি কোটি সহস্রশঃ ॥২৫৩
কালেন প্রেরিতা সাধ্বি মাং সর্ব্বতুবিতাশ্রয়ম্।
খড়্গিযোনিসমুৎপন্নং ভবতী প্রজঘান হ ॥ ২৫৪
গঙ্গাব্ধিসঙ্গমং তীর্থং দুর্লভং দৈবতৈরপি।
স্থানেঽপি মৃত্যুমাসাদ্য জাতেয়ং মম সদ্গতিঃ ॥
গচ্ছ সুশ্রোণি ভদ্রং তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
অচিরেণৈব পতিনা দর্শনন্তে ভবিষ্যতি ॥ ২৫৫
ব্যাস উবাচ।
তস্যৈতদ্বচনং শ্রুত্বা সা কন্যা পরমাদ্ভুতম্।
ববন্দে চরণৌ তস্য ধর্ম্মবুদ্ধির্মহীপতেঃ ॥ ২৫৬
ততো রথং সমারুহ্য স রাজা ত্রিদিবং যযৌ।
সোঽপি বীরবরো বিপ্র জগাম নৃপতেঃ সভাম্ ॥
রাজা তেন হতং শ্রুত্বা খড়্গিনং ভীমবিক্রমম্
দদৌ তস্মৈ বিবাহেন জয়ন্তীং নিজকন্যকাম্ ॥
জয়ন্তীং তাং সমাদায় সা কন্যা পুরুষাকৃতিঃ।
তপস্তপ্তুং মনশ্চক্রে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ২৬০
গঙ্গাব্ধিসলিলে স্নাত্বা প্রভাতে দ্বিজসত্তম।
গীতৈর্বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ যজন্নারায়ণং প্রভুম্ ॥
নিরামিষং হবিষ্যঞ্চ ফলাহারং দ্বিজোত্তম।
কদাচিদুপবাসঞ্চ কুরুতে সা বরাঙ্গনা ॥ ২৬২
অনেন বিধিনা কন্যা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
তস্থৌ তপ্তুং তপো বিপ্র মাধবপ্রাপ্তয়ে পুনঃ ॥
নিজভৃত্যান সমাহূয় স্থাপয়ামাস তত্র বৈ।
অত্র যে মর্ত্তুমিচ্ছন্তি তান রক্ষত যত্নতঃ ॥২৬৪
অত্রান্তরে প্রচেষ্টোঽসৌ চিত্তোৎসাহেন জৈমিনে
বিবাহযোগ্যবস্তূনি সমাদায় সমাগতঃ ॥ ২৬৫
ভুবঙ্গমঞ্চ তাং কন্যামদৃষ্ট্বা শোকমূর্চ্ছিতঃ।
নিপত্য ক্রন্দনং ভেজে পৃথিব্যাং ভৃশদুঃখিতঃ ॥
হা হতোঽস্মি কৃতাভাগ্য ক্ব গতা সা বরাঙ্গনা।
মজ্জীবনৌষধং কেন নীতং তদ্ভুবি দুর্ল্লভম্ ॥
স্বর্ণলতামিব প্রোদ্যদিন্দুচারুতবাননাম্।
একাকিনীং তামালোক্য কো ন গৃহ্ণাতি ভূতলে
মাং নীচমিব মত্বা বা তং সমারুহ্য বাজিনম্।
ভূয় এব নিজং রাজ্যং সা জগাম বরাঙ্গনা ॥২৬৮
মাধবস্য বিয়োগেন তস্য বিদ্যাধরস্য চ।
মৃতা সা রাজতনয়া যতোঽন্যং ন ভজেৎ সতী ॥

হিংসা করিয়াছি। আমি কোটি কোটি সহস্র সহস্র গো, ব্রাহ্মণ তথা অন্যান্য জীব হনন করিয়াছি। এই তুমি কালপ্রেরিতা হইয়া সর্ব্বতুবিতালয় খড়্গিযোনিসমুৎপন্ন আমাকে বধ করিলে। এই স্থান গঙ্গাব্ধিসঙ্গম তীর্থ বলিয়া আমি সদগতি লাভ করিলাম, এখানে মৃত ব্যক্তিরাও সদ্গতি লাভ করে। হে সুশ্রোণি তোমার মঙ্গল হইবে সংশয় নাই, অচিরকাল মধ্যে তোমার পতিদর্শন লাভ হইবে। ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর সেই পুরুষরূপিণী কন্যা তাহার এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। চরণ বন্দনা করার পর মহাপুরুষ রথারোহণে স্বর্গে চলিয়া গেলেন, আর পুরুষরূপিণী কন্যা বীরবর রাজ সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তৎ-কর্ত্তৃক খড়্গী নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জয়ন্তীনাম্নী নিজ কন্যা প্রদান করিলেন। সেই পুরুষাকৃতি কন্যা রাজকন্যা লাভ করিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে তপস্যার্থ মনো-নিবেশ করিলেন। হে দ্বিজসত্তম। ঐ কন্যা প্রভাতে স্নান করিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্যে নারায়ণের আরাধনা করিতে লাগিল। কন্যা কখন নিরামিষ কখন হবিষ্য, কখন ফলাদি ও কখন উপবাস করিতে লাগিল। কন্যা মাধবপ্রাপ্তির নিমিত্ত তথায় এইরূপে অবস্থান করিতে লাগিল। সে ঐ তীর্থে মরণেচ্ছু ব্যক্তি-গণকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ ভৃত্যকে রক্ষা করিল। ২৫১—২৬৪। এদিকে প্রচেষ্ট বিবাহ-সম্ভার-সমুদয় সংগ্রহ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু আসিয়া সেখানে কন্যা ও সে তুরঙ্গ না দেখিয়া কান্দিতে লাগিল। হায় আমি হত হইলাম, আমি অতি অভাগ্য, সেই বরাঙ্গনা কোথায় গেল? ভুবনদুর্লভ আমার জীবনৌষধ কে হরণ করিল? স্বর্ণ-লতার ন্যায় সেই ইন্দুবদনাকে একাকিনী পাইয়া কেহ হরণ করিয়া থাকিবে। অথবা সেই বরাঙ্গনা আমাকে নীচ মনে করিয়া নিজ রাজ্যে পলায়ন করিয়াছে। মাধব ও সেই বিদ্যাধরের বিয়োগে রাজকন্যা জীবন

তস্যাং মৃতায়ামশোহসৌ নিজগাম নিজেচ্ছয়া ॥
বিলপ্য বহুধা তত্র প্রচেষ্টোহত্যন্তশোকভাক ।
জগাম মরণার্থায় গঙ্গাসাগরসঙ্গমম ॥ ২৭১
গঙ্গাব্ধিসলিলে স্নাত্বা তুলসীস্রগ্বিভূষিতঃ ।
কৃতাঞ্জলিরিতি প্রাহ প্রচেষ্টো ভীষ্মমাতরম ॥
পবিত্রে ত্বজ্জলে মাত স্ত্যজামাত্র কলেবরম ।
সুলোচনা মে কান্তা স্যাৎ যথা তৎ কুরু বিষাসি
ভূয়ো ভূয়ো ব্রুবন্তং তমিতি তস্যাশ্চ কিঙ্করাঃ ।
বদ্ধা পাশেন বৈ নিন্যুর্নিয়ুতাস্তং সভাং প্রতি
ততো বীররবাদেশাৎ কিঙ্করাস্তে সুদারুণাঃ ।
কারায়াং স্থাপয়ামাসুঃ প্রচেষ্টং মন্যুবিহ্বলম ॥
ততঃ সুলোচনায়াশ্চ পিতাদৃষ্ট্বা সুতাস্তু তাম ।
ইত্যুবাচ গতা কুত্র মাং বিহায় সুলোচনে ॥
এতস্মিন্নন্তরে কালে দৃষ্ট্বা তৎ কার্য্যমদ্ভুতম ।
হাহাকারো মহানাসীত্তদ্রাজ্যে দ্বিজসত্তম ॥ ২৭৭
এতচ্চাত্যদ্ভুতং কর্ম্ম স চ রাজা গুণাকর ।
আয়াতোহত্যন্তসন্ত্রস্তো যত্র সা সুন্দরী স্থিতা
শূন্যং পীঠং সমালোক্য সদারঃ স মহীপতিঃ ।
আঃ কিমেতদিতি ত্রস্তো বাবদীতি দ্বিজোত্তম
বিষাদিনঃ সাদিনশ্চ রথিনশ্চর্ম্মিণস্তথা ।
ধানুষ্কাংশ্চ কৌন্তিকাংশ্চ কোটিকোটিসহস্রশঃ ॥
স্থানে স্থানেপুরে তস্মিন স রাজা শোকবিহ্বলঃ
নিয়োজয়ামাস ততো রক্ষায়ৈ দ্বিজসত্তম ॥ ২৮১
তেনাজ্ঞপ্তাস্ততঃ সর্ব্বে যোদ্ধারোহমিতবিক্রমাঃ
সন্থর প্রতিরথ্যায়া তস্থুস্তস্মিন পুরে রুষা ॥
গীতানি গায়কৈশ্চৈব নৃত্যানি নর্ত্তকৈস্তথা ।
বাদ্যানি বাদকৈস্তত্র তত্র ত্যক্তানি সাধ্বসৈঃ ॥
ততস্তু সহসা রাজা সমাহূয় স্বমন্ত্রিণঃ ।
কিমেতদিতি পপ্রচ্ছ শোকোপহতমানসঃ ॥ ২৮৪

মন্ত্রিণ ঊচুঃ ।

দেবাদ্ভুতমিদং কর্ম্ম ন দৃষ্টং ন শ্রুতং ক্বচিৎ ।
এতাবতাং নৃণাং মধ্যে পশ্যতাং ক্ব জগাম সা ॥
কেচিদ্বদন্তি সা লক্ষ্মীঃ শাপেনাগত্য ভূপতে ।
তদীয়ং সৌধমেতর্হি স্বয়মন্তরধীয়ত ॥ ২৮৬

বিসর্জ্জন দিতেও পারে, যেহেতু সতী অন্যকে ভজনা করেন না। কন্যা মরিয়া গেলে অশ্ব হয় ত যথেচ্ছ পলায়ন করিয়াছে। প্রচেষ্ট এইরূপে বহু বিলাস করিয়া শোক-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে মরণার্থ গমন করিল। গঙ্গাসলিলে স্নান করিয়া তুলসীমালায় ভূষিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভাগীরথী-উদ্দেশে বলিতে লাগিল যে, "হে মাতঃ পবিত্রে ভাগিরথি! আমি তোমার জলে কলেবর পরিত্যাগ করি, সুলোচনা যেন আমার কান্তা হয়।" প্রচেষ্ট এই কথা বারবার বলিতে থাকিলে পুরুষরূপিণী কন্যার কিঙ্করগণ তাহাকে পাশবদ্ধ করিয়া তাহার সভা উদ্দেশে লইয়া চলিল। সেখানে লইয়া গেলে বীরবরের আদেশে দুর্দ্ধর্ষ কিঙ্করগণ তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। এদিকে সুলোচনার পিতা সুলোচনাকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন,—সুলোচনা আমায় ত্যাগ করিয়া কোথায় গেল। হে দ্বিজসত্তম! এদিকে সুলোচনাহরণরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া সুলোচনার পিতা গুণাকরের রাজ্য মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা বিবাহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন বর-কন্যার আসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি বিস্মিত ও ত্রস্ত হইয়া আঃ এ কি হইল! বলিয়া দুঃখিত সাদী, রথী, বর্ম্মী, ধানুষ্ক, কৌন্তিক প্রভৃতি কোটি কোটি সহস্র সহস্র রক্ষিগণকে রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় ভীমবিক্রম যোদ্ধাগণ প্রতি-পথে রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল। নগরের গীত, বাদ্য নৃত্য প্রভৃতি উৎসব সকল বন্ধ হইয়া গেল। অনন্তর রাজা মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি হইল! ২৬৫—২৮৪। মন্ত্রিগণ বলিলেন,—হে দেব! এরূপ অদ্ভুত কথা কখন দেখি নাই, শুনি নাই এতগুলি রাজার নয়নগোচরে সেই কন্যা কোথায় চলিয়া গেল। কেহ কেহ বলিতেছে, সেই কন্যা সুলোচনা লক্ষ্মী ছিল। শাপ-প্রভাবে রাজভবনে জন্মগ্রহণ করিয়া অধুনা

মায়াময়ী সা রমণী মায়য়া ত্বদ্‌গৃহে স্থিতা।
মায়াং স্বীয়াং দর্শয়িত্বা গতেত্যন্যে বদন্তি বৈ ॥
কেচিদ্বদন্তি সা কন্যা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা।
মোহান্মঘবতা নীতা সমাগত্য নভঃপথা ॥ ২৮৮
বদন্তি চান্যে শক্রেণ নীতা সা যদি সুন্দরী।
আগমিষ্যতি ভূয়োঽপি ভগাঙ্গো মঘবা যতঃ ॥
তন্মুখং চন্দ্রবন্মত্বা বিনিন্দ্যাত্মানমাত্মনা।
কেচিদ্বদন্তি চন্দ্রেণ নীতা স্বপ্রতিপত্তয়ে ॥ ২৯০
বদন্ত্যন্যেঽপি সা কন্যা বাহুণা দীর্ঘবাহুনা।
ভ্রান্ত্যা চন্দ্রমসো গ্রস্তা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ॥ ২৯১
দিগ্‌গজৈর্নলিনীভ্রান্ত্যা প্রফুল্লকমলাননা।
বিষদণ্ডাভহস্তা সা নীতাব্জকলিকাকুচা ॥ ২৯২
কেচিদ্বদন্তি সা স্রষ্ট্রা স্রষ্টুমন্যাং স্ত্রিয়ং নৃপ।
তদ্রূপাদর্শমালোক্য নীতা রূপগুণস্থিতিঃ ॥২৯৩
বদন্ত্যন্যে মহীপাল ত্বয়া সর্ব্বা দিশো জিতা।
রূপৈর্দেবাঙ্গনা জেতুং সা গতা ত্রিদিবং প্রতি ॥

অথ তে মন্ত্রিণোঽন্যোন্যমালোকিতমুখশ্রিয়ঃ।
স্তব্ধা ইবাভবন সর্ব্বে নিরুৎসাহা সসাধ্বসাঃ ॥
মাতঃ সুলোচনে পুত্রি ক্ব গতাসি বিহায় মাম্।
ইত্যুক্ত্বা স মহীপালঃ পৃথিব্যাং মূর্চ্ছিতোঽপতৎ
রাজানং পতিতং দৃষ্ট্বা শোকেন মহতা ভৃশম্।
জজ্ঞে হাহারবস্তস্মিন্নগরে দ্বিজসত্তম ॥ ২৯৭
ক্রন্দতাং সর্ব্বলোকানাং নয়নস্রবদশ্রুভিঃ।
সিক্তা বভূব পৃথিবী জৈমিনে দ্বিসত্তম ॥ ২৯৮
তৎক্রন্দনধ্বনৌ বিপ্র প্রতিশ্রুত্যা চ জায়তে।
উৎপ্রেক্ষ্যতে তত্র লোকৈঃ ক্রন্দন্তি ককুভো দিশঃ ॥ ২৯৯
ধূলিধূসরিতাঙ্গং তং নৃপতিং মুক্তমূর্দ্ধজম্।
বিধৃত্য মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে তরসা সৌধমাযযুঃ ॥ ৩০০
অথ বিদ্যাধরস্তত্র শ্রীত্রিবিক্রমদেবজঃ।
তস্যাঃ পীঠং সমালিঙ্গ্য রুরোদ করুণস্বনৈঃ ॥
হা প্রিয়ে চঞ্চলাপাঙ্গি সুবর্ণ-কুসুমপ্রভে।
শোকাব্ধৌ পাতয়িত্বা মাং ক্ব গতাসি বরাঙ্গনে

স্বয়ংই যে অন্তর্হিত হইল। সে মায়াময়ী কন্যা ছিল, মায়াতেই আপনার গৃহে অবস্থান করিত। সে স্বীয় মায়া প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেল। কেহ কেহ বলিতেছে যে, সে অতিশয় রমণীয়াকৃতি ও সর্ব্বলক্ষণসযুক্তা ছিল, এজন্য ইন্দ্র তাহাকে আকাশপথে লইয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছে যে, তাহাকে ইন্দ্রই লইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু সে আবার জনকজননীকে দেখিবার জন্য ফিরিয়া আসিবে যেহেতু ইন্দ্র ভগাঙ্গ। কেহ কেহ বলিতেছে যে চন্দ্র তাহার মুখখানি নিজের চেয়ে ভাল দেখিয়া আপনা-আপনি নিজের নিন্দা করিয়া প্রতিপত্তির জন্য তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। কেহ বলিতেছে যে চন্দ্র মনে করিয়া রাহু তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। অথবা দিগ্‌গজগণ নলিনী মনে করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। অথবা বিধাতা আদর্শ স্ত্রীরত্ন নির্ম্মাণ করিবার জন্য তাহাকে আদর্শ করিব বলিয়া লইয়া গিয়াছেন। আবার কেহ বলিতেছে যে, মহারাজ সমস্ত শত্রুকে জয় করিয়াছেন, তাই দেখিয়া সে রূপে দেবাঙ্গনা-দিগকে জয় করিবার জন্য স্বর্গে গিয়াছে। অতঃপর মন্ত্রিগণ পরস্পর পরস্পরের মুখশ্রী অবলোকন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজাও "হা মাতঃ সুলোচনে পুত্রি। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। হে দ্বিজসত্তম। রাজাকে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া সমস্ত নগরে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। রোদনপরায়ণ প্রজাগণের নয়নাশ্রুতে বসুধাতল অভিষিক্ত হইল। সেই ক্রন্দনের রোল ও তাহার প্রতিধ্বনি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল যে, যেন দশ দিক্ ক্রন্দন করিতেছে। নৃপতিকে ধূলিধূসরিতগাত্র দর্শন করিয়া মন্ত্রিগণ তাঁহাকে ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। এদিকে ত্রিবিক্রমতনয় বিদ্যাধর সেই বরণ-পীঠ আলিঙ্গন করিয়া করুণস্বরে এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল।—হা প্রিয়ে! চঞ্চলাপাঙ্গি সুবর্ণকুসুমপ্রভে। তুমি শোক-সাগরে আমাকে নিমগ্ন করিয়া কোথায় গেলে?

মম কিং দূষণং দৃষ্টং ত্বয়া নির্দ্দোষয়া প্রিয়ে।
ন দদাসি কথং ভদ্রে দর্শনং কমলাননে॥ ৩০৩
ন জীবিষ্যাম্যহং ভদ্রে ক্ষণমাত্রং ত্বয়া বিনা।
অতো মে দর্শনং দত্ত্বা ক্রিয়তাং প্রাণরক্ষণম্॥
কিং ধনৈঃ কিং জনৈঃ কিং মে মিত্রৈঃ কং বান্ধবৈর্গৃহে।
নাপ্নোমি যদি ভদ্রে ত্বাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্॥ ৩০৫
এতচ্চান্যচ্চ বিপ্রর্ষে স কৃত্বা করুণং মহৎ।
শোকান্মৃত্যুং বিনিশ্চিত্য যযৌ গঙ্গাব্ধিসঙ্গমম্॥
গত্বা গঙ্গাম্ভসি স্নাত্বা সমুদ্রজলমিশ্রিতে।
নিবেদ্য ভাস্করায়ার্ঘ্যং গঙ্গামিত্যাহ মাতরম্॥
গঙ্গে দেবি জগন্মাতস্ত্বজ্জলে বিমলে তনুম্।
ত্যজামি তাং যথা ভূয়ঃ প্রাপ্নোমি তৎকরিষ্যসি
ইতি ব্রুবন্তং তং বিপ্র তৎকিঙ্করগণাস্ততঃ।
বিধৃত্য নিন্যুঃ সদসি ক্রুদ্ধা বীরবরস্য চ॥ ৩০৯
অথ বীরবরঃ প্রাহ কস্ত্বং ভো কুত আগতঃ।
কথমত্র তনুত্যাগং কুরুষে তদ্বদস্ব মে॥ ৩১০
তদ্বাক্যমেতদাকর্ণ্য ততো বিদ্যাধরোঽখিলাম্
তাং কথাং কথয়ামাস শৃণ্বতাং বিস্ময়প্রদাম্॥৩১১

বীরবর উবাচ।

যা ত্বা বিবাহকালেঽপি সন্ত্যজ্যান্তরধীয়ত।
তদর্থং ত্যজসি প্রাণানহো ধিক্ত্বাং মহাজড়ম্॥
তস্যাস্ত্বয়ি মতির্নাস্তি তস্যাং হার্দ্দং মনস্তব।
অতস্ত্বং মূঢ়লোকানাং প্রবরোঽসি ন সংশয়ঃ॥
গান্ধর্ব্বী রাক্ষসী বাপি পন্নগী বাপি কিন্নরী।
শাপাগতেব সা কন্যা তস্মাদন্তর্হিতা স্বয়ম্॥৩১৪
সা দেবরূপিণী কন্যা দেবানাং নিলয়ং গতা।
কথং তয়া সমং ভূয়ো দর্শনং তে ভবিষ্যতি॥
চকোরপেয় পীযূষং গগনে রোহিণীপতেঃ।
কিং শক্নুবন্তি তে পাতুং বায়সা বলিনোঽপি বা॥
যদপ্রাপ্যং ন তৎপ্রাপ্যং প্রাপ্যং যত্তচ্চ লভ্যতে
জানন্নেবং জনঃ কশ্চিন্মোহং প্রতি ন গচ্ছতি॥

অয়ি কমলাননে। তুমি আমার কোন দোষ দর্শন করিয়াছ, তাই দেখা দিতেছ না। আমি তোমার বিয়োগে ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিব না, অতএব দর্শন দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। যদি আমি তোমাকে না পাই, তাহা হইলে আমার ধন, জন, মিত্র, বান্ধব, গৃহে কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োজন নাই। হে বিপ্রর্ষে। বিদ্যাধর এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া শোক হইতে মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করিল। অনন্তর বিদ্যাধর গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করিয়া তথায় সমুদ্রজলমিশ্রিত গঙ্গাজলে স্নান করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিল এবং গঙ্গা উদ্দেশে বলিতে লাগিল,—হে দেবি গঙ্গে জগন্মাতঃ! এই আমি তোমার জলে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছি, যাহাতে আমি পুনর্বার রাজকুমারীকে প্রাপ্ত হই, তাহা করিবেন। এই কথা বলিতে থাকিলে বীরবরকিঙ্করগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে রাজসভায় লইয়া গেল। এইরূপে বিদ্যাধরকে রাজসভায় লইয়া যাইবা মাত্র বীরবর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,— তুমি কে? কোথা হইতে আসিলে? কি জন্যই বা তুমি এখানে তনু ত্যাগ করিতেছ? বীরবরের এই কথা শুনিবামাত্র বিদ্যাধর আদ্যোপান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিল। ২৯৭—৩১১। বীরবর বলিল,—যে তোমাকে বিবাহকালে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে, তুমি তাহার জন্য প্রাণ ত্যাগ করিতেছ, ধিক্ তোমাকে। রাজকন্যার তোমাতে মতি নাই, আর তোমার তাহাতে অসীম প্রণয়, ইহা মূর্খতার লক্ষণ সংশয় নাই। সেই কন্যা নিশ্চিতই গন্ধর্ব্বী, কিন্নরী, পন্নগী রাক্ষসী বা বিদ্যাধরী হইবে। শাপগ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেইজন্য সে বিবাহকালে অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই দেবরূপিণী কন্যা দেবনিকেতনে গমন করিয়াছে, কিরূপে তোমার সহিত পুনর্বার তাহার সাক্ষাৎ হইবে? গগনে যে চন্দ্রের সুধা আছে, চকোরেই তাহা পান করিয়া থাকে, বায়সে কি কখন তাহা পান করিতে পায়? দেখ যাহা অপ্রাপ্য, তাহা কখন পাওয়া যায় না;

কেনাপি দীয়তে কন্যা কন্যা কেনাপি নীয়তে।
পূর্ব্বজন্মনি যা কন্যা তাং কন্যাং লভতে পতিঃ॥
পুত্রপ্রয়োজনা ভার্য্যা পুত্রাঃ পিণ্ডপ্রয়োজনাঃ।
কুর্ব্বন্তি দারগ্রহণমত এব মনীষিণঃ॥ ৩১৯
যথা হার্দ্দী পতির্নার্য্যাং তথা নারী ন হার্দ্দিনী।
কুহূরজন্যামপ্যেষা ভৃশং কুমুদিনী হসেৎ॥৩২০
সদ্গুণোঽপি পতিঃস্ত্রীণাং সন্তোষায় ভবেন্নহি।
রবৌ স্থিতেঽপি পদ্মিন্যাং মধূনি ভ্রমরঃ পিবেৎ
নারীষু সততং চিত্তং বিষ্ণুভক্তিষ্বনাদরঃ।
শোকৈঃ কশ্চিৎ তনুত্যাগস্ত্রিস্রঃ পুংসাং বিড়ম্বনাঃ
দারাঃ পুত্রাস্তথা ভ্রাতা দেশাশ্চ বান্ধবাস্তথা।
পুনর্লভ্যা ইমে সর্ব্বে পুনর্লভ্যা ন চাসবঃ॥৩২৩
ন ভুক্তো বিষয়ো ধর্ম্মো ন চ কর্ম্ম কৃতং ত্বয়া।
বর্ত্তমানে গতে মূঢ়ে ভবিষ্যজ্জন্ম দুর্ল্লভম॥৩২৪

আর যাহা প্রাপ্য তাহা অক্লেশে লাভ করা যায়, ইহা জানিয়া মানবগণের অপ্রাপ্য প্রাপ্তি বিষয়ে মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। কন্যা একজন দান করে, আর একজন গ্রহণ করে, কিন্তু পতি পূর্ব্বজন্মের ভার্য্যাকেই লাভ করে, ইহা জানিয়া রাখা উচিত। পুত্রের নিমিত্তই ভার্য্যার প্রয়োজন আর পিণ্ডের নিমিত্তই পুত্রের প্রযোজন, এইজন্যই মণীষিগণ দারপরিগ্রহ করেন। নারীর প্রতি যেমন পতির স্নেহ, পতির প্রতি নারীর তেমন নয়, এ বিষয়ে কুহূরজনীতে কুমুদিনীর হাসি উত্তম দৃষ্টান্ত। পতি সদ্গুণ হইলেই যে নারীর সন্তোষের নিমিত্ত হইবে এমন নহে, দেখ রবি থাকিতেও ত ভ্রমর পদ্মিনীর মধু পান করিয়া থাকে। নারীতে অত্যাসক্তি, বিষ্ণুভক্তিতে অনাদর আর শোকবশতঃ তনুত্যাগ, এই তিনটী পুরুষের বিড়ম্বনা বলিয়া জানিবে। দারা, পুত্র, দেশ, বন্ধু, এ সকলই পুনঃপুনঃ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাণ পুনর্বার পাওয়া যায় না। দেখ, তুমি বিষয়ধর্ম্ম ভোগ করিলে না, কর্ম্মও করিলে না, তোমার এই বর্ত্তমান জন্ম চলিয়া যাইলে ভবিষ্যৎ জন্ম দুর্লভ হইবে। আমার

মম মাতা পিতা ভার্য্যা মম ভ্রাতা ধনং মম।
নিষ্ফলং যাতি বৈ জন্ম নৃণাং মম তয়ানয়া॥৩২৫

ব্যাস উবাচ।

এব প্রবোধিতঃ সম্যক্ তেন বীরবরেণ সঃ।
দৌর্ম্মনস্যং পরিত্যজ্য তস্থৌ তত্রৈব জৈমিনে॥
ততশ্চ গন্ধিনী প্রীত্যা হসন্তী স্বগৃহং গতা।
তত্রৈব মাধবং মঞ্চে স্বপন্তং সা দদর্শ হ।

গন্ধিন্যুবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ দুর্ব্বুদ্ধে শ্রমস্তে বিফলোঽভবৎ।
বিবাহকালে সা কন্যা স্বয়মন্তরধীয়ত॥ ৩২৮
শ্রুত্বৈতদ্বচনং তস্যাঃ সমুত্তস্থৌ স মাধবঃ।
ত্বরসা তুরগস্থানং যযৌ তদ্গতমানসঃ॥ ৩২৯
তুরগং তং প্রচেষ্টঞ্চ ন দৃষ্ট্বা তত্র মাধবঃ।
হা হতোঽস্মি হতোস্মীতি গদিত্বামূর্চ্ছিতোঽভবৎ
ততঃ ক্ষণেন কিয়তা চেতনাং প্রাপ্য মাধবঃ।
বিললাপাকুলঃ শোকৈর্ম্মহস্তিঃ ক্ষ্মাতলে লুণ্ঠন॥
কন্যায়া দূষণং নাস্তি নাস্তি বিদ্যাধরস্য চ।

মম মাতা পিতা, আমার ভার্য্যা, আমার ভ্রাতা, আমার ধন এইরূপ মমতাতেই মানবগণের জন্ম নিষ্ফল হয়। ব্যাসদেব বলিলেন,—হে জৈমিনি। বিদ্যাধর বীরবর কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া দৌর্ম্মনস্য পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। ৩১২—৩২৬। এদিকে মালাকারপত্নী গন্ধিনী রাজকন্যার বিবাহব্যাপার সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া যাইয়া নিদ্রিত মাধবকে বলিল,—রে দুর্ব্বুদ্ধি। গাত্রোত্থান কর, গাত্রোত্থান কর, তোর পরিশ্রম বিফল হইল, রাজকন্যা বিবাহ সময়ে অন্তর্হিতা হইয়াছেন। গন্ধিনীর এই কথা শুনিবামাত্র রাজপুত্র তদ্গমানসে তুরগসন্নিধানে গমন করিল। কিন্তু সেখানে তুরগ ও প্রচেষ্টকে না দেখিয়া "হা হতোস্মি" বলিয়া রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। ক্ষণকাল পরে রাজকুমার মাধব চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে হইতে এই বলিয়া বিলাপকরিতে লাগিল যে, সেই রাজকুমারীরও কোন দোষ

মমৈব দূষণং সর্ব্বং নিশ্চিতং নীচসঙ্গতঃ ॥ ৩৩২
নীচসঙ্গকৃতে পুংসি সুখং যচ্ছতি নো বিধিঃ ।
এতদেব ময়া জ্ঞাতং যতো গতিরিয়ং মম ॥ ৩৩৩
ন প্রাপ্নোতি সুখং কিঞ্চিৎ নীচসঙ্গান্মহানপি ।
প্রেতসঙ্গান্মহাদেবো নগ্নো ভস্মবিভূষিতঃ ॥৩৩৪
প্রবিশ্য নিলয়ং নীচঃ স্ত্রীধনাদিকমীক্ষতে ।
স্বয়ং নেতুং ন শক্তশ্চেত্তদা নাশয়তি ধ্রুবম্ ॥৩২৫
স্থিতে গুণেঽপি নীচস্তু যত্নাদ্দোষং প্রপশ্যতি ।
কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গমাসাদ্য তদ্ব্রবীতি শতাননঃ ॥৩৩৬
সতাং শ্রুত্বা গুণং নীচঃ সদ্য এব বিষীদতি ।
দোষং শ্রোতুং যদাপ্নোতি মহানন্দো ভবেত্তদা
শুভমিচ্ছন্নিজং প্রাজ্ঞো নীচেষু নহি বিশ্বসেৎ ।
পাদমেকমপি প্রাজ্ঞো নীচৈঃ সহ ন গচ্ছতি ॥
বিশ্বাসবচনং নীচঃ শ্রোতুমায়াতি যত্নতঃ ।
ততঃ সময়মাসাদ্য প্রকাশয়তি চোদ্ধসন ॥৩৩৯

মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মনাম্ ।
মনস্যন্যদ্বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যৎ দুরাত্মনাম্ ॥৩৪০
যদাকবিষ্যত্তাং কন্যাং বিবাহং স নৃপাত্মজঃ ।
নাভবিষ্যত্তদা শোকঃ স্বল্পোঽপি হৃদয়ে মম ॥
স্বর্গাগতেব সা কন্যা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ।
নীতা নীচেন শোকোঽয়ং হৃদিমে দুঃসহোঽভব
লিখিতামিব সর্ব্বত্র তাং পশ্যামি বরাঙ্গনাম্ ।
বিস্মর্ত্তুং নহি শক্নোমি জীবিতাহনেন বর্ম্মণা ॥
নীচক্রোড়গতা সাধ্বী ন জীবিষ্যতি সা ক্ষণম্ ।
বিদ্যাধরোঽপি তচ্ছোকৈর্নজীবিষ্যতি দারুণৈঃ
যথা মাতা পিতা ত্যক্তো দেশস্তৎপ্রাপ্তয়ে ময়া
তথৈব সম্প্রতি প্রাণাস্ত্যক্তব্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥
পুনস্তৎপ্রাপ্তয়ে প্রাণান গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ।
ত্যক্ষ্যামীতি দৃঢীকৃত্য স গন্তুমুপচক্রমে ॥ ৩৪৬
ততস্তাং গন্ধিনী প্রাহ কথং যাশ্যামি তদ্বদ ।
সমুদ্রপারং তদযোগ্যমুপায়ং মে হিতৈষিণি ॥

নাই, বিদ্যাধরেরও কোন দোষ নাই, দোষ কেবল আমার—নীচসঙ্গ দ্বারাই ঘটিয়াছে। মানব নীচসঙ্গ করিলে, বিধাতা কখন তাহাকে সুখ দেন না, আমার গতি দৃষ্টে ইহা আমি বেশ বুঝিতেছি। মহৎ হইলেও নীচসঙ্গ বশতঃ কেহ কখন সুখপ্রাপ্ত হয় না, দেখ, প্রেতসঙ্গ বশতঃ মহাদেব চিরকালই নগ্ন ও ভস্মবিভূষিত আছেন। নীচ জনেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই স্ত্রী ও ধনাদি নিরীক্ষণ করে, কিন্তু যদি স্বয়ং তাহা লইতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে তাহা অন্যকে দেয়। গুণ দেখিতে পাইলেও নীচ ব্যক্তি কেবল দোষই অনুসন্ধান করে, আর কিঞ্চিন্মাত্র অবসর পাইলেই তাহা শতমুখে বলিতে আরম্ভ করে। নীচ ব্যক্তিরা সাধু পুরুষদিগের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে বিষণ্ণ হয়, আর যদি দোষ শুনিতে পায়, তাহা হইলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। মঙ্গলৈষী ব্যক্তিগণ কদাপি নীচ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না। এমন কি সাধু পুরুষগণ নীচ জনের সহিত একবারও গমন করিবেন না। নীচ জনেরা বিশ্বস্ত বাক্য শুনিবার জন্য জনসমীপে উপস্থিত হয়, কিন্তু সময় পাইলেই সেই সকল রহস্য কথা হাসিতে হাসিতে প্রকাশ করিয়া থাকে। মহাত্মা ব্যক্তিদের কায মন ও বাক্যে একই ভাব বিরাজিত থাকে, কিন্তু দুরাত্মা নীচ ব্যক্তিদের কাযে এক রকম, মনে এক রকম আর বাক্যে এক রকম। সেই রাজকুমার যদি রাজকুমারীকে বিবাহ করিত, তাহাতে আমার অনুমাত্রও দুঃখ ছিল না, দেবকন্যার ন্যায় সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা কন্যা নীচ হস্তে গমন করিল, ইহাই আমার দুঃখের কারণ। আমি সেই বরাঙ্গনাকে সর্ব্বত্র অঙ্কিতার ন্যায় দর্শন করিতেছি, সুতরাং জীবন থাকিতে তাহাকে ভুলিতে পারিব না। সেই সাধ্বী নীচের হাতে পড়িয়া ক্ষণকালও জীবিত থাকিবে না। আহা, বিদ্যাধর বেচারাও তাহার শোকে জীবিত থাকিবে না। আমি যেমন সেই রাজকুমারীকে পাইবার জন্য পিতা মাতা ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছি, তেমনি তদ্বিয়োগে প্রাণও পরিত্যাগ করিব ।৩২৭—৩৪৪ ॥ 'আমি তাহাকে পুনরায় পাইবার জন্য গঙ্গাসাগরসঙ্গমে তনুত্যাগ করিব' এই নিশ্চয়

গঙ্কিন্যুবাচ।
তত্রৈব সরসি স্নাহি নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্।
তদৈব দেশঃ সম্প্রাপ্যো ভবতা নাত্র সংশয়ঃ॥
এবমুক্তস্তথা চক্রে মাধবঃ শোকবিহ্বলঃ।
নিমজ্জ্য তস্মিন সলিলে উন্মমজ্জ স্বদেশতঃ॥
যযৌ কিয়দ্ভির্দ্দিবসৈর্গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্।
গঙ্গাব্ধিসলিলে স্নাত্বা পূজয়ামাস সোঽচ্যুতম্॥
তুলসীপত্রমালাভির্ভূষিতো মাধবস্ততঃ।
বদ্ধাঞ্জলিরিতি প্রাহ জহ্নুকন্যাং সবিহ্বরাম ॥৩৫০
মাধব উবাচ।
দেবি ত্বৎসলিলে দেহং প্রাপ্তশোকস্ত্যজাম্যহম্
ভাবিজন্মনি তাংকন্যাংমহ্যংদাস্যসি শোভনাম্
ইত্যুক্ত্বা তাং নমস্কৃত্য গঙ্গাংত্রৈলোক্যমাতরম্।
ততস্তৎসলিলং নিম্নং প্রবেষ্টুমুদ্যতোঽভবৎ॥
অথ বীরবরপ্রেষ্যৈস্তং বিধৃত্য নৃপাত্মজম্।
তৎসভাং প্রতি বিপ্রর্ষে নীত্বাযাত জবেন চ॥

ততঃ সমালোক্য নৃপাত্মজং তং
প্রীতিং সমাসাদ্য মনীষয়াসৌ।
কস্ত্বং ত্যজস্যত্র কথং শরীরং
ব্রূহীতি মে বীরবরো জগাদ॥৩৫৪
মাধব উবাচ।
অহং বিক্রমরাজস্য পুত্রো মাধবসংজ্ঞকঃ।
মৃগয়ায়ৈ বনং ঘোরং সসৈন্যোঽহগমদেকদা॥৩৫৫
অস্ত্যেকা নগরোপান্তে সরসী পদ্মশোভিতা।
নারীমেকাকিনীং রম্যামপশ্যং তত্র কামপি॥
সাচ চন্দ্রকলা নাম ধাত্রিণী মাং স্মরাতুরম্।
সুলোচনায়াঃ প্রস্তাবং কথয়ামাস মূলতঃ॥৩৫৭
ততোঽহং তুরগারূঢ়ো বিলঙ্ঘ্য সরিতাংপতিম্।
প্রচেষ্টাখ্যেন ভৃত্যেন গতস্তস্যাঃ পিতুঃ পুরম্॥
তস্মিন্নেব দিনে তস্যা অধিবাসনমুত্তমম্।
তমাকর্ণ্য ময়া পত্রং প্রেষিতং সাঙ্গুরীয়কম্॥৩৫৯
মম পত্রং সমালোক্য সাঙ্গুরীয়কমুত্তমম্।
সাপি তৎপত্রপৃষ্ঠে চ যল্লিলেখ তদুচ্যতে॥৩৬০
শ্রীত্রিবিক্রমদেবস্য পুত্রো বিদ্যাধরাহ্বয়ঃ।

করিয়া মাধব তথায় যাইতে উপক্রম করিল। যাইবার সময় গঙ্কিনীকে বলিল,—আমি যে উপায়ে সমুদ্র পার হইয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে যাইতে পারি, তাহার উপায় বলিয়া দাও। গঙ্কিনী বলিল,—তুমি নয়ন নিমীলন করিয়া, এই সরোবরে নিমজ্জিত হও, তাহা হইলেই অভীষ্ট দেশে গিয়া উপস্থিত হইবে। গঙ্কিনীর এই কথা শুনিয়া মাধব তাহাই করিল, এবং তৎক্ষণাৎ গিয়া স্বদেশে উপস্থিত হইল। তার পর কিয়ৎ দিবসের মধ্যে সাগরসঙ্গমে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় গিয়া মাধব স্নানান্তে অচ্যুতের পূজা করিল, পূজান্তে তুলসীমালায় ভূষিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সবিহ্বরা জহ্নুকন্যা উদ্দেশে বলিতে লাগিল,—হে দেবি। আমি শোক প্রাপ্ত হইয়া তোমার সলিলে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছি, তুমি ভাবী জন্মে আমায় সেই কন্যাকে দান করিও। এই কথা বলিয়া মাধব প্রণামপূর্ব্বক গঙ্গাসলিলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় বীরবরপ্রেরিত দূতগণ আসিয়া পূর্ব্ববৎ তাহাকেও রাজসভায় লইয়া গেল। অনন্তর বীরবর মাধবকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি, কি জন্য প্রাণপরিত্যাগ করিতেছিলে? ৩৪৫—৩৫৪। মাধব বলিল,—আমি রাজা বিক্রমের পুত্র, আমি একদা মৃগয়ার নিমিত্ত নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। পরে প্রত্যাগমন কালীন আমি নগরপ্রান্তে এক সরোবরে কোন এক বরাঙ্গনাকে দেখিতে পাই। ঐ বরাঙ্গনার নাম চন্দ্রকলা। চন্দ্রকলা আমাকে সুলোচনার বৃত্তান্ত আমূল বলে। আমিও তদনুসারে তুরগসাহায্যে সিন্ধু পার হইয়া, প্রচেষ্ট নামক ভৃত্যের সহিত সুলোচনার পিতৃরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই। আমি যেদিনে সেখানে গিয়া পঁহুছিলাম, সেই দিনই সুলোচনার অধিবাসের দিন ছিল। তাহা শুনিয়া আমি সুলোচনার প্রতি এক সাঙ্গুরীয়ক লিপি প্রেরণ করিলাম। আমার লিপি প্রাপ্ত হইয়া রাজকুমারীও সেই প্রণয়পত্রীর পৃষ্ঠে যাহা লিখিয়াছিল, তাহা এই,—হে সত্তম! শ্রীত্রিবিক্রমরাজের পুত্র—নাম

পিতা তস্মৈ বিবাহেন মাং প্রদাস্যতি সত্তমঃ ॥
অদ্যাধিবাসনং কর্ম্ম শ্বো বিবাহো মম ধ্রুবম্।
তথাপ্যুপায়ং বক্ষ্যামি যেন প্রাপ্নোতি
মাং ভবান ॥ ৩৬২
বামবাহুং সমুদ্ধৃত্য স্থাস্যামি বরসম্মুখে।
যেন মাং শক্যতে নেতুং স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি
বিলিখ্য পত্রং সা কন্যা গন্ধিন্যাস্তৎকরে দদৌ।
গন্ধিন্যাচ তথা পত্রং প্রদত্তং মহামুত্তমম্ ॥ ৩৬৪
তৎ সঙ্কেতং প্রচেষ্টেন সংশ্রুত্য মম সম্মুখে।
হয়মারুহ্য নীতা সা তত্রাহং নিদ্রয়া জিতঃ ॥৩৬৪
অনয়া ব্যথয়া ভদ্র পুনস্তৎপ্রাপ্তিহেতবে।
কলেবরং ত্যজামাত্র দুর্লভং গুণিনী শুচা ॥৩৬৬

বীরবর উবাচ।

তনুত্যাগং যদা কর্ত্তুং ভবতা নিশ্চয়ঃ কৃতঃ।
তদাত্র জাগরং ভদ্র কুরু শাস্ত্রবিধানতঃ ॥ ৩৬৭
ইত্যুক্তা তস্য রক্ষার্থং নিযোজ্য পদগান বহূন
বিহস্যান্তঃপুরং যাতা সা কন্যা পুরুষাকৃতিঃ ॥

ততো বিধৃত্য স্ত্রীবেশং নানালঙ্কারভূষিতা।
স্বদাসীং প্রেষয়ামাস তমানেতুং নৃপাত্মজম্ ॥
তদাজ্ঞয়া সমাগত্য স এব নৃপনন্দনঃ।
ঈক্ষাঞ্চক্রে চ তাং কন্যাং লক্ষ্মীং মূর্ত্তিমতীমিব ॥
সা চ কন্যা সমুত্থায় সুবর্ণাসনতো দ্বিজ।
ববন্দে চরণৌ তস্য পুলকাঞ্চিতবিগ্রহা ॥ ৩৭১
ততো গান্ধর্ববিধিনা স রাজতনয়ঃ সুধীঃ।
চক্রে বিবাহং তাং কন্যাং তত্রৈব প্রাপ্তকৌতুকঃ
তৎপ্রেমবারিধারাভিঃ সংসিক্তোঽতীববিহ্বলঃ।
তত্রৈবতাং নিশাং নিন্যে কুর্ব্বন কেলিং তয়া সহ
অথ প্রভাতে বিমলে সা মৃগীলোচনা সতী।
আদিতঃ সর্ব্ববৃত্তান্তং কথয়ামাস মাধবঃ ॥ ৩৭৪
ততঃ সুলোচনা সাধ্বী জয়ন্তীং তাং নৃপাত্মজ
মাধবঞ্চ সমাদায় সুষেণস্য সভাং যযৌ ॥ ৩৭৫
তত্র গত্বাদিতঃ সর্ব্ববৃত্তান্তং নৃপসন্নিধৌ।

বিদ্যাধর, তাহার করেই পিতা আমাকে অর্পণ করিবেন। অদ্য আমার অধিবাস, কল্য বিবাহ হইবে। তথাপি আমি মৎ-প্রাপ্তির উপায় আপনাকে বলিয়া দিতেছি। আমি বরসম্মুখে বাম বাহু উত্তোলন করিয়া অবস্থান করিব। যে আমাকে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে, সে-ই আমার পতি হইবে। এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া রাজকুমারী গন্ধিনী মালিনীর হস্তে দেয়, সে আবার আমার হাতে তাহা দিয়াছিল। এই সঙ্কেত আমার ভৃত্য প্রচেষ্ট শুনিয়াছিল। আমার নিদ্রিতাবস্থায় সে তুরগারোহণে রাজকন্যাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই জন্যই আমি তাহাকে পুনঃ-প্রাপ্তির নিমিত্ত কলেবর ত্যাগ করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছি। বীরবর বলিল,—মহাশয় আপনি যখন তনুত্যাগ করিতেই কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তখন অদ্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে জাগরানুষ্ঠান করুন। এই বলিয়া তাঁহার রক্ষার্থ বহু পদাতি নিয়োগ করিয়া সেই পুরুষা-কৃতি রাজকুমারী হাসিতে হাসিতে অন্তঃপুরে গিয়া প্রবেশ করিল। অনন্তর রাজকুমারী স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া নিজ দাসীকে মাধবকে আনিবার জন্য প্রেরণ করিল। নৃপনন্দন মাধব পরিচারিকা কর্ত্তৃক নীত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রাজকুমারীকে দর্শন করিল। ৩৫৫—৩৭০। রাজকুমারী তখন মহামূল্য আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রোমাঞ্চিত গাত্রে নৃপনন্দন মাধবের চরণবন্দনা করিলেন, তখন মাধব কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া গান্ধর্ববিধানে রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহান্তে তিনি রাজকুমারীর প্রেমবারিধারায় অতীব অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার সহিত কেলি করিতে করিতে ব্যাকুলতাসহকারে সেইখানেই সেই নিশা অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত হইলে রাজকুমারী আমূলতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত নৃপনন্দন মাধবের নিকট বর্ণন করিলেন। অনন্তর রাজকুমারী নৃপাত্মজা জয়ন্তী ও মাধবকে সঙ্গে লইয়া রাজা সুষেণের সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তিনি সমস্ত ঘটনা আমূল বর্ণন করিলেন,

কথযামাস তচ্ছ্রুত্বা রাজাতীব মুদং যযৌ ॥৩৭৬
মাধবায় ততো রাজা শুভে লগ্নে শুভে ক্ষণে।
সুলোচনাং জযন্তীঞ্চ বিবাহেন দদৌ মুদা ॥৩৭৭
তস্মৈ তু যৌতুকত্বেন স রাজা ধর্ম্মতৎপরঃ।
সুপ্রীতো নিজরাজ্যার্দ্ধং দদৌ স্বর্ণশতানি চ ॥
ততো বিচিত্রমাবাসং নির্ম্মায স চ মাধবঃ।
তস্মিন পুণ্যতমে তীর্থে চকার বসতিং দ্বিজ ॥
অত্রান্তরে প্রচেষ্টং তং কারাগারনিবাসিনম।
সভামধ্যে সমানীয চিন্তযামাস মাধবঃ ॥ ৩৮০
অযং পাপমতিঃ ক্রূরঃ স্বামিবিশ্বাসঘাতকঃ।
শত্রুণাং প্রবরো মূঢো রক্ষণীযো মযা নহি ॥৩৮১
পালিতোঽপি বিপুলৈর্নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ।
শত্রুকর্ম্ম করোত্যেব সমযং প্রাপ্য নির্দ্দযঃ ॥৩৮২
বিপত্ত্যাং যেন হস্তেন নযেৎ পাদরজঃ সদা।
শিরঃ কৃন্ততি তেনৈবং স্বামিনঃ প্রাপ্য সম্পদম্ ॥
নূনমেব প্রভুং ঘ্নন্তি বশগা অপ্যরাতযঃ।
তপ্তমপ্যুদকং বহ্নিং সদ্যো নির্ব্বাণতাং নযেৎ

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তেন শ্রীপতিসূনুনা।
প্রচেষ্টো নষ্টচেষ্টোঽহসৌ নিহতো দ্বিজপুঙ্গব ॥
তাভ্যাং স্ত্রীভ্যাং সুশীলাভ্যাং সহৈব
হর্ষিতঃ সুধীঃ।
অত্রৈব মাধবস্তস্থৌ কিঞ্চিৎকালং দ্বিজর্ষভ ॥৩৮৬
তস্যাং সুলোচনাযাঞ্চ মাধবস্য মহাত্মনঃ।
শতপুত্রা জযন্ত্যাঞ্চ পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে ॥৩৮৭
সর্ব্ব এব সুতাস্তস্য শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদাঃ।
বভূবুঃ সর্ব্বলোকানাং প্রীতযে ধর্ম্মতৎপরাঃ ॥
জন্মান্তরোপার্জ্জিতযা বিষ্ণুভক্ত্যা স প্রেরিতঃ।
একদা চিন্তযামাস মনসেতি চ মাধবঃ ॥ ৩৮৯
কোঽহং কস্মাৎসমাযাতঃ কস্য বা কেন নির্ম্মিতঃ
ভূযঃ ক্ব বা গমিষ্যামি স্থাস্যামি কুত্র বা হ্যহম্ ॥
বিষযং ভুঞ্জতো জন্ম বিনা পুণ্যেন মে গতম্।
তস্মাদ্দুঃখার্ণবে মগ্নং কোঽত্র মামুদ্ধরিষ্যতি ॥৩৯১
সংসারে জন্ম সম্প্রাপ্য যেন নারাধিতো হরিঃ।
আত্মঘাতী স বিজ্ঞেযঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥৩৯২

তচ্ছ্রবণে রাজা সুষেণও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনন্তর রাজা শুভ লগ্নে সুলোচনা ও জযন্তীকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিযা মাধবের হস্তে দান করিলেন এবং অত্যন্ত প্রীত হইযা নিজ রাজ্যার্দ্ধ ও বহু সুবর্ণ তাহাকে দিলেন। অনন্তর মাধব বিচিত্র ভবন নির্ম্মাণ করিযা সেই তীর্থক্ষেত্রে বসতি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একদিন মাধব কারাবদ্ধ প্রচেষ্টকে সভামধ্যে আনযন করিযা ভাবিতে লাগিলেন যে, এই পাপমতি ক্রূর স্বামিদ্রোহী পরম শত্রু, সুতরাং ইহাকে আমি রক্ষা করিব না। কেননা, শত্রু প্রসাদ ও ধনাদি দ্বারা পালিত হইলেও অবসর পাইলেই নির্দ্দযভাবে শত্রুতাচরণ করিযা থাকে। সময় বিশেষে যে হস্ত দ্বারা ইহারা পাদরজ অপসারিত করে, সমযবিশেষে সেই হস্তদ্বারাই আবার স্বামীর শিরশ্ছেদ করিযা থাকে। বশবর্ত্তী হইলেও ইহারা প্রভুকে নষ্ট করে, যেমন তপ্ত উদক সদ্য সদ্যই বহ্নিকে নির্ব্বাপিত করিযা থাকে। এই ভাবিযা নৃপনন্দন মাধব দুষ্টচেষ্ট প্রচেষ্টকে বিনষ্ট করিযা ফেলিলেন। হে দ্বিজর্ষভ! এইরূপে মাধব সুশীলা স্ত্রীযুগলে অন্বিত হইযা অতি হৃষ্টে কিযৎকাল ঐ স্থানে বাস করিলেন। সুলোচনার গর্ভে মাধবের একশত পুত্র আর জযন্তীর গর্ভে দ্বাদশটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। মাধবের সকল পুত্রগুলিই শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ এবং লোকপ্রীতিকর হইল। ৩৭১—৩৮৮। একদিন মাধব জন্মান্তরোপার্জ্জিত বিষ্ণুভক্তিপ্রভাবে মনে মনে চিন্তা করিল যে, আমি কে, কোথা হইতেই বা আসিলাম, আমি কাহার, কে আমাকে সৃজন করিল, পুনরায়ই বা আমি কোথায গমন করিব, এবং থাকিবই বা কোথায? বিষয ভোগ করিতে করিতে আমার জন্ম গেল, পুণ্য কিছুই করিলাম না, আমি দুঃখার্ণবে পতিত হইযাছি, কে আমাকে উদ্ধার করিবে? সংসারে জন্ম গ্রহণ করিযা যে জন হরিস্মরণ না করে, তাহাকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত আত্মঘাতী বলিয়াই জানিতে হইবে

ভূয়োভূয়ো ভবেজ্জন্ম ভূয়ো ভূয়োঽপি পঞ্চতা।
সংসারোঽয়মতঃ সর্ব্বঃ ক্লেশদো ভৈরবো মহান
বিষ্ণুভক্তিং বিনা ন স্যাৎ জন্মমৃত্যুনিবারণম।
অতোঽহং সকলং ত্যক্ত্বা করিষ্যাম্যর্চ্চনং হরেঃ
এতদ্বিচিন্ত্য মনসা নিশ্বস্য চ মুহুর্মুহুঃ।
বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় স বাক্যমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৯৫
মাধব উবাচ।
বিশ্বকর্ম্মন মহাবাহো মহাবিষ্ণোঃ শিলাময়ীম।
প্রতিমাং দেহি নির্ম্মায় সর্ব্বকামফলপ্রদাম্ ॥৩৯৬
তস্যাদেশাৎ ততো বিপ্র শিল্পিনা বিশ্বকর্ম্মণা।
প্রতিমা রচিতা তেন মহাবিষ্ণোঃ শিলাময়ী ॥
নবীননীরদশ্যামা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী চ চতুর্ভুজা ॥ ৩৯৮
লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্তা বনমালাবিভূষিতা।
সমস্তলক্ষণৈর্যুক্তা ভূষিতা ভূষণোত্তমৈঃ ॥ ৩৯৯
বিচিত্রমণ্ডপে তাঞ্চ সংস্থাপ্য প্রতিমাং হরেঃ।
স পূজাং কর্ত্তুমারেভে কামদাং চক্রপাণিনঃ ॥
তস্মিন দেবালয়ে বিষ্ণোর্ঘৃতপূর্ণং দ্বিজোত্তম।
দীপং প্রতিদিনং যচ্ছেদবিচ্ছিন্নশিখং স চ ॥
প্রাতঃস্নায়ী স্বয়ং ভূত্বা কুর্য্যাৎ সম্মার্জ্জনাদিকম
মার্গশোভাঞ্চ বিপ্রর্ষে তত্রোপলেপনং পুনঃ ॥
স্নাত্বা গঙ্গাব্ধিসলিলে কৃত্বা পঞ্চমহাধ্বরান।
ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদ্বিষ্ণুমুপচারৈরনুত্তমৈঃ ॥ ৪০৩
গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ নৈবেদ্যৈস্তাম্বূলৈর্ধূপদীপকৈঃ।
গীতৈর্ব্বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চস্তবপাঠৈঃ সুশোভনৈঃ
প্রদক্ষিণনমস্কারৈবর্ধ্বরৈশ্চ সদক্ষিণৈঃ।
নিরামিষৈর্হবিষ্যৈশ্চ ফলাহারৈশ্চ ভূসুর ॥৪০৫
নমো নারায়ণায়েতি জপন প্রণবপূর্ব্বকম্।
অষ্টাক্ষর মহামন্ত্রং সর্ব্বকামফলপ্রদম ॥ ৪০৬
এবমব্দসহস্রাণি মহাবিষ্ণোঃ পরাত্মনঃ।
চকার পরয়া ভক্ত্যা পূজাং নিত্যং স মাধবঃ ॥
তস্য ভক্ত্যা ততস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবশিরোমণিঃ।
আবির্ব্বভূব ভগবানতসীকুসুমপ্রভঃ ॥ ৪০৮
আবির্ভূতং হরিং দৃষ্ট্বা সদারো মাধবস্ততঃ।
শিরসা ভূমিমালিঙ্গ্য ববন্দে চরণৌ হরেঃ ॥৪০৯
মাধব উবাচ।
নমস্তে দেবদেবায় নমস্তে পরমাত্মনে।
পরেশায় সুরেশায় নমস্তে জ্ঞানদায়িনে ॥ ৪১০

সংসারে ভূয়োভূয় জন্ম আর ভূয়োভূয় মৃত্যু, এই জন্যই ইহা অতীব ক্লেশপ্রদ। বিষ্ণুভক্তি ব্যতিরেকে কদাচ জন্ম-মৃত্যু নিবারণ হয় না, সুতরাং আমি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরির আরাধনা করিব। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মাধব, বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে বিশ্বকর্ম্মন। তুমি আমাকে বিষ্ণুর শিলাময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দাও। বিশ্বকর্ম্মা আদেশ পাইবামাত্র শিলাময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ প্রতিমা নবীন-নীরদশ্যামা, পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারিণী, চতুর্ভুজা, লক্ষ্মী-সরস্বতীযুতা, বনমালা-বিভূষিতা, সুলক্ষণা, সর্ব্বাভরণভূষিতা। মাধব এইরূপ প্রতিমা স্থাপন করিয়া চক্রপাণির পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। নিরন্তর ঐ মন্দিরে দীপ জ্বলিতে লাগিল। তিনি নিত্য প্রাতঃস্নায়ী হইয়া মন্দির মার্জ্জনা, মার্গশোভাসম্পাদন ও উপাসনাদি ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। গঙ্গাব্ধিসলিলে স্নান করিয়া পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করত তিনি উৎকৃষ্ট উত্তম উপচার দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য, তাম্বূল, ধূপ, দীপ, গীত, বাদ্য, নৃত্য, স্তবপাঠ, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, নিরামিষ ভোজন, ফলাহার, ইত্যাদি দ্বারা তিনি "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সহস্র বৎসর জপ করিয়া নিত্য পরম ভক্তি সহকারে অচ্যুতের পূজা করিতে লাগিলেন। ৩৮৯—৪০৭। তাঁহার এবম্প্রকার ভক্তি দেখিয়া ভগবান বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ভগবানকে দর্শন করিয়া তাঁহারা সস্ত্রীক ভূমণ্ডলে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন। মাধব বলিলেন,—ভো ভগবন। তুমি দেবদেব, তুমি পরমাত্মা, তুমি পরেশ,

নমস্তে পরমানন্দ পুরুষোত্তম কেশব।
নমস্তে পদ্মনেত্রায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥ ৪১১
নমস্তে বহুরূপায় নীরূপায় নমো নমঃ।
চিন্ত্যাচিন্ত্যায় বৈ তুভ্যং দৃশ্যাদৃশ্যায় তে নমঃ ॥
নমস্তে লোকনাথায় লোকপিত্রে নমো নমঃ।
নমস্তে ধ্যানগম্যায় নমস্তে সর্পশায়িনে ॥ ৪১৩
কংসারয়ে নমস্তুভ্যং নমস্তে কৈটভারয়ে।
মধুহন্ত্রে নমস্তুভ্যং নমস্তে নরকারয়ে ॥ ৪১৪
যেন ত্বয়োদ্ধৃতা বেদা মীনরূপধরেণ বৈ।
গম্ভীরাম্ভোনিধেরস্তোহভ্যন্তরা ত্বামহং ভজে ॥
যেন ত্বয়া ধৃতা পৃথ্বী সশৈলার্ণবকাননা।
কূর্ম্মরূপধরেণৈব তস্মৈ তুভ্য নমো নমঃ ॥৪১৬
বরাহমূর্ত্তিনা যেন ধরণী ধরণীপতে।
উদ্ধৃতা নিজদন্তেন তস্মৈ নিত্য নমো নমঃ ॥
নৃসিংহমূর্ত্তিনা যেন ত্বয়া দৈত্যো বিদারিতঃ।
হিরণ্যকশিপুঃ ক্রোধাত্তস্মৈ তুভ্য নমোনমঃ ॥
বলিযজ্ঞস্ত্বয়া যেন ধ্বস্তো বামনমূর্ত্তিনা।
ত্রিপদচ্ছলমাসাদ্য তস্মৈ তুভ্যং নমো নম ॥
পিতরস্তর্পিতা যেন ত্বয়া ক্ষত্রিয়শোণিতৈঃ।
কার্ত্তবীর্য্যো হতো যেন তস্মৈ রামায় তে নমঃ ॥
পিত্রোশ্চ ধর্ম্মরক্ষার্থং বনবাসঃ কৃতস্ত্বয়া।

রাবণো নিহতো যেন কৌশল্যাসূনুনা ত্বয়া।
মারীচঃ কুম্ভকর্ণশ্চ তস্মৈ রামায় তে নমঃ ॥ ৪২১
প্রলম্বো নিহতো যেন রেবতীপতিনা ত্বয়া।
যমুনাকর্ষিণে তস্মৈ বলরামায় তে নমঃ ॥ ৪২২
বেদা বিনিন্দিতা যেন বিলোক্য পশুঘাতনম্।
সরূপেণ ত্বয়া যেন তস্মৈ বুদ্ধায় তে নমঃ ॥৪২৩
ম্লেচ্ছাশ্চ নিহতা যেন যুগান্তে কল্কিমূর্ত্তিনা।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥
হরে বিষ্ণো দৈত্যজিষ্ণো নারায়ণ কৃপাময়।
সংসারসাগরে ঘোরে পতিত মাং সমুদ্ধর ॥৪২৫
ততো হর্ষাশ্রুধারাভিঃ ক্ষালয়ংশ্চরণৌ হরেঃ।
ভূমৌ নিপাত্য সর্ব্বাঙ্গং ভূয়োহপীতি জগাদ সঃ

মাধব উবাচ।

গোবিন্দ পরমানন্দ মুকুন্দ মধুসূদন।
ত্রাহি মা পাপিনং কৃষ্ণযতস্ত্বং দুরিতাপহঃ ॥৪২৬
ইতি স্তুতঃ স দেবেশো ভগবান ভক্তবৎসলঃ।
পরমপ্রীতিমাসাদ্য তমিত্যাহ বচঃ স্বয়ম্ ॥ ৪২৭

শ্রীভগবানুবাচ।

বর বরয় ভো বৎস মাধব ক্ষত্রিয়র্ষভ।

সুরেশ, বাসুদেব, জ্ঞানদায়ী, পরমানন্দ, পুরুষোত্তম, পদ্মনেত্র, কমলাপতি, বহুরূপ, নীরূপ, চিন্ত্যাচিন্ত্য, দৃশ্যাদৃশ্য, লোকনাথ, লোকপিতা, ধ্যানগম্য, সর্পশায়ী, কংসারি, কৈটভারি, নরকারি, তোমাকে বারম্বার নমস্কার। হে হরি। তুমি মীনরূপ ধারণ করিয়া গভীর অম্ভোনিধির অভ্যন্তর হইতে বেদ উদ্ধার করিয়াছ, আমি তোমাকে ভজনা করি। তুমি কূর্ম্মরূপে সশৈলার্ণবকাননা পৃথ্বী, এবং বরাহরূপে ধরণী, ধারণ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি নৃসিংহরূপে দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বিদারণ করিযাছ, তুমি বামনরূপে বলিযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছ, তুমি ক্ষত্রিয়শোণিতে পিতৃতর্পণ করিয়াছ, কার্ত্তবীর্য্যকে নিহত করিয়াছ তোমাকে বারম্বার নমস্কার। তুমি রামরূপে পিতৃধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত বনবাস করিয়াছ, রাবণ, মারীচ ও কুম্ভকর্ণকে নিহত করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি রেবতীপতিরূপে প্রলম্বকে নিহত করিয়াছ, যমুনা কর্ষণ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার তুমি বুদ্ধরূপে পশুহিংসা দেখিয়া বেদনিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বলোকহিতের নিমিত্ত যুগান্তে কল্কিরূপে ম্লেচ্ছগণকে নিহত করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে হরি। হে দৈত্যজিষ্ণু বিষ্ণু কৃপাময় নারায়ণ। আমি ঘোর সংসারসাগরে পতিত হইযাছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর।৪০৮—৪২৫। অনন্তর মাধব অশ্রুধারায় ভগবানের চরণযুগল অভিষিক্ত করিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গ ভূলুণ্ঠিত করিয়া পুনরায় এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিল,—হে গোবিন্দ পরমানন্দ মুকুন্দ মধুসূদন। তুমি এই পাপীকে পরিত্রাণ কর, যেহেতু তুমি দুরিতাপহ। মাধবের স্তবে ভগবান্ তুষ্ট হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক

ব্রহ্মত্বং বা শিবত্বং বা শক্রত্বং বা কিমিচ্ছসি।
তত্তে দাস্যামি সুপ্রীতস্তব ভক্ত্যা ন সংশয়ঃ॥
শ্রুত্বৈবং মাধবস্তস্যা মুখাৎ সাক্ষাদুবাচ তম্।
উবাচ প্রণতো ভূত্বা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ॥৪২৯

মাধব উবাচ।

সর্ব্বমেব ময়া প্রাপ্তং জগদীশ ন সংশয়ঃ।
দৈবতৈরপ্যদৃশ্যং ত্বাং সাক্ষাৎ পশ্যামি কি পুনঃ॥ ৪৩০
ভুক্তিমুক্তিধনৈশ্বর্য্যং দাতুং সর্ব্বং ভবান ক্ষমঃ।
প্রভো ন মুক্তিযোগ্যোঽস্মি ভক্তিমেব প্রযচ্ছ মে॥ ৪৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

তব ভক্ত্যানয়া বৎস ক্রীতোঽহং নাত্র সংশয়ঃ
কিমস্তি বস্তু যদ্দত্ত্বা তবানৃণ্যং ব্রজাম্যহম্॥ ৪৩২

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পরমপ্রীতঃ প্রসার্য্য চতুরো ভুজান।
তমালিঙ্গিতবান বিষ্ণুঃ পিতা পুত্রমিব দ্বিজ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

আলিঙ্গনপ্রদানেন তবানৃণ্যং গতোঽস্ম্যহম্।
সর্ব্বমেবাশু ভদ্রন্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥৪৩৪
মমেয় প্রতিমা বৎস ক্রিয়াযোগেণ সর্ব্বদা।
পূজ্যতামত্র শেষে ত্বাং নেষ্যামি স্বাং তনুং প্রতি॥ ৪৩৫

ব্যাস উবাচ।

ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ চতুর্ভির্দীর্ঘবাহুভিঃ।
পুনঃ প্রেম্ণা তমালিঙ্গ্য তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৪৩৬
ততস্তাং প্রতিমাং বিষ্ণোঃ সদারো মাধবঃ সদা
আরাধয়ামাস ভক্ত্যা ক্রিয়াযোগৈরনুত্তমৈঃ॥
স ভুক্ত্বা সকলান ভোগান পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ।
গঙ্গায়াং মৃত্যুমাসাদ্য সদারো মোক্ষমাপ্তবান॥

পঠতি হরিচরিত্রৈর্যুক্তমেতং ময়োক্তং
সকলদুরিতরাশিধ্বংসি ভির্যোঽতিভক্ত্যা।
ইহ জগতি স ভুক্ত্বা সর্ব্বভোগং ততোঽন্তে
ব্রজতি ভগবতঃ শ্রীবাসুদেবস্য ধাম॥৪৩৭

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

বলিতে লাগিলেন,—হে ক্ষত্রিয়র্ষভ মাধব! বর গ্রহণ কর, তুমি ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব, বা ইন্দ্রত্ব যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই দিতেছি আমি নিশ্চয়ই তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়াছি জানিবে। মাধব ভগবানের বাক্যে আনন্দিত হইয়া বাষ্পপর্য্যাকুলনেত্রে প্রণত হইয়া বলিল,—হে দেবদুর্লভদর্শন! আমি তোমাকে যখন দেখিয়াছি, তখন সমস্তই পাইয়াছি জানিবেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! যদি বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বর দেন যেন তোমার শ্রীচরণ-কমলে আমার সর্ব্বদা মতি থাকে। ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই দান করিতে পারেন, কিন্তু প্রভু! আমি মুক্তিযোগ্য নহি, আমাকে ভক্তিদান কর। ভগবান বলিলেন,—হে বৎস! তুমি ভক্তি দ্বারা আমাকে ক্রয় করিয়াছ, আমার এমন কিছু নাই, যাহা দিয়া তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। হে দ্বিজ! এই বলিয়া ভগবান চারি হস্ত প্রসারণ করিয়া পিতা যেমন পুত্রকে আলিঙ্গন করে, তেমনি তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন আমি তোমায় আলিঙ্গন করিয়া তোমার আনৃণ্য লাভ করিলাম। তোমার সমস্ত মঙ্গল হইবে। হে বৎস! তুমি সর্ব্বদা ক্রিয়াযোগ দ্বারা আমার প্রতিমা পূজা কর, শেষে তোমাকে আমি আমার শরীরে মিশাইয়া লইব। ব্যাস বলিলেন,—শ্রীভগবান আজানুলম্বিত বাহুচতুষ্টয় দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বরদানান্তে সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। হে জৈমিনে! অনন্তর মাধব সস্ত্রীক ভক্তিসহকারে সেই প্রতিমার আরাধনা করিতে লাগিলেন। এবং পুত্র-পৌত্রগণের সহিত সকল ভোগ্য ভোগ করিয়া অন্তিমে গঙ্গামৃত্যু লাভ করিয়া সস্ত্রীক মোক্ষ-প্রাপ্ত হইলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে সকল দুরিতরাশিধ্বংসী হরিচরিত্রযুত এই অধ্যায় পাঠ করে, সে ইহ জগতে অশেষ

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ভূয় এব প্রবক্ষ্যামি গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম।
যচ্ছ্রুত্বা মানবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বান কামানবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১
প্রভাতে যঃ স্মরেদ্ভক্ত্যা গঙ্গাগঙ্গাক্ষরদ্বয়ম্।
তস্য নশ্যন্তি পাপানি তমাংসীবারুণোদয়ে ॥ ২
যেন নাচরিতং স্নানং গঙ্গায়াং লোকমাতরি।
আলোক্য তন্মুখং সদ্যঃ কর্ত্তব্যং সূর্য্যদর্শনম ॥৩
ন দৃষ্টা যেন সরিতাং প্রবরা জহ্নুকন্যকা।
তস্যাগ্রাহ্যাণি সর্ব্বাণি জলান্নাদীনি জৈমিনে ॥৪
শরীরাণি পবিত্যজ্য গঙ্গাস্নানং প্রকুর্ব্বতাম।
অহো চিত্রমহো চিত্রমহো চিত্রমিদং পুনঃ।
পতন্তি নরকে মূঢ়া গঙ্গানাম্নি স্থিতে সতি ॥ ৫
শিরসা যো বহেদ্ভক্ত্যা গঙ্গাম্ভঃকণিকামপি।
স পুনাতি জগৎ পাপৈর্ব্রহ্মহত্যামুখৈরপি ॥ ৬
যস্ত গঙ্গামৃদঃ পুণ্ড্রং নযেদ্গাত্রে দ্বিজোত্তম।
সদ্যস্তদ্দর্শনাদেব পাপী পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭
ললাটে দৃশ্যতে যস্য গঙ্গাসৈকতমুত্তমম।
স পুণ্যাত্মা জগৎসর্ব্বং পুনাতি নাত্র সংশয়ঃ ॥৮
গঙ্গাতীরাৎ সমায়ান্তং যঃ পশ্যেৎ পরমাদরৈঃ।
সোঽপি পাপৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তঃশুদ্ধো ভবতি নান্যথা(১)
গঙ্গাতীরমহং যামি ত্বমাগচ্ছেতি বক্তি যঃ।
তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা নাশয়েৎ সর্ব্বপাতকম্ ॥১০
গঙ্গেতি নাম স স্মৃত্য যস্ত কূপজলেঽপি চ।
করোতি মানবঃ স্নান গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥
গঙ্গাম্ভঃশীকর যস্ত সর্ষাপোপমমুত্তমম্।
প্রাপ্নোতি মৃত্যুকালেঽপি স গচ্ছেৎ পরম পদম্ ॥ ১২
অত্রৈব শৃণু বিপ্রর্ষে ইতিহাসং পুরাতনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ গঙ্গাদেবী প্রসীদতি ॥ ১৩

ভোগ্য ভোগ করিয়া অন্তিমে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ৪২৬—৪৩৯

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—আমি পুনর্বপি উত্তম গঙ্গামাহাত্ম্য বলিতেছি, যাহা শ্রবণে মানবগণ সকলেই সকল কামনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রভাতে 'গঙ্গা গঙ্গা' এই অক্ষরদ্বয় স্মরণ করে, অরুণোদয়ে তমোরাশির ন্যায় তাহার সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া যায়। জগজ্জননী গঙ্গার জলে যে জন স্নান আচরণ করে নাই তাহার মুখ দর্শন করিয়া সদ্যই সূর্য্য দর্শন করা কর্ত্তব্য। সরিৎপ্রবরা জহ্নুকন্যাকে যে দেখে নাই, হে জৈমিনে। তাহার অন্নজলাদি সমস্তই অগ্রাহ্য। যাহারা প্রাণপাত করিয়াও গঙ্গাস্নান করে তাহারাই ধন্য। গঙ্গা বিদ্যমান থাকিতেও মূঢ়গণ নরকে নিপতিত হয়, অহো! ইহা একান্তই আশ্চর্য্য। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত গঙ্গাজলের কণিকামাত্র মস্তকে ধারণ করে, ব্রহ্মহত্যাদি পাপে পরিবৃত হইলেও সে জগৎ পবিত্র করিয়া থাকে। হে দ্বিজবর! যে ব্যক্তি গাত্রে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক রচনা করে তাহার দর্শনমাত্র সদ্য সদ্যই পাপী পাপমুক্ত হয়। যাহার ললাটে উত্তম গঙ্গাসৈকত দৃষ্ট হয় সেই পুণ্যাত্মা সমস্ত জগৎই পবিত্র করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। যে জন গঙ্গাতীর হইতে সমাগত ব্যক্তিকে পরমাদরে সন্দর্শন করে, সেও পাপমুক্ত হইয়া শুদ্ধ হয়। আমি গঙ্গাতীরে যাইব, তুমিও আগমন কর, যে এই কথা বলে বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া তাহার সর্ব্বপাতক বিনাশ করিয়া থাকেন। গঙ্গা নাম স্মরণ করিয়া যে জন কূপজলেও স্নান করে তাহারও গঙ্গাস্নানফললাভ হয়। ১—১১। যে ব্যক্তি সর্ষপতুল্য গঙ্গাজল কণাও মৃত্যুকালে প্রাপ্ত হয়, তাহারও পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। হে বিপ্রর্ষে। এই স্থানে এক প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ কর, যাহার শ্রবণমাত্রে গঙ্গাদেবী প্রসন্ন

---

(১) সোঽশ্বমেধসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ। ইতি পাঠান্তরম্।

আসীৎ ত্রেতাযুগে বিপ্রো ধর্ম্মস্বো নাম ধার্ম্মিকঃ
দান্তঃ শান্তো দয়াযুক্তো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥১৪
সত্যবাদী জিতক্রোধো হিংসাহীনো জিতেন্দ্রিয়ঃ
সর্ব্বভূতহিতৈষী চ যোগাভ্যাসরতঃ সুধীঃ ॥১৫
সংসারসাগরং তর্ত্তুং স বিপ্রো বৈষ্ণবোত্তমঃ ।
পূজয়ামাস দেবেশং ক্রিয়াযোগেণ কেশবম ॥১৬
কদাচিৎ প্রাপ্য পুণ্যাহং স চ বিপ্রর্ষভো দ্বিজ ।
জগাম জাহ্নবীতীরং মুমুক্ষুঃ স্নানহেতবে ॥ ১৭
তত্র গঙ্গাম্ভসি স্নাত্বা কৃত্বা চ তর্পণাদিকম ।
গৃহং গন্তু মনশ্চক্রে গঙ্গাম্ভোগর্গরী বহন ॥১৮
তস্মিন কালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈশ্যো রত্নাকরাহ্বয়ং ।
কৃত্বা বাণিজ্যমায়াতি সকলৈঃ কিঙ্করৈর্বৃতং ॥১৯
তস্যৈকঃ কিঙ্করো নাম্না কালকল্লো দুরাশয় ।
দণ্ডহস্তঃ সমাযাতি বিহিতাখিলপাতক ॥ ২০
অথ বর্ত্মশ্রমশ্রান্তস্তস্য রত্নাকরস্য চ ।
সুষ্বাপৈকবলীবর্দ্দঃ পথি ব্রাহ্মণসত্তম ॥ ২১
পথি স্বপন্তং ত দৃষ্ট্বা কালকল্লো রুষা ততঃ ।
দণ্ডেন তাড়য়ামাস বহুধাত্যন্তনির্দ্দয়ঃ ॥ ২২
তদ্দণ্ডাঘাতজনিতক্রোধেণ বৃষভেন চ ।
বিষাণাভ্যাং সুতীক্ষ্ণাভ্যাং সমুত্থায় বিদারিতঃ ॥
তচ্ছৃঙ্গদ্বয়নির্ভিন্নবক্ষাঃ স গতচেতনঃ ।
কালকল্লঃ পপাতোর্ব্ব্যাং শোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ ॥
অথ ত পতিতং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মাত্মা স চ ভূসুরঃ ।
তৎসন্নিধিং দয়াযুক্তো ধর্ম্মস্বস্তরসা যযৌ ॥ ২৫
ততঃ কর্ণাৎ সমানীয় তুলসীপত্রমাত্মনঃ ।
গঙ্গাম্ভঃশীকরৈর্দ্দিব্যৈঃ সিক্তোঽহসৌ তেন ধীমতা
গতপ্রাণং সমালোক্য স বিপ্রঃ পরমার্থবিৎ ।
বিস্মিতঃ স্বগৃহং গন্তু মনশ্চক্রে দ্বিজর্ষভ ॥ ২৭
অথ গচ্ছন পথি প্রাজ্ঞো গঙ্গা নামানি কীর্ত্তয়ন
যমদূতান দদর্শাগ্রে কোটিকোটিসহস্রশঃ ॥ ২৮
ছিন্নৈকপাদা কেচিচ্চ কেচিচ্ছিন্নৈকপাণয়ঃ ।
কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নকর্ণাঃ কেঽপ্যেকনয়নাস্তথা ॥২৯
কেচিচ্চ ছিন্ননাসাশ্চ ছিন্নজিহ্বাশ্চ কেচন ।
ভগ্নদন্তাঃ কেঽপি কেঽপি অধরৌষ্ঠবিবর্জ্জিতাঃ ॥

হইয়া থাকেন। ত্রেতাযুগে ধর্ম্মস্ব নামে এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শান্ত, দান্ত, দয়ান্বিত, বেদবেদাঙ্গপারগ, সত্যবাদী, অক্রোধন, হিংসাহীন, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতহিতৈষী, যোগাভ্যাসরত, সুধী, ও পরমবৈষ্ণব ছিলেন। ঐ বিপ্র সংসারসাগর হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ক্রিয়াযোগদ্বারা দেবদেব কেশবের অর্চ্চনা করিতেন। কোন পুণ্যাহ উপলক্ষে সেই মুমুক্ষু ব্রাহ্মণ জনার্দ্দনের পূজাবসানে স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। সেখানে তিনি গঙ্গাজলে স্নান তর্পণাদি করিয়া গঙ্গাজলপূর্ণ গর্গরী বহনপূর্ব্বক গৃহাগমনে উদ্যত হইলেন। হে দ্বিজবর। সেইকালে রত্নাকর নামক এক বৈশ্য বাণিজ্য করিয়া আসিতেছিল। বৈশ্যের সঙ্গে বহু কিঙ্কর ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম কালকল্ল। ভৃত্য কালকল্ল দুষ্টাশয় ও নিখিল পাতককারী। সে হস্তে দণ্ড লইয়া আসিতেছিল। বৈশ্য রত্নাকরের এক বলীবর্দ্দ শ্রমশ্রান্ত হইয়া পথে নিদ্রা যাইতেছিল। কালকল্ল তাহাকে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে হস্তস্থ দণ্ড দ্বারা বহু বার প্রহার করিল। বৃষভ দণ্ডাঘাতজনিত ক্রোধবশতঃ উত্থিত হইয়া স্বীয় সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দ্বারা সেই কালকল্লকে বিদারিত করিল। বৃষভের শৃঙ্গদ্বয়ে বক্ষঃস্থল বিদারিত হওয়ায় কালকল্ল অচৈতন্য ও শোণিতধারায় পরিপ্লুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর ধর্ম্মস্ব বিপ্র তাহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া দয়ান্বিত হইলেন এবং সত্বর তাহার সমীপে আগমন করিলেন। পরে স্বীয় কর্ণ হইতে তুলসীপত্র আনিয়া দিব্য গঙ্গাজলশীকর দ্বারা তাহাকে সিঞ্চন করিলেন, কিন্তু তাহার দেহ প্রাণহীন দেখিয়া ঐ পরমার্থবিৎ বিপ্র সবিস্ময়ে স্বগৃহগমনে উদ্যত হইলেন।২২—২৭। অনন্তর প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ গঙ্গা নাম কীর্ত্তন করত পথে যাইতে যাইতে অগ্রে বহু কোটী যমদূতকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, তাহাদের কাহারও এক পাদ, কাহারও এক পাণি, কাহারও কর্ণ, কাহারও নাসা এবং কাহারও বা

কেঽপি শোণিতধারাভিলিপ্তসর্ব্বকলেবরাঃ ।
বিমুক্তকেশিনঃ কেঽপি কেঽপি কেশবিবর্জ্জিতাঃ
কেঽপি কেঽপি তথা নগ্নাঃ কেঽপি নির্ভিন্নবক্ষসঃ
কেঽপি জর্জ্জরিতাঙ্গাশ্চ মহাতীক্ষ্ণৈঃ শিলীমুখৈঃ ॥
নিবদ্ধগলহস্তাশ্চ দৃঢ়পাশৈস্তথাপরে ।
ক্রন্দন্তো ব্যথয়া কেঽপি পলায়নপরায়ণাঃ ॥ ৩৩
এবম্ভূতান্ যমপ্রেষ্যান্ স বিলোক্য দ্বিজোত্তমঃ
সকম্পহৃদয়ো ভীত্যা ততস্তব্ধ ইবাভবৎ ॥ ৩৪
অবলম্ব্য ততো ধৈর্য্যং স বিপ্রো হরিভক্তিকৃৎ
ইত্যপৃচ্ছন্মধুরয়া গিরা তান্ যমকিঙ্করান্ ॥ ৩৫

ধর্ম্মস্ব উবাচ ।

কে যূয়ং বিকৃতাকারাঃ পাশমুদ্গরপাণয়ঃ ।
দংষ্ট্রাকরালবদনা অঙ্গারসদৃশপ্রভাঃ ॥ ৩৬
যূয়ং সর্ব্বে মহাবীরা জ্বলৎপাবকলোচনাঃ ।
কৃতা তথাপি যুষ্মাকমিয়ং কেন সুদুর্গতিঃ ॥ ৩৭

যমদূতা উচুঃ

যমদূতা বয়ং সর্ব্বে যমাজ্ঞাকারিণঃ সদা ।
ত্বদ্দত্তোঽয়ং দ্বিজাস্মাকং সুমহান্ কদনোদয়ঃ ॥

ধর্ম্মস্ব উবাচ ।

অকস্মাদাগতা যূয়ং মহাবলপরাক্রমাঃ ।
এতাবতী ময়ৈকেন কথং বো দুর্গতিঃ কৃতা ॥৩৯

যমদূতা উচুঃ ।

ভয়ং মুঞ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৃত্তান্তং সকলং শৃণু ।
যথাস্মাকমিদং দুঃখং বভূবাত্যন্তদুঃসহম্ ।৪০
যোঽসৌ বৃষেণ শৃঙ্গাভ্যাং কালকল্পো বিদারিতঃ
তং নেতুং ধর্ম্মরাজেন প্রেষিতাঃ কিঙ্করা বয়ম্
তেনাজ্ঞপ্তা বয়ং সর্ব্বে সমস্তায়ুধপাণয়ঃ ।
বদ্ধা তং পাপিনাং শ্রেষ্ঠং নেতুমেব সমাগতাঃ ॥
অথাসৌ প্রাপ্তকালশ্চ কালকল্পো দুরাশয়ঃ ।
বৃষেণ হেতুভূতেন বিষাণাভ্যাং বিদারিতঃ ॥৪৩
সদয়েন ত্বয়া তত্র গঙ্গাপানীয়শীকরৈঃ ।
সিক্তঃ পাতকিনাং শ্রেষ্ঠো গঙ্গানামানি জল্পতা ॥
গঙ্গাম্বুকণিকাসেকৈর্গতকল্মষমপ্যমুম্ ।
বদ্ধা পাশৈর্দৃঢ়ং নেতুমুদ্যম বিপ্র চক্রিরে ॥৪৫

জিহ্বা ছিন্ন হইয়াছে, কেহ ভগ্নদন্ত কেহ অধরোষ্ঠ বর্জ্জিত, কেহ শোণিতধারায় পরিলিপ্ত, কেহ বিক্ষিপ্তকেশ, কেহ কেহ বা একেবারেই কেশহীন, কেহ কেহ নগ্ন, কেহ ভিন্নবক্ষ, এবং কেহ কেহ মহাতীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা জর্জ্জরিতাঙ্গ, কাহারও কাহারও গল ও হস্ত দৃঢ় পাশ দ্বারা নিবদ্ধ, কেহ কেহ ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। এবং কেহ কেহ বা পলায়ন করিতেছে। সেই দ্বিজবর যমদূতদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া ভয়ে কম্পিতহৃদয়ে যেন স্তব্ধ হইয়া গেলেন। পরে সেই হরিভক্ত বিপ্র ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মধুর বাক্যে যমকিঙ্করদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পাশমুদ্গরপাণি, বিকৃতাকার, অঙ্গারতুল্যদেহকান্তি, দংষ্ট্রাকরালবদন, কে তোমরা হেথায় অবস্থিত? দেখিতেছি তোমরা সকলেই মহাবীর, সকলেই জ্বলৎ-পাবকনয়ন, অথচ কে তোমাদের এ দুর্গতি করিল? যমদূতগণ কহিল,—আমরা সর্ব্বদা যমাজ্ঞাকারী যমদূতগণ। হে দ্বিজ! আমাদের এই মহাদুরবস্থা তুমিই করিয়া দিয়াছ। ধর্ম্মস্ব কহিলেন,—তোমরা মহাবল-পরাক্রম যমদূত হঠাৎ আগমন করিয়াছ আর আমি একাকী তোমাদের এমন দুরবস্থা কিরূপে করিলাম? ৩৮—৩৯। যমদূতেরা কহিল—দ্বিজবর! ভয় করিও না। যেরূপে আমাদের এই অত্যন্ত দুঃসহ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। সেই যে কালকল্প ভৃত্যকে বৃষ শৃঙ্গদ্বারা বিদারিত করিয়াছিল, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য ধর্ম্মরাজ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজের আজ্ঞায় আমরা সকলেই আয়ুধ হস্তে সেই পাপিশ্রেষ্ঠকে বান্ধিয়া লইতে আসিলাম। দুষ্টাশয় কালকল্প কালপ্রাপ্ত হইয়াছিল, বৃষ নিমিত্ত মাত্র হইয়া শৃঙ্গদ্বারা তাহাকে বিদারিত করে। তখন আপনি সদয় হইয়া গঙ্গানাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ঐ পাপীকে গঙ্গাজলকণায় সিক্ত করিয়াছিলেন। গঙ্গাজলকণাসেকে ঐ ব্যক্তি পাপমুক্ত হইলেও আমরা পাশদ্বারা তাহাকে

নেতুং তমপি দেবেশঃ শরণাগতপালকঃ।
স্বদূতান প্রেষয়ামাস মহাবলপরাক্রমান ॥ ৪৬
তেঽপি দূতাঃ সমাগত্য দ্রুতং নারায়ণাজ্ঞয়া।
সকোপাঃ প্রাহুরিত্যস্মান পথি ব্রাহ্মণসত্তম ॥৭

বিষ্ণুদূতা ঊচুঃ।

কে ভবন্তো মহাত্মানঃ কথমেনং মহাশয়ম
বদ্ধা নয়থ পাশেন যূয়ং বা কস্য কিঙ্করা ॥ ৪৮
বিহায়ৈনং মহাত্মানং পলায়ধ্বং যথাসুখম।
নচেৎ শিরাংসি যুষ্মাকং ছেৎস্যামশ্চক্রধারয়া ॥
তেষামেতানি বাক্যানি গর্ব্বিতানাং দ্বিজোত্তম।
সংশ্রুত্যাচ্যুতদূতানামস্মাভিরিতি জল্পিতং ॥
দণ্ডপাণের্বয়ং দূতাঃ সর্ব্বপ্রাণাধিপস্য বৈ।
নীত্বৈনং পাপিনাং শ্রেষ্ঠং ব্রজাম শমনালয়ম ॥
যূয়ং সর্ব্বে মহাত্মানস্তুলসীমালাভূষিতাঃ।
স্ফুটপদ্মপলাশাক্ষা বলিনো গরুড়ধ্বজাঃ ॥ ৫২
দিব্যাম্বরপরীধানা মযরগলসুন্দরাঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণশ্চ চতুর্ভুজাঃ ॥ ৫৪
কে যূয়মীদৃশাঃ সর্ব্বে সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
ইমং পাতকিনাং শ্রেষ্ঠং কথং বা নেতুমিচ্ছথ ॥

বিষ্ণুদূতা ঊচুঃ।

বয়ং সর্ব্বে বিষ্ণুদূতা ইমং পুণ্যাত্মনাং বরম্।
নেতুমেব সমায়াতা বৈকুণ্ঠং প্রতি সম্প্রতি ॥৫৬
ইমং শ্রীভগবদ্ভক্তং সুজনং গতকল্মষম্।
মুঞ্চতাশু যমপ্রেষ্যা যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥ ৫৭
ভূয়স্তেষামিদং বাক্যং শ্রুত্বা গর্ব্বযুতং দ্বিজ।
কোপাদস্মাভিরুক্তং যৎ তদাকর্ণয় কথ্যতে ॥ ৫৮
অয়ং পাপী দুরাচারো ব্রহ্মহত্যাসহস্রকৃৎ।
কৃতঘ্নশ্চৈব গোঘ্নশ্চ মিত্রঘ্নশ্চ দুরাশয়ঃ ॥ ৫৯
মেরুপ্রমাণহেমানি হৃতানি সুবহূনি চ।
পরদারা হৃতা নিত্যমনেনাতিদুরাত্মনা ॥ ৬০
কোটিকোটিসহস্রাণাং জন্তূনাং বিষ্ণুকিঙ্করাঃ।
প্রাণাস্তেনানি হতানি স্ত্রীহত্যানি তথৈব চ ॥৬১

দৃঢ়বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। এদিকে শরণাগতপালক দেবেশ কেশবও তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য স্বীয় মহাবলপরাক্রম দূতদিগকে প্রেরণ করিলেন। হে ব্রাহ্মণবর! সেই দূতগণ নারায়ণের আদেশে সত্বর আসিয়া সক্রোধে আমাদিগকে পথিমধ্যে বলিল "কে তোমরা মহাপুরুষ, কেন এই মহাশয় ব্যক্তিকে পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছ? কাহারই বা তোমরা কিঙ্কর? যদি এই মহাত্মাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমরা পলায়ন না কর, তবে চক্রধারা দ্বারা তোমাদের মস্তক ছেদন করিব। হে দ্বিজবর! সেই গর্ব্বিত বিষ্ণুদূতগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, —আমরা সর্ব্বজীবাধিপতি দণ্ডপাণির দূত। এই পাপিশ্রেষ্ঠকে লইয়া আমরা শমনালয়ে গমন করিতেছি। আপনারা সকলেই মহাত্মা, সকলেই তুলসীমাল্যমণ্ডিত, সকলেই বিকসিত-পদ্মপলাশনেত্র এবং সকলেই বলবান্ ও গরুড়ধ্বজ। আপনাদের পরিধানে দিব্যাম্বর এবং ময়ূরকণ্ঠবৎ সুন্দর আপনারা সকলেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ ঈদৃশ সর্ব্বসুলক্ষণযুত কে আপনারা? কেনই বা আপনারা এই পাপিশ্রেষ্ঠকে লইতে আসিয়াছেন। বিষ্ণুদূতগণ কহিলেন, আমরা সকলেই বিষ্ণুদূত। এই পুণ্যাত্মাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। সুতরাং হে যমদূতগণ! তোমরা যদি বাঁচিতে চাও, তবে এই ভগবদ্ভক্ত নিষ্পাপ সাধুকে পরিত্যাগ কর ॥৪—৫৭॥ হে দ্বিজ! আমরা পুনর্ব্বার বিষ্ণুদূতগণের এই গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া ক্রোধের সহিত যাহা বলিয়াছিলাম তাহা শ্রবণ করুন। আমরা বলিয়াছিলাম এ ব্যক্তি পাপী, দুরাচার, কৃতঘ্ন, গোঘ্ন, মিত্রঘ্ন ও দুরাশয়, ইহা দ্বারা সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই পাপকর্ম্মা ব্যক্তি মেরুপ্রমাণ সুবর্ণ অপহরণ করিয়াছে। হে বিষ্ণুকিঙ্করগণ! এই অতি দুরাত্মা নিত্য পরদার করিয়াছে, এবং কোটি কোটি সহস্র সহস্র জন্তুর প্রাণনাশ ও বহুস্ত্রীহত্যা করিয়াছে।

অয়ং ন্যাসাপহরণং স্বমাতৃগমনং তথা।
গোমাংসভক্ষণঞ্চৈব চকার প্রতিবাসরম্‌ ॥ ৬২
পরহিংসা কৃতানেন দাহশ্চ পরবেশ্মনঃ।
সভায়াং পরনিন্দা চ বিধবাগর্ভপাতনম্‌ ॥ ৬৩
গৃহমাযান্তমতিথিং ধনলোভেন সত্তমাঃ।
হতবান্‌ নিশিতৈঃ খড়্গৈর্নিশায়াং পাপবানয়ম্‌ ॥
এতান্যন্যানি পাপানি মহান্ত্যগুণিতানি চ।
নিত্যঞ্চকার মূঢোঽয়ং নাল্পমাত্রং শুভাবহম্‌ ॥৬৫
তস্মাদয় মহাপাপী নীয়তে যাতনাগৃহম্‌।
আজ্ঞয়া পাপিনো দণ্ড্যা যমরাজস্য সত্তমাঃ ॥৬৬
যূয় বৈ দেবদেবস্য দূতা ভগবতো যদি।
তদা কথমিমং নেতুং পাপিনাং শ্রেষ্ঠমিচ্ছথ ॥৬৭

বিষ্ণুদূতা ঊচুঃ।

ভবদ্ভিঃ সত্যমেবোক্তং কোঽপি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
দণ্ড্যাঃ পাতকিনঃ সর্ব্বে জীবিতাধিপতে সদা ॥
অয়ং পাপবিনির্ম্মুক্তো গঙ্গাশীকরসেচনাৎ।
তস্মাদেন বয় সর্ব্বে নেষ্যামো হরিমন্দিরম্‌ ॥
তাবত্তিষ্ঠন্তি পাপানি দেহেষু চ শরীরিণাম্‌।
গঙ্গাম্বুঃশীকর যাবৎ ন স্পৃশন্তি সুদুর্লভম্‌ ॥৭০
চন্দ্রৈককলয়া সর্ব্বং তিমিরং হন্যতে যথা।
গঙ্গাম্বুঃশীকরেণাপি হন্যতে পাতকং তথা ॥৭১
গঙ্গানামানি সংস্মৃত্য পাপী মুচ্যেত পাতকাৎ।
সাক্ষাৎ তৎসলিলং স্পৃষ্ট্বা মুচ্যতেঽত্র কিমদ্ভুতম
শীতমপ্যুদকং গাঙ্গং বহ্নিবৎ পাপকাননে।
যথা সূর্য্যঃ পদ্মবনে শীতলাদপি শীতলঃ ॥ ৭৩
তস্মাদয়ং পুণ্যকর্ম্মা দ্বিতীয় ইব কেশবঃ।
ত্যজতাং শমনপ্রেষ্যা যদি কল্যাণমিচ্ছথ ॥৭৪
তেষাং কেশবদূতানাং শ্রুত্বাস্মাভিরিদং বচঃ।
ভূয় এব নিরুক্তং যৎ বিহস্যোচ্চৈঃ শৃণুস্ব তৎ ॥
অহো চিত্রমহো চিত্রময়ং কল্মষমন্দিরম্‌।
গঙ্গাম্বুঃসেচনাদেব বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥৭৬
স্বহস্তোপার্জ্জিতং কর্ম্ম শুভং বা যদিবাশুভম্‌।
ন ভুক্ত্বা মুচ্যতে মর্ত্ত্যঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥৭৭

ইহা ভিন্ন ন্যাসাপহরণ, মাতৃগমন, প্রত্যহ গোমাংস ভক্ষণ, পরহিংসা, পরগৃহদাহ, সভাক্ষেত্রে পরনিন্দা, বিধবাগর্ভপাতন, এবং ধনলোভে রাত্রিযোগে নিশিত খড়্গদ্বারা গৃহাগত অতিথির প্রাণনাশ, এইরূপ এবং অন্যান্য অগণিত বহু মহাপাপ এই শঠ ব্যক্তি করিয়াছে। ইহার লেশমাত্র পুণ্যও নাই। তাই এই মহাপাপীকে যাতনা স্থানে লইয়া যাইতেছি। হে সত্তমগণ! যমরাজের আজ্ঞানুসারে পাপিগণ দণ্ডিত হইয়া থাকে। তোমরা যদি দেবদেব ভগবানের দূত, তবে কেন এই পাপিশ্রেষ্ঠকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ। বিষ্ণুদূতেরা কহিল,—তোমরা সত্য কথাই কহিয়াছ, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সমস্ত পাপেই সর্ব্বদা যমরাজ কর্ত্তৃক পাপী দণ্ডিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যক্তি গঙ্গাবারিশীকরসেচনে পাপমুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে আমরা হরিমন্দিরেই লইয়া যাইব। দেহীর দেহে পাতকরাশি ততকালই থাকে, যতকাল না সুদুর্লভ গঙ্গাবারিশীকর স্পর্শ হয়। একমাত্র চন্দ্রকলায় যেমন তিমিররাশি নষ্ট হয়, সেইরূপ কণামাত্র গঙ্গাজলেই পাতক নাশ হইয়া থাকে। গঙ্গানাম স্মরণেও যখন পাপী পাপমুক্ত হয়, তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া যে পাপমুক্ত হইবে, এ বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি? গঙ্গাজল শীতল হইলেও পাপরূপ কাননে উহা বহ্নিবৎ প্রতিভাত হয়। দেখ সূর্য্য উষ্ণ হইলেও পদ্মবনে শীতল হইতেও শীতল হইয়া থাকে। অতএব এই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি দ্বিতীয় কেশবের ন্যায় প্রতিভাত, যদি কল্যাণ চাও, হে যমদূতগণ! ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও। সেই কেশবদূতগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে আমরা উচ্চ হাস্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলাম, শ্রবণ করুন। আমরা বলিয়াছিলাম, অহো আশ্চর্য্য! অহো আশ্চর্য্য! এই কল্মষনিলয় পুরুষ গঙ্গাজল সেচনেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইল। স্বোপার্জ্জিত শুভ বা অশুভ কর্ম্ম ভোগ না করিয়া শতকোটিকল্পেও মানব মুক্ত হইতে

ইমং নেতুং সমাযাতা বয সর্ব্বে যমাজ্ঞয়া ।
কস্যায়ং বচসাস্মাভিস্ত্যক্তব্যঃ পাপিনাং বব৹ ॥
বিষ্ণুদূতা উচুঃ ।
যূযং পাপধিয়ো নূনং বিবেকপবিবর্জ্জিতা৹ ।
যুষ্মাভিজ্জহ্নুকন্যায়া ন জ্ঞায়ন্তে যতো গুণাঃ ॥৭৯
কার্য্যং বেদনিষিদ্ধং যৎ তৎ পাতকমিতি স্মৃতম
যদ্বেদসম্মত কার্য্য তদেব ধর্ম্মমুচ্যতে ॥ ৮
বেদো নাবাযণং সাক্ষাৎ স্বযম্ভূবিতি শুশ্রুমঃ ।
যথা বিষ্ণুস্তথা গঙ্গা তস্মাদ্গঙ্গৈব পাপহা ॥ ৮১
অশুভ বা শুভং কর্ম্ম হরস্তববচিতং হবেঃ ।
হরৌ প্রসন্নে পাপানি কুত্র তিষ্ঠন্তি দেহিনাম ॥
জন্মান্তবাজ্জিতৈঃ পাপৈর্গতা যূযমিমা গতিম ।
অদ্যাপি পাপকর্ম্মাণি কিমর্থ কর্ত্তুমিচ্ছথ ॥ ৮৩
গঙ্গানিন্দাকবা যূযং বিষ্ণুনিন্দাকবাস্তথা ।
অতো যুষ্মান হনিষ্যামঃ পাপিনশ্চক্রধাবয়া ॥৮৭
ইত্যুক্ত্বা বিষ্ণুদূতাস্তে কোপাদরুণলোচনা ।
চক্রিবে সমবাবম্ভমস্মাভিঃ সহ সত্তম ॥ ৮৫
জীবেশদূতা হন্যন্তাং হন্যন্তামিতি তে রুষা ।
ভূযোভূযো বদন্তোহস্মান নিজঘ্নুশ্চক্রধারয়া ॥
ইত্যুক্ত্বা বিষ্ণুদূতাস্তে সংগ্রামেহত্যন্তদারুণে ।
সর্ব্বে শঙ্খান সমাদধ্মুঃ সহসা হৃষ্টমানসাঃ ॥৮৭
ততোহস্মাক সিংহনাদৈঃ পযোদস্তনিতৈবিব ।
কোদণ্ডানাঞ্চ বিস্ফাবৈং ব্যাপ্তং বিপ্র জগত্রয়ম
অথ বৃক্ষৈঃ শিলাভিশ্চ তথা পর্ব্বতবৃষ্টিভিঃ।
অস্মাভির্বিষ্ণুদূতাস্তে,বাণৈশ্চ বিফলীকৃতাঃ ॥
ঈযুর্ভিন্দিপালৈশ্চ মুষলৈঃ পবিঘৈস্তথা ।
কুঠাবৈশ্ছুবিকাভিশ্চ কুন্তৈশ্চ শঙ্কুভিস্তথা ॥৯০
খড়্গৈশ্চ শক্তিভিশ্চৈব নিশিতৈশ্চ শিলীমুখৈঃ ॥
গদাভিশ্চক্রধাবাভির্নাবাচৈশ্চ সুভীষণৈঃ ॥৯১
এতৈবন্যৈশ্চ বিষমৈবস্ত্রৈশ্চ বিষ্ণুকিঙ্কবাঃ ।
নিজঘ্নুর্বহুধা কোপাৎ বজ্রকল্পৈর্মহাহবে ॥ ৯২
তদস্ত্রজর্জ্জবা সর্ব্বে বযং ভীতা পলাযিতাঃ ।
নিপেতুঃ কেঽপি সংগ্রামে গতপ্রাণাং সহস্রশঃ ॥
ততোহস্মা স্তে সমালোক্য পলাযনপরায়ণান ।
মুদা শঙ্খান সমাদধ্মুর্বলিনো বিষ্ণুকিঙ্কবাঃ ॥

পারে না। যমের আজ্ঞায ইহাকে লইবাব জন্য আমরা আসিযাছি। কাহাব কথায এ পাপীকে ত্যাগ কবিয়া যাইব ? বিষ্ণুদূতগণ কহিল,—দেখিতেছি, তোবা ও বিবেকবিরহিত ও পাপবুদ্ধিযুত , যেহেতু জহ্নুকন্যার গুণ তোরা কিছুই জানিস না। বেদনিষিদ্ধ কার্য্যই পাপকর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট , যাহা বেদসম্মত কার্য্য, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া কথিত। আমবা জানি, বেদ—সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূ নারায়ণ , যথা নাবাযণ, তথা গঙ্গা, সুতবাং গঙ্গাই পাপঘ্ন। শুভ বা অশুভ কর্ম্ম সমস্তই হরিব স্বহস্তবচিত , সুতরাং হবি প্রসন্ন হইলে, পাপীব পাপ আব কোথায থাকিবে ? জন্মান্তবাজ্জিত পাপফলেই তোমরা এই গতি প্রাপ্ত হইযাছ, সুতবাং অদ্যাপি পাপ কর্ম্ম কবিতে কেন ইচ্ছা কবিতেছ। তোরা গঙ্গা ও বিষ্ণুনিন্দাকাবী পাপী, অতএব এই চক্রধাবা দ্বারা আমরা তোদিগেব হত্যাসাধন করিব। বিষ্ণুদূতগণ এই কথা কহিয়া কোপারুণনয়নে আমাদের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। তাহারা বারংবার বলিতে লাগিল যমদূতগণকে বধ কব, বধ কব এই বলিয়া ক্রোধেব সহিত আমাদিগকে হনন করিতে লাগিল। সেই অত্যন্ত দারুণ সংগ্রামে বিষ্ণুদূতগণ সকলেই হৃষ্টমনে শঙ্খ ধ্বনি কবিল। অনন্তব আমাদিগেব মেঘ-ধ্বনিবৎ সিংহনাদে ও কোদণ্ডটঙ্কাবে ত্রিজগৎ পবিব্যাপ্ত হইল। তখন বৃক্ষ, শিলা, পর্ব্বত ও বাণবর্ষণে আমবা বিষ্ণুদূতগণকে বিহ্বল কবিয়া তুলিলাম।৭৪-৮৯। বিষ্ণুদূতগণ ভিন্দিপাল মুষল, পরিঘ, কুঠাব, ছুবিকা দণ্ড, শঙ্কু, খড়্গ, শক্তি, তীক্ষ্ণবাণ, গদা, চক্রধারা ও ভীষণ নাবাচ, এই সকল এবং অন্য আরও বজ্রকল্প বিষম অস্ত্র দ্বাবা ক্রোধভবে বহুবার আমাদিগকে আহত কবিল। আমরা সেই সেই অস্ত্রপ্রহাবে জর্জ্জবিত হইযা ভযে অনেকে পলায়ন কবিলাম, আমাদেব মধ্যে সহস্র জন গতপ্রাণ হইযা সংগ্রামে পতিত হইল। বলবান বিষ্ণুদূতগণ আমাদিগকে পলায়নপর দেখিয়া সহর্ষে শঙ্খধ্বনি কবিতে লাগিল।

অথ ছিত্ত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ কালকল্পস্য বন্ধনম।
বিমানে তং সমারোপ্য জগ্মুর্ভগবতঃ পুরম॥
গঙ্গাশীকরসেকস্য প্রভাবেনৈব সত্তম।
জগাম হরিসালোক্যং কালকল্পোহতিপাতকী॥
স্থিত্বা কল্পশতং তত্র ভুক্ত্বা ভোগান্মনোরমান।
জ্ঞানমাসাদ্য তত্রৈব পরং মোক্ষমবাপ্তবান॥৯৭
গঙ্গাপ্রভাবৈরস্ম কমভবৎ দুঃখমীদৃশম্।
গচ্ছ ব্রাহ্মণ ভদ্রন্তে সুপ্রীতো নিজমন্দিরম॥
ইত্যুক্ত্বা যমদূতাস্তে যযুর্যমপুরং দ্বিজ।
ভুয় এব স ধর্ম্মস্বঃ প্রীতো গঙ্গাতটং যযৌ॥৯৯
গঙ্গায়াং স্নানমাচর্য্য সর্ব্বলোকৈকমাতরি।
বদ্ধাঞ্জলিঃ স বিপ্রস্তা তুষ্টাব পরমেশ্বরীম॥১০০

ধর্ম্মস্ব উবাচ।

গঙ্গে সমস্তজগদম্ব চলত্তরঙ্গে
হরনঙ্গারিচারুতরমস্তকপুষ্পমালে
কংসারিচারুচরণদ্বয়রেণুহর্ত্রি
ভক্ত্যা নমামি দুরিতক্ষয়কারিণি ত্বাম॥

মাতঃ সমস্তসুখদে প্রবরে নদীনাং
ব্রহ্মাদিদেবচয়গীতগুণে গুণাঢ্যে।
সংসারভৈরবমহার্ণবমধ্যনৌকে
বন্দে পরাঙ্ঘ্রিযুগলং দুরিতাপহারি॥১০২
যস্যাস্তবাম্বুকণিকামপি জহ্নুকন্যে
সৌদাসনামনৃপতির্দ্বিজকোটিহন্তা।
সম্প্রাপ্য মুক্তিমগমত্ত্রিদশৈরলভ্যাং
তাং ত্বা নমামি শিরসা বরদে প্রসীদ॥
নারায়ণাচ্যুত জনার্দ্দন কৃষ্ণ রাম
গঙ্গাদিনাম বদতো মম দেবি মাতঃ।
স পাপাতকনিবারিণি দেহপাত-
স্তদ্বারিণীহ ভবতু ত্বদনুগ্রহেণ॥১০৪
কিং বা তপোভিরখিলেশ্বরি কিং জপৈর্ব্বা
দানৈশ্চ কিং তুরগমেধমুখৈর্ম্মখৈর্ব্বা।
ত্বন্নীরশীকরমবাপ্য সুরৈরলভ্যাং
মুক্তিং ব্রজন্তি মনুজা অপি পাপিনোহপি॥
স্বাহা ত্বমেব পরমেশ্বরি যা স্বধা ত্বং
গির্ব্বাণবৃন্দপিতৃলোকসুতৃপ্তিহেতুঃ।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অনন্তর তাহারা কালকল্পের বন্ধন ছেদন করিয়া বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ভগবৎপুরে লইয়া গেল। হে সত্তম! অতি পাতকী কালকল্প গঙ্গাবারিশীকর-সেকপ্রভাবে হরিসালোক্য প্রাপ্ত হইল। সে হরিলোকে শতকল্পকাল অবস্থান, মনোরম ভোগ সকল উপভোগ এবং পরম জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ব্রহ্মন! গঙ্গার প্রভাবেই আমাদের ঈদৃশ দুঃখ উপস্থিত, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি প্রীতি হইয়া নিজমন্দিরে গমন কর। এই বলিয়া সেই সকল যমদূত পুনরায় যমগৃহে গমন করিল। কিন্তু বিপ্র ধর্ম্মস্ব প্রীত হইয়া পুনরায় গঙ্গাতটে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি সর্ব্বলোকৈকজননী ভাগীরথীর জলে স্নানপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই পরমেশ্বরীর স্তব করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মস্ব কহিলেন,—হে চঞ্চল তরঙ্গশালিনি! সমস্ত বিশ্বজননী গঙ্গে! তুমি হরের চারুতর মস্তকের পুষ্পমালা স্বরূপ, তুমি কংসারির চারু চরণদ্বয়ের রেণু হরণ করিয়াছ। হে দুরিতহারিণি! আমি ভক্তিপূর্ব্বক তোমায় নমস্কার করি। হে মাতঃ! তুমি সমস্ত সুখদায়িনী ও সমস্ত নদীর উৎপত্তিভূমি, হে গুণাঢ্যে! তোমার গুণ ব্রহ্মাদি দেবগণ গান করিয়া থাকেন, তুমি সংসাররূপ ভীষণ মহার্ণবের নৌকা স্বরূপ, তোমার পাপহর অঙ্ঘ্রিযুগল আমি বন্দনা করি। হে জহ্নুকন্যে! দ্বিজকোটিহন্তা সৌদাস নরপতি যে তোমার অম্বুকণিকা প্রাপ্ত হইয়া দেবদুর্লভ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই তোমাকে আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতেছি, হে বরদে! তুমি প্রসন্ন হও।১০—১০৩। হে মাতঃ! আমি নারায়ণ, অচ্যুত, জনার্দ্দন, কৃষ্ণ, রাম, গঙ্গাদি নাম উচ্চারণ করি, তোমার অনুগ্রহে তোমার ভবপাতকহর জলে আমার দেহপাত হউক। হে অখিলেশ্বরি! জপ তপস্যা, দান বা অশ্বমেধাদি যজ্ঞদ্বারা কি হইবে? তোমার নীর-

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিগুণস্বরূপা
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলযকারিণি নৌমি তাং ত্বাম্ ॥
ধত্তে ললাটফলকে তব সৈকতং যঃ
পুণ্ড্রঞ্চ দেবি তব তীবমৃদা সদৈব ।
তন্নাম সর্ব্বসধাম বদেচ্চ ভক্ত্যা
তৎপাদরেণুর্বিাখলোহস্ত মমৈব মূর্দ্ধ্নি ॥১০৭
ত্বদ্রোধসি ত্রিপথগে বসতিং বিধায
পীত্বা চ বারি তব পাতকনাশকারি ।
স্মৃত্বা চ নাম তব বীচিচযঞ্চ দৃষ্ট্বা
সংসারবন্ধনহবে মম জাতু জন্ম ॥ ১০৮
নাক শুভে সুমহদুচ্চতবং মনুষ্যাঃ
কুর্ব্বন্তি ভীতিমতিতুর্গমমস্য মত্বা ।
মিথ্যৈব সা কিল যতোঽমৃতদে ত্বদীযং
সোপানভূতমুদক ত্রিদিবপ্রযাণে ॥ ১০৯
পাপানি রোগনিকরাশ্চ শরীরিদেহে
তিষ্ঠন্তি তাবদখিলেশ্বরি মুক্তিদাত্রি ।
কুর্ব্বন্তি যাবদুদকেষু তবামলেষু
স্নানং নহি ত্রিপথগে সরিতাং প্রধানে ॥
যস্যাস্তবাচ্যুতবিরিঞ্চিশিবাদয়োঽপি
শক্তা ন দেবনিকরা ব্রজিতুং মহিম্নাম্ ।
পার পরে পরমমোক্ষপদপ্রদাত্রি
তাং ত্বাং বদন্তি তটিনীমিব কেঽপি মোহাৎ
গঙ্গে সমস্তসুখদাযিনি কিঞ্চিদেব
জানাতি তে পশুপতির্ভগবান মহত্ত্বম্ ।
যস্মাদসৌ সুমনসা প্রবরোঽপি ভক্ত্যা
ধত্তে সদা স্বশিরসা জগদীশ্বরি ত্বাম্ ॥
গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি ।
পবিত্রাহি নমস্তুভ্যং রক্ষ মা সেবকং স্বকম ॥
পরব্রহ্মস্বরূপা ত্বা সর্ব্বলোকৈকমাতরম ।
শক্নোমি কিমহং স্তোতু ভ্রান্তচিত্তোঽত্র মোক্ষদে

ব্যাস উবাচ ।

ইতি স্তুতা জগদ্ধাত্রী তেন বিপ্রেণ ধীমতা ।
আবির্ব্বভূব সহসা গঙ্গা মূর্ত্তিমতী দ্বিজ ॥

কণিকা প্রাপ্ত হইযা পাপিমনুষ্যেরাও দেব দুর্লভ মূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। হে সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলযকারিণি। হে পরমেশ্বরি। তুমিই দেব ও পিতৃগণের পরম তৃপ্তিহেতু স্বাহা ও স্বধা, তুমি সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণ স্বরূপা, তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবি। যে ব্যক্তি ললাটফলকে তোমার তীরমৃত্তিকার সৈকত ও পুণ্ড্র ধারণ করে এবং তোমার সর্ব্বসাধার নাম ভক্তিপূর্ব্বক উচ্চারণ করে, আমার মস্তকে তদীয় সমস্ত পাদরেণু বিরাজিত হউক। হে ত্রিপথগে। হে ভব-বন্ধনহরে। তোমার তটে বাস, তোমার পাপহর বারি পান, তোমার নাম স্মরণ এবং তোমার তরঙ্গরাজি দর্শন করিয়া আমার পুনর্জ্জন্ম নষ্ট হউক। হে শুভে। স্বর্গ অতি উচ্চ ও অতি তুর্গম মনে করিয়া মনুষ্যগণ ভীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের এই ভয় মিথ্যা, কেন না হে অমৃত-দায়িনি। তোমার জলই স্বর্গগমনের সোপান স্বরূপ। হে মুক্তিদায়িনি অখিলেশ্বরি! হে সরিৎপ্রবরে। ত্রিপথগে। দেহিগণের দেহে পাপ ও রোগ সকল তাবৎ কালই অবস্থান করে, যাবৎ না তাহারা তোমার অমল উদকে স্নান করিয়া থাকে। হে পরম মোক্ষ-পদদায়িনি। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণ যে তোমার মহিমার অন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন না, সেই তোমাকে কেহ কেহ মোহ ক্রমে তটিনী নামে অভিহিত করিয়া থাকে। হে সর্ব্বশুভদায়িনি গঙ্গে। ভগবান পশুপতি তোমার মহত্ত্ব কিঞ্চিৎ অবগত আছেন তাই তিনি দেবগণ মধ্যে প্রধান হইয়াও হে জগদীশ্বরি। তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিতেছেন।১০৮—১১২। হে জগজ্জননি, সেবকবৎসলে। দেবি গঙ্গে। প্রসন্ন হও, পবিত্রাণ কর,তোমায় নমস্কার করি, হে পরমেশ্বরি আমায় রক্ষা কর। হে মোক্ষ-দায়িনি। তুমি পরব্রহ্মস্বরূপা ও মর্ত্ত্যলোকের একমাত্র মাতা, আমি ভ্রান্তচিত্ত,—তোমার স্তব করিতে পারি কি? ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজ। সেই বিমলাত্মা বিপ্র কর্ত্তৃক সেই

দদর্শ পুরতো গঙ্গাং দ্বিভুজাং মকরাসনাম্।
কুন্দেন্দুশঙ্খধবলাং সর্বাভরণভূষণাম্॥ ১১৮
রত্নকুম্ভসিতাম্ভোজ-সংস্থিতামভয়প্রদাম্।
শ্বেতবস্ত্রপরীধানাং মুক্তামালাবিভূষিতাম্॥ ১১৯
সুরূপাং সুদতীঞ্চৈব চন্দ্রায়ুতশশিপ্রভাম্।
চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্॥
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাম্।
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্॥
দিব্যরূপবিভূষাঞ্চ দিব্যমালাসমাবৃতাম্।
দৃষ্ট্বা তাং পরমপ্রীতো গঙ্গা গঙ্গেতি কীর্ত্তয়ন্।
ববন্দে চরণৌ তস্যাং শিরসালিঙ্গ্য মেদিনীম্॥
মোহয়ন্তী স্মিতৈর্লোকং সুপ্রীতা পরমেশ্বরী।
তমুবাচ ততো বিপ্র বরং বৃণ্বিতি জৈমিনে॥

ধর্ম্মস্ব উবাচ।

মাতস্ত্বৎসলিলস্পর্শাৎ ব্রহ্মহাপি চ মোক্ষভাক্।
পশ্যামি ত্বামহং সাক্ষাৎ সাধ্যং কিমপরৈর্বরৈঃ॥
তথাপেকং বরং যাচে ত্বন্নীরে পরমেশ্বরি।
মৃত্যুর্ভবতু মে দেবি ত্বন্নাম স্মরতোঽমলম্॥
ময়া কৃতেন স্তোত্রেণ যস্ত্বাং স্তৌতি সবিস্ময়ে।
সোঽপি ভুক্ত্বাখিলান্ ভোগানন্তে যাস্যতি সদ্গতিম্॥ ১২৬

গঙ্গোবাচ

অনয়া পরয়া ভক্ত্যা সন্তুষ্টাস্মি দ্বিজোত্তম।
শীঘ্রং তে কুশলং সর্ব্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
ত্বয়া কৃতমিদং স্তোত্রং ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ।
তস্যাহমতিসন্তুষ্টা দাস্যামি মুক্তিমুত্তমাম্॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ সা দেবী ভক্তবৎসলা।
ধর্ম্মস্বনাম্নে বিপ্রেন্দ্র তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১২৮
সোঽপি বিপ্রো বরং লব্ধ্বা কৃতকৃত্য ইবাভবৎ
গঙ্গাতীরেঽবসৎ তত্রৈব তস্থৌ বিপ্র মনোরমে॥
ততঃ কালেন কিয়তা বিমলে জাহ্নবীজলে।
সুখমৃত্যুং সমাসাদ্য স জগাম পরং পদম্॥১৩০
কালকল্লোহপি পাপাত্মা সিক্তো গঙ্গাম্বুশীকরৈঃ

জগদ্ধাত্রী গঙ্গা এইরূপে স্তুত হইয়া সহসা সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূত হইলেন। বিপ্র দেখিলেন—সম্মুখে গঙ্গা বিরাজমানা, তিনি দ্বিভুজা, মকরাসনস্থিতা, কুন্দেন্দুশঙ্খ-ধবলা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, রত্নকুম্ভ ও শ্বেতপদ্মোপরি বিরাজিতা, অভয়প্রদা, শ্বেতবস্ত্রা, মুক্তামালা-মণ্ডিতা, সুরূপা, সুদর্শনা, চামরবীজিতা, শ্বেতচ্ছত্রবিরাজিতা, সুপ্রসন্না, সুবদনা, করুণার্দ্রচিত্তা, ত্রিলোকনমিতা, দেবাদিবন্দিতা, দিব্যরূপবিভূষণা এবং দিব্যমাল্যপরিবৃতা। ধর্ম্মস্ব বিপ্র তাঁহাকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং গঙ্গা গঙ্গা বলিতে বলিতে মস্তকদ্বারা মেদিনী স্পর্শপূর্ব্বক তদীয় চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। হে জৈমিনে। তখন সেই সুপ্রীতা ঈষৎ হাস্যে জগৎ মুগ্ধ করিয়া বিপ্রকে বলিলেন,—তুমি বর গ্রহণ কর। ধর্ম্মস্ব কহিলেন,—হে মাতঃ। তোমার জল-স্পর্শে ব্রহ্মঘ্ন ব্যক্তিও মুক্তি পাইয়া থাকে। সেই তোমাকে আমি সাক্ষাৎ অবলোকন করিলাম, আমার আর অপর বরে প্রয়োজন কি? এই তথাপি হে পরমেশ্বরি। আমি একটি বর প্রার্থনা করি যে, তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার অমল জলে যেন আমার মরণ হয়। মৎকৃত এই স্তোত্র দ্বারা যে মানব তোমার স্তব করে, অখিল ভোগ উপভোগ করিয়া সেও অন্তে সদগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১১৩—১২৬।

গঙ্গা কহিলেন,—হে দ্বিজবর। তোমার এই পরম ভক্তি দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। শীঘ্রই তোমার সমস্ত কুশল হইবে। যে ভক্তিমান নর তোমার কৃত এই স্তোত্র পাঠ করিবে, তাহার প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উত্তম মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। ব্যাস বলিলেন,—সেই ভক্তবৎসলা দেবী ধর্ম্মস্ব নামক বিপ্রকে এই বর প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন সেই বিপ্র বরলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং সেই মনোরম গঙ্গাতটেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে বিমল জাহ্নবীজলে সুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া

প্রাপ্তবানুত্তমং মোক্ষমন্যেষাং কা কথা দ্বিজ ॥
অনিচ্ছয়াপি গাঙ্গেয়ং জলং স্পৃষ্ট্বা ফলন্ত্বিদম্ ।
স্পৃশতাং ভক্তিভাবেন কিংভবেজ্জ্ঞায়তে নহি
গঙ্গাসমং নাস্তি তীর্থং ভূয়োভূয়ো ময়োচ্যতে ।
যদম্বুকণিকাং স্পৃষ্ট্বা পরমং ধাম লভ্যতে ॥১৩৩
যে ভক্তিভাবেন সরিদ্বরায়াঃ
স্পৃশন্তি চাম্ভঃকণিকামপীহ ।
তে যান্তি নূনং পদমচ্যুতস্য
পাপৈর্ব্বিমুক্তাঃ সকলৈর্ম্মহোগ্রৈঃ ॥ ১৩৪

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

পুনর্ব্বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম ।
গঙ্গাকথামৃতাপানং কুরু মুক্তিং যদীচ্ছসি ॥ ১

দানং দত্তং তেন সর্ব্বং তেন সর্ব্বে মখাঃ কৃতাঃ
তেন প্রপূজিতো বিষ্ণুর্যদ্ভক্তির্ভীষ্মমাতরি ॥ ২
গঙ্গায়াং ধর্ম্মকর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে যানি কানিচিৎ ।
অক্ষয়াণি ভবন্তিস্ম তানি সর্ব্বাণি জৈমিনে ॥ ৩
বহন্তং জনমালোক্য গাঙ্গেয়ানি জলানি চ ।
ভক্ত্যা গচ্ছেৎ সমুত্থায় সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ
গঙ্গাজলেষাগতেষু যো নোত্তিষ্ঠতি ভক্তিতঃ ।
পঙ্গুতা শাশ্বতী তস্য জন্মজন্মনি জৈমিনে ॥ ৫
গাঙ্গেয়ং জলমাসাদ্য যো ন গৃহ্লাতি ভক্তিতঃ ।
জন্মকোট্যার্জ্জিতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি তৎক্ষণাৎ
গঙ্গাতীরং জিগমিষুং যস্তু বারযতি দ্বিজ ।
স যাতি নরকং তত্র তিষ্ঠেদব্দশতাবধি ॥ ৭
মূত্রং বাপি পুরীষং বা গঙ্গাতীরে ত্যজেত্তু যঃ
ন দৃষ্টা নিষ্কৃতিস্তস্য কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৮
শ্লেষ্মাণং বাপি নিষ্ঠীবং গঙ্গাগর্ভে ত্যজেত্তু যঃ ।
স নূনং নরকে ঘোরে তিষ্ঠত্যেব ন সংশয়ঃ ॥

ব্রাহ্মণ পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। হে দ্বিজ! পাপাত্মা কালকল্প ও গঙ্গাম্বুশীকরে সিক্ত হইয়া উত্তম মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে আর অন্যের কথা কি? অনিচ্ছাপূর্ব্বক গঙ্গাজল স্পর্শে যখন এই ফল, তখন ভক্তিভাবে গঙ্গাজলস্পর্শে যে কি ফল হয় তাহা অজ্ঞেয়। আমি বার বার বলিতেছি গঙ্গার সমান তীর্থ নাই। যাহার অম্বুকণা স্পর্শেও পরমধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তি ভক্তিভাবে সরিৎপ্রবরা গঙ্গার জলকণিকা স্পর্শ করে, তাহারা নিশ্চয়ই উৎকট উৎকট পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২৭—১৩৪।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আমি পুনরায় উত্তম গঙ্গামাহাত্ম্য বলিতেছি, যদি মুক্তি চাও, তবে গঙ্গা-কথারূপ সুধাপান কর। ভগবতী ভীষ্মমাতায় যাহার ভক্তি, তৎকর্ত্তৃক সকল দানই দত্ত, ও সমস্ত যজ্ঞই কৃত হইয়াছে এবং তৎকর্ত্তৃকই বিষ্ণুদেব সম্যক্ অর্চ্চিত হইয়াছেন। হে জৈমিনে! গঙ্গায় যত কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করা হয়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। গঙ্গাজল বহনকারী ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়া যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক উঠিয়া গমন করে, তাহারও অশ্বমেধফল লাভ হয়, হে জৈমিনে! গঙ্গা-জল আসিলে যে জন ভক্তির সহিত উত্থিত না হয়, জন্মজন্মে তাহার চিরপঙ্গুত্ব হইয়া থাকে। গঙ্গাজল প্রাপ্ত হইয়া যে তাহা যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ না করে, তাহার কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরগমনেচ্ছু ব্যক্তিকে নিবারণ করে, সে শত বৎসরাবধি ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে মূত্র বা পুরীষ পরিত্যাগ করে, শতকোটি কল্পেও তাহার নিষ্কৃতি দেখা যায় না। ১—৮। যে ব্যক্তি গঙ্গাগর্ভে শ্লেষ্মা বা

উচ্ছিষ্টং কল্লনঞ্চৈব গঙ্গাগর্ভে চ যস্ত্যজেৎ।
স যাতি রৌরবং বিপ্র ব্রহ্মহত্যাঞ্চ বিন্দতি ॥ ১০
গঙ্গারোধসি যঃ পাপং কুরুতে মূঢবীর্নরঃ।
তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্ব্বং নান্যতীর্থেঽপি শাম্যতি ॥
অন্যতীর্থে কৃতং পাপং তদ্গঙ্গায়াং বিনশ্যতি।
গঙ্গায়াং যৎ কৃতং পাপং তৎ কুত্রাপি ন শাম্যতি
তস্মাৎ পাপং ন কর্ত্তব্যং গঙ্গাগর্ভে বিচক্ষণৈঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৩
ন তে দেশা ন তে শৈলা ন চ তানি বনানি চ
পাপবিধ্বংসিনী যত্র ন তিষ্ঠেৎ সুরনিম্নগা ॥ ১৪
গঙ্গাতীরং পরিত্যজ্য মুহূর্ত্তমপি জৈমিনে।
নহি স্থাতব্যমন্যত্র যদি কার্য্যশতানি চ ॥ ১৫
ভিক্ষান্নমেব ভুক্ত্বা চ স্থাতব্যং জাহ্নবীতটে।
ন চান্যত্র ক্ষণমপি প্রাপ্য ভূপালতামপি ॥ ১৬
সন্ত্যজ্য দেহং গঙ্গায়াং ব্রহ্মহাপি চ মুক্তয়ে।
অন্যত্র মুক্তয়ে ন স্যাদশ্বমেধসহস্রকৃৎ ॥ ১৭

গঙ্গাতীরে বসন যস্তু হরিপূজাপরো ভবেৎ।
তদানৃণ্যং ন জানে কিং বিষ্ণুর্দত্ত্বা গমিষ্যতি ॥
জন্মজন্মান্তরং যেন কদাচিন্নার্চ্চিতো হরিঃ।
ভক্তির্ন বর্ত্ততে তস্য গঙ্গায়াং লোকমাতরি ॥১৯
শ্রূয়তাং দ্বিজশার্দ্দুল ভূয়োভূয়ো ব্রবীম্যহম্।
স্নান বিধায় গঙ্গায়াং যান্তু সর্ব্বে পরম্পদম্ ॥২০
মৃত্যুকালে বদেদ্‌যস্তু গঙ্গাগঙ্গেতি মানবঃ।
বিমুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্বসেদ্দিবি যুগাযুতাম্ ॥
যস্তু গঙ্গাকথারম্ভো মৃত্যুকালে ভবেদ্দ্বিজ।
স গচ্ছেদ্বিষ্ণুভবন গলিতাখিলপাতকঃ ॥ ২২
যস্তু স্মারয়তি প্রাজ্ঞো মৃত্যুকালে দ্বিজোত্তম।
গঙ্গেতি মুক্তিদং নাম তস্য তুষ্টো ভবেদ্ধরিঃ ॥
মৃত্যুকালে ভবেদ্‌যস্য গঙ্গামৃৎপুণ্ড্রমুত্তমম্।
স্থানেষু পুণ্ড্রযোগ্যেষু স যাতি ত্রিদিবং ধ্রুবম্
গঙ্গাস্নায়িনমালোক্য ত্যজেদ্‌যস্তু কলেবরম্।

নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করে, সে ঘোর নরকে অবস্থিত হয়, সন্দেহ নাই। যে গঙ্গাগর্ভে উচ্ছিষ্টাদি পরিত্যাগ করে, হে বিপ্র! তাহার রৌরব-নরকে গতি হয়, সে ব্রহ্মহত্যা পাপও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মূঢবুদ্ধি নর গঙ্গাতীরে পাপানুষ্ঠান করে, তাহার সে পাপ অক্ষয় হয়, অন্য কোন তীর্থেও তাহার সে পাপ নষ্ট হয় না। গঙ্গায় কৃত পাপ কুত্রাপি প্রশমিত হইবার নহে। সুতরাং বিজ্ঞ লোকেরা কদাচ গঙ্গাগর্ভে পাপাচরণ করিবেন না। কর্ম্ম মন বাক্য দ্বারা ধর্ম্ম সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। সে দেশ—দেশ নহে, সে পর্ব্বত—পর্ব্বত নহে এবং সে বন বন নহে, যে দেশে যে পর্ব্বতে বা যে বনে সুরশৈবলিনী প্রবাহিতা নহেন। হে জৈমিনে! যদি শত কার্য্যও থাকে, তথাচ মুহূর্ত্ত মাত্র গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান কর্ত্তব্য নহে। ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়াও, জাহ্নবীতটে বাস করিবে, অন্যত্র রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষণকাল অবস্থান করিবে না। গঙ্গায় দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মহা ব্যক্তিও মুক্ত হয়, অন্যত্র সহস্র অশ্বমেধ করিয়াও মুক্তি ঘটে না। গঙ্গাতীরে বাস করিয়া যে জন হরিপূজা-পরায়ণ হয়, বিষ্ণু তাহাকে কি যে আনৃণ্য প্রদান করিয়া যান, তাহা আমার অজ্ঞেয়। যে জন জন্ম-জন্মান্তরে কখনও হরিপূজা করে নাই, লোকজননী গঙ্গায় তাহার ভক্তি হয় না। হে দ্বিজবর! শ্রবণ কর, আমি পুনঃপুনঃ বলিতেছি, গঙ্গায় স্নান করিয়া সকলেই পরম পদ প্রাপ্ত হউক। যে মানব মৃত্যু-কালে গঙ্গা গঙ্গা উচ্চারণ করে, সে পাপ-বিমুক্ত হইয়া অযুত যুগ পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। হে দ্বিজ! মৃত্যুকালে যে জন গঙ্গা কথার উপক্রম করে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সেও বিষ্ণু ভবনে গমন করিয়া থাকে।১৯—২২। হে দ্বিজবর! যে ব্যক্তি মানবকে মৃত্যুকালে 'গঙ্গা' এই মুক্তিপ্রদ নাম স্মরণ করাইয়া দেয়, হরি তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন। মৃত্যুকালে যে ব্যক্তির যথাযোগ্য স্থানে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক শোভা পায়, সে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ করে। হে দ্বিজবর! যে ব্যক্তি অন্যকে গঙ্গাস্নান

শ্মশানেঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ স গঙ্গামরণং লভেৎ ॥২৫
তিষ্ঠন্ত্যস্থীনি গঙ্গায়াং যাবৎ কাল শরীরিণ।
তাবৎকল্পসহস্রস্তু বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৮
যস্য মজ্জতি গঙ্গায়াং ভস্মাস্থিনখরাণি চ।
শিরোরুহাণ্যপি প্রাজ্ঞ স বিষ্ণুভবনং ব্রজেৎ ॥
স্থিতেষ্বস্থিষু গঙ্গায়াং যৎ ফলং লভতে নরঃ।
ব্রবীমি তৎ ফলং সর্ব্বং শৃণ্বনন্যমনা দ্বিজ ॥ ২৮
একদা ভগবান শক্রো নানালঙ্কারভূষিতঃ।
ক্রীড়াগৃহং যযৌ কামী যুবত্যা পদ্মগন্ধয়া ॥ ২৯
পদ্মগন্ধা বসজ্ঞা সা সম্প্রাপ্তনবযৌবনা।
নানারসপ্রদানেন চকার স্ববশং পতিম্ ॥ ৩০
স্বপত্ন্যাঃ স্বর্ণপর্য্যঙ্কে ততঃ শিশুমৃগীদৃশঃ।
তস্যাঃ পাদতলে জিষ্ণুরুবাস স্মরপীড়িতঃ ॥৩১
প্রীতস্তস্যৈ স্বয় শক্রো নির্ম্মায় পর্ণবীটিকাম।
দদাতিস্ম দ্বিজশ্রেষ্ঠ তদগুণাকৃষ্টমানস ॥ ৩২
এতস্মিন্নেব কালে সা শচী দৈবাৎ সমাগতা
সমস্তলক্ষণৈর্যুক্তা ভূষিতা সর্ব্বভূষণৈ ॥ ৩৩

গত্বা তথাবিধং তত্র শক্রং দৃষ্ট্বামরাধিপম্।
ভৃশং চুকোপ পৌলোমী প্রাহেতি চ বরাননা

শচ্যুবাচ।

দেব কিং কুরুষে কান্ত ত্বং সমস্তসুরাধিপঃ।
মম দাসীস্বরূপায়ৈ দদাসি পর্ণবীটিকাম ॥ ৩৫
স্পৃশন্তি ত্রিদশা যস্য শিরসা চরণৌ তব।
স কথং পদ্মগন্ধায়া দাস্যাঃ পাদতলে প্রভো ॥
লাবণ্যহীনা মুখরা বর্জ্জিতা সকলৈর্গুণৈঃ।
তথাপি পদ্মগন্ধেয়ং ভবতঃ প্রীতয়েঽভবৎ ॥ ৩৭
সকণ্টকাং রজঃপূর্ণাং কেতকীং মধুবর্জ্জিতাম।
যাতি তাঞ্চ সুগন্ধিত্বাৎ ভৃঙ্গঃ স্যান্নচ তদ্বশঃ ॥
সুন্দরীকোটিভর্ত্তা ত্বং সমস্তরসবিৎ পুমান।
কথমেব বিধং কর্ম্ম কুরুষেঽত্যন্তকুৎসিতম্ ॥৩৯
নির্গুণে পদ্মগন্ধে ত্বং যাহি দূরম্পতিং ত্যজ।
ত্বমীশ্বরীব পর্য্যঙ্কে শক্রঃ পাদতলে তব ॥ ৪

ব্যাস উবাচ।

তয়া নির্ভর্ৎসিতা সাধ্বী পৌলোম্যা বহুধা ততঃ

স্মরিতে দেখিয়া শ্মশানেও কলেবর পরিহার করে, তাহারও গঙ্গাস্নান তুল্য ফল হইয়া থাকে। যতকাল দেহীর দেহাস্থি গঙ্গায় অবস্থান করে, তাবৎ সহস্রকাল (কল্প) বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে। হে প্রাজ্ঞ! যাহার ভস্ম অস্থি নখর ও কেশ গঙ্গায় পতিত হয়, তাহারও বিষ্ণুভবনে গতি হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! গঙ্গায় অস্থি অবস্থিত হইলে নর যে ফল লাভ করে, আমি তৎসমস্ত ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভগবান ইন্দ্র নানালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পদ্মগন্ধানাম্নী নবযৌবনা রসজ্ঞা যুবতীর সহিত ক্রীড়াগৃহে প্রবেশ করিলেন, পদ্মগন্ধা নানারস প্রদানে ইন্দ্রকে স্বীয়বশে আনয়ন করিয়াছিল। বালমৃগাক্ষী পদ্মগন্ধা স্বর্ণপর্য্যঙ্কে শয়ানা, ইন্দ্র স্মরপীড়িত হইয়া তাহার পাদতলে উপবিষ্ট। পদ্মগন্ধার গুণে ইন্দ্রের মন আকৃষ্ট হইয়াছে, ইন্দ্র প্রীতিভরে পর্ণবীটিকা নির্ম্মাণ করিয়া পদ্মগন্ধাকে প্রদান করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বসুলক্ষণা সর্ব্বভূষণভূষিতা শচী দেবী দৈবাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রকে তদবস্থায় দর্শনপূর্ব্বক অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন,—হে দেব! তুমি সমস্ত দেবের অধিপতি, হে কান্ত! তুমি এ কি করিতেছ? তুমি আমার দাসীভূতা কামিনীর হস্তে পর্ণবীটিকা প্রদান করিতেছ? প্রভো! ত্রিদশগণ মস্তক দ্বারা তোমার চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া থাকেন, আর সেই তুমি কিনা দাসী পদ্মগন্ধার পদতলে উপবিষ্ট! লাবণ্যহীনা মুখরা সর্ব্বগুণবর্জ্জিতা, তথাচ এই পদ্মগন্ধা তোমার প্রীতিপাত্র! কণ্টকযুতা রজঃপরিপূর্ণা মধুহীনা কেতকীর নিকট ভৃঙ্গ সুগন্ধ লোভেই যাইয়া থাকে, কিন্তু তাহার বশীভূত সে হয় না। তুমি কোটি কোটি সুন্দরীর ভর্ত্তা, সমস্ত রসকোবিদ পুরুষ, তুমি কেন এমন কুৎসিত কর্ম্ম করিতেছ?২৩—৩৯। রে নির্গুণে পদ্মগন্ধে! তুই দূর হইয়া যা পতিকে পরিত্যাগ কর্। তুই ঈশ্বরীর ন্যায় পর্য্যঙ্কে অবস্থিতা, আর ইন্দ্রদেব তোর

উবাচ পদ্মগন্ধা সা ক্রোধাদিতি বরাঙ্গনা ॥ ৪১

পদ্মগন্ধোবাচ।

গুণং বা মম দোষং বা স্বয়ং স্বামোব বেত্তি বৈ
কেনাধিকারেণাগত্য ত্বং মা নিন্দসি নির্গুণে ॥
অন্যো নেত্রদ্বয়েনাপি পশ্যেদ্দোষং গুণন্তথা।
সহস্রনেত্রৈরপ্যেষ ন পশ্যেৎ কিং দুরাশয়ে ॥৪৩
যথা দোষো হি লোকানাং প্রচরেন্ন তথা গুণঃ
আদৌ কলঙ্কশ্চন্দ্রস্য দৃশ্যতে গুণিভির্জনৈঃ ॥৪৪
অনর্থভাষিণী ক্রূরা কুমূর্ত্তির্গুণবর্জ্জিতা।
যদাহং নাস্মি গুণিনং ভজতু ত্বাং তদা পতিঃ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা পদ্মগন্ধা ক্রোধাৎ কোকনদাননা।
উত্তস্থৌ স্বর্ণপর্য্যঙ্কাৎ কুর্ব্বতী করুণং মহৎ ॥ ৪৬

ইন্দ্র উবাচ।

প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি শ্রেষ্ঠে মাং বিহায় ক্ব গচ্ছসি।
অহং কিমপরাধন্তে কৃতবান বদ সুন্দরি ॥ ৪৭

কান্তে দাসোহস্ম্যহং নূনং দাসকর্ম্ম করোমি তে
দাসপত্নী ভবেদ্দাসী দাসীবাক্যং শৃণোষি কিম্
সমুত্থায় ততং ক্রোড়মানীতা তেন সুন্দরীম্।
শক্রেণ সা পুনঃ প্রাহ পৌলোমী ভৃশদুঃখিতা

শচ্যুবাচ।

ক্রৌঞ্চি ত্বজ্জীবনং ধন্যং ব্যর্থং মজ্জীবনং ধ্রুবম্।
ত্বং স্বামিসুভগা নিত্যং দুর্ভগাহং বরাঙ্গনা ॥৫০
যাবৎ পুণ্যক্ষয়ং ক্রৌঞ্চি ন ভবেত্তব নির্গুণে।
দেবেন্দ্রেণ সমং তাবৎ কুরু কেলিং যথাসুখম্
কিয়দ্ভির্দ্দিবসৈঃ ক্রৌঞ্চি পুণ্যং যাস্যতি তে ক্ষয়ম্
ক্রৌঞ্চবংশসমুৎপন্না দুঃখং ভূয়োহপি ভোক্ষ্যসে
অত্যদ্ভুতং বচস্তস্যাঃ পদ্মগন্ধা নিশম্য সা।
দ্বন্দ্বভাবং পরিত্যজ্য প্রণম্যোবাচ তাং সতীম্

পদ্মগন্ধোবাচ

পুলোমজে বরারোহে চিত্রমেতত্ত্বয়োদিতম্।
ক্রৌঞ্চী কথমহং ব্রূহি শ্রোতুমিচ্ছামি যত্নতঃ ॥
কাহং কুত্র স্থিতা বাপি কথমত্রাগতা সতি।

পাদতলে। ব্যাস বলিলেন, শচী সাধ্বী পদ্মগন্ধাকে বহুধা ভৎসনা করিলে, বরাঙ্গনা পদ্মগন্ধা তাহাকে ক্রোধবশতঃ বলিল, আমার গুণই থাকুক, আর দোষই থাকুক, প্রভু তাহা জানেন। কিন্তু রে নির্গুণে! আমাকে নিন্দা করিবার তোর অধিকার কি? অন্যে দুই নেত্র দ্বারা গুণদোষ অবলোকন করে, কিন্তু রে দুরাশয়ে! ইনি কি সহস্র নেত্র দ্বারা তাহা দেখিতে পান না। লোকের দোষ যতটা প্রচার হয়, গুণ সেরূপ হয় না। লোকে গুণশালী চন্দ্রের কলঙ্কই অগ্রে অবলোকন করে। আমি যদি অনর্থভাষিণী ক্রূরা কুরূপা ও গুণহীনা হই, তবে পতি ইন্দ্র তোমাকেই ভজনা করুন। ব্যাস বলিলেন,—ক্রোধে পদ্মগন্ধার মুখ রক্তোৎপলচ্ছবি ধারণ করিল। সে ঐ সকল কথা কহিয়া বহু কারুণ্য প্রকাশ করত স্বর্ণপর্য্যঙ্ক হইতে উত্থিত হইল। ইন্দ্র কহিলেন,—হে প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরি! আমায় পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় গমন করিতেছ? আমি কি অপরাধ করিলাম তাহা আমায় বল, হে কান্তে! আমি নিশ্চয়ই তোমার দাস, তোমার দাসকর্ম্মই আমি করিতেছি। দাসের পত্নী দাসী, সুতরা দাসীর কথা শুনিতেছ কেন? এই বলিয়া ইন্দ্র উত্থিত হইয়া সেই সুন্দরীকে স্বীয় ক্রোড়ে আনয়ন করিলেন। তখন শচী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুনর্বার বলিলেন, -ক্রৌঞ্চি! তোর জীবন ধন্য, আমারই জীবন অধন্য। তুই নিত্য স্বামি-সুভগা, আমি বরাঙ্গনা হইয়াও দুর্ভগা। রে নির্গুণে, ক্রৌঞ্চি! যাবৎ তোর পুণ্যক্ষয় না হইবে, তাবৎ তুই দেবেন্দ্র সহ সুখে কেলি করিতে থাক। কিয়দ্দিন পরেই তোর পুণ্য ক্ষয় হইবে, তখন ক্রৌঞ্চবংশে জন্মিয়া পুনর্বার তুই দুঃখ ভোগ করিবি। ৪০—৫২। তখন পদ্মগন্ধা শচীর সেই অত্যদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বন্দ্বভাব পরিহারপূর্ব্বক প্রণামান্তে সতী শচীকে কহিল,—অয়ি বরারোহে! পুলোমনন্দিনি! তুমি তো বড় আশ্চর্য্য কথা কহিলে, আমি কিরূপে ক্রৌঞ্চী ছিলাম

কালৈঃ কিয়দ্ভিস্মৎপুণ্যং ক্ষীণত্বং প্রতিযাস্যতি ॥
শচ্যুবাচ।
পদ্মগন্ধে পুরা ত্বং হি ক্রৌঞ্চপক্ষিকুলোদ্ভবা।
অমেধ্যামামিষং কীটং ভক্ষয়ন্তী ক্ষিতৌ স্থিতা ॥
ন্যগ্রোধতরুরেকোঽস্তি গঙ্গাতোরসি নির্ম্মলে।
তত্র নীড় বিনির্ম্মায় ভবত্যা বসতিঃ কৃতা ॥ ৫৭
একদা কৃষ্ণসর্পেণ তস্মিন ন্যগ্রোধপাদপে।
নীড়ং প্রবিশ্য দষ্টা ত্বং সহসা পঞ্চতাং গতা ॥৫৮
দ্রব্যাণি তব সর্ব্বাণি স সর্পোঽভক্ষয়ৎ ক্ষুধা।
স্থিতানি তত্রৈবাস্থীনি নিস্থা সানি বরাননে ॥
কদাচিৎ পবনৈর্ভদ্রে মহদ্ভিঃ স তু পাদপঃ।
ভগ্নঃ পপাত গঙ্গায়া সমূলোঽপি জলে মহান ॥
গঙ্গায়াঃ সলিলে তস্মিন ন্যগ্রোধে পতিতেঽমলে
প্লাবিতানি তবাস্থীনি তেনৈব সুরবল্লভে ॥ ৬০
যাবদস্থীনি গঙ্গায়া সলিলে তব সন্তি বৈ
তাবত্ত্বং স্বামিসুভগা ভবিষ্যসি সদৈব হি ॥ ৬১
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং পদ্মগন্ধে মনাধুনা
যেন পুণ্যপ্রভাবেন শক্রোঽপি বশগস্তব ॥ ৬৩
ধন্যা সা জাহ্নবী দেবী ক্রৌঞ্চী যস্যাঃ প্রসাদতঃ
ত্বমস্পৃশ্যাপি চাণ্ডালৈরঙ্কে স্বপসি বজ্রিণঃ ॥ ৬৪
তেনাপমানিতা সাধ্বী শক্রেণৈব পুলোমজা।
পরিম্লানমুখাম্ভোজা সা জগাম যথাপথা ॥ ৬৫
শক্রাঙ্ক এব সা তস্থৌ পদ্মগন্ধা বরাননা।
তদ্বাক্যং হৃদয়ে তস্যা জাগরূকমবস্থিতম্‌ ॥৬৬
অথৈকদা সুরাধীশং সুপ্রীতস্তদগুণৈর্দ্বিজ।
বর বরয় সুশ্রোণি তত সা প্রত্যুবাচ হ ॥ ৬৭
পদ্মগন্ধোবাচ।
ত্বং সর্ব্বদেবতাধীশো নারীকোটিপতিস্তথা।
তথাপি মদধীনোঽসি স্বামিন কিমপরৈর্ব্বরৈঃ ॥
তথাপি ত্বং বর দিৎসুর্যদা নূনং সুরোত্তম।
বস্মান্‌ মনসা বাচা প্রতিজ্ঞা কুরু মৎপুরঃ ॥
ইন্দ্র উবাচ।
জীবনঞ্চ ধনঞ্চৈব রাজ্যঞ্চৈব পরিচ্ছদং

বল, আমি উহা সাদরে শুনিতে ইচ্ছা করি। কে আমি কোথায় ছিলাম? কত কালে আমার পুণ্য ক্ষয় হইবে? শচী বলিলেন পদ্মগন্ধে! পূর্ব্বে তুমি ক্রৌঞ্চ পক্ষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। অমেধ্য আমিষ ও কীট তোমার ভক্ষ্য ছিল। নির্ম্মল গঙ্গাতটে এক ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে। তথায় নীড় নির্ম্মাণ করিয়া তুমি বাস করিতে ছিলে একদা এক কৃষ্ণ সর্প সেই ন্যগ্রোধ পাদপস্থ নীড়ে প্রবেশ করিয়া তোমায় দংশন করে, তাহাতে তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হও। সর্প ক্ষুধাবশতঃ তোমার মৃত দেহ ভক্ষণ করে, কেবল নির্ম্মাংস অস্থি সকল পতিত থাকে। হে ভদ্রে! একদা বিপুল বায়ু-প্রবাহে তোমার বাসবৃক্ষ ভগ্ন হইয়া সমূলে গঙ্গাজলে নিপতিত হয়। অমল গঙ্গাজলে ন্যগ্রোধ বৃক্ষ নিপতিত হওয়ায় তোমার অস্থি সকল জলপ্লাবিত হইয়া যায়। হে সুরবল্লভে! তোমার সেই অস্থি সকল যাবৎ পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে থাকিবে তাবৎ তুমি সর্ব্বদা স্বামিসৌভাগ্যবতী হইয়া রহিবে। অয়ি পদ্মগন্ধে যে পুণ্যপ্রভাবে ইন্দ্র তোমার বশীভূত, আমি তোমার নিকট এখন এই সেই সকল কথা কহিলাম সেই জাহ্নবীদেবী ধন্যা, কেননা তাঁহার প্রসাদে ক্রৌঞ্চী তুমি চণ্ডাল জনের ও অস্পৃশ্যা হইয়াও বজ্রপাণি ইন্দ্রের অঙ্কে শয়ন করিতেছ। এই বলিয়া সাধ্বী শচী ইন্দ্র কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া ম্লান মুখে যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। ৫৩—৬৫। এদিকে বরাঙ্গনা পদ্মগন্ধা ইন্দ্রের অঙ্কে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শচীর বাক্য পদ্মগন্ধার হৃদয়ে চির জাগরূক রহিল। হে দ্বিজ! একদা পদ্মগন্ধার গুণে প্রীত হইয়া সুরপতি কহিলেন, হে সুশ্রোণি! তুমি বর গ্রহণ কর। পদ্মগন্ধা প্রত্যুত্তরে কহিল, তুমি সর্ব্বদেবতার অধীশ্বর, কোটি কোটি সুন্দরীর পতি, তথাপি তুমি আমার অধীন, হে স্বামিন! আমার আর অপর বরে প্রয়োজন কি? হে সুরবর! যদি একান্তই আমায় বরদানে সমুৎসুক হইয়া থাক, তবে কায়মনোবাক্যে আমার

আজ্ঞাপয় কিমেতেষাং তুভ্যং দাস্যামি সুন্দরি
সত্যং সত্যং ময়া প্রোক্তং সন্দেহো নাত্র বিদ্যতে
যদীচ্ছসি মৃগীনেত্রে তত্তে দাস্যামহং ধ্রুবম্ ॥
পদ্মগন্ধোবাচ।
নূনমেব প্রসন্নোঽসি যদি মে ত্রিদিবেশ্বর।
জন্ম মে হস্তিনীযোনৌ ভূয়াদেহীতি মে বরম্ ॥
ইন্দ্র উবাচ।
কৃতপ্রতিজ্ঞঃ সুশ্রোণি বরং তেঽহং দদামি তৎ
কিন্তু দুঃখানি জাতানি বহূনি হৃদয়ে মম ॥ ৭৩
ত্বামদৃষ্ট্বা বরারোহে প্রীতির্ন প্রাপ্যতে ক্ষণম্।
কথং তে চিরবিচ্ছেদং সোঢ়ুং শক্নোমি দুঃসহম
যদা ময্যনুকম্পাস্তি তব পীনপয়োধরে।
তদা কিয়দ্দিনং তিষ্ঠ ময়া সহ বরাঙ্গনে ॥ ৭৫
ততো দেবাধিরাজস্য কৃত্বা প্রীতিমুজ্জ্বলাম্।
বর্ষাণামযুতং স্থিত্বা শক্র সা পুনরব্রবীৎ ॥ ৭৮
পদ্মগন্ধোবাচ
আজ্ঞাং দেহি সুরাধীশ সাবিত্র্যাং গমনে বরম।
ব্রজাম্যহং কর্ম্মভূমিং বন্দে পাদদ্বয়ং তব ॥ ৭৭
ইন্দ্র উবাচ।
ত্বৎপ্রেমসিন্ধুমগ্নেন ময়া চন্দ্রনিভাননে।
স্থিত্বা কিয়দ্দিনং পশ্চাৎ গমিষ্যসি যথাসুখম্ ॥
ততস্তু কৌতুকাগারে তেন সার্দ্ধমহর্নিশম্।
ক্রীড়ন্তী পদ্মগন্ধা সা তস্থৌ বর্ষাযুত পুনঃ ॥ ৭৯
ততঃ সর্ব্বসুরাধীশং সেতি প্রাহ মুদান্বিতা।
আদেশং কুরু গচ্ছামি পৃথিবীং ত্রিদশেশ্বর ॥৮০
ইন্দ্র উবাচ।
জাড্যং জহীহি সুশ্রোণি তিষ্ঠাত্রৈব ময়া সহ।
ত্বাং ত্যক্তুং নহি শক্নোমি প্রাণেভ্যোঽপি
গরীয়সীম ॥ ৮১
পদ্মগন্ধোবাচ
পুণ্যক্ষয়ে সুরাধীশ যদা যাস্যামহং ভুবম্।
তদা চিরন্তে বিচ্ছেদো ভবিষ্যতি ময়া সহ ॥ ৮২
ত্বদ্বিচ্ছেদভয়ান্নাথ পুনর্গন্তুং ভুবং প্রতি।
ইচ্ছাম্যহং সুরশ্রেষ্ঠ পুণ্যোপার্জ্জনহেতবে ॥৮৩

সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর। ইন্দ্র কহিলেন, জীবন, ধন, রাজ্য পরিচ্ছদ, ইহার কি তোমায় প্রদান করিব বল আমি সত্য সত্যই বলিতেছি ইহাতে সন্দেহ কিছুই নাই। হে মৃগাক্ষি! তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। পদ্মগন্ধা কহিল, -হে ত্রিদিবপতে! সত্যই যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া থাক তবে হস্তিনী-যোনিতে আমার জন্ম হউক এই বরই আমায় প্রদান কর। ইন্দ্র কহিলেন হে সুশ্রোণি! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সুতরাং তোমায় এই বর প্রদান করিলাম, কিন্তু আমার হৃদয়ে আজ বহুদুঃখ উপস্থিত। হে বরারোহে! তোমাকে না দেখিয়া আমি ক্ষণকালও প্রীতিলাভ করিব না, তোমার দুঃসহ চিরবিচ্ছেদ কিরূপে আমি সহ্য করিব। অয়ি পীন-পয়োধরে! আমার প্রতি যদি তোমার অনুকম্পা থাকে, তবে আরও কিছুদিন আমার সহিত তুমি বাস কর। অনন্তর দেবাধিপতির প্রীতিবিধান করিয়া পদ্মগন্ধা অযুতবর্ষ যাবৎ তৎসমীপে অবস্থানপূর্ব্বক পরে পুনরায় বলিল,—হে সুরাধিপতে! আমার মনোরথসাধনে আজ্ঞা প্রদান করুন, আমি কর্ম্মভূমিতে যাই, আপনার পাদদ্বয় বন্দনা করি। ইন্দ্র কহিলেন, -হে চন্দ্রনিভাননে! আমি তোমার প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়াছি, তুমি আরও কিছুদিন থাকিয়া পরে গমন করিবে। অনন্তর পদ্মগন্ধা আরও অযুতবর্ষ যাবৎ ইন্দ্রের সহিত রাত্রিদিন কেলিগৃহে ক্রীড়া করিলেন। অনন্তর একদা মুদান্বিত হইয়া পদ্মগন্ধা ইন্দ্রকে কহিলেন,—হে ত্রিদশপতে! আদেশ করুন আমি পৃথিবীতে গমন করি। ৬৬—৮০। ইন্দ্র কহিলেন, —হে সুশ্রোণি! জড়তা পরিত্যাগ কর আমার সহিত এইখানেই তুমি অবস্থান করিতে থাক। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী, তোমাকে আমি ত্যাগ করিতে পারি না। পদ্মগন্ধা কহিল,—হে সুরপতে! পুণ্যক্ষয় হইলে আমি যখন ভূতলে গমন করিব, তখনতো তোমার সহিত

কর্ম্মভূমিমহং গত্বা যেনোপায়েন বাসব।
তৎ করিষ্যামি বিচ্ছেদঃ কদাচিৎ ত্বয়া ন মে
ইন্দ্র উবাচ।
ভদ্রে ত্বয়া যদা নূন কর্ম্মেদ কর্ম্মভূমিষ্যতে।
তদা গচ্ছ পুনঃ শীঘ্রমাগমিষ্যসি সুন্দরি ॥ ৮৫
সহস্রনেত্রবিগলৎবাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
দোর্ভ্যামালিঙ্গ্য তাং শক্রো গচ্ছেত্যাহ প্রিয়ে বদন ॥ ৮৬
তস্যাদেশাত্ততঃ সাধ্বী কর্ম্মভূমিং জগাম সা।
জাতা চ হস্তিনীযোনৌ ভূত্বা জাতিস্মরা তৎ
স্মরন্তী নিজবৃত্তান্ত কিয়দ্ভির্দিবসৈস্তদা।
জগাম জাহ্নবীতীরং হস্তিনীযোনিসম্ভবা ॥ ৮৮
গঙ্গায়াং স্নানমাচর্য্য গঙ্গাকর্দ্দমভূষিতা।
গঙ্গাগঙ্গেতি জল্পন্তী হ্রদং নিম্নং বিবেশ সা ॥৮৯
তস্মিন গঙ্গাহ্রদে নিম্নে হস্তিনী পর্ব্বতাকৃতিঃ।
নিজাং জাতিং স্মরন্তী সা জগাম পঞ্চতা ততঃ
তস্যাঃ কর্ম্ম সমালোক্য হস্তিন্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ
ববর্ষুঃ পারিজাতাদ্যৈঃ কুসুমৈর্ব্বিবিধৈর্মুদা ॥
তামানেতুং ততঃ শক্রঃ সর্ব্বদেবগণৈর্বৃতঃ।
বেগাত্তচ্চিরবিচ্ছেদকৃশাঙ্গঃ স্বয়মাযযৌ ॥ ৯২
পুষ্পকে তাং সমারোপ্য দিব্যদেহাং সুরাধিপঃ
কথয়ন্নিজদুঃখানি নিজাবাসং জগাম হ ॥ ৯৩
পুলোমজা চ রম্ভা চ প্রম্লোচা চোর্ব্বশী তথা।
সুন্দর্য্যোহন্যাশ্চ বর্সাতিং তস্যাস্ত্যক্তামুদাগতাঃ
শক্রস্য হৃদযোৎসাহং তন্বন্তী সা বরাঙ্গনা।
পুরন্দরপুরে তস্থৌ সুভগা পতিবল্লভা ॥ ৯৫
তস্যাস্তিষ্ঠন্তি গঙ্গায়াং যাবদস্থীনি জৈমিনে।
কল্পকোটিশতং তাবৎ তস্যাবাসং সুরালয়ে ॥৯৬
রাজানো দেবরাজ্যে চ স্থিতা যে যে তপঃ-ফলাৎ।
তেষাং তেষাং স্নেহভূমিং সাভবদ্বরসুন্দরী ॥ ৯
গঙ্গাস্থিমজ্জনাদেব জৈমিনে ফলমীদৃশম।

আমার চিরবিচ্ছেদ হইবে। তোমার বিচ্ছেদ-ভয়েই আমি পুনরায় ভূতলে পুণ্যোপার্জ্জনার্থ যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। হে বাসব! যে উপায়ে তোমার সহিত আমার আর বিচ্ছেদ না হয়, আমি কর্ম্মভূমিতে গিয়া সেই উপায়ই করিব। ইন্দ্র কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি যখন এইরূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছ তখন গমন কর, কিন্তু পুনরায় শীঘ্র আগমন করিও। ইন্দ্র সহস্র নেত্রে বিগলিত বাষ্পাকুল হইয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! গমন কর। ইন্দ্রের আদেশ বশতঃ তৎক্ষণাৎ পদ্মগন্ধা কর্ম্মভূমিতে আগমন করিল এবং জাতিস্মরা হইয়া হস্তিনী-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর কিয়দ্দিবস পরে ঐ হস্তিনী নিজ বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে করিতে জাহ্নবীতীরে আসিল এবং গঙ্গায় স্নান করিয়া গঙ্গামৃত্তিকায় বিভূষিত হইয়া গঙ্গা গঙ্গা বলিতে বলিতে তত্রত্য হ্রদনিম্নে প্রবেশ করিল। পর্ব্বতাকৃতি হস্তিনী সেই গভীর গঙ্গাহ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় জাতি স্মরণ করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দেবগণ হস্তিনীর সাহস দেখিয়া সহর্ষে পারি-জাতাদি বিবিধ কুসুম বর্ষণ করিলেন। অনন্তর তদীয় চিরবিচ্ছেদকৃশ ইন্দ্র তাহাকে আনিবার জন্য দেবগণসহ আগমন করিলেন এবং সেই দিব্যদেহা পদ্মগন্ধাকে পুষ্পকে আরোপণ করিয়া স্বীয় দুঃখকাহিনী কহিতে কহিতে নিজাবাসে উপস্থিত হই-লেন। তখন শচী, রম্ভা, প্রম্লোচা, উর্ব্বশী, ও অন্যান্য সুরসুন্দরীগণ মদগর্ব্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পদ্মগন্ধার আবাসে উপস্থিত হই-লেন। বরাঙ্গনা সুভগা পতিবল্লভা পদ্ম-গন্ধা ইন্দ্রের হৃদয়ানন্দ প্রদান করত তখন হইতে পুরন্দরপুরে বাস করিতে লাগিল। হে জৈমিনে! যাবৎ তাহার অস্থিরাশি গঙ্গায় অবস্থিত থাকিবে, তাবৎ শতকল্পকোটি কাল সুরালয়ে তাহার বাস হইবে। যে সকল রাজা তপঃপ্রভাবে দেবরাজ্যে অবস্থান করেন, বরবর্ণিনী পদ্মগন্ধা তাহাদের সকলেরই স্নেহের পাত্রী হইল। হে জৈমিনে! যখন গঙ্গায় অস্থিমজ্জনেই ঈদৃশ ফল, তখন গঙ্গায় দেহত্যাগে যে কত ফল তাহাত আমি বলিতে

গঙ্গায়াং ত্যজতা দেহং ফলং বক্তুং ন শক্যতে।
মৃতং শরীরং গঙ্গায়াং স্রোতোভিশ্চলিতং দ্বিজ
দৃশ্যতে দেহিনো যস্য তৎফলং শৃণু জৈমিনে॥
স্বর্গে দেবাঙ্গনাহস্তচারুচামরবায়ভিঃ।
বীজিতঃ স্বর্ণপর্য্যঙ্কে সুপ্তো তিষ্ঠতি কৌতুকী॥
জাহ্নবীসৈকতে যেষাং শরীরং দৃশ্যতে মৃতম্।
দিবাকরাতপৈস্তপ্তং ফলং তস্য বদাম্যহম্॥১০১
সুগন্ধৈশ্চন্দনৈর্দিব্যৈর্লিপ্তসর্ব্বকলেবরং।
দিব্যাঙ্গনাভির্বহুভির্দিবি ক্রীড়ন্তি সর্ব্বদা॥১০২
কাকৈর্গৃধ্রৈশ্চ কঙ্কৈশ্চ শকুন্তৈর্ভীমমাতরি।
বপুর্নিষ্কুষিতং যেষাং দৃশ্যতে তৎফলং শৃণু॥১০৩
দিবি দিব্যাঙ্গনাপীনপ্রোতুঙ্গরুচিরস্তনৈঃ।
আশ্লিষ্টবক্ষাঃ পর্য্যঙ্কে নিদ্রাতি নিত্যমেব সঃ॥
পিপীলিকাভিঃ কীটৈশ্চ মক্ষিকাভিশ্চ বেষ্টিতম্।
শরীরং দৃশ্যতে যস্য গঙ্গায়াং তৎফলং শৃণু॥
মন্দারপারিজাতাদিপুষ্পমালাবিমণ্ডিতঃ।
দিবি সিংহাসনে তিষ্ঠেৎ দিব্যস্ত্রীকোটিবেষ্টিতঃ
যেষামস্থীনি গঙ্গায়াং দৃশ্যন্তে পতিতানি চ।
ফলং তেষাং প্রবক্ষ্যামি শৃণু জৈমিনি সত্তম॥
প্রণমৎত্রিদশবৃন্দশিরোমুকুটঘর্ষণং।
হৃতপাদরজাঃ স্বর্গে তেঽপি শক্রায়তে চিরম্॥
অনিচ্ছয়াপি গঙ্গায়াং যদ্দেহপতনং ভবেৎ।
মুক্তাস্তেঽপ্যখিলৈঃ পাপৈর্নরা যান্তি দিবং প্রতি
যদঙ্গারাশ্চ দৃশ্যন্তে গঙ্গায়াং চলিতা জলৈঃ।
অঙ্গারস্য খ্যা স্বর্গে তদ্বাসস্তদ্দলক্ষকম্॥১১০
সর্ব্বেষামেব পুণ্যানাং কদাচিৎ ক্ষয়মীক্ষ্যতে।
গঙ্গায়াং ত্যজতাং দেহং ভবেৎ পুণ্যক্ষয়ং নহি
বহুনাত্র কিমুক্তেন নিশ্চিতং কথ্যতে ময়া।
গঙ্গায়াং ত্যক্তদেহানাং মহিমা জ্ঞায়তে নহি॥
বিষমদুরিতরাশিনাশি গাঙ্গ
স্পৃশতি দ্বিজ যোঽতিভক্তিভাবৈঃ।
জগদুদধিজলং বিলঙ্ঘ্য ঘোর
ব্রজতি স পারমপারতুষ্টিনারা॥১১১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥৭॥

অর্থ। হে জৈমিনে। যাহার মৃত শরীর গঙ্গার জলে গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়, তাহার পুণ্যফল কি তাহা শ্রবণ কর। ঐ ব্যক্তি স্বর্গে দেবাঙ্গনার হস্তস্থিত চারু চামরবায় দ্বারা বীজিত হইয়া স্বর্ণপর্যাঙ্কে মহাসুখে নিদ্রা যায়। যাহাদের মৃতদেহ জাহ্নবীসৈকতে দৃষ্ট হয়, তাহাদের পুণ্যফল বলিতেছি। দিবাকরতাপে প্রতপ্ত তাহারা দিব্য দিব্য সুগন্ধ চন্দনে লিপ্তকলেবর হইয়া সর্ব্বদা সুরসুন্দরীগণ সহ স্বর্গে ক্রীড়া করিতে থাকে। কাক, চিল, গৃধ্র ও কুন্ত কর্তৃক গঙ্গায় যাহাদের দেহ নিষ্কুষিত হইতে দেখা যায়, তাহাদের ফল শ্রবণ কর। তাহারা স্বর্গে সুরাঙ্গনাদিগের পীনোন্নত সুন্দর পয়োধর দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া পর্য্যঙ্কে বাস করিতে থাকে। গঙ্গায় যাহাদের দেহ পিপীলিকা, কীট ও মক্ষিকাকুলে বেষ্টিত দেখা যায়, তাহাদের পুণ্যকাল শ্রবণ কর। তাহারা মন্দার, পারিজাতাদি পুষ্পমালায় বিভূষিত ও কোটি কোটি সুরনারী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পর্য্যঙ্কে অবস্থান করে। হে সাধুবর জৈমিনে। যাহাদের অস্থি সকল গঙ্গায় পতিত দেখা যায়, তাহাদের পুণ্যফল বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহাদের পাদপরাগ ত্রিদশগণের শিরোমুকুট-ঘর্ষণে অপনীত হয়। তাহারা সকলেই চিরকাল ইন্দ্রতুল্য হইয়া থাকে। গঙ্গায় অনিচ্ছা ক্রমেই যাহাদের দেহপাত হয়, তাহারাও অখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। যাহার চিতাঙ্গার গঙ্গায় ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়, অঙ্গারের সংখ্যানুপাতে লক্ষবর্ষ তাহাদিগের স্বর্গবাস হয়। অন্য সমস্ত পুণ্যের কখন না কখন ক্ষয় দেখা যায়, কিন্তু গঙ্গায় দেহত্যাগী জনের কখন পুণ্যক্ষয় হয় না। গঙ্গায় ত্যক্তদেহ ব্যক্তিগণের মহিমা আমি জানি না। হে দ্বিজ। বিষম দুরিতরাশিনাশন গঙ্গাবারি যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে স্পর্শ করে,

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।
ভূয় এব গুরো ব্রূহি গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম।
গঙ্গাকথামৃতং পাতুং মাধুর্য্যাৎ পুনরিষ্যতে॥ ১
ব্যাস উবাচ।
যদপ্রকাশ্যং গুহ্যঞ্চ গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্।
তদপ্যহং ব্রবীমি ত্বা গঙ্গাভক্তো যতো ভবান
তৌ পাদৌ সফলৌ নৃণাং গঙ্গায়াস্তটগামিনে।
গঙ্গাকল্লোলনিনদশ্রাবিণী শ্রবসী চ তে॥ ৩
সা জিহ্বা যা চ জানাতি স্বাদভেদং তদম্ভস।
তে নেত্রে জাহ্নবীচারুতরঙ্গদর্শনী চ তে॥ ৪
তল্ললাটমিতি প্রোক্ত গঙ্গামৃৎপুণ্ড্রধারি যৎ।
তৌ হস্তৌ জাহ্নবীতীরে হবিপূজাপরায়ণৌ॥৫
শরীর সফল তচ্চ বিমলে জাহ্নবীজলে
পতিতং যদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদে॥ ৬
স্বর্গস্থা পিতরঃ সর্ব্বে গচ্ছন্তং জাহ্নবীতটম্।
সংদৃশ্য হৃষ্টা স্বব্বন্তি বদন্ত ইতি জৈমিনে॥ ৭
যৎপুণ্যং কৃতমস্মাভিঃ সন্ততিপ্রাপ্তয়ে পুরা।
ভবিষ্যত্যক্ষয়া তচ্চ যতঃ পুত্রোঽয়মীদৃশঃ॥ ৮
অনেন গাঙ্গেং সলিলৈর্ব্বয়ং সম্প্রতি তর্পিতাঃ।
যাস্যামং পরম ধাম দুর্লভং যৎসুরৈরপি॥ ৯
গঙ্গায়াং যানি কর্য্যানি প্রদাস্যত্যয়মাত্মজঃ।
অক্ষয়াং তানি সর্ব্বাণি ভবিষ্যত্যক্ষযাণি চ॥১০
নরকস্থাশ্চ পিতর সর্ব্বদুঃখসমন্বিতাঃ।
বদন্তীতি সুতং দৃষ্ট্বা গচ্ছন্ত জাহ্নবীতটম্॥১১
কৃতানি যানি পাপানি নরকক্লেশদানি বৈ।
যাস্যন্তি সঙ্ক্ষয় তানি পুত্রস্যাস্য প্রসাদতঃ॥১২
বিমুক্তা নরকক্লেশৈরয সর্ব্বে সুদুঃসহৈঃ।
অদ্য পুত্রপ্রসাদেন যাস্যামঃ পরমাং গতিম্॥১৩
যাত্রা বিরত্য যো মর্ত্ত্যো গৃহ মোহান্নিবর্ত্ততে
নিরাশা পিতরস্তস্য যান্তি সর্ব্বে যথাগতাঃ॥১৪
অমিস মৈথুনঞ্চৈব দোলামশ্ব গজ তথা।

সে অপারতুষ্টিরূপ নৌকাযোগে ঘোর স সার সাগর লঙ্ঘন করিয়া যায়। ৮১—১০৭।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—হে গুরো! পুনর্বার উত্তম গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণন করুন। মাধুর্য্য বশতঃ গঙ্গাকথামৃত পান করিতে পুনর্বার আমার ইচ্ছা হইতেছে। ব্যাস বলিলেন,—যে হেতু তুমি গঙ্গাভক্ত, অতএব তোমার নিকট আমি যাহা অপ্রকাশ্য গুহ্য উত্তম গঙ্গামাহাত্ম্য তাহাও প্রকাশ করিব। নরগণের সেই চরণই চরণ—যাহা গঙ্গাতটগামী, সেই শ্রবণই শ্রবণ—যাহা গঙ্গাকল্লোলনিনাদশ্রবণকারী, সেই জিহ্বাই জিহ্বা,—যাহা গঙ্গাজলের স্বাদভেদে অভিজ্ঞা, সেই নেত্রই নেত্র,—যাহা গঙ্গার চারুতরঙ্গদর্শী, সেই ললাটই ললাট,—যাহা গঙ্গামৃত্তিকার তিলকধারী, সেই হস্তই হস্ত,—যাহা জাহ্নবীতীরে হবিপূজাপরায়ণ, সেই শরীরই সার্থক, যাহা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ বিমল জাহ্নবীজলে পতিত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ জৈমিনে! স্বর্গবাসী পিতৃগণ জাহ্নবীতটগামী স্বস্ব বংশধরকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে এইরূপ বলিতে থাকে, যে আমরা পূর্ব্বে সন্ততিলাভের জন্য যে পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াছি, সেই পুণ্যফল ফলিবে, যেহেতু আমাদের এই পুত্র এইরূপ হইয়াছে। আমরা এই পুত্র কর্ত্তৃক গঙ্গাজলে তর্পিত হইয়া দেবদুর্লভ পরমধামে উপনীত হইব। এই পুত্র গঙ্গায় আমাদিগকে যে সকল কর দান করিবে, সে সমস্তই অক্ষয় হইবে। নরকস্থ সর্ব্বদুঃখান্বিত পিতৃগণ জাহ্নবীতটগামী পুত্রকে দেখিয়া এইরূপ বলিয়া থাকেন, আমরা যে সকল নরকক্লেশকর পাপাচরণ করিয়াছি অদ্য এই পুত্রপ্রসাদে আমাদের তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। ১—১২। আমর ও সকলে সুদুঃসহ নরক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া পুত্র প্রসাদে পরমগতি লাভ করিব। যে মানব গঙ্গায় যাইতে যাইতে মোহক্রমে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহার পিতৃগণ নিরাশ

উপানহং চাতপত্রং গঙ্গাযাত্রাসু বর্জ্জয়েৎ ॥১৫
অসত্যভাষণঞ্চৈব পাষণ্ডসঙ্গমেব চ।
দ্বির্ভোজনঞ্চ কলহং গঙ্গাযাত্রাসু বর্জ্জয়েৎ ॥১৬
পরনিন্দাঞ্চ লোভঞ্চ মাৎসর্য্যং গর্ব্বমেব চ।
ক্রোধং শোকং চাতিহাস্যং গঙ্গাযাত্রাসু বর্জ্জয়েৎ
অধ্বশ্রমোদ্ভব দুঃখং দুঃখবন্নহি মন্যতে।
গৃহে যদ্যৎসুখং তচ্চ গঙ্গাযাত্রাসু বর্জ্জয়েৎ ॥
মঞ্চসুপ্তমিবাত্মানং চিন্তয়েৎ ভূমিশায়িনম।
গঙ্গানামসুধাপানৈঃ ক্ষুৎতৃড্‌দ্বে বিনিবারয়েৎ ॥
সর্ব্বচিন্তাং পরিত্যজ্য ধ্যায়েৎ গঙ্গা সুরেশ্বরীম্
গঙ্গা গঙ্গেতি নামানি বদন গচ্ছেৎ জন পথি
মাহাত্ম্যং জাহ্নবীদেব্যাঃ সর্ব্বপাপবিনাশনম।
সুখদং মোক্ষদঞ্চৈব কথয়ন পথি গচ্ছতি ॥
গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ দেহি সন্দর্শনং শুভে।
বচোভিঃ কোমলৈরেবৈঃ কুর্য্যাচ্ছ্রমনিবারণম ॥
হা কথং সদনং ত্যক্তমাগত বা কথ ময়া।
শ্রমৈরিতি বদেদ্যস্তু সম্পূর্ণং তৎফলং নহি ॥ ২৩

হইয়া যথাযথস্থানে গমন করেন। আমিষ, মৈথুন, দোলা, অশ্ব, গজ, উপানহ, আতপত্র এই সকল গঙ্গাযাত্রায় বর্জ্জনীয়। অসত্য ভাষণ, পাষণ্ড সর্গ, দুইবার ভোজন, কলহ, পরনিন্দা, লোভ, মাৎসর্য্য, গর্ব, ক্রোধ, শোক, অতিহাস্য, এই সকল গঙ্গাযাত্রায় বর্জ্জন করিবে। গঙ্গাযাত্রার পথশ্রান্তিজনিত দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করিবে না, গৃহে যাহা যাহা সুখ তৎসমস্তই গঙ্গাযাত্রায় বর্জ্জনীয়। তদবস্থায় ভূশায়ী আত্মাকে মঞ্চসুপ্ত বৎ জ্ঞান করিবে, গঙ্গানামামৃতপানে ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিবে, সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরেশ্বরী গঙ্গাকে ধ্যান করিতে থাকিবে, পথে যাইতে যাইতে যাত্রী গঙ্গা গঙ্গা বলিবে। গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য সর্ব্ব পাপহর, সুখপ্রদ, ও মোক্ষপ্রদ, এই কথা কহিতে কহিতে পথে গমন করিবে। হে দেবি, জগজ্জননি গঙ্গে! দর্শন দান কর, এইরূপ কোমল বাক্যে পথশ্রম নিবারণ করিবে। আহা আমি কেন গৃহ ত্যাগ করিলাম, কেনই

ক পর্য্যঙ্ক ক মে পত্নী ক চ মে সুখদ গৃহম।
স্বপিমি প্রান্তরে ভূমৌ কথ বাহ সমাগতঃ॥২৪
ধনধান্যাদিবস্তূনাং কা গতির্ব্বা গৃহে মম।
কিয়দ্ভির্দ্দিবসৈর্ভূয়ো গমিষ্যাম্যহমালয়ম্ ॥ ২৫
ইতি চিন্তাকুলা যে চ পথি গচ্ছন্তি বিস্মিতাঃ।
গঙ্গাস্নানফলং তেষা সম্পূর্ণ ন ভবেদ্দ্বিজ ॥
গঙ্গে গন্ত প্রতীর তে যাত্রেয়ং বিহিতা ময়া।
নির্ব্বিঘ্না সিদ্ধিমাপ্নোতু ত্বৎপ্রসাদাৎ সরিদ্বরে
ইম মন্ত্র সমুচ্চার্য্য যাত্রাকালে বিচক্ষণ।
হর্ষিতো নিলয়াদ্গচ্ছেদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ জৈমিনে ॥
নাতিবেগেন গন্তব্য তথা চ ন শনৈঃ শনৈঃ।
গঙ্গাযাত্রাসু কর্ত্তব্য নান্যৎকর্ম্ম বিচক্ষণে ॥
গঙ্গাতীরপ্রয়াণেষু বাণিজ্যপ্রমুখানি চ।
কার্য্যাণি কুরুতে যস্তু তৎপুণ্যার্দ্ধ বিনশ্যতি।
জন্মান্তরাজ্জিত পাপ স্বল্প বা যদি বা বহু।

বা আসিলাম ইত্যাদি কথা যে ব্যক্তি শ্রান্ত হইয়া বলে তাহার সম্পূর্ণ ফল হয় না। কোথায় আমার পর্য্যঙ্ক, কোথায় পত্নী, কোথায় সেই সুখাবহ গৃহ। আমি আজ প্রান্তরে ভূতলে শয়ন করিতেছি কেন? আমি কেন আসিলাম, আমার গৃহস্থ ধন ধান্যাদি কি অবস্থা হইবে, কতদিনে আমি আবার নিজালয়ে ফিরিয়া যাইব। এই-রূপ চিন্তাকুল হইয়া যাহারা বিস্মিত ভাবে পথাতিক্রম করে তাহাদের সম্পূর্ণ গঙ্গাস্নান-ফল হয় না। হে দেবী গঙ্গে! তোমার তীরে যাইবার জন্য আমি এই যাত্রা করিয়াছি, হে সরিদ্বরে! তোমার প্রসাদে আমার এ যাত্রা বিনা বিঘ্নে সিদ্ধি লাভ করুক। হে জৈমিনে! বিচক্ষণ ব্যক্তি যাত্রাকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সহর্ষে বৈষ্ণবগণ সহ গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন।১৩—২৮। নাতিবেগে বা নাতিধীরে গমন করিবেন। বিচক্ষণগণ গঙ্গাযাত্রা করিয়া অন্য কোন কার্য্য করিবেন না, গঙ্গাতীরে যাত্রা করিয়া যে ব্যক্তি পথে বাণিজ্যাদি কার্য্য করে, তাহার পুণ্যার্দ্ধ নষ্ট হইয়া থাকে। আমার জন্মান্তরার্জ্জিত স্বল্প

গঙ্গাদেবীপ্রসাদেন সর্ব্বং মে যাতু সংক্ষয়ম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা পরমপ্রীতঃ প্রাজ্ঞো গঙ্গাতটং ব্রজেৎ।
দৃষ্ট্বা চ মাতরং গঙ্গামিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩২
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
সাক্ষাৎব্রহ্মস্বরূপা ত্বামপশ্যং নিজচক্ষুষা ॥৩৩
দেবি ত্বদ্দর্শনাদেব মহাপাতকিনো মম।
বিনষ্টমভবৎ পাপং জন্মকোটিসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৪
ইত্যুক্ত্বা সকলং দেহং নিপাত্য পৃথিবীতলে।
প্রণমেজ্জাহ্নবীং দেবীং ভক্তিভাবসমন্বিতঃ ॥৩৫
ততঃ স্রোতঃসমীপে চ বদ্ধাঞ্জলিরিমং পুনঃ।
পঠেন্মন্ত্রং ভক্তিভাবৈঃ সুপ্রীতো দ্বিজসত্তম ॥
গঙ্গে দেবি জগদ্ধাত্রি পাদাভ্যাং সলিলং তব।
স্পৃশামীত্যপরাধং মে প্রসন্না ক্ষন্তুমর্হসি ॥৩৭
স্বর্গারোহণসোপানং ত্বদীয়মুদকং শুভে।
অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ৩৮
ততস্তু মস্তকে ধৃত্বা গাঙ্গেয়ং বারি ভক্তিতঃ।
স্নানার্থং প্রবিশেৎ স্রোতঃ প্রাজ্ঞো গঙ্গেতি কীর্ত্তয়ন্ ॥ ৩৯
ত্বৎকর্দ্দমৈরতিস্নিগ্ধৈঃ সর্ব্বপাপবিনাশনৈঃ।
ময়া সংলিপ্যতে গাত্রং মাতর্মে পাতকং হর ॥
গঙ্গাকর্দ্দমলিপ্তাঙ্গো গঙ্গাগঙ্গেতি সংস্মরন্।
সর্ব্বপাতকনাশিন্যা গঙ্গায়াং স্নানমাচরেৎ ॥৪১
ভূয়ঃ পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ গৃহীত্বা মৃত্তিকাং বুধঃ।
বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ ভক্তিতঃ স্নানমাচরেৎ ॥৪২
ব্রহ্মস্বরূপা গঙ্গে ত্বং স্নানমাচর্য্যতে ময়া।
ত্বদীয়ে নির্ম্মলে তোয়ে যথোক্তফলদা ভব ॥৪৩
ততো নিজেচ্ছয়া বিপ্র গঙ্গায়াং লোকমাতরি
স্নানং সমাচরেৎ প্রাজ্ঞো গঙ্গানারায়ণৌ স্মরন্
এবং স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং গাত্রং বস্ত্রেণ মার্জ্জয়েৎ
পরিধেয়াম্বরাণি গঙ্গাস্রোতসি ন ত্যজেৎ ॥৪৫
ন দন্তধাবনং কুর্য্যাৎ গঙ্গাগর্ভে চ মানবঃ।
কুর্য্যাচ্চেন্মোহতঃ পুণ্যং ন গঙ্গাস্নানজং লভেৎ

যা বহু পাপ থাকুক, গঙ্গাদেবীর প্রসাদে তৎসমস্ত নষ্ট হইয়া যাউক। এই বলিয়া প্রাজ্ঞ জন পরম প্রীতি সহকারে গঙ্গাতটে গমন করিবেন। জননী জাহ্নবীকে দেখিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন; যথা অদ্য আমার জন্ম সফল, জীবন সুজীবন; যে হেতু সচক্ষে আজ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপা তোমাকে দর্শন করিলাম। হে দেবি! তোমার দর্শন মাত্রেই মহাপাপী আমার কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। এই বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ ভূতলে নিপাতিত করত ভক্তিভাবে জাহ্নবী দেবীকে প্রণাম করিবে। অনন্তর স্রোতঃসমীপে গিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভক্তি ও প্রীতিভরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। হে দেবি জগদ্ধাত্রি গঙ্গে! আমি পদযুগ দ্বারা তোমার জল স্পর্শ করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর। হে শুভে! তোমার জল স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ, অতএব পাদযুগ দ্বারা স্পর্শ করিতেছি। হে দেবি গঙ্গে! তোমাকে নমস্কার। অনন্তর ভক্তিভরে গঙ্গাবারি মস্তকে ধরিয়া প্রাজ্ঞ জন গঙ্গা গঙ্গা বলিতে বলিতে স্নানার্থ জলস্রোতে প্রবেশ করিবেন; বলিবেন—হে মাতঃ! তোমার অতিস্নিগ্ধ অশেষ পাপাপহ কর্দ্দম দ্বারা আমি নিজ গাত্র লেপন করিতেছি, আমার পাতক হরণ কর। গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্তাঙ্গ হইয়া গঙ্গা স্মরণ করিতে করিতে সর্ব্বপাপহারিণী গঙ্গায় স্নান করিবে। পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে মৃত্তিকা লইয়া বুধব্যক্তি ভক্তির সহিত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে স্নান আচরণ করিবেন; যথা—হে গঙ্গে! তুমি ব্রহ্মস্বরূপা, তোমার নির্ম্মল জলে আমি স্নান করিতেছি, তুমি যথোক্ত ফলদায়িনী হও। ২৯—৪৬। হে বিপ্র! পরে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি গঙ্গানারায়ণ স্মরণ করিতে করিতে স্নানকার্য্য সমাধা করিবেন। এইরূপে গঙ্গাস্নান করিয়া বস্ত্রদ্বারা গাত্রমার্জ্জন করিবে, পরিধেয় বস্ত্রের জল গঙ্গাস্রোতে পরিত্যাগ করিবে না। মানব গঙ্গাগর্ভে দন্তধাবন করিবে না, যদি মোহক্রমে করে, তবে তাহার গঙ্গাস্নান জন্য

প্রভাতেহন্যত্র তা কৃত্বা দন্তকাষ্ঠাদিকা ক্রিয়াম
রাত্রিবাসঃ পরিত্যজ্য গঙ্গাতীরং ব্রজেদ্‌বুধঃ ॥
বাহ্যভূমিমগত্বা যো গঙ্গাস্নানং সমাচরেৎ।
গঙ্গাস্নানফলং বিপ্র সম্পূর্ণং লভতে ন সঃ ॥
স্নাত্বা চ গঙ্গামৃৎপুণ্ড্রং স্থানে স্থানে নযেদ্‌বুধঃ
ততঃ স্থিরমনাঃ কুর্য্যাৎ বিধিবত্তর্পণাদিকম ॥
গাঙ্গেয়ৈরুদকৈর্যস্তু কুরুতে পিতৃতর্পণম্।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি বর্ষকোটিশতাবধি ॥ ৫
গঙ্গায়াং কুরুতে যস্তু পিতৃশ্রাদ্ধং দ্বিজোত্তম।
পিতরস্তস্য সন্তুষ্টাস্তিষ্ঠন্তি ত্রিদশালয়ে ॥৫১
দানং দেবার্চ্চনঞ্চৈব তপোহন্যাশ্চ ক্রিয়াস্তথা।
কৃতাস্তু যাশ্চ গঙ্গায়াং ক্ষয়ং তাসাং ন বিদ্যতে
সমাপ্য স্নানকর্ম্মাণি সন্ধ্যায়াং সমুপোষিতঃ।
কৃতপঞ্চমহাযজ্ঞো গঙ্গাপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৫৩
গঙ্গায়াঃ প্রতিমাং দিব্যাং শ্রীবিষ্ণোঃ প্রতিমাং তথা।
নারিকেলোদকৈঃ শীতৈঃ স্নাপয়েৎ ভক্তিতো বুধঃ ॥ ৫৪

জাহ্নবীপ্রতিমাভাবে নারিকেলোদকানি বৈ।
নিক্ষিপেজ্জাহ্নবীতোয়ে জাহ্নবীং হৃদি চিন্তয়ন্
দিব্যৈর্গন্ধৈঃ প্রদীপৈশ্চ ঘৃতপূর্ণৈঃ সমুজ্জ্বলৈঃ ॥
ধূপৈঃ সুবাসিতৈশ্চৈব নানাপুষ্পৈঃ সুগন্ধকৈঃ
নানাফলৈঃ সুপক্কৈশ্চ নৈবেদ্যৈরুত্তমৈস্তথা।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ তাম্বূলৈঃ খদিরান্বিতৈঃ ॥
অন্যৈরপ্যুপহারৈশ্চ বিশিষ্টৈর্নিজভক্তিতঃ।
স্তবৈর্গীতৈশ্চ বাদ্যৈশ্চ গঙ্গাং বিষ্ণুঞ্চ পূজয়েৎ
ততঃ সম্পূজিতাং গঙ্গাং বিষ্ণুঞ্চ পরমেশ্বরম।
প্রাঞ্জলিঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা বারত্রয়ং বুধঃ
অদ্য স্থিত্বা নিরাহারং পরেহহনি চ পারণম্।
কর্ত্তাহঞ্চ জগন্মাতঃ শরণং মে ভবানঘে ॥৬০
এবং সঙ্কল্প্য মতিমান কর্ম্মণা মনসা গিরা।
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ জিতনিদ্রোহতিহর্ষিতঃ
তত্র স্থিত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ফলভোজী ভবেদ্‌বুধঃ।
অন্নমাত্রং ন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাচ্চ দ্বিভোজনম ॥
প্রাতর্গঙ্গাঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ পুনরভ্যর্চ্চ্য জৈমিনে।

পুণ্যলাভ হইবে না। প্রভাতে অন্যত্র দন্তকাষ্ঠাদি ক্রিয়া করিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বুধব্যক্তি গঙ্গাতীরে গমন করিবেন। যে ব্যক্তি মলমূত্রাদি ত্যাগ না করিয়া গঙ্গাস্নান করে, হে বিপ্র! তাহার গঙ্গাস্নানফল সম্পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞ ব্যক্তি স্নানান্তে দেহের স্থানে স্থানে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক রচনা করিবেন, অনন্তর স্থিরচিত্ত হইয়া যথাবিধি তর্পণাদি করিবেন। যে ব্যক্তি গঙ্গাজলে পিতৃতর্পণ করে, তাহার পিতৃগণ শত বর্ষাবধি তৃপ্ত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজবর! গঙ্গায় যিনি পিতৃশ্রাদ্ধ করেন, তাহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গে বাস করেন। দান, দেবার্চ্চন, তপস্যা ও অন্যান্য সৎক্রিয়া যাহা কিছু গঙ্গায় অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। স্নান কর্ম্ম সমাধা করিয়া সন্ধ্যাকালে উপবাস করিবে। এবং পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গঙ্গা পূজা করিবে। গঙ্গার ও শ্রীবিষ্ণুর দিব্য প্রতিমা শীতল নারিকেলোদকে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করাইবে। জাহ্নবীপ্রতিমার অভাবে হৃদয়ে জাহ্নবী দেবীকে চিন্তা করিয়া নারিকেলোদক সকল জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ করিবে। দিব্য দিব্য গন্ধ, ঘৃতপূর্ণ উজ্জ্বল প্রদীপ, সুবাসিত ধূপ, নানা সুরভি কুসুম, বিবিধ সুপক্ক ফল ও উত্তম উত্তম নৈবেদ্য, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, খদিরাক্ত তাম্বুল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট উপহার এবং স্তুতি, গীতি ও বাদ্য দ্বারা ভক্তির সহিত গঙ্গা ও বিষ্ণুর পূজা করিবে। ৪৪—৫৮। অনন্তর পূজিত গঙ্গা ও পূজিত পরমেশ বিষ্ণুকে প্রাজ্ঞজন ভক্তি সহকারে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিবেন। হে মাতঃ অনঘে! অদ্য আমি নিরাহার থাকিয়া পরদিন পারণ করিব। হে অনঘে! তুমি আমার শরণ হও। মতিমান্ ব্যক্তি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাত্রিকালে সহর্ষে জাগরণ করিবেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তদবস্থায় বিজ্ঞজন ফলভোজী হইয়া থাকিবেন। অন্নমাত্র ভোজন বা দ্বিভোজন করিবেন

বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ বিভবস্যানুরূপতঃ ॥৬৩
অর্চ্চনং জাগরঞ্চৈব যৎকৃতং পুরতস্তব।
অচ্ছিদ্রমস্তু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সবিদ্বরে ॥৬৪
ইত্যুক্ত্বা তাং নমস্কৃত্য কৃতনিত্যক্রিয়ো বুধঃ।
ততঃ স বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং পারণং স্বয়মাচরেৎ ॥৬৫
তীর্থোপবাসমেবং যঃ কুরুতে জাহ্নবীতটে।
তস্য পুণ্যফলং বৎস বদতো মে নিশাময় ॥৬৬
জন্মান্তরার্জ্জিতৈঃ পাপৈর্ব্বিমুক্তো বিষ্ণুরূপধৃক্।
বিষ্ণোঃ পুরং সমাসাদ্য বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
স্থিত্বা বিষ্ণুপুরে সর্ব্বং সুখং ভুঙ্ক্তে সুদুর্ল্লভম্ ॥
ততো নারায়ণাদেশাৎ ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি
ব্রহ্মলোকে সুখং ভুঙ্ক্তে দুর্ল্লভং যৎসুরৈরপি ॥
তাবৎ কালং ব্রহ্মলোকে স্থিত্বা ব্রহ্মাজ্ঞয়া ততঃ
মহাদেবপুরং গচ্ছেদ্রথমারুহ্য শোভনম ॥ ৭০
সুখং নানাবিধং তত্র ভুঙ্ক্তেঽত্যন্তসুদুর্ল্লভম।
গাণপত্যমবাপ্নোতি কিমন্যৈর্ব্বহুভাষিতৈঃ ॥৭১

তাবৎ কালং মহাদেবপুরে স্থিত্বা মহান স তু।
ইন্দ্রলোকং ততো গচ্ছেদ্দ্বিতীয় ইব বাসবঃ ॥
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ তং সমভ্যর্চ্চ্য বাসবঃ।
তেন পুণ্যাত্মনা সার্দ্ধং বসেদেকাসনে সদা ॥
তত্র ভুক্ত্বাখিলান্ ভোগান্ যুগকোটিশতাধিকম্
সূর্য্যলোকং ততো গচ্ছেন্মার্ত্তণ্ডসদৃশপ্রভঃ ॥৭৪
যুগাযুতশতং তত্র ভুক্ত্বা ভোগান্মনোরমান্।
চন্দ্রলোকং ততো গচ্ছেৎ দ্বিতীয় ইব চন্দ্রমাঃ
তত্রামৃতানি ভুক্ত্বা বৈ চিরং চন্দ্রস্য সন্নিধৌ।
পুনরাগত্য পৃথিবীং চক্রবর্ত্তী নৃপো ভবেৎ ॥৭৬
পালয়িত্বা চিরং পৃথ্বীং জিত্বা চ সকলান রিপূন্
আয়ুষোঽন্তে চ গঙ্গায়াং সুখমৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥৭৭
ভূয় এব সমারুহ্য বিমানং স মহাশয়ঃ।
পুর ভগবতো যাতি দৈবতৈরপি দুর্ল্লভম্ ॥৭৮

না। হে জৈমিনে। প্রভাতে গঙ্গা ও বিষ্ণুকে পুনরায় পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে বিভবানুরূপ দক্ষিণা দিবেন। হে সবিদ্বরে। আমি তোমার অগ্রে পূজা ও জাগরণ যাহা কিছু করিয়াছি, তোমার প্রসাদে তৎসমস্ত অচ্ছিদ্র হউক। বুধ ব্যক্তি এই কথা কহিয়া গঙ্গাকে নমস্কারপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে বন্ধুগণ সহ স্বয়ং পারণাচরণ করিবেন। হে বৎস! যে জন জাহ্নবীতটে এইরূপে তীর্থোপবাস করে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি শ্রবণ কর। ঐ ব্যক্তি জন্মান্তরার্জ্জিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুর সমীপে আসিয়া বিষ্ণু সহ বিহার করিতে থাকে। এবং সহস্র শত কল্পকোটি কাল বিষ্ণুপুরে অবস্থানপূর্ব্বক সমুদয় সুদুর্লভ সুখ ভোগ করে। অনন্তর নারায়ণের আদেশে ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং দেবদুর্লভ ব্রহ্মলোকসুখ ভোগ করিতে থাকে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত কল্পপরিমিত কাল ব্রহ্মলোকে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রহ্মার আজ্ঞায় সুন্দর রথারোহণ করিয়া মহাদেবপুরে গমন করে এবং অত্রত্য বিবিধ দুর্লভ সুখ ভোগ করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। আর অধিক বলিয়া কি হইবে, ঐ মহান্ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত কল্পপরিমিত কাল মহাদেবপুরে অবস্থান করিয়া পরে দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় ইন্দ্রলোকে গমন করে। সেখানে ইন্দ্র পাদ্য, অর্ঘ্য, আচনীয় দ্বারা তাহাকে অর্চ্চনা করিয়া সেই পুণ্যাত্মার সহিত একাসনে উপবেশন করেন। তথায় শতাধিক যুগকোটি কাল যাবতীয় ভোগ উপভোগ করিয়া ঐ মহাপুরুষ সূর্য্যতুল্য প্রভাবশালী হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করেন। ৫৯—৭৪। তথায় শত অযুতযুগ যাবৎ মনোরম ভোগ সকল উপভোগপূর্ব্বক দ্বিতীয় চন্দ্রমার ন্যায় চন্দ্রলোকে গমন করিবেন। তথায় চন্দ্র সন্নিধানে চিরকাল অমৃতরাশি ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতলে আগমনপূর্ব্বক চক্রবর্ত্তী হইবেন। ঐ অবস্থায় চিরকাল পৃথিবী পালন ও সর্ব্বরিপু জয় করিয়া আয়ুঃশেষে গঙ্গায় দেহত্যাগ করিবেন। পরে পুনরায় দেবনির্ম্মিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবদুর্লভ ভগবৎপুরে প্রয়াণ করি-

তত্র ভুক্ত্বাখিলান ভোগান্ মন্বন্তরচতুষ্টয়ম্।
পরমং জ্ঞানমাসাদ্য দুর্ল্লভং মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥
জাহ্নবীতীরযাত্রায়াং দৈবাৎ যস্য ভবেৎ পথি
পঞ্চতাং সোহপি পরমং ধাম গচ্ছেন্ন সংশয়ঃ ॥
সত্যধর্ম্মা নাম রাজা ধার্ম্মিকশ্চ প্রিয়ংবদঃ।
ত্রেতাদ্বাপরসন্ধৌ চ বভূব ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৮১
বিজয়া নাম মহিষী তস্য ভূমিপতেরভূৎ।
সুন্দরী শীলযুক্তা চ পতিসেবাপরায়ণা ॥ ৮২
সপ্তবর্ষসহস্রাণি ভুক্ত্বা বসুমতীমিমাম্।
একদা প্রাপ্তকালোহসৌ সদারঃ পঞ্চতাং গতঃ
ততো যমভটৈর্ব্বদ্ধৌ দম্পতী তৌ ভয়ঙ্করৈঃ।
দুঃখপ্রদেন মার্গেণ জগ্মতুর্যমমন্দিরম্ ॥ ৮৪
তৌ দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজোহপি চিত্রগুপ্তমুবাচ সঃ।
এতয়োঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি চিত্রগুপ্ত বিচারয় ॥ ৮৫
তেনাজ্ঞপ্তশ্চিত্রগুপ্তস্তয়োঃ কর্ম্মাণি জৈমিনে।
মূলাদ্বিচারয়ামাস প্রাহ চেতি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৮৬

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

এতয়োঃ সকলং কর্ম্ম শৃণু রাজন্ বদাম্যহম্।
শুভং বাপ্যশুভং কর্ম্ম যদেতাভ্যাং কৃতং ভুবি
নারায়ণার্চ্চনপরৌ কৃতসর্ব্বমখৌ তথা।
অন্নতোয়প্রদাতারৌ বিপ্রভক্তিকরাবিমৌ ॥৮৮
যদযৎ শুভকরং কর্ম্ম তত্তদাভ্যাং কৃতং ভুবি।
কিঞ্চিদস্ত্যনয়োঃ পাপং বদামি তদহং শৃণু ॥৮৯
একদা ত্রাসিতো ব্যাঘ্রৈঃ কশ্চিদেকো মৃগঃ প্রভো।
বনাজ্জীবনরক্ষার্থমাগতোহস্য সভাং প্রতি ॥৯০
তমায়ান্তং সমালোক্য ভূপোহয়ং প্রাপ্তকৌতুকঃ
জঘান স্বয়মুত্থায় খড়্গেন তরসা মৃগম্ ॥ ৯১
জঘান হ মৃগং রাজা শরণাগতমপ্যয়ম্।
তস্মাৎ সদারভূপোহয়ং দণ্ডনীয়স্ত্বয়া প্রভো ॥
যাবন্তি তস্য লোমানি সংস্থিতানি কলেবরে।
মন্বন্তরাণি তাবন্তি দণ্ড্যোহয়ং ভবতা নৃপঃ ॥৯৩
অবিবেকতয়া রাজন্ যো হন্তি শরণাগতম্।
ফলং তস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বতামতিভীতিদম্ ॥৯৪

বেন। সেখানে চারি মন্বন্তর যাবৎ অখিল ভোগ উপভোগপূর্ব্বক পরম জ্ঞান লাভ করিয়া সুদুর্লভ মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন। জাহ্নবীতীরে যাত্রা করিয়া দৈবাৎ পথে যাহার মৃত্যু হয়, সেও পরম ধামে গমন করিয়া থাকে। ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধি-কালে ভূতলে সত্যধর্ম্মা নামে এক ধার্ম্মিক প্রিয়ম্বদ রাজা ছিলেন। তাহার মহিষীর নাম বিজয়া। বিজয়া সুন্দরী, সুশীলা ও পতিসেবা-পরায়ণা। রাজা সত্যধর্ম্মা সপ্তসহস্র বৎসর যাবৎ এই বসুধা ভোগ করিয়া যথাকালে সস্ত্রীক দেহত্যাগ করিলেন। অনন্তর ভয়ঙ্কর যমদূতগণ তাঁহাদের পতি-পত্নীকে বন্ধন করিয়া দুর্গম পথে যমমন্দিরে লইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগকে দেখিয়া চিত্রগুপ্তকে বলিলেন,—হে চিত্রগুপ্ত! তুমি এই রাজদম্পতির সমস্ত কৃত কর্ম্মের বিচার কর। হে জৈমিনে! যমাজ্ঞায় চিত্রগুপ্ত তাঁহাদের কৃতকর্ম্মসমূহের সকল আমূল বিচার করিয়া কৃতান্ত নিকটে কহিলেন,—হে রাজন্! এই রাজদম্পতির অনুষ্ঠিত শুভ বা অশুভ কর্ম্ম সকল বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই রাজ-দম্পতি নারায়ণপূজাপরায়ণ, সমস্ত যজ্ঞানু-ষ্ঠানপর, অন্নজলপ্রদাতা ও বিপ্রভক্ত ছিল। যে কিছু শুভাবহ কর্ম্ম, সমস্তই ইহারা করিয়াছে, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র পাপ ইহাদের আছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে প্রভো! একদিন এককটা মৃগ ব্যাঘ্র-বিত্রাসিত হইয়া নিজের জীবনরক্ষার্থ এই রাজার সভায় আসিয়াছিল, রাজা মৃগকে আসিতে দেখিয় কৌতুকবশতঃ নিজেই খড়্গ দ্বারা তাহাকে ছেদন করেন। মৃগ শরণাগত হইয়াছিল, তথাচ তাহাকে ইনি নিহত করিয়াছিলেন। হে প্রভো! এইজন্য এই সস্ত্রীক রাজা আপনার দণ্ডনীয়।৭৫—৯২ সেই মৃগদেহের লোমপরিমিত কাল এই রাজা আপনার দণ্ড ভোগ করুক। হে রাজন্! অবিবেকবশতঃ যে ব্যক্তি শরণা-গতকে বধ করে, তাহার ফল বলিতেছি। উহা শ্রবণেও ভয় জন্মিয়া থাকে। শরণাগত-

মন্বন্তরসহস্রাণি মন্বন্তরশতানি চ।
কোটিকোটিকুলৈর্যুক্তো নারকী স্যান্ন সংশয়ঃ॥
শরণাগতরক্ষাং যঃ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কুরুতে মানবো জ্ঞানী তস্য পুণ্যং নিশাময়॥
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মহত্যামুখৈরপি।
আয়ুষোঽন্তে ব্রজেন্মোক্ষং যোগিনামপিদুর্ল্লভম্‌
যমাজ্ঞয়া ততো দূতৈঃ সদারোঽসৌ মহীপতিঃ
অসিপত্রবনে ঘোরে ক্ষিপ্তোহত্যন্তদুঃখদে
অসিতুল্যানি পত্রাণি যতস্তেষাঞ্চ শাখিনাম।
অসিপত্রবনং প্রাহুরতএব মনীষিণঃ॥ ৯৮
স্থিত্বাসিপত্রবিপিনে যুগকোটিশতানি সঃ।
সদারো নরকং ভেজে ব্যাঘ্রভক্ষ্যাহ্বয়ং তত
নিরয়ং প্রবিশন্তং তং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্‌।
ভবন্তি ভক্ষ্যা ব্যাঘ্রাণাং ব্যাঘ্রভক্ষ্যো হ্যতং
স্মৃতঃ॥ ১০০
যুগকোটিসহস্রাণি তত্র স্থিত্বা স ভূপতিঃ।
সদারোঽজনি পাপান্তে ভেকযোনৌ পুনঃ
ক্ষিতৌ॥ ১০১

—

ঘাতী ব্যক্তি শত সহস্র মন্বন্তরকাল স্বীয় কোটি কোটি কুলসহ নারকী হইয়া থাকে. সন্দেহ নাই। যে ধন ও প্রাণ বিনিময়েও শরণাগতকে রক্ষা করে, সে প্রকৃত জ্ঞানী, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ করুন। ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আয়ুঃশেষে যোগিজন-দুর্লভ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর যমের আজ্ঞায় দূতগণ সেই রাজদম্পতিকে অত্যন্ত দুঃখাবহ ঘোর অসিপত্র বনে নিক্ষেপ করিল। সেই বনের বৃক্ষ সকলের পত্র অসি তুল্য। তাই মনীষিগণ তাহাকে অসিপত্র বন বলেন। রাজদম্পতি সেই অসিপত্রবনে শত কোটি যুগ যাপন করিয়া পরে ব্যাঘ্রভক্ষ্য নরকে বাস করিতে লাগিলেন। সর্ব্ববিধ উপদ্রব সহকারে নরকে প্রবেশকালীন ব্যাঘ্রগণ ভক্ষণ করে, এইজন্য ঐ নরক ব্যাঘ্রভক্ষ্য নামে অভিহিত। ঐ রাজদম্পতি সহস্রকোটি যুগ সেই নরকে অবস্থানপূর্ব্বক পরে পাপা-

জাতিস্মরৌ ততস্তৌ চ ভেকীভেকৌ চ দুঃখিতৌ
গর্ত্তে তস্মিন্নুবেকস্মিন সততং কীটভোজিনৌ॥
অথৈকদা তেন পথা পুণ্যাহং প্রাপ্য মানবাং।
গচ্ছন্তি জাহ্নবীতীরং তাংস্তৌ দদৃশতুর্দ্বিজ॥

ভেক উবাচ।

বর্ষাভি মোহাৎ যৎপূর্ব্বং পাপং কর্ম্ম কৃতং ময়া।
অদ্যাপি কর্ম্মণা তেন দুঃখমাবাং ন মুঞ্চতি॥
ত্যক্ত্বা শরীরং গঙ্গায়াং মুক্তাঃ স্যুঃ পাপি-
নোঽপি চ।
তথাপ্যেব বিধং দুঃখমনুভূয়াবহে কথম্‌॥১০৫
গঙ্গায়াং ত্যক্তুমিচ্ছামি সম্প্রত্যেতৎ কলেবরম
রা যুক্তিরত্র হি তাং কান্তেতিতীর্ষুর্দুঃখসাগরম॥
বর্ষাভ্রী তদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রাহেতি বিনয়ান্বিতা।
দুঃখং ন শক্যতে সোঢ়ুং স্বামিন্নেতৎ দ্রুতং কুরু
ততস্তৌ দম্পতী বিপ্র স্মৃত্বা গঙ্গাং শুভপ্রদাম।
সহস্য চক্রতুর্যাত্রা মরণার্থায় হর্ষিতৌ॥ ১০৮

—

বসানে ভূতলে ভেকযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাহারা ভেক ও ভেকী হইয়া অতিদুঃখে রহিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ ছিল। তাহারা ভেকাবস্থায় একস্থানে কীট ভোজন করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! একদা ঐ পথে পুণ্য দিনে মানবেরা জাহ্নবীতীরে প্রয়াণ করিতে লাগিল। ঐ ভেকভেকী সেই সকল তীর্থযাত্রীকে দেখিল।৯২-১০৩। ভেক কহিল,—হারে ভেকি! আমি পূর্ব্বে মোহক্রমে যে পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, অদ্যাপি সেই পাপ কর্ম্মের ফলে দুঃখ ভোগ করিতেছি। গঙ্গায় দেহত্যাগ করিয়া পাপীরাও মুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং আর এবংবিধ দুঃখ কেন ভোগ করি। সম্প্রতি গঙ্গায় এই কলেবর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে কান্তে! আমি দুঃখসাগর পার হইতে অভিলাষী হইয়াছি, এক্ষণে পরামর্শ কি বল। ভেকী সেই কথা শুনিয়া সবিনয়ে বলিল,—হে স্বামিন! ইহাই করুন, আর দুঃখ সহিতে পারি না। হে

অথ তৌ পথি গচ্ছন্তৌ চিরকালবুভুক্ষিতঃ।
অপশ্যৎ পাবকস্ক্ষেড়ৈঃ কালসর্পো ভয়ঙ্করঃ॥

কালসর্প উবাচ।

দর্দ্দুরৌ মা পলায়েথাঃ প্রাপ্তকালৌ যুবাং যতঃ
অদ্য নূনং ভক্ষিতব্যৌ ক্ষুধিতেন ময়া যুবাম্।
ততস্তাবতি সন্ত্রস্তৌ দম্পতী দুঃখভাগিনৌ।
ইত্যূচতুর্বচো ভক্ত্যা কালসর্পং পুরোগতম্॥
নাস্তি মৃত্যুভয়ং সর্প স্বল্পমপ্যাবয়োর্হৃদি।
কিন্ত্বাকর্ণয় দুঃখানি মানসীয়ানি সাম্প্রতম॥১১২
অহমাসং পুরা রাজা সত্যধর্ম্মাহ্বয়ঃ ক্ষিতৌ।
ইয়ঞ্চ বিজয়া নাম মহিষী সংস্থিতা মম॥ ১১৩
ময়া দুরাত্মনা মোহান্নিহতঃ শরণাগতঃ।
তেনৈব কর্ম্মণা ভুক্তং চিরং দুঃখং যমালয়ে॥
ভোক্তুং স্বকর্ম্মণঃ শেষং ভেকযোনৌ স্ত্রিয়া সহ
সোহহং জাতোহস্মি সর্পেশ কৃতং কর্ম্ম নমুঞ্চতি
সম্প্রত্যাবাং জিগমিষু পরমং ধাম পন্নগ।

বিপ্র! অনন্তর সেই ভেকদম্পতি শুভদায়িনী গঙ্গাকে স্মরণ করিয়া সহসা মরণার্থ সহর্ষে যাত্রা করিল। অনন্তর এক চিরকাল বুভুক্ষিত তীব্রবিষধর ভীষণ সর্প তাহাদিগকে পথে যাইতে দেখিয়া কহিল, —ওহে ভেকদম্পতি! তোমাদের কাল প্রাপ্ত হইয়াছে, পলায়ন করিও না, আমি ক্ষুধিত, অদ্য তোমাদিগকে নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিব। অনন্তর সেই দুঃখ-ভাগী ভেকদম্পতি অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া সবিনয়ে সম্মুখস্থ কাল সর্পকে কহিল, —হে সর্প! আমাদের মনে অল্প মাত্রও মৃত্যুভয় নাই, কিন্তু আমাদের মানস দুঃখ শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে সত্যধর্ম্মা নামে এই ভূতলে রাজা ছিলাম। ইনি আমার বিজয়া নাম্নী মহিষী ছিলেন। দুরাত্মা আমি মোহক্রমে শরণাগতকে বিনাশ করিয়াছিলাম। সেই কর্ম্ম ফলে যথাসময়ে আমাদের চিরদুঃখভোগ হইয়াছে। পরে কর্ম্মশেষ ভোগ করিবার জন্য আমি সস্ত্রীক ভেকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেই পাপাত্মা আমি, কৃত কর্ম্ম আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে না! হে

ব্রজাবো জাহ্নবীতীরং শরীরত্যাগহেতবে॥
ত্যজাবিবেকতাং সর্প নরকক্লেশদায়িনীম্।
আবাং সঙ্ক্ষাদ্য ভবতো ভবিষ্যতি সুখং কিয়ৎ
আবয়োর্হৃদয়ে বিষ্ণুস্তবাপি হৃদয়ে হরিঃ।
অতএব ত্বয়া সার্দ্ধং শত্রুতা কা ভুজঙ্গম॥১১৭
প্রাণিহিংসা ন কর্ত্তব্যা কদাপি চ বিচক্ষণৈঃ।
ক্রিয়তেহপি চ তদ্ধিংসা বিদধাতি স্বয়ং বিধিঃ॥
আয়ুঃ পুত্রাংশ্চ দারাশ্চ সম্পদশ্চ যশাংসি চ।
প্রাণিহিংসাপ্রবৃত্তানাং হরেদ্রুষ্টো বিধিঃ স্বয়ম্॥
কিং জপৈঃ কিং তপোভির্ব্বা কিং দানৈঃ কিমধ্বরৈঃ।
হিংসেতি বর্ণদ্বিতয় যস্যাস্তি হৃদয়ে সদা॥ ১২০
যঃ প্রাণিহিংসকো মর্ত্ত্যঃ স এব হরিহিংসকঃ।
সর্ব্বপ্রাণিশরীরস্থো ভগবান্ জগদীশ্বরঃ॥১২১
আত্মানং বহুধা সৃষ্ট্বা ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
সংসারকৌতুকাগারে ক্রীড়েৎ শিশুরিব স্বয়ম॥
শরীরিণঃ শরীরং হি নিলয়ং পরমাত্মনঃ।
পরমাত্মা স্বয়ং বিষ্ণুরতো হিংসাং বিবর্জ্জয়েৎ॥

পন্নগ! অধুনা আমরা পরম ধাম গমনে সমুৎসুক হইয়া দেহত্যাগার্থ জাহ্নবীতীরে যাইতেছি। হে সর্প! নরকক্লেশকর অবিবেক পরিত্যাগ কর, আমাদিগকে খাইয়া তোমার কতটুকু সুখ হইবে? বিষ্ণু আমাদেরও হৃদয়ে এবং তোমারও হৃদয়ে; সুতরাং হে ভুজঙ্গ! তোমার সহিত আমাদের শত্রুতা কি? বিচক্ষণেরা কদাচ প্রাণিহিংসা করিবেন না, যদি করেন, তবে স্বয়ং বিধাতা তাহার প্রতিবিধান করেন। বিধি রুষ্ট হইয়া প্রাণিহিংসা প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের আয়ু, পুত্র, স্ত্রী, সম্পদ্, যশঃ, হরণ করিয়া থাকেন। হিংসা এই বর্ণদ্বয় যাহার হৃদয়ে সদা জাগরূক, তাহার জপ, তপঃ, দান, বা যজ্ঞ দ্বারা কি হইবে। যে মর্ত্ত্য প্রাণিহিংসক, সে স্বয়ং হরিরই হিংসক, কেননা, ভগবান্ জগদীশ্বর সর্ব্ব প্রাণীরই শরীরস্থ। ভগবান্ ভূতভাবন আত্মাকে বহুধা সৃষ্টি করিয়া সংসারকৌতুকা-গারে শিশুর ন্যায় ক্রীড়া করেন। শরীরীর

পরপ্রাণবিনাশেন নাত্মতুষ্টির্বিধীয়তে
ক্ষণং স্যাদাত্মনস্তুষ্টিরন্যেষাং প্রাণসংক্ষয়ম্ ॥
চরিত্রমেতল্লোকানাং মন্যেঽহদ্ভুতমিব ক্ষিতৌ।
আত্মতৃপ্তিং প্রকুর্ব্বন্তি পরং হত্বাতিযত্নতঃ ॥ ১২৫
ধীমানাত্মপরজ্ঞানং কদাচিৎ কুরুতে ন চ।
অহং বিষ্ণুরসৌ বিষ্ণুরিতি চেতসি ভাবয়েৎ ॥
পরদুঃখেন যো দুঃখী সুখী যশ্চ পরশ্রিয়া।
সংসারেঽস্মিন্ সবিজ্ঞেয়ঃ সাক্ষাদেব হরিঃ স্বয়ম্
ধিগস্তু তৎসুখং নৃণাং মোহবিহ্বলচেতসাম্।
পরহিংসাবিধানেন সুখং যৎ স্যাদ্ভুজঙ্গম ॥১২৮
সুখানি বাপি দুঃখানি দদাসন্তে যানি জন্তবে।
অচিরেণৈব তানি স্ম লভন্তে ভুবি মানবাঃ।
তস্মাদ্ধিংসা পরিত্যাজ্যা ভুজঙ্গম সুখী ভব।
প্রসন্নে ত্বয়ি গচ্ছাব পারং দুঃখমহোদধেঃ ॥১৩
সর্প উবাচ।
যদি স্যাৎ পরহিংসায়া নূনমেবাতিপাতকম্।
তদা কথমিমৌ সৃষ্টৌ বেধসা ভক্ষ্যভক্ষকৌ ॥
পরহিংসা ন কর্ত্তব্যা সত্যমেতত্ত্বয়োদিতম্।
কিন্তু দ্রব্যেষু ভক্ষ্যেষু হিংসা সম্ভাব্যতে নহি ॥
নারায়ণো বিশ্বরূপঃ সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ।
ভক্ষ্যভক্ষকসম্বন্ধং স্বয়মেব সসর্জ্জ হ ॥ ১৩৪
সৃজতি স্বয়মাত্মানমাত্মানং রক্ষতি স্বয়ম্।
আত্মানং স্বয়মেবাত্তি সৃষ্টিরেবংবিধা হরেঃ ॥১৩৫
শক্তোঽহং কিং যুবাং হন্তুং কালরূপী স এব হি
সম্প্রতি প্রেষয়ামাস কার্য্যেঽস্মিন্ মাং স্বয়ং হরিঃ
যুবাং সসর্জ্জ যো দেবো যশ্চ রক্ষিতবান্ সদা।
কালরূপী স এবাদ্য হন্তি হেতুং বিধায় মাম্ ॥
ব্যাস উবাচ।
ততস্তেন ভুজঙ্গেন ভক্ষিতৌ তৌ চ দম্পতী।
গঙ্গাগঙ্গেতি জল্পন্তৌ মহত্যা ক্ষুধয়া পথি ॥১৩৮
জাহ্নবীতীরযাত্রায়াং মৃত্যুমাসাদ্য জৈমিনে।
ভেকদম্পতী তৌ পুণ্যাৎ পূর্ব্বস্থিতাবিব ॥

শরীর পরমাত্মারই আলয়। স্বয় বিষ্ণুই পরমাত্মা, অতএব হিংসা পরিত্যাগ করিবে। পরের প্রাণ বিনাশ করিয়া আত্মতুষ্টি বিধেয় নহে। ক্ষণকাল আত্মতুষ্টি, সে জন্য অন্যের প্রাণ বিনাশ, এ লৌকিক চরিত্র আমি অদ্ভুত বলিয়াই মনে করি। লোক সকল অতি যত্নে পরের হত্যাসাধন করিয়া আত্মতৃপ্তি করে। কিন্তু ধীমান ব্যক্তি কখন আত্মপর জ্ঞান করেন না। আমি বিষ্ণু, আর ঐ ব্যক্তিও বিষ্ণু, অন্তরে এইরূপই ভাবনা করিতে হয়। যিনি পরের দুঃখে দুঃখী, এ সংসারে তিনিই সাক্ষাৎ হরি বলিয়া বিদিত। হে ভুজঙ্গম! পরহিংসা করিয়া যে সুখোদয় হয়, মোহবিহ্বলচিত্ত নরগণের সেই সুখে ধিক্। মানবেরা অন্য প্রাণীকে সুখ, দুঃখ যাহাই প্রদান করুক, অচিরে তাহা লাভ করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে ভুজঙ্গম! তুমি হিংসা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও। তুমি প্রসন্ন হইলে আমরা দুঃখ-মহাসাগরের পারে গমন করিব। সর্প কহিল,—যদি নিশ্চয়ই পরহিংসা অতিপাতক হয়, তবে কেন বিধাতা ভক্ষ্য-ভক্ষকের সৃষ্টি করিলেন? পরহিংসা করিতে নাই, ইহা তুমি সত্যই বলিয়াছ, কিন্তু ভক্ষ্যদ্রব্যে হিংসা সম্ভাবনা নাই। নারায়ণ বিশ্বরূপী নিঃসন্দেহ, কিন্তু ভক্ষ্যভক্ষক সম্বন্ধ তিনিই স্বয় সৃষ্টি করিয়াছেন। হরি স্বয়ং আত্মাকে সৃষ্টি করেন, স্বয় আত্মাকে রক্ষা করেন, এবং স্বয় আত্মাকে ভক্ষণ করেন, এইরূপই হরির সৃষ্টি। আমি কি তোমাদিগকে বধ করিতে পারি? সেই হরিই কালরূপী হইয়া সম্প্রতি আমাকে এই কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন। যে দেবতা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই কালরূপী হইয়া আমাকে হেতুবিধানপূর্ব্বক তোমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন।১০৪-১৩৭। ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর সেই ভুজঙ্গ ভেকদম্পতিকে ভক্ষণ করিল। সর্পের দারুণ ক্ষুধা হইয়াছিল, ভেকদম্পতি 'গঙ্গা গঙ্গা' বলিতে বলিতে পথে তাহার গ্রাসে পতিত হইল। হে জৈমিনে! গঙ্গাতীর যাত্রায় ভেক-

বিনষ্টসর্ব্বপাপৌ চ শক্রো দেবগণৈর্বৃতঃ।
তাবানেতুং মনশ্চক্রে ভয়াদিতি বিচিন্তয়ন॥
ময়া ক্রতুশতং কৃত্বা দেবরাজ্যে সুদুর্লভে।
সম্পদেবংবিধা প্রাপ্তা নিশ্চলা মহতী তথা॥
জাহ্নবীতীরযাত্রায়াং পাদে পাদে জনাবিমৌ।
অশ্বমেধাখ্যযজ্ঞানাং প্রাপ্তবন্তৌ মহাফলম্॥
তস্মাদেতৌ মহাত্মানৌ বহ্বশ্বমেধকারিণৌ।
এতয়োঃ সদৃশো নাস্তি শতক্রতুরহং যতঃ॥ ১৪৩
নিজাধিকারে নৈরাশ্যমবলম্ব্য পুরন্দরঃ।
অর্ঘ্যহস্তঃ পাদচারী বৃতো দেবৈঃসমাযযৌ॥১৪৪
অথ রম্ভোর্ব্বশী চৈব সুন্দর্য্যোহন্যাশ্চ হর্ষিতাঃ।
অন্যোন্যং কথযামাসুর্নিজযৌবনগর্ব্বিতাঃ॥ ১৪৫
অয়ং পুণ্যাত্মনা শ্রেষ্ঠো রসজ্ঞোহত্যন্তসুন্দরঃ
আযান্তোনং করিষ্যামঃ স্ববশং চরিতৈঃ স্বকৈঃ
কাচিৎ কাচিদ্বদত্যেতজ্জানামি সকলা কলাম্

দম্পতি মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বস্থিতবৎ প্রতিভাত হইল। তাহাদের সর্ব্বপাপ দূরে গেল। ইন্দ্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের আনয়নার্থ গমন করত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি শত যজ্ঞ করিয়া সুদুর্লভ দেবরাজ্যে এবম্বিধ সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এ সম্পদ্ আমার নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই দুই ব্যক্তি গঙ্গাতীরযাত্রায় পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং এই দুই মহাত্মা বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। আমি ইহাদের তুল্য নহি, যেহেতু, আমি শতক্রতু মাত্র। পুরন্দর এইরূপে নিজাধিকারে নিরাশ হইয়া অর্ঘ্যহস্তে দেবগণসহ পদব্রজে আগমন করিলেন। অনন্তর রম্ভা ও উর্ব্বশী প্রভৃতি সুরসুন্দরীরা নিজ যৌবনে গর্ব্বিতা হইয়া পরস্পর সহর্ষে বলাবলি করিতে লাগিল—ইনি পুণ্যাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ। এই পুণ্যাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ অত্যন্ত সুন্দর ও রসজ্ঞ, ইনি আসিতেছেন, ইহাঁকে আমরা স্ব স্ব চরিত দ্বারা বশীভূত করিব। কোন কোন সুন্দরী কহিল,—আমি

অতএব ভবিষ্যামি কান্তাহমস্য ভূপতেঃ॥১৪৭
কাচিৎ কাচিদিতি ব্রূতে শক্রোঽপি বশগো মম
কিমত্র চিত্রং ভূপালো বশগোঽয়ং ভবিষ্যতি॥
ভর্ত্তা মমায়ঞ্চ পতির্মমায়ং
স্বামী মমায়ং মম নাথ এষঃ।
ইতীহ সর্ব্বাঃ পরমপ্রমোদৈ-
র্ব্বদন্তি নার্য্যোঽখিলসদ্গুণজ্ঞাঃ॥ ১৪৯
উচ্চাবচ বিপ্র নিশম্য তাসাং
জগাদ কাচিৎ গুণিনী ততস্তাঃ।
সৈবাস্য কান্তা নৃপতিঃ স্বয় যা
ভজতায় কিং কলহেন নার্য্যঃ॥ ১৫০
সুন্দর্য্যস্তাস্তত সর্ব্বা সন্ত্যজ্য কলহ দ্বিজ।
অগতা হৃদয়োৎসাহৈঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ॥১৫১
অথ তং নৃপতিশ্রেষ্ঠং সদার গতকল্মষম্।
পাদ্যার্ঘ্যাদ্যৈঃ পূজয়ামাস প্রাহ চেতি পুরন্দরঃ॥

ইন্দ্র উবাচ।

নমস্তে পৃথিবীপাল ত্বং হি পুণ্যাত্মনাং বরঃ।
নিজদাসস্বরূপং মামাজ্ঞাপয় করোমি কিম্॥

নিখিল কলায় অভিজ্ঞা, অতএব আমিই এই ভূপতির কান্তা হইব। কোন কোন কামিনী কহিল,—ইন্দ্রও আমার বশীভূত, সুতরাং এই ভূপাল যে আমার বশতাপন্ন হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইনি আমার ভর্ত্তা, ইনি আমার পতি, ইনি আমার স্বামী, ইনি আমার নাথ, সর্ব্বগুণশালিনী সুরসুন্দরীরা সকলেই পরম প্রমোদ ভরে এই কথা কহিতে লাগিল। হে বিপ্র! তাহাদের উচ্চাবচ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন গুণিনী কহিল,—নারীগণ! কলহ করিয়া কি হইবে? নৃপতি স্বয়ং যাহাকে বলিবেন, সে-ই ইহাঁর কান্তা হইবে। হে দ্বিজ! অনন্তর সেই সকল কামিনী কলহ পরিত্যাগ করিয়া মনের আনন্দে সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া আসিল। তখন পুরন্দর সেই নিষ্পাপ নৃপদম্পতিকে পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া বলিলেন,—হে পৃথিবীপাল! তোমায় নমস্কার, তুমি পুণ্যাত্মাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমি আপনার দাস স্বরূপ, আজ্ঞা করুন, কি করিব? এই

ইত্যুক্ত্বা তং নমস্কৃত্য স্বয়মেব পুরন্দরঃ।
রথে নিবেশয়ামাস পুষ্পকে স্ত্রীসমন্বিতম্ ॥১৫৪
ভেরীমৃদঙ্গমধুরীঢক্কাডিণ্ডিমনিস্বনৈঃ।
সুরদুন্দুভিনাদৈশ্চ ব্যাপ্তং সর্ব্বং ত্রিপিষ্টপম্ ॥
বীণানাদৈঃ সুললিতৈর্গীতৈঃ সুমধুরৈস্তথা।
নৃত্যযৌবতমঞ্জীরঝঙ্কারারাবনিস্বনৈঃ ॥ ১৫৫
করকঙ্কণনাদৈশ্চ করতালস্বনৈস্তথা।
জয়শব্দৈশ্চ দেবানাং নাকঃ শব্দময়োঽভবৎ ॥
দেবাঙ্গনা চারুহস্তা শ্বেতচামরমারুতৈঃ।
বীজিতঃ স রথারূঢঃ সদারস্ত্রিদিবং যযৌ ॥১৫৮
ততঃ শক্রঃ স্বয়ং তস্মৈ দ্বিজশার্দ্দূল ভূভুজে
দত্তবান্ নিজরাজ্যার্দ্ধং স্বভোগক্ষয়কাময়া ॥
শক্রেণ সহ ভূপোঽসৌ বসন্নেকাসনে তদা।
শক্রত্বমকরোৎ স্বর্গে কেশবস্যানুকম্পয়া ॥১৭০
যুগকোটিসহস্রাণি দিবি ভুক্ত্বাখিলং সুখম্
রথমারুহ্য বৈকুণ্ঠং যযৌ ভগবদাজ্ঞয়া ॥ ১৭১
তত্র মন্বন্তরশতং ভুক্ত্বা ভোগান মনোরমান।
পরমং জ্ঞানমাসাদ্য সদারো মোক্ষমাপ্তবান্।
ত্রিস্রোতাতীর্থযাত্রায়াং শরীরং ত্যজতঃ পথি।
ফলমেবংবিধং বিপ্র ময়া সর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
জাহ্নবীতীরগমনে মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
ন কালনিয়মঃ প্রোক্তো নারদাদ্যৈর্মহাত্মভিঃ ॥
যদা যদা দ্বিজশ্রেষ্ঠ গঙ্গায়াং স্নানমাচরেৎ।
তদা তদাক্ষয়ং পুণ্যং লভতে মানবো ধ্রুবম্ ॥
গঙ্গা সর্ব্বাণি পাপানি নাশয়েদীতি চিন্তয়ন্।
কুর্য্যাৎ পুনঃপুনঃ পাপং ন চ গঙ্গা পুনাতি তম্
পাপবুদ্ধিং পরিত্যজ্য গঙ্গায়াং লোকমাতরি।
স্নানং সর্ব্বে প্রকুর্ব্বন্তি যদীচ্ছন্তি পরাং গতিম্ ॥
যৎপুণ্যং জাহ্নবীস্নানাৎ মানবানাং ভবেদ্দ্বিজ
তৎ পুণ্যং প্রাপ্যতে বিপ্র কর্ম্মভিঃ কৈঃ
সুদুস্তরৈঃ ॥ ১৭৮
আসারান্ ভূমিরেণূংশ্চ সংখ্যাতুং যেন শক্যতে
ভাগীরথীগুণং। স্তেন গদিতুং বিপ্র শক্যতে ॥
বিচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বেদাদীনি যথোচ্যতে।

বলিয়া পুরন্দর প্রণামপূর্ব্বক স্বয় তাঁহাদিগকে পুষ্পকরথে উপবেশন করাইলেন। ভেরী মৃদঙ্গ, মধুরী, ঢক্কা, ডিণ্ডিম, এবং দেব দুন্দুভিনাদে সমস্ত স্বর্গভূমি পরিব্যাপ্ত হইল। সুললিত বীণাবাদন সুমধুর, গীত-ধ্বনি, নৃত্যরত যুবতীগণের মঞ্জীরঝঙ্কার, করকঙ্কণনাদ, করতালস্বন এবং দেবগণের জয়শব্দে স্বর্গ শব্দময় হইয়া উঠিল। সেই সস্ত্রীক রাজা দেবাঙ্গনাগণের চারু হস্ত-চালিত শ্বেতচামরমারুতে বীজিত হইয়া রথারোহণে স্বর্গে উপনীত হইলেন। তখন ইন্দ্র স্বীয় ভোগক্ষয়ের আশঙ্কায় নিজেই সেই রাজাকে স্বীয় রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। ঐ ভূপতি কেশবের অনুকম্পায় ইন্দ্রের সহিত একাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। এই ভাবে সহস্র কোটি যুগ যাবৎ স্বর্গে নিখিল সুখ ভোগ করিয়া ভগবৎ-আজ্ঞায় রথারোহণে বৈকুণ্ঠে গমন করি-লেন। তথায় মন্বন্তরশতকাল মনোরম ভোগ সকল উপভোগ করত পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সস্ত্রীক মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ১৬৮—১৭২। হে বিপ্র! গঙ্গাতীর্থ যাত্রায় পথে শরীর ত্যাগ করিলে এবম্বিধ ফল হয়, ইহা তোমার নিকট আমি সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। নারদাদি তত্ত্বদর্শী মহাত্মা মুনিগণ জাহ্নবী-তীর গমনে কালাকালনিয়ম বলেন নাই হে দ্বিজবর! মানব যখন যখন গঙ্গায় স্নান করে, তখন তখনই অক্ষয় পুণ্য লাভ করে। গঙ্গা সর্ব্ব পাপ ক্ষয় করিয়া থাকেন। এই-রূপ চিন্তা করিয়া যে ব্যক্তি পুনর্ব্বার পাপানু-ষ্ঠান করে, গঙ্গা তাহাকে পবিত্র করেন না। মানব যদি পরম গতি ইচ্ছা করে, তবে পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া জগজ্জননী গঙ্গায় স্নানাচরণ করুক। হে দ্বিজ! জাহ্নবী-স্নানে মানবগণের যে পুণ্য হয়, কোন কঠোর কর্ম্ম করিয়া সেই পুণ্য প্রাপ্ত হইতে পারে? বৃষ্টিধারা ও ভূমিরেণুর যাহারা সংখ্যা করিতে পারে, ভাগীরথীর গুণ তাহারাও বর্ণনে অক্ষম। আমি বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্র

গঙ্গাম্ভসি সকৃৎ স্নাত্বা মোক্ষমাপ্নোতি মানবঃ॥
স্নানং কূপজলেঽপি চ প্রকুরুতে সংস্মৃত্য গঙ্গাম্ভু যো
লোকানাং সকলার্ত্তিশোকদুরিতত্রাসৌঘবিধ্বংসিনীম্।
মুক্তঃ সোঽপি সমস্তপাতকচয়ৈর্গোবিপ্রহত্যাদিভি
র্গচ্ছেদ্বিষ্ণুপুরং সমস্তসুখদং গঙ্গাপ্রসাদাদ্দ্বিজ॥১৮১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীজৈমিনিরুবাচ।

মাহাত্ম্যমেতদ্গঙ্গায়াস্ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতং ময়া।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিষ্ণুপূজাফলং গুরো॥
ব্যাস উবাচ।
শৃণু লক্ষ্মীপতের্ব্বৎস সপর্য্যাফলমুত্তমম্
যচ্ছ্রুত্বা মানবাঃ সর্ব্বে লভন্তে জ্ঞানমুত্তমম্॥ ২
বিপ্র দ্বাদশমাসেষু মাঘাদিষু সনাতনঃ।
পূজিতব্যো বিধানৈর্যৈঃ শৃণু তানি বদাম্যহম্॥৩
মাঘে মাসি সমায়াতে সর্ব্বমাসোত্তমে শুভে।
আমিষং মৈথুনঞ্চৈব বর্জ্জয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ॥ ৪
প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং তৈলাভ্যঙ্গমপি চ বর্জ্জয়েৎ
দ্বির্ভোজনং পরান্নঞ্চ মাঘে মাসি পরিত্যজেৎ॥
প্রাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ কৃতপঞ্চমহাধ্বরঃ।
সপর্য্যামাচরেদ্বিষ্ণোঃ স্থিরচিত্তোঽতি বৈষ্ণবঃ॥৬
ঈষদুষ্ণজলৈঃ শুদ্ধৈঃ স্নাপয়েদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্।
অতিস্নিগ্ধৈশ্চন্দনৈশ্চ বিষ্ণোরঙ্গং ন লেপয়েৎ॥৭
পূজয়েদ্দেবদেবস্য জগদীশস্য চক্রিণঃ।
প্রক্ষালিতানি পাত্রাণি জলহীনানি কারয়েৎ॥৮
স্নাপয়িত্বা জগন্নাথমীষদুষ্ণেন বারিণা।
প্রোঞ্ছিতব্যং তচ্ছরীরং দিব্যবস্ত্রেণ যত্নতঃ॥ ৯
সলিলৈরীষদুষ্ণৈশ্চ যঃ স্নাপয়তি কেশবম্।
মাঘে মাসি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ফলং তস্য মযোচ্যতে॥

বিচার করিয়া বলিতেছি, মানব একবারমাত্র গঙ্গাজলে স্নান করিয়াই মোক্ষ লাভ করিতে পারে। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি জনগণের নিখিল আর্ত্তি, শোক, পাপ ও ত্রাসরাশি বিধ্বংসিনী গঙ্গাকে স্মরণ করিয়া কূপজলেও স্নান করে, গো-ব্রাহ্মণ হত্যাদি সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া গঙ্গার প্রসাদে সেও সকল সুখাবহ বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া থাকে। ১৭৩—১৮১।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—গুরো! ভবৎ-প্রসাদে গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, অধুনা বিষ্ণুপূজা ফল শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বলিলেন,—বৎস! লক্ষ্মীপতির উত্তম পূজা-ফল শ্রবণ কর—যাহা শ্রবণে মানবেরা উত্তম জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। হে বিপ্র! মাঘাদি দ্বাদশ মাসে সনাতন হরিকে যে সকল বিধানে পূজা করিতে হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বমাসোত্তম শুভ মাঘ মাস আসিলে বৈষ্ণব জন আমিষ ও মৈথুন বর্জ্জন করিবেন। নিত্য প্রাতঃস্নায়ী হইবেন, তৈল বর্জ্জন করিবেন। মাঘে দ্বিভোজন ও পরান্ন পরিত্যাজ্য। বৈষ্ণব জন প্রাতে শুক্লাম্বর ধারণ ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া স্থিরচিত্তে বিষ্ণুপূজা করিবে। ঈষদুষ্ণ শুদ্ধজলে অব্যয় বিষ্ণুকে স্নান করাইবে। অতিস্নিগ্ধ চন্দন দ্বারা বিষ্ণুর অঙ্গ লেপন করিবে না। দেবদেব জগদীশ্বর চক্রপাণির পূজার প্রক্ষালিত পাত্র সকল সম্পূর্ণ জলহীন করিবে। ঈষদুষ্ণ জলে জগন্নাথকে স্নান করাইয়া দিব্য বস্ত্র দ্বারা সযত্নে তদীয় অঙ্গ প্রোঞ্ছিত করিবে। ১—৯। হে দ্বিজবর! মাঘমাসে ঈষদুষ্ণ জলে কেশবকে যাহারা স্নান করায়, তাহাদের কি ফল হয়,

বিমুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্জন্মজন্মান্তবার্জ্জিতৈঃ।
ইহ ভুক্তে সুখং সর্ব্বং শেষে যাতি হরের্গৃহম্
যত্নাৎ প্রক্ষাল্য পাত্রাণি কৃত্বা হীনানি বারিভিঃ
যঃ পূজয়েজ্জগন্নাথং তস্য পুণ্যং নিশাময় ॥ ১২
ইহ ভুক্ত্বাখিলান কামান সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ।
অন্তে যুগসহস্রাণি তিষ্ঠেৎ কেশবমন্দিরে ॥ ১৩
প্রভাতেহপি চ সন্ধ্যায়াং পুরতশ্চক্রপাণিনঃ।
জ্বলন্তং স্থাপয়েদ্বহ্নিং নির্ধূমং বৈষ্ণবো জনঃ ॥
শীতস্য বারণার্থায় সায়ং প্রাতশ্চ যো নরঃ।
মাঘে বিষ্ণুগ্রতো বহ্নিং জ্বালয়েৎ তৎফলং শৃণু
ইহ ভুক্তেহখিলান কামান পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ
অন্তে বিষ্ণুপুরং যাতি দৈবতৈরপি দুর্লভম ॥ ১৮
যথৈবাত্মা তথা বিষ্ণুঃ সন্দেহো নাত্র বিদ্যতে।
তস্মাদাত্মানুমানেন বিষ্ণুসেবা বিধীয়তে ॥ ১৭
প্রভাতে রৌদ্রদেশে চ পবিত্রে স্থাপয়েদ্ধরিম্।
ন ভোজয়েদ দ্বিজশ্রেষ্ঠ যাবচ্ছীতং সুদুঃসহম্ ॥
স্বপন্তং দেবদেবেশ পর্য্যঙ্কোপরি কেশবম্।
স্থাপয়েন্নিশি নির্ব্বাতদেশে চ বৈষ্ণবো জনঃ ॥
ন প্রাপ্নোতি যথা শীতং দেবদেবো জগদ্গুরুঃ
শুক্লৈঃ পবিত্রৈর্দিব্যৈস্তং বস্ত্রৈরাচ্ছাদয়েদ্বুধঃ ॥
আত্মনঃ কুরুতে মর্ত্ত্যো যথা শীতনিবারণম্।
তথা শীতক্ষয় কুর্য্যাদ্দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ২১
ক্ষীরেণ স্নাপয়েদ্যস্তু মাঘে মাসি জনার্দ্দনম্।
তস্মৈ দেবোত্তমো বিষ্ণুঃ সন্তুষ্টো ন দদাতি কিম্
যঃ পূজয়েৎ সকৃন্মাঘে স্নাপয়িত্বা চতুর্ভুজম্।
নারিকেলোদকৈর্দুগ্ধৈঃ ফলং তস্য বদাম্যহম্ ॥
নবকাক্ষৌ মজ্জমানান দুস্তরে স্বেন কর্ম্মণা।
উদ্ধৃত্য কোটিপুরুষান স যাতি মন্দিরং হরেঃ ॥
মাঘে মাসি চ শুক্লায়াং পঞ্চম্যাং দ্বিজসত্তম।
একাদশ্যাঞ্চ সপ্তম্যাং হরিঃ পূজ্যো বিশেষতঃ ॥
দাতব্যো দেবদেবায় সপদ্মায়াস্বরায়ে।
পায়সোহপূপসহিতো মাঘে মাসি দিনে দিনে
সপূপ পায়সং যস্তু মাঘে যচ্ছতি চক্রিণে।

শ্রবণ কর। তাহারা জন্মান্তবার্জ্জিত সর্ব্ব-পাতক হইতে মুক্ত হইয়া ইহকালে সর্ব্ব-সুখভোগপূর্ব্বক অন্তে হরিগৃহে উপনীত হয়। যে ব্যক্তি সযত্নে পাত্র প্রক্ষালনপূর্ব্বক বারি-বিহীন করিয়া জগন্নাথকে পূজা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ঐ ব্যক্তি ইহকালে সর্ব্বব্যাধিবিমুক্ত হইয়া অখিলভোগ উপভোগ-পূর্ব্বক অন্তে যুগসহস্র যাবৎ কেশব—মন্দিরে অবস্থান করিয়া থাকে। বৈষ্ণব জন প্রভাতে এবং সন্ধ্যাকালে চক্রপাণির পুরোভাগে জ্বলন্ত নির্ধূম বহ্নি স্থাপন করিবেন। সকালে সন্ধ্যায় শীত নিবারণার্থ যে নর বিষ্ণুর অগ্রে বহ্নি প্রজ্বলন করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সে ইহকালে পুত্রপৌত্র সহ নিখিল ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে দেবদুর্লভ বিষ্ণুপুরে উপনীত হয়। যেমন আত্মা তেমনি বিষ্ণু, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আত্মানুরূপে বিষ্ণুসেবা বিধেয়। প্রভাতে পবিত্র আতপ দেশে হরিকে স্থাপন করিবে। হে দ্বিজবর! যাবৎ হরি কঠোর শীতভোগ না করেন, তাবৎ তাহাকে আতপে রাখিবে। দেবদেব কেশব পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত অবস্থায় রহিলে বৈষ্ণব জন রাত্রিতে নির্ব্বাতদেশে তাঁহাকে স্থাপন করিবে। জগদ্গুরু দেবদেব যাহাতে শীতভোগ না করেন, এজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাকে দিব্য পূত শুক্ল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবেন। মানব নিজে যেরূপ শীতনিবারণ করে, দেবদেবের শীতনিবারণও সেই-রূপে করিবে। মাঘমাসে ক্ষীর দ্বারা যে জন জনার্দ্দনকে স্নান করায়, দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কি না দান করেন? ১০—২২ যে ব্যক্তি মাঘমাসে নারিকেলোদক ও দুগ্ধ দ্বারা বিষ্ণুকে একবার মাত্র স্নান করাইয়াও পূজা করে, তাহার ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ ব্যক্তি কর্ম্মফলে দুস্তর নরকনিমগ্ন স্বীয় কোটি পুরুষকে উদ্ধার করিয়া হরিমন্দিরে গমন করে। দ্বিজবর! মাঘে শুক্লাপঞ্চমী, একাদশী সপ্তমী দিনে হরির বিশেষ পূজা কর্ত্তব্য। মাঘে দিনে দিনে লক্ষ্মীসহ বিষ্ণুকে অপূপ, পায়স প্রদান কর্ত্তব্য। যে নর মুরা-

তস্য পুণ্যমহং বচ্মি শৃণু বৈষ্ণব জৈমিনে ॥ ২৭
অন্তে বিষ্ণুপুরং গত্বা মন্বন্তরচতুষ্টয়ম্।
ভুঙ্ক্তে ভোগানশেষাংস্ত প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ
পুনরাগত্য ধরণীং চক্রবর্ত্তী নৃপো ভবেৎ।
ভুঙ্ক্তে চ ভোগং সুচিরং মৃতো যাতি হরের্গৃহম্
পঞ্চম্যাঞ্চৈব সপ্তম্যামেকাদশ্যাঞ্চ জৈমিনে।
অশক্তো বৈষ্ণবো দদ্যাৎ পরমান্নং মুরারয়ে ॥
কৃষ্ণপক্ষাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুক্লপক্ষো বিশিষ্যতে।
শুক্লপক্ষে তিথিষ্বাসু দদ্যাদন্নং মুরারয়ে ॥ ৩১
একাহমপি যো মাঘে বৈষ্ণবো দৈত্যজিষ্ণবে।
সপূপং পায়সং দদ্যান্ন তস্য দুর্লভো হরিঃ ॥ ৩২
যৎ কিঞ্চিদ্বিষ্ণুতৃপ্ত্যর্থং মাঘে মাসি প্রদীয়তে।
তদক্ষয়ং ভবেৎ পুংসঃ কোঽপি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
মাঘে মাসি কৃতং কর্ম্ম শুভং বা শুভমেব বা।
তস্য নাস্তি ক্ষয়ং বিপ্র মন্বন্তরশতৈরপি ॥ ৩৪
মাঘে চম্পকপুষ্পেণ যোঽর্চ্চয়েৎ কমলাপতিম্
স গচ্ছেৎ পরমং ধাম বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥
যাবন্তি স্বর্ণপুষ্পাণি দীয়ন্তে চক্রপাণয়ে।
তাবদ্‌যুগসহস্রাণি স্থীয়তে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ৩৬
মেরুতুল্যসুবর্ণানি দত্ত্বা প্রাপ্নোতি যৎফলম্।
একেন স্বর্ণপুষ্পেণ হরিং সম্পূজ্য তৎফলম্ ॥
সুবর্ণপুষ্পং বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ম্।
মাঘে মাসি বিশেষেণ পবিত্রে কেশবপ্রিয়ে ॥
সুবর্ণকুসুমৈর্দিব্যৈর্যেন নারাধিতো হরিঃ।
রত্নৈর্হীনঃ সুবর্ণাদ্যৈঃ স ভবেজ্জন্মজন্মনি ॥৩৯
ফলং চম্পকপুষ্পস্য ব্রবীম্যহমশেষতঃ।
আকর্ণয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেতিহাসমনুত্তমম্ ॥ ৪০
সুবর্ণো নাম ভূপালো বলবান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
আর্য্যাবর্ত্তেষু সর্ব্বেষু স বভূবাতি সুন্দরঃ ॥ ৪১
রাজশ্রিয়া বিদ্যয়া চ বয়সা চ স ভূপতিঃ।
অতিপ্রমত্তো বিপ্রর্ষে সদাপাপরতোঽভবৎ ॥৪২
পাষণ্ডমন্ত্রিণাং বাক্যৈর্ব্বিনা দোষৈরপি দ্বিজ।
ধনলোভাত্তেন রাজ্ঞা দণ্ড্যন্তে সাধবো জনাঃ ॥

রিকে মাসমাসে পূপপায়স প্রদান করে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি, দ্বিজবর শ্রবণ কর। সে অন্তে বিষ্ণুপুরে গিয়া চারি মন্বন্তর কাল অশেষ ভোগ উপভোগপূর্ব্বক চক্রপাণির প্রসাদে পুনরায় ধরণীতলে চক্রবর্ত্তী রাজা হয়, বিবিধ রম্য ভোগ উপভোগ করে, এবং মৃত্যুর পর হরিগৃহে উপনীত হয়। পঞ্চমী, সপ্তমী ও একাদশীদিনে অশক্ত হইয়া বৈষ্ণব জন বিষ্ণুকে পরমান্ন প্রদান করিবে। হে দ্বিজবর। কৃষ্ণপক্ষ হইতে শুক্লপক্ষই বিশিষ্ট। শুক্লপক্ষে ঐ সকল তিথিতে মুরারিকে অন্নদান কর্ত্তব্য। যে বৈষ্ণব মাঘে অন্ততঃ একদিনও দৈত্যসূদন হরিকে অপূপ-পায়স প্রদান করে, হরি তাহার দুর্লভ নহেন। বিষ্ণুতৃপ্তির জন্য মাঘমাসে যাহা কিছু প্রদান করা হয়, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। মাঘে শুভ বা অশুভ যে কিছু কর্ম্ম করা হয়, হে বিপ্র! শত মন্বন্তরেও তাহার ক্ষয় নাই। মাঘে চম্পকপুষ্প দ্বারা যে কমলাপতির অর্চ্চনা করে, সে সর্ব্বপাতকমুক্ত হইয়া পরম ধামে গমন করিয়া থাকে। যতগুলি সুবর্ণপুষ্প চক্রপাণিকে দেওয়া যায়, তত যুগ ঐ ব্যক্তি বিষ্ণুমন্দিরে বাস করে। মেরুতুল্য সুবর্ণ দান করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, একমাত্র স্বর্ণপুষ্প দিয়া হরি পূজা করিলে সেই ফলই লাভ হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! সুবর্ণপুষ্প সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়, বিশেষতঃ কেশবোপম পবিত্র মাঘমাসে আরও পবিত্র হয়। সুবর্ণকুসুম দ্বারা যে ব্যক্তি হরির আরাধনা না করে, সেই ব্যক্তি জন্ম জন্ম সুবর্ণ ও রত্নহীন হয়।২৩—৩৯। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! চম্পক পুষ্পের উত্তম ফল অধুনা অশেষতঃ বলিতেছি, সেতিহাস শ্রবণ করুন। আর্য্যাবর্ত্তে সুবর্ণ নামে এক ভূপাল ছিলেন। তিনি বলবান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ও অতি সুন্দর ছিলেন। রাজশ্রী, বিদ্যা ও বয়ঃক্রম দ্বারা মহীপতি অতি প্রমত্ত ও সদা পাপরত হইয়া পড়েন। পাষণ্ড মন্ত্রীদিগের বাক্যে নৃপতি বিনা দোষে ধনলোভে সাধুজন সকলের

অন্যায়োপার্জ্জিতং বিত্তং গীতনৃত্যাদিভির্নৃপঃ।
সমস্তং নাশয়ামাস যজ্ঞদানবিবর্জ্জিতঃ॥ ৪৪
ন জ্ঞাতিপোষণং চক্রে ন দেবদ্বিজপূজনম্‌।
ন চ যাচকসন্তুষ্টিং স রাজা পাপমোহিতঃ॥ ৪৫
ন চকারাতিথেঃ পূজাং জহার গুরুযোষিতম্‌।
পপৌ চ মদিরাং নিত্যং স ভূপঃ পাপমন্দিরঃ॥
কৃতানি যানি যানীহ তেন পাপানি জৈমিনে।
অপি বর্ষশতৈঃ শক্তঃ সংখ্যাতুং তানি তানি কঃ
একদা স মহীপালঃ কামেন পরিমোহিতঃ।
জগাম বেশ্যানিলয়ং নিশীথে দুরিতাকরম্‌॥ ৪৮
তমায়ান্তং ততো দৃষ্ট্বা ভূপালমুজ্জ্বলাহ্বয়া।
সহসোত্থায় পর্য্যঙ্কাচ্চক্রে তৎপাদবন্দনম্‌॥
ততঃ প্রক্ষাল্য তৎপাদৌ কদুষ্ণৈরুদকৈস্তথা।
মঞ্চে নিবেশয়ামাস দোর্ভ্যামালিঙ্গ্য তং নৃপম্‌
তৎপ্রেমামৃতধারাভিঃ সিক্তোঽহসৌ পৃথিবীপতিঃ
তস্মিন্নুবাস পর্য্যঙ্কে তয়া সহ কুতূহলী॥ ৫১

ততঃ সা গণিকা প্রীত্যা হসন্তী নবযৌবনা।
দদৌ চম্পকপুষ্পাণাং তস্মৈ ভূমিভুজে স্রজম্‌॥
পুষ্পমাল্যাৎ পুষ্পমেকং তস্মাৎ ভূপতিহস্তগাৎ
পপাত ধরণীপৃষ্ঠে গন্ধব্যাপ্তদিগন্তরা॥ ৫৩
তচ্চ্যুতং কুসুমং দৃষ্ট্বা স রাজাত্যন্তসম্ভ্রমাৎ।
নমো নারায়ণায়েতি জগাদোঙ্কারপূর্ব্বকম্‌॥ ৫৪
নারায়ণায়েতি বাক্যাৎ সর্ব্বাণি পাতকানি চ।
স্বর্ণপুষ্পপ্রদানেন তস্য নষ্টানি ভূভুজঃ॥ ৫৫
নাগরা অথ সর্ব্বেঽপি সমাগত্যাতিদুর্নয়ম্‌।
তস্যামেব নিশায়াং তং জঘ্নুর্বেশ্যাগৃহে স্থিতম্‌
নেতুং তমথ ভূপালং পর্ব্বপাতকিনাং বরম্‌।
কিঙ্করান্‌ প্রেষয়ামাস ক্রুদ্ধো বৈবস্বতো দ্রুতম্‌॥
তেনাজ্ঞপ্তাস্ততো দূতাঃ পাশমুদ্গরপাণয়ঃ।
অতিবেগাৎ সমায়াতাঃ ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ॥
তং বদ্ধা চর্ম্মপাশৈস্তে বিকৃতাকারলোচনাঃ।
উদ্যমং চক্রিরে গন্তুং যমদূতা যমালয়ম্‌॥ ৫৮

দণ্ড করিতেন। আর ঐ অন্যায়োপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ তিনি যজ্ঞ ক্রিয়াদি না করিয়া নৃত্য গীত ইত্যাদিতে নষ্ট করিতেন। তিনি পাপমোহিত হইয়া কখন জ্ঞাতিপোষণ ও দেব দ্বিজের পূজা বা যাচক জনের সন্তুষ্টি বিধান করেন নাই। সেই পাপমন্দির নৃপ কদাপি অতিথিসৎকার করেন নাই। এমন কি, তিনি গুরুদারও হরণ করিয়াছিলেন, নিত্যই মদিরা পান করিতেন। তিনি যে সকল পাপ করিয়াছিলেন, এমন কে আছে, তৎসমুদয় পাপ সংখ্যা করিতে সক্ষম হয়। সেই দুরিতাকর নৃপতি একদা নিশীথে বেশ্যালয়ে গমন করেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া উজ্জ্বলা নাম্নী বারবনিতা সহসা পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিল। তার পর সে ঈষদুষ্ণ উদক দ্বারা রাজার পাদ ধৌত করিয়া দিয়া তাঁহাকে হস্তযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করত পর্য্যঙ্কোপরি লইয়া গেল। অনন্তর নৃপতি প্রেমধারায় অভিষিক্ত হইয়া কৌতুকের সহিত সেই পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর সেই গণিকা প্রীতিভরে হাসিতে হাসিতে ভূপতিকে চম্পক পুষ্পমালা প্রদান করিল। ভূপতির হস্তস্থ সেই পুষ্পমাল্য হইতে একটী পুষ্প ভূতলে পতিত হইল। হে ভূদেব! সেই পতিত পুষ্পের গন্ধে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। রাজা সেই চ্যুত কুসুম দর্শনে সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"ওঁ নারায়ণায় নমঃ"। এই বাক্যে স্বর্ণপুষ্প প্রদান করায় রাজার সর্ব্বপাপ নষ্ট হইল।৪০—৫৫। অনন্তর সমস্ত নাগরিক জন আসিয়া নিশাযোগে সেই বেশ্যাগৃহস্থ দুর্নীতিপরায়ণ রাজাকে নিহত করিল। যমরাজ কুপিত হইয়া তখন পাতকিপ্রবর রাজাকে আনিবার জন্য সত্বর স্বীয় কিঙ্করদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় ক্রোধরক্তনেত্র দূতগণ পাশ-মুদ্গর হস্তে অতিবেগে আগমন করিল এবং চর্ম্মপাশ দ্বারা তাঁহাকে বন্ধন করিয়া যমালয়ে যাইতে উদ্যত হইল। এদিকে নারায়ণ-প্রেরিত শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী গরুড়ারূঢ় দূতগণও সেই রাজাকে লইতে আসিল। বিষ্ণুকিঙ্করেরা তাঁহাকে পাশবদ্ধ দেখি

ততো নারায়ণপ্রেষ্যাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ।
আয়াতা গরুড়ারূঢ়াস্তং নেতুং পৃথিবীপতিম ॥
পাশেন যন্ত্রিতং দৃষ্ট্বা তং ভূপং বিষ্ণুকিঙ্করাঃ।
জঘ্নুশ্চক্রৈর্গদাভিশ্চ যমদূতান রুষা পথি ॥৬১
তং ত্যক্ত্বাত্যন্তসন্ত্রাসা যমদূতাঃ প্রদুদ্রুবুঃ।
বিষ্ণুদূতগদাচক্রপ্রহারশতজর্জ্জরাঃ ॥ ৬১
অথ তং পৃথিবীপালং বিষ্ণুদূতা মহাবলাঃ।
সমারোপ্য রথে দিব্যে শঙ্খানাদধ্মুরুত্তমান ॥
অথ রাজা রথারূঢস্তুলসীমাল্যভূষিতঃ।
পীতকৌশেয়বাসাশ্চ স্বর্ণালঙ্কারভূষিতঃ ॥ ৬৩
স্তূয়মানো মুনিগণৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ
বিষ্ণুদূতৈঃ পরিবৃতো হরেঃ সালোক্যমাযযৌ ॥
অথোত্থায় স্বয়ং বিষ্ণুশ্চতুর্ভির্দীর্ঘবাহুভিঃ।
তমালিঙ্গিতবান ভূপং প্রোক্তবাংশ্চ দ্বিজোত্তম ।
শ্রীভগবানুবাচ।
নৃপতে কুশলং ব্রূহি সর্ব্বপুণ্যাত্মনা বর।
কিমস্ত্যসাধ্যং ভবতস্তদাজ্ঞাপয় সম্প্রতি ॥৬৬
নমো নারায়ণায়েতি বারৈকমপি যো বদেৎ।
নিত্যং তস্যানুপালোঽহং স মে ভ্রাতা স মে পিতা ॥ ৬৭
নারায়ণেতি মন্নাম্নো কদাচিদয়ঃ স্মরেন্নরঃ।
সাধয়াম্যখিলং তস্য পিতুঃ পুত্র ইবোত্তমঃ ॥৬৮
মদ্ভক্তোঽসি নৃপশ্রেষ্ঠ তস্মান্নিজমনোরথম।
প্রকাশয় দ্রুতং তাত কিং প্রদাস্যামি তেঽধুনা
রাজোবাচ।
সর্ব্বমেব দয়াসিন্ধো ত্বয়া দত্তং ন সংশয়ঃ।
পাপিনাপি ময়া প্রাপ্তং তব স্থানং সুদুর্লভম ॥৭০
তস্যানেন তু বাক্যেন প্রসন্নঃ কমলাপতিঃ।
স্নেহান্নিবেশয়ামাস ভূপালং তং নিজাসনে ॥৭১
ততং সুবর্ণালঙ্কারৈর্বিবিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতৈঃ।
চকার মণ্ডনং তস্য স্বয়মেব দয়াময়ঃ ॥ ৭২
অথ নানাবিধৈর্ভক্ষ্যৈর্দেবৈরপি সুদুর্লভৈঃ।
তোষিতঃ স মহীপালো বিষ্ণুনাতিসহিষ্ণুনা ॥৭৩
এব প্রতিদিনং তস্থৌ স রাজা বিষ্ণুমন্দিরে।
মন্বন্তরসহস্রাণি দ্বিতীয় ইব কেশবঃ ॥৭৪

ক্রোধে পথি মধ্যেই যমদূতগণকে গদা ও চক্রদ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। যমদূতগণ তখন অতিত্রাসে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। বিষ্ণুদূতগণের গদা ও চক্র প্রহারে তাহাদের দেহ জর্জ্জর হইল। অনন্তর মহাবল বিষ্ণুদূতগণ সেই রাজাকে দিব্য রথে আরোপণ করিয়া উত্তম শঙ্খ ধ্বনিত করিল। রাজা রথারূঢ় হইলেন, রথারূঢ় হইয়া তুলসীমালায় মণ্ডিত হইলেন। তাঁহার পরিধান পীত-কৌশেয় বসন ও ভূষণ বিবিধ স্বর্ণালঙ্কার। বেদবেদাঙ্গপরায়ণ মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বিষ্ণুদূতগণে পরিবৃত হইয়া হরিসালোক্য লাভ করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু স্বয়ং উত্থিত হইয়া স্বীয় দীর্ঘবাহু চতুষ্টয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে নৃপতে। তোমার কুশল বল। তুমি সমস্ত পুণ্যাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ। তোমার অসাধ্য কি আছে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর। যে ব্যক্তি একবারমাত্র "নমো নারায়ণায়" বলে, আমি নিত্য তাহার পরিপালক, যে আমার ভ্রাতা, সে আমার পিতা। আমার 'নারায়ণ এই নাম যে একবার মাত্র স্মরণ করে, আমি সৎপুত্রের ন্যায় তাহার অখিল কৃত্য সমাধা করি। হে দূতশ্রেষ্ঠ। তুমি আমার ভক্ত, অতএব নিজ মনোরথ প্রকাশ কর। আমি তোমায় কি প্রদান করিব, অধুনা বল।৫৬—৬৯। রাজা বলিলেন,—আমি পাপী হইয়াও আপনার দুর্ল্লভ স্থান প্রাপ্ত হইলাম। অতএব হে দয়াসিন্ধো। আপনি ত আমায় সমস্তই দান করিয়াছেন। রাজার এই বাক্যে কমলাপতি প্রসন্ন হইয়া সস্নেহে তাঁহাকে নিজাসনে নিবেশিত করিলেন। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে দয়াময় নিজেই তাঁহাকে মণ্ডিত করিলেন। তখন অতি সহিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক দেবদুর্ল্লভ বিবিধ ভক্ষ্য দ্বারা তোষিত হইয়া সেই রাজা প্রত্যহ বিষ্ণু-মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সহস্র মন্বন্তর

অথ পুণ্যাবসানে তু পুনরাগতা মেদিনীম ।
জাতিস্মরো মহাভাগ সার্ব্বভৌমো বভূব সঃ ॥
নববর্ষসহস্রাণি নববর্ষশতানি চ ।
প্রজানাং পালনং চক্রে স রাজা ধর্ম্মতৎপরঃ ॥
পূজয়ামাস সততং ভক্ত্যা পরময়া হরিম্‌ ।
চারুচম্পকপুষ্পৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈশ্চ সঃ ॥
আয়ুঃশেষে স ভূপালো মরণ জাহ্নবীজলে ।
সমাসাদ্য যযৌ মোক্ষং প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥
ব্যাস উবাচ ।
বিপ্র চম্পকপুষ্পস্য প্রভাবোহয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ ।
চম্পকৈর্হরিমভ্যর্চ্চ্য মুক্তাঃ স্যুঃ পাপিনোহপি চ
স্ফুটচম্পকপুষ্পেণ পূজিতো ভগবান হরিঃ ॥
অচিরেণৈব বিপ্রর্ষে দদাতি পরমং পদম ॥ ৮০
যে যজন্তি পরাত্মানমিচ্ছয়া বাপ্যনিচ্ছয়া ।
তেহপি যান্তি পরং ধাম বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥
হরৌ প্রসন্নে দুরিতী ন কোঽপি
রুষ্টে চ তস্মিন সুকৃতী ন কোঽপি ।

পর্য্যন্ত তিনি দ্বিতীয় কেশবরবৎ বিরাজ করিলেন। অনন্তর পুণ্যাবসানে পুনরায় মেদিনীমণ্ডলে সমাগত হইয়া—হে মহাভাগ ! ঐ রাজা সার্ব্বভৌম নরপতিরূপে জাতিস্মর হইয়া রহিলেন। ঐ অবস্থায় সেই ধর্ম্মতৎপর রাজা নবসহস্র নবশত বর্ষ প্রজা পালন করিলেন। এবং বিবিধ দিব্য দিব্য নৈবেদ্য ও নানা চারুচম্পকপুষ্প দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক হরিদেবের পূজা করিলেন। অনন্তর যখন আয়ুঃশেষ হইল, তখন ঐ রাজা জাহ্নবীজলে দেহত্যাগ করিয়া চক্রপাণির প্রসাদে মোক্ষলাভ করিলেন। ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্র ! এই আমি চম্পকপুষ্পের প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। চম্পকদ্বারা হরিপূজা করিয়া পাপীরাও মুক্ত হইয়া থাকে। ভগবান হরি প্রস্ফুটিত চম্পকপুষ্পে পূজিত হইয়া অচিরে পরমপদ প্রদান করেন। যাহারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পরমাত্মার অর্চ্চনা করে, তাহারা সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হইয়া পরমধামে গমন করিয়া থাকে। হরি

যতঃ স রাজা কৃতপাতকোঽপি
জগাম মোক্ষং কৃপয়া মুরারেঃ ॥ ৮২
বিশ্বার্ণবং নিস্তমিমং তিতীর্ষু-
র্দিব্যৈঃ সুগন্ধৈঃ কনকপ্রসূনৈঃ ।
নারায়ণং পদ্মদলায়তাক্ষং
মর্ত্ত্যো যজেৎ বিপ্র বিহায় পাপম্‌ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীপাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে চম্পকমাহাত্ম্যে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।
জৈমিনে বিধিনা যেন পূজিতব্যো হরিঃ প্রভুঃ
তমহং বচ্মি বিপ্রর্ষে শৃণু বৎস সমাহিতঃ ॥ ১
কল্যমুত্থায় পর্য্যঙ্কাৎ গৃহীত্বা পাত্রমম্ভসাম্‌ ।
বহির্দেশং ব্রজেৎ প্রা[illegible] শীর্ষমাচ্ছাদ্য বাসসা ॥ ২
তত্রোদীচীমুখো মৌনী যজ্ঞসূত্রাণি কর্ণযোঃ ।
কৃত্বোপবিষ্টঃ প্রাজ্ঞস্তু মলং মূত্রঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩

প্রসন্ন হইলে কেহই পাপী থাকে না, আর তিনি রুষ্ট হইলে কেহই পুণ্যবান হইতে পারে না। দেখ, ঐ রাজা কৃত-পাপ হইলেও মুরারির কৃপায় মোক্ষলাভ করিল। হে বিপ্র ! এই গভীর সংসারসাগর-তরণেচ্ছু মানব [illegible] পাপ হইয়া দিব্য সুগন্ধ কনকপুষ্পে পুণ্ডরী-[illegible]ক্ষ নারায়ণকে অর্চ্চনা করিবে। ৭০—৮৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯

দশম অধ্যায় ।

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে বিপ্রর্ষে ! যে বিধি অনুসারে বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়, আমি তাহা বলিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। জনগণ প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া সজল পাত্র হাতে লইয়া বস্ত্রাবৃত মস্তকে বহির্দ্দেশে গমন করিবে। অনন্তর উত্তরমুখ হইয়া মৌনভাবে বসিয়া কর্ণদ্বয়ে যজ্ঞসূত্র দিয়া মলমূত্র বিসর্জ্জন

দেবতায়তনে মার্গে গোষ্ঠেষু চত্বরেষু চ।
রথ্যায়াং কৃষ্টভূমৌ চ দর্ভস্থল্যাং তথা জলে ॥৪
তটিনীপুলিনে চৈব বৃক্ষমূলে তথা বনে।
তড়াগবাপীগর্ত্তেষু মলং মূত্রঞ্চ ন ত্যজেৎ ॥ ৫
রবিং চন্দ্রমসঞ্চৈব দ্বিজান গাশ্চ দিশো দশ।
মলমূত্রং ত্যজেৎ যাবৎ তাবৎ প্রাজ্ঞো ন পশ্যতি ॥ ৬
খনিতাং মূষিকাদ্যৈশ্চ জলাভ্যন্তরবর্ত্তিনীম।
ফালকৃষ্টাং মৃদ নৈব গৃহ্নীযাৎ শৌচহেতবে ॥ ৭
জলাজ্জলং সমানীয শৌচ কুর্য্যাৎ বিচক্ষণ।
গুহ্যং জলেষু বৈ দত্ত্বা ন শৌচ কুরুতে বুধ৹ ॥
দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ কুর্য্যাৎপ্রাজ্ঞো বহির্ক্রিয়াম
শিরঃ প্রাবৃত্য বস্ত্রেণ ততঃ শৌচ সমাচরেৎ ॥৯
মৃত্তিকৈকা প্রদাতব্যা লিঙ্গে তিস্রস্তু বৈ গুদে।
সপ্ত সব্যে করে প্রাজ্ঞৈস্তস্তযোরুভযোদশ ॥১০
পাদযোঃ ষট্‌ প্রদাতব্যা মৃত্তিকা চ বিচক্ষণৈ।
কৃতশৌচস্ততঃ প্রাজ্ঞঃ কুর্য্যাদ্দন্তস্য ধাবনম্ ॥১১
জিহ্বায়া মার্জনঞ্চৈব রসালচ্ছদনাদিভিঃ।
দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা পশ্চিমাভিমুখস্তথা।
ন দন্তধাবনং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাচ্চেন্নারকী ভবেৎ
মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেন চ দ্বিজ।
দন্তস্য ধাবনং কুর্য্যাৎ তর্জন্যা ন কদাচন ॥ ১৩
অশ্বত্থবটবিল্বানাং ধাত্র্যাঃ কাষ্ঠিকযা বুধঃ।
ন দন্তধাবন কুর্য্যাৎ তথেন্দ্রসুরসস্য চ ॥ ১৪
নিত্যক্রিয়াফল প্রেপ্সুস্ত্বরযা দন্তধাবনম্।
প্রভাতে কুরুতে প্রাজ্ঞঃ সূর্য্যোদযবিবর্জ্জিতে ॥
সূর্য্যোদযে দ্বিজশ্রেষ্ঠ যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্।
নিত্যক্রিয়াফল তস্য সর্ব্বমেব বিনশ্যতি ॥ ১৬
যং স্নানসময়ে কুর্য্যাৎজ্জমিনে দন্তধাবনম্।
নিরাশাঃ পিতরো যান্তি তস্য দেবাঃ সুরর্ষয়ঃ ॥
দন্তস্য ধ বন কুর্য্যাৎ যো মধ্যাহ্নাপরাহ্নয়োঃ।
তস্য পুষ্পং ন গৃহ্নন্তি দেবতাঃ পিতরো জলম্
স্নানকালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্।
তাবজ্জ্ঞেযঃ স চণ্ডালো যাবদ্গঙ্গা ন পশ্যতি
ভগবত্যাদিতে সূর্য্যে যং কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্।
তদ্দন্তকাষ্ঠ পিতরো ভুক্ত্বা গচ্ছন্তি দুঃখিনঃ ॥
উপবাসদিনে বিপ্র পিতৃশ্রাদ্ধদিনে তথা।
ন তু তৎফলমাপ্নোতি দন্তধাবনকৃন্নরঃ ॥ ২১

করিবে। দেবতায়তন, পথ, গোষ্ঠ, চত্বর, রথ্যা, কৃষ্টভূমি, দর্ভস্থলী, আঙ্গিনা, তটিনী-পুলীন, বৃক্ষমূল, বন দীর্ঘিকা ও সরোবরে মলমূত্র বিসর্জ্জন করিবে না। মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতে রবি, চন্দ্রমা, দ্বিজ, গো, দশ-দিক্ নিরীক্ষণ করিবে ন। শৌচ করিবার জন্য মূষিকাদিখনিত, জলমধ্যস্থ, ফালকৃষ্ট, মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। জল হইতে জল তুলিয়া শৌচ করিবে, পায়ু জলে ডুবাইয়া শৌচ করিবে না। রাত্রিকালে দক্ষিণাভিমুখে শৌচ করিবে। বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া শৌচ করিবে। শৌচকালে লিঙ্গে একবার, পায়ুতে তিনবার, সব্য করে দশবার, উভয় হস্তে সাতবার, পাদদ্বয়ে তিন তিনবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে। শৌচের পর দন্তধাবন করিবে এবং রসাল কাষ্ঠিকা দ্বারা জিহ্বা মার্জ্জন করিবে। দক্ষিণ বা পশ্চিম মুখে দন্তধাবন করিবে না, করিলে নারকী হইবে। মধ্যমা অনামিকা, ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে, তর্জনী দ্বারা কদাচ করিবে না। অশথ, বট, বিল্ব, ধাত্রী, অর্জ্জুন ও পদ্মনাল কাষ্ঠিকা দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। নিত্য ক্রিয়ার কালাত্যয় না ঘটে, এইভাবে প্রভাতে সত্বর সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে দন্তধাবন করিবে। সূর্য্যোদয়ের পর যে জন দন্তধাবন করে, তাহার নিত্যক্রিয়ার ফল সমস্তই নষ্ট হয়। যে জন স্নান সময়ে দন্তধাবন করে, তাহার দেব, পিতৃ ও সুরর্ষি নিরাশ. হইয়া গমন করেন। যাহারা মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে দন্তধাবন করে, দেবতাগণ তাহাদের পুষ্প এবং পিতৃগণ তাহাদের জল গ্রহণ করেন না। স্নানকালে যে জন দন্তধাবন করে, সে যাবৎ না গঙ্গা দর্শন করে, তাবৎ চণ্ডাল হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পর দন্তধাবন করিলে, সেই দন্তধাবনকাষ্ঠ পিতৃগণ ভোজন করিয়া অতি দুঃখে গমন করেন। উপবাসের দিন এবং

প্রভাতে মার্জ্জয়েদ্দন্তান বাসসা রসনান্তথা।
কুর্য্যাৎ দ্বাদশ বিপ্রেন্দ্র কলনানি জলৈর্বুধঃ॥
উপবাসে পিতৃশ্রাদ্ধে বিধিনানেন জৈমিনে।
দন্তধাবনকৃন্মর্ত্ত্যঃ সর্বং লভতে ফলম্॥ ২৩
অনেন বিধিনা কৃত্বা দীর্ঘদর্শী বহিষ্ক্রিয়াম।
ততো নিজগৃহং গত্বা রাত্রিবাসঃ পরিত্যজেৎ॥
ততো দেবগৃহদ্বার উপবিষ্টো বুধঃ শুচিঃ।
স্মরেন্নারায়ণং দেবমনন্তং পরমেশ্বরম্॥ ৫
রাম শ্যামতনো বিষ্ণো নারায়ণ কৃপাময়।
জনার্দ্দন জগদ্ধাম পাপং মে হর কেশব॥ ২৬
পীতাম্বরধরানন্ত পদ্মনাভ জগন্ময়।
বামন প্রণতক্লেশবিনাশিন শরণং ভব॥ ২৭
দামোদর যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ করুণার্ণব।
কমলেক্ষণ দেবেন্দ্র বাসুদেব কৃপাঙ্কুরু॥ ৮
গরুড়ধ্বজ গোবিন্দ বিশ্বম্ভর গদাধর।
শঙ্খপাণে চক্রপাণে পদ্মহস্ত হরাপদম॥ ২৯
লক্ষ্মীবিলাস বৈকুণ্ঠ হৃষীকেশ সুরোত্তম।
পুরুষোত্তম কংসারে কৈটভারে ভয়ং হর॥৩০
শ্রীপতে শ্রীধর শ্রীশ শ্রীকর শ্রীবসুপ্রদ।
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম শরণং মে ভবাচ্যুত॥ ৩১
ইত্থং কৃত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুস্মরণং বুধঃ।
বদ্ধাঞ্জলিরিতি ব্রূতে প্রবিশ্য নিলয়ং ততঃ॥ ৩
শ্রীধর শ্রীহরে কৃষ্ণ দেবকীনন্দন প্রভো।
নিদ্রাং মুঞ্চ জগন্নাথ প্রভাতসময়োঽভবৎ॥ ৩৩
অথোত্থিতমিব প্রাজ্ঞঃ পর্য্যঙ্কে দেবকীসুতম্।
নিদ্রাং ত্যক্ত্বা সলক্ষ্মীকং চিন্তয়েন্নিজচেতসা॥৩
ততশ্চ তচ্ছদং দিব্যং পাত্রঞ্চ জলপূরিতম্।
মুখপ্রক্ষালনার্থায় দদাৎ কৃষ্ণায় বৈষ্ণবঃ॥৩৫
ঈশ্বর বর্ত্তনার্থায় সেবন্তে সেবকা যথা।
তথৈব মতিমন্তোঽপি সেবন্তে পরমেশ্বরম্॥ ৩
যস্তু সেবকরূপেণ সেবতে কৃষ্ণমব্যয়ম্।
অচিরেণৈব বিপ্রর্ষে তস্য সিধ্যতি বাঞ্ছিতম্॥৩
যথেশ্বরস্য সভয়া সেবাং কুর্ব্বন্তি সেবকাঃ।
প্রাজ্ঞাস্তথৈব সেবন্তে সর্ব্বদেব হরিং প্রভুম্॥

পিতৃশ্রাদ্ধের দিন দন্তধাবন করিলে উক্ত কর্ম্মের ফললাভ হয় না। প্রভাতে বস্ত্র দ্বারা দন্ত ও জিহ্বা মার্জ্জনা করিয়া দ্বাদশ বার কলনা (কুল্লা) করিবে। উপবাস এর পিতৃশ্রাদ্ধের দিন এরূপ করিলে দন্তধাবনকারী ব্যক্তি সম্পূর্ণ ক্রিয়াফল লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ বিধি অনুসারে বহিষ্ক্রিয়া সমাপন করিয়া গৃহাগমন করত রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর দেবমন্দির দ্বারে উপবেশন করিয়া শুচিভাবে দেব নারায়ণকে এই ভাবে স্মরণ করিবে। হে রাম শ্যামতনু বিষ্ণু নারায়ণ কৃপাময় জনার্দ্দন জগদ্ধাম কেশব! তুমি আমায় কৃপা কর। হে পীতাম্বরধর অনন্ত পদ্মনাভ জগন্ময় বামন প্রণতক্লেশবিনাশিন! তুমি আমার শরণ্য হও। হে দামোদর যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ করুণার্ণব কমলেক্ষণ দেবেন্দ্র বাসু-দেব! তুমি আমায় কৃপা কর। হে গরুড়-ধ্বজ গোবিন্দ বিশ্বম্ভর গদাধর শঙ্খপাণে চক্রপাণে পদ্মহস্ত! তুমি আপদ্ হরণ কর। হে লক্ষ্মীনিবাস বৈকুণ্ঠ হৃষীকেশ সুরোত্তম পুরুষোত্তম কংসারে কৈটভারে! তুমি ভয় হরণ কর। হে শ্রীপতে শ্রীধর শ্রীশ শ্রীকর শ্রীবসুপ্রদ পর ব্রহ্ম পর ধাম অচ্যুত! তুমি আমার শরণ হও। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! উক্ত প্রকারে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে বলিতে দ্বিজ গৃহপ্রবেশ করিবে। হে ঈশ্বর শ্রীহরে কৃষ্ণ দৈবকী-নন্দন প্রভো জগন্নাথ! প্রভাত হইয়াছে, তুমি নিদ্রা ত্যাগ কর।১—৩৩। অনন্তর, সলক্ষ্মী অচ্যুত পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এইরূপ চিন্তা করিবে। বৈষ্ণব জনগণ অনন্তর জলপূরিত দিব্য পাত্র কৃষ্ণের মুখ প্রক্ষালনার্থ দিবে। জনগণ জীবিকার্থ যেমন স্বামিসেবা করে, তদ্রূপ ভক্তিভাবে পরমে-শ্বরের সেবা করিবে। যে জন সেবকরূপে বিষ্ণুসেবা করে, অচিরে তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। অনুজীবিগণ যেমন সভয়ে প্রভুর সেবা করে, তদ্রূপ কৃষ্ণসেবা করিবে। ইচ্ছামত ভয় ত্যাগ করিয়া জনগণ যখন

নিজেচ্ছয়া যদা বিষ্ণুং নির্ভয়ঃ পূজয়েন্নরঃ।
ঈষৎসেবকসম্বন্ধস্তদা ন হি ভবেদ্দ্বিজ ॥ ৩৯
অতএব দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বরয়া কমলাপতেঃ।
কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা সেবা পুংসাং কৈবল্যমিচ্ছতা ॥
নির্ম্মাল্যং রাত্রিবাসঞ্চ গন্ধং পর্য্যুষিতং তথা।
হরেরুত্তারয়েদঙ্গাৎ প্রভাতে বৈষ্ণবো জনঃ ॥
ততো বিষ্ণ্বালয়ে তস্মিন স্বয়মেব হি মার্জ্জনম্।
কুর্য্যাৎ শনৈঃ শনৈঃ প্রাজ্ঞঃ সম্মার্জ্জন্যা পবিত্রয়া
যাবন্তো রেণবস্তস্মাদ্গচ্ছন্তি নিলয়াদ্বহিঃ।
তাবন্মন্বন্তরশতং তিষ্ঠেৎ বিষ্ণুগৃহে জনঃ ॥ ৪৩
যস্তু সম্মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ ব্রহ্মহাপি হরের্গৃহে।
সোঽপি যাতি পরং ধাম কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ ॥
অথোপলেপনং কুর্য্যাৎ বর্ণকৈর্গোময়ৈর্জ্জলৈঃ।
তস্মিন্ বিষ্ণুগৃহে প্রাজ্ঞঃ স্মরেন্নারায়ণং প্রভুম ॥
যস্তূপলেপনং বিপ্র কুর্য্যাৎ কেশবমন্দিরে।
তস্য পুণ্যমহং বচ্মি সংক্ষেপাচ্ছৃণু জৈমিনে ॥৪৬
রজাংসি তস্য যাবন্তি বিনশ্যন্তি দ্বিজোত্তম।
তাবৎ কল্পসহস্রাণি তিষ্ঠেৎ স বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ৪৭
সম্মার্জ্জনং গৃহে বিষ্ণোঃ কৃত্বোপলেপনং পুনঃ
লভতে পরমং ধাম কঃ পূজাফলবিৎ প্রভো ॥
দৈবরাজবিরোধেন ন শক্নোতি যদা স্বয়ম।
তদা বিষ্ণুগৃহে প্রাতর্ধর্ম্মপত্নীং নিযোজয়েৎ ॥৪৮
অথবা তনয়ং ভক্তং সুচরিত্রং দ্বিজোত্তম।
ভ্রাতরং ভগিনীং বাপি পবিত্রাং বৈ নিযোজয়েৎ
হরেঃ সপর্য্যাবস্তূনি সপ্তধা শুদ্ধবারিভিঃ।
প্রক্ষালয়েৎ ত্রিধা বাপি স্বয়মেবাতিযত্নতঃ ॥ ৪৯
অম্লেন তাম্রপাত্রাণি কাংস্যপাত্রাণি ভস্মনা।
বহ্নিনা লোহপাত্রাণি শুধ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫০
ধনাঢ্যো লোহপাত্রৈস্তৈঃ স্নাপয়ত বারিভিঃ।
নারায়ণং জগন্নাথং তস্য তুষ্টো ন কেশবঃ ॥৫১
লোহপাত্রেণ পানীয়ং ন পিবেদ্বৈষ্ণবো জনঃ।
অজ্ঞানাদ্বা পিবেত্তর্হি গঙ্গাস্নানেন শুধ্যতি ॥৫২
সম্পদি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যো নিয়মঃ সদা।

বিষ্ণুপূজা করে, তখন তাহার সহিত তাহাদের সেবক সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হয় নাই বুঝিতে হইবে। অতএব জনগণ ত্বরাসহকারে, সর্ব্বদা কমলাপতির সেবা করিবে। এরূপ করিলে কৈবল্য লাভ হইবে। প্রভাতে হরির গাত্র হইতে নির্ম্মাল্য রাত্রিবাস পর্য্যুষিত গন্ধ এ সকল অপসারিত করিবে। বিষ্ণুমন্দির স্বয়ং শনৈঃ শনৈঃ সমার্জ্জনী দ্বারা মার্জ্জন করিবে। মন্দির মার্জ্জনা করিতে করিতে যতগুলি রেণু মন্দির হইতে বাহিরে নিঃসৃত হইবে, তত শত মন্বন্তর মন্দিরমার্জ্জনাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুসদনে বাস করিয়া থাকে। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও যদি হরিমন্দির মার্জ্জনা করে, তাহা হইলে সেও পরমধামে গমন করিয়া থাকে, অন্যে পরে কা কথা। নারায়ণকে স্মরণ করিতে করিতে বর্ণক, গোময়, ও জল দ্বারা বিষ্ণুমন্দির উপলেপন করিবে। যে জন বিষ্ণুমন্দির উপলেপন করে, তাহার পুণ্যের কথা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। উপলেপনে যতগুলি ধূলিকণা বিনষ্ট হয়, তাবৎ কল্প সহস্র বৎসর উপলেপন কারী ব্যক্তি বিষ্ণুমন্দিরে অবস্থান করে। বিষ্ণুমন্দির সম্মার্জ্জন ও উপলেপনের ফল যখন এই, তখন বিষ্ণুপূজার ফল যে কিরূপ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। দেবকৃত বা রাজকৃত বিঘ্নবশতঃ যদি কখনও স্বয়ং অসমর্থ হয়, তবে তখন তিনি নিজ ধর্ম্মপত্নীকে প্রাতঃকালে বিষ্ণুমন্দির মার্জ্জনায় নিযুক্ত করিবেন। অথবা তিনি নিজ তনয়, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতিকেও বিষ্ণুমন্দির মার্জ্জনায় নিয়োগ করিবেন। ৩৮—৪৯। হরিপূজার দ্রব্যগুলি তিনবার অথবা সাতবার জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবে। তাম্রপাত্র অম্ল দ্বারা কাংস্যপাত্র ভস্ম দ্বারা, লৌহপাত্র অগ্নি দ্বারা শুদ্ধ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি লৌহ পাত্র দ্বারা নারায়ণকে স্নান করায়, তাহা হইলে তিনি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন না। বৈষ্ণব ব্যক্তি কদাচ লৌহপাত্রে পানীয় পান করিবে না, অজ্ঞানতঃ যদি করিয়া ফেলে তাহা হইলে গঙ্গাস্নানে শুদ্ধিলাভ করিবে।

বিপত্ত্যাং নিয়মো নাস্তি শাস্ত্রেষ্বিতি সুনিশ্চিতম্
যত্নাৎ প্রক্ষালিতঃ শঙ্খো যদা ভূমিং স্পৃশেৎপুনঃ
তদা শঙ্খো হি বিপ্রেন্দ্র শতধৌতেন শুধ্যতি ॥
ইত্থং প্রক্ষাল্য যত্নেন পূজাদ্রব্যাণি চক্রিণঃ।
গৃহীত্বা স্নানবস্তূনি স্নানার্থং সরসীং ব্রজেৎ (১) ॥
অকৃত্বা স্নানকর্ম্মাণি গৃহমায়াতি যঃ পুনঃ।
তস্মিন্ দিনে পিতৃগণস্তস্য নাপ্নোতি তর্পণম্ ॥
স্নানার্থং ভোজনার্থং বা গচ্ছতো বিঘ্নকৃদ্ভবেৎ।
যস্তু মোহাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ স নূনং নারকী ভবেৎ ॥
স্নানার্থং সরসীং গত্বা মলমূত্রং করোতি যঃ।
পিতরস্তস্য বিণ্মূত্রভোজিনঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৮
জলাশয়ে ততঃ কৃত্বা স্নানঞ্চ তর্পণাদিকম।
স্বকীয়ং গৃহমাগচ্ছেৎ স্মরেন্নারায়ণ বুধঃ ॥ ৫৯
ততশ্চ প্রাঙ্গণে প্রাজ্ঞঃ প্রক্ষাল্য চরণদ্বয়ম।
প্রবিশেদ্দেবতাগারং শুচির্ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ৬০
অপ্রক্ষালিতপাদো যঃ প্রবিশেন্নিলয় হরেঃ।
সংবৎসরকৃতংপুণ্যং তস্য নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৬১
স্নানং কৃত্বা সমাগত্য প্রাঙ্গণেষু বিচক্ষণঃ।
তস্মাৎ প্রক্ষাল্য চরণৌ প্রবিশেদ্দেবতাগৃহম্ (১)
উপবিষ্টঃ পাদযুগ্মং বুধঃ সব্যেন পাণিনা।
যত্নাৎ প্রক্ষালয়েদ্বিপ্র তথা পাণিদ্বয়ং ততঃ ॥ ৬৩
পাদেন পাদং বিপ্রেন্দ্র তথা দক্ষিণপাণিনা।
যশ্চ প্রক্ষালয়েন্মূঢস্তং লক্ষ্মীস্ত্যজতি দ্রুতম্ ॥ ৬৪
অথোপবিষ্টো মতিমান কেশবার্চ্চনমাবভেৎ।
অনন্যমানসো ভূত্বা সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৬৫
মৃগচর্ম্মাসনে শুদ্ধে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনেঽপি বা।
বস্ত্রাসনে কম্বলে চ তথা কুশময়াসনে ॥ ৬৬
পুষ্পাসনে চোপবিষ্টঃ পূজয়েৎ কমলাপতিম্ ॥
কাষ্ঠাসনে দ্বিজো বিদ্বান ন কুর্য্যাৎ পূজনং হরে
বিষ্ণুনা ত্বং ধৃতা পৃথ্বি সর্ব্বলোকস্ত্বয়া ধৃতঃ।
অতঃ সর্ব্বংসহে দেবি বস্তং মে স্থানমুত্তমম্ ॥ ৬৮
ইত্যুক্ত্বাসনমাস্তীর্য্য বসেন্নারায়ণার্চ্চকঃ।

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! সম্পৎকালে সর্ব্বদা নিয়ম অবলম্বন করিবে, বিপদে নিয়ম অবলম্বন কর্ত্তব্য নহে, শাস্ত্রে ইহা নিরূপিত হইয়াছে। প্রক্ষালিত শঙ্খ যদি ভূমি স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহা আবার শতধৌত না করিলে শুদ্ধ হয় না। এইরূপে যত্নসহকারে হরিপূজায় দ্রব্যসকল প্রক্ষালন করিয়া স্নানদ্রব্যনিচয় লইয়া স্নানার্থ জলাশয়ে যাইবে। স্নানাঙ্গীভূত কর্ম্ম না করিয়া যদি কেহ স্নানান্তে গৃহাগমন করে, তাহা হইলে সে দিন আর পিতৃগণ তৎপ্রদত্ত তর্পণ গ্রহণ করেন না। যে জন মোহবশতঃ স্নানার্থ বা ভোজনার্থ গমনকারী ব্যক্তির বিঘ্ন উৎপাদন করে, সে নিশ্চয়ই নারকী হয়। স্নানার্থে সরোবরে গমন করিয়া যেজন তথায় মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহার পিতৃগণ মলমূত্রভোজী হয়, সংশয় নাই। জলাশয়ে স্নানতর্পণ শেষ করিয়া গৃহাগমন করত প্রাঙ্গণে করচরণ প্রক্ষালনপূর্ব্বক শুচি হইয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিবে। পাদপ্রক্ষালন না করিয়া যে জন হরিমন্দিরে প্রবেশ করে, তৎক্ষণাৎ তাহার কৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়। অতএব বিচক্ষণ মানব স্নানান্তে প্রাঙ্গণে আসিয়া চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিবে। উপবিষ্ট হইয়া সব্যপাণি দ্বারা পাদযুগ্ম উত্তম রূপে প্রক্ষালন করিয়া পরে করযুগল প্রক্ষালন করিবে। পাদ দ্বারা পাদপ্রক্ষালনকারী এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পাদপ্রক্ষালনকারীকে লক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করেন। এইরূপে শৌচবিধি সমাপন করিয়া অনন্যমানসে হরিপূজা আরম্ভ করিবে। মৃগচর্ম্মে, ব্যাঘ্রচর্ম্মে, বস্ত্রে, কম্বলে, কুশাসনে বা পুষ্পময়াসনে উপবেশন করিয়া কমলাপতির পূজা করিবে। কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া বিষ্ণুপূজা করিবে না। "হে পৃথ্বি! বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিতেছেন, আর তুমি সর্ব্বলোক ধারণ করিতেছ, অতএব হে দেবি সর্ব্বংসহে! তুমি আমাকে বসিতে স্থান দাও।" এই বলিয়া আসন আস্তরণপূর্ব্বক

(১) ক্বচিৎ পুস্তকে শ্লোকোঽয়ং ন লক্ষ্যতে।

(১) শ্লোকোঽয়ং পুস্তকান্তরে নাস্তি।

দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা ন কুর্য্যাৎ পূজনং হরেঃ ॥
শঙ্খে কৃত্বা চ পানীয়ং বস্ত্রপূতং সুবাসিতম্।
স্নাপয়েৎ কমলাকান্তং কমলাসহিতং দ্বিজ ॥ ৭০
শঙ্খেন স্নাপয়েদযস্তু ভগবন্তং জনার্দ্দনম্।
ফলং তস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব দ্বিজসত্তম ॥৭১
বিপ্রগোস্ত্রীভ্রূণহত্যাসুরাপানাদিপাতকৈঃ।
বিমুক্তো যাতি বৈকুণ্ঠং ভুক্তেহ সকলং সুখম্ ॥
যদ্‌যদিষ্ট্বা হৃষীকেশং পূজয়েৎ ভক্তিযুঙ নরঃ।
লভতে তত্তদেবাশু প্রসাদাৎ কমলাপতেঃ ॥৭৩
শঙ্খাভাবেন বিপ্রেন্দ্র সুগন্ধমুদকং বুধঃ।
কৃত্বা চ তুলসীপত্রে স্নাপয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥৭৪
স্নাপয়িত্বা তু গোবিন্দং সংস্থাপ্য চ বরাসনে।
সুগন্ধৈশ্চন্দনৈস্তস্য কুর্য্যাৎ সর্ব্বাঙ্গলেপনম ॥৭৫
তুলসীকাষ্ঠপঙ্কেন শ্রীহরের্দেহলেপনম।
যঃ করোতি জনস্তস্য প্রসন্নঃ শ্রীহরিঃ সদা ॥৭৬
তুলসীপত্রমালেয়ং নিজগন্ধসুখপ্রদা।
দীয়তে তে জগন্নাথ সুপ্রীতো ভব সর্ব্বদা ॥৭৭
মন্ত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্র তুলসীপত্রমালয়া।
অলঙ্কৃতো মহাবিষ্ণুঃ প্রসন্নঃ কিং ন যচ্ছতি ॥৭৮
ততস্তু বৈদিকৈর্ম্মন্ত্রৈঃ কর্ত্তব্যং স্বস্তিবাচনম্।
দিগ্বন্ধনঞ্চ বিপ্রর্ষে মন্ত্রৈঃ পৌরাণিকৈর্বুধঃ ॥ ৭৯
কৃষ্ণো রক্ষতু পূর্ব্বস্যামাগ্নেয্যাং দেবকীসুতঃ।
যাম্যাং রক্ষতু দৈত্যারির্নৈর্ঋত্যাং মধুসূদনঃ ॥৮০
বারুণ্যাং কেশবঃ পাতু বায়ব্যাং গরুড়ধ্বজঃ।
শার্ঙ্গী রক্ষতু কৌবের্য্যামৈশান্যাং ধৃতমন্দরঃ ॥
অধো রক্ষতু গোবিন্দস্তথোর্দ্ধং নৃহরিঃ স্বয়ম্।
দিক্ষু রক্ষতু বিশ্বাত্মা কূর্ম্মমূর্ত্তিঃ কৃপাময়ঃ ॥ ৮২
যে বিঘ্নকারকাঃ সর্ব্বে পূজাকালে ভবন্তি হি।
দূরং গচ্ছন্তু তে সর্ব্বে হরিনামাস্ত্রতাড়িতাঃ ॥৮৩
ইত্থং দিগ্বন্ধনং কৃত্বা ততঃ প্রাজ্ঞঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ সঙ্কল্পং কুরুতে দৃঢ়ম্ ॥ ৮৪
ময়া সর্ব্বামিমাং পূজাং দেবদেব জনার্দ্দন।
সিদ্ধিং প্রাপয় নির্ব্বিঘ্নাং প্রসন্নঃ পরমেশ্বরঃ ॥৮৫
ততস্তু কৃতসঙ্কল্পো বৈষ্ণবঃ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ।

তাহাতে উপবেশন করিয়া নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে। দাক্ষিণাভিমুখে উপবেশন করিয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে না। শঙ্খদ্বারা মন্ত্রপূত সুবাসিত পানীয় লইয়া তদ্দ্বারা কমলা সহিত কমলাপতিকে স্নান করাইবে। হে দ্বিজসত্তম! যে জন শঙ্খ দ্বারা নারায়ণকে স্নান করায়, তাহার ফল বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সে বিপ্র, গো, স্ত্রী, ভ্রূণহত্যা ও সুরাপানাদি পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ইহ জগতের সকল সুখ উপভোগ করিয়া অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন করে। ভক্তিযুক্ত নর যাহা যাহা কামনা করিয়া নারায়ণের অর্চ্চনা করে, তাঁহার প্রসাদে সে তত্তৎ অভিলষিতই প্রাপ্ত হয়। শঙ্খাভাবে তুলসীপত্রে করিয়া সুগন্ধ উদকে নারায়ণকে স্নান করাইবে। স্নান করাইয়া বরাসনে সংস্থাপনপূর্ব্বক সুগন্ধ চন্দন দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিবে। যে জন তুলসীকাষ্ঠপঙ্ক দ্বারা শ্রীহরির শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত করে, শ্রীহরি তাহার প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকেন। জগন্নাথ! তোমাকে আমি এই নিজগন্ধসুখপ্রদা তুলসীমালা প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাতে প্রীত হও” এই মন্ত্র দ্বারা তুলসীপত্রমালায় অলঙ্কৃত শ্রীহরি কি না প্রদান করেন? তার পর বৈদিক মন্ত্রে স্বস্তিবাচন ও পৌরাণিক মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিবে।৫০—৭৯। তদযথা—কৃষ্ণ পূর্ব্বদিক্ দেবকীসুত আগ্নেয়ী দিক, দৈত্যারি দক্ষিণদিক্, মধুসূদন নৈর্ঋত দিক্, কেশব বারুণী দিক্, গরুড়ধ্বজ বায়বী দিক্, শার্ঙ্গী কৌবেরী দিক্, কূর্ম্ম ঐশানী দিক্, গোবিন্দ অধোদিক্ আর নৃহরি ঊর্দ্ধদিক্ রক্ষা করুন। কূর্ম্মমূর্ত্তি কৃপাময় বিশ্বাত্মা দিক্ সকল রক্ষা করুন। পূজাকালে যে সকল বিঘ্নকারী উপস্থিত হইবে, তাহারা হরিনামাস্ত্রতাড়িত হইয়া দূরে গমন করুক। এইরূপে দিগ্বন্ধন করিয়া পরে বক্ষ্যমাণমন্ত্রে সঙ্কল্প করিবে। হে দেবদেব জনার্দ্দন! এই আমি তোমায় পূজা করিলাম, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার পূজা বিঘ্নরহিত ও সুসিদ্ধ কর।

অঙ্গন্যাসাদিকং কৃত্বা ধ্যায়েন্নারায়ণং হৃদা ॥ ৮৬
নবীনমেঘসঙ্কাশং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্ ।
পীতাম্বরধরং দেবং স্মিতচারুতরাননম্ ॥ ৮৭
কদম্বপুষ্পমালাভির্ভূষিতং সুমহাভুজম্ ।
বর্হিবর্হশ্রেণিবদ্ধ-শিখণ্ডং ধৃতকুণ্ডলম্ ॥ ৮৮
বংশীমধুরনাদেন মোহয়ন্ত দিশো দশ ।
আবৃতং গোপনারীভিশ্চারুবৃন্দাবনে স্থিতম্ ॥
এবং সঞ্চিন্ত্য দেবেশং শ্রীকৃষ্ণং দেবকীসুতম্ ।
আবাহন ততঃ কুর্য্যাৎ ভক্তিভাবসমন্বিতঃ ॥৯০
কৃষ্ণায় দেবদেবায় চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনে ।
পাদার্ঘ্যাচমনীয়ানি ক্রমাদ্দদ্যাত্ততঃ সুধীঃ ॥ ৯১
কোমলৈস্তুলসীপত্রৈরন্যৈশ্চ পুষ্পসঞ্চয়ৈঃ ।
পূজয়েৎ দেবদেবেশ গোবিন্দং সর্ব্বকামদম ॥
নমো মৎস্যায় কূর্ম্মায় বরাহায় মহাত্মনে ।
নরসিংহায় দেবায় বামনায় পরাত্মনে ॥ ৯৩
নমো রামায় রামায় রামায় হলিনে নমঃ ।
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় সরূপায় নমো নমঃ ॥ ৯৪
নমোস্তু কল্কিনে তুভ্যং নমস্তে বহুমূর্ত্তয়ে ।
নারায়ণায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় চ শার্ঙ্গিণে ॥ ৯৫
দামোদরায় শান্তায় বাসুদেবায় তে নমঃ ।
হৃষীকেশায় মরুতে ব্যোমপাদায় বিষ্ণবে ॥ ৯৬
নমস্তে পদ্মনাভায় নমস্তে পদ্মচক্ষুষে ।
নমস্তে পদ্মহস্তায় পদ্মপত্রায় তে নমঃ ॥ ৯৭
অনন্তায় নমস্তুভ্যমচ্যুতায় নমো নমঃ ।
তার্ক্ষ্যধ্বজায় বৈ তুভ্যং নমস্তে চক্রপাণয়ে ॥৯৮
গদাহস্তায় সাজ্ঞায় নমো দৈত্যারয়ে সদা ।
মাধবায় পরেশায় সর্ব্বকামপ্রদায়িনে ॥ ৯৯
কিরীটিনে কুণ্ডলিনে নমস্তে বনমালিনে ॥
হরের্দক্ষিণপার্শ্বে চ পূজয়েৎ কমলাং শুভাম্ ।
বামপার্শ্বে চ বিপ্রর্ষে শুক্লবর্ণা সরস্বতীম্ ॥
সম্মুখে পূজয়েদ্বিষ্ণোর্ব্বাহনং গরুডাহ্বয়ম্ ।
ওঁ নমো গরুড়ায়েতি মন্ত্রেণৈব বিচক্ষণঃ ॥১০২
নমঃ শঙ্খায় চক্রায় গদায়ৈ চ নমো নমঃ ।
নমঃ পদ্মায় খড়্গায় নন্দকায় নমো নমঃ ॥ ১০৩
ইতি সম্পূজ্য দেবেশ সদারঞ্চ সবাহনম্ ।
সায়ুধঞ্চ ততো মন্ত্রং জপেদষ্টাক্ষরং বুধঃ ॥১০৪
নিজশক্ত্যা জপং কৃত্বা দদ্যান্নৈবেদ্যমুত্তমম্ ।
ধূপং দীপঞ্চ তাম্বূলং দেবদেবায় বিষ্ণবে ॥

অনন্তর সংকল্প করিয়া বৈষ্ণব ব্যক্তি অঙ্গন্যাসাদি করিয়া হৃদয়ে নারায়ণকে এইরূপে ধ্যান করিবে। নারায়ণ—নবীন মেঘসঙ্কাশ, পুণ্ডরীকনয়ন, পীতাম্বর, এবং স্মিতরুচিরানন। তিনি কদম্ব পুষ্পমালায় ভূষিত, এবং আজানুলম্বিত বাহু। তাঁহার চূড়ায় বর্হিবর্হ শ্রেণিবদ্ধভাবে অবস্থিত, তিনি কুণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন। তিনি বংশীর মোহন নাদে দশদিক মোহিত করেন। গোপাঙ্গনায় আবৃত হইয়া তিনি বৃন্দাবনে অবস্থিতি করেন। এইরূপে ধ্যান করিয়া পরে ভক্তিভাবে তাঁহার আবাহন করিবে। অনন্তর চতুর্ব্বর্গপ্রদায়ী দেব কৃষ্ণকে পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয় ক্রমে ক্রমে দান করিবে। কোমল তুলসীপত্র বা অন্যান্য কুসুম দ্বারা সর্ব্বকামদ গোবিন্দের পূজা করিবে। অতঃপর এই বলিয়া নমস্কার করিবে,—হে কৃষ্ণ! তুমি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম, রাম, রাম, তোমাকে নমস্কার। হে হরে! তুমি বুদ্ধ, শুদ্ধ, সরূপ, কল্কি বহুমূর্ত্তি, নারায়ণ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, শার্ঙ্গী, দামোদর, শান্ত, বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার। হে হৃষীকেশ! তুমি মরুৎ, ব্যোমপাদ, বিষ্ণু, পদ্মনাথ, পদ্মচক্ষু, পদ্মহস্ত, পদ্মপাদ, অনন্ত, অচ্যুত, তার্ক্ষ্যধ্বজ, চক্রপাণি, গদাহস্ত, সাজ্ঞ, দৈত্যারি, মাধব, পরেশ, সর্ব্বকামপ্রদায়ী, কিরীটী, কুণ্ডলী, বনমালী, তোমাকে নমস্কার নমস্কার ॥৮০—১০০॥ এইরূপে শ্রীহরির দক্ষিণ পার্শ্বে কমলা, ও বামপার্শ্বে সরস্বতীর পূজা করিবে। আর "ওঁ নমো গরুড়ায়" এই মন্ত্রে সম্মুখে তাঁহার বাহন গরুড়ের পূজা করিবে। অনন্তর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, ও নন্দকের পূজা করিয়া সদার সবাহন সায়ুধ শ্রীকৃষ্ণের পূজাপূর্ব্বক তাঁহার অষ্টাক্ষর মন্ত্র নিজ শক্তি অনুসারে জপ করিয়া উত্তম নৈবেদ্য দান করিবে। পরে ধূপ, দীপ, তাম্বূল ও অন্যান্য উপহার বিষ্ণুকে

অন্যান্যপুষ্পপত্রাণি প্রদদ্যাদ্বৈষ্ণবো জনঃ॥
যস্তু ধূপং দ্বিজশ্রেষ্ঠ চন্দনাগুরুবাসিতম্।
দদ্যাম্মুরারয়ে তস্য ক্রুতং সিধ্যতি বাঞ্ছিতম্॥
ধূপং যচ্ছতি যো বিপ্র হরয়ে ঘৃতবাসিতম।
স গচ্ছেদ্ভবনং বিষ্ণোর্বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ॥
নারায়ণায় যো দদ্যাৎ ধূপং গুগ্‌গুলবাসিতম।
স যাতি পরমং ধাম দুর্লভং যৎ সুরৈরপি॥
ঘৃতেন দীপং যো দদ্যাৎ তিলতৈলেন বা পুনঃ।
নিমেষাৎ সকলং তস্য পাপং হরতি কেশবঃ॥
কর্পূরসহিতং যস্তু তাম্বূলং চক্রপাণয়ে।
দদ্যাত্তস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুক্তির্ভবতি পাতকৈঃ॥ ১০৮
যস্তু যচ্ছতি তাম্বূলং খদিরেণ সমন্বিতম।
ইহ ভুক্ত্বাখিলান লোকানন্তে যাতি হরের্গৃহম॥
যষ্টীমধুরিকাযুক্তং তথা জাতীফলাদিভিঃ।
তাম্বূলং হরয়ে দত্ত্বা স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ॥১১
শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং কুর্য্যাৎ বিষ্ণুপ্রদক্ষিণম
বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ জৈমিনে বৈষ্ণবো জন॥

জনার্দ্দন জগদ্বন্ধো শরণাগতপালক।
ত্বদ্দাসদাসদাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো॥
ইত্যনেনৈব যঃ কুর্য্যাৎ নারায়ণপ্রদক্ষিণম্।
তস্য পুণ্যফলং বিপ্র সঙ্ক্ষেপাৎ কথ্যতে শৃণু॥
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি যানি যানি মহান্ত্যপি।
তানি তান্যপি নশ্যন্তি প্রদক্ষিণপদেপদে॥
যাবৎ পাদ দ্বিজশ্রেষ্ঠ গচ্ছেদ্বিষ্ণুপ্রদক্ষিণে।
তাবৎ কল্পসহস্রাণি মোদতে বিষ্ণুনা সহ॥১১৫
বিষ্ণুপ্রদক্ষিণে যাবৎ পাদ গচ্ছেৎ শনৈঃ শনৈঃ
প্রতিপাদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
সর্ব্ব প্রদক্ষিণীকৃত্য সংসার যৎফলং ভবেৎ।
বিষ্ণু প্রদক্ষিণী কৃত্য তস্মাৎ কোটিগুণং লভেৎ
অঙ্গপ্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ যস্তু নারায়ণাগ্রতঃ।
সোঽপি তৎফলমাপ্নোতি কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ
ন লঙ্ঘয়েৎ সোমসূত্রং ধীমান শম্ভুপ্রদক্ষিণে।
লঙ্ঘয়েদ্যা তদা বিপ্র সা পূজা বিফলা ভবেৎ॥

নিবেদন করিবে। যে জন চন্দনাগুরু-বাসিত ধূপ, শ্রীকৃষ্ণকে দান করে, তাহার অতি সত্বর বাঞ্ছিতসিদ্ধি হয়। যে জন হরিকে ঘৃতবাসিত ধূপ দান করে, সে সর্ব্বপাতকবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। যে গুগ্গুলুবাসিত ধূপ হরিকে দান করে, সে সুরদুর্লভ পরমধামে গমন করিয়া থাকে। যে জন ঘৃতপ্রদীপ বা তিলতৈলের দীপ শ্রীহরিকে দান করে নিমেষ মধ্যে তাহার সমুদয় পাতক শ্রীহরি হরণ করিয়া থাকেন। যেজন কর্পূর সহিত তাম্বুল শ্রীহরিকে দান করে, তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেজন খদিরমিশ্রিত তাম্বুল শ্রীহরিকে দান করে, সে ইহলোকে যাবতীয় ভোগ্য উপভোগ করিয়া অন্তে হরিলোকে গমন করিয়া থাকে। যষ্টিমধু এবং জাতীফল দিয়া তাম্বুল রচনা করিয়া শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করিলে সদাঃ স্বর্গ লাভ হয়। শঙ্খে জল গ্রহণ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বৈষ্ণব জন শ্রীহরির প্রদক্ষিণ করিবে। মন্ত্র যথা, হে জনার্দ্দন! তুমি জগদ্বন্ধু শরণাগতপালক, তুমি আমাকে তোমার দাসদাসানুদাসের দাসত্ব প্রদান কর। এই মন্ত্রে যে জন নারায়ণকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার পুণ্যফল আমি সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর।১০১—১১৩। ব্রহ্মহত্যাদি যে সকল মহৎপাপ আছে, সেই সকল মহৎ পাতক উক্ত প্রকার প্রদক্ষিণের প্রতি পদ-ক্ষেপে বিনষ্ট হয়। জনগণ বিষ্ণুপ্রদক্ষিণে যাবৎ পাদ গমন করে, তাবৎ সহস্রকল্প কাল তাহারা বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। বিষ্ণুপ্রদ-ক্ষিণে যাবৎ পদে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিবে, প্রতিপদে অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইবে। সমুদয় সংসার প্রদক্ষিণ করিলে যে ফল লাভ হয়, বিষ্ণু প্রদক্ষিণ করিলে তাহার কোটিগুণ ফল লব্ধ হইয়া থাকে। যে জন নারায়ণের মন্ত্রে অঙ্গ প্রদক্ষিণ করে, অধিক আর কি বলিব, সেও তাহার ফলভাগী হইয়া থাকে। ধীমান্ ব্যক্তি শম্ভু-প্রদক্ষিণে সোমসূত্র, লঙ্ঘন করিবে না, করিলে ঐ পূজা বিফল হইবে।

প্রদক্ষিণাকারতযা বারৈকং যো হরিং ব্রজেৎ।
জন্ম জন্ম স বিপ্রেন্দ্র সার্ব্বভৌমো ভবেদ্ভবি॥
যস্তু বারদ্বয়ং বিপ্র কুর্য্যাৎ বিষ্ণুপ্রদক্ষিণম।
ইন্দ্রসম্পদমাপ্নোতি ত্রিদিবে নাত্র সংশয়ঃ॥১২১
বিষ্ণুপ্রদক্ষিণং যস্তু কুর্য্যাৎ বারত্রয়ং জনঃ।
বিমুক্তঃ সকলৈঃ পাপৈঃ প্রবিশেন্মাধবীং তনুম
ভ্রাময়েৎ সোদকং শঙ্খং কেশবোপরি জৈমিনে
বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ সোঽন্তে স্বর্গমবাপ্নুযাৎ॥
জনার্দ্দন জগদ্বন্দ্যো শরণাগতপালক।
ত্বদ্দাসদাসদাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো॥
ভ্রাময়েদিতানেনৈব ভক্ত্যা বারত্রয়ং বুধ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ সপ্তধা যস্তু কেশবম।
পাতকং তচ্ছরীরস্থং ভস্মীভবতি তৎক্ষণাৎ॥
শিরস্যঞ্জলিমাদায প্রণমেদ্‌যো জনার্দ্দনম।
তস্মৈ লক্ষ্মীপতির্বিষ্ণুর্দ্দদাতি পরম পদম॥১২৭
ভূমৌ নিপাত্য সর্ব্বাঙ্গং হরিং প্রণমতাং নৃণাম।
পুণ্যপ্রভাবং বিপ্রর্ষে বদতো মে নিশাময়॥

প্রদক্ষিণাকারে বারেকমাত্র শম্ভুসন্নিধানে গমন করিলে সে জন্মান্তরে সার্ব্বভৌম হয়। বিপ্র! যে জন বারদ্বয় বিষ্ণু প্রদক্ষিণ করে, সে নিশ্চিতই স্বর্গে ইন্দ্রসম্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে জন বারত্রয় বিষ্ণু প্রদক্ষিণ করে সে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া শ্রীহরিশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। হে জৈমিনে! যে জন বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে জলপূরিত শঙ্খ শ্রীহরির উপরিভাগে ভ্রামিত করে, সেই ব্যক্তি অন্তিমে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। মন্ত্র যথা,—"হে জনার্দ্দন জগদ্বন্দ্যো শরণাগত-পালক! তুমি আমাকে ত্বদ্দাসদাসানু-দাসের দাসত্ব দান কর।" এই মন্ত্রে ভক্তি-পূর্ব্বক জলপূরিত শঙ্খ তিনবার ভ্রামিত করিবে। যে জন ভূলুণ্ঠিতশিরে কেশবকে সাতবার দণ্ডবৎ প্রণাম করে, তাহার শরী-রস্থ সমুদয় পাতক তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়। শিরোদেশে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া যে জন জনার্দ্দনকে প্রণাম করে, শ্রীভগবান তাহাকে পরমপদ দান করেন। হে বিপ্রর্ষে!

যাবন্তী রেণুভির্নৃণাং ভূষিতং স্যাৎ কলেবরম
তাবৎ কল্পসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি হরিসন্নিধৌ॥ ১২৮
কোটিজন্মকৃতা পূজা বিধিবৎ শ্রীমতো হরেঃ।
স্বেচ্ছয়া দণ্ডবৎপাতধূলিত্যাগাদ্বিনশ্যতি॥ ১২৯
ততঃ কেশবনির্ম্মাল্যং বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদীয়তে।
বৈষ্ণবাংস্তান প্রবক্ষ্যামি শৃণু সত্তম জৈমিনে॥
শুকঃ সূতস্তথা ব্যাসো নারদঃ কপিলো মুনিঃ।
প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ হনূমাংশ্চ বিভীষণঃ॥ ১৩
অক্রূরশ্চোদ্ধবো ধীমান মার্কণ্ডেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ।
অশ্বত্থামা ধ্রুবো ভীষ্মঃ কৃপশ্চৈব বলিস্তথা॥১৩
সনকাদ্যাশ্চ তে সর্ব্বে তথৈবান্যে চ বৈষ্ণবাঃ।
নির্ম্মাল্যং বাসুদেবস্য গৃহ্ণন্তু সর্ব্বকামদম্‌॥১৩
ইত্যুক্ত্বা বিষ্ণুনির্ম্মাল্যংনিক্ষিপেদ্ভুবি বৈষ্ণবঃ(১)
ততস্তু হরিনির্ম্মাল্যং স্বযং গৃহ্ণাতি ভক্তিমান্‌॥
মস্তকে দৃশ্যতে যস্য হরিনির্ম্মাল্যমুত্তমম।

সর্ব্বাঙ্গ ভূমিতে পাতিত করিয়া শ্রীহরিকে প্রণামকারী ব্যক্তির পুণ্যপ্রভাব আমার নিকট শ্রবণ কর। ১২৪—১২৮। যতগুলি ধূলিকণা দ্বারা ঐ প্রণত ব্যক্তির কলেবর ভূষিত হয় তাবৎ কল্পসহস্রকাল উক্ত প্রণতব্যক্তি বিষ্ণু-সন্নিধানে বসতি করিয়া থাকে। শ্রীহরির যথাবিধিকৃত কোটিজন্মকৃত পূজা, স্বেচ্ছায় দণ্ডবৎ প্রণিপাতধূলি গাত্র হইতে মার্জ্জন করিলে বিনষ্ট হয়। এইরূপে পূজাবিধি সমাপন করিয়া বৈষ্ণবগণকে নির্ম্মাল্য প্রদান করিবে। শ্রীহরিনির্ম্মাল্যাই বৈষ্ণবগণের কথা বলিতেছি, হে জৈমিনে! শ্রবণ কর। শুক, সূত, ব্যাস, নারদ, কপিল, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, হনূমান, বিভীষণ, অক্রূর, উদ্ধব, শ্রীমান মার্কণ্ডেয়, যুধিষ্ঠির, অশ্বত্থামা, ধ্রুব, ভীষ্ম, কৃপ বলি এবং সনকাদি ও অন্যান্য, ইহাঁরা সকলে সর্ব্বকামদ শ্রীহরিনির্ম্মাল্য গ্রহণ করুন। এই বলিয়া ভূমিতলে কিঞ্চিৎ নির্ম্মাল্য নিক্ষেপপূর্ব্বক ইহাঁদিগকে হরিনির্ম্মাল্য নিবেদন করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিবে। যাহার মস্তকে শ্রীহরি-

---

(১) ইদমর্দ্ধং পুস্তকান্তরে নাস্তি।

স বিজ্ঞেয়ো দ্বিজশ্রেষ্ঠ সাক্ষাদেব স্বয় হরিঃ ॥
দুর্লভং বিষ্ণুনৈবেদ্যং পবিত্রং পাপনাশনম।
গৃহ্ণন্তি ত্রিদশাঃ সর্ব্বে মানুষাণাঞ্চ কা কথা ॥
জৈমিনে তুলসীপত্রং যস্তু জিঘ্রতি বৈষ্ণবঃ।
তস্য দেহান্তরাস্থায় সর্ব্ব পাপ বিনশ্যতি ॥১৩৮
তুলসীপত্রগন্ধস্তু প্রবিশেদযস্য নাসিকাম।
আপদস্তচ্ছরীরস্থা' সদ্যো গচ্ছন্তি সঙ্ক্ষয়ম ॥
তুলসীচ্ছদনঘ্রাণমাত্রাৎ যোহভিনন্দতি।
তস্যালয়ে ভবেন্নিত্যমানন্দো দ্বিজসত্তম ॥ ১৯
স্তবৈস্তস্তত্বা জগন্নাথ কমলাপ্রিয়মচ্যুতম।
কৃতাঞ্জলিস্তত' প্রাজ্ঞ ইম মন্ত্রমুদারয়েৎ ॥ ১৪০
নারায়ণ জগদ্রূপ জগদ্ধাম জগৎপতে।
গচ্ছ দেব নিজস্থান প্রসন্নো ভব সর্ব্বদা ॥১৪১
যেয স্বশক্ত্যা দেবেন্দ্র তব পূজা কৃতা ময়া।
অচ্ছিদ্রাস্তু জগন্নাথ ত্বৎপ্রসাদান্মম প্রভো ॥
তত' পাদোদক প্রাজ্ঞো মহাবিষ্ণোঃ পরাৎপরং
সমস্তপাতকধ্বংসি গৃহ্ণীয়াৎ ভক্তিভাবত ॥১৪৩

কণমাত্র' বহেদযস্তু বিষ্ণুপাদোদকং শুভম্।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু জৈমিনে সত্যমুচ্যতে ॥
স্পৃশন পাদোদকং বিষ্ণোর্গঙ্গাস্নানফল' লভেৎ
গাঙ্গেয সলিলং বিপ্র বিষ্ণো' পাদোদক' যতঃ
অকালমরণ' নাস্তি নাস্তি ব্যাধিভয' তথা।
স্পৃশতঃ পাদসলিল কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪৮
পাপব্যাধিবিনাশার্থ বিষ্ণুপাদোদকৌষধম।
পাপিনো যে নরাস্তে চ পিবন্তু প্রতিবাসরম্ ॥
বিষ্ণুপাদোদক বিপ্র য পিবেৎ পাপবানপি।
পাতক তচ্ছরীরস্থ তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥১৫০
যথৌষধেন দেহস্থ হন্যতে দেহিনো বিষম্।
তথৈব পাতক সর্ব্ব বিষ্ণুপাদোদকেন চ।
বিষ্ণুপাদোদক শুদ্ধ তুলসীপত্রমিশ্রিতম্।
যো বহেচ্ছিরসা ভক্ত্যা তস্য পুণ্যং বদামি তে
ব্রহ্মহত্যাদিভি' পাপৈর্বিমুক্তো বিষ্ণুরূপধৃক্।
অন্তে বিষ্ণুপুর গত্বা বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥
মেরুপ্রমাণহেমানি দত্বা ভবতি যৎফলম।

নির্মাল্য দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ শ্রীহরি বলিয়া জানিবে। হরিনৈবেদ্য দুর্লভ, পবিত্র এবং পাপনাশন ইহা সর্ব্বদা দেবগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, মানবগণের কথা আর কি বলিব? হে জৈমিনে! যে জন তুলসী-পত্র আঘ্রাণ করে, তাহার দেহস্থ সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। তুলসীপত্রগন্ধ যাহার নাসিকায় প্রবেশ করে, তাহার শরীরস্থ সমুদয় আপৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তুলসীপত্রের ঘ্রাণ লইয়া যে জন আনন্দ লাভ করে, তাহার গৃহে নিত্য আনন্দ বিরাজ করিয়া থাকে। ভগবান কমলাপতিকে ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিয়া এইরূপ বলিব,—হে নারায়ণ জগদ্রূপ জগদ্ধাম জগৎপতে! তুমি প্রসন্ন হইয়া নিজ স্থানে গমন কর। হে দেব! আমি ভক্তি-পূর্ব্বক তোমায় যে পূজা করিয়াছি, তাহা তোমার প্রসাদে অচ্ছিদ্র হউক। অনন্তর সর্ব্বপাতকধ্বংসী শ্রীহরির পাদোদক ভক্তি-পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। যে জন কণামাত্র বিষ্ণুপাদোদক গ্রহণ করে, সে সর্ব্বতীর্থস্নানের এবং সর্ব্বযজ্ঞদীক্ষার ফল লাভ করিয়া থাকে। বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শ করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়, কারণ বিষ্ণু-পাদোদকই গঙ্গাসলিল। শ্রীহরির পাদো-দক স্পর্শ করিলে অকালমরণ ও ব্যাধিভয় থাকে না। পাপব্যাধি বিনাশের নিমিত্ত বিষ্ণুপাদোদক পরম ঔষধ। যে সকল মানব পাপী, তাহারা প্রতিবাসর বিষ্ণু পাদোদক গ্রহণ করুক।১৩৭—১৪৯। পাতকী ব্যক্তিও যদি বিষ্ণুপাদোদক পান করে, তাহা হইলে তাহার শরীরস্থ সমুদয় পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যেমন ঔষধ দ্বারা দেহস্থ বিষ বিনষ্ট হয়, তেমনি বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা সমুদয় পাতক বিনষ্ট হয়। তুলসীমিশ্রিত বিষ্ণুপাদোদক যে জন ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে বহন করে, তাহার পুণ্যের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি পাপে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক অন্তে বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ উপভোগ করে। মেরুপ্রমাণ হেম দান করিয়া

বিষ্ণুপাদোদকস্পর্শাত্তস্মাৎ কোটিগুণং লভেৎ
গবাং কোটিসহস্রাণি দত্ত্বা যৎফলমাপ্যতে ।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা তৎফলং প্রাপ্যতে জনৈঃ
সপ্তদ্বীপাং মহীং দত্ত্বা দ্বিজেভ্যো যৎফলং লভেৎ
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শন
কোটিকন্যাপ্রদানেন যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্‌ । (১)
বিষ্ণুপাদোদকস্পর্শাত্তবেত্তদধিক ফলম্‌ ॥ ৫৮
অশ্বকোটিপ্রদানেন গজকোটিপ্রদানত
যৎফলং তচ্চ লভতে বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শন ॥
দীপিকাকোটিদানেন যৎপুণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্‌
তস্মাদপ্যধিক পুণ্যং লভেৎ পাদোদক স্পর্শন
বহুনাত্র কিমুক্তেন সত্যং প্রতিজানে মযা
বিষ্ণুপাদোদকস্পর্শাৎ মুক্তিমাপ্নোতি মানব ॥
ভূয়োভূয়োঽপি বিপ্রেন্দ্র দৃঢ়াং ব্রবীমি তে ।

যে ফললাভ হয়, বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। সহস্র কোটি গো দান করিলে যে ফল পাওয়া যায়, একমাত্র বিষ্ণুপাদোদক পানে তৎফল লব্ধ হইয়া থাকে। দ্বিজগণকে সপ্তদ্বীপা মহী দান করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শ করিয়া মানব তৎফল লাভ করিয়া থাকে। কোটি কন্যা প্রদানে যে ফল কীর্তিত হইয়াছে কেবল বিষ্ণু-পাদোদকস্পর্শে তদধিক ফল লব্ধ হইয়া থাকে। কোটি অশ্ব ও কোটি গজ দানে যে ফল লাভ হয় কেবল বিষ্ণুপাদোদক-স্পর্শে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। কোটি দীপদানে যে পুণ্য কথিত হইয়াছে বিষ্ণু-পাদোদক স্পর্শ করিলে তদধিক পুণ্য হইয়া থাকে। অধিক আর কি বলিব সত্যরূপে বলিতেছি যে, বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শ করিলে মানব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে হে বিপ্রেন্দ্র! আমি বার বার দৃঢ়রূপে বলি-তেছি, বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শ করিলে আর

পুনর্ন লভতে জন্ম স্পৃশন পাদোদকং হরেঃ ॥
বিষ্ণুনৈবেদ্যশেষঞ্চ সর্ব্বদা পাপনাশনম্‌ ।
যোঽশ্নাতি ভক্তিভাবেন স গচ্ছেৎ পরমং পদম্‌
দুর্লভ বিষ্ণুনৈবেদ্য ভুঞ্জতো দ্বিজসত্তম ।
দেহং ত্যজন্তি পাপানি ব্রহ্মহত্যামুখান্যপি ॥
মুক্তিভূমিদ্বিজশ্রেষ্ঠ দৈবতৈরপি দুর্লভা ।
ভুঞ্জতো বিষ্ণুনৈবেদ্য দাসীব বশগা ভবেৎ ॥
সম্পূজ্য কমলানাথং কিঞ্চিন্নৈবেদ্যমত্তি যঃ ।
অচিরেণৈব তং বিষ্ণুর্নয়তি স্বাং তনুং প্রতি ॥
নৈবেদ্যস্য মহাবিষ্ণোর্গুণং কিং কথযাম্যহম্‌ ।
ভুঞ্জতো কেশবোঽপি স্যাদধীনো দ্বিজসত্তম ॥
অনেন বিধিনা বিপ্র প্রতিমাসে জনার্দ্দনম্‌ ।
সম্পূজ্য ভক্তিভাবেন মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ ॥
বিনা বিধানং বিপ্রর্ষে পূজায়াং জগতীপতে ।
ভক্তিসন্তুষ্টচিত্তস্য ভক্তিরেবাত্র কারণম্‌ ॥ ১৮
মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে ।
দ্বয়োরপি সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥ ১৯

মানবকে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যে জন ভক্তিভাবে বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করে সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিলে জনগণের ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বহির্গত হয় ও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। মুক্তি ব্রহ্ম দেবদুর্লভ, কিন্তু এ মুক্তি দাসীর ন্যায় বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজনকারী ব্যক্তির বশ বর্ত্তিনী হয়। যে জন শ্রীহরির পূজা করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও প্রসাদ ভক্ষণ করে, শ্রীহরি অচিরে তাহাকে স্বীয় তনুতে লীন করিয়া লন। শ্রীহরির প্রসাদভক্ষণের গুণের কথা অধিক আর আমি কি বলিব? যে জন ভোজন করে শ্রীহরি তাহার অধীন হইয়া থাকেন। এইভাবে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজা করিলে মানব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। শ্রীহরির পূজার জন্য যাহার যেমন সামর্থ্য, সে তেমনি আয়োজন করিবে, কারণ, ভক্ত ব্যক্তির ভক্তিই পূজার একমাত্র উপাদান। দেখ, মূর্খ ভক্ত বিষ্ণায় বলিয়া পূজা করে, আর পণ্ডিত ভক্ত বিষ্ণবে বলিয়া

(১) অশ্বমেধসহস্রাণি কৃত্বা ভবতি যৎ-ফলম্‌। ইতি পাঠান্তরম্‌।

বিধিহীনামপি শ্রেষ্ঠা পূজা শ্রীকমলাপতেঃ।
যঃ কুর্য্যাৎ ভক্তিভাবেন সোঽপি স্যাৎ কেশবপ্রিয় ॥ ১৭
বিধিজ্ঞো বিধিনা কৃষ্ণমভ্যর্চ্চ্য যৎফলং লভেৎ
অবিধিজ্ঞোঽপি বিপ্রেন্দ্র ভক্তশ্চেৎ তৎফল লভেৎ ॥ ১৮
যথোক্তবিধিনা বিপ্র নৈবেদ্যৈর্বহুভিঃ প্রভু।
পূজিতোঽপি ন তুষ্টঃ স্যাদযদি ভক্তির্নবিদ্যতে।
যস্য বৈ যাবতী ভক্তির্দেবদেবে জনার্দ্দনে।
তাবত্যেব ফলাবাপ্তিস্তস্য নাস্ত্যত্র সংশয় ॥
অভক্ত্যা যা হরেঃ পূজা ক্রিয়তে দ্রব্যসঞ্চয়ৈ।
বিধানেন চ সা পূজা পূতাকালেব হন্তি বৈ (১)
জ্ঞানমূলং হরের্ভক্তির্ভক্তিমূল জগৎপতিঃ।
পূজা মোক্ষক্রমোৎপত্তৌ মলমাবাহন হবে ॥
অল্পমাত্রমপি প্রাজ্ঞং শ্রদ্ধয়া কুরুতে হি সৎ।
তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্ব্বং শ্রদ্ধাহীনাফলা ক্রিয়া ॥
ভক্ত্যা যঃ পূজযেদ্বিষ্ণু বারমাত্রমপি দ্বিজ।
স লভেৎ পরম ধাম যতো ভক্তবশো হরিঃ ॥
অসারমেতদভুবন সমস্তং
সার হরেঃ পূজনমেব বিপ্র।
তস্মান্মনুষ্যা নিজমঙ্গলেষিণো
ভক্ত্যা যজেৎ কৃষ্ণমনন্যচিত্ত ॥ ১৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

পূজা করে, কিন্তু এতদুভয়ের পূজাজন্য পুণ্য সমান হয়, কারণ, ভক্তিগ্রাহী জনার্দ্দন। বিধিহীন হইলেও যে জন শ্রীহরি পূজা ভক্তিভাবে সম্পন্ন করে, শ্রীহরি তাহার প্রিয়পাত্র হন। বিধিজ্ঞ ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজা করিয়া যে ফল লাভ করে, অবিধিজ্ঞ ব্যক্তি যদি ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে তাহা হইলে উভয়েরই ফল সমান হয়। বহুবিধ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেও ঐ পূজা যদি ভক্তিহীন হয় তাহা হইলে ঐ পূজায় শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন না। দেবদেব জনার্দ্দনে যাহার যতটুকু ভক্তি, সে ততটুকুই ফল লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। নানা দ্রব্যসম্ভার দ্বারা বিধিপূর্ব্বক যে হরিপূজা, ঐ পূজা যদি ভক্তিহীন হয়, তাহা হইলে ঐ পূজা অমেধ্য ও অকালমৃত পূজার ন্যায় পূজককে হনন করে। জ্ঞানমূলা ভক্তি আর ভক্তিমূল শ্রীহরি। পূজারূপ মোক্ষক্রমোৎপত্তি বিষয়ের একমাত্র মূল হরি আরাধন এ হরি-আরাধনা যদি অণমাত্র শ্রদ্ধার সহিত করা হয়, তাহা হইলে সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। আর শ্রদ্ধাহীন ক্রিয়া নিষ্ফল জানিবে। যে জন বারেক ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজা করে, সেও পরম ধাম প্রাপ্ত হয়, কারণ শ্রীহরি ভক্তিবশবর্ত্তী। এই অখিল সংসারে একমাত্র সার শ্রীহরিপূজা। অতএব হে মঙ্গলেচ্ছু মানবগণ! তোমরা ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান শ্রীহরির পূজা কর। ১৫—১৭৮।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

(১) সা পূজা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পূজকানপি হন্তি বৈ ॥ ইতি পাঠান্তরম্।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।
ফাল্গুনে মাসি বিপেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সুরবন্দিতম
পূজয়েদ্ভক্তিভাবেন প্রত্যহং বিধিনা নরঃ ॥ ১
ফাল্গুনে স্নাপয়েদযস্তু সর্পিষা দেবকীসুতম।
ফল তস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব বসুধাসুর ॥ ২

একাদশ সর্গ।

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! মানবগণ ফাল্গুনমাসের প্রত্যেকদিনই ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। হে বসুধাসুর! ফাল্গুনমাসে সর্পির দ্বারা হরিস্নান করিলে যে ফল হয়, আমি তাহা বলিতেছি,

সর্ব্বযজ্ঞফলং প্রাপ্য সর্ব্বদানফলং তথা।
অন্তে যাতি হরেঃ স্থানং সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ॥ ৩
যুগকোটিসহস্রাণি ভুক্ত্বা ভোগং হরের্গৃহে।
তত্রৈব মোক্ষমাপ্নোতি সম্প্রাপ্য জ্ঞানমুত্তমম॥৪
যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণায় শিশবে গোপমূর্ত্তয়ে।
তিলানাং মোদকং দিব্যং স গচ্ছেদ্ধরিমন্দিরম॥
যো তুষ্কলড্ডুকং দদ্যাৎ কেশবায় মহাত্মনে
স পিবেদমৃতং স্বর্গে মন্বন্তরশতাবধি॥ ৮
হরয়ে ললিতং খণ্ডং যস্ত যচ্ছতি জৈমিনে।
তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা ছিনত্তি ভববন্ধনম॥ ৭
বিচিত্রং ফাণিতং যস্তু দদ্যাদ্ভগবতে দ্বিজ।
অন্তে শক্রপুরং গত্বা স ভবেৎ সুরবন্দিতঃ॥৮
নির্ম্মলাং শর্করাং যচ্ছেৎ যস্তু কৃষ্ণায় ভক্তিমান
স কিং ন লভতে বিপ্র বাসুদেবপ্রসাদতঃ॥ ৯
সুপক্বং ফাল্গুনে মাসি মধুরং বদরীফলম।
যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণায় ফলং তস্য নিশাময॥
ইহ ভুক্ত্বা সুখং সর্ব্বং পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ
অন্তে যাতি হরেধাম রথমারুহ্য শোভনম্॥১১
ন দদ্যাৎ গুড়সংযুক্তং হরয়ে বদরীফলম্।
অজ্ঞানাদ্দ্বিজশার্দ্দূল দদ্যাচ্চেন্নারকী ভবেৎ॥
ফাল্গুনে মাসি যো দদ্যাৎ হরয়ে দাড়িমীফলম্
সুপক্বং তৎফলং বিপ্র বদতো মে নিশাময॥
তত্র যাবন্তি বীজানি তিষ্ঠন্তি দাড়িমীফলে।
তাবদব্দশতং বিষ্ণোর্গৃহে তিষ্ঠেন্মুদান্বিতঃ॥১৪
ফাল্গুনে মাসি যো দদ্যাৎ হরয়ে গুড়পিষ্টকম্।
স বিজ্ঞেয়ো দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাজিমেধসহস্রকৃৎ॥১৫
চৈত্রে মাসি দ্বিজশ্রেষ্ঠ মধুনা মধুসূদনম্।
স্নাপয়ন লভতে মর্ত্ত্যস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
মধুনা স্নাপয়েদযস্তু চৈত্রে নারায়ণং প্রভুম্।
ন চর্চ্চা ক্রিয়তে তস্য কদাচিদ্রবিসূনুনা॥ ১৭
চৈত্রে কিংশুকপুষ্পেণ যোঽর্চ্চয়েৎ কমলাপতিম্
নাম চিত্রগুপ্তেন পঞ্জিকায়াং ন লিখ্যতে॥১৮
চৈত্রে মাসি জগন্নাথং মুক্তিদং তিলপুষ্পকৈঃ।
যজতো নাস্তি বৈ জন্ম পুনরস্মিন মহীতলে॥

শ্রবণ কর। সর্ব্বযজ্ঞফল এবং সর্ব্বদানফল লাভ করিয়া ফাল্গুনমাসে হরিপূজাকারী ব্যক্তি অন্তে সর্ব্ব পাপবিবর্জ্জিত হইয়া হরিলোকে গমন করিয়া থাকে। আর হরিলোকপ্রাপ্ত হইয়া সেইখানে গিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে জন গোপমূর্ত্তি শিশু হরিকে তিললড্ডুক দান করে, সে হরিমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। যাহারা হরিকে তুষ্কলড্ডুক দান করে, তাহারা স্বর্গে গিয়া শত মন্বন্তর পর্য্যন্ত সেখানে অমৃত পান করিয়া থাকে। হে জৈমিনে! যাহারা হরিকে উত্তম খণ্ড দান করে, শ্রীহরি তাহাদের ভববন্ধন মোচন করিয়া তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হন। যাহারা শ্রীহরিকে দিব্য ফাণিত দান করে, তাহারা অন্তিমে সুরপুরে গমন করিয়া সুরপূজিত হয়। যে জন উত্তম পবিত্র শর্করা শ্রীহরিকে একবার মাত্র দান করে, সে শ্রীহরির প্রসাদে কি না প্রাপ্ত হয়? ফাল্গুনমাসে সুপক্ব বদরীফল যে জন শ্রীহরিকে দান করে, তাহার ফলের কথা শ্রবণ কর। সে ইহলোকে পুত্রপৌত্রসমন্বিত হইয়া সমুদয় সুখ উপভোগ করে, আর অন্তে সুশোভন রথারোহণে শ্রীহরিধামে গমন করিয়া থাকে। শ্রীহরিকে গুড়সংযুক্ত বদরীফল দান করিতে নাই, অজ্ঞানবশতঃ যদি কেহ দান করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সে নারকী হয়।১—১২। ফাল্গুনমাসে হরিকে যে জন সুপক্ব দাড়িমীফল দান করে, তাহার ফলের কথা বলি শুন। দাড়িমীমধ্যে যতগুলি বীজ থাকে সে তত শতবৎসর হরির আলয়ে সানন্দে বাস করে। ফাল্গুনমাসে যে জন হরিকে গুড়সংযুক্ত পিষ্টক দান করে। তাহাকে সহস্র বাজিমেধকারী বলিয়া জানিবে। চৈত্রমাসে শ্রীহরিকে মধুদ্বারা স্নান করাইলে তাহার পরমপদে গমন করা যায়। যে জন মধুদ্বারা প্রভু শ্রীহরির স্নপন-ক্রিয়া করে, রবিসূনু কদাচ তাহার নিকট আসে না। চৈত্রমাসে কিংশুক দিয়া যে জন হরিপূজা করে, তাহার নাম চিত্রগুপ্ত পঞ্জি-কায় লিখেন না। চৈত্রমাসে তিলপুষ্প দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিলে তাহাকে আর মহী-

কৃষ্ণং বকুলপুষ্পেণ(১) সর্ব্বদেবশিরোমণিম।
পূজয়েন্মনুজো বিপ্র লভতেনাপদং ক্বচিৎ ॥২০
বাসন্তীভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠ বসন্তে পূজয়েত্তু য।
ভগবন্তং পরাত্মানং স দেবৈরপি পূজ্যতে ॥২১
জম্বূ কিসলয়ৈর্দিব্যৈরথণ্ডৈর্যোহর্চ্চয়েদ্ধরিম।
করোতি বন্দনং তস্য সমুত্থায় স্বয়ং হরিঃ ॥ ২২
ধাত্রীপত্রৈর্নবীনৈর্যঃ কোমলৈর্হরিমর্চ্চয়েৎ।
অচিরেণৈব লভতে সকলং বাঞ্ছিতঞ্চ সঃ ॥ ২৩
শাণ্ডিল্যাখণ্ডপত্রৈর্যো ধুস্তুরৈশ্চার্কপুষ্পকৈঃ।
অর্চ্চয়েৎ কমলাকান্তং স সংসারাব্ধিপারগঃ ॥২৪
যো দদ্যাৎ বিষ্ণবে পক্ব কদলীফলমুত্তমম।
শক্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে বন্দন্তি তমহর্নিশম ॥২৫
যস্তু যচ্ছতি গোধূমপিষ্টকং পরমাত্মনে।
ভক্ত্যা ভগবতে সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ(২)স তু বিমুচ্যতে।
আযাতে মাধবে মাসি পবিত্রে মাধবপ্রিয়ে।

জলে জন্ম লইতে হয় না। বকুল পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিলে তাহার কখন কোন আপদ্ হয় না। বাসন্তী পুষ্পদ্বারা যে জন বসন্তকালে শ্রীহরির পূজা করে, উক্ত ব্যক্তি দেবগণপূজিত হয়। জম্বুকিশলয় দ্বারা যে জন হরিপূজা করে, স্বয় হরি গাত্রোত্থান করিয়া তাহার বন্দনা করেন। কোমল ধাত্রীপত্র দ্বারা যাহারা হরিপূজা করে, অচিরকাল মধ্যে তাহারা বাঞ্ছিতলাভ করিয়া থাকে। অখণ্ড বিল্বপত্র ধুস্তুর ও অর্কপুষ্প দ্বারা যাহারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, তাহারা সংসারের পারে গমন করিয়া থাকে। যে জন শ্রীহরিকে সুপক্ব কদলীফল দান করে, সর্ব্বদেবতা তাহার বন্দনা করিয়া থাকেন। যে জন গোধূমপিষ্টক শ্রীহরিকে নিবেদন করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। মাধবপ্রিয় মধুমাস আগত হইলে হরিভক্ত

আমিষং মৈথুনং তৈলং বিষ্ণুভক্তঃ পরিত্যজেৎ
প্রাতঃ সমাচরেৎ স্নানং মাধবে মাসি বৈষ্ণবঃ
পরিত্যজেৎ পরান্নঞ্চ ন কুর্য্যাচ্চ দ্বিভোজনম্ ॥
প্রভাতে পূজয়েদ্বিষ্ণুং পূর্ব্বোক্তবিধিনা দ্বিজ।
বৈশাখে স্নাপয়েদ্দেবং সুগন্ধৈঃ শীতলৈর্জলৈঃ
স্নাপয়েচ্ছীততোয়েষু সন্ধ্যাপর্য্যন্তমচ্যুতম্।
ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদ্ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভির্দ্বিজ ॥২৯
বৈশাখে সুমনঃস্রগ্ভির্লক্ষ্মীপতিমলঙ্কৃতঃ।
ন কিং দদাতি বিপ্রর্ষে প্রসন্নঃ পরমেশ্বরঃ ॥৩০
বৈশাখে মাসি যো দদ্যাৎ যবান্নং চক্রপাণয়ে
তস্য পুণ্যানি সংখ্যাতুং কঃ সমর্থোহস্তি মানুষ
যৎ কিঞ্চিৎ মাধবে মাসি মাধবপ্রীতিহেতবে।
দীয়তে মানবৈর্বিপ্র তৎ সর্ব্বমক্ষয়ং ভবেৎ ॥
যদন্যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম সুকৃতং মাসি মাধবে।
মাধবপ্রীতয়ে বিপ্র তস্য নৈব ক্ষয়ং ভবেৎ ॥৩৩
বৈশাখো দুর্লভো মাসঃ সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদঃ।
পূজিতব্যো হরিস্তত্র হিত্বা কার্য্যশতান্যপি ॥৩৪

ব্যক্তিগণ তিনটী জিনিস পরিত্যাগ করিবে। যথা আমিষ মৈথুন আর তৈল। বিষ্ণুভক্তগণ ঐ সময়ে প্রাতঃকালে স্নান করিবেন, পরান্ন আহার করিবেন না, আর দ্বিভোজন করিবেন না। তাহারা পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রভাতে হরিপূজা করিবেন। বৈশাখ মাসে পুষ্পামিশ্রিত সুগন্ধ শীতল জলে ত্রিসন্ধ্যা ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে স্নান করাইবে। বৈশাখ মাসে মালা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীহরি অলঙ্কারদাতাকে কি না প্রদান করেন ?২৭-৩০। যে জন মধু মাসে মাধবকে যবান্ন দান করে, তাহার পুণ্যের সংখ্যা করিতে কোন মানব সক্ষম হয়? মধুমাসে মাধবপ্রীতির নিমিত্ত যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। অন্যান্য যে কোন কার্য্য মধুমাসে মাধব উদ্দেশে করা হয়, তৎসমস্ত কার্য্যই অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। বৈশাখ মাস দুর্লভ মাস, এবং সর্ব্বধর্ম্মফল প্রদ। এই মাসে শত কার্য্য ত্যাগ করিয়াও শ্রীহরির পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(১) কৃষ্ণবঞ্জুলপুষ্পেণ ইতি পাঠান্তরম।
(২) যো দদ্যাচ্চৈত্রকে মাসি ভক্ত্যা গোপালরূপিণে। গোধূমপিষ্টকং বিপ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ইতি পাঠান্তরম্।

একাহমপি যঃ পূজাং করোতি শ্রীহরের্যদি
শতবর্ষং হরিং যষ্ট্বা যৎফলং লভতে স তৎ ॥৩৫
বৈশাখে মাসি য কুর্য্যাৎ প্রপা মাধবতুষ্টয়ে।
দিনে দিনেঽশ্বমেধস্য ফল প্রাপ্নোতি মানব
বৈশাখে সেচয়েন্নিত্য বিষ্ণুমশ্বত্থরূপিণম্।
চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্তিহেতবে বৈষ্ণবো জন ॥ ৩৬
গণ্ডূষমাত্রতোয়েন কুর্য্যাৎ যোঽশ্বত্থসেচনম্।
সোঽপি যাতি পরং স্থান বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ
অশ্বত্থমূলং বিপ্রর্ষে যো বধ্নাতি শিলাদিভি।
অশ্বত্থরূপী ভগবান কিং কিং তস্মৈ ন যচ্ছতি ॥
অশ্বত্থদ্রুমমালোক্য প্রণাম কুরুতে তু য।
আয়ুর্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য বর্দ্ধন্তে সম্পদস্তথা।
যদশ্বত্থতলে বিপ্র ধর্ম্মকর্ম্ম বিধী[illegible]।
ন্যূনাতিরিক্তং ন স্যাত্তস্মিন কর্ম্মণি জৈমিনে
তত্র তীর্থানি সর্ব্বাণি গঙ্গাদীনি নগোত্তম
যত্রাশ্বত্থতরুস্তিষ্ঠেদেকোঽপি শাখিনাং বর ।৪২
অশ্বত্থপূজকো যস্ত স এব হরিপূজক।
অশ্বত্থমূর্ত্তির্ভগবান স্বয়মেব যতো দ্বিজ ।৪৩
তরুজ্ঞানাদ্ ভূদেব যোঽশ্বত্থং হন্তি মূঢ়ধীঃ।
স যাবে নাস্তি তৎ কর্ম্ম যৎ কৃত্বা স চ শুধ্যতি
অশ্বত্থো বৃক্ষরাজোঽয় হরিমূর্ত্তিঃপ্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাদশ্বত্থহন্তৃণাং ত্রাতা কোঽপি ন বিদ্যতে ॥
অশ্বত্থ পশ্যতো বিপ্র স্পৃশতঃ স্মরতস্তথা।
দেহস্থ পাতকং সর্ব হরেৎ প্রণমতো হরিঃ ॥
বিলোক্যাশ্বত্থহন্তার যঃ শক্তো ন নিবারয়েৎ।
তন্নেত্রযুগ্ম বড়িশৈর্যমেনোৎপাট্যতে স্বয়ম্ ॥৪৭
অশ্বত্থচ্ছেদনং মূঢ মা কুর্ব্বিতি বদেন্ন যঃ।
তস্য জিহ্বা ছুরিকয়া যম কৃন্ততি ভাস্করিঃ ॥
অশ্বত্থশাখামেকা য স্বল্পামপি নিহন্তি বৈ।
স কোটিব্রহ্মহত্যায়া যৎ ফল প্রাপ্নোতি মানব
যৎ পাপ ব্রহ্মহত্যায়া গুরুস্ত্রীগমনেন চ।
সুরাপানে তথা স্তেয়ে ন্যাসাপহরণে তথা ॥ ৪৯
যৎ পাপ ভ্রূণহত্যায়া গোহত্যায়াং তথা তু যৎ
স্ত্রীহত্যায়াঞ্চ যৎ পাপ পরস্ত্রীহরণে তু যৎ ॥৫০
শরণাগতহত্যায়া হত্যায়া সুহৃদাঞ্চ যৎ।
বিশ্বাসবাক্যকথনে পরহিংসাবিধৌ চ যৎ ॥ ৫১

কেহ যদি একাহমাত্রও বৈশাখ মাসে শ্রীহরির পূজা করে, তাহা হইলে তাহার শত-বর্ষ হরিপূজা করার ফলপ্রাপ্তি হয়। বৈশাখ মাসে মাধবের তুষ্টির নিমিত্ত যে জন প্রপা নিম্মাণ করে, দিনে দিনে সে ব্যক্তি অশ্ব-মেধের ফল প্রাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসে চতু-র্ব্বর্গপ্রাপ্তি হেতু বৈষ্ণব জন বিষ্ণুরূপী অশ্বত্থকে সিঞ্চন করিবে। গণ্ডূষমাত্র জল দ্বারা যে জন অশ্বত্থসেচন করে সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরম ধাম প্রাপ্ত হয়। যে জন শিলাদি দ্বারা অশ্বত্থ মূল বাঁধাইয়া দেয়, অশ্বত্থরূপী ভগবান তাহাকে কি না প্রদান করেন? যেজন অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া প্রণাম করে, তাহার আয়ুর্বৃদ্ধি এবং ধনবৃদ্ধি হয়। হে জৈমিনে! অশ্বত্থবৃক্ষের তলে যে ধর্ম্মকর্ম্ম বিহিত হয়, তাহাতে ন্যূনাতিরিক্ততা নাই। যথায় একটী মাত্র শাখিশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থতরু বিরাজমান, তথায় গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থই বিদ্যমান। যিনি অশ্বত্থপূজক, তিনিই হরিপূজক, যে হেতু, স্বয় ভগবানই অশ্বত্থ-মূর্ত্তি। হে ভূদেব! যে মূঢ়বুদ্ধি মানব তরু-জ্ঞানে অশ্বত্থ ছেদন করে, স যাবে এমন কোন কর্ম্ম নাই, যাহা করিয়া সে শুদ্ধ হইতে পারে।৩১—৪৪। বৃক্ষরাজ অশ্বত্থই হরিমূর্ত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত, অতএব অশ্বত্থচ্ছেদীদিগের পরিত্রাণকর্ত্তা কেহ নাই। হে বিপ্র! অশ্বত্থকে দর্শন স্পর্শন, স্মরণ ও প্রণাম করিলে ভগবান হরি দেহস্থ সমস্ত পাতক হরণ করেন। যে সমর্থ ব্যক্তি অশ্বত্থহন্তাকে দেখিয়া নিবারণ না করেন, যম বড়িশ দ্বারা স্বয়ং তাহার নেত্রোৎপাটন করেন। "ওরে মূঢ়! অশ্বত্থ-চ্ছেদন করিও না, এই কথা যে না বলে," যম ছুরিকা দ্বারা তাহার জিহ্বা ছেদন করেন। যে ব্যক্তি একটী ক্ষুদ্র অশ্বত্থশাখাও ছেদন করে, সেই মানব কোটিব্রহ্মহত্যার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণহত্যা, গুরুদারগমন পরস্ত্রী-হরণ, শরণাগতবধ, সুহৃদ্বধ, সুরাপান,

যৎ পাপং পরনিন্দায়াং হরিবাসরভোজনে।
অশ্বত্থচ্ছেদনাদ্দোরং তৎ পাপং প্রাপ্যতে জনৈঃ॥ ৫২
বিষ্ণুমূর্ত্তের্জনো মোহাদশ্বত্থস্য নিহন্তি যং।
তত্তুল্যপাতকী কোঽপি নং শ্রুত ক্ষিতিমণ্ডলে
বদাম্যশ্বত্থমাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
সেতিহাস মহীদেব বদতো মে নিশাময়॥ ৫৩
পূর্ব্বং ধনঞ্জয়ো নাম ব্রাহ্মণো হরিভক্তিকৃৎ।
আসীৎ ত্রেতাযুগে শান্তঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতঃ
জ্ঞাতিপূজারতো নিত্য দীনদানরতঃ সদা।
জিতক্রোধো সত্যবাদী পরহিংসাবিবর্জ্জিত॥
মুমুক্ষুঃ স দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বদা পরমেশ্বরম।
পূজয়ামাস দৃঢয়া ভক্ত্যা বৈ শ্রীজনার্দ্দনম॥৫৫
তস্য ভক্তিং প্রভুর্জ্ঞাত্বা সুদৃঢ়াং মহতী ততঃ
জহার সকলং বিত্ত হেতুমাত্রেণ কেনচিৎ॥৫৬
তথাপি স দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কেশবস্য মহাত্মন।
পূজামনুদিনঞ্চক্রে ভক্ত্যা পরময়া সুধীঃ॥ ৫৭
দুঃখেনোপার্জ্জিতং বিত্তং বিনষ্টং সকলং দ্বিজ।
দৃষ্ট্বাপি তেন বিপ্রেণ দুঃখং নাচিন্ত্য চেতসা॥
ভিক্ষয়া বর্ত্তনং কৃত্বা স বিপ্রং পরমার্থবিৎ।
মহাবিষ্ণোঃ সপর্য্যায়াং দৃঢ়ং চক্রে মনো নিজম্
ভূয়োঽপি তস্য বিপ্রস্য ভক্তিং জ্ঞাত্বাজনার্দ্দনঃ
চকার বন্ধুবিচ্ছেদং সকৃৎপাপিসমস্তদং॥ ৮০
বান্ধবাস্তস্য বিপ্রস্য বিষ্ণুমায়াবিমোহিতা।
হিংসামারেভিরে কর্ত্তুং সর্ব্বদেব দ্বিজোত্তম॥৬১
ততঃ স বিপ্রো নির্ব্বিত্তো নির্ব্বন্ধুঃ পুরুষোত্তমম্
পূজয়ামাস সতত প্রীতঃ প্রচুরভক্তিতং॥ ৬২
পরিকল্প্য স ভূদেবো ধন কেশবপূজনম।
মাধবঞ্চ জগন্নাথ বৈ বন্ধু শুচমত্যজৎ॥ ৬৩
ভূয় এব মহাবিষ্ণুঃ কৌতুকী তস্য জৈমিনে।
জহার সানুকম্পোঽপি পুত্রানপি দিনে দিনে
তথাপি স দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কেশবং ক্লেশনাশনম্।
পূর্ব্বভক্তিদ্বিগুণয়া ভক্ত্যা নিত্যমপূজয়ৎ॥ ৬৫
তস্য পত্নী ততো বিপ্র দুঃখশোকাতিদুঃখিতা।

চৌর্য্য, ন্যাসাপহরণ, বিশ্বাসঘাতকতা পরহিংসা, পরনিন্দা বা হরিবাসরে ভোজনে যে পাপ হয়, অশ্বত্থচ্ছেদনে তাদৃশ ঘোর পাতক হইয়া থাকে। যে জন মোহক্রমে বিষ্ণুমূর্ত্তি [illegible] করে, ক্ষিতিতলে তত্তুল্য পাতকী কেহই আছে, একপ শুনা যায় না। হে ভূদেব! আমি ইতিহাসের সহিত সর্ব্বপাপনাশক অশ্বত্থমাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে ধনঞ্জয় নামে হরিভক্ত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শান্ত, সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত, জ্ঞাতিপূজানিরত, নিত্য দীনজনে ধনদাতা, জিতক্রোধ, সত্যবাদী, পরহিংসারহিত, মুমুক্ষু দ্বিজশ্রেষ্ঠ ছিলেন। দ্বিজ ধনঞ্জয় দৃঢ় ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিতেন। ভগবান তাঁহার সুদৃঢ় মহাভক্তির বিষয় অবগত হইয়া কোন এক হেতু উপলক্ষ করিয়া তাঁহার সমস্ত বিত্ত হরণ করিলেন। তথাপি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ অনুদিন পরম ভক্তি সহকারের মহাত্মা কেশবের পূজা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! ব্রাহ্মণের কষ্টার্জ্জিত সমস্ত বিত্ত বিনষ্ট হইল, দেখিয়াও তিনি মনে কোন দুঃখ করিলেন না। পরমার্থজ্ঞ বিপ্র ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া মহাবিষ্ণুর পূজায় দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করিলেন। পাপিজনের সর্ব্বাভীষ্টদাতা জনার্দ্দন ধনঞ্জয়ের ভক্তি জানিয়া পুনর্ব্বার তাহার বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাইলেন। হে দ্বিজবর! ধনঞ্জয়ের বান্ধবগণ বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার হিংসা করিতে লাগিল।৫৫—৬১। তখন সেই বিপ্র বিত্ত ও বন্ধুহীন হইয়া সতত প্রীতি ও প্রচুর ভক্তিসহকারে পুরুষোত্তমের পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি কেশবপূজাকেই জগন্নাথ মাধবকেই বন্ধু কল্পনা করিয়া শোক ধন এব পরিত্যাগ করিলেন। হে জৈমিনে! মহাবিষ্ণু সানুকম্প হইলেও পুনরায় কৌতুকী হইয়া দিনে দিনে তাহার পুত্রদিগকে হরণ করিতে লাগিলেন। তথাপি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ভক্তির সহিত ক্লেশহর কেশবকে নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন।

পিতৃগেহং গতা বিষ্ণোর্মায়য়া পরিমোহিতা ॥ ৬৮
অথৈকাকী স ভূদেবো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ।
বিপদং চিন্তয়ামাস ন কদাচিৎ স্বচেতসা॥ ৬৯
একদা স দ্বিজশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিমতাং বর।
স্কন্ধে পরশুমাদায় কাষ্ঠার্থং বিপিনং যযৌ॥
বনাৎ কাষ্ঠং সমানীয় নিত্যমেব চ স দ্বিজ।
হিমাগমে বস্ত্রহীনং কুরুতে শীতবারণম॥ ৬৯
কদাচিদ্বিপিনং গন্তুং ন শক্তো দ্বিজসত্তম।
জঘান প্রাঙ্গণস্থস্য শাখা অশ্বত্থশাখিনঃ॥
তত্রান্তরে বাসুদেবস্তস্মাদশ্বত্থপাদপাৎ।
নিশ্চক্রাম সুরশ্রেষ্ঠো ব্যথাব্যথিতমানস ॥ ৭০

দদর্শ বিষ্ণুং পুরতঃ স বিপ্র
শ্চতুর্ভুজং পদ্মদলায়তাক্ষম
পীতাম্বরং কুণ্ডলিনং সুকেশং
দধানমব্জাদিনিজায়ুধানি॥ ৭১
পরিস্রবদ্বিস্তরবক্তধারং
সহস্রসংসিক্তসমস্তদেহম
সন্ধ্যাংশুশোণীকৃতনবমেঘ
মিব স্মিতহীনমুখং সুরেশম্॥

স দৃশ্যতে দেবগণৈরদৃশ্য
নারায়ণং যোগিজনৈরচিন্ত্যম।
তথাশ্রুধারাকুলিতাক্ষিযুগ্ম-
স্তুষ্টাব বিপ্রো মৃদুলৈর্বচোভিঃ॥ ৭৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

হরে মুরারে জগদীশ বিষ্ণো
গোবিন্দ দামোদর বাসুদেব।
লক্ষ্মীপতে কেশব কেশিশত্রো
নারায়ণানন্ত বিভো প্রসীদ॥ ৭৫
অবতার কিমহং ব্রবীমি
ত্বয়া বিনা নাস্তি ভুবীহ কোঽপি।
কিং বা গুণব্যাপ্তসমস্তলোক
কিং বা দয়া মিত্রপরৈকতুল্যাম॥ ৭৬
লক্ষ্মীং প্রিয় কস্যচিদীশ বিষ্ণো
ভক্তিং হরস্যচ্যুতমানসস্থাম।
শ্রিয় সমাদায় মদপ্রদাং মে
ভক্তিপ্রদত্তাহমতঃ সুধন্য॥ ৭৭

ব্রাহ্মণের পত্নী দুঃখশোকাভিভূত ও বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া পিতৃগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ একাকী হইয়াও বিষ্ণুভক্তিবশতঃ স্বচিত্তে কদাচ বিপচ্চিন্তা করিলেন না। অতঃপর সেই বিষ্ণুভক্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় স্কন্ধে পরশু লইয়া কাষ্ঠার্থ বনে গমন করিতেন এবং বন হইতে কাষ্ঠ আনয়ন করিয়া বস্ত্রাভাবে হিমালয়ে অগ্নিসাহায্যে শীত নিবারণ করিতে লাগিলেন। একদিন এ দ্বিজবর বনগমনে অসমর্থ হইয়া স্বীয় প্রাঙ্গণস্থ অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা ছেদন করিলেন। ইত্যবসরে সুরশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ব্যথায় ব্যথিত হইয়া সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ সম্মুখে সেই চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণুকে দর্শন করিলেন। তিনি পিতাম্বর, কুণ্ডলী, সুকেশ ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। তাঁহার সমস্ত দেহ দিয়া সহস্র ধারায় রক্তস্রাব হইতেছে। তাহাতে তিনি সন্ধ্যাংশু দ্বারা শোণীকৃত নবমেঘবৎ প্রতিভাত হইতেছেন। তাঁহার মুখে হাস্য নাই, তিনি দেবগণের অদৃশ্য, যোগিজনের অচিন্ত্য, পরমেশ, নারায়ণ। বিপ্র তাঁহাকে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে মৃদুল বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ৬২—৭৪। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে হরে, মুরারে, জগদীশ, বিষ্ণো, গোবিন্দ দামোদর, বাসুদেব, লক্ষ্মীপতে, কেশব, কেশিশত্রু, নারায়ণ, অনন্ত, বিভো! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমার অবতারের কথা আর কি বলিব, তুমি ব্যতিরেকে এই ভূতলে আর কেহই নাই। আপনার সমস্ত লোকব্যাপী গুণ, গুণের কথাই বা কি বলিব এবং শত্রু মিত্র সর্বত্র সমতাপন্ন দয়ার কথাই বা কি বলিব? হে বিষ্ণো! আপনি কাহাকেও লক্ষ্মী দান করিয়া তাহার বিষ্ণুভক্তি হরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মদপ্রদায়িনী শ্রী হরণ করিয়া আমাকে ভক্তি প্রদান করিয়াছেন। অতএব আমি অত্যন্ত ধন্য

মন্যেঽহমাত্মানমনন্তমূর্ত্তে
পাপাত্মনাং শ্রেষ্ঠমিবানিশং যৎ।
তদ্ব্যর্থমেবাঙ্ঘ্রিযুগং ত্বদীয়ং
ন পাতকী পশ্যতি দেববন্দ্যম্ ॥ ৭৮
যদ্যপ্যহং দুঃখবতাং বরিষ্ঠো
মন্যে তথাপীন্দ্রমিবাদ্য বিষ্ণো।
আত্মানমাত্মন্ জগতাং ভবন্তং
সাক্ষাৎ সমীক্ষে যত ঈক্ষণাভ্যাম্ ॥ ৭৯
পূজাং তবাল্পামপি বেদ্মি নাহং
দ্রব্যং কদাচিন্ন দদামি তুভ্যম্।
তথাপি চাগ্রে মম মূর্ত্তিমাংস্ত্বং
তুষ্টস্ত্বমেকো হ্যতএব পূজ্যঃ ॥ ৮০
দত্তস্ত্বয়ায়ং মম ভক্তিবৃক্ষো
ধর্ম্মার্থকামত্রয়চারুশাখঃ।
ত্বদ্দর্শনাম্ভোময়বৃষ্টিসিক্তঃ
প্রভোঽদ্য কৈবল্যফলং দধার ॥ ৮১
মূর্দ্ধা মদীয়োঽখিললোকমূর্দ্ধ্নাং
শ্রেষ্ঠোঽভবৎ কেশব বিশ্বমূর্ত্তে।
ত্বৎপাদপাথোজযুগে মনো মে
ভৃঙ্গায়তে সম্প্রতি দেবদেব ॥ ৮২

ব্যাস উবাচ।

ইত্থং স্তুত্বা জগন্নাথং নারায়ণমনাময়ম্
কৃতাঞ্জলিঃ পুনঃ প্রাহ ভক্ত্যা তামতি স দ্বিজঃ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ লোকানুগ্রহকারক।
কস্য প্রহরণেনেদং গাত্রং তে রুধিরোক্ষিতম্ ॥
সংহারমেব দৈত্যানাং যুনি ন শাস্ত্রগা হতা।
ত্বং হন্তুং কঃ ক্ষমঃ পৃথ্ব্যাং প্রভোঽদ্ভুতমিদং মহৎ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বৎস প্রোক্তমিদং সত্যং ত্বয়া নাত্র সংশয়ঃ।
দানবা রাক্ষসা বাপি মাং হন্তুং কেঽপি ন ক্ষমাঃ।
অশ্বত্থমূর্ত্তিবৃক্ষোঽহং কুঠারেণ ত্বয়া হতঃ।
অতো জাতঃ শরীরে মে রক্তপাতোঽধুনা দ্বিজ ॥

ব্যাস উবাচ।

তস্য বাক্যমিদং শ্রুত্বা স বিপ্রো ভয়বিহ্বলঃ।
নির্নিন্দ স্বমাত্মানমাত্মনা বহুধা দ্বিজ ॥ ৮৮

হইলাম। হে অনন্তমূর্ত্তে! আমি সর্ব্বদা আমাকে পাপাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। এখন বুঝিলাম, আমার সে ধারণা ব্যর্থ, কেননা, পাতকী কখন দেবপূজ্য ভবদীয় অঙ্ঘ্রিযুগল দেখিতে পায় না। হে বিষ্ণো! যদিও আমি দুঃখিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তথাপি অদ্য নিজেকে ইন্দ্র বলিয়া মনে করি। কেননা, হে আত্মন! আপনি জগতের আত্মা, আপনাকে আমি নেত্রযুগল দ্বারা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমি তোমার অল্পমাত্র পূজা জানি না, কখন তোমার পূজাযোগ্য দ্রব্য দান করি নাই, তথাপি আমার অগ্রে তুমি তুষ্ট হইয়া মূর্ত্তিমৎ স্বরূপে আবির্ভূত, অতএব আমি শ্রেষ্ঠ। হে প্রভো! ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম এই ত্রিবিধ শাখাশালী মদীয় ভক্তিবৃক্ষ তুমিই দান করিয়াছ। তোমার দর্শনরূপ জলবর্ষণে সিক্ত হইয়া অদ্য কৈবল্য ফল ধারণ করিল। হে বিশ্বমূর্ত্তে কেশব! আমার মস্তক আজ অখিল লোকমস্তকের শ্রেষ্ঠ হইল। হে দেবদেব! তোমার পাদপদ্মযুগে আমার মন সম্প্রতি ভৃঙ্গায়মান। ৭৮—৮২। ব্যাস বলিলেন,

অনাময় জগন্নাথ নারায়ণকে এইরূপ স্তব করিয়া সেই দ্বিজ ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন,—হে দেবদেব! হে লোকানুগ্রহকারক জগন্নাথ! কাহার প্রহারে তোমার গাত্র শোণিতসিক্ত হইয়াছে? তুমি সমস্ত দৈত্যের ধ্বংস করিয়াছ, তোমাকে হনন করিতে কে সমর্থ হইল? প্রভো! এ ব্যাপার আমার নিকট অতি অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইতেছে। ভগবান বলিলেন, বৎস! তুমি সত্যই বলিয়াছ, সন্দেহ নাই। দানব বা রাক্ষস কেহই আমাকে হনন করিতে সমর্থ নহে। এই আমার অশ্বত্থ মূর্ত্তি বৃক্ষকে তুমি কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়াছ, তাই আমার দেহে রক্ত ক্ষরণ হইতেছে। ব্যাস বলিলেন,—তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া ভয়বিহ্বল ব্রাহ্মণ নিজেকে

ধিগস্তু মাং কৃতাভাগ্যং সর্ব্বপাতকিনা বরম।
ত্রৈলোক্যাধিপতেদত্তা হৃদয়ে মহতী ব্যথা ॥
প্রসাদয়ন্তি যং দেবা ব্রহ্মাদ্যাশ্চাতিভক্তিতঃ।
অহো ময়া পাপবতা কিং কৃতং কিং করিষ্যতে
যস্মিন প্রসন্নে দেবেন্দ্র পরম ধাম লভ্যতে।
ময়া বিবেকিনা তস্য হৃদয়ে জনিতা ব্যথা ॥৯১
সর্ব্বপাপহরো বিষ্ণুঃ স ময়া ব্যথিতঃ কৃতঃ।
এতৎ পাপং মমাপার হর্ত্তুং বৈ কেন শক্যতে
যস্মিন তুষ্টে পাপিনোঽপি ভবন্তি সুরবন্দিতা
মদ্দত্তয়া স ব্যথয়া ব্যথিতো হা হতোঽস্ম্যহম ॥
কিং জপৈঃ কিং তপোভির্ব্বা কিং গৃহে জীবনৈশ্চ মে।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দাতাকারি ব্যথাতুরঃ ॥৯৪
ইত্যুক্ত্বাসৌ মহাদেবস্তমেব পরশুং নিজে।
দাতুং কণ্ঠে মনশ্চক্রে বিষ্ণুপ্রীণনহেতবে ॥ ৯৫
তস্য ভক্তিং দৃঢ়াং জ্ঞাত্বা দয়ালুঃ কমলাপতিঃ।
তদ্ধস্তাৎ পরশুং নিন্যে জবেন তমুবাচ সঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কথং ত্বমেবং কুরুষে বৎস কর্ম্মাতিদারুণম্।
আত্মহত্যাকৃতাং পুংসাং ন তুষ্টোঽহং কদাচন
তব ভক্ত্যাতিতুষ্টোঽস্মি ভীতিং মাকুরু সত্তম
বর বরয় ভূদেব যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৯৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ময়া ব্যথা প্রদত্তেয়ং মহতী পরমেশ্বর।
মা তিষ্ঠতু শরীরে তে যাচে বরমিমং প্রভো ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অজ্ঞাত্বা ভবতা বৎস কর্ম্মেদং বিহিতং দ্বিজ।
অতোঽপরাধো নেতব্যো মহানপি ন তে ময়া
নিত্যং তবানুপাল্যোঽহং ভক্তশ্রেষ্ঠো যতো ভবান।
ভবদীয়ানহং মন্যে দোষানপি গুণানিব ॥ ১০২
হৃতানি তব বিত্তানি সকলান্যেব মায়য়া।
কৃতশ্চ বন্ধুবিচ্ছেদো হৃতাশ্চ তব সূনবঃ ॥১০৩
নানাদুঃখং প্রদত্তন্তে ময়া বৎস দিনে দিনে।

বহুবার ধিক্কার দিয়া বলিলেন,—আমি সর্ব্ব-পাতকশ্রেষ্ঠ, অভাগা, ধিক্ আমাকে। আমি ত্রৈলোক্যাধিপতির হৃদয়ে মহা ব্যথা প্রদান করিয়াছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ ভক্তির সহিত যাঁহার প্রসন্নতা বিধান করেন, অহো আমি পাপী, তাঁহার সম্বন্ধে আজি কি করিলাম, কি হইবে? যে দেব প্রসন্ন হইলে পরম ধাম লব্ধ হয়, অবিবেকী আমি সেই দেবের হৃদয়ে ব্যথা উৎপাদন করিলাম। বিষ্ণু সর্ব্বপাপহর, আমি তাঁহাকে ব্যথিত করিলাম, আমার এই অপার পাপ কে হরণ করিতে সমক্ষ হইবে। যিনি তুষ্ট হইলে পাপী জনও সুরবন্দিত হয়, আমি তাঁহাকে ব্যথিত করিলাম। হায়! আমি হত হইলাম। আমার জপ তপ বা গৃহে এর জীবনেই বা প্রয়োজন কি। যেহেতু আমি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাতাকে ব্যথাতুর করিয়াছি। এই বলিয়া সেই মহীদেব বিষ্ণু-প্রীতির নিমিত্ত স্বপরশু নিজকণ্ঠে প্রদান করিলেন। তাঁহার এইরূপ দৃঢ়া ভক্তি দেখিয়া দয়ালু কমলাপতি তাঁহার হস্ত হইতে সত্বর পরশু গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—হে বৎস! কি জন্য তুমি এরূপ দারুণ কর্ম্ম করিতেছ, আত্মহত্যাকারী পুরুষদিগের প্রতি আমি কদাচ তুষ্ট নহি। আমি তোমার ভক্তিতে অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি, তুমি ভীতি পরিত্যাগ করিয়া মনোমত বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি আপনাকে ব্যথা দিয়াছি, পরন্তু সেই ব্যথা যেন আপনার শরীরে আর না থাকে, ইহাই আমি বর প্রার্থনা করিতেছি ।৮৩—১০০। শ্রীভগবান বলিলেন, হে বৎস! দ্বিজ! না জানিয়া তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ, এজন্য আমি তোমার অপরাধ মহান্ হইলেও লইব না। আমি নিত্য তোমার অনুপাল্য, যেহেতু তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ। আমি তোমার দোষ সকলকেও গুণের মত মনে করিয়া থাকি। আমি মায়া করিয়া তোমার সমস্ত বিত্ত হরণ করিয়াছি, তোমার বন্ধুবিচ্ছেদ করিয়াছি, তোমার তনয় হরণ করিয়াছি, আমি দিনে

তথাপি ময়ি ভক্তিস্তে বর্দ্ধতে মহতী সদা ॥১০৮
তস্মাদ্বৎস তবানৃণ্যং গন্তুমিচ্ছামি সম্প্রতি।
বিহায় সকলাং ভীতিং বরং ত্বং বরয়েপ্সিতম্ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ত্বয়ি সর্ব্বসুরশ্রেষ্ঠ মম জন্মনি জন্মনি।
তিষ্ঠতাং সুদৃঢ়া ভক্তিহরে কিমপরৈর্ব্বরৈঃ ॥১০৬
ব্যাস উবাচ।
তস্য বাক্যমিদং শ্রুত্বা কেশবঃ প্রণয়োদিতম্।
নিজকণ্ঠস্থিতাং মালা প্রীতস্তস্মৈ হরির্দদৌ ॥
ততো বিষ্ণুস্তমালিঙ্গ্য পিতা পুত্রমিব দ্বিজ।
চতুর্ভির্ব্বাহুভির্দীর্ঘৈরুবাচ মৃদুলং বচঃ ॥১০৮
শ্রীভগবানুবাচ।
মদ্ভক্তোঽসি যথা বৎস তথা তে মৎ প্রসাদতঃ
অচিরেণৈব সকলং ভদ্রং বিপ্র ভবিষ্যতি ॥
অশ্বত্থমূর্ত্তিং মাং নিত্যং ক্রিয়াযোগেন সত্তম।
সমারাধয় মাং বিপ্র ততো মুক্তিং গমিষ্যসি ॥
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মত্বা তিষ্ঠ নিজালয়ে।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ (১)
ব্যাস উবাচ।
ততঃ কুবেরো বিপ্রর্ষে তস্য বিপ্রস্য সদ্মনি।
স্বয়ং ববর্ষ বিত্তানি বহূনি কেশবাজ্ঞয়া ॥ ১১২
প্রাসাদো রচিতস্তস্য শিল্পিনা বিশ্বকর্ম্মণা।
নারায়ণাজ্ঞয়া তত্র বৈজয়ন্ত ইবোত্তমঃ ॥ ১১৩
দাসদাসীসমাযুক্তং নানারত্নবিভূষিতম্।
গজাশ্বকোটিসঙ্কীর্ণং বিরেজে তস্য মন্দিরম্ ॥
বভূবুর্ব্বশগাঃ সর্ব্বে তে রুষ্টা অপি বান্ধবাঃ।
কৃতাবজ্ঞাপি তৎপত্নী স্বয়ং তদগৃহমাযযৌ ॥ ১১৫
মৃতপ্রজাপি তৎপত্নী কেশবস্যানুকম্পয়া।
জীবদ্বৎসাভবৎ বিপ্র স্বামিভক্তিপরায়ণা ॥ ১১৬
চিরং ভুক্ত্বাখিলান্ ভোগান্ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ
আয়ুষোঽন্তে যযৌ মোক্ষং সদারো দ্বিজসত্তমঃ

দিনে তোমাকে অশেষ দুঃখ দিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তোমার ভক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে, অতএব বৎস। সম্প্রতি আমি তোমার আনৃণ্য ইচ্ছা করিতেছি। তুমি সকল প্রকার ভীতি ত্যাগ করিয়া ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে হরে। তোমাতে আমার জন্ম জন্ম যেন দৃঢ় ভক্তি থাকে, আমার আর অন্য বরে প্রয়োজন কি? ব্যাস বলিলেন,--কেশব ব্রাহ্মণের এইরূপ প্রণয়োদিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ কণ্ঠস্থিত মালা প্রীত হইয়া তাহাকে দান করিলেন। হে দ্বিজ। অনন্তর বিষ্ণু দীর্ঘ চারু বাহু দ্বারা পিতা পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন করত এইরূপ মৃদুবাক্য বলিলেন,—হে বিপ্র। তুমি যেমন আমার ভক্ত, তেমনি আমার প্রসাদে অচিরে তোমার সকল মঙ্গল হইবে। তুমি অশ্বত্থ-মূর্ত্তি আমাকে নিত্য ক্রিয়াযোগ দ্বারা আরাধনা কর, মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আপনাকে কৃতকৃত্যবৎ মনে করিয়া নিজালয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর ঐ সকল কথা বলিয়া বিষ্ণু সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন।১০১-১১১। ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রর্ষে। অনন্তর কেশবের আজ্ঞায় কুবের ব্রাহ্মণের ভবনে বহু বিত্ত বৃষ্টি করিলেন। শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা নারায়ণের আদেশে তথায় বৈজয়ন্তবৎ উত্তম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। বিপ্রের মন্দির দাসদাসীসমন্বিত, নানা রত্নভূষিত ও কোটি কোটি গজাশ্বসঙ্কীর্ণ হইল। রুষ্ট বান্ধবগণও বশতাপন্ন হইল। তাহার পত্নী পূর্ব্বে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিজেই পতিগৃহে আগমন করিলেন। হে বিপ্র। ধনঞ্জয়ের পত্নী মৃতবৎসা হইয়াও এক্ষণে কেশবের অনুকম্পায় স্বামিভক্তিগুণে জীববৎসা হইলেন। হে দ্বিজ। এইরূপ দ্বিজ-দম্পতি পুত্র পৌত্র সমভিব্যাহারে দীর্ঘকাল বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া আয়ুঃশেষে

(১) ইত্যুক্তা তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং ভূয়োঽপ্যালিঙ্গ্য কেশবঃ। অভবৎ সহসাদৃশ্যস্তত্রৈব করুণাময়ঃ ॥ বিষ্ণুকণ্ঠস্রজং প্রাপ্য স বিপ্রো বৈষ্ণবোত্তমঃ। কৃতকৃত্যমিবাত্মানমমন্যত ততো নিজে গৃহে ॥ ইতি পাঠান্তরম্।

ব্যাস উবাচ ।

সাক্ষাদেব স্বয়ং বিষ্ণুরশ্বত্থোঽখিলবৃক্ষরাট্‌ ।
তদ্ভক্তিং কুর্ব্বতঃ পুংসো নাশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ
অশ্বত্থং সেবতে যস্তু বাসুদেবধিয়া নরঃ ।
তস্য প্রসন্নো ভগবান দদাতি পরমং পদম ॥১১৮
অশ্বত্থমহিমা বিপ্র কথিতস্তে সমাসতঃ ।
সর্ব্বে কুর্ব্বন্তু তৎসেবাং যদি বাঞ্ছন্তি সদ্গতিম ॥
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগ-
সারে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

জ্যৈষ্ঠে মাসি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভগবন্তং জনার্দ্দনম ।
পূজয়েদ্ভক্তিভাবেন জলে সংস্থাপ্য শীতলে ॥১
উদ্বর্ত্তনঞ্চ দাতব্যং সুগন্ধামলকী তথা ।
তৈলং সুগন্ধং হরয়ে গ্রীষ্মকালে দিনে দিনে ॥২
সুবাসিতে শীতলে চ মন্দিরেঽতিমনোহরে ।
প্রত্যহং কমলাকান্তং স্থাপয়েজ্জলমণ্ডপে ॥ ৩
ন রৌদ্রদেশে বিপ্রেন্দ্র সধূমে রন্ধনালয়ে ।
ন সূতিকাগৃহে চৈব কদাচিৎ স্থাপয়েদ্ধরিম্ ॥৪
চামরৈর্বীজিতঃ শ্বেতৈঃ সুদীর্ঘৈঃ কমলাপতিঃ ।
জ্যৈষ্ঠে তস্মৈ প্রসন্নাত্মা কিং ন যচ্ছতি ভূসুর
ময়রপুচ্ছব্যজনৈর্নিদাঘে বীজিতো হরিঃ ।
দদাত্যভিমতং সর্ব্বমচিরেণৈব সত্তম ॥ ৬
তালবৃন্তকবাতেন পবিত্রাম্বরবায়ুনা ।
গ্রীষ্মে যৈর্ব্বীজ্যতে বিষ্ণুস্তে সর্ব্বে স্বর্গগামিণঃ
যো গাত্রলেপনং কুর্য্যাৎ সুগন্ধৈর্যক্ষকর্দ্দমৈঃ ।
গ্রীষ্মকালে হরের্নিত্যং স বিশেন্মাধবীং তনুম্ ॥
গন্ধৈর্মৃগমদাদ্যৈশ্চ যো লিম্পেন্মাধবীং তনুম্ ।
গ্রীষ্মাগমে দ্বিজশ্রেষ্ঠ স মুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥৯
প্রফুল্লকুসুমোদ্যানে তুলসীকাননেঽপি বা ।
সন্ধ্যায়াং স্থাপয়েদ্বিষ্ণুং দেশে ধীরসমীরণে ॥১০
স্রগ্ভিঃ পাটলিপুষ্পাণাং যেন বিষ্ণুরলঙ্কৃতঃ ।
জ্যৈষ্ঠে মাসি স বিজ্ঞেয়ো বাজিমেধসহস্রকৃৎ॥১১

মোক্ষ লাভ করিলেন। ব্যাস বলিলেন,—নিখিল বৃক্ষশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থ সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ, তাঁহাকে ভক্তি করিলে মানবের কখন অশুভ হয় না। যে নর বাসুদেব জ্ঞানে অশ্বত্থসেবা করে, ভগবান্ তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া পরম পদ প্রদান করিয়া থাকেন। হে বিপ্র! সংক্ষেপে তোমার নিকট অশ্বত্থ-মহিমা কীর্ত্তন করিলাম, যদি সম্পত্তি লাভে ইচ্ছা থাকে, তবে সকলেই অশ্বত্থ সেবা করুক।১১২—১১৯।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজবর। জ্যৈষ্ঠ মাসে ভগবান্ জনার্দ্দনকে শীতল জলে স্থাপন করিয়া ভক্তিভাবে পূজা করিবে। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন উদ্বর্ত্তন, সুগন্ধ আমলকী ও সুগন্ধ তৈল হরিকে প্রদেয়। সুবাসিত মালাময় শীতল মন্দিরে ও জল-মণ্ডপে প্রত্যহ কমলাকান্তকে স্থাপন করিবেন। হে বিপ্রবর! সূর্য্যাতপে, সধূম রন্ধনশালায় কিম্বা সূতিকাগৃহে কদাচ হরিকে স্থাপন করিবে না। সুদীর্ঘ শ্বেত চামরে বীজিত হইয়া কমলাপতি প্রসন্নভাবে কি না প্রদান করিয়া থাকেন? গ্রীষ্মে ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা বীজিত হইয়া হরি সমস্ত অভীষ্টই প্রদান করেন। যাহারা গ্রীষ্মকালে তাল-বৃন্তবাতে ও পবিত্র বস্ত্রবাতে বিষ্ণুকে বীজন করে, তাহারা সকলেই স্বর্গগামী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিত্য গ্রীষ্মকালে সুগন্ধ যক্ষকর্দ্দম কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী, কক্কোল দ্বারা হরিকে অনুলিপ্ত করে, সে হরিশরীরে লীন হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে সুগন্ধ চন্দন দ্বারা বিশেষতঃ মৃগমদাদি গন্ধ দ্বারা যে জন হরির গাত্র লেপন করে, সে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ১—৯। যে ব্যক্তি প্রফুল্ল পুষ্পোদ্যানে, তুলসীকাননে কিম্বা ধীর সমীরসেবিত দেশে সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুকে স্থাপন করে, এবং পাটলী পুষ্পের মালা দ্বারা জ্যৈষ্ঠমাসে নিত্য নিত্য বিষ্ণুকে অলঙ্কৃত

যস্তু মুক্তাবলিং দদ্যাৎ গ্রীষ্মে শ্রীপতয়ে জনঃ।
ভূপালত্বং হরিস্তস্মৈ যচ্ছেজ্জন্মনি জন্মনি ॥ ১২
যস্তু মণ্ডয়তি গ্রীষ্মে শ্রীপতিং মণিমালয়া।
তস্য পুণ্যফলং বিপ্র বদতো মে নিশাময় ॥ ১৩
যাবদ্ব্রহ্মা সৃজত্যেতৎ জৈমিনে সকলং জগৎ
তাবদ্বিষ্ণুপুরে তিষ্ঠেন্মণিমালাবিভূষিতঃ ॥ ১৪
সুবর্ণভবনৈর্যস্তু রজতাভরণৈস্তথা।
শ্রীপতিং মণ্ডয়েদ্গ্রীষ্মে সোঽপি তৎ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫
প্রযচ্ছতি পবিত্রং যঃ পর্য্যঙ্কং সোপবর্হণম।
হরয়ে দেবদেবায় ন স্যাদ্দুঃখী কদাচন ॥ ১৬
গ্রীষ্মকালে ন দেয়ানি গুরূণি বসনানি চ।
দেয়ানি বিপ্র সূক্ষ্মাণি পবিত্রাণ্যংশুকানি চ ॥ ১৭
যস্তু চূতফলৈর্দিব্যৈঃ সুপক্কৈঃ পূজয়েদ্ধরিম।
অন্তে শক্রপুরং গত্বা স পিবেদমৃতং সদা ॥ ১৮
প্রিয়ালানাং ফলৈঃ পক্কৈর্যোঽর্চ্চয়েৎকমলাপতিম্
বিমুক্তঃ সকলৈঃ পাপৈর্বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

প্রফুল্লৈর্মালতীপুষ্পৈর্মালতীপুষ্পমালয়া।
যোঽর্চ্চয়েৎ কমলাকান্তং তত্তুল্যো ভুবি দুর্ল্লভঃ ॥ ২০
কুন্দপুষ্পৈশ্চ বন্ধূকৈর্জগদ্বন্ধুং জনার্দ্দনম্।
অর্চ্চয়ন সকলান কামানাপ্নোতি ভুবি মানবঃ ॥
মহাপ্রসূনৈর্গোবিন্দং তথা কুরুবকৈর্হরিম্।
কুরুণ্ডকৈঃ পূজয়েদযস্তস্য তুষ্টঃ সদা হরিঃ ॥২২
শৈরীষকৈশ্চ যো বিষ্ণুং প্রস্তপুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ।
করবীরপ্রসূনৈশ্চ স যাতি হরিমন্দিরম্ ॥ ২৩
নিদাঘে হরয়ে দদ্যাদেতৎ সর্ব্বং য আদরাৎ।
সোঽপি তৎ ফলমাপ্নোতি কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ
আষাঢ়ে স্নাপয়েদ্বিষ্ণুং ঘৃতেন পয়সাপি বা।
স পিবেদমৃতং দেবদেবস্য ভবনে যুগে ॥ ২৫
আষাঢ়ে মাসি বিপ্রর্ষে দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
দর্ব্বিভিঃ স্নাপয়িত্বা চ পূজয়েদ্ভক্তিতো বুধঃ ॥২৬
দর্ব্বিভিঃ স্নাপয়েদযস্তু ভগবন্তং জনার্দ্দনম্।

করে, তাহাকে সহস্র অশ্বমেধকর্ত্তা বলিয়াই জানিবে। যে জন গ্রীষ্মে শ্রীপতিকে মুক্তাবলী দান করে, হরি তাহাকে জন্মে জন্মে রাজ্য দান করিয়া থাকেন। যে জন গ্রীষ্মকালে মণিমালায় শ্রীপতিকে মণ্ডন করে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০—১৩। হে জৈমিনে! ব্রহ্মা সৃষ্টি পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি মণিমালায় বিভূষিত হইয়া বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সুবর্ণভবনে বা রজতাভবনে গ্রীষ্মে শ্রীপতিকে অলঙ্কৃত করিবে, সেও উক্তরূপ ফলভাগী হইবে। যে ব্যক্তি হরিকে সপরিচ্ছদ পর্য্যঙ্ক প্রদান করে, সে কখন দুঃখভাগী হয় না। গ্রীষ্মকালে বিষ্ণুকে গুরু বসন প্রদান করিতে নাই, সূক্ষ্ম পবিত্র বস্ত্র সকল প্রদান করিতে হয়। যে ব্যক্তি সুপক্ক চূত ফল দ্বারা হরিপূজা করে, সে অন্তে ইন্দ্রপুরে গমন করিয়া সর্ব্বদা অমৃত পান করিয়া থাকে। পিয়াল ফল দ্বারা যেজন বিষ্ণুর পূজা করে, সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। প্রফুল্ল মালতী পুষ্প এবং মালতীমালা দ্বারা যেজন কমলাকান্তের অর্চ্চনা করে, তত্তুল্য ব্যক্তি ভুবনে দুর্লভ। কুন্দ বা বন্ধূক পুষ্প দ্বারা জনার্দ্দনের অর্চ্চনাকারী মানব সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। মহাপ্রসূন, কুরুবক ও কুরুণ্ডক দ্বারা যে জন গোবিন্দকে পূজা করে, গোবিন্দ তাহার প্রতি সর্ব্বদা তুষ্ট থাকেন। যে ব্যক্তি শৈরীষক, প্রস্ত-পুষ্প, ও করবীরপুষ্প দ্বারা হরির অর্চ্চনা করে, সে হরিমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। অধিক আর কি বলিব, যে ব্যক্তি নিদাঘে আদরের সহিত হরিকে এই সকল বস্তু দান করে, সেও পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকে, অধিকন্তু উক্ত ব্যক্তি নিশ্চিতই মুক্ত হয়, ইহা সত্য সত্য সত্য। ১৪—২৪। যে জন আষাঢ় মাসে ঘৃত বা পয়ঃ দ্বারা বিষ্ণুকে প্লাবিত করে, সে নিশ্চিতই দেবভবনে গিয়া অমৃতপান করিয়া থাকে। হে বিপ্রর্ষে! বুধ ব্যক্তি আষাঢ় মাসে দেবদেব জনার্দ্দনকে দর্ব্বি দ্বারা স্নান

মাতুঃ পয়োধরপয়ঃ স পুনর্ন পিবেদধ্রুবম্ ॥২৭
ঘনাগমে ঘনশ্যামং কদম্বকুসুমৈর্হরিম্ ।
আরাধ্য যান্তি বিপ্রর্ষে পাপিনোঽপি পরাং
গতিম্ ॥ ২৮
কদম্বপুষ্পমালাভির্মণ্ডয়েদব্জলোচনম্ ।
যস্তস্য পৃথিবীদেব পুণ্যং বচ্মি শৃণুষ্ব তৎ ॥ ২৯
তস্যাং যাবন্তি মালায়াং তিষ্ঠন্তি কুসুমানি বৈ ।
প্রতিপুষ্পে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাজিমেধফলং লভেৎ ॥
সুগন্ধৈঃ কেতকীপুষ্পৈঃ পূজিতো ভগবান্ হরিঃ
সর্ব্বদুঃখং হরত্যেব মানবানাং মহীসুর ॥ ৩১
পনসানাং ফলৈর্দিব্যৈঃ সুপক্কৈর্ঘৃতমিশ্রিতৈঃ ।
পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্দদ্যাদৈশ্বর্য্যমুত্তমম্ ॥৩২
জৈমিনে যস্তু দধ্যন্নং হরয়ে প্রতিবাসরম্ ।
শ্রদ্ধয়া বৈষ্ণবো দদ্যাৎ স মুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ৩৩
কৃষ্ণায় নবনীতং যঃ প্রদদাচ্ছিশুমূর্ত্তয়ে ।
তস্য পুণ্যং ন স খ্যাতুং শক্তোমাব্দশতৈরপি ॥
হৈয়ঙ্গবীনং যো দদ্যাদ্গোপালায় মহাত্মনে ।
আমিক্ষাং সগুড়াঞ্চৈব স মহাত্মা হরেঃ প্রিয়ঃ ॥
সশর্করাণি দুগ্ধানি কৃষ্ণায় যস্তু যচ্ছতি ।
তস্য প্রসন্নো ভগবান্ দদাত্যভিমতং ফলম্ ॥
শ্রাবণে মাসি বিপ্রর্ষে দেবকীনন্দনং প্রভুম্ ।
স্নাপয়েদ্বিমলৈস্তোয়ৈঃ শুদ্ধৈঃ সম্পূজয়েত্ততঃ ॥
মল্লিকাকুসুমৈর্বিপ্রো যোঽর্চ্চয়েৎ কমলাপতিম্
বিমুক্তঃ সকলৈঃ পাপৈর্বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
যূথিকাকুসুমৈর্বিপ্র যূথিকাপুষ্পমালয়া ।
অর্চ্চয়ন্ কমলাকান্তং মনুজো নাবসীদতি (১)॥
সুগন্ধৈস্তগরৈঃ পুষ্পৈঃ সপ্তলাকুসুমৈস্তথা ।
যোঽর্চ্চয়েৎ পরমাত্মানং তস্য বশ্যং জগত্রয়ম্ ॥
প্রফুল্লৈর্মালতীপুষ্পৈঃ সুগন্ধৈর্যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্
তৎপুণ্যং নাস্তি তত্তুল্যং যেন স্যাদ্ভুবি ভো
দ্বিজ ॥ ৪১
কুন্দপুষ্পৈশ্চ বকুলৈর্জ্জগদ্বন্দ্যং জনার্দ্দনম্ ।

করাইয়া পূজা করিবে। যে জন দধি দ্বারা ভগবান্ জনার্দ্দনকে স্নাপিত করে, তাহাকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। যেজন ঘনাগমে ঘনশ্যাম হরির কদম্ব কুসুম দ্বারা অর্চ্চনা করে, সে পাপী হইলেও পরমগতি প্রাপ্ত হয়। কদম্বকুসুমমালা দ্বারা যে জন অব্জলোচনকে মণ্ডিত করে, হে পৃথিবীদেব। তাহার পুণ্যের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। ঐ মালাতে যতগুলি পুষ্প থাকে ততগুলি বাজিমেধের ফল মাল্যদানকারী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই। কেতকী পুষ্প দ্বারা পূজিত হইয়া ভগবান হরি মানবদিগের সর্ব্ব দুঃখ হরণ করিয়া থাকেন। দিব্য সুপক্ক ঘৃত মিশ্রিত পনস ফল দ্বারা পূজিত হইয়া শ্রীরমাকান্ত উত্তম ঐশ্বর্য্য দান করেন। হে জৈমিনে! যে জন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিবাসর হরিকে দধ্যন্ন দান করে, সে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। শিশুমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে যে জন নবনীত দান করে, তাহার পুণ্যের সংখ্যা শত বৎসরেও করা যায় না। যে জন মহাত্মা গোপালকে হৈয়ঙ্গবীন, এবং সগুড় আমিক্ষা দান করে, সে নিশ্চিতই হরিপ্রিয়। শর্করা সহিত দুগ্ধ যে জন শ্রীকৃষ্ণকে দান করে, ভগবান তাহাকে অভিমত ফল দান করেন। হে বিপ্রেন্দ্র! শ্রাবণ মাসে দেবকীনন্দনকে নির্ম্মল শুদ্ধ তোয় দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিবে। মল্লিকাকুসুম দ্বারা যে জন কমলাপতিকে স্নান করায়, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে বিপ্র! যূথিকাপুষ্প এবং যূথিকামালা দ্বারা কমলাকান্তের অর্চ্চনা করিলে মানব অবসন্ন হয় না। ২৫–৩৯। সুগন্ধ তগর পুষ্প দ্বারা যে ব্যক্তি হরির অর্চ্চনা করে, জগত্রয় তাহার বশ্য হয়। প্রফুল্ল সুগন্ধ মালতীকুসুম দ্বারা যে নর হরির অর্চ্চনা করে, এমন পুণ্য নাই, যাহা দ্বারা অপর লোক তাহার তুল্য হইতে পারে। কুন্দপুষ্প ও বকুলপুষ্প দ্বারা জনার্দ্দনের

(১) শেফালিকাপ্রসূনৈশ্চ যূথিকাকুসুমৈস্তথা। যোঽর্চ্চয়েৎ পরমাত্মানং স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ইতি পাঠান্তরম্।

অর্চ্চয়ন্ সকলং কামং প্রাপ্নোতি ভুবি মানবঃ
মহাসহাপ্রস্থনৈশ্চ ভগবন্তং জনার্দ্দনম্।
কুরুণ্ডকৈঃ পূজয়েদ্যস্তস্য তুষ্টঃ সদা হরিঃ ॥ ৪৩
শিরীষকৈশ্চ যো বিষ্ণুং প্রস্থপুষ্পৈশ্চ যোহর্চ্চয়েৎ
করবীরপ্রস্থনৈশ্চ স যাতি হরিসন্নিধিম্ ॥ ৪৪
শ্রাবণে মাসি যো দদ্যাল্লাজান ঘৃতসমন্বিতান।
হরয়ে তস্য বিপ্রর্ষে ন বিপত্তির্গৃহে ভবেৎ ॥৪৫
শ্রাবণে পিষ্টকং যস্ত হরযে মুদ্গাপূরকম্।
দদাতি তস্য বিপ্রর্ষে গৃহে শ্রীর্নিশ্চলা ভবেৎ ॥
ভাদ্রে মাসি দ্বিজশ্রেষ্ঠ নারাযণমনামযম।
অর্চ্চযেৎ শ্রদ্ধযা প্রাজ্ঞশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ৭৮
নির্ম্মিতে নূতনাগারে সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতে।
স্থাপযেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং ভগবন্তং জনার্দ্দনম ॥
দংশৈশ্চ মশকৈশ্চৈব প্রকীর্ণে মক্ষিকাদিভিঃ।
হরিং পুরাতনাগারে স্থাপযেন্ন হি সত্তম ॥ ৭৯
সকর্দ্দমে পতদ্বারি গলদ্ভিত্তৌ গৃহে তথা।
হরিং ন স্থাপযেৎ প্রাজ্ঞো বর্ষাসু পরমেশ্বরম ॥
আলযে জগতাং ভর্ত্তুর্যদ্বীযাদযস্ত মানবঃ।

চন্দ্রাতপং বিচিত্রঞ্চ চন্দ্রলোকং স গচ্ছতি ॥৫১
রাত্রৌ নানাবিধৈর্ধূপৈর্মন্দিরে শ্রীরমাপতেঃ।
দংশাংশ্চ মশকাংশ্চৈব বর্ষাকালে নিবারয়েৎ ॥
মশারিকাভিঃ প্রাবৃত্য মঞ্চশায়িনমচ্যুতম্।
প্রাবৃষি স্থাপযেদ্বিষ্ণুং নিশাযাং দিব্যমন্দিরে ॥৫৩
কহ্লারপত্রৈর্দেবেশং শ্রীকৃষ্ণং নূতনৈর্মুদা।
মুমুক্ষুঃ পূজয়েন্মর্ত্ত্যো ভাদ্রে মাসি দিনে দিনে ॥
ন ভাদ্রে কেতকীপুষ্পৈঃ পূজিতব্যো জনার্দ্দনঃ
যতো ভাদ্রপদে মাসি কেতকী স্যাৎ সুরাসমা ॥
পক্বৈস্তালফলৈর্দ্দিব্যৈর্যোহর্চ্চযেৎ যদুনন্দনম্।
গর্ভবাসোদ্ভবং দুঃখং স ভূয়ো ন লভেৎ কদা
সংযুক্তং ঘৃতদুগ্ধাভ্যাং পক্বতালং মুরারযে।
যো দদ্যাচ্ছ্রদ্ধযা ভাদ্রে স গচ্ছেদ্ধরিমন্দিরম ॥
মাসি ভাদ্রপদে যস্ত হরযে তালপিষ্টকম্।
দদাতি সঘৃতং বিপ্র স যাতি পরমং পদম্ ॥৫৮
মাসি ভাদ্রপদে বিপ্র ন কুর্য্যাচ্ছাকভক্ষণম।
ন রাত্রৌ ভোজনং কুর্য্যান্মুমুক্ষুর্বৈষ্ণবো জনঃ

অর্চ্চনাকারী ব্যক্তি সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। মহাসহা কুসুম ও কণ্টক পুষ্প দ্বারা যে জন জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করে, তাহার প্রতি জনার্দ্দন সর্ব্বদা তুষ্ট থাকেন। যে জন শিরীষ, প্রস্থ ও করবীর পুষ্প দ্বারা হরিপূজা করে, সে হরিমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। যে জন শ্রাবণ মাসে ঘৃতমিশ্রিত লাজ (খৈ) হরিকে দান করে, কদাচ তাহার গৃহে বিপত্তি হয় না। শ্রাবণ মাসে মুগের পুর দেওয়া পিষ্টক যে জন হরিকে দান করে, তাহার গৃহে লক্ষ্মী অচলা হইয়া বাস করেন। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! ভাদ্রমাসে অনাময চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ নারাযণকে শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিতে হয়। নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বোপদ্রব বর্জ্জিত এ গৃহে ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষকে স্থাপন করিবে, কদাচ দংশ, মশক ও মক্ষিকাদি-সঙ্কুল পুরাতন গৃহে তাঁহাকে স্থাপন করিবে না। সকর্দ্দম পতদ্বারি গলিতভিত্তি গৃহে কদাচ বর্ষাকালে হরিকে স্থাপন করিবে না।

যে জন শ্রীহরির গৃহে বিচিত্র চন্দ্রাতপ প্রসারিত করিয়া দেয়, সে চন্দ্রলোকে গমন করে। বর্ষাকালে রাত্রিতে নানাবিধ ধূপ দ্বারা রমাপতির মন্দিরে দংশমশকাদি নিবাস করিবে। বর্ষাগমে রাত্রিতে কমলাপতির শয়নমঞ্চক মশারি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তন্মধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করিবে। মুমুক্ষু ব্যক্তি ভাদ্র মাসে কহ্লার পত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। ভাদ্রমাসে কেতকীকুসুম দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা করিতে নাই, যে হেতু ভাদ্র মাসে কেতকী সুরাতুল্য হয় ।৪০—৫৫। ভাদ্রমাসে সুপক্ব তালফল দ্বারা যে জন যদুনন্দনের অর্চ্চনা করে, সে কদাচ গর্ভবাসদুঃখ লাভ করে না। যে জন ভাদ্রমাসে ঘৃত-দুগ্ধ যুক্ত সুপক্ব তালফল শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরিকে নিবেদন করে, সে নিশ্চিতই হরিমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। ভাদ্রমাসে যে ব্যক্তি সঘৃত তালপিষ্টক হরিকে দান করে, সে পরমপদে প্রস্থান করিয়া থাকে। মুমুক্ষু বৈষ্ণব জন ভাদ্রমাসে কদাচ শাক ভক্ষণ ও রাত্রিভোজন

আশ্বিনে মাসি বিপ্রেন্দ্র কেশব ক্লেশনাশনম
পূজয়েদ্ভক্তিভাবেন পূর্ব্বোক্তবিধিনা জনঃ ॥
পূর্ব্বাহ্নে পূজয়েদ্যস্তু ভক্ত্যা লক্ষ্মীপতি হরিম
বিষ্ণুপূজাফলং বিপ্র সম্পূর্ণং তেন লভ্যতে ॥
যত্তোয়ং দীয়তে বিপ্র পূর্ব্বাহ্নে হরয়ে জনৈঃ।
পীযুষমিব তত্তোয় গৃহ্ণাতি কমলাপতিঃ ॥ ৬২
মধ্যাহ্নে সলিলং যত্তু ভক্ত্যা দদ্যাচ্চ বিষ্ণবে
তস্য তোয়মিব স্বামী গৃহ্ণাতি শ্রীজনার্দ্দনঃ ॥৬৩
অপরাহ্নে চ যত্তোয়ং গোবিন্দায় প্রযচ্ছতি।
তত্তোয় বক্তুতুল্যং স্যান্ন গৃহ্ণাতি হরিস্তত. ॥৬৪
অতএব দ্বিজশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বাহ্নে হরিমর্চ্চয়ন।
সমস্ত লভতে কাম কেশবস্যানুকম্পয়া ॥ ৬৫
একবস্ত্রেণ বিপ্রর্ষে ন কদাপ্যর্চ্চয়েদ্ধরিম।
কুর্য্যাদ্বাপি তদা পূজা তাং ন গৃহ্ণাতি কেশব.
অধৌতেন চ বস্ত্রেণ য কুর্য্যাৎ পূজনং হরে.।
পূজনং বিফলং তচ্চ রুষ্টো ভবতি কেশব ॥
যস্ত্ববদ্ধশিখঃ পূজা কুরুতে চক্রপাণিন।

পূজাফল ন চাপ্নোতি বালগ্রাহ্যা চ সা ভবেৎ
অসংস্কৃতগৃহে যস্তু পূজনং কুরুতে হরেঃ।
তৎপূজনং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিগ্রাহ্যং ভবেৎ খলু ॥
স্নানং দেবার্চ্চনঞ্চৈব দানঞ্চ পিতৃপূজনম্।
তিলকেন বিনা বিপ্র ন করোতি বিচক্ষণঃ ॥
তিলকাদ্যগৃহীত্বা যৎ পুণ্যকর্ম্ম বিধীয়তে।
ভস্মীভবতি তৎসর্ব্ব কর্ত্তা চ নারকী ভবেৎ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈরঙ্কিতং যস্য দৃশ্যতে।
শরীরং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞেয়ঃ সোঽচ্যুতঃ স্বযম ॥
যো লিখেদ্দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খ পদ্মঞ্চ বৈষ্ণবঃ।
সব্যে চক্রং গদাঞ্চৈব স বিষ্ণুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥৭৩
পঙ্কজ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খস্যোপরি যো লিখেৎ
পাতক সকল তস্য তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥৭৪
চক্রোপরি গদা যস্তু লিখেৎ সব্যে ভুজে জনঃ
কুর্ব্বন্তি বন্দন তস্য শক্রাদ্যা অপি নির্জ্জরাঃ ॥
মুরারিপাদযুগ্ম যঃ স্বললাটে লিখেদবুধঃ।
পাপাত্মাপি চ ত দৃষ্ট্বা মুক্তো ভবতি পাতকাৎ
অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র মৎস্যকূর্ম্মৌ চ যো হৃদি।

করিবে না। হে বিপ্রর্ষে! বৈষ্ণব ব্যক্তি আশ্বিন মাসে ক্লেশনাশন কেশবে ভক্তিভাবে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূজা করিবে। যে জন পূর্ব্বাহ্নে ভক্তিপূর্ব্বক কমলাপতির পূজা করে, সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিষ্ণুপূজাফল লাভ করে। হে দ্বিজসত্তম! পূর্ব্বাহ্নে যে জল বিষ্ণুকে অর্পণ করা যায়, তাহা পীযুষের ন্যায় তিনি গ্রহণ করেন। মধ্যাহ্নকালে যে জল বিষ্ণুর অর্পণ করা যায়, দাতার স্বামীর ন্যায় শ্রীহরি উহা জল বোধেই গ্রহণ করেন। অপরাহ্নকালে যে তোয় শ্রীহরিকে দান করা যায়, ঐ তোয় বক্তুতুল্য হয়, উহা গোবিন্দ গ্রহণ করেন না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বাহ্নে হরি অর্চ্চনাকারী ব্যক্তি হরির অনুকম্পায় সমস্ত অভিলষিত লাভ করে। হে বিপ্রর্ষে! একবস্ত্র হইয়া হরিপূজা করিতে নাই, যদি করা হয়, তাহা হইলে তাহা কেশব গ্রহণ করেন না। অধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া হরিপূজা করিলে, ঐ পূজা বিফল হয়, অধিকন্তু তিনি রুষ্ট হইয়া থাকেন। শিখাবন্ধন না করিয়া যে জন হরিপূজা করে, তাহার ঐ পূজা বিফল ও ও বলিগ্রাহ্য হয়। অসংস্কৃত গৃহে হরিপূজা করিলে ঐ পূজা বলিগ্রাহ্য হয়। স্নান, দেবার্চ্চন, দান পিতৃপূজা এ সকল কার্য্য তিলকহীন হইয়া করিতে নাই। তিলক গ্রহণ না করিয়া পুণ্য কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম ভস্মীভূত ও কর্ত্তা নরকগামী হয়। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দ্বারা যাহার শরীর অঙ্কিত থাকে, তাহাকে সাক্ষাৎ অচ্যুত বলিয়া জানিবে ৫৬—৭২। যে জন দক্ষিণ বাহুতে শঙ্খ ও পদ্ম এবং বাম বাহুতে চক্র ও গদা অঙ্কিত করে, তাহাকেও অচ্যুত বলিয়া জানিতে হয়। যে জন দক্ষিণ বাহুতে শঙ্খের উপরিভাগে পঙ্কজ অঙ্কিত করে, তাহার সমস্ত পাতক তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। যে জন বামহস্তে চক্রের উপরিভাগে গদা অঙ্কিত করে, শক্রাদি দেবতা তাহার বন্দনা করিয়া থাকেন। যে কোন ব্যক্তির ললাটে হরিপদযুগ্ম অঙ্কিত দেখিলে পাপাত্মা ব্যক্তিও পাতক হইতে

লিখেৎ স বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠঃ পুনাতি ভুবনত্রয়ম ॥
কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতং যস্য শরীরং স্যাৎ দিনে দিনে।
তস্য তুষ্টো জগৎস্বামী দদাতি পরমং পদম্ ॥
কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিততনুর্যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
শুভং বাপ্যশুভং বাপি তৎসর্ব্বমক্ষয় ভবেৎ ॥
পিশাচাঃ পন্নগাশ্চৈব যক্ষা বিদ্যাধরাস্তথা।
দানবা রাক্ষসাদাশ্চ ভূতা বেতালকাস্তথা ॥৮০
গুহ্যকাঃ কিন্নরাশ্চৈব গ্রহা বালগ্রহাস্তথা।
কুষ্মাণ্ডাশ্চৈব ডাকিন্যস্তথান্যে বিঘ্নকারকাঃ ॥৮১
সর্ব্বে ভীত্যা পলায়ন্তে দৃষ্ট্বা কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতম।
দ্বীপাশ্চ দ্বীপিনশ্চৈব তথান্যে বনজন্তবঃ।
দৃষ্ট্বৈব প্রপলায়ন্তে ভয়াৎ কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতম ॥ ৮২
কামলাদ্যা মহারোগা দেহিদেহাভিঘাতিন।
কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতং সদাস্তংজন্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৩
কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিততনুং ভক্ত্যা পশ্যতি যো নরঃ।
কৃষ্ণদর্শনতুল্য স প্রাপ্নোতি জৈমিনে ফলম্ ॥
ত্রিপত্রীকৃতদূর্ব্বাভিরাশ্বিনে যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম।

মুক্ত হয়। অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র এবং মৎস্য কূর্ম্ম যে জন হৃদয়ে লিখে, সে পরম বৈষ্ণব এবং সে ভুবনত্রয়কে পবিত্র করে। যাহার শরীরে কৃষ্ণায়ুধ সকল অঙ্কিত থাকে, হরি তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া তাহাকে পরম গতি প্রদান করেন। কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিত ব্যক্তি শুভাশুভ যে কর্ম্মই করুক, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। পিশাচ, পন্নগ, যক্ষ, বিদ্যাধর, দানব, রাক্ষস, ভূত, বেতাল, গুহ্যক, কিন্নর, গ্রহ, বালগ্রহ, কুষ্মাণ্ড, ডাকিনী, এবং অন্যান্য বিঘ্নকারী ইহারা সকলেই অঙ্কিত কৃষ্ণায়ুধ দেখিয়া পলায়ন করে। দ্বিপ, দ্বীপী ও অন্যান্য বন্য জন্তু সকলেই অঙ্কিত কৃষ্ণায়ুধ দর্শন করিয়া ভয় পাইয়া পলায়ন করে। দেহি-দেহাভিঘাতী কামলাদি মহারোগ সকল অঙ্কিত কৃষ্ণায়ুধ দেখিয়া দেহীকে পরিত্যাগ করে, সংশয় নাই। হে জৈমিনে! যে জন কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিত তনু ভক্তিপূর্ব্বক দর্শনকরে, সে কৃষ্ণদর্শন তুল্য ফললাভ করিয়া থাকে। যে জন আশ্বিন মাসে দূর্ব্বার ত্রিপত্র করিয়া

দূর্ব্বৈর সন্ততিস্তস্য অবিচ্ছিন্না প্রবর্ত্ততে ॥ ৮৫
আশ্বিনে মাসি যো দদ্যাৎ হরয়ে কর্কটীফলম্।
শোকো ন জায়তে তস্য কদাচিদ্ধৃদয়ে দ্বিজ ॥৮৬
কার্ত্তিকে চ সমায়াতে সর্ব্বমাসোত্তমে শুভে।
দামোদরং দেবদেবং ভক্ত্যা প্রাজ্ঞঃ প্রপূজয়েৎ
কার্ত্তিকে মাসি বিপ্রেন্দ্র বিষ্ণুপ্রীণনহেতবে।
যথোক্তবিধিনা প্রাজ্ঞঃ প্রাতস্নান সমাচরেৎ ॥
আমিষ মৈথুনঞ্চৈব কার্ত্তিকে মাসি যস্ত্যজেৎ
জন্মান্তরাজ্জিতৈঃ পাপৈর্ম্মুক্তো যাতি পরাং
গতিম ॥ ৮৯
তুলারাশি গতে সূর্য্যে প্রাতঃস্নানং সুরর্ষভ।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম ॥
কর্ত্তব্যং প্রত্যহং বিপ্র অবশ্যং বৈষ্ণবৈর্জ্জনৈঃ ॥
আমিষং মৈথুনঞ্চৈব কার্ত্তিকে যস্তু ন ত্যজেৎ।
জন্মজন্মনি বিপেন্দ্র স ভবেদগ্রাম্যশূকরঃ ॥
দ্বিভোজনং পরান্নঞ্চ তৈলঞ্চ বৈষ্ণবো জনঃ।
আগতে কার্ত্তিকে মাসি যত্নাদপি বিবর্জ্জয়েৎ ॥
দামোদরায় নভসি প্রদীপং যস্তু যচ্ছতি।

হরিপূজা করে, দূর্ব্বার ন্যায় তাহার সন্ততি অবিচ্ছিন্ন হয়। যে জন আশ্বিন মাসে হরিকে কর্কটীফল প্রদান করে, কদাচ তাহার হৃদয়ে শোক হয় না। সর্ব্ব মাসোত্তম শুভ কার্ত্তিক মাস আসিলে ভক্তিপূর্ব্বক দামোদরের পূজা করিবে। হে বিপ্রর্ষে! কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত যথোক্ত বিধানে প্রাতঃস্নান করিবে। যে জন কার্ত্তিক মাসে আমিষ আর মৈথুন বর্জ্জন করে, সে জন্মান্তরাজ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদে গমন করিয়া থাকে।৭৩—৮৯। হে দ্বিজর্ষভ! সূর্য্য তুলারাশিতে গমন করিলে প্রাতঃস্নান হবিষ্য ও ব্রহ্মচর্য্য এই সকল কর্ম্ম বৈষ্ণব জন অবশ্য করিবে। কার্ত্তিক মাসে যে জন আমিষ ও মৈথুন বর্জ্জন না করে, সে জন্মে জন্মে গ্রাম্য শূকর হয়। কার্ত্তিক মাস আগত হইলে বৈষ্ণবজন দ্বিভোজন, পরান্ন, ও তৈল বর্জ্জন করিবে। যে জন নভোমণ্ডলে দামোদর উদ্দেশে প্রদীপ

ফল তস্য প্রবক্ষ্যামি সমাসেন শৃণু দ্বিজ ॥৯৩
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্ব্বিমুক্তঃ ক্লেশদায়কৈঃ ।
দামোদরপুরং গত্বা তিষ্ঠেৎ কোটিযুগাবধি ॥
দীপ জলন্তং নভসি ত্রিদশা বাসবাদয়ঃ ।
বিলোক্য দর্শিতা সর্ব্বে বদন্তীতি পরস্পরম ॥
অসৌ পুণ্যাত্মনা শ্রেষ্ঠঃ কেশবার্চ্চনতৎপরঃ ।
প্রদীপ কার্ত্তিকে মাসি যচ্ছেদ্দামোদরায় স ॥
আগমিষ্যতি পুণ্যাত্মা কদায়ং ত্রিদিবং প্রতি ।
করিষ্যাম কদা সখ্যামনেন হরিসেবিনা ॥ ৯৭
দামোদরায় যো দদ্যান্মুহূর্ত্তমপি কার্ত্তিকে ।
দীপ নভসি বিপ্রর্ষে তস্য তুষ্টঃ সদা হরিঃ ॥৯৮
দদ্যাদক্ষয়দীপ যো দামোদরগৃহে নর ।
দিনে দিনেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি কার্ত্তিকে
দামোদরং কার্ত্তিকে যঃ সহস্রতুলসীদলৈঃ ।
সহস্রবাজিমেধস্য পূজয়ন স ফল লভেৎ ॥
দামোদরং বিল্বপত্রসহস্রৈর্যোঽর্চ্চয়েদবুধঃ ।
কার্ত্তিকে শঙ্কর বাপি লভতে সোঽপি তৎফলম্ ॥ ১০১
দামোদর কার্ত্তিকে যঃ পূজয়েদ্বকপুষ্পকৈঃ ।
পরম মোক্ষমাপ্নোতি প্রসাদাজ্জগতীপতেঃ ॥
দামোদর সমুদ্দিশ্য যৎকিঞ্চিদপি কার্ত্তিকে ।
প্রযচ্ছেত্তদ্ভবেৎ সর্ব্বমক্ষয়ং সত্যমুচ্যতে ॥১০৩
ঘৃতাক্তং সুরসান্নঞ্চ কার্ত্তিকে মাসি বিষ্ণবে ।
দদ্যাদ্দিনে দিনে বিপ্র তস্য বিষ্ণুপুরে স্থিতিঃ
প্রফুল্লপদ্মপুষ্পেণ সিতেনাপ্যসিতেন বা ।
দামোদর পূজয়েদ যং কার্ত্তিকে যাতি তৎপুরম
কমলৈ কার্ত্তিকে মাসি সিতৈর্ব্বা লোহিতৈশ্চ বা
দামোদরং সমভ্যর্চ্চ্য লভেন্মর্ত্ত্যঃ পরম্পদম্ ॥
দামোদরায় যেনাব্জ প্রদত্তং কার্ত্তিকে শুভে ।
ন দত্তং তেন কিং বিপ্র তস্মৈ দামোদরায় বৈ ॥
দামোদরায় যো দদ্যাদেকমেবাম্বুজং নরঃ ।
দামোদরঃ প্রসন্নাত্মা ন কি তস্মৈ প্রযচ্ছতি ॥
কার্ত্তিকে কমলৈর্যস্তু ন দামোদরমর্চ্চয়েৎ ।

দান করে, সংক্ষেপে তাহার ফলের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। উক্ত ব্যক্তি ক্লেশ-দায়ক ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দামোদরপুরে গমন করিয়া কোটি যুগ পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে। আর নভো-মণ্ডলে ঐরূপ জলন্ত দীপ দেখিয়া শক্রাদি সুরগণ পরস্পর বলাবলি করেন যে, "হাঁ, এই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা এবং কেশবা-র্চ্চনে তৎপর। যেহেতু কার্ত্তিক মাসে ইনি কেশবোদ্দেশে দীপ দান করিয়াছেন। এই পুণ্যাত্মা কবে ত্রিদিব ধামে আগমন করি-বেন। কবে এই হরিভক্তের সঙ্গে আমরা সখ্য করিব?" কার্ত্তিক মাসে মুহূর্ত্ত-কালের জন্যও নভোমণ্ডলে দীপ দান করিলে হরি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হন। যে জন কার্ত্তিক মাসে দামোদরগৃহে অক্ষয় দীপ দান করে, সে দিন দিন অশ্বমেধ-ফল প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তিক মাসে দামো-দরকে সহস্র তুলসীদল দ্বারা পূজা করিলে সহস্র বাজিমেধের ফল লাভ হয়। যে জন কার্ত্তিক মাসে সহস্র বিল্বদল দ্বারা দামোদরের পূজা করে, সে তৎফলস্বরূপ শঙ্করকে লাভ করিয়া থাকে। যে জন কার্ত্তিক মাসে বক-পুষ্প দ্বারা দামোদরের অর্চ্চনা করে, সে তাঁহার প্রসাদে পরম মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। দামোদর উদ্দেশে যে জন কার্ত্তিক মাসে কিঞ্চিন্মাত্র দান করে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম সদা অক্ষয় হয়। কার্ত্তিক মাসে প্রতি-দিন দামোদরকে ঘৃতাক্ত পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন যে জন দান করে, সে দামোদরপুরে গমন করিয়া থাকে। বিকসিত প্রফুল্ল পদ্ম দ্বারা যে জন দামোদরের অর্চ্চনা করে, সে তৎপুরে গমন করিয়া থাকে। কার্ত্তিকমাসে সিত বা অসিত কমল দ্বারা দামোদরের অর্চ্চনা করিলে মর্ত্ত্যজন পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। দামোদরের অর্চ্চনা করিয়া মানব পরমপদ লাভ করে। যে জন শুভ কার্ত্তিক মাসে দামোদরকে পদ্ম দান করে, তাহার কি না দান করা হয়? যে জন দামো-দরকে একটীমাত্র অম্বুজ দান করে, দামোদর প্রসন্ন হইয়া তাহাকে কি না দান করেন?

জন্মজন্মনি তদ্দেহে কমলা ন হি তিষ্ঠতি ॥১০৯
দামোদরায় যো দদ্যাৎ পদ্মবীজানি জৈমিনে।
শুদ্ধে বিপ্রকুলে জন্ম স লভেৎ প্রতিজন্মনি ॥
ব্রাহ্মণস্য কুলে জাতঃ স চতুর্ব্বেদবিদ্ভবেৎ।
ধনবান্ বহুপুত্রশ্চ কুটুম্বানাঞ্চ পোষকঃ॥ ১১১
নাস্তি পদ্মসমং পুষ্পং জৈমিনে সত্যমুচ্যতে।
যেন সম্পূজ্য গোবিন্দং পাপাত্মাপি চ মোক্ষভাক্
পদ্মপুষ্পস্য মাহাত্ম্যং বিশেষাদুচ্যতে ময়া।
সেতিহাসং দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিশাময় সমাহিতঃ ॥১১২
আসীদেকপ্রজো নাম ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
হরিপাদাম্বুজে যস্য মনোভৃঙ্গ ইব স্থিতঃ ॥১১৩
দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ গুরূণাং তেন সর্ব্বদা।
কৃতা পূজা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্যক্ত্বা কার্য্যশতান্যপি ॥
পরদ্রব্যে বিষে চৈব পরস্ত্রীষু স্বমাতৃবৎ।
কৃতং তেনৈকবজ্জ্ঞানং তথা মিত্রে চ শত্রবে
আয়ান্তমতিথিং দৃষ্ট্বা স বিপ্রঃ পরমার্থবিৎ।
ভৃশমানন্দমাপ্নোতি যাচকঞ্চ দ্বিজর্ষভ ॥১১৬

সর্ব্বে যজ্ঞাঃ কৃতাস্তেন ব্রতানি সকলানি চ।
সংসারসাগরং ঘোরমপারঞ্চ তিতীর্ষুণা ॥ ১১৭
একদা স দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
সুস্মূর্ষুশ্চ নিজাং জাতিং চিন্তয়ামাস চেতসা ॥
পূর্ব্বং কোঽহং স্থিতঃ কো বা কিং বা কর্ম্ম-
কৃতং পুরা।
কথং বা জন্মসম্প্রাপ্তঃ গামিষ্যামি ক বা পুনঃ ॥
ইত্থং সঞ্চিন্ত্য বিপ্রোঽসৌ নিশ্বস্য চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
বিজ্ঞাতুং পূর্ব্ববৃত্তান্তং শিবস্থানং জগাম হ ॥১২০
ততো বদ্ধাঞ্জলির্বিপ্রো ভক্ত্যা পরময়া শিবম্।
তুষ্টাব বিবিধৈর্ব্বাক্যৈঃ কোমলৈর্দ্বিজসত্তম ॥১২১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নমস্তুভ্যং মহাদেব নমস্তে পরমেশ্বর।
নমস্তে শঙ্করেশান নমস্তে বরদ প্রভো ॥ ১২২
নমস্তে জ্ঞানরূপায় নমস্তে জ্ঞানদায়িনে।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং হৃদম্বুজনিবাসিনে॥১২৩
জগৎস্রষ্ট্রে নমস্তুভ্যং জগৎপাত্রে নমো নমঃ।

যে জন কার্ত্তিকমাসে কমল দ্বারা কমলাপতির অর্চ্চনা না করে, জন্ম জন্ম তাহার গৃহে কমলা বাস করেন না। হে জৈমিনে! দামোদরকে যে পদ্মবীজ দান করে, প্রতিজন্ম তাহার শুদ্ধ বিপ্রকুলে জন্ম হয়। ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া এ ব্যক্তি চতুর্ব্বেদবিৎ ধনবান বহু পুত্রশালী ও বহু কুটুম্ব পোষক হইয়া থাকে। হে জৈমিনে! পদ্মের সমান পুষ্প নাই, যাহা দ্বারা হরিকে দামোদরের অর্চ্চনা করিয়া পাপিষ্ঠও মুক্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজবর! তুমি সমাহিত-চিত্তে শ্রবণ কর, আমি পদ্মপুষ্পের সেতিহাস মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে একপ্রজ নামে এক সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার মানসষট্পদ সর্ব্বদা দামোদর-পদাম্বুজেই লীন থাকিত। তিনি শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও ভক্তিভাবে দেব, ব্রাহ্মণ ও গুরুবর্গের পূজা করিতেন। তিনি পরদ্রব্যে, বিষে, নিজমাতায়, পরদারে, মিত্রে, এবং অমিত্রে অভিন্নজ্ঞান করিতেন। সেই পরমার্থজ্ঞ বিপ্র অতিথি বা যাচককে আসিতে দেখিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। ঘোর সংসারসাগর তরণার্থ তিনি সমস্ত যজ্ঞ এবং সমস্ত ব্রত করিয়াছিলেন। একদা সেই হরিভক্তিরত দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্বীয় পূর্ব্বজাতি স্মরণ করিতে সমুৎসুক হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—পূর্ব্বে আমি কে ছিলাম, কি কর্ম্ম করিতাম, কিরূপে জন্ম লাভ করিলাম, পুনরায় কোথায়ই বা গমন করিব? বিপ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর বিপ্র বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পরম ভক্তি সহকারে বিবিধ কোমল বাক্যে শিবকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১০৯—১২১। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে মহাদেব! তোমায় নমস্কার করি। হে পরমেশ্বর! তোমায় নমস্কার। হে শঙ্কর! হে ঈশান! হে প্রভো বরদ! তুমি জ্ঞানরূপী, জ্ঞানদায়ী, সর্ব্বভূতের হৃদয়পদ্মনিবাসী, তোমাকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার। তুমি জগতের

নমঃ সংসারহন্ত্রে চ পশূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ১২৪
নমস্তে বহ্নিনেত্রায় নমস্তে পদ্মচক্ষুষে।
নমস্তে চন্দ্রনেত্রায় সূর্য্যনেত্রায় বৈ নমঃ ॥১২৫
নমস্তে ভস্মভূষায় নমস্তে কৃত্তিবাসসে।
নমোঽস্থিমালিনে তুভ্যং নীলকণ্ঠায় তে নমঃ ॥
নমস্তে পঞ্চবক্ত্রায় নমস্তে শূলপাণয়ে।
জটাধরায় বৈ তুভ্যং নাগযজ্ঞোপবীতিনে ॥১২৭
দ্বিভুজায় নমস্তুভ্যং বৃষারূঢায় তে নমঃ।
কপালিনে নমস্তুভ্যং শ্মশানবাসিনে নমঃ ॥
কন্দর্পদর্পবিধ্বংসকারিণে ভীমমূর্ত্তিনে।
নমস্তে দেবদেবায় নমস্তে ত্রিপুরারয়ে ॥ ১২৮
পার্ব্বতীপতয়ে তুভ্যং নমস্তে বিষ্ণুমূর্ত্তয়ে।
বাণভক্ত্যাতিসন্তুষ্টমানসায় নমোঽস্তু তে ॥ ১২৯
নমস্তে বহুরূপায় নীরূপায় নমো নমঃ।
গঙ্গাধরায় বৈ তুভ্যং দক্ষযজ্ঞবিনাশিনে।
পিনাকিনে নমস্তুভ্যং প্রেতানাং পতয়ে নমঃ ॥
অদৃশ্যায় চ দৃশ্যায় মুনীশায়েশ্বরায় চ।
অচিন্ত্যায় চ চিন্ত্যায় জগদ্রূপায় তে নমঃ ॥ (১)

ব্রহ্মা ত্বমেব ত্রিদশৈকনাথ-
স্ত্বমেব বিষ্ণুস্তপনস্ত্বমেব।
ত্বমেব সোমঃ সকলার্ত্তিহারী
সমস্তভূতাঘ-বিনাশকারী ॥ ১৩২

ব্যাস উবাচ।

ইত্যেবং স্তবমাকর্ণ্য শঙ্করো লোকশঙ্করঃ।
আবির্ব্বভূব সহসা প্রসন্ন পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩৩
আবির্ভূত সমালোক্য সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
ববন্দে চরণৌ তস্য স বিপ্রোঽত্যন্তহর্ষিতং ॥
ভূয়োঽপি স দ্বিজশ্রেষ্ঠ হর্ষনির্ভরমানসঃ।
কৃতাঞ্জলির্ম্মহাদেবং তুষ্টাব বরদং প্রভুম ॥১৩৫

ব্রাহ্মণ উবাচ।

যং ন পশ্যন্তি দেবেশং দেবা অপি সবাসবাঃ।
পশ্যামি তমহং সাক্ষাৎ মহদ্ভাগ্যমিদং মম ॥১৩৬
ধ্যানস্থিতেন চিত্তেন যোঽদৃশ্যঃ পরমেশ্বরঃ।
পশ্যামি তমহং সাক্ষাৎ সর্ব্বদেবৈকনায়কম্ ॥
হৃদয়াম্ভোজস্থোঽপি দূরস্থো যো হি দেহিনাম্
তং সাক্ষাদেব পশ্যামি সাধ্যং কিমপরং মম ॥

সৃষ্টি কর, পোষণ কর, সংহার কর। তুমি পশুপতি, তোমায় নমস্কার। তুমি পদ্মনেত্র, পাবকনেত্র, চন্দ্রনেত্র ও সূর্য্যনেত্র। তোমাকে বারম্বার নমস্কার। তুমি ভস্মভূষণ, কৃত্তিবসন, অস্থিমালী, নীলকণ্ঠ, পঞ্চবক্ত্র, শূলপাণি, জটাধর, নাগযজ্ঞোপবীতী, দ্বিভুজ, বৃষারূঢ, কপালী, শ্মশানবাসী, কন্দর্পদর্পবিধ্বংস, ভীমমূর্ত্তি, দেবদেব, ত্রিপুরারি, পার্ব্বতীপতি। আমি তোমার প্রত্যেক মূর্ত্তিকে নমস্কার করি। তোমার চিত্ত বাণাসুরের ভক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট, তুমি বহুরূপী ও রূপবর্জ্জিত, তোমায় নমস্কার নমস্কার। তুমি গঙ্গাধর, দক্ষযজ্ঞবিনাশী, পিনাকী, প্রেতপতি, দৃশ্য, অদৃশ্য, মুনীশ, ঈশ্বর, অচিন্ত্য, চিন্তালভ্য, জগদ্রূপী, তোমাকে নমস্কার করি। হে ত্রিদশৈকনাথ। তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, এবং তুমিই তপন, তুমিই সোম, তুমি সকলার্ত্তিহারী, পাপরাশিনাশী। ব্যাস বলিলেন,—এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া লোকশঙ্কর শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া সহসা আবির্ভূত হইলেন। সর্ব্বলোক-নমস্কৃত পরমেশ্বরকে আবির্ভূত দেখিয়া সেই বিপ্র অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে তদীয় চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন এবং পুনরপি হর্ষনির্ভর মানসে কৃতাঞ্জলি হইয়া বরদাতা প্রভু দামোদরের স্তব করিতে লাগিলেন।১২২—১৩২। ব্রাহ্মণ বলিলেন—যে দেবদেবকে ইন্দ্রাদিদেবগণও দেখিতে পান না, আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিতেছি। ইহা আমার মহাভাগ্য। যে পরমেশ্বর ধ্যানস্থ চিত্তে অবলোকনীয়, আমি সেই সর্ব্বদেবৈকনায়ক দেবদেবকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিতেছি। যিনি দেহি-গণের হৃদয়পদ্মস্থ হইয়াও দূরস্থ, তাঁহাকে আমি সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিতেছি। ইহা

(১) ঈশ্বরায় নমস্তুভ্যমনীশায় নমো নমঃ। তুভ্যং নমোঽস্তু দৃশ্যায় অদৃশ্যায় নমো নমঃ। নমশ্চিন্ত্যায় বৈ তুভ্যমচিন্ত্যায় নমো নমঃ। ইতি পাঠান্তরম্।

যন্নামস্মরণাদেব মহাপাতকিনোহপি চ।
যান্তি ধাম পরং সাক্ষাৎ সমীক্ষে তমহং প্রভুম
কৃতার্থোহস্মি কৃতার্থোহস্মি কৃতকৃত্যোহস্মি ভাগ্যবান।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ১৪

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ভবতোহনেন বাক্যেন তুষ্টোহস্মি দ্বিজসত্তম
বরং বৃণুষ্ব ভদ্র তে যস্তে মনসি বর্ত্ততে ॥১৭১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ভবন্তং পরমাত্মানমদৃশ্যং দৈবতৈরপি।
সাক্ষাৎ পশ্যাম্যহং নাথ কিং বরৈরপরৈর্বরে
তথাপি ত্বং বরং দিৎসুর্যদি মে কৃপয়া প্রভো।
পৃচ্ছামি যদহং কিঞ্চিত্তদ্ ব্রূহি পরমেশ্বর ॥ ১৪৩
কোহহং তস্মৈ পুরাদেব কি বা কর্ম্ম কৃত পুরা
সংসারসাগরে ঘোরে পতিতোহহং কথং প্রভো
কর্ম্মণা প্রাপ্যতে দেহো দেহী পাপেন লিপ্যতে
পুনঃ পাপপ্রভাবেন প্রাপ্যতে বিষমা গতিঃ ॥
প্রভাবৈঃ কর্ম্মণাং কেষাং জন্মপ্রাপ্তমিদং ময়া।
নানাদুঃখপ্রদ নাথ প্রসন্নো ব্রূহি মে প্রভো ॥
পাপমূলমিদং জন্ম জন্ম দুঃখস্য কারণম্।
জ্ঞাতুমিচ্ছামাহং তস্মাৎ পূর্ব্ববৃত্তান্তমাত্মনঃ ॥
স্থিতোহহং জননীকুক্ষৌ জঠরানলতাপিতঃ।
মূত্রবিষ্ঠাপ্রকীর্ণে চ পিনাকিন কেন কর্ম্মণা ॥১৪৮
গর্ভবাসসম দুঃখ সংসারে নৈব বিদ্যতে।
কথং ময়ানুভূত তৎ প্রভো ভক্তার্ত্তিনাশন ॥
স সারেঽস্মিন মহাঘোরে নানাদুঃখসমন্বিতে।
অসারে মায়য়া বিষ্ণোর্ম্মোহিতে পাতকাশ্রয়ে ॥
দুস্তরে বন্ধুহীনে চ কামক্রোধাদিসংযুতে।
শোকরোগপ্রদে চৈব জন্মমৃত্যুপ্রদে তথা ॥১৫১
অপারে জগতামীশ পতিতোহহং কথং প্রভো
এতৎ সর্ব্ব প্রভো ব্রূহি যদি তে ময্যনুগ্রহঃ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যদ্যপ্যেতৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ গুহ্যাদগুহ্যতরং মহৎ।
অপ্রকাশ্যং তথাপি ত্বাং ভক্তং প্রতি বদাম্যহম্

অপেক্ষা আমার আর অপর সাধ্য কি আছে? যাঁহার নাম স্মরণ মাত্রে মহাপাতকীরাও পরম ধামে প্রয়াণ করে, সেই শিবকে আমি সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিতেছি। নিশ্চয়ই আমি কৃতার্থ কৃতার্থ কৃতার্থ। হে মহাদেব। আপনাকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহাদেব কহিলেন,—হে দ্বিজবর। আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে নাথ। আপনি দেবগণেরও অদৃশ্য পরমাত্মা, সেই আপনাকে আমি সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি, আমার আর অপর বরে প্রয়োজন কি? হে প্রভো। তথাপি যদি আপনি বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি যাহা প্রশ্ন করি, আপনি উত্তর করুন। হে দেব। আমি পূর্ব্বে কি ছিলাম, এবং কিই বা কর্ম্ম করিয়াছিলাম। হে প্রভো। কি জন্য আমি ঘোর সংসারসাগরে পতিত হইয়াছি। কর্ম্ম হইতেই দেহপ্রাপ্তি হয়, আর দেহী ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে, আর পাপপ্রভাবেই বিষম গতি প্রাপ্ত হয়। আমি কোন কর্ম্মের প্রভাবে এই দুঃখদায়ক জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, প্রসন্ন হইয়া আপনি আমায় বলুন। এই জন্ম পাপমূলক, আর জন্ম দুঃখের কারণ, এ জন্যই আমি আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করি। হে পিনাকিন। আমি কোন কর্ম্মের ফলে বিষ্ঠামূত্রপরিপূর্ণ জননীজঠরে অবস্থান করিয়াছিলাম? গর্ভবাসসম দুঃখ সংসারে আর নাই হে প্রভো। কি জন্য আমি সেই দুঃখ অনুভব করিলাম? এই মহাঘোর, নানা দুঃখসমন্বিত, বিষ্ণুমায়ামোহিত, পাতকাশ্রয়, দুস্তর, বন্ধুহীন, কামক্রোধাদিযুত, শোকরোগপ্রদ, জন্মমৃত্যুকারণ অপার সংসারে কি জন্য আমি পতিত হইলাম? হে প্রভো। যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে এই সকল কথা বলুন।১৩৩—১৫২। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। যদিও ইহা গুহ্য হইতে মহৎ

পুরা ত্বং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শবরান্বয়সম্ভবঃ।
দণ্ডপাণিরিতি খ্যাতঃ স্থিতঃ সল্লোকদুঃখদঃ॥
পরলোকভয়ং ত্যক্ত্বা বিবেকপরিবর্জ্জিতং।
দস্যুবৃত্তিং প্রপন্নোহসি পরমক্লেশদায়িনীম॥
দস্যুবৃত্তিগতং দৃষ্ট্বা ভবন্তমতিনির্দ্দয়ং।
অপরে ভ্রাতরঃ ষড়্‌বৈ বভূবুস্তব দস্যবঃ॥ ১৫৬
তেষাং নামানি বিপ্রেন্দ্র ভ্রাতৃণাং নিগদাম্যহম
যৈঃ সার্দ্ধং ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব্বং ভবতা দস্যুতা কৃতা
দণ্ডী দণ্ডায়ুধশ্চৈব দণ্ডবান দণ্ডভৃত্তথা।
সুদণ্ডো দণ্ডকেতুশ্চ ভ্রাতরঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ভ্রাতৃভিস্তৈর্মহাঘোরৈর্দয়াভিঃ পরিবর্জ্জিতৈঃ।
বৃত্তেন ভবতা নিত্যং সর্ব্বে ব্যগ্রীকৃতা জনাঃ॥
ধনলোভেন ভবতা দুষ্টৈস্তৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহ।
অরণ্যে প্রান্তরে বিপ্রা নিহতাঃ কোটিকোটিশঃ
হত্বা চ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্বনস্থেন ত্বয়া সদা।
গবাং ক্রব্যাণি ভুক্তানি মদিরাভিঃ সহ দ্বিজ॥
যাতায়াতবিধিং সর্ব্বে বণিজস্তত্যজুস্তদা।
তত্যজুর্বিপিনে তস্মিন অন্তে চ পথিকাস্তথা॥
যস্য বিত্তং ন তদ্বিত্তং গৃহং যস্য ন তদ্‌গৃহম্।
যস্য ভার্য্যা ন তদ্ভার্য্যা ত্বয়ি দস্যুত্বমাগতে॥১৬৩
একদা ভ্রাতৃভিস্তৈস্ত তস্মিন্নেব মহাবনে।
গতো বহুশ্রমশ্রান্তঃ স্নানার্থং সরসীং প্রতি॥১৬৪
তত্র স্নানং সমাচর্য্য ক্ষুধিতেন ত্বয়া দ্বিজ।
ভক্ষিতানি মৃণালানি ভ্রাতৃভিস্তৈর্জলানি চ॥১৬৫
অথ ত্বয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৌতুকাত্তত্র সত্তম।
চিতানি পদ্মপুষ্পাণি প্রফুল্লানি বহূনি চ॥ ১৬৬
তস্মিন্নেব ততঃ কালে ব্রাহ্মণো বল্কলাম্বরঃ।
সর্ব্ববেদা ইতি খ্যাতস্তত্র স্নানার্থমাগতঃ॥ ১৬৭
স্নানং কৃত্বা স ধর্ম্মাত্মা দামোদরমনাময়ম।
যষ্টুং ত্বামেকমম্ভোজং যযাচে বিনয়ান্বিতঃ॥১৬৮
অথ ত্বয়াপি বিপ্রেন্দ্র পদ্মমেকং সুনির্ম্মলম।
দত্তং পরময়া ভক্ত্যা পূজার্থং কমলাপতেঃ॥১৬৯
ত্বয়া দত্তেন পদ্মেন প্রীতো দমোদরঃ স চ।
পূজয়ামাস তত্রৈব বিষ্ণুং সকলকারণম্॥১৭০
বিষ্ণুপূজাপরং দৃষ্ট্বা তং বিপ্রং সর্ব্ববেদসম্।

গুহ্যতর অপ্রকাশ্য, তথাপি আমি ভক্ত তোমাকে বলিতেছি। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে আপনার শবরান্বয়ে জন্ম হইয়াছিল। আপনি সর্ব্বলোকদুঃখদ দণ্ডপাণি নামে বিখ্যাত ছিলেন। আপনার পরলোকভয় ছিল না। আপনি বিবেকহীন ছিলেন। আপনি অতিক্লেশদায়িনী দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আপনাকে দস্যুবৃত্তি করিতে দেখিয়া আপনার অপর ষট্ ভ্রাতাও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। তাহাদের নাম আমি বলিতেছি। উহাদের সহিত আপনি দস্যুতা করিয়াছিলেন। উহাদের নাম যথা,—দণ্ডী, দণ্ডায়ুধ, দণ্ডবান, দণ্ডভৃৎ, সুদণ্ড ও দণ্ডকেতু। আপনি এই নির্দ্দয় ভ্রাতাদিগের সহিত দস্যুতা করিয়া প্রাণিসমূহকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ধনলোভে আপনি দুষ্ট ভ্রাতাদের সহিত অরণ্যপ্রান্তরে কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যা করেন। আপনি সায়ক দ্বারা অরণ্যে বহু গোহত্যা করিয়া মদিরার সহিত গোমাংস ভোজন করিতেন। ঐসময় বণিকগণ বনপথ দিয়া বা অন্য জন অন্য পথ দিয়া যাতায়াত ত্যাগ করিয়াছিল। আপনার দস্যুতাকালে লোকের ধন, ধনের মধ্যে গৃহ গৃহের মধ্যে এবং ভার্য্যা ভার্য্যার মধ্যে গণ্য হইত না। একদা আপনি ভ্রাতৃগণ সহ মহারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধিত হইয়া এক জলাশয়ে গিয়া সকলে মিলিয়া মৃণাল ভক্ষণ করিতেছিলেন। ঐ সময় কৌতুকবশতঃ আপনি কতিপয় প্রস্ফুটিত পদ্ম উত্তোলন করেন। এমন সময় এ সরোবরে সর্ব্ববেদা নামক এক ব্রাহ্মণ স্নানার্থ আগমন করেন। স্নানান্তে তিনি হরিপূজার নিমিত্ত একটী কমল আপনার নিকট প্রার্থনা করেন, অনন্তর হে বিপ্রর্ষে! আপনিও পরম ভক্তির সহিত কমলাপতির অর্চ্চনার্থ সুনির্ম্মল পদ্মপুষ্প প্রদান করিয়াছিলেন। ১৫৬—১৭০। ভবৎপ্রদত্ত পদ্ম দ্বারা দামোদর প্রীত হইলেন। সর্ব্ববেদা তথায় সযত্নে দামোদরের পূজা করিলেন। বিপ্র সর্ব্ববেদাকে

ত্বমপি প্রসহন বিষ্ণুং তত্র নেমিথ কামদম্ ॥১৭১
অথাভ্যর্চ্চ্য পবাত্মান চতুর্ব্বর্গপ্রদং বিভুম।
যথোক্তবিধিনা বিপ্রঃ স জগাম যথাগতং ॥১৭২
তেনাম্বুজপ্রদানেন প্রণামেন চ সত্তম।
বিষ্ণুপূজাদর্শনেন নষ্টং তে সর্ব্বপাতকম ॥১৭৩
ততঃ কিয়দ্ভির্দিবসৈস্তস্মিন্নেব মহাবনে।
সম্প্রাপ্তকালঃ পঞ্চত্বং ভবানেব জগাম হ ॥১৭৪
তেনৈব কর্ম্মণা তুষ্টো ভগবান করুণাময়ঃ।
দদৌ তুভ্যং পবং ধাম দেবৈবপি সুদুর্লভম ॥
মন্বন্তবসহস্রাণি মন্বন্তরশতানি চ।
দামোদবপ্রসাদেন ভুক্তং নানাসুখ ত্বযা ॥১৭৬
ততঃ কল্পাবসানে তু কর্ম্মভূমিমিমা দ্বিজ।
আগত্য তৈঃ পুণ্যফলৈর্জ্জাতোঽসিদ্বিজসত্তমৌ
ব্রাহ্মণস্য কুলে শুদ্ধে জন্ম সম্প্রাপ্য সত্তম।
সর্ব্বে গুণাস্ত্বয়া লব্ধা হবিভক্তিবচঞ্চলা ॥ ১৭৮
আবাধিতো মহাবিষ্ণুঃ ক্রিয়াযোগেস্ত্বযা প্রভু।
তুভ্যং দাস্যতি স জ্ঞানং জ্ঞানান্মুক্তো ভবিষ্যসি

গচ্ছ ব্রাহ্মণ ভদ্রন্তে সুপ্রীতো নিজমন্দিরম্।
মদ্দর্শনং ত্বযা প্রাপ্তং মুক্তোঽসি ভববন্ধনাৎ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে শম্ভুস্তত্রৈব মুক্তিদায়কঃ।
কৃতার্থো ব্রাহ্মণঃ সোঽপি জগাম নিজমন্দিরম
অথ পদ্মাপতি বিষ্ণুং পদ্মপুষ্পৈর্মনোবমৈঃ।
যত্নাদাবাধয়ামাস মুক্ত্যর্থে পবমেশ্বরম্ ॥ ১৮২

বিষ্ণুং সমাবাধ্য চিবং স বিপ্রঃ
পদ্মপ্রসূনৈর্বিকচৈঃ সুদিব্যৈঃ।
জ্ঞানং সমাসাদ্য জগাম মোক্ষ
প্রসাদতঃ শ্রীগরুডধ্বজস্য ॥ ১৮৩

অনিচ্ছযাপি কমল যচ্ছতঃ ফলমীদৃশম্।
বিষ্ণবে যচ্ছতো ভক্ত্যা ন জানে কিং ভবেদিতি
সত্য সত্য পুন সত্যং সত্যমেতন্ময়োচ্যতে।
কমলেনহবিমভ্যর্চ্চ্য প্রাপ্যতে পবমং পদম ॥১৮৫
একমেবাববিন্দ যঃ প্রদদাতি মুবাবযে।
তস্য নাস্তি পুনর্জন্ম সংসাবেঽস্মিন সুভৈববে

দামোদবার্চ্চনে নিবত দেখিযা আপনিও হাসিতে হাসিতে তথায় প্রভু দামোদবকে নমস্কাব কবিলেন। সেই বিপ্র তখন যথাবিধি চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ দামোদবেব অর্চ্চনা কবিযা যথাস্থানে প্রস্থান কবিলেন। সেই অম্বুজদানেব প্রভাবে এব দামোদবকে প্রণাম করাব ফলে ও দামোদবপূজাদর্শনে হে সত্তম! তৎকালে তোমাব সমস্ত পাতক নষ্ট হইল। অনন্তব কিযদ্দিনে সেই মহাবনে কালপ্রাপ্ত হইয়া তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইযাছিলে। ঈশ্বব দামোদব তুষ্ট হইযা তোমাকে দেবদুর্ল্লভ পবম ধাম দান কবিলেন। তুমি শত সহস্র মন্বন্তব কাল দামোদবপ্রসাদে নানা সুখ ভোগ কবিলে। অনন্তব কর্ম্মাবসানে এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া সেই পূর্ব্ব পুণ্যফলেই দ্বিজবংশে জন্মগ্রহণ কবিয়াছ। হে সত্তম! তুমি পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম লাভ কবিয়া সর্ব্ব গুণ ও দামোদবভক্তি লাভ করিয়াছ। প্রভু দামোদরকে তুমি ক্রিয়াযোগে আরাধনা করিয়াছ। তিনি তোমায় জ্ঞান প্রদান কবিলেন। তুমি জ্ঞানবলে মুক্ত হইবে। হে ব্রাহ্মণ! তোমাব মঙ্গল হউক, তুমি প্রীত হইযা নিজ মন্দিবে প্রস্থান কব। তুমি আমাব দশন প্রাপ্ত হওযায় ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইলে।১৭১—১৮০। ব্যাস বলিলেন,—মুক্তিদাতা শম্ভু এই বলিযা অন্তর্দ্ধান কবিলেন। ব্রাহ্মণও কৃতার্থ হইয়া নিজ মন্দিবে গমন কবিল। অনন্তব ব্রাহ্মণ মুক্তিব নিমিত্ত মনোহব পদ্মপুষ্প দ্বাবা যত্নপূর্ব্বক দামোদবেব আবাধনা কবিতে লাগিল। প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প দ্বাবা দামোদবেব আবাধনা করিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইযা শ্রীগরুডধ্বজেব প্রসাদে ব্রাহ্মণ মুক্তি লাভ কবিল। অনিচ্ছায়ও কমল দান কবিলে ঈদৃশ ফল হয়, ভক্তিপূর্ব্বক দান কবিলে না জানি কিরূপ ফল লব্ধ হইয়া থাকে? আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, পদ্মপুষ্পে দামোদবেব অর্চ্চনা করিয়া নর পবম পদ প্রাপ্ত হয়। নর দামোদরকে একটী পদ্ম প্রদান করিলেও এই ঘোর

নারায়ণং ফুল্লপয়োজপুষ্পৈ-
র্দয়াময়ং কামদমর্চ্চয়ন্তে।
একাহমত্যুৎকটপাপশক্রং
তে যান্তি মুক্তিং প্রতিপাপিনোঽপি ॥১৮৭

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

মার্গশীর্ষে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহালক্ষ্ম্যা সমন্বিতম্।
সম্পূজয়েন্মহাবিষ্ণুং ভক্তিভাবেন বৈষ্ণব ॥ ১
উচ্ছিষ্টদেশে বিপ্রেন্দ্র তথৈব পতিতালয়ে।
দুর্গন্ধেশ্চ পরিব্যাপ্তে স্থানে বিষ্ণুং ন পূজয়েৎ
পাষণ্ডানাং সমীপে চ মহাপাতকিনাং তথা।
অসত্যভাষিণাঞ্চৈব ন কুর্য্যাৎ বিষ্ণুপূজনম্ ॥৩
গ্রামযাজিগৃহে চৈব ত্যক্তাচারগৃহে তথা।
বাচালানাং সমীপে চ ন কুর্য্যাৎপূজনং হরেঃ(১)

সংসারে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে না। দারুণ দুরিতহর দয়াময় দামোদরকে যাহারা ফুল্ল পদ্মদল দ্বারা একদিনও অর্চ্চনা করে, তাহারা পাপী হইলেও মুক্তিভাজন হয়। ১৮১—১৮৭।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজবর! বৈষ্ণব ব্যক্তি মার্গশীর্ষে মহালক্ষ্মীর সহিত মহাবিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবেন। উচ্ছিষ্টদেশে পাপস্থানে বা দুর্গন্ধপূর্ণ স্থানে বিষ্ণুপূজা করিতে নাই। পাষণ্ড, মহাপাতকী ও অসত্যভাষীদিগের সমীপে বিষ্ণুপূজা নিষিদ্ধ। গ্রামযাজীর গৃহে, আচারভ্রষ্টের গৃহে, বাচালের সমীপে হরি-

(১) ক্রন্দতাং সন্নিধৌ বাপি কলহানপি কুর্ব্বতাম্। তথোপহসতাং স্থানে ন কুর্য্যাৎ পূজনং হরেঃ॥ অযাজ্যযাজকানাঞ্চ বিষ্ণুং সামান্যদর্শিনাম্। প্রতিগ্রহরতানাঞ্চ স্থানে বিষ্ণুং ন পূজয়েৎ॥ কৃপণানাং গৃহে চৈব পরবিত্তাভিলাষিণাম্। তথা কপটবৃত্তীনাং ন কুর্য্যাৎ পূজনং হরেঃ॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

নারায়ণার্চ্চনে বিপ্র নারায়ণপরায়ণঃ।
অন্যচিন্তাং পরিত্যজ্য হরিধ্যানপরো ভবেৎ ॥৫
হাহাকারঞ্চ নিশ্বাসং বিস্ময়ঞ্চ দ্বিজর্ষভ।
পাষণ্ডজনসম্ভাষাং ন কুর্য্যাৎ হরিপূজনে ॥ ৬
অনন্যমানসো ধ্যাত্বা দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
ভস্মন্যপি চ যৎপুষ্পং যচ্ছেত্তত্তু লভেদ্ধরিঃ॥৭
চিন্তাশতগতং শ্রান্তঃ শিলাচক্রেষ্বপি দ্বিজ।
দদাতি পুষ্পং যন্মর্ত্ত্যো ন লভেত্তদপি প্রভুঃ ॥
অনন্যমানসো ভূত্বা ভক্ত্যা বিষ্ণুং যজেদ্‌বুধঃ।
ভ্রান্তচিত্তেন যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে তচ্চ নিষ্ফলম্ ॥
সর্ব্বং কর্ম্ম মনোঽধীনং কর্ম্মাধীনং জগত্রয়ম্।
তস্মান্মনো দৃঢীকৃত্য পূজয়েৎ কমলাপতিম্ ॥১০
ক্রিয়ান্যত্র মনোঽন্যত্র ভবেদ্যস্য দ্বিজোত্তম।
ন চ তস্য ফলং বাচ্যং কল্পকোটিশতৈরপি ॥
যত্নাৎ বিহিতশৌচোঽপি বিষ্ণুপূজাপরোঽপি চ

পূজা করিতে নাই। হে বিপ্র! নারায়ণের অর্চ্চনায় অনন্যচিত্তে নারায়ণপর হইয়া নারায়ণধ্যাননিরত হইবে। বিষ্ণুপূজায় হাহাকার, নিশ্বাস, বিস্ময় ও পাষণ্ডজনালাপ করিবে না। অনন্যমনে দেবদেব জনার্দ্দনের ধ্যান করিয়া যদি ভস্মমধ্যেও পুষ্প দান করা যায়, তবে হরি তাহাও লাভ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজ! শতচিন্তাকুলচিত্তে মানব যদি শিলাচক্রেও পুষ্পদান করে, তথাচ প্রভু তাহা গ্রহণ করেন না। বুধ ব্যক্তি অনন্যমনে ভক্তিভবে বিষ্ণু-পূজা করিবেন। ভ্রান্তচিত্তে কৃতকর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া থাকে। ১—৯। সমস্ত কর্ম্মই মানবের অধীন, আর এই ত্রিজগৎ কর্ম্মাধীন; সুতরাং মন দৃঢ় করিয়াই কমলাপতির পূজা করিবে। হে দ্বিজবর! যাহার ক্রিয়া একস্থানে আর মন অন্য স্থানে, শতকোটিকল্পেও তাহার কার্য্য সফল হয় না। যত্নতঃ শৌচাচার করিয়া

মনঃশুদ্ধিবিহীনশ্চেচ্চাণ্ডাল ইব গদ্যতে ॥ ১২
অভক্ত্যা যত্তপস্তপ্তং চিরঞ্চ বিধিনা দ্বিজ ।
ভবেন্নিরর্থকং সর্ব্বং কেবলং কায়শোষণম্ ॥ ১৩
মেরুপ্রমাণং কনকং ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে ।
দত্তমপ্যর্থনাশায় অভক্ত্যা শ্রেয়সে ন চ ॥ ১৪
তস্মাদেকমনা ভূত্বা ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ।
পূজয়েৎ কমলাকান্তং চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে ॥ ১৫
শাল্যন্নং সঘৃতঞ্চৈব মুদ্গসূপসমন্বিতম্ ।
সবাস্তুকাদিশাকঞ্চ দদ্যাৎ সহসি বিষ্ণবে ॥ ১৬
নাগরঙ্গফলং দিব্যং সুপক্কং যস্তু যচ্ছতি ।
কেশবায় দ্বিজশ্রেষ্ঠ সোঽস্মাভিরপি পূজ্যতে ॥
যত্নেন নূতনং যস্তু প্রিয়ং ভগবতো হরেঃ ।
তদাগ্রাহয়ণে মাসি ভক্ত্যা দদ্যাৎ মুরারয়ে ॥১৮
পৌষে মাসি সমায়াতে শ্রীকৃষ্ণং ভুবনেশ্বরম্ ।
নিত্যমিক্ষুরসৈর্দিব্যৈঃ স্নাপয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ ॥১৯
য ইক্ষুসলিলৈর্বিপ্র স্নাপয়েদ্ভুবনেশ্বরম্ ।
পৌষে স চ সুখং ভুক্ত্বা মৃতো যাতীক্ষুসাগরম্
ভুবনেশায় যো দদ্যাদিক্ষুনৈবেদ্যমুত্তমম্ ।

বিষ্ণুপূজাপরায়ণ হইলেও মনঃশুদ্ধিহীন মানব চণ্ডালবৎ অভিহিত। অভক্তির সহিত চির দিন বিধিমত তপস্যা করিলেও সে তপস্যা নিরর্থক, তাহা কেবল কায়শোষণ মাত্র। কুটুম্বী ব্রাহ্মণকে ভক্তির সহিত মেরুপ্রমাণ সুবর্ণ দান করিলেও তাহা মঙ্গলকর হয় না। অতএব ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত একমনে চতুর্ব্বর্গ ফললাভার্থ কমলাপতির অর্চ্চনা করা উচিত। মার্গশীর্ষ মাসে মুদ্গসূপসমন্বিত সঘৃত শালি অন্ন, বাস্তুকাদি শাক সহ বিষ্ণুকে প্রদান করিতে হয়। সুপক্ক ফল যে জন হরিকে দান করে, আমাদেরও তাহাকে পূজা করা উচিত। অন্যান্য যাহা কিছু হরির প্রিয়বস্তু আছে, তৎসমস্তই মার্গশীর্ষে তাহাকে ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিবে। পৌষমাস আসিলে বৈষ্ণব ব্যক্তিরা নিত্য শ্রীহরিকে ইক্ষুরস দ্বারা স্নান করাইবে। যেজন ইক্ষুরস দ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করায়, ঐ ব্যক্তি সংসারসুখ ভোগ করিয়া দেহান্তে ইক্ষুসাগরে গমন করে।

ভুবনেশপুরং যাতি সোঽপি বিপ্র ন সংশয়ঃ (১)
সহস্রং পৃথুকং পৌষে দধিভির্ব্বা সমন্বিতম্ ।
দত্ত্বা মুরারয়ে মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥
সর্ব্বং পুরাতনং বস্ত্রং দূরীকৃত্য মুরারয়ে ।
শীতস্য বারণার্থায় দদ্যাদ্বস্ত্রঞ্চ নূতনম্ ॥ ২২
পৌষসংক্রমণে বিপ্র সলক্ষ্মীকায় বিষ্ণবে ।
দদ্যান্মুমুক্ষুর্মনুজো দশবর্ণঞ্চ পিষ্টকম্ ॥ ২৩
যস্তু শঙ্খধ্বনিং কুর্য্যাৎ সম্পূজ্য কমলাপতিম্ ।
তস্য পুণ্যফলং বচ্মি শৃণু বৎস সমাহিতঃ ॥ ২৪
অগম্যাগমনাদ্যৈশ্চ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ।
শেষে বিষ্ণুপুরং গত্বা বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥২৫
বৈনতেয়াঙ্কিতাং ঘণ্টাং যস্তু বাদয়তে হরেঃ ।
পূজাকালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥
অভক্ষ্যভক্ষণাদ্যৈশ্চ মুক্তঃ পাপৈঃ সুদারুণৈঃ ।
প্রযাতি মন্দিরং বিষ্ণোঃ রথমারুহ্য শোভনম্ ॥

যে জন শ্রীকৃষ্ণকে ইক্ষুনৈবেদ্য দান করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিষ্ণুপদে গমন করিয়া থাকে। পৌষ মাসে যেজন সহস্র পৃথুক ভুবনেশ্বরকে প্রদান করে, সে সর্ব্ব অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে। শীতকালে সমস্ত পুরাতন বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া নূতন শীত বস্ত্র শ্রীনিবাসকে দান করিবে। মুমুক্ষু মানব পৌষ-সংক্রান্তিতে শ্রীহরিকে দশবর্ণ পিষ্টক দান করিবে।১০—১১ শ্রীহরির পূজা করিয়া শঙ্খধ্বনি করিবে। শঙ্খধ্বনি করার ফল আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। অগম্যাগমনাদিজনিত যে পাপ, ঐ সকল পাপ-বিমুক্ত হইয়া শ্রীহরিপুরে গমন করার পর তাঁহার সহিত আনন্দ উপভোগ হয়। গরুড়াঙ্কিত ঘণ্টা যে জন শ্রীহরিসম্মুখে বাজায়, তাহার পুণ্যের কথা আমি বলিতেছি। অভক্ষ্যভক্ষণজনিত যে পাপ হয়, ইহাতে ঐ সকল পাপমুক্ত হইয়া উত্তম রথে চড়িয়া ভুবনেশপুরে গমন করা

(১) যো দদ্যাদিক্ষুনৈবেদ্যং দেবদেবায় বিষ্ণবে। সোঽপি তৎফলমাপ্নোতি কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ ॥ ইতি পাঠান্তরম্।

তত্র ভুক্ত্বাখিলান কামান কল্পকোটিশতাবধি ।
পুনরাগত্য ধরণীং চতুর্ব্বেদী দ্বিজো ভবেৎ ॥
তত্র ভুক্ত্বা সুখ সর্ব্ব শোকদুঃখবিবর্জ্জিত ।
পুনর্বিষ্ণুপুরং গত্বা মোক্ষমাপ্নোত্যনুত্তমম ॥২৯
বীণাং বাদয়তে যস্ক পূজাকালে জগৎপতে ।
পণ্ডিতানামগ্রণীঃ স্যাৎ স মর্ত্ত্যঃ প্রতিজন্মনি ॥
মৃদঙ্গবাদ্যকৃদ যস্ক পূজায়া কেটভদ্বিষঃ ।
তস্য প্রসন্নো দেবেশো দদাত্যভিমত ফলম ॥
ডমরু ডিণ্ডিমঞ্চৈব ঝঝরী মধুরী তত ।
পটহ দুন্দুভিঞ্চৈব কাহল সিন্ধুবাণম ॥
কাংস্যঞ্চ করতালঞ্চ বেণু বাদ্যতে তু য ।
পূজাকালে মহাবিষ্ণোস্তস্য পুণ্য নিশাময় ॥
স্তেয়াদ্যৈঃ পাতকৈর্মুক্তো মন্দির যাতি চক্রিণম
পরমং জ্ঞানমাসাদ্য তত্রৈব মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥৩৪
করশব্দঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ পূজাকালে জগদগুরো
মুখবাদ্যঞ্চ বিপ্রেন্দ্র তস্য পুণ্য যথোচ্যতে ॥৩৫
ভুবনেশপুর যাতি স কোটিকুলস যুত ।
জ্ঞানমাসাদ্য তত্রৈব মোক্ষমক্ষয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬
বিষ্ণোরায়তনে যস্ক ভক্তিযুক্তঃ প্রনৃত্যতি ।
স যাতি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৩৭
যস্ক গায়তি গীতানি ভক্ত্যা নারায়ণাগ্রতঃ ।
স নৃপত্বমবাপ্নোতি গন্ধর্ব্বাণা পুরেষু চ ॥ ৩৮
যস্তৌতি ভক্তিতঃ স্তোত্রৈঃ শ্রীকৃষ্ণং ভুবনেশ্বরম্
তস্য প্রসন্নো ভগবান সর্ব্বান কামান প্রযচ্ছতি
মাসে মাসে হরিং যস্ক বিধিনানেন পূজয়েৎ ।
অচিরেণৈব বিপ্রর্ষে প্রসাদয়তি সোঽচ্যুতম্ ॥

জগত্যুদধিমিম যে তর্ত্তুমিচ্ছন্তি মর্ত্ত্যাঃ
প্রচুরতরগভীরং সর্ব্বদুঃখপ্রদঞ্চ ।
পরমপুরুষপাদাম্ভোজযুগ্মং মনোজ্ঞ
ত্রিদশনিবহসেব্য তে চ সর্ব্বে যজন্তু ॥ ৪১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তর খণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

যায়। আর সেখানে গিয়া কল্পকোটিশত-কাল পর্য্যন্ত অখিল ভোগ উপভোগ করিয়া পুনরায় ধরণীতে আসিয়া চতুর্ব্বেদী দ্বিজ হয় ধরণীতে আসিয়াও শোকদুঃখরহিত হইয়া সুখভোগ করিয়া পুনরায় ভুবনেশপুরে যাইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ভুবনেশ্বরপূজায় যে জন বীণাবাদন করে, সে জন্ম জন্ম পণ্ডিতাগ্রগণ্য হয়। ভুবনেশ্বরপূজায় মৃদঙ্গবাদ্যকৃৎ নর অভিমত লাভ করে। ডমরু, ডিণ্ডিম, ঝর্ঝর, মধুরী, পটহ, দুন্দুভি, কাহল, সিন্ধু, আণক, কাংস্য, করতাল, এবং বেণু, এই সকল বাদ্য ভুবনেশ্বরের পূজায় যে জন বাদিত করে, তাহার পুণ্যের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর ।২৪—৩৩। চৌর্য্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সে ভুবনেশপুরে প্রস্থান করে। আর ঐ ভুবনেশপুরে গমন করিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অনুত্তমা মুক্তি লাভ করে। ভুবনেশ্বরপূজায় করবাদ্য ও মুখবাদ্যের পুণ্যের কথা আমি বলিতেছি। উক্ত ব্যক্তি কোটিকুলের সহিত ভুবনেশপুরে গমন করিয়া সেইখানে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ভুবনেশ্বর গৃহে যে জন ভক্তিপূর্ব্বক নৃত্য করে সে জন দেবগণের সহিত ভুবনেশপুরে গমন করে। ভুবনেশসম্মুখে যে জন ভক্তিপূর্ব্বক গীত গায়, সে গন্ধর্ব্বপুরে নৃপত্ব প্রাপ্ত হয়। যে জন স্তোত্র দ্বারা ভুবনেশের স্তব করে, তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভগবান সর্ব্বাভীষ্ট দান করিয়া থাকেন। মাঘমাসে যে জন বিধিপূর্ব্বক হরিপূজা করে, সে অচিরে হরিকে প্রসন্ন করিতে সক্ষম হয়। যাহারা এই সর্ব্বদুঃখপ্রদ গভীর জগদুদধি পার হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন ত্রিদশনিবহসেব্য পরম পুরুষের পাদাম্ভোজ-যুগ্ম সেবা করেন। ৩৪—৪১।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

নারায়ণস্য মাহাত্ম্যং পুনর্বচ্মি শৃণু দ্বিজ।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥১
বিষ্ণ্বংশভূতং সকলং জগদেতচ্চরাচরম।
তস্মাদ্বিষ্ণুময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিন ॥২
ব্রহ্মশঙ্করসূর্য্যাদ্যা বিষ্ণ্বংশাঃ সকলাঃ সুরাঃ।
তস্মাৎ সমস্তদেবানাং বিষ্ণুমেক প্রপদ্যতে ॥
স্মরতাং বিষ্ণুনামানি সর্ব্বপাপহরাণি চ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন বিদ্যতে নাশুভং ক্বচিৎ ॥৪
সর্ব্বমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সাপায়মুচ্যতে।
অনপায়মিদং বিষ্ণোঃ স্মরণ পাপনাশনম ॥৫
স্বপন ভুঞ্জন বদংস্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চ ব্রজ স্তথা।
স্মরেদবিরতং বিষ্ণুং মুমুক্ষুর্ব্বৈষ্ণবো জনঃ ॥ ৬
তত্ত্বজ্ঞৈর্মুনিভির্নাম্নঃ স্মরণে কমলাপতে।
ন কালনিয়মঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বদুঃখবিনাশনে ॥ ৭
নামপ্রভাবং বিপ্রর্ষে কেশবস্য মহাত্মনঃ।
ব্রবীম্যহং সমাসেন সেঽতিহাসং নিশাময় ॥ ৮
আসীৎ সত্যবসুর্নাম পূর্ব্বং কৃতযুগে শুচিঃ।
বৈশ্যো বৈশ্যকুলশ্রেষ্ঠঃ সমস্তগুণসাগরঃ ॥৯
স বৈশ্যো দৈবযোগেন প্রথমে বয়সি দ্বিজ।
জগাম বশতা মৃত্যোঃ কাসশ্বাসগদার্দ্দিতঃ ॥১০
জীবন্তী নাম তৎপত্নী সুমধ্যা নবযৌবনা।
মৃতে ভর্ত্তরি তাতস্য জগাম নিলয়ং ততঃ ॥ ১১
সা জীবন্তী দ্বিজশ্রেষ্ঠ নবযৌবনগর্ব্বিতা।
মতিঞ্চকার জারেষু বাধ্যমানাপি বান্ধবৈঃ ॥১২
ব্রতস্য নিয়ম বাপি গৃহব্যাপারমেব চ।
জারানুরক্তচিত্তা সা তত্যাজ নবযৌবনা ॥ ১৩
অন্ধীকৃতা সা কামেন সুশ্রোণী পীবরস্তনী।
ধর্ম্মমার্গং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ন কদাচিদ্দদর্শ হ ॥১৪
তাং তু শীলা ততো দৃষ্ট্বা তৎপিতা ধর্ম্মতৎপরঃ
অসৎকীর্ত্তিভয়াদ্ভীরুবিত্যাগাতান্তকোপবান ॥
দুষ্টে পাপিনি মদ্বংশে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, হে দ্বিজ! পুনরায় নারায়ণের মাহাত্ম্য বলিতেছি শ্রবণ কর—যাহা শুনিয়া মানব সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এই চরাচর সমস্ত জগৎ বিষ্ণুর অংশসম্ভূত, অতএব ধীর ব্যক্তিগণ এই জগৎকে বিষ্ণুময় দেখিবেন। ব্রহ্মা, শঙ্কর, সূর্য্যাদি দেবতাগণ বিষ্ণুর অংশসম্ভূত, সুতরাং সকল দেবতার আরাধনাতেই একমাত্র বিষ্ণুকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে কোন রকমে সর্ব্বপাপহর বিষ্ণুনাম স্মরণ করিলে অশুভ থাকে না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সকল কর্ম্মই অপায়ভূত, কিন্তু এই বিষ্ণু-নাম স্মরণ অনপায়। মুমুক্ষু বৈষ্ণব ব্যক্তি নিদ্রা যাইতে যাইতে ভোজন করিতে করিতে, কথা কহিতে কহিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে উঠিতে উঠিতে এবং যাইতে যাইতে বিষ্ণু স্মরণ করিবে। তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ কমলাপতির নাম গ্রহণে কালনিয়ম কীর্ত্তন করেন নাই। হে বিপ্রর্ষে! আমি মহাত্মা কেশবের সেতিহাস নামমাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।১-৮। পূর্ব্বে কৃতযুগে সত্যবসু নামে এক বৈশ্য ছিল। বৈশ্য বৈশ্যকুলের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বগুণপারদর্শী ছিল। ঐ বৈশ্য দৈব-যোগে প্রথম বয়ক্রমেই কাসশ্বাসপীড়িত হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবন্তী নামে বৈশ্যের এক যুবতী পত্নী ছিল। যুবতী নব-যৌবনা, সুমধ্যা। স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সে পিত্রালয়ে গমন করিল। পিত্রা-লয়ে গিয়া সে বান্ধবগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও নবযৌবনগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া জারে মতি করিল। ব্রত নিয়ম বা গৃহকর্ম্ম সে ত্যাগ করিয়া চিত্তকে অবিরত জারনিরত রাখিল। হে জৈমিনে! ঐ পীবরস্তনী সুশ্রোণী কামান্ধীকৃতা হওয়ায় ধর্ম্মমার্গ একেবারেই দেখিতে পাইত না। জীবন্তীর ধার্ম্মিক পিতা তাহাকে দুঃশীলা দেখিয়া কুপিত ও তাহার অসৎ কর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে বলিল,—রে দুষ্টে পাপিনি! তুই আমার [illegible]

আসাদ্য জন্ম কিমিতি ক্রিয়তে পাতকং ত্বয়া ॥
যদি তে পাতকে চিত্তং বর্দ্ধতে কেবলমেব হি ।
তদা ক্ষিপ্রং কৃতভাগ্যে গচ্ছাহি মম মন্দিরম্ ॥
তাতেনেতি নিরুক্তা সা কোপসংরক্তলোচনা ।
পিতুর্গেহং পরিত্যজ্য সা জগাম যথাসুখম্ ॥১৮
অথ সা স্বেচ্ছয়া নারী ভ্রমন্তী জারকাঙ্ক্ষয়া ।
বেশ্যাবৃত্তিং সমাশ্রিত্য ত্যক্তা লজ্জাবিবর্জ্জিতা ॥
পুলিন্দঃ শবরো বাপি চণ্ডালো বাপি যো গৃহম্
আয়াতি তস্যাস্তেনাপি প্রেম্ণা ক্রীড়তি সাসতী
পরলোকভয়ং বিপ্র কদাচিদপি চেতসা ।
ন চিন্তয়ামাস চ সা বারনারী দুরাশয়া ॥ ২০
একদা দ্বিজশার্দ্দূল কশ্চিদ্ব্যাধস্তদালয়ম্
শুকশাবং সমাদায় বিক্রয়ার্থং সমাযযৌ ॥ ২১
সাপি বারাঙ্গনা দত্ত্বা শুকশাবকমুত্তমম্
জগৃহে পরমপ্রীতা ধনৈঃ সম্পূজ্য লুব্ধকম্ ॥২৩
তদযোগ্যাহারদানেন বারস্ত্রী নিত্যমেব সা
শুকস্য পোষণং চক্রে তস্য জাতকুতূহলা ॥ ২৪

জন্ম গ্রহণ করিয়া কেন পাপাচরণ করিতেছিস? যদি তোর চিত্ত কেবলই পাপের দিকে নিবিষ্ট হইতে থাকে, তাহা হইলে রে হতভাগিনি! তুই আমার গৃহ পরিত্যাগ কর্। পিতার এইরূপ কথায় ক্রোধারুণিত নয়না জীবন্তী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ গমন করেন। অনন্তর সেই নারী স্বেচ্ছাক্রমে জারপ্রার্থনায় ভ্রমণ করিতে করিতে একেবারে নির্লজ্জ হইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিল। অসতী জীবন্তী পুলিন্দ শবর বা চণ্ডাল যে-ই গৃহে আসিতে লাগিল, তাহারই সহিত প্রেমভরে ক্রীড়া করিতে লাগিল। হে বিপ্র! বারনারী কদাচ পরলোকভয় করিতে লাগিল না। একদিন কোন ব্যাধ একটী শুকশাবক বিক্রয় করিবার জন্য তাহার গৃহে উপস্থিত হইল। বারাঙ্গনা জীবন্তী ধন দ্বারা ব্যাধকে তুষ্ট করিয়া পরমানন্দে সে সুন্দর শুকশাবকটী গ্রহণ করিল এবং অত্যন্ত কুতূহলের সহিত শুকশাবকের যোগ্য আহার প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে পালন করিতে লাগিল ।৯—২৪। বারাঙ্গনা অনপত্যা,

বারাঙ্গনানপত্যা সা তমেব শুকশাবকম্ ।
মোহাৎ পুত্রমিবাজস্রং চক্রে তৎপ্রতিপালনম্ ॥
সোঽপি পক্ষী দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যমেব তদাজ্ঞয়া ।
জ্ঞাত্বা তচ্চিত্তবাৎসল্যং ব্যবহারং করোতি বৈ
ততোঽসৌ লব্ধতারুণ্যঃ শুকো গণিকয়া তয়া ।
রামেতি নাম সততং পাঠ্যতে সুন্দরাক্ষরম্ ॥
রামনামপরং ব্রহ্ম সর্ব্ববেদাধিকং মহৎ ।
সমস্তপাতকধ্বংসি স শুকো বৈ সদাপঠৎ ॥২৮
রামোচ্চারণমাত্রেণ তয়োশ্চ শুকবেশ্যয়োঃ ।
বিনষ্টমভবৎ পাপং সর্ব্বমেব সুদারুণম্ ॥ ২৯
কদাচিৎ বরমুখ্যা সা শুকোঽপি দ্বিজসত্তম ।
একস্মিন্নেব কালে তু তাবেব পঞ্চতাং গতৌ
সমানেতুং ততস্তৌ চ বিহিতাখিলপাতকৌ ।
কিঙ্করান্ প্রেষয়ামাস চণ্ডাদীন্ ধর্ম্মরাট্ প্রভুঃ
ততস্তে কিঙ্করাঃ সর্ব্বে চণ্ডাদ্যা অতিদারুণাঃ ।
যমাজ্ঞয়া সমাযাতাঃ পাশমুদ্গরপাণয়ঃ ॥ ৩১
বদ্ধা তৌ চর্ম্মপাশেন যমদূতা ভয়ঙ্করাঃ ।
উদ্যমং চক্রিরে গন্তুং দক্ষিণং নিলয়ং প্রতি ॥
তদান্তরে বিষ্ণুদূতাঃ শঙ্খচক্রাদিপাণয়ঃ ।

তাই সেই মোহক্রমে ঐ শুকশাবকটীকেই পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিল। হে দ্বিজবর! ঐ শুকশাবকও ক্রমে ঐ বারাঙ্গনার চিত্তবাৎসল্য অবগত হইয়া নিত্য তাহারই আজ্ঞায় চলিতে লাগিল। অনন্তর শুক তারুণ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তখন ঐ গণিকা তাহাকে সুন্দর 'রাম' নাম অভ্যাস করাইল। সর্ব্ববেদাধিক সর্ব্বপাতকহর রাম নামরূপ পরমব্রহ্ম ঐ শুক সর্ব্বদাই পাঠ করিতে লাগিল। রাম-নামোচ্চারণে শুক ও বেশ্যা উভয়েরই সমস্ত পাতক বিনষ্ট হইল। একদিন একই সময়ে ঐ শুক ও বেশ্যার প্রাণবিয়োগ ঘটিল। অনন্তর যমরাজ ঐ পাতকীদিগকে আনিবার জন্য চণ্ড প্রভৃতি স্বীয় কিঙ্করদিগকে প্রেরণ করিলেন। দারুণ কিঙ্করগণ যমাদেশে পাশ-মুদ্গরহস্তে উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া যমালয়ে যাইতে উদ্যত হইল। এই সময় বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী বিষ্ণুদূতগণ

আনেতুং তৌ সমায়াতাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুপরাক্রমা
ততো দৃষ্ট্বা পাশবদ্ধৌ পথি তৌ বিষ্ণুকিঙ্করাঃ।
উচুর্ব্বাক্যমিদং ক্রুদ্ধা যমদূতান্ দুরাশয়ান্ ॥৩৫
বিষ্ণুদূতা উচুঃ।
কে যূয়ং বিকৃতাকারা জ্বলৎপাবকলোচনাঃ।
অত্যন্তদীর্ঘরোমাণো দংষ্ট্রিণশ্চর্ম্মবাসসঃ ॥৩৬
কথমেতৌ মহাত্মানৌ বিনষ্টাখিলপাতকৌ।
বদ্ধা নয়থ পাশেন ভবন্তঃ কস্য কিঙ্করাঃ ॥৩৭
যমদূতা উচুঃ।
বৈবস্বতস্য দেবস্য সদাজ্ঞাকারিণো বয়ম্।
নয়ামো ভীমকর্ম্মাণৌ যমালয়মিমৌ জনৌ ॥৩৮
যমদূতবচঃ শ্রুত্বা তে সর্ব্বে বিষ্ণুকিঙ্করাঃ।
কোপেন জহসুস্তত্র বালসূর্য্যনিভাননাঃ ॥৩৯
বিষ্ণুদূতা উচুঃ।
অহো চিত্রমিদং বাক্যং যমদূতমুখাচ্চ্যুতম্।
ভক্তাবপি হরেরেতৌ দণ্ড্যৌ ভাস্করসূনুনা ॥৪০
অহো চরিত্রং দুষ্টানাং কদাচিদপি নোত্তমম্।
যত্নাদপি যতো হিংসাং কুর্ব্বন্তি সততং সতাম্ ॥
দুষ্টানাং কৃতপাপানাং চরিত্রমিদমদ্ভুতম্।
নিষ্পাপমপি পশ্যন্তি স্বানুমানেন পাপিবৎ ॥
নিষ্পাপমিব পশ্যন্তি পুণ্যাত্মানোঽখিলং জগৎ।
পাপাত্মানস্তু পশ্যন্তি কৃতপাপমিবাখিলম্ ॥ ৪৩
শ্রুত্বা পুণ্যাত্মনাং পুণ্যামতিতৃপ্যন্তি ধর্ম্মিণঃ।
তৃপ্যন্তি পাতকং শ্রুত্বা পাপিনাং পাপিনো জনাঃ
পাপচর্চ্চাং সমাকর্ণ্য যথা তৃপ্যন্তি পাপিনঃ।
তৃপ্যন্তি ন তথা প্রাপ্য স্বর্ণভারশতান্যপি ॥৪৫
অহো বলবতী মায়া মহাবিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ।
আত্মপীড়াকরঞ্চাপি পাপং কুর্ব্বন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥৪৬
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা বিষ্ণুদূতাস্তে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণাঃ।
ছিন্নবন্তস্তয়োর্বিপ্র বন্ধনং চক্রধারয়া ॥ ৪৭
ততস্তে শমনপ্রেষ্যাঃ ক্রুদ্ধাশ্চাঙ্গারলোচনাঃ।
ববৃষুঃ সহসা তত্র জ্বলদঙ্গারসঞ্চয়ান্ ॥ ৪৮
বিষ্ণুদূতবচঃ শ্রুত্বা চণ্ড কোপমুপাগত।
উক্তবাংশ্চ বচো বিপ্র বিষ্ণুদূতান্ মহাবলান্ ॥
চণ্ড উবাচ।
বিহিতৈনসমপ্যেতং শুকং বেশ্যাঞ্চ পাপিনীম্।

শঙ্খচক্রাদি হস্তে উপস্থিত হইল। এবং তাহাদিগকে পাশবদ্ধ দেখিয়া দুষ্টাশয় যমদূতগণকে ক্রোধের সহিত বলিল কে তোমরা জ্বলদগ্নিনেত্র অত্যন্ত দীর্ঘরোমশালী বিকৃতাকার দংষ্ট্রাসম্পন্ন চর্ম্মপরিধায়ী পুরুষ? কেন তোমরা এই দুই নিষ্পাপ মহাত্মাকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? তোমরা কাহার কিঙ্কর? যমদূতগণ কহিল,—আমরা বৈবস্বতদেবের নিয়ত আজ্ঞাকারী, এই ভীকর্ম্মা ব্যক্তিদ্বয়কে যমালয়ে লইয়া যাইতেছি। যমদূতগণের বাক্য শুনিয়া বালসূর্য্যনিভানন বিষ্ণুকিঙ্করগণ ক্রোধে হাস্য করিল। তাহারা কহিল,—ওহো যমদূতগণের মুখোচ্চারিত এই বাক্য আশ্চর্য্য বটে, হরিভক্ত হইয়াও এই দুই ব্যক্তি যমের দণ্ডার্হ। অহো দুষ্টগণের চরিত্র কখন উত্তম হইতে পারে না, যে হেতু সর্ব্বদাই তাহারা সযত্নে সাধুদিগের হিংসা করিয়া থাকে। পাপিষ্ঠ দুষ্টগণের এই এক অদ্ভুত চরিত্র যে, তাহারা নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও নিজানুমানে পাপিবৎ অবলোকন করে। যাহারা পুণ্যাত্মা, তাহারাই অখিল জগৎ নিষ্পাপবৎ অবলোকন করেন। পাপাত্মারা সকলকেই কৃতপাপবৎ দেখে। ৩৫—৪৩। ধার্ম্মিকেরা পুণ্যাত্মগণের পুণ্যকথা শুনিয়া তৃপ্ত হন। আর পাতকীরা পাপীর পাপকথা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়া থাকে। পাপীরা পাপচর্চ্চা শ্রবণ করিয়া যতদূর তৃপ্ত হয়, শত স্বর্ণভার পাইয়াও সেরূপ তৃপ্ত হয় না। অহো মহাত্মা মহাবিষ্ণুর মহামায়া। পাপ আত্মপীড়াকর হইলেও দুর্ব্বুদ্ধিগণ তাহার অনুষ্ঠান করে। ব্যাস বলিলেন,—বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুদূতেরা এই কথা কহিয়া চক্রধারা দ্বারা তাহাদের বন্ধন ছেদন করিলেন। তখন অঙ্গারপ্রতিম যমদূতগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা তথায় জ্বলদঙ্গাররাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। চণ্ড নামক যমদূত বিষ্ণুদূতগণের

যা .তু সমায়াত্য ইত্যদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৫০
নূনমেতৌ যদা নেতুং যূয়মিচ্ছথ সত্তমাঃ।
তদা কুরুত স গ্রামমস্মাভি সহ সম্প্রতি ॥ ৫১
ইত্যুক্তা যমদূতাস্তে বাদনে বিধৃতাযুধা।
সিংহনাদৈদিশ. সর্ব্বা. পূরযামসুরুদ্ধতা ॥ ৫২
বিষ্ণুদূতা মহাত্মানঃ সুপ্রকাশাদয়স্তথা।
শঙ্খনাদৈ· সুললিতৈশ্চক্রুঃ শব্দময· জগৎ ॥ ৫৩
চণ্ডাদৈাশ্চ ততো যাম্যাধনুর্ম্মুক্তৈ· শিলীমুখৈ
ছাদিতা বিষ্ণুদূতাস্তে স·গ্রামেহত্যন্তদারুণে ॥
শস্ত্রাণি চিক্ষিপু· কেচিচ্ছক্তী· কেচিন্মহাহবে।
কেচিচ্চ মুদ্গরাস্ত্রাণি কেচিচ্চক্রাণি বৈ ক্রম ॥ ৫৫
তৈ মুক্তানি মহাস্ত্রাণি বিষ্ণুদূতা মহাভটা।
সর্ব্বাণি চূর্ণযামাসুর্গদাপ্রহরণাদিভি ॥ ৫৬
ততো ভাগবতাদূতাশ্চক্রধারৈ চক্রধারৈ।
যম্যাঙ্ঘ্রিচরণাশ্চিন্না কেষাঞ্চিদ্বাহবস্তথা ॥ ৫৭
কেচিচ্ছিন্নশিরস. কেচিন্নির্ভিন্নবক্ষস
সর্বদা ক্রান্তকা কেচিদ্যাম্যা পতুর্ভাসব ॥

ছিন্নৈকপাদঃ কেচিচ্চ কেচিচ্ছিন্নৈকপাণয়ঃ।
সন্ত্যক্তা সহসা যাম্যাঃ স·গ্রামাচ্চ প্রদুদ্রুবুঃ ॥৫৯
ত নালোক্য ততো দূতান পলায়নপরাযণান।
প্রবিবেশ ক্রুধা চণ্ডঃ স·গ্রামে ধৃতমুদ্গরঃ ॥৬০
যমদূতগণশ্রেষ্ঠশ্চণ্ডোহত্যন্তপ্রতাপবান।
শতমাস শতশো মুদ্গরৈর্বিষ্ণুকিঙ্করান ॥ ৬১
ততো ভাগবতা দূতা নিশিতাযুধবর্ষণৈ।
ববৃষুঃ স্বরসা ক্রুদ্ধাস্তে চণ্ড চণ্ডবিক্রমম ॥ ৬২
মুদ্গরেণ ততশ্চণ্ডো বিষ্ণুদূতান পৃথক পৃথক।
শতমাস বিগলদ্রক্তস সিক্তবিগ্রহঃ ॥ ৬৩
চণ্ডেন তাড়িতাস্তে চ দূতা ভাগবত যুধি।
ক্রমশঃ পৃষ্ঠভাগ· সুপ্রকাশস্য বৈ যযুঃ ॥
সুপ্রকাশস্তত ক্রুদ্ধো জবাপুষ্পনিভেক্ষণ·।
প্রবিবেশ রণ যোদ্ধু গদাপাণির্মহাবল· ॥ ৬৫
তেন মুদ্গর হস্ত সুপ্রকাশো জবেন স।
শতমাস স ক্রুদ্ধো বিষ্ণুতুল্যপরাক্রম ॥ ৬৬
মুদ্গরাচ্চ ভুজস্তস্থাৎ পপাত জনভবপ্রদাৎ।

বচন শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বলিল — এই শুক ও বেশ্যা পাপাচরণ করিলেও তোমরা ইহাদিগকে লইতে আসিয়াছ, ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা। তোমরা যদি বলপূর্ব্বক ইহাদিগকে লইতে চাও তাহা হইলে আমাদের সহিত সংগ্রাম কর। এই বলিয়া আয়ুধহস্ত বলোদ্ধত যমদূতেরা সিংহনাদে সর্ব্বদিক পরিপূরিত করিল। সুপ্রকাশাদি মহাত্মা বিষ্ণুদূতগণ তখন সুললিত শঙ্খনাদে সমস্ত জগৎ শব্দময় করিলেন দারুণ সংগ্রামে চণ্ডাদি যমদূতগণের ধনুর্ম্মুক্ত বাণ-রাজি দ্বারা বিষ্ণুদূতগণ আচ্ছাদিত হইলেন। তখন ক্রোধভরে কেহ শূল, কেহ শক্তি, কেহ মুদ্গরাস্ত্র এবং কেহ বা চক্র নিক্ষেপ করিল। ঐ সময় বিষ্ণুভটগণ. যমভটনিক্ষিপ্ত সমস্ত মহাস্ত্র গদাপ্রহরণাদি দ্বারা চূর্ণ করিলেন। অনন্তর ভগবানের দূতগণ চক্রধারা দ্বারা যমদূতগণের কাহার চরণ, কাহার বাহু, কাহার মস্তক এবং কাহার বক্ষঃ ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন। কোন কোন যমদূত রক্তাপ্লুত ও গতজীবন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কাহারও একপাদ, এবং কাহার কাহারও একপাণি ছিন্ন হইয়াছিল। তাহারা সংগ্রামস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ৪৯—৫৯। তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া যমদূত চণ্ড ক্রোধে মুদ্গর হস্তে সংগ্রামে প্রবেশ করিল। চণ্ড যমদূতগণের শ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত প্রতাপশালী। সে মুদ্গরপ্রহারে শত শত বিষ্ণুদূতকে বিতাড়িত করিল। অনন্তর ভাগবত দূতগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত আয়ুধবর্ষণে বিপুলবিক্রমে চণ্ডকে আচ্ছাদিত করিলেন। গলিতরক্তসিক্তদেহ চণ্ড তখন মুদ্গর দ্বারা বিষ্ণুদূতগণকে পৃথক পৃথক ভাবে বিতাড়িত করিল। চণ্ডতাড়িত ভাগবত দূতগণ দুর্ব্বল হইয়া সুপ্রকাশের পশ্চাতে আসিল। জবাপুষ্পনিভনেত্র মহাবল সুপ্রকাশ ক্রুদ্ধ হইয়া তৎকালে গদাহস্তে সমরে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমে সুপ্রকাশ সক্রোধে গদা দ্বারা চণ্ডের

যে মানবাঃ প্রতিদিনং মধুসূদনস্য
নামানি ঘোরদুরিতৌঘবিনাশনানি ।
ভক্ত্যা স্মরন্তি বিবুধপ্রকরার্চ্চিতস্য
তে পাপিনোঽপি চ ভটা মম নৈব দণ্ড্যাঃ
গোবিন্দ কেশব হরে জগদীশ বিষ্ণো
নারায়ণ প্রণতবৎসল মাধবেতি ।
ভক্ত্যা বদন্তি পুরুষা সততং ক্ষিতৌ যে
দণ্ড্যা ন তে মম ভটা অতিপাপিনোঽপি ॥
লক্ষ্মীপতে সকলপাপবিনাশকারিন
শ্রীকৃষ্ণ কেশিমথনাচ্যুত দেহি দাস্যম
এতদ্বদন্তি সততং ভুবি যে মনুষ্যাস্তে
পাপিনোঽপি চ ভটা মম নৈব দণ্ড্যা ॥
দামোদরেশ্বরমরামরবৃন্দসেব্য
শ্রীবাসুদেব পুরুষোত্তম যাদবেতি
যেষাং বসন্তি বদনেষু সদৈব শব্দা
দূতা নমাম্যহমপি প্রতিবাসরং তান ॥ ৮৭
নারায়ণস্য জগদেকপতের্মুরারে
শ্চর্চ্চাসু চিন্তমতিহর্ষাদ্ধি নৃণাঞ্চ যেষাম
তেষামহং সততমেব ভটা অধীনো
যস্তে প্রফুল্লকমলেক্ষণরূপভাজঃ ॥ ৮৮
যে বিষ্ণুপূজনরতা হরিভক্তভক্তা
একাদশীব্রতরতাঃ কপটৈর্বিহীনাঃ ।
যে বিষ্ণুপাদসলিলং শিরসা বহন্তি
দূতা অধীনমখিলং জগদেব তেষাম্ ॥ ৮৯
যে ভুঞ্জতে ভগবতো মধুসূদনস্য
নৈবেদ্যশেষমখিলাঘবিনাশকারি !
যে কর্ণযোশ্চ শিরসি চ্ছদনং তুলস্যা
নিত্যং বহন্তি চ ভটাঃ প্রণমাম্যহং তান ॥
যে মাতৃতাতচরণার্চ্চনতৎপরাশ্চ
যে ব্রাহ্মণার্চ্চনরতা গুরুসেবিনশ্চ ।
যে দীনলোকহৃদয়াতিসুখপ্রদাশ্চ
তেষামহং সততমেব ভটা অধীনঃ ॥ ১৯
যে সত্যবাক্যকথনেষু সদানুরক্তা
লোকপ্রিয়াশ্চ শরণাগতপালকাশ্চ ।
পশ্যন্তি যে চ বিষবৎ সততং পরস্বং
তে মে নরা নহি ভটা মম দণ্ডনীয়াঃ ॥ ৯২

পাপ নাই, যাহা রামনাম স্মরণে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়। হে কিঙ্করগণ! মনোযোগ দিয়া শোন,—যাহারা প্রতিদিন ঘোর দুরিতৌঘবিনাশন মধুসূদনের নাম ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করে, তাহারা আমার দণ্ডনীয় নহে। গোবিন্দ, কেশব, হরে, জগদীশ, বিষ্ণো, নারায়ণ, প্রণতবৎসল ও মাধব, এই সকল নাম ভক্তিপূর্ব্বক যে মানব সতত কীর্ত্তন করে, হে ভটগণ! অতি পাপী হইলেও তাহারা আমার দণ্ডনীয় নহে। হে লক্ষ্মীপতে, সকলপাপবিনাশকারিন, শ্রীকৃষ্ণ, কেশি-মথন! তুমি আমাদিগকে দাস্য প্রদান কর, এই কথা সতত যে মানব বলে—হে ভটগণ! তাহারা আমার দণ্ডনীয় নহে। দামোদর, ঈশ্বর, অমরবৃন্দসেব্য, শ্রীবাসুদেব, পুরুষোত্তম এবং যাদব, এই সকল নাম যাহাদের মুখে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে, হে ভটগণ! আমি তাহাদিগকে প্রতিদিন প্রণাম করি। নারায়ণ জগদেকপতি মুরা-রির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে যে সকল মানবের অত্যন্ত অনুরাগ, হে ভটগণ! আমি তাহাদের অধীন; যে হেতু তাহারা প্রফুল্ল কমলেক্ষণরূপধারী। ৭৮—৮৮। যাহারা বিষ্ণু-পূজানিরত হরিভক্ত-ভক্ত, একাদশীব্রতরত, ও কাপট্যবর্জ্জিত এবং যাহারা বিষ্ণুপাদসলিল মস্তক দ্বারা বহন করে, হে দূতগণ! অখিল জগৎই তাহাদের অধীন। যাহারা ভগবান মধুসূদনের নৈবেদ্যশেষ ভোজন করে, যাহারা নিত্য তুলসীদল কর্ণদ্বয়ে বহন করে, হে ভটগণ! আমি তাহাদিগকে প্রণাম করি। যাহারা পিতা-মাতার চরণপূজনে তৎপর, যাহারা ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করে, যাহারা গুরুসেবায় নিরত, এবং যাহারা দীনলোকের হৃদয়ে আনন্দ দান করে, হে ভটগণ! আমি তাহাদের অধীন। যাহারা সত্যকথনে তৎপর, লোকপ্রিয়, শরণাগত-পালক, এবং যাহারা সতত পরধন বিষবৎ অবলোকন করে, হে ভটগণ! তাহারা

যে চান্নদাননিরতাঃ সলিলপ্রদাশ্চ
ভূমিপ্রদা নিখিললোকহিতৈষিণশ্চ।
যে বৃত্তিহীনজনবৃত্তিকরাঃ প্রশান্ত
দূতা ন তে মম কদাপি চ দণ্ডনীয়া ॥ ৯৬
যে জ্ঞাতিপোষণরতাঃ প্রিয়বাদিনশ্চ
যে দম্ভকোপমদমৎসরহীনচিত্তাঃ।
যে পাপদৃষ্টিরহিতা বিজিতেন্দ্রিয়াশ্চ
তেষামহং ন বিদধামি কদাচ দণ্ডং ॥
ব্যাস উবাচ।
এবং প্রবোধিতাস্তেন যমেন যমকিঙ্কর
জ্ঞাতবন্তো জগদ্ভর্ত্তুঃ প্রভাবমতুলং হরেঃ ॥
বিষ্ণোর্নামানি বিপ্রেন্দ্র সর্ব্ববেদাধিকানি বৈ
তেষাং মধ্যে চ তত্ত্বজ্ঞো রামনাম বরং স্মৃতং ॥
রামেত্যক্ষরযুগ্মং হি সর্ব্বমন্ত্রাধিকং দ্বিজ
যদুচ্চারণমাত্রেণ পাপী যাতি পরাং গতিম্ ॥
রামনামপ্রভাবো হি সর্ব্বদেবপ্রপূজিতঃ
মহেশ এব জানাতি নান্যো জানাতি বৈ দ্বিজ
বিষ্ণোর্নামসহস্রং হি পঠন্ যল্লভতে ফলম্
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো রামনাম স্মরন্নপি ॥৯৯
অহো চিত্রং মনুষ্যাণাং চরিত্রমিদমদ্ভুতম্।
রামেতি মুক্তিদং নাম ন স্মরন্তি দুরাশয়াঃ ॥১০০
বক্তুং নাস্তি শ্রমো হ্যল্পোঽপি শ্রোতুমত্যন্তসুন্দরম্
তথাপি রামনামেতি ন স্মরন্তি দুরাশয়াঃ ॥১০১
অনায়াসগম্যাপি মুক্তির্জগতি মানবৈঃ।
লভ্যতে রামনাম্নৈব [illegible] পরম্ ॥
যাবন্নষ্টানি পাপানি দেহেষু দেহিনাং দ্বিজ।
[illegible] ন স্মরন্তি সুখপ্রদম্ ॥
শ্রাদ্ধে চ তর্পণে চৈব বলিদানে তথোৎসবে।
যজ্ঞে দানে ব্রতে চৈব দেবতারাধনেঽপি চ ॥
[illegible] বাদিরেব বিচক্ষণঃ।
স্মরেৎ [illegible] প্রণব রামেতি নাম ভক্তিতঃ
[illegible] মহামোক্ষাবপূর্ব্বকম্।
[illegible] হরিসাযুজ্যং লভতে নরঃ ॥
ষড়ক্ষর [illegible] হরিপূজনকৃন্নরঃ।
সর্ব্বাভীষ্টং প্রসাদাচ্চ [illegible] ॥
অতএব দ্বিজশ্রেষ্ঠ রামেতি নাম যঃ স্মরেৎ।

আমার দণ্ডনীয় নহে। যাহারা অন্নদানে নিরত, সলিলপ্রদ, ভূমিপ্রদ, নিখিললোক হিতৈষী, বৃত্তিহীন জনের বৃত্তিপ্রদাতা এবং প্রশান্তচিত্ত, হে দূতগণ! তাহারা আমার কদাচ দণ্ডনীয় নহে। যাহারা জ্ঞাতিপোষণ রত, প্রিয়বাদী, দম্ভ কোপ মদ মৎসর হীন পাপদৃষ্টিরহিত এবং জিতেন্দ্রিয়, হে দূতগণ! আমি কদাচ তাহাদের দণ্ড বিধান করি না। শ্রীব্যাসদেব বলিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! যম কিঙ্করগণ যম কর্ত্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়া ভগবান জগন্নাথের অতুল প্রভাব জানিতে পারিল। বিষ্ণু নাম বেদ হইতেও অধিক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বরণীয় রামনাম স্মরণ করিবেন। 'রাম' এই অক্ষরদ্বয় সর্ব্ব মন্ত্র হইতে অধিক মহৎ। পাপী ব্যক্তিও ঐ নাম উচ্চারণ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। রামনামের প্রভাব সর্ব্বদেবপূজিত মহেশ্বরই জানেন, অন্য দেবতা আর কেহ জানেন না। বিষ্ণু নাম স্মরণ করিয়া মর্ত্ত্য যে ফল প্রাপ্ত হয়, রাম নাম স্মরণ করিয়াও সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অহো মানবগণের চরিত্র কি অদ্ভুত, তাহারা মুক্তিপ্রদ রাম নাম স্মরণ করে না। [illegible] রাম নাম উচ্চারণ করিতে কিছু-মাত্র শ্রম নাই শুনিতে অত্যন্ত সুন্দর তথাপি দুষ্ট মানবগণ তাহা স্মরণ করে না। মুক্তি, মানবগণের অত্যন্ত দুর্লভ, কিন্তু রাম নামে তাহা লব্ধ হয়, সুতরাং ইহাপেক্ষা মানবের কর্ত্তব্য আর কি আছে? যাবৎকালই মনুষ্য শরীরে পাপ অবস্থান করিতে পারে, যাবৎ তাহারা রাম এই পাপনাশন নাম স্মরণ না করে। শ্রাদ্ধ, তর্পণ, বলিদান, উৎসব যজ্ঞ দান, ব্রত দেবতারাধন ও অন্যান্য কার্য্যের আদিতে, ফলকামী ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক রামনাম স্মরণ করিবে। "নমো রামায়" ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক এই ষড়ক্ষর মন্ত্র যে জন জপ করে, সে হরিসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। ষড়ক্ষর মন্ত্রে হরিপূজাকারী ব্যক্তি তাঁহার প্রসাদে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়া

অব্যাজেন যদা বিষ্ণুঃ শ্বপাকেনাপি পূজ্যতে।
তদা পশ্যেত্তমপ্যেষশ্চতুর্ব্বেদিদ্বিজাধিকম॥ ৪
পুরাসীচ্চক্রিকো নাম শবরো লোকহর্ষকৃৎ।
স্বজাতির্বৃত্তিহীনশ্চ যুগে দ্বাপরসঞ্জ্ঞকে॥ ৫
প্রিয়বাদী জিতক্রোধঃ পরাং সাবিবর্জ্জিতঃ
দয়ালুর্দ্দম্ভহীনশ্চ পিতৃসেবনতৎপরঃ॥ ৬
ন কৃতো বৈষ্ণবালাপো মোক্ষশাস্ত্রঞ্চ ন শ্রুতম
তথাপি জাতা তচ্চিত্তে বিষ্ণুভক্তিরচঞ্চলা॥ ৭
হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জনার্দ্দন।
ইত্যাদীনি স্মরেন্নিত্যং নামানি স চ চক্রিক॥
রম্যং ফলং স যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি দ্বিজসত্তম
আদৌ দদাতি বক্ত্রে তন্নিজে শবরব শক্ত॥৯
তন্মাধুর্য্যং ততো জ্ঞাত্বা বক্ত্রাদানীয় তৎপুনঃ।
দদাতি হরয়ে ভক্ত্যা সুপ্রীতং প্রতিবাসরম॥
উচ্ছিষ্টং বাপ্যনুচ্ছিষ্টং স্বয়মেব ন বেত্তি স
নিজজাতিস্বভাবো হি সততং মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে॥ ১১
একদা স দ্বিজশ্রেষ্ঠ কাননাভ্যন্তরে ভ্রমন।
ফলমেকং প্রাপ পক্কং পিয়ালাখ্যস্য শাখিনঃ॥
অথাসৌ হর্ষিতস্তচ্চ ফলং সম্প্রাপ্য চক্রিকঃ।
তৎস্বাদভেদ জ্ঞাতুঞ্চ নিজবক্ত্রান্তরে দদৌ॥১৩
স দদৌ তৎফলং যাবন্নিজবক্ত্রান্তরে দ্বিজ।
প্রবিবেশ গলং তাবত্তস্য কেশবসেবিনঃ॥ ১৪
প্রবিবেশ গলং যাবৎ তৎফলং তস্য জৈমিনে
তাবৎ সব্যেন হস্তেন গলবর্ত্ম ববন্ধ সঃ॥ ১৫
যত্নাৎ বিধৃত্য সব্যেন গলবর্ত্ম স্ব পাণিনা।
চক্রিকশ্চিন্তয়ামাস হরিভক্তিপরায়ণঃ॥ ১৬
ফলমেতৎ যদা তস্মৈ ন দদামি মুরারয়ে।
ন জাতং কোঽপি সংসারে তদাঽমিব পাতকী
ইতি সঞ্চিন্ত্য বহুধা স চকার বমিং ততঃ।
তথাপি তৎফলং তস্য ন নিষ্ক্রান্তং গলাদ্দ্বিজঃ
হরেরেকান্তভক্তোঽসৌ ছিত্ত্বা পরশুনা গলম
আনীয় তৎফলং পক্কং দদৌ দেবায় বিষ্ণবে॥
অথ ছিন্নগলো ভূমৌ শবরো ভগবৎপ্রিয়ঃ।

শ্বপচ হইবে? যৎকালে শ্বপাকচণ্ড অকপট ভাবে বিষ্ণুপূজা করে, তখন বিষ্ণু তাহাকে চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অবলোকন করেন। পূর্ব্বে দ্বাপর যুগে চক্রিক নামে এক লোকানন্দদায়ক স্বজাতিবৃত্তিহীন শবর ছিল। ঐ শবর প্রিয়বাদী জিতক্রোধ, পরহিংসাবিমুখ, দয়ালু, দম্ভহীন, ও পিতৃসেবাপরায়ণ ছিল। শবর কস্মিন কালেও বৈষ্ণবালাপ করে নাই, বা মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণ করে নাই, তথাপি তাহার হৃদয়ে অবিচল বিষ্ণুভক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। হরে, কেশব, বাসুদেব, জনার্দ্দন, এই সকল নাম ঐ শবর নিত্য স্মরণ করিত। হে দ্বিজবর! সে যাহা কিছু রম্য ফল পাইত, তাহা অগ্রে নিজ বক্ত্রে প্রদানপূর্ব্বক মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া পুনরায় স্বীয় বক্ত্র হইতে আনয়ন করত ভক্তিপূর্ব্বক প্রীতিভরে প্রতিদিন হরিকে অর্পণ করিত। সে উচ্ছিষ্ট বা অনুচ্ছিষ্ট কিছুই বুঝিত না। নিজের জাতীয় স্বভাব সকলেরই সতত সর্ব্বোপরি অবস্থিত হয়। ১—১১। হে দ্বিজবর! একদিন ঐ শবর বনাভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী পিয়াল বৃক্ষের পক্কফল প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সে সহর্ষে ঐ ফলের স্বাদ জানিবার জন্য নিজ বক্ত্রমধ্যে প্রদান করিল। ঐ ফল মুখে প্রদান করিবার পর যখন উহা কেশবসেবী চক্রিকের গলমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন সে সব্য হস্ত দ্বারা স্বীয় গলপথ চাপিয়া ধরিল। হরিভক্ত চক্রিক সযত্নে সব্য হস্তে স্বীয় গলপথ চাপিয়া ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অহো আমি যখন সেই মুরারিকে এই ফল প্রদান করিতে পারিলাম না, তখন নিশ্চয়ই আমার ন্যায় সংসারে কোন পাতকী নাই। এইরূপ বহু চিন্তা করিয়া চক্রিক শেষে বমন করিয়া ফেলিল। তথাচ ঐ ফল তাহার গলাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল না। হে দ্বিজ! চক্রিক হরির একান্ত ভক্ত, তাই সে পরশু দ্বারা স্বীয় কণ্ঠ ছেদন করিয়া ঐ পক্ক ফল আনয়নপূর্ব্বক বিষ্ণুদেবকে প্রদান করিল। অনন্তর ঐ ছিন্নকণ্ঠ, ভগবৎপ্রিয়

পপাত মূর্চ্ছিতো ভূমৌ বাধাব্যথিতমানসঃ ॥
তস্য ভক্ত্যা ততস্তুষ্টো মহত্যা ভগবান হরি ।
তৎসন্নিধিং সমায়াতঃ স্বয়মেব কৃপাময়ঃ ॥ ২১
রুধিরোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং মূর্চ্ছিতং পতিতং ক্ষিতৌ
তং দৃষ্ট্বা ভগবান বিষ্ণুর্দয়ালুর্ব্যথিতোঽভবৎ ।
এতস্য সদৃশো ভক্তো মম কোঽপি ন বিদ্যতে ।
যতো নিজগলং ছিত্ত্বা মহ্যং ফলমিদং দদৌ ॥
যথা ভক্তিমতানেন সাত্ত্বিকং কর্ম্ম বৈ কৃতম
তথা কেনাপি ভক্তেন অদ্যাবধি কৃতং নহি ॥
যদ্দত্ত্বানৃণতামাপ্নোমি তথা বস্তু কিমস্তি মে ॥ ২২
ধন্যোঽয়মতিধন্যোঽয়ং ধন্যোঽয়ং শবরাধমঃ
প্রাণানপি নিজান দত্ত্বা মম সন্তোষণং কৃতম ॥
ব্রহ্মত্বং বা শিবত্বং বা বিষ্ণুত্বং নাপি দীয়তে
তথাপ্যানৃণ্যমেতস্য ভক্তস্য নহি বিদ্যতে ॥ ২৫
ইত্যুক্ত্বা হৃষ্টসর্ব্বাঙ্গো ভগবান ভক্তবৎসল
স্বহস্তকমলেনাস্য ততো মস্তকমস্পৃশৎ ॥ ২

শবর অত্যন্ত ব্যথায় ব্যথিত হৃদয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল। অনন্তর তাহার মহতী ভক্তি দ্বারা ভগবান হরি তুষ্ট হইলেন। কৃপাময় ভগবান স্বয়ং তাহার সমীপে আসিয়া তাহাকে রুধিরাক্তগাত্রে ভূপতিত ও মূর্চ্ছিত দর্শনে ব্যথিত হইয়া তৎপ্রতি দয়াবান হইলেন। ভগবান বলিলেন, এই চক্রিকের তুল্য ভক্ত আমার কেহই নাই, যেহেতু এ নিজ কণ্ঠ ছেদন করিয়া আমাকে এই ফল প্রদান করিয়াছে। এই ভক্তিমান শবর যেরূপ সাত্ত্বিক কর্ম্ম করিল, অদ্যাবধি আমার কোন ভক্তই এরূপ করে নাই। আমি ইহাকে যাহা দিয়া অঋণী হইতে পারি, এরূপ বস্তু আমার কি আছে? ধন্য ধন্য, ধন্য এই শবরাধম। এ নিজের প্রাণদান করিয়াও আমার সন্তোষ বিধান করিয়াছে। আমি ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব, বা বিষ্ণুত্বও যদি ইহাকে দান করি, তথাপি এই ভক্তের নিকট অঋণী হইতে পারিব না। এই বলিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বীয় হস্তকমল দ্বারা উহার মস্তক স্পর্শ করিলেন।

তদ্ধস্তকমলস্পর্শাৎ শবরোঽসৌ গতব্যথঃ ।
তস্থৌ মহাসত্ত্বো নারায়ণপরায়ণঃ ॥২৬

ব্যাস উবাচ ।

ততোঽস্য ভক্তশ্রেষ্ঠস্য নিজবস্ত্রেণ কেশবঃ ।
পুত্রস্যেব পিতা গাত্রং রজঃ প্রোঞ্ছিতবান প্রভুঃ
চক্রিকস্ত সমালোক্য মূর্ত্তিমন্তং জনার্দ্দনম্ ।
বাচা মধুরয়াস্তৌষীৎ প্রাপ্তহর্ষঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৮

চক্রিক উবাচ ।

গোবিন্দ কেশব হরে জগদীশ বিষ্ণো
জানামি যদ্যপি ন তে স্তুতিযোগ্যবাক্যম্ ।
স্তোতুং তথাপি রসনা মম বাঞ্ছতি ত্বাং
স্বামিন প্রসীদ হর দোষমিমং প্রবৃদ্ধম ॥ ২৯
ত্যক্ত্বা ভবন্তমখিলেশ্বর চক্রপাণে
অন্যান ভজন্তি মনুজা জগতীহ যে চ ।
মূঢ়াস্ত এব দুরিতপ্রকরৈকবাসি
সানুগ্রহস্ত্বমপি ময্যপি দেব যস্মাৎ ॥ ৩০
জানামি দেব ভবতো ভুবনৈকনাথ
ভক্তিং ন যদ্যপি নৃণাং ভববন্ধহন্ত্রীম্ ।

তাহার হস্তকমলস্পর্শে শবর ব্যথাবিহীন হইল এবং এ নারায়ণপরায়ণ মহাসত্ত্ব ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল। ১১—২৬। ব্যাস বলিলেন, অনন্তর কেশব সেই শ্রেষ্ঠ ভক্ত শবরের গাত্রধূলি নিজ বস্ত্র দ্বারা প্রোঞ্ছিত করিলেন। পিতা যেন পুত্রের গাত্রধূলি ঝাড়িয়া দিলেন। তখন চক্রিক মূর্ত্তিমান জনার্দ্দনকে দেখিয়া সহর্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে স্তব করিতে লাগিল। চক্রিক কহিল,—হে গোবিন্দ! কেশব, হরে, জগদীশ, বিষ্ণো! আমি যদিও তোমার স্তুতিযোগ্য বাক্য জানি না, তথাপি আমার রসনা আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। হে প্রভো! প্রসীদ, আমার এই প্রবল দোষ হরণ কর। হে অখিলপতে, চক্রপাণে! যে সকল মানব আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের ভজনা করে, তাহারা মূঢ়। কেননা, আমি দুরিতরাশির আশ্রয়, তথাচ মৎপ্রতি আপনি অনুগ্রহবান্। হে ভুবনৈকনাথ!

একান্তপাপশরবাম্বয়লব্ধজন্মা
বিষ্ণো তথাপি চ ভবান ময়ি সুপ্রসন্নঃ ॥৩১
যস্ত প্রভো তব মনোজ্ঞ করারবিন্দ-
স্পর্শং চতুর্ম্মুখমুখা অপি দেববৃন্দাঃ।
ন প্রাপ্নুবন্তি দুরিতেন ময়াদ্য লব্ধ
ত্বত্তো ন কোহপি সদয়ো নিজসেবকে স্যাৎ
যেন ত্বয়া ভগবতা ত্রিদশৌঘবৈরী
কংসাসুরো বিনিহতঃ কৃতসর্ব্বপাপং।
সেন্দ্রামরপ্রকরমর্ত্ত্যহিতায় পূর্ব্বং
তস্মৈ নমঃ পরমমঙ্গলদায় তুভ্যম ॥ ৩২
কেশী সমস্তবিবুধাঙ্গরভীতিকারী
যেন ত্বয়া বিনিহতোহচ্যুত পূতনা চ
চাণূরমুষ্টিকবিনাশকরায় নিত্য
তস্মৈ নমস্ত্রিদশবৃন্দনতায় তুভ্যম্ ॥৩৮
যেন ত্বয়াতিমলিনৌ যমলার্জ্জুনৌ দ্বৌ
দেবোত্তমেন নিহতৌ বসুদেবজেন
দুষ্টশ্চ কালযবনো যুধি ধেনুকশ্চ
তস্মৈ নমোহস্ত নবমেঘনিভায় তুভ্যম ॥
যেন ত্বয়া সকলগোকুলরক্ষণার্থং
গোবর্দ্ধনাহ্বয়গিরিবিধৃতো নখাগ্রৈঃ।
দেবার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিযুগলায় কৃপাময়ায়
তস্মৈ নমোহস্ত নিজসেবকদুঃখহন্ত্রে ॥৩৬
চক্রাঙ্কিতাঙ্ঘ্রিযুগলায় কৃপাময়ায়
তস্মৈ নমো ব্রজকুলোৎসবদায় তুভ্যম ॥
শ্রীদামবন্ধুসুহৃদর্থমনন্ত বিষ্ণো
যেন ত্বয়ামরপতে রচনাবিভূতিঃ।
পূর্ব্বং কৃতা ভগবতা পরমেশ্বরেণ
তস্মৈ নমোহস্ত নিজসেবকদুঃখহন্ত্রে ॥৩৭
মায়াভিরচ্যুত নিজাভিরনন্তমূর্ত্তে
দুর্যোধনোহতিবলবান বিনিপাতিতশ্চ।
যেন ত্বয়া কুশিকপুত্রসখেন বিষ্ণো
তস্মৈ নমোহস্ত যদুবংশধরায় তুভ্যম্ ॥
পারিজাতো হৃতো যেন বিজিত্যাখণ্ডলং ত্বয়া।
সত্যায়া প্রীণনার্থায় তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
নরকো নিহতো যেন ত্বয়া দেবোত্তমেন চ।

আমি নিতান্ত পাপাচার, শবরবংশে জন্মিয়াছি, আমি যদিও নরগণের ভববন্ধহারিণী ভবদীয় ভক্তি জানি না, তথাচ মৎপ্রতি আপনি সুপ্রসন্ন। চতুর্ম্মুখাদি দেববৃন্দও আপনার মনোজ্ঞ করকমলস্পর্শ লাভ করিতে পারেন না, আমি পাপী হইয়াও আজ তাহা লাভ করিলাম। সুতরা নিজ সেবক জনে আপনা অপেক্ষা আর কেহই এরূপ সদয় নহেন। যে আপনি ইন্দ্রাদি অমর ও নরগণের হিতের জন্য পুরাকালে দেবগণবৈরী পাপী কংসাসুরকে নিহত করিয়াছেন, সেই পরম মঙ্গলদাতা আপনাকে আমার নমস্কার। হে অচ্যুত! যে আপনি নিখিল বিবুধভয়ঙ্কর কেশিদানবকে নিহত করিয়াছেন, এবং করাঘাতে চাণূর ও মুষ্টিককে বিনাশ করিয়াছেন, সেই ত্রিদশবৃন্দবন্দিত আপনাকে আমার নমস্কার। যে দেবোত্তম বসুদেবনন্দন তুমি অতি মলিন যমলার্জ্জুনকে ভগ্ন এবং যুদ্ধে দুষ্ট কালযবন ও ধেনুকাসুরকে নিহত করিয়াছ, সেই নবমেঘনিভ তোমাকে আমার নমস্কার। ৩৭ ৩৫। যে তুমি সকল গোকুল রক্ষণার্থ নখরাগ্রে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়াছ, সেই দেববন্দিত নিজ সেবক দুঃখহারী, কৃপাময় হরি তোমাকে নমস্কার। তুমি চক্রাঙ্কিত-পাদপদ্ম, কৃপাময়, ব্রজকুলানন্দদায়ী, আপনাকে নমস্কার। হে অনন্ত হে অমরপতে বিষ্ণো! তুমি শ্রীদাম বন্ধাদি সুহৃদ্‌গণের নিমিত্ত নানা রচনাবৈভব পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছ। তুমি নিজ সেবকদুঃখহারী পরমেশ ভগবান, তোমাকে আমার নমস্কার। হে অনন্তমূর্ত্তে অচ্যুত! যে তুমি অর্জ্জুনের সুহৃদ্ রূপে নিজ মায়ায় অতি বলবান দুর্যোধনকে নিপাতিত করিয়াছ, সেই নিজ সেবকদুঃখহারী বিষ্ণু তুমি, তোমাকে নমস্কার। যিনি ইন্দ্রকে জয় করিয়া সত্যভামার জন্য পারিজাত হরণ করিয়াছেন, সেই তোমাকে নমস্কার। যে দেবশ্রেষ্ঠ তুমি নরকাসুরকে নিহত ও নারী-

স্ত্রীণাং নরকদুঃখঘ্ন তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥৪০
বাণাসুরস্য নিহতা বাহবো যেন বৈ ত্বয়া।
লীলাজিতমহেশায় তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥৪১
কৃত্বা বৃকোদরং হেতুং জরাসন্ধো নিপাতিতঃ।
শিশুপালো হতো যেন তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ
ভূমেরপহৃতো ভারস্ত্বয়া যেন মহাত্মনা।
ক্ষত্রিয়ান্ মায়য়া হত্বা তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেন স্তুতো বিষ্ণুর্ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
উবাচ পরমপ্রীতো চক্রিকং তং বরেশ্বর ॥৪৮

শ্রীভগবানুবাচ।

বরং বরয় ভো বৎস প্রসন্নস্তব কর্ম্মণা।
দাস্যামি সুদৃঢ়ং তুভ্যং যতস্ত্বং মৎপ্রিয়ং সদা ॥

চক্রিক উবাচ।

নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর
কর্ম্মণা কেন মে বিষ্ণো প্রসন্নস্ত্বং সুরেশ্বর ॥৪৯
ময়া পাপাত্মনা পূজা ন কদাপি কৃত পর। *

গণের দুঃখ বিমোচিত করিয়াছ, সেই তোমাকে নমস্কার। যে তুমি বাণাসুরের বাহু সকল ছেদন ও লীলাক্রমে মহেশকে জয় করিয়াছ, সেই তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি বৃকোদরকে হেতু করিয়া জরাসন্ধকে নিপাতিত ও স্বয় শিশুপালকে নিহত করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। যে মহাত্মা তুমি মায়াবলে ক্ষত্রিয়গণকে নিহত করিয়া ভূমিভার হরণ করিয়াছ, সেই তোমাকে নমস্কার নমস্কার। ব্যাস বলিলেন,- ভগবান ভক্তবৎসল বিষ্ণু এইরূপে স্তুত হইয়া পরম প্রীতিভবে চক্রিককে বলিলেন,- বৎস! তোমার কর্ম্মে আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর। আমার তুমি নিত্য প্রিয়। তোমাকে আমি উত্তম বর প্রদান করিব। চক্রিক কহিল,- হে শঙ্খচক্রগদাধর দেবদেব! তোমাকে নমস্কার। হে বিষ্ণো! তুমি সুরেশ্বর, আমার কোন্ কার্য্যে তোমার

* পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমাত্মন কৃপাময়।
পশ্যামি ত্বামহং সাক্ষাৎ বরৈঃ কিমপরৈর্ম্মম ॥

নৈবেদ্যৈর্দিব্যপুষ্পৈশ্চ দিব্যধূপৈঃ প্রদীপকৈঃ
ন তে স্মৃতানি নামানি কদাচিদ্ভক্তিতো ময়া
ত্বৎপাদসলিলং মূর্দ্ধনি বিধৃতং নহি মূর্দ্ধনি ॥৪৭
ন ভুক্তং তব নৈবেদ্যং তদব্রতং ন ময়া কৃতম্
তথাপ্যহমপশ্যং ত্বাং কিং করোমি পরৈর্বরৈঃ
শবরান্বয়জন্মাস্মি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
তথাপি পাদপদ্মং তে দৃষ্টং কিমপরৈর্বরৈঃ ॥৪৯
তদ্দর্শনং মহাবিষ্ণো দৈবতৈরপি দুর্লভম্।
তদেবাদ্য ময়া প্রাপ্তং বরৈঃ কিমপরৈর্মম ॥৫০
তথাপি কমলাকান্ত বর দিৎসুর্যদা ভবান্।
ত্বয়ি তিষ্ঠতু মে নিত্যং ময্যস্তু ত্বদনুগ্রহঃ ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ।

বচনামৃতবর্ষেণ ত্বদীয়েন চ পুত্রক।

প্রসন্ন হইল আমি পাপাত্মা। নৈবেদ্য, দিব্যপুষ্প, দিব্যধূপ ও দীপ দ্বারা কদাচ আমি তোমার পূজা করি নাই, কিম্বা ভক্তিভবে কদাচ তোমার নাম সকলও স্মরণ করি নাই, মস্তকে তোমার পাদোদক ধারণ করি নাই, তোমার নৈবেদ্য ভক্ষণ করি নাই, অথব ত্বদীয় বোনরূপ ব্রতও আমি করি নাই তথাচ আমি তোমায় অদ্য সন্দর্শন করিলাম, আমার আর অপর বরে প্রয়োজন কি আমি শবরান্বয়ে জাত এবং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, তথাচ তোমার পাদযুগ্ম দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা অপর বরে কি হইবে? হে দেবেন্দ্র! তোমার দর্শন দেবগণেরও দুর্লভ, তথাচ আজ আমি তাহা লাভ করিলাম, আমার আর অপর বর লইয়া কি হইবে? তথাপি হে কমলাকান্ত! তুমি যখন আমায় বরদানে অভিলাষ করিয়াছ, তখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমাতে আমার নিত্য অনুরক্তি থাক, আর আমাতেও তোমার নিত্য অনুগ্রহ হউক।৩৬—৫১। ভগবান বলিলেন,—বৎস! তোমার বচনা-

ন ধ্যাতো ভবতো মূর্ত্তিঃ পূজা ন চ কৃতা তব।
ইতি পাঠান্তরম্।

সম্প্রাপ্তা মহতা তুষ্টির্ময়া সেবকপালিনা ॥ ৫২
যদিদং বৎস মে দত্তং ত্বয়া ফলমনুত্তমম্।
অনেনাত্যন্ততুষ্টোঽস্মি ভক্তিং গৃহ্লামাহং যতঃ
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান বিষ্ণুর্ভক্তিগ্রাহী দয়াময়ঃ।
তমালিঙ্গিতবান ভক্তং চতুর্ভির্দীর্ঘবাহুভিঃ ॥৫৪
আলিঙ্গনং বিধায়াসৌ ভগবান বরদো হরিঃ।
চক্রিক পুনরেবাহ সন্তুষ্টো ভক্তবৎসল ॥৫৫
শ্রীভগবানুবাচ।
তুষ্টোঽহং ভবতো ভক্ত্যা বৎস চক্রিকসত্তম।
তবাভিলষিত সর্ব্ব ক্ষিপ্র সিদ্ধি গমিষ্যতি ॥
ভূয়োঽপি ত মহাভক্তমালিঙ্গ্য পরমেশ্বরঃ।
তত্রৈবান্তর্দ্দধে বিপ্র বিশ্বাত্মা বিশ্বপালকঃ ॥ ৫৭
চক্রিকঃ সোঽপি সন্তুষ্টো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
পুত্রদারাদিকং ত্যক্ত্বা জগাম দ্বারকা পুরীম ॥
তত্র জ্ঞানং সমাসাদ্য কৃপয়া কমলাপতেঃ।
আয়ুষোঽন্তে যযৌ মোক্ষং দেবানামপি দুর্ল্লভম্
তস্মাদ্ভক্তিবশো দেবো ভক্তিমাত্রেণ তুষ্যতি।
নচ স্তোত্রৈর্ন বিত্তৈশ্চ ন তপোভির্জ্জপেন চ ॥
ফলং যদ্যপি চোচ্ছিষ্টং দত্তং তেন দ্বিজোত্তম।
তথাপি তুষ্টবান বিষ্ণুর্জ্ঞাত্বা ভক্তিমচঞ্চলাম্ ॥৬১
তস্মান্নারায়ণো দেবঃ সংসারেঽস্মিন মুমুক্ষুভিঃ
পূজিতব্যঃ সদা ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া দ্বিজসত্তম ॥৬২
যে যজন্তি দৃঢ়য়া খলু ভক্ত্যা
বাসুদেবচরণাম্বুজযুগ্মম্।
বাসবাদিবিবুধ প্রবরেড্যা
তে ব্রজন্তি মনুজাঃ খলু মুক্তিম ॥ ৬৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।
পুনরেব গুরো ব্রূহি মাহাত্ম্যং কমলাপতেঃ।
হরেঃ কথামৃত পীত্বা তৃপ্তির্বৈ কস্য জায়তে ॥১

মৃত বর্ষণে আমার মহাতুষ্টি হইয়াছে। আমি সেবকপালক, আমাকে তুমি যে উত্তম ফল প্রদান করিয়াছ, তাহাতেই আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছি। কেননা, আমি ভক্তিই গ্রহণ করিয়া থাকি। ব্যাস বলিলেন,—ভক্তিগ্রাহী দয়াময় ভগবান বিষ্ণু এই কথা কহিয়া স্বীয় দীর্ঘ বাহুচতুষ্টয় দ্বারা সেই ভক্তকে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনান্তে ভগবান্ হরি বরদ হইয়া পুনরায় চক্রিককে বলিলেন,—বৎস চক্রিক! শ্রবণ কর, তোমার ভক্তিযোগে আমি তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং তোমার সমস্ত অভীষ্টই সত্বর সিদ্ধিলাভ করিবে। বিশ্বাত্মা বিশ্বপতি এই বলিয়া পুনরায় তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর হরিভক্তিরত চক্রিক সন্তুষ্টচিত্তে পুত্রদারাদি পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকাপুরে গমন করিলেন। তথায় কমলাপতির কৃপায় জ্ঞানলাভ করিয়া আয়ুঃশেষে দেবদুর্ল্লভ মোক্ষলাভ করিলেন। অতএব দেখ, বিষ্ণু ভক্তিরই বশীভূত। তিনি ভক্তিমাত্রেই সন্তুষ্ট। স্তোত্র, বিত্ত, তপঃ বা জপ দ্বারা তাহার তেমন তুষ্টি হয় না। হে দ্বিজবর! সেই শবর যদিও উচ্ছিষ্ট ফল প্রদান করিয়াছিল, তথাচ বিষ্ণু তাহার অবিকল ভক্তি জানিয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, হে দ্বিজবর! ইহ সংসারে নারায়ণদেবই মুমুক্ষুগণের শ্রদ্ধা-ভক্তিযোগে সর্ব্বদা পূজনীয়। যাহারা দৃঢ়-ভক্তি যোগে ইন্দ্রাদিদেববন্দিত বাসুদেব-পদাম্বুজযুগ্ম অর্চ্চনা করে, তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৫২—৬৩।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—হে গুরো! পুনরায় কমলাপতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। হরিকথামৃত পান করিয়া কাহারই বা তৃপ্তি

ব্যাস উবাচ ।

ত্বত্তুল্যঃ কোঽপি সংসারে সুকৃতী নহি বিদ্যতে
যতঃ কেশবমাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছসি ভক্তিতঃ ॥
নারায়ণকথা রম্যা পুনাত্যেব জগত্রয়ম্ ।
শ্রোতারং পৃচ্ছকঞ্চৈব বক্তারঞ্চ দ্বিজোত্তম ॥৩
শৃণু লক্ষ্মীপতের্বৎস মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ।
কথয়ামি সমাসেন চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ৪
ভক্ত্যা পরময়া বিষ্ণুমেকাহমপি যোঽর্চ্চয়েৎ ।
জন্মকোটিকৃত পাপ সদাস্তস্য হরেদ্ধরি ॥৫
পুণ্যাত্মা স কথ মর্ত্ত্যো যেন নারাধিতো হরিঃ
স কথং পাতবী যস্য ভক্তির্নারায়ণেঽহর্নিশম্ ॥৬
অস্তি সর্ব্বপুরশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমস জ্ঞকম ।
পুরং সর্ব্বগুণৈর্যুক্ত সর্ব্বদেবগণাশ্রয়ম্ ॥ ৭
সর্ব্বেষামেব তীর্থানা বরিষ্ঠ তন্নিগদ্যতে ।
যতস্তস্মিন পুরে রম্যে সাক্ষাদ্বসতি কেশব ॥৮
তত্র ভদ্রতনুর্নাম পূর্ব্বমেবোঽভবদ্দ্বিজ ।
সুন্দরঃ প্রিয়বাদী চ পবিত্রকুলসম্ভবঃ ॥ ৯
সম্প্রাপ্তযৌবনো বিপ্রঃ কামেন পরিমোহিতঃ
পরলোকভয় ত্যক্তা পরস্ত্রীনিরতোঽভবৎ ॥১০
ন বেদাধ্যয়নঞ্চক্রে পুরাণশ্রবণ ন চ ।
তত্যাজ স চ সৎসঙ্গ পাষণ্ডজনসঙ্গভাক্ ॥১১
অযাজ্যদানগ্রাহী চ পরদ্রব্যাপহারকঃ ।
অভবদ্ধর্ম্মনিন্দী চ স বিপ্র পাপতৎপরঃ ॥১২
তত্যাজ ব্রাহ্মণাচার তথৈব সত্যভাষণম্ ।
গুরূণামতিথীনাঞ্চ পূজন ব্রাহ্মণাধমঃ ॥ ১৩
যদযৎপাপতর কর্ম্ম তত্তদেব বিধীয়তে ।
ন চ পুণ্যতম কর্ম্ম কদাচিত্তেন জৈমিনে ॥ ১৪
একদা কৃতপাপোঽসৌ লোকলজ্জাভয়াৎ পিতুঃ
শ্রাদ্ধ চকার বিপ্রর্ষে শ্রদ্ধাভক্তিবিবর্জ্জিতঃ ॥১৫
তস্মিন্নেব দিনে সায় কামমোহিতমানসঃ ।
জগাম বেশ্যানিলয় স্রকচন্দনবিভূষিতঃ ॥১৬
তত স্মিতমুখো বিপ্রঃ সুমধ্যানামধারিণীম্ ।
বারনারীমিতি প্রাহ জানতীং সকলান্ রসান্ ॥

হইয়া থাকে ? ব্যাসদেব বলিলেন —হে ভদ্র! তোমার তুল্য সুকৃতী ব্যক্তি এ সংসারে আর নাই যেহেতু তুমি ভক্তিপূর্ব্বক কেশবমাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ। হে দ্বিজোত্তম নারায়ণ কথা শ্রোতা, প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা এব ত্রিজগৎকে পবিত্র করিয়া থাকে। হে বৎস। আমি লক্ষ্মীপতির সর্ব্বফলপ্রদ পাপনাশন মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরম ভক্তি সহকারে যে জন একাহ মাত্র হরিপূজা করে, তাহার কোটিজন্মকৃত পাপ, হরি হরণ করিয়া থাকেন যে জন হরি-আরাধনা করে নাই, সে জন পুণ্যবান কিরূপে হইবে আর যাহার অহর্নিশ নারায়ণে ভক্তি, তাহাকে পাতকী কিরূপে বলা যাইতে পারে পুরুষোত্তম নামে এক নগর আছে। ঐ নগর সর্ব্বগুণযুক্ত এবং সর্ব্বদেবের আশ্রয়। উহা তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত। ঐ নগরে কেশব সাক্ষাৎ বাস করেন পূর্ব্বে এই নগরে ভদ্রতনু নামে এক দ্বিজ ছিলেন। তিনি সুশ্রী, প্রিয়বাদী ও পবিত্র কুলসম্ভূত ছিলেন। পরে যৌবন প্রাপ্ত হইয়া তিনি কামের মোহে পরলোকভয় পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীতে রত হইলেন। তিনি বেদাধ্যয়ন, পুরাণ শ্রবণ সৎসঙ্গ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পাষণ্ডজন-সঙ্গী হইলেন তিনি অযাজ্য ব্যক্তির দান গ্রহণ, পরধনহরণ, ধর্ম্মনিন্দা প্রভৃতি পাপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণাচার, সত্যভাষ গুরু-অতিথির পূজা বর্জ্জন প্রভৃতি যে সকল পাপকর্ম্ম আছে, তৎ সমস্তই তিনি করিতে লাগিলেন। ভুলিয়াও কখন তিনি পুণ্যকর্ম্ম আর করিলেন না। ১-১৪। হে বিপ্রর্ষে! একদা ঐ পাপাত্মা বিপ্র লোকলজ্জাভয়ে শ্রদ্ধা ভক্তিবর্জ্জিত হইয়াও পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। আর ঐ দিনেই কামমোহিত হইয়া স্রকচন্দনে অঙ্গ বিভূষিত করিয়া বেশ্যালয়ে গমন করিল সেখানে গিয়া হাস্যমুখে সুমধ্যানাম্নী সকল রসজ্ঞা বারবিলা-

ভদ্রতনুরুবাচ।

এতদ্বিশালজঘনে পিতৃশ্রাদ্ধদিনং মম।
আয়াতস্তদ্গুণৈর্ব্বদ্ধস্তথাপি নিলয়ং তব॥ ১৮
পশ্য রাত্রিমিমাং কান্তে সর্ব্বলোকভয়াবহাম।
সর্ব্বদাম্বুদসঙ্ঘাতপরিব্যাপ্তনভস্তলাম্॥১৯
নবাম্বুলুপ্তমার্গায়াং ত্বদ্গুণাকৃষ্টমানসঃ।
অস্যামপি বিভাবর্য্যাং তবাহং গৃহমাগতঃ॥২০
মেঘবিদ্যুৎপ্রদীপেন কামেনাধ্বোপদেশিনা।
ত্বদ্গুণধ্যাননিস্ত্রাস আগতোঽহং নিশি প্রিয়ে॥
ত্বামদৃষ্ট্বা ক্ষণমপি প্রীতির্মে নহি জায়তে।
অপি দুঃখে বর্ত্তমানস্ত্বাং দ্রষ্টুমহমাগতঃ॥ ২১
তীর্থতোয়াভিষেকেণ কান্তে কিং মে প্রয়োজনম্
ত্বৎপ্রেমতীর্থতোয়েন সিক্তঃ প্রাপ্স্যামি দিবম্
পরত্র সুখদান দেবানারাধ্য মম কিং ফলম্।
জীবিতৈব ময়া স্বর্গঃ প্রাপ্যতে ত্বৎপ্রসাদতঃ॥২৪
অপকীর্ত্তিভয়াৎ কান্তে শ্রাদ্ধং কর্ম্ম কৃতং গৃহে।
তস্মিন্ শ্রাদ্ধে মম শ্রদ্ধা স্বল্পাপি নহি বিদ্যতে॥
ত্বং মে জপস্তপস্ত্বং মে পূজা যজ্ঞাদিকা ক্রিয়া।
ত্বং মে কুলং যশস্ত্বং মে ত্বং মে নীতিশ্চ সুন্দরি
ত্বামেকামেব সংসারে সর্ব্বভাবেন সুন্দরি।
প্রপন্নোঽস্মি সদাহং তে চাজ্ঞাপয়করোমি কিম্

সুমধ্যোবাচ।

ত্বয়া পুত্রেণ তাতস্তে পুত্রহীন ইবাভবৎ।
পিতৃশ্রাদ্ধদিনেঽপি ত্বং মৈথুনং কর্ত্তুমিচ্ছসি॥২৭
তস্মাত্তে মৈথুনং যশ্চ কুরুতে পিতৃবাসরে।
রেতোভোজিন এব স্যুঃ পিতরস্তস্য সোঽপি চ
কুরুতে মৈথুনং মূঢ়ো মোহাৎ পিতৃদিনে যদি।
তৎ শ্রাদ্ধং রাক্ষসগ্রাহ্যং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
ময্যধোগতিদায়াং তে যথাতিস্নেহমানসম্।
তথা যদি ভবেদ্বিষ্ণৌ তদা প্রাপ্নোষি কিং নহি
যমদণ্ডাম্বুবস্থাসি জীবিতঞ্চ শরীরিণাম্।
তথাপি পাপকং মূঢ় কুরুষে নির্ভয়ঃ সদা॥ ৩১

সিনীকে বলিল, হে বিশালজঘনে! আজ আমার পিতৃশ্রাদ্ধের দিন, তথাপি আমি তোমার গুণে বশীভূত হইয়া তোমার বাড়ী আগমন করিলাম। অয়ি কান্তে! এই দেখ, নভস্তল অম্বুদসঙ্ঘাতে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে রজনী লোকভয়ঙ্করী হইয়াছে। এই রজনীতে নবাম্বুধারায় পথ বিলুপ্ত হইলেও আমি তোমার গুণে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া আসিলাম। মেঘবিদ্যুৎরূপ প্রদীপ ধরিয়া কাম আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছে। তোমার ধ্যানে আমি ত্রাসহীন হইয়া এই নিশাযোগে আসিয়াছি। হে প্রিয়ে! তোমার অদর্শনে আমার ক্ষণমাত্রও প্রীতি হয় না। আমি অতি দুঃখেও তোমায় দেখিতে আসিয়াছি। হে কান্তে! তীর্থজলাভিষেকে আমার প্রয়োজন কি? তোমার প্রেমতীর্থজলে সিক্ত হইয়াই আমি স্বর্গ লাভ করিব। পরত্র সুখদাতা দেবগণকে আরাধনা করিয়া আমার কি ফল হইবে? তোমার প্রসাদে ইহ জীবনেই আমি স্বর্গভোগ করিতেছি। হে কান্তে! আমি অপকীর্ত্তিভয়েই গৃহে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছি। কিন্তু সে শ্রাদ্ধে আমার স্বল্পমাত্রও শ্রদ্ধা নাই। তুমি আমার জপ, তুমি আমার তপ, তুমি আমার পূজা, যজ্ঞাদিক্রিয়া। আমার কুল তুমি, যশ তুমি, নীতি তুমি, হে সুন্দরি! কেবল তোমাকেই আমি সর্ব্বভাবে প্রপন্ন হইয়াছি। আমি তোমার দাস, কি আজ্ঞা করিবে, বল। ২৫ ২৬। সুমধ্যা কহিল, তোমা হেন পুত্র দ্বারা পিতা তোমার পুত্রহীনের ন্যায় হইয়াছেন। তুমি পিতৃশ্রাদ্ধদিনেও মৈথুনাভিলাষী হইয়াছ! হে মূঢ়! যে জন পিতৃশ্রাদ্ধদিনে মৈথুন করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ এবং নিজেও রেতোভোজী হন। তুমি যদি পিতৃশ্রাদ্ধদিনে মৈথুন কর, তাহা হইলে তোমার কৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষসগণের গ্রাহ্য হইবে, অত্র সন্দেহ মাত্র নাই। আমি অধোগতিদায়িনী, আমাতে তোমার যেমন মন অতি স্নেহাকৃষ্ট, এইরূপ যদি ভগবান বিষ্ণুতে তোমার হয়, তাহা হইলে তুমি কিনা পাইতে পার? ওরে মূঢ়! দেহিগণের জীবন যমদণ্ডের অম্বুবস্তু, ইহা জানিয়াও নির্ভয়ে তুমি সদা

জলবুদবুদবন্মূঢ ক্ষণবিধ্বংসি জীবনম।
কিমর্থং শাশ্বতধিয়া করোষি দুরিতং সদা ॥৩২
ললাটে লিখিতং যস্য মৃত্যুরিত্যক্ষরদ্বয়ম।
স কথং কুরুতে পাপং সমস্তক্লেশদায়কম ॥৩৩
অহো মায়া মহাবিষ্ণোরেকা বলবতী ক্ষিতৌ।
যতঃ পাপমিবামিত্রং সঞ্চেতুং হর্ষিতো জনঃ ॥৩৪
স্থানং পাপায় মা দেহি নিজদেহে দুরাশয়।
দহত্যাশ্রয়মেন হি বীতিহোত্র ইব জ্বলন ॥৩৫
ব্যাস উবাচ।
দৈবপ্রেরিতয়া বিপ্র তয়েত্যুক্তঃ স বেশ্যয়া
মনসা চিন্তয়ামাস ব্রাহ্মণঃ কৃতপাতকঃ ॥৩৬
ধিঙ্মাং ধিঙ্মাং মহামূঢ় নিঃস্বং পাতকিনাং বরম
বেশ্যায়া এব যজ্জ্ঞানং তন্মে নাস্তি দুরাত্মনঃ ॥
ব্রাহ্মণস্য কুলে শুদ্ধে জন্ম সম্প্রাপ্য বৈ ময়া
আত্মপীড়াকরং পাপ নিত্যমেব কৃতং মহৎ ॥৩৮
জাতো যদা ধ্রুবো মৃত্যুঃ মৃতে স্বামী যদা যম।
অবেবেকতয়া পাপং কথং তর্হি করোমাহম ॥৩৯
জপস্তপস্তথা হোমো বেদাধ্যয়নমেব চ
বিপ্রাচারোঽতিথেঃ পূজা গুরুভক্তির্দ্বিজার্চ্চনম্
পিতৃযজ্ঞাদিকং কর্ম্ম পূজা চ কমলাপতেঃ।
ময়া ন চক্রে কস্মান্মে ভবিষ্যত্যুত্তমা গতিঃ ॥৪১
ইতি সঞ্চিন্ত্য বিপ্রোঽসৌ বিনিন্দ্যাত্মানমাত্মনা
মার্কণ্ডেয়মুনেঃ স্থানং সদ্য এবাজগাম হ ॥ ৪২
মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানং সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরম্।
তুষ্টাব স দ্বিজো বাচা প্রণম্য দণ্ডবদ্ভুবি ॥৪৩
ব্রাহ্মণ উবাচ।
নমস্তুভ্যং মুনিশ্রেষ্ঠ দীর্ঘজীবিন্নমোঽস্তু তে।
নারায়ণস্বরূপায় নমস্তুভ্যং মহাত্মনে ॥ ৪৪
নমো মৃকণ্ডপুত্রায় সর্ব্বলোকহিতৈষিণে।
জ্ঞানার্ণবায় বৈ তুভ্যং নির্ব্বিকারায় তে নমঃ ॥৪৫
স্তুতস্তেনেতি বিপ্রেণ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ৪৬
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তব ভক্ত্যাতি তুষ্টোঽস্মি মহাভাগ বরং বৃণু।
তবাভিলষিতং সর্ব্বং সাধয়িষ্যামি নান্যথা ॥

পাপানুষ্ঠান করিতেছ। রে মূঢ়! এ জীবন জলবুদবুদবৎ ক্ষণধ্বংসী, ইহাকে তুমি নিত্য জ্ঞান করিয়া কেন সদা পাপ করিতেছ? 'মৃত্যু' এই অক্ষরদ্বয় যাহার ললাটে লিখিত, সে কেন সর্ব্বক্লেশজনক পাপাচরণ করে। অহো! সংসারে মহাবিষ্ণুর বলবতী মায়া যে হেতু শত্রুসম পাপসাগরে লোক হৃষ্ট হয়; রে দুরাশয়। তুমি নিজ দেহে পাপের স্থান দিও না। পাপ প্রজ্বলিত পাবকবৎ আশ্রয়কেই দগ্ধ করে। ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্র! সেই দেবপ্রেরিত বেশ্যা এই কথা কহিলে কৃতপাতক ব্রাহ্মণ চিন্তা করিল,—আমি মহামূঢ়, আমি পাতকিগণের অগ্রণী আমায় শতধিক্! একটা বেশ্যার যে জ্ঞান আছে, আমা হেন দুরাত্মার তাহা নাই। আমি ব্রাহ্মণের শুদ্ধকুলে জন্মলাভ করিয়া নিত্য আত্মপীড়াকর মহাপাপ করিয়াছি। মৃত্যু যখন নিশ্চিত, আর মৃত্যুর পর প্রভু যখন যম, তখন আমি অবিবেকবশে কেন পাপ করি। জপ, তপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, বিপ্রাচার, অতিথিপূজা, গুরুভক্তি, দ্বিজার্চ্চন, পিতৃযজ্ঞাদি কর্ম্ম, ও কমলাপতির পূজা এ সকল আমি কিছুই করি নাই। কিরূপে আমার উত্তমা গতি হইবে? ঐ বিপ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজেই নিজের নিন্দা করত তৎক্ষণাৎ মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। এবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাক্য দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৭—৪৩। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে দীর্ঘজীবন মুনিশ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি নারায়ণস্বরূপ, মহাত্মা, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি মৃকণ্ডপুত্র, সর্ব্বলোকহিতৈষী, জ্ঞানসাগর, নির্ব্বিকার, তোমায় আমার বারবার নমস্কার। মহাতপা মার্কণ্ডেয় সেই বিপ্র কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া পরম প্রীতি সহকারে বলিলেন,—হে মহাভাগ! তোমার ভক্তি দ্বারা তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। তোমার সর্ব্বাভীষ্ট আমি সাধন করিব।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অহং পাপাত্মনা শ্রেষ্ঠো দ্বিজাচারবিবর্জ্জিতঃ।
পরহিংসারতো নিত্যং পরস্ত্রীনিরতঃ সদা ॥৪৮
ময়া মূঢ়েন বিপ্রেন্দ্র সদা পাপং কৃতং মহৎ।
নাণুমাত্রং কৃতং পুণ্যং কদাচিদপি সাদরম্ ॥৪৯
সংসারসাগরে ঘোরে দুঃখদে হন্ত দুস্তরে।
কথং ভবতি নিস্তারো মহাপাতকিনো মম ॥৫০
এতদ্ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বং ব্রূহি কৃপাময়।
শরণং তে প্রপন্নোঽস্মি পাপিনং মাং সমুদ্ধর ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কৃতপাপোঽপি বিপ্রেন্দ্র ত্বং হি পুণ্যাত্মনাং বর।
যতো বুদ্ধিরিয়ং জাতা ত্বয়ি সংসারদুর্ল্লভা ॥৫২
পুণ্যাত্মনাং পুণ্যদৃষ্টির্বর্দ্ধতে প্রতিবাসরম্
পাপাত্মনাং পাপদৃষ্টির্বর্দ্ধতে চ দিনে দিনে ॥৫৩
পাপাত্মনাপি ভবতা পাপদৃষ্টির্নিবারিতা।
অতস্তুভ্যং জগন্নাথঃ প্রসন্ন ইব দৃশ্যতে ॥ ৫৪
পাপং কৃত্বাপি যো মর্ত্ত্যঃ পাপাদ্ভূয়ো নিবর্ত্ততে
তমুত্তমং নরং প্রাহুঃ পূর্ব্বজন্মার্চ্চিতাচ্যুতম্ ॥৫৫
নিজভক্তং মহাবিষ্ণুর্দৃষ্ট্বা পাপরতং প্রভুঃ।
দদাতি বিপুলাং বুদ্ধিং যথা ভবতি সদ্গতিঃ ॥৫৬
অতস্ত্বং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ প্রতিজন্মাচ্যুতার্চ্চকঃ।
অচিরেণৈব ভদ্রন্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৫৭
যদ্যৎ পৃষ্টং ত্বয়া বিপ্র মত্তঃ শ্রোষ্যসি তন্নহি।
যতো নিত্যক্রিয়াকালো মম সম্প্রতি বর্ত্ততে ॥
দান্তো নাম দ্বিজঃ কশ্চিদস্তি সর্ব্বার্থতত্ত্ববিৎ।
কথয়িষ্যতি তে সর্ব্বং স চ তস্যাশ্রমং ব্রজ ॥৫৯
তেনোপদিষ্টো বিপ্রোঽসৌ মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা
দান্তাশ্রমং যযৌ ক্ষিপ্রং পবিত্রমতিসুন্দরম্ ॥৬০
অশ্বত্থৈশ্চম্পকৈশ্চৈব বকুলৈঃ প্রিয়কৈস্তথা।
অন্যৈশ্চ পুষ্পিতৈর্বৃক্ষৈঃ শোভিতং
সুমনোহরম্ ॥৬১
প্রফুল্লকুসুমামোদপরিবাসিতদিগন্তরম্।
গুঞ্জদ্ভ্রমরসঙ্ঘাতকলশব্দাভিশব্দিতম্ ॥ ৬২
মন্দং মন্দং বহেদ্বায়ুঃ শীতলঞ্চৈব বারি চ।

ইহার অন্যথা হইবে না। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি পাপাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ, দ্বিজাচারবর্জ্জিত, নিত্য পরহিংসাকারী ও সতত পরদারনিরত। হে বিপ্রেন্দ্র! মূঢ় আমি সর্ব্বদাই মহাপাপ করিয়াছি, কদাচ কিছুমাত্র পুণ্যানুষ্ঠান আমি করি নাই, এই ঘোর ভীষণ ঘোর দুঃখপ্রদ সংসারসাগরে মহাপাতকী আমি, কিরূপে নিস্তার লাভ করিব? হে ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ, কৃপাময়! আপনি ইহা বলুন। আপনার শরণাপন্ন হইলাম, পাপীকে উদ্ধার করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি কৃতপাপ হইলেও পুণ্যাত্মগণের শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তোমার এই সংসারদুর্ল্লভ বুদ্ধিবিকাশ হইয়াছে। পুণ্যাত্মগণের পুণ্য দৃষ্টি প্রতিদিনই বর্দ্ধিত হয়, আর পাপাত্মাদিগের পাপদৃষ্টিও প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তুমি পাপাত্মা হইয়াও পাপদৃষ্টি নিবারণ করিয়াছ, অতএব তোমার প্রতি যেন জগন্নাথের প্রসন্নতাই দেখিতেছি। যে মর্ত্ত্য পাপ করিয়া পুনরায় পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহাকে জন্মান্তরে অচ্যুতসেবী উত্তম নর বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হয়। মহাবিষ্ণু নিজভক্তকে পাপরত দেখিয়া যাহাতে তাহার সদ্গতি হয়, এরূপ উত্তম গতি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রতিজন্মেই অচ্যুতপূজক, সুতরাং শীঘ্রই তোমার মঙ্গল হইবে, নিশ্চয় জানিও। হে বিপ্র! তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিবে তাহা আমার নিকট শুনিতে পাইবে না। যেহেতু সম্প্রতি আমার নৈত্যিক ক্রিয়াকাল উপস্থিত। দান্ত নামে এক সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ দ্বিজ আছেন। তিনি তোমাকে সমস্ত বলিবেন তুমি তাঁহার আশ্রমে গমন কর ৪৮—৫৯। ধীমান মার্কণ্ডেয়ের উপদেশে ঐ বিপ্র পবিত্র রম্য দান্তাশ্রমে গমন করিলেন। ঐ আশ্রম, অশ্বত্থ, চম্পক, বকুল, প্রিয়ক ও অন্যান্য পুষ্পিতবৃক্ষে সুশোভিত। উহার প্রফুল্ল কুসুমসৌরভে দিগন্ত আমোদিত হইয়াছে, গুঞ্জনকারী ভ্রমরকলরবে উহা মুখরিত হইতেছে,

শান্তশ্বাপদসঙ্কীর্ণং শিষ্যোপশিষ্যসঙ্কুলম্ ॥ ৮৩
তস্যাশ্রমং ততো বিপ্রঃ প্রবিশ্যাতিমনোহরম্।
দদর্শ দান্তং তত্রস্থং সর্ব্বশিষ্যগণৈর্বৃতম্ ॥ ৮৪
দৃষ্ট্বা তং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠং দান্তং নারায়ণার্চ্চকম্।
ববন্দে চরণৌ তস্য শিরসাসৌ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৮৫
ভক্ত্যা পরময়া তস্য বন্দনং চাত্মতোষণম্
সদয়ঃ স চ দান্তস্তং ব্রাহ্মণং পৃষ্টবানিতি ॥ ৮৬

দান্ত উবাচ।

কস্ত্বং ভদ্র সমায়াতঃ কুতো বিপ্র প্রয়োজনম্
কিং তদেতন্মাং স্তোষি ত্বং তন্মে বদ সাম্প্রতম্

ভদ্রতনুরুবাচ।

ব্রাহ্মণোঽহং মহাভাগ ব্রাহ্মণাচারবর্জ্জিতঃ
নাম্না ভদ্রতনুঃ খ্যাতো বিহিতাখিলপাতকঃ ॥ ৮৮
সংসারপাশবিচ্ছেদঃ কথং মে পাপিনো ভবেৎ
এতন্মে কথয় ব্রহ্মন্ যতস্ত্বং সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ॥ ৮৯
তস্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা স দান্তো হৃষ্টমানসঃ
গাঢ় ভদ্রতনুং সর্ব্বং প্রাহ গুহ্যমপাতকম্ ॥ ৯০

দান্ত উবাচ।

শৃণু বিপ্র পরং গুহ্যং তব স্নেহান্ময়োচ্যতে।
যেন স সারপাশস্য ছেদো ভবতি বৈ নৃণাম্ ॥
ত্যজ পাষণ্ডসংসর্গং সঙ্গং ভজ সতাং সদা।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ মোহঞ্চ মদমৎসরৌ।
অসত্যং পরহিংসাঞ্চ ত্যজ যত্নাদপি দ্বিজ ॥ ৯২
দয়াং শান্তিং দমঞ্চৈব সর্ব্বত্র সমদর্শনম্।
সমাশ্রিত্য সদা তিষ্ঠ সমারাধয় কেশবম্।
অহোরাত্রব্রতং শ্রেষ্ঠং কুরু ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৯৩
স্মরন্নামানি সততং মহাবিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।
সম্মার্জ্জনং দ্বিজশ্রেষ্ঠ তথোপলেপনং পুনঃ ॥ ৯৪
মার্গশোভাঞ্চ দীপঞ্চ কেশবায়তনে কুরু।
কুরু ব্রাহ্মণসেবাঞ্চ জ্ঞাতিসেবাঞ্চ সর্ব্বদা ॥ ৯৫
কুর্ব্বন্নতোয়দানঞ্চ নিত্যং পঞ্চমহাধ্বরান্।
কথাং শৃণু হরের্মন্ত্রং জপমন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরম্ ॥ ৯৬
কর্ম্মাণ্যেতানি সর্ব্বাণি কুর্ব্বতস্তব সত্তম।

বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে, শীতল স্বচ্ছ বারি শোভা পাইতেছে, উহা শান্তশ্বাপদে সমাকীর্ণ এবং শিষ্য উপশিষ্যবর্গে সমাবৃত রহিয়াছে। বিপ্র এতাদৃশ মনোরম দান্তাশ্রমে প্রবেশ করিয়া শিষ্যগণ পরিবৃত দান্তদ্বিজকে দর্শন করিলেন। নারায়ণসেবক বিপ্রবর দান্তকে স্তব করিয়া ঐ বিপ্রবর মস্তক দ্বারা তদীয় চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। তদীয় পরমভক্তি সহকারে পাদবন্দনায় দান্তের আত্মতুষ্টি হইল। তিনি সদয় হইয়া সমাগত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভদ্র! কে তুমি কোথা হইতে আসিলে? তোমার প্রয়োজন কি? কি জন্য সম্প্রতি আমার স্তব করিলে? তাহা যথাযথ ব্যক্ত কর। ভদ্রতনু বলিলেন, হে মহাভাগ! আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণাচারবর্জ্জিত। আমার নাম ভদ্রতনু। আমি অখিল পাতক করিয়াছি। এ পাপীর সংসারপাশচ্ছেদ কিরূপে হইবে? হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, অতএব ইহা আমায় বলুন। দ্বিজ দান্ত তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে অতি গুহ্য বিষয় তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। ৮০—৯০। দান্ত কহিলেন,—শুন বিপ্র, তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এমন অতি গুহ্য বিষয় তোমায় বলিব, যাহাতে নরগণের সংসারপাশচ্ছেদ হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! পাষণ্ডসংসর্গ ত্যাগ কর। সদা সৎসঙ্গ কর। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অসত্য, পরহিংসা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ কর। দয়া, শান্তি, দম ও সর্ব্বত্র সমদর্শন আশ্রয় করিয়া থাক এবং সর্ব্বদা কেশবের আরাধনা কর। তুমি ভক্তিযুক্ত হইয়া মহাত্মা মহাবিষ্ণুর নামাবলী স্মরণ করত শ্রেষ্ঠ অহোরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান কর। হে দ্বিজবর! তুমি কেশবায়তনে সম্মার্জ্জন, উপলেপন, পথশোভা সাধন ও দীপদান কর। সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতি-পূজা কর। তুমি নিত্য অন্নদান ও জলদান এবং নিত্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। হরিকথা শ্রবণ কর এবং হরির দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ কর। হে সত্তম! এই সকল কর্ম্ম

ভবিষ্যত্যুত্তমং জ্ঞানং জ্ঞানাম্মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥

ভদ্রতনুরুবাচ।

এতানি দান্তবাক্যানি শ্রুত্বা ভদ্রতনুর্দ্বিজ।
এতত্তত্ত্বস্ত বিজ্ঞাতুং পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম্ ॥ ৭৮
যান্যেতানি ত্বয়া ব্রহ্মন প্রোক্তানি শুভদানি মে
তেষাং বিবরণং ব্রূহি মূঢ়শ্রেষ্ঠো হ্যহং যতঃ ॥৭৯
কঃ পাষণ্ডজনঃ প্রোক্তঃ কো বা প্রোক্তশ্চ
সজ্জনঃ ॥৮০
কাম ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মোহশ্চ মদমৎসরৌ।
কিমসত্যং কা চ হিংসা দয়া শান্তির্দমশ্চ কঃ ॥৮১
সমা দৃষ্টিশ্চ কা প্রোক্তা কা পূজা কমলাপতেঃ।
অহোরাত্রঞ্চ কিং প্রোক্তং কিং বিষ্ণুস্মরণং তথা
কে বা পঞ্চমহাযজ্ঞাঃ কো মন্ত্রো দ্বাদশাক্ষর ॥
এতদ্বিবরণং সর্ব্বং ব্রূহি মে দান্তসত্তম।
যথা তবপ্রসাদেন প্রাপ্নোমি পরমাং গতিম ॥
এতদ্ভদ্রতনোর্ব্বাক্যং শ্রুত্বা দান্তোঽতিহর্ষিতঃ
এতদ্বিবরণং প্রাহ তস্মৈ তত্ত্ববিদাং বর ॥ ৮৬

দান্ত উবাচ।

যে বেদসম্মত কার্য্যং ত্যক্ত্বান্যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতে।
নিজাচারবিহীনা যে পাষণ্ডাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ
নিজাচারগ্রাহিণো যে কুর্ব্বতে বেদসম্মতম্।
পাপাভিলাষরহিতাঃ সজ্জনাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
যোঽভিলাষঃ পরস্ত্রীষু বিভবোপাৰ্জ্জনাদিষু।
বর্ত্ততে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ স কাম ইতি কথ্যতে ॥৮৭
সমাকর্ণ্যাত্মনো নিন্দাং যস্তাপো হৃদি জায়তে।
স ক্রোধ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাভিঘাতকঃ ॥৮৮
পরবিত্তাদিকং দৃষ্ট্বা নেতুং যো হৃদি জায়তে।
অভিলাষো দ্বিজশ্রেষ্ঠ স লোভ ইতি কীর্ত্তিতঃ
মম মাতা মম পিতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহম্।
এতদেব মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥
অহং মহাত্মা ধনবান মত্তুল্যঃ কোঽস্তি ভূতলে
ইতি যজ্জায়তে চিত্তে মদ প্রোক্তঃ স
কোবিদৈঃ ॥৯১
নিন্দন্তি মাং সদা লোকা ধিগাস্ত মম জীবনম্।
হৃত্তাপো যদি ভবেদযস্ত বিকারঃ সচ মৎসরঃ ॥ ৯২
যথার্থকথন যচ্চ সর্ব্বলোকসুখপ্রদম্।

করিতে করিতে তোমার উত্তম জ্ঞান হইবে এবং সেই জ্ঞানে তোমার মুক্তি ঘটবে হে দ্বিজ! ভদ্রতনু দান্তের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া এতৎসমুদয়ের তত্ত্ব জানিবার জন্য মুনিসত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন —হে ব্রহ্মন! আপনি এই যে সকল শুভদ কথা কহিলেন, এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ বলুন—যেহেতু আমি অতি মূঢ়। কে পাষণ্ড জন, কে সজ্জন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অসত্য ও হিংসাই কি এবং দয়া, শান্তি, দম, এবং সমদৃষ্টিই বা কাহাকে বলা হয়? কমলাপতির পূজা কিরূপ? অহোরাত্রব্রত কি? বিষ্ণুস্মরণ কি প্রকার? পঞ্চ মহাযজ্ঞ কি কি? এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রই বা কি? হে সত্তম! এতৎ সমস্ত বিবরণ আমার নিকটে বলুন। আমি আপনার প্রসাদে পরম গতি লাভ করিব। ভদ্রতনুর এই কথা শুনিয়া দান্ত অতিহর্ষে এ বিবরণ বলিতে লাগিলেন।৭১—৮৪। দান্ত কহিলেন, যাহারা বেদসম্মত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্য করে, এবং যাহারা নিজাচারে নিরত নহে, তাহারাই পাষণ্ড। যাহারা নিজাচারে নিরত, বেদসম্মত কর্ম্মকারী ও পাপাভিলাষ বিরহিত, তাহারাই সজ্জন। হে দ্বিজবর! কামিনী ও কাঞ্চনাদি বিষয় সংগ্রহে যে অভিলাষ, তাহারই নাম কাম। আত্মনিন্দা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে যে তাপ উপস্থিত হয়, উহার নাম ক্রোধ। উহাকে সর্ব্বধর্ম্মবিঘাতক বলিয়া জানিবে। পরবিত্তাদি দেখিয়া তাহা লইবার যে অভিলাষ হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাহার নাম লোভ। আমার মাতা, আমার পিতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ, এইরূপ মমত্বের নামই মোহ। আমি মহাত্মা, আমি ধনবান, আমার তুল্য ভূতলে কে আছে, হৃদয়ে এই যে একটা ভাব জন্মে, কোবিদগণের মতে উহারই নাম মদ। লোকে সর্ব্বদা আমার নিন্দা করে আমার জীবনে ধিক, আত্মায় এই যে বিকার উপস্থিত হয়,

তৎসত্যমিতি বক্তব্যমসত্যং তদ্বিপর্য্যয়ম্ ॥৯৪
ঐশ্বর্য্যদারপুত্রাদ্যা যাস্তমুষ্য কদা ক্ষয়ম্ ।
ইতি যা জায়তে চিন্তা সা হিংসা পরিকীর্ত্তিতা ॥
অহং সমস্তলোকানাং শ্রেষ্ঠোঽস্মি ধনবান যতঃ
ইতি যদ্জায়তে চিত্তে মৎসরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৯৬
যত্নাদপি পরক্লেশ হরণং যদ্ হৃদি জায়তে ।
ইচ্ছা ভূমিসুরশ্রেষ্ঠ স দয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥৯৭
যৎকিঞ্চিদ্বস্তু সম্প্রাপ্য স্বল্পং বা যদি বা বহু
যা তুষ্টির্জায়তে চিত্তে শান্তিঃ সা গদ্যতে বুধৈঃ
কুৎসিতাহারবস্ত্রাদে বিপ্র নাস্ত্যাদরো বারণম্ ।
স কীর্ত্তিতো দমঃ প্রাজ্ঞৈ সমস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥
সুখে দুঃখে চ বিপ্রেন্দ্র যা তুষ্টির্বদতে সম
তথা মিত্রে চ শত্রৌ চ সমদৃষ্টিশ্চ স স্মৃতঃ ॥১০০
নৈবেদ্যগন্ধপুষ্পাদ্যৈ শ্রদ্ধয়া পরয়া হরেঃ
যার্চ্চনা ক্রিয়তে বিপ্র সা পূজা পরিকীর্ত্তিতা ॥
মধ্যাহ্নে রাত্রৌ চাহারলঙ্ঘনং যদ্বিধীয়তে ।
তদ্বজ্ঞেয়মহোরাত্রং পূর্ব্বাপরবিদাং সত্তম ॥১
আত্মনঃ কেশবস্যাপি দ্বয়োরপি চ সত্তম
যদেকীকরণং তচ্চ বিষ্ণুস্মরণমুচ্যতে ॥১০৩

ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ দেবযজ্ঞশ্চ সত্তম ।
পিতৃযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
নমো ভাগবতে বাসুদেবায়োঙ্কারপূর্ব্বকম্ ।
মহামন্ত্রমিমং প্রাজ্ঞ কীর্ত্তিতং দ্বাদশাক্ষরম্ ॥১০৫
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং স্পষ্টং ব্রাহ্মণসত্তম ।
যজ্জ্ঞাত্বা মানবাঃ সর্ব্বে লভন্তে জ্ঞানমুত্তমম্
ততঃ প্রতিদিনং বিপ্র নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ।
পঠিত্বা কমলাভর্ত্তু দুর্লভং মোক্ষমাপ্স্যসি ॥
এতদ্বিবরণং শ্রুত্বা পুনর্ভদ্রতনুর্দ্বিজঃ ।
পপ্রচ্ছ দান্তং তন্নাম্না বিধানং কমলাপতেঃ ॥

ভদ্রতনুরুবাচ ।

কথং ব্রহ্মবিদ শ্রেষ্ঠ চতুর্বর্গফলপ্রদম্ ।
কমলালক্ষ্মীপতের্বিষ্ণোর্নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ॥১০৯
বিনয়ং তস্য সংশ্রুত্বা দান্তো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ।
উবাচ তস্মৈ সুপ্রীতো নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ॥

দান্ত উবাচ ।

শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ।
সহস্রনাম্নামাকৃষ্য সারং বিষ্ণোঃ পরাত্মনঃ ॥১১১

ইহার নাম মৎসর। যাহা সকলের সুখপ্রদ যথার্থ বাক্য, তাহার নাম সত্য, উহার বিপরীতই অসত্য। ঐশ্বর্য, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি এই ব্যক্তির কিরূপে নষ্ট হইবে, এই যে চিন্তা ইহার নাম হিংসা। আমি সমস্ত লোকে শ্রেষ্ঠ ধনবান, মনে এই যে ভাব উদয় হয়, ইহার নামও মৎসর। যত্ন করিয়াও পরক্লেশ হরণে হৃদয়ে যে ইচ্ছার উদ্রেক হয় তাহার নাম দয়া। স্বল্প বা যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইয়াই হৃদয়ে যে তুষ্টি হয়, তাহাই বুধগণাভিহিত শান্তি। কুৎসিত কার্য্য হইতে চিত্তনিবারণই দম। হে বিপ্রেন্দ্র! সুখে, দুঃখে এবং মিত্রে ও অমিত্রে যে সমদৃষ্টি, তাহাই সমদৃষ্টি। নৈবেদ্য, গন্ধ ধূপাদি দ্বারা পরম শ্রদ্ধার সহিত হরিপূজাই পূজা। মধ্যাহ্ন এবং রাত্রিতে আহারলঙ্ঘনই অহোরাত্রব্রত। হে সত্তম নিজের এবং কেশবের যে একীকরণ, তাহাকেই বলে বিষ্ণুস্মরণ। ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ ইহাই পঞ্চ মহাযজ্ঞ। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" ইহাই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র নামে অভিহিত। হে বিপ্রবর! এই তোমার নিকট সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বলিলাম। ইহা জানিয়া মানবগণ উত্তম জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। হে বিপ্র! অনন্তর প্রতিদিন কমলাপতির অষ্টোত্তর শত নাম পাঠ করিয়া দুর্লভ মোক্ষ লাভ করিবে। ভদ্রতনু এতদ্বিবরণ শ্রবণ করিয়া দান্ত দ্বিজের নিকট পুনর্ব্বার কমলাপতির নাম বিধান জিজ্ঞাসা করিলেন।৮৭—১০৮। ভদ্রতনু কহিলেন,—হে ব্রহ্মবিদ্বর! লক্ষ্মীপতির অষ্টোত্তর শত চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ নাম কীর্ত্তন করুন। বিপ্রবর দান্ত ভদ্রতনুর বিনয় দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বিষ্ণুর অষ্টোত্তর শত নাম কীর্ত্তন করিলেন। দান্ত কহিলেন—পরমাত্মা বিষ্ণুর সহস্র নামের সার সংগ্রহ করিয়া অষ্টোত্তর শত নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর বিষ্ণুর এই

অষ্টোত্তরশতং নাম্না মহাপাতকনাশনম।
পঠিতব্যং যথা ধ্যাত্বা শৃণু ধ্যানং ময়োচ্যতে॥
অতসীকুসুমাকারং প্রফুল্লকমলেক্ষণম।
গবাং চরণধূলিভির্ভূষিতাখিলবিগ্রহম্॥ ১১৩
গোপুচ্ছবালপাশেন মণ্ডিতোজ্জ্বলমস্তকম।
বংশীবিলগ্নবিন্যস্তরক্তাধরোষ্ঠপুটং প্রভুম ১১৪
গোগোষ্ঠবাসিভির্নগ্নৈঃ শিশুভিঃ পরিবেষ্টিতম।
দ্বিহাসসং স্মেরমুখ ধ্যায়েৎ কৃষ্ণং মুরারিকম॥

নমোঽস্য শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনাম্নো বেদব্যাস ঋষিরনুষ্টুপ ছন্দ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থে শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে জপে বিনিযোগঃ॥

রামঃ কৃষ্ণ কেশবশ্চ কেশিশক কৃপাময়
কংসারির্বেণুকারিশ্চ শিশুপালরিপুঃ প্রভু ॥১১৮
দেবকীনন্দনং শৌরিঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণ।
দামোদরো জগন্নাথো জগৎকর্ত্তা জগৎপিতা॥
নারায়ণো বলিধ্বংসী বামনোঽদিতিনন্দন।
বিষ্ণুর্যদুকুলশ্রেষ্ঠো বাসুদেবো বসুপ্রদ॥১১৯
অনন্তঃ কৈটভারিশ্চ মধুজিন্নরকান্তক।

অচ্যুতঃ শ্রীধরঃ শ্রীমান শ্রীপতিঃ পুরুষোত্তমঃ॥
গোবিন্দো বনমালী চ হৃষীকেশোঽখিলার্ত্তিহা।
নরসিংহো দৈত্যশত্রুর্মৎস্যদেবো জগন্ময়ঃ॥১২০
ভূমিধারী মহাকূর্ম্মো বরাহঃ পৃথিবীপতিঃ।
বৈকুণ্ঠঃ পীতবাসাশ্চ চক্রপাণির্গদাধরঃ॥ ১২১
শঙ্খভৃৎ পদ্মপাণিশ্চ নন্দকী গরুড়ধ্বজঃ।
হৃদয়স্থোঽতিদূরস্থো মোহদো মোহনাশনঃ॥১২২
সমস্তপাতকধ্বংসী বাণবাহুবনানলং।
রুক্মিণীরমণো রুক্মিপ্রতিজ্ঞাখণ্ডনো মহান॥১২৩
দামবদ্ধ ক্লেশহারী গোবর্দ্ধনধরো বিভুঃ।
চতুর্ভুজো মহানন্দো মহাবুদ্ধির্মহাভুজঃ॥ ১২৪
মহোৎসাহো মহোতেজা মহাদেবপ্রিয়ঃ স্বভূঃ।
বিষ্বক্সেনশ্চ শার্ঙ্গী চ পদ্মনাভো জনার্দ্দনঃ॥১২৫
তুলসীবল্লভোঽপারঃ পরেশঃ পরমেশ্বরঃ।
পরম ক্লেশহারী চ পরত্র সুখদঃ পরঃ॥ ১২৬
পূতনারির্মুষ্টিকারির্যমলার্জ্জুনভঞ্জনঃ।
উপেন্দ্রো বিশ্বমূর্ত্তিশ্চ ব্যোমপাদং সনাতনং॥১২৭
পরমাত্মা পরংব্রহ্ম প্রণতার্ত্তিবিনাশনঃ।
ত্রিবিক্রমো মহামায়ো যোগবিদ্বিষ্টরশ্রবাঃ॥১২৮

অষ্টোত্তর শত নাম মহাপাতকনাশন। যেরূপ ধ্যান করিয়া উহা পাঠ করিতে হয় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুবর্ণ কৃষ্ণ অতসী-কুসুম-সমবর্ণ, প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ, গোসমূহের চরণধূলিজালে ভূষিতবিগ্রহ, গোপুচ্ছের রোমপাশে মণ্ডিতমস্তক, বংশীবিবরে ন্যস্ত ওষ্ঠপুট, গোগোষ্ঠবাসী নগ্ন শিশুগণে পরিবেষ্টিত, দ্বিহস্ত ও স্মেরমুখ। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। এই অষ্টোত্তর শত নামের ঋষি বেদব্যাস, ছন্দ অনুষ্টুপ, শ্রীকৃষ্ণ দেবতা, সর্ব্ব পাপক্ষয়ার্থ জপে বিনিয়োগ। রাম, কৃষ্ণ, কেশব, কেশিনাশক কৃপাময়, কংসারি, বেণুকারি, শিশুপালরিপু, দেবকীনন্দন, শৌরি, পুণ্ডরীকনিভেক্ষণ, দামোদর, জগন্নাথ, জগৎকর্ত্তা, জগৎপিতা, নারায়ণ, বলিধ্বংসী, বামন, অদিতিনন্দন, বিষ্ণু, যদুকুলশ্রেষ্ঠ, বাসুদেব, বসুপ্রদ, অনন্ত, কৈটভারি, মধুজিৎ, নরকান্তক, অচ্যুত, শ্রীধর, শ্রীমান, শ্রীপতি, পুরুষোত্তম, গোবিন্দ, বনমালী, হৃষীকেশ, অখিলার্ত্তিহা, নরসিংহ, দৈত্যশত্রু, মৎস্যদেব, জগন্ময়, ভূমিধারী, মহাকূর্ম্ম, বরাহ, পৃথিবীপতি, বৈকুণ্ঠ, পীতবাসা, চক্রপাণি, গদাধর, শঙ্খভৃৎ, পদ্মপাণি, নন্দকী, গরুড়ধ্বজ, পরমক্লেশহারী, পরত্র সুখদ, পর, হৃদয়স্থ, অতিদূরস্থ, মোহদ, মোহনাশন, সমস্তপাতকধ্বংসী, বাণবাহু, বনানল, রুক্মিণীরমণ, রুক্মিপ্রতিজ্ঞাখণ্ডন, দামবদ্ধ-ক্লেশহারী, গোবর্দ্ধনধর, বিভু, চতুর্ভুজ, মহানন্দ, মহাবুদ্ধি, মহাভুজ, মহাপ্রদ, মহাতেজা, মহাদেবপ্রিয়, প্রভু, বিষ্বক্সেন, শার্ঙ্গী পদ্মনাভ, জনার্দ্দন, তুলসীবল্লভ, অপার, পরেশ, পরমেশ্বর, পূতনারি, মুষ্টিকারি, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন উপেন্দ্র বিশ্বমূর্ত্তি, ব্যোমপাদ, সনাতন, পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম, প্রণতা-র্ত্তিবিনাশন, ত্রিবিক্রম, মহামায়া যোগবিৎ, বিষ্টরশ্রবা,

শ্রীনিধিঃ শ্রীনিবাসশ্চ যজ্ঞভোক্তা সুখপ্রদঃ।
যজ্ঞেশ্বরো রাবণারিঃ প্রলম্বঘ্নোঽব্যয়োঽক্ষয়ঃ॥
সহস্রনাম্নাং চেত্যেতন্নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্।
বিষ্ণুপ্রীতিকরং পুণ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥১৩০
দুঃস্বপ্ননাশনঞ্চৈব গ্রহপীড়ানিবারণম্।
সর্ব্বরোগক্ষয়করং পরমৈশ্বর্য্যদং তথা॥১৩১
সকলোপদ্রবধ্বংসি সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
ময়া প্রোক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপ্রীতিহেতবে॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং ভক্তিতং পুরতো হরেঃ
শতমষ্টোত্তরং নাম্নাং তস্য তুষ্টঃ সদা হরিঃ॥১৩৩
শ্রাদ্ধে চ যঃ পঠেদেতদ্ভক্তিমান্ বৈষ্ণবো জনঃ
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য প্রযান্তি পরমং পদম্॥১৩৪
যজ্ঞকালে পঠেদ্যস্তু দেবতারাধনে তথা।
দানকালে চ যাত্রায়াং তত্তৎফলমবাপ্নুয়াৎ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ॥
যে পঠন্তি হরের্ভক্ত্যা নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্।
নাশুভং বিদ্যতে তেষাং কদাচিদপি ভূতলে॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে
শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টোত্তরশতং নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

শ্রীনিধি, শ্রীনিবাস, যজ্ঞভোক্তা, সুখপ্রদ, যজ্ঞেশ্বর, রাবণারি, প্রলম্বঘ্ন, অব্যয়, অক্ষয়। সহস্র নামের অভ্যন্তরস্থ এই অষ্টোত্তর শত নাম বিষ্ণুর প্রীতিকর, পুণ্যজনক, সর্ব্ব পাপহর, দুঃস্বপ্ননাশন, গ্রহপীড়া-নিবারণ, সর্ব্বরোগক্ষয়কর, পরমৈশ্বর্য্যপ্রদ, সর্ব্বোপদ্রবনাশন ও সর্ব্ব-কামফলপ্রদ। বৈষ্ণবগণের প্রীতিহেতু আমি এই অষ্টোত্তর শত নাম কীর্ত্তন করিলাম, যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যায় ইহা হরির অগ্রে পাঠ করে, হরি তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন। যে ভক্তিমান্ বৈষ্ণব শ্রাদ্ধকালে ইহা পাঠ করে, তাহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া পরমপদ লাভ করেন। যে ব্যক্তি যজ্ঞকালে, দেবতা-রাধনে, দানকালে, কিংবা যাত্রাকালে ইহা পাঠ করে, তাহার সেই সেই বিষয়ে ফললাভ হয়, অপুত্র পুত্র, ধনার্থী ধন, এবং বিদ্যার্থী বিদ্যা এই স্তবপ্রসাদে লাভ করিয়া থাকে। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক হরির অষ্টোত্তর শত নাম পাঠ করে, তাহাদের কদাচ অশুভ হয় না। ১০৯—১৩৭।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

দান্ত উবাচ।

গচ্ছ ব্রাহ্মণ ভদ্রন্তে প্রোক্তেন বিধিনা ময়া।
সমারাধ্য হরিং ভক্ত্যা পরং মোক্ষমবাপ্স্যসি॥১
এবং প্রবোধিতস্তেন দান্তেন পরমার্থিনা।
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে বিপ্রো হরিপূজাপরোঽভবৎ
নিতান্তভক্ত্যা বিপ্রোঽসৌ পঞ্চাহানি চ জৈমিনে
দান্তপ্রোক্তেন বিধিনা চকার হরিপূজনম্॥ ৩
জ্ঞাত্বা ভক্তিং হরিস্তস্য সুদৃঢ়াং করুণাময়ঃ।
আবির্ব্বভূব সহসা কোটিসূর্য্য ইবাংশুমান্॥৪
তং দৃষ্ট্বা জগতামীশং কমলাপ্রিয়মচ্যুতম্।
ববন্দে শিরসা বিপ্রস্তৎপাদকমলদ্বয়ম্॥ ৫
অথাসৌ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠো হর্ষনির্ভরমানসঃ।
কৃতাঞ্জলির্জগন্নাথং তুষ্টাব পরমোক্তিভিঃ॥ ৬

সপ্তদশ অধ্যায়।

দান্ত কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! প্রস্থান কর, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি মদুক্ত বিধি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক হরির আরাধনা করিয়া পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। মহাত্মা দান্ত কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া বিপ্র ভদ্রতনু সেই উত্তম ক্ষেত্রেই হরিপূজাপরায়ণ হইলেন। হে জৈমিনে! তিনি দান্তপ্রোক্ত বিধি অনুসারে একান্ত ভক্তির সহিত পঞ্চাহ পর্য্যন্ত হরিপূজা করিলেন। করুণাময় হরি তাঁহার সুদৃঢ় ভক্তি অবগত হইয়া অংশুপুঞ্জময় কোটিসূর্য্যবৎ সহসা প্রাদুর্ভূত হইলেন। বিপ্র ভদ্রতনু সেই জগদীশ কমলাপতিকে দেখিয়া মস্তক দ্বারা পাদপদ্মযুগল বন্দনা করিলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণবর হর্ষনির্ভরমনে কৃতাঞ্জলি হইয়া পরমোক্তি দ্বারা জগন্নাথের স্তব

ভদ্রতনুরুবাচ।
জগন্নাথ জগদ্রূপ জগন্নিস্তারকারক।
ত্রাহি মাং কমলাকান্ত মগ্নং সংসারসাগরে ॥৭
মত্তুল্যঃ কোঽপি সংসারে ভাগ্যবান্নহি বিদ্যতে
যতোঽহং কৃতপাপোঽপি স্বামপশ্যং সুরোত্তম
ধন্যোঽস্মি কৃতভাগ্যোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
যতোঽপশ্যং জগন্নাথ ত্বৎপাদকমলদ্বয়ম ॥৯
দৃষ্টিং হরে দুরিতগামপি মে কৃপালো
ভক্তিং নিজাং প্রতি বিভো শুভদামনৈষীঃ
তস্মাদহং বিহিতবিস্তরপাতকোঽপি
যাম্যাশ্বমেধমখকারিপুমানিবাদ্য ॥১০
রুষ্টে ত্বয়ি ত্রিদশবন্দিতপাদপদ্মে
দৃষ্টিঃ প্রযাতি দুরিতং প্রতি মানবস্য।
তুষ্টে চ যাতি সুকৃতিং প্রতিমৈবদৃষ্টি-
র্জ্ঞাতং ময়েতি পরমেশ্বর কেবলঞ্চ ॥ ১১
কিং বচ্মি নাথ ভবতঃ স্মরণপ্রভাবং
যস্মাদজামিল ইবার্জ্জিতপাতকোঽপি।
স্থানং জগাম পরমং ত্রিদশৈকলভ্য-
মারুহ্য শুদ্ধকনকচ্ছুরিতং বিমানম্ ॥১২
ত্বৎপাদপদ্মসলিলস্য গুণং গুণাব্ধে-
র্ব্যাধঃ স বেত্তি কুলিকঃ কৃতসর্ব্বপাপঃ।
ত্বদ্বেশ্মমার্জ্জনফলং জগদেকনাথ
যজ্ঞধ্বজঃ ক্ষিতিপতিঃ সুরবন্দ্য বেত্তি ॥১৩
বেশ্মোপলেপনফলং ভবতো মুরারে
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণ ঈশ্বরস্য।
জানাতি পন্নগরিপুধ্বজ যজ্ঞমালী
ভ্রাতা চ তস্য কৃতপাপচয়ঃ সুমালী ॥ ১৪
হরে প্রদক্ষিণীকৃত্য ভবন্তং যৎফলং ভবেৎ।
সুধর্ম্মা এব তদ্বেত্তি নান্যঃ কোঽপি জগত্রয়ে॥
তব চিত্তদয়াং নাথ গদিতুং ভুবি কঃ ক্ষমঃ।
ত্বাং বিদ্ধাপি জরানামব্যাধোঽগাৎ পরমংপদম্
নিন্দিত্বাপি জগন্নাথ ভবন্তং ত্রিদশোত্তমম।
শিশুপালো যযৌ মোক্ষং তব ভক্তস্য কা কথা

করিতে লাগিলেন। ভদ্রতনু কহিলেন,—হে জগদুদ্ধারকারক জগৎস্বরূপ কমলাকান্ত! মাদৃশ সংসারনিমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার কর। এ সংসারে মাদৃশ ভাগ্যবান কেহই নাই। যেহেতু আমি কৃতপাপ হইয়াও আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। ধন্য আমি, ভাগ্যশালী আমি, কৃতার্থ আমি। যে হেতু হে জগন্নাথ! আপনার পাদকমলযুগল আমি প্রত্যক্ষ করিলাম। হে কৃপালো, হে বিভো! আমার দৃষ্টি পাপাসক্ত হইলেও আজ আপনি তাহা স্বীয় ভক্তির দিকে উপনীত করিয়াছেন। অতএব আমি বহু পাতকে পাতকী হইলেও অদ্য অশ্বমেধযজ্ঞকারী পুরুষবৎ প্রতিভাত হইতেছি। আপনি দেববন্দিত-পাদপদ্ম, আপনার রোষ হইলে মানবের দৃষ্টি পাপাভিমুখে ধাবিত হয়। আর সন্তোষ জন্মিলে উহা সুকৃতাভিমুখে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হে ঈশ্বর! ইহাই কেবল আমি বুঝিয়াছি। হে নাথ! আপনার স্মরণবৈভবের বিষয় আমি কি বলিব? অজামিলের ন্যায় অর্জ্জিতপাপ ব্যক্তিও উহার প্রভাবে বিশুদ্ধ স্বর্ণসুরঞ্জিত বিমানে আরোহণ করিয়া মাত্র দেবজনলভ্য পরম স্থানে প্রয়াণ করিয়াছে। হে গুণসাগর! তোমার পাদপদ্মোদকের গুণ সেই কৃতপাপ কুলিক ব্যাধ বিদিত হইয়াছে। হে সুরবন্দ্য, জগদেকনাথ! তোমার গৃহমার্জ্জনের ফল ক্ষিতিপতি যজ্ঞধ্বজ অবগত হইয়াছেন। হে গরুড়ধ্বজ মুরারে! তুমি সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারী ঈশ্বর। তোমার গৃহোপলেপনে যে ফল হয়, তাহা যজ্ঞমালী ও সুমালী অবগত আছেন।১—১৪। হে হরে! তোমায় প্রদক্ষিণ করিলে যে ফল, তাহা সুধর্ম্মা ব্যতীত ত্রিভুবনে আর কেহই জানেন না। হে নাথ! তোমার চিত্তে কত দয়া, জগতে কে তাহা বর্ণন করিতে পারে? জরা নামক ব্যাধ তোমাকে বিদ্ধ করিয়াও পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে জগন্নাথ! তুমি ত্রিদশপতি তোমার নিন্দা করিয়াও শিশুপাল মোক্ষ লাভ করিল। তোমার ভক্তের কথা কি?

ব্রহ্মরূপেণ যেনাদৌ ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।
ত্বয়ি তস্মিন মহাবিষ্ণৌ রমতাং মম মানসম্ ॥১৮
যেনৈব তে ত্বয়া বিষ্ণুরূপেণ পাল্যতে জগৎ।
ত্বয়ি তস্মিন দয়াসিন্ধৌ রমতা মম মানসম ॥১৯
শেষে বিষ্ণো ত্বয়া যেন ক্রিয়তে জগতঃ ক্ষয়ঃ।
রুদ্ররূপেণ কংসারে ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে ॥২০
যস্য বক্ত্রাদ্দ্বিজা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথা।
উরুতশ্চ বিশঃ সন্তে ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে ॥
পাদাভ্যাং যস্য বৈ জাতঃ শূদ্রো পরমেশ্বর।
মনসশ্চন্দ্রমা জাতস্ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে ॥ ২
নেত্রাভ্যাং যস্য দেবস্য সূর্যো জাতঃ প্রভাকর
মুখাদগ্নির্বায়ুশ্চ ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে ॥২৩
যস্য শ্রোত্রাদ্বায়বোঽপি জাতাঃ প্রাণাশ্চ কেশব
ত্বয়ি তস্মিন সুরশ্রেষ্ঠে মনোঽস্তু মম সর্ব্বদা ॥২৪
লক্ষ্মীর্যস্য সদা ক্রোড়ে শ্যামাঙ্গস্য সুশোভিতা
সৌদামিনীব মেঘস্য ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে ॥২৫
যস্মাদল্পতমং নাস্তি যস্মান্নাস্তি বৃহত্তমম
যেন ব্যাপ্তং জগৎসর্ব্বং ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে

যে তুমি ব্রহ্মরূপে অগ্রে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ, সেই তোমার মহাবিষ্ণুরূপে আমার মানসে সদা নিবিষ্ট হউক হে বিষ্ণো! অন্তে তুমি যে রুদ্ররূপে এই জগতের ক্ষয় সাধন কর, সেই তোমাকে আমার নমস্কার। যে তোমার মুখ হইতে দ্বিজ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই তোমাকে আমার নমস্কার। যাহার মন হইতে চন্দ্রমা, নেত্রদ্বয় হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে বহ্নি এবং শ্রোত্রদ্বয় হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই তোমাতে আমার মন নিবিষ্ট হউক। হে কেশব! হে সুরবর! আমার মন সর্ব্বদা তোমাতে থাকুক। মেঘের ক্রোড়ে সৌদামিনীর ন্যায় যে আপনার শ্যামাঙ্গের অঙ্কে লক্ষ্মী সদা বিরাজিতা, সেই আপনাতেই আমার মন নিবিষ্ট হউক। যাহা হইতে অল্পতর নাই এবং যাহা হইতে বৃহত্তরও নাই, যৎ কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই

যস্য মহিম্নঃ সীমানং ব্রহ্মাদ্যা অপি নির্জ্জরাঃ।
ন শক্নুবন্তি তে যস্য ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে ॥
ধর্ম্মাণাং স্থাপনার্থায় বিনাশায় চ পাপিনাম্।
যুগে যুগে যঃ প্রভবেৎ ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে
মায়য়া মোহিতং যেন জগদেতন্মহাত্মনা।
ছিনত্তি মায়াপাশং যস্ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে ॥২৯
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতসঞ্চয়াঃ।
যস্যাংশভূতা দেবস্য ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে ॥৩০
যস্য ভক্ত্যা জগত্যস্মিন লভন্তে নাপদং জনাঃ
প্রাপ্নুবন্তি পরং ধাম ত্বয়ি তস্মিন মনোঽস্তু মে ॥
ভক্তিমাত্রেণ সন্তুষ্টো ন ধনৈর্ন স্তবৈস্তথা।
ন দানৈর্ন তপোভিশ্চ ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে ॥
গবাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ সাধুনাঞ্চ হিতং সদা।
কৃপয়া কুরুতে যস্য ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে ॥৩৩
অনাথানাঞ্চ দীনানাং বৃদ্ধানাং রোগিণাং তথা।
দুঃখং হরতি যো দেবস্ত্বয়িতস্মিন্মনোঽস্তু মে ॥৩৪
মনুষ্যেষু চ দেবেষু নাগেষু যক্ষকেষু চ।

তোমাতে আমার মন বিরাজ করুক। যাহার মহিমার সীমা ব্রহ্মাদি দেবগণও বলিতে অক্ষম, সেই তোমাতে আমার মন নিবিষ্ট হউক যিনি ধর্ম্মের স্থাপন ও পাপীর বিনাশের জন্য যুগে যুগে প্রাদুর্ভূত হন, সেই তোমাতে আমার মন বিরাজিত হউক। যে মহাত্মা এই জগৎ মায়ামোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং স্বয় যিনি মায়াপাশ ছেদন করিয়া দেন, সেই তোমাতে আমার মন হউক। ব্রহ্মরুদ্রাদি সমস্ত দেবগণ যাঁহার অংশভূত, সেই তোমাতে আমার মন হউক। ১৫—২৯। এ জগতে জনগণ যৎপ্রতি ভক্তি করিয়া আপদ্ প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু পরম ধামই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই তোমাতে আমার মন হউক। যিনি ধন, স্তব, দান ও তপস্যা ব্যতীত একমাত্র ভক্তি দ্বারাই পরিতুষ্ট, সেই তোমাতেই আমার মন হউক। যিনি কৃপাপূর্ব্বক গো, ব্রাহ্মণ, ও সাধুগণের নিত্য হিত করেন, যিনি দীন, অনাথ, বৃদ্ধ, রোগীদিগের দুঃখ হরণ করেন, যিনি দেব, মনুষ্য, নাগ ও

বর্ত্ততে যঃ সমত্বেন ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে ॥৩৫
পণ্ডিতেষু চ মূর্খেষু ধনবৎসু চ দুঃখিষু ।
একৈব যস্য তে দৃষ্টিস্ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে ।৩৭
যস্মিন রুষ্টে পর্ব্বতোঽপি সদা এব তৃণায়তে ।
শৈলায়তে তৃণং তুষ্টে ত্বয়ি তস্মিন্মনোঽস্তু মে
পুণ্যাত্মনা যথা পুণ্যে নিজপুত্রে যথা পিতুঃ ।
যথা পত্যৌ সতীনাঞ্চ তথা ত্বয়ি মনোঽস্তু মে ॥
যূনাং চিত্তং যথা যোনৌ লুব্ধানাঞ্চ যথা ধনে ।
ক্ষুধিতানাং যথান্নে চ তথা ত্বয়ি মনোঽস্তু মে ॥
ঘর্ম্মার্ত্তানাং যথা চন্দ্রে শীতার্ত্তানাং যথা রবৌ ।
তৃষ্ণার্ত্তানাং যথা তোয়ে তথা ত্বয়ি মনোঽস্তু মে
যন্ময়া বুদ্ধিহীনেন গুরুস্ত্রীগমনং কৃতম্ ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তং পশ্যতো মম ॥
অবধ্যানাং বধো যশ্চ ময়া মোহবতা কৃতঃ
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তং পশ্যতো মম ॥
বিশ্বাসঘাতনং যচ্চ কৃতমজ্ঞানতো ময়া ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তং পশ্যতো মম ॥
অপেয়পানং বিহিতং যন্ময়া পরমেশ্বর ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তং পশ্যতো মম ॥
যন্ময়াত্যন্তলোভেন পরদ্রব্যং হৃতং সদা ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তং পশ্যতো মম ॥৪৫
ন্যাসাপহরণং যচ্চ ময়া পাপাত্মনা কৃতম্ ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তং পশ্যতো মম ॥
ভ্রূণহত্যা কৃতা যা চ রেতসা সেচনং ভুবি ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তং পশ্যতো মম ॥
পশুযোনৌ তথা তোয়ে যদ্রেতঃসেচনং কৃতম্ ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তং পশ্যতো মম ॥
শরণাপন্নহত্যা চ কৃতা যা চ ময়া প্রভো ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তং পশ্যতো মম ॥
অসত্যবচনং যচ্চ ময়া প্রোক্তং ক্ষণে ক্ষণে ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তং পশ্যতো মম ॥
সদা নিন্দা কৃতা যা চ পরহিংসা চ যা কৃতা ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তং পশ্যতো মম ॥
পরবর্ত্তনভঙ্গো যঃ কৃতো যত্নান্ময়ানিশম্ ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তং পশ্যতো মম ॥
পরলজ্জা কারিতা যা হেতুমাত্রেণ কেনচিৎ ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তং পশ্যতো মম ॥
নষ্টান্নং যন্ময়া ভুক্তং সদা সকলদুঃখদম্ ।

মশকাদি জীবে মমতা সহকারে বর্ত্তমান, যিনি পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী ও দুঃখী জনে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, যিনি রুষ্ট হইলে পর্ব্বতও সদা তৃণায়মান হয়, এবং যিনি তুষ্ট হইলে তৃণও শৈলায়মান হইয়া থাকে, সেই তোমাতে আমার মন বিরাজিত হউক। পুণ্যাত্মগণের পুণ্যে, পিতার পুত্রে, এবং সতী স্ত্রীর নিজ পতিতে যেরূপ মন নিবিষ্ট থাকে, তেমনি তোমাতে আমার মন থাকুক। যুবকের যোনিতে, লোভীর ধনে, ক্ষুধিতের অন্নে, ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তির চন্দ্রে, শীতার্ত্ত জনের সূর্য্যে, এবং তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির জলে যেমন চিত্ত নিবিষ্ট হয়, সেইরূপ আমার মন তোমাতে নিবিষ্ট হউক। আমি বুদ্ধিহীন হইয়া গুরুস্ত্রী গমন করিয়াছি, তোমার দর্শনে আমার সে পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। আমি মোহাপন্ন হইয়া যে অবধ্য বধ করিয়াছি, ভবদ্দর্শনে আমার তৎপাতক ক্ষয় পাইয়া গেল। আমি অজ্ঞানে যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছি, আপনাকে দেখিবা মাত্র তজ্জনিত পাপ ক্ষীণ হইল। হে পরমেশ! আমি যে অপেয় পান করিয়াছি, আর সে জন্য আমার যে পাতক হইয়াছে, আপনার সাক্ষাৎলাভে আমার সে পাতক ক্ষয় প্রাপ্ত হউক। আমি অত্যন্ত লোভবশতঃ যে পরদ্রব্য হরণ করিয়াছি, ভবদ্দর্শনে আমার তৎপাতক ক্ষয় পাইয়া গেল।৩৬—৪৫। আমি পাপাত্মা, পরের যে ন্যাসাপহরণ করিয়াছি, ভ্রূণহত্যা করিয়াছি, ভূতলে রেতঃপাত করিয়াছি, পশুযোনিতে তথা জলে যে রেতঃ সেচন করিয়াছি, শরণাগত ব্যক্তির যে হত্যাসাধন করিয়াছি, আমি যে ক্ষণে ক্ষণে অসত্য বচন প্রয়োগ করিয়াছি, সর্ব্বদা যে পরনিন্দা ও পরহিংসা করিয়াছি, আমি যে সযত্নে সদা পরবৃত্তিচ্ছেদ করিয়াছি, যে কোন কারণে পরকে যে লজ্জা দিয়াছি, সদ্য সকল দুঃখপ্রদ যে নষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়াছি, আমি

তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥৫৪,
অযাজ্যাদানং দেবেন্দ্র গৃহীতং যন্ময়া সদা।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
শ্লেষ্মা চ কললঞ্চৈব ত্যক্তং যত্তদকে ময়া।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
পথি দেবালয়ে গোষ্ঠে মলং মূত্রঞ্চ যৎ কৃতম।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
বনস্পতিগতে সোমে যৎকৃতং তরুঘাতনম।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
অমাবস্যাদিনে যচ্চ ময়া গোবাহনং কৃতম।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
স্নানার্থং ভোজনার্থঞ্চ গচ্ছন যন্তু নিবারিতঃ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥৬০
অভক্তির্বিহিতা যা চ পিতৃমাতৃশ্চ বৈ ময়া।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
অতিথির্গৃহমায়াতঃ পূজিতো ন ময়া প্রভো।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
নিবারণং কৃতং যচ্চ পানার্থং ধাবতাং গবাম
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
একাদশ্যাং সুরশ্রেষ্ঠ যন্ময়া ভোজনং কৃতম।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
দ্বাদশ্যাঞ্চ দশম্যাঞ্চ যচ্চ দিবাভোজনম
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥৬৫
অসমাপ্য পরিত্যক্তং ব্রতমারভ্য যন্ময়া।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
কূটসাক্ষ্যং নিরুক্তং যৎ মিত্রবাৎসল্যতো ময়া।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
ঋতুকালাভিগমনং নিজপত্ন্যাং কৃতং ন যৎ।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
অসংস্কৃতগৃহে যচ্চ ভোজনং বিহিতং ময়া।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
গ্রামযাজকবৃত্তিশ্চ যা ময়া নৃবরে কৃতা।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
বৈষ্ণবং জনমালোক্য কৃতং যন্নাভিবাদনম।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
অমাবস্যাদিনে যামিন্যাং যন্ময়া ভোজনং কৃতম্।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
উচ্ছিষ্টভোজনং যচ্চ ময়া মোহাৎ কৃতং হরে।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
দম্পত্যোর্ভেদনং যচ্চ ময়া পাপাত্মনা কৃতম।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
দানকালে মহাভূয়ঃ প্রত্যূহং যৎ কৃতং প্রভো
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
পৌরাণিককথামধ্যে বিঘ্নো বিহিতো ময়া
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতু ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
দধিদুগ্ধঘৃতাদীনাং বিক্রয়ো যঃ কৃতো ময়া।

যে সদা অযাজ্যাদান গ্রহণ করিয়াছি, মৎকর্ত্তৃক জলে যে শ্লেষ্মা ও কলল পরিত্যক্ত হইয়াছে, আমি পথে দেবালয়ে বা গোষ্ঠমধ্যে যে মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, চন্দ্র বনস্পতিগত হইলে আমি যে তরুচ্ছেদ করিয়াছি, অমাবস্যাদিনে মৎকর্ত্তৃক যে গোবাহন করা হইয়াছে, স্নানার্থ ভোজনার্থে গমনোদ্যত ব্যক্তিকে আমি যে নিবারণ করিয়াছি, পিতা-মাতার প্রতি অভক্তি ও অশ্রদ্ধা করিয়াছি, অতিথি গৃহাগত হইলে আমি যে তাহার পূজা করি নাই, পানার্থ ধাবিত হইলে আমি যে গোদিগকে নিবারণ করিয়াছি, একাদশীদিনে আমি যে ভোজন করিয়াছি, দশমী ও দ্বাদশীতে আমার যে দিবাভোজন করা হইয়াছে, আরব্ধ ব্রত অসমাপ্ত করিয়াছি যে মিত্র বাৎসল্যবশে আমি কূটসাক্ষ্য দিয়াছি, আমি যে পত্নীতে ঋতুকালাভিগমন করি নাই, অসংস্কৃত গৃহে আমি যে ভোজন করিয়াছি, আমি যে গ্রামযাজক-বৃত্তি করিয়াছি, বৈষ্ণবজন দেখিয়া আমি যে অভিবাদন করি নাই, অমাবস্যা-নিশায় আমি যে ভোজন করিয়াছি, মোহবশে আমা দ্বারা যে উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হইয়াছে, আমি পাপাত্মা, দম্পতীদিগের যে ভেদ জন্মাইয়া দিয়াছি, দানকালে আমি যে প্রত্যূহ করিয়াছি, পৌরাণিক কথা মধ্যে মৎকর্ত্তৃক যে বিঘ্নাচরিত হইয়াছে, আমি দধি-দুগ্ধ ঘৃতাদির যে বিক্রয় করিয়াছি, আমি মোহ-

তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতং ভবন্তু পশ্যতো মম ॥
যন্ময়া বিহিত মোহাৎ শূদ্রবাক্যেণ ভোজনম্।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাত ভবন্তং পশ্যতো মম ॥
অশ্বত্থচ্ছেদনং যচ্চ ধাত্র্যাশ্চ ছেদনং কৃতম।
তৎপাতকংক্ষয়ং যাতং ভবন্ত পশ্যতো মম ॥(১)
আশাং দত্বা পরেভ্যশ্চ কৃতা সা নিষ্ফলা ময়া।
তৎপাতক ক্ষয়ং যাতং ভবন্ত পশ্যতো মম ॥
জীবনোপায়দাতা চ কোপান্নির্ভৎসিতো ময়া।
তৎপাতকং ক্ষয় যাত ভবন্ত পশ্যতো মম ॥
আদরেণ ময়া যা চ পরপাপকথা শ্রুতা।
তৎপাতকং ক্ষয় যাত ভবন্ত পশ্যতো মম ॥
দ্বিজাশ্চ যাচকাশ্চৈব কোপদৃষ্ট্যাময়েক্ষিতা।
তৎপাতকং ক্ষয়ং যাতং ভবন্ত পশ্যতো মম ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন বহুজন্মাজ্জিতানি চ।
ক্ষয়ং যাতানি পাপানি ভবন্ত পশ্যতো মম ॥
কৃতার্থোঽহমি কৃতার্থেঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্য জগৎপতে ॥ ৮৮

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাসৌ দ্বিজো ভক্ত্যা পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ।
পপাত জৈমিনে বিষ্ণোশ্চারুপাদাম্বুজদ্বয়ে ॥
স্তবমেবং সমাকর্ণ্য তস্য ভক্তবশো হরিঃ।
তং ভদ্রতনুমিত্যাহ প্রসন্নো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৮৮

শ্রীভগবানুবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভো বৎস তুষ্টোঽহাস্ম তব ভক্তিতঃ
কিমভীপ্সিতং ব্রূহি তত্তে দাস্যামি ক্ষাম্

ভদ্রতনুরুবাচ।

পরমেশ্বর দেবেশ দয়ালো পরমাচ্যুত।
মম সম্প্রাপ্তং যৎপ্রাপ্য কঃ কেন ভুবি লভ্যতে
তথাপি বর বরং নাথ বৃণে তব সন্নিধৌ।
জন্ম জন্মানি মে ভক্তিস্তয়াস্তু সুদৃঢ়া প্রভো ॥
মৎকৃতমিদং স্তোত্রং যং পঠেৎ ভক্তিতো নরঃ
তস্যাভীপ্সিতং সর্ব প্রসন্নস্ত্বং প্রদাস্যসি ॥ ৯১

শ্রীভগবানুবাচ।

দত্তে হয়ৈব বরো বিপ্র কোঽপি নাস্ত্যত্র সংশয়
কিন্তু ত্বয়া সহ প্রস্তুং সখ্যং কর্ত্তুং ময়েষ্যতে ॥৯২
ন মে সেবকযোগ্যোঽসি ভবানস্মিব দ্বিজ।
অত সদা প্রবরং হৃয়া সার্দ্ধং ময়াধুনা ॥৯৩

ক্রমে শূদ্রের আহ্বানে যে ভোজন করিয়াছি, মৎকর্তৃক অশ্বত্থ ও ধাত্রীবৃক্ষের যে ছেদন করা হইয়াছে, আমি যে আদরসহকারে পরনিন্দা শুনিয়াছি, জীবনোপায়দাতাকে আমি যে কোপবশতঃ তিরস্কার করিয়াছি এবং আমি সাদরে যে পরপাপ কথা শুনিয়াছি, ও দ্বিজযাচকদিগকে যে কোপনয়নে দেখিয়াছি, আমার সেই সেই কর্মজনিত পাতক আপনার দর্শনলাভে ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। অধিক কি, আমি জন্মে জন্মে যে প্রভূত পাপ অর্জ্জন করিয়াছি, আপনার দর্শনলাভ করিয়া অদ্য আমার সেই সমস্ত পাতক নষ্ট হইল। আমি কৃতার্থ হইলাম, কৃতার্থ হইলাম, কৃতার্থ হইলাম, নিশ্চিত। হে কৃপাময়! তোমাকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার। ব্যাস কহিলেন, পুলকিতকলেবর দ্বিজ এই বলিয়া বিষ্ণুর চারু পদাম্বুজে পতিত হইল।৮৮—৮৭। ভক্তবৎসল হরি ভক্তের ঐ স্তব শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন। এবং ভদ্রতনুকে কহিলেন,—বৎস! তুমি উঠ উঠ তোমার ভক্তিযোগে আমি তুষ্ট হইয়াছি, তোমার অভিলষিত কি বল। ভদ্রতনু কহিলেন,—হে পরমেশ, দেবাধীশ, কৃপালো, অচ্যুত! আমি সম্প্রতি যাহা লাভ করিয়াছি, ভূতলে কে তাহা লাভ করিতে পারে? তথাপি মুরারে! তোমার সন্নিধানে আমি একটী মাত্র বর প্রার্থনা করিতেছি, হে প্রভো! জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার সুদৃঢ় ভক্তি থাকে। মৎকৃত এই স্তব যে পাঠ করিবে, তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহার অভীষ্ট দান করিও। অনন্তর অচ্যুত বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন,—হে বিপ্র! তোমাকে আমি এইরূপ বরই প্রদান করিলাম, সন্দেহ নাই, পরন্তু তোমার সহিত আমি সখ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তুমি আমার সেবকযোগ্য

(১) শ্লোকে ৯১ কয়িয়ে স্তু।

ব্যাস উবাচ।

ততো নারায়ণো দেবো দয়ালুর্ভক্তবৎসলঃ।
চকার জৈমিনে সখ্যং তেন পুণ্যাত্মনা সহ ॥৯৪
নিজকণ্ঠগতাং মালা দদৌ তস্মৈ মুদা হরিঃ।
সোঽপি বিপ্রো দদে ভক্ত্যা হরয়ে তুলসীস্রজম্
প্রসার্য্য চতুরো বাহূংস্ত্বমালিঙ্গিতবাংস্ততঃ।
স বিপ্রোঽপি মুদা বিষ্ণুং তমালিঙ্গিতবান প্রভুম্
ইত্থং কৃত্বা হরিঃ সখ্যং তেনাগ্রজন্মনা সহ
ভক্তিগ্রাহ্যো জগন্নাথস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৯৭
ততঃ প্রতিদিনং তস্মিন ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে
আরেভে কন্দুকক্রীড়াং হরিস্তেন সহ দ্বিজ ॥৯৮
কদাচিদুর্ব্বলং দৃষ্ট্বা বিপ্রং করুণানয়
উবাচ বাচং বিপ্রং সমিত্রবাৎসল্যাত্ হরিঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

সখে কথং দুর্ব্বলস্ত্বং দৃশ্যসে ত্বং দিনে দিনে
কৃষ্ণাঙ্গো কৃষ্ণকেশশ্চ কথং শুষ্কো ভবাধরে ॥
কেনাপমানিতস্ত্বং হি ধনং কেন হৃতং তব।
হৃদি বা তব কা চিন্তা সখে তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১০

শ্রীভদ্রতনুরুবাচ।

তৎপ্রীত্যৈ জগন্নাথ নিত্যমেব ময়া তপঃ।
ক্রিয়তেঽনেন মে গাত্রং যাতি দুর্ব্বলতাং প্রভো

শ্রীভগবানুবাচ।

যথা তে প্রসন্নোঽস্মি কস্মিংশ্চিন্ন তথা সখে।
কায়ক্লেশং পুনঃ কস্মাৎ করোষি দ্বিজসত্তম ॥
এতৎ দৃষ্ট্বা সমালোক্য যদি মে জায়তে ব্যথা
কায়ক্লেশং সখে জহীহি দ্বিজসত্তম ॥ ১০৪
নিজোত্তরীয়নিজদিব্যবাসঃ
সুবর্ণচামীকরকুণ্ডলাভ্যাম।
সুহস্তবাজদ্বলয়ৈশ্চ বিপ্রং
সখা সুবেশেন চ মণ্ডিতোঽসৌ ॥ ১০৫
কিরীটমানীয় নিজাল্ললাটাৎ
পদ্মাৎ পাদাঙ্গদযুগ্মমেষঃ।
রুদ্রাক্ষমালা নিজকণ্ঠদেশাৎ
তস্মৈ দদৌ বিপ্রবরায় কৃষ্ণঃ ॥ ১০৬

নহ। তুমি আমারই ন্যায় শাশ্বত অতএব তোমার সহিত আমি এক্ষণে সখ্য স্থাপন করিলাম বলিয়া বলিলেন,—হে জৈমিনে! অনন্তর ভক্তবৎসল নারায়ণ পুণ্যাত্মা ভদ্রতনুর সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। এবং প্রীতিভরে স্বীয় কণ্ঠ-মালা তাঁহাকে প্রদান করিলেন দ্বিজ ভদ্রতনুও হরিকে তুলসীমালা প্রদান করিলেন তখন ভগবান স্বীয় বাহুচতুষ্টয় প্রসারিত করিয়া ভদ্রতনুকে আলিঙ্গন দিলেন। ভদ্রতনুও প্রীতি ও ভক্তি সহকারে বিষ্ণুকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে সেই ব্রাহ্মণের সহিত সখ্য করিয়া ভক্তিগ্রাহী হরি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর প্রতিদিন সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে হরি সেই দ্বিজের সহিত কন্দুকক্রীড়া করিতে লাগিলেন। একদিন বিপ্রকে দুর্ব্বল দেখিয়া করুণাময় হরি মিত্র-বাৎসল্য বশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—সখে! দিনে দিনে তোমাকে কেন দুর্ব্বল দেখা যাইতেছে তুমি কৃষ্ণাঙ্গ, কৃষ্ণকেশ তোমার অধরদ্বয়ই বা শুষ্ক কেন? কেহ কি কেহ তোমার অপমান করিয়াছে কে তোমার ধন হরিয়াছে হৃদয়ে তোমার চিন্তাই বা কি হে সখে এ সকল বল ॥৮৮—১০১॥ ভদ্রতনু কহিলেন,—হে জগন্নাথ! তোমার প্রীতির জন্য নিত্যই আমি তপোনুষ্ঠান করি। তাই আমার গাত্র দুর্ব্বল হইয়াছে। ভগবান বলিলেন,—হে সখে আমি যেমন তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি এরূপ আর কাহারও প্রতি হই নাই সুতরাং পুনর্ব্বার কেন তুমি কায়ক্লেশ করিতেছ তোমাকে দুর্ব্বল দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। অতএব হে দ্বিজবর তুমি সমস্ত কায়ক্লেশ পরিত্যাগ কর। এই কথার পর সুরবর কৃষ্ণ নিজ উত্তরীয়, নিজ দিব্য বস্ত্র, নিজ স্বর্ণকুণ্ডল-যুগল এবং নিজহস্তস্থ উজ্জ্বল বলয়দ্বারা এই বিপ্রকে মণ্ডিত করিলেন এবং নিজ ললাট হইতে কিরীট পদযুগ হইতে পাদাঙ্গদযুগল, এবং নিজ কণ্ঠ হইতে রুদ্রাক্ষমালা আনয়নপূর্ব্বক সেই বিপ্রবরকে প্রদান করি-

তৈর্ভূষণৈঃ শ্রীহরিণা প্রদত্তৈ-
বিভূষিতোহয়ং সুকৃতী দ্বিজন্মা।
ক্রীড়েৎ সদা কন্দুককেলিবেত্তা
কৃষ্ণেন কৃষ্ণাম্বুদসুন্দরেণ ॥ ১০৭
তমেকদা ভূষণভূষিতাঙ্গং
তাম্বূলরাগারুণিতৌষ্ঠযুগ্মম্।
দিব্যাম্বরং চারুতরোত্তরীয়ং
স্মেরাননং তত্র দদর্শ দান্তঃ ॥ ১০৮

দান্ত উবাচ।

ভদ্র ভদ্রতনোহদ্যাপি পাপদৃষ্টিং ন মুঞ্চসি।
বিষয়েহত্যনুরক্তস্ত্বং পূর্ব্বস্মাদপি দৃশ্যসে ॥১০৯
ধিক ত্বাং মহাজড়ং দুষ্টং সর্ব্বদা পাতর্কপ্রিয়ম।
শিক্ষিতোহপি ময়া যত্নাৎ পূর্ব্বদৃষ্টিং ন মুঞ্চসি।
দৃষ্ট্বাপি ভবতঃ কার্য্যং নিন্দিতং সকলৈর্জনৈ
শিষ্যঃ কৃতস্ত্বং যস্মান্মে সর্ব্বমেব হি দূষণম ॥
হংস্যশ্চদ্মশীলশ্চ নির্দ্দয়ঃ পাপতৎপরঃ।
গুরুকীর্ত্তিবিনাশী চ পঞ্চৈতে শিষ্যপাংসনা ॥
অভক্তো বহুভাষী চ তথা চঞ্চলমানসং।
পরোক্ষে গুরুনিন্দাকৃৎ প্রোক্তাঃশিষ্যাধমা ইমে
চরিত্রমুত্তমং জ্ঞাত্বা শিষ্যঃ কার্য্যো বিচক্ষণৈঃ।
ততোহপি দুর্জ্জনো বিদ্বান গুরুণামপকীর্ত্তয়ে ॥
কীর্ত্তিদেতি চ যা বিদ্যা নিরুক্তা তত্ত্বদর্শিভিঃ।
সৈব দুর্জ্জনগা সদ্যো গুরোর্হন্তি যশস্তনুম ॥
পাপিভ্যঃ পুণ্যকর্ম্মাণি ন রোচন্তে কদাপি চ।
ন রোচতে মক্ষিকাভ্যঃ সুগন্ধং চন্দনং যথা ॥
যথা মিষ্টান্নপানেন ন হি তৃপ্যন্তি গর্দ্দভাঃ।
দুর্জ্জনা ন হি তৃপ্যন্তি তথা ধর্ম্মস্য চর্চ্চয়া ॥১১৬
অপকীর্ত্তিভয়াল্লক্ষ্মীর্ধর্ম্মশ্চ সর্ব্বকামদঃ।
কদাচিন্ন ভজেদ্দুষ্টং ভজেদ্বা গচ্ছতি ক্ষয়ম্ ॥১১৭
প্রতিজন্মকৃতাভাগ্যো লভতে নোত্তমাং গতিম্
কদাচিল্লভতে বাপি তদা তাং হরতে বিধিঃ ॥

ভদ্রতনুরুবাচ।

সত্যং ব্রবীষি বিপ্রেন্দ্র নীতিশাস্ত্রবিশারদ।
ময়া শিষ্যেণ তে কাপি নাপকীর্ত্তির্ভবিষ্যতি ॥
ত্বৎপ্রসাদাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাভিলষিতং মম।

লেন। শ্রীহরিপ্রদত্ত সেই সকল ভূষণ দ্বারা বিভূষিত হইয়া সেই প্রভূত পুণ্যশালী কন্দুককেলিবেত্তা দ্বিজন্মা কৃষ্ণাম্বুদসুন্দর কৃষ্ণের সহিত সতত কন্দুকক্রীড়া করিতে লাগিলেন। একদা দান্ত তথায় ভদ্রতনুকে ভূষণ-ভূষিতাঙ্গ, তাম্বূলরাগে অরুণিতোষ্ঠ [illegible]গল, দিব্যাম্বরধৃত চারুত্তরীয়, এবং স্মেরানন [দ]র্শন করিলেন। দান্ত বলিলেন, বৎস ভদ্রতনো! তুমি অদ্যাপি পাপদৃষ্টি মোচন কর নাই, এখন তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষয়ানুরক্ত দেখিতেছি। তুমি দুষ্ট, মহামূর্খ, পাতর্কপ্রিয়, ধিক তোমায় আমি যত্নপূর্ব্বক তোমায় শিক্ষা[দি]লও তুমি পূর্ব্ব দৃষ্টি পরিত্যাগ কর নাই। তোমার কর্ম্ম দেখিয়া সকল লোকেই নিন্দা করিতেছে। তোমাকে আমি শিষ্য করিয়াছি, সুতরাং সমস্তই আমার নিন্দাই হইয়াছে। অহঙ্কারী, ছদ্মশীল, নির্দ্দয়, পাপনিরত, গুরুকীর্ত্তিনাশী, এই পাঁচজন শিষ্য নিন্দনীয়। অভক্ত, বহুভাষী, বিকলচিত্ত, পরোক্ষে গুরুনিন্দাকারী, এই সকল শিষ্যাধম বলিয়া কথিত। উত্তম চরিত্র জানিয়া বিচক্ষণেরা শিষ্য করিবেন। দুর্জ্জন বিদ্যালাভ করিয়া গুরুর অপকীর্ত্তি করে। তত্ত্বদর্শিগণ যে বিদ্যাকে কীর্ত্তি-দায়িনী বলেন, তাহাই দুর্জ্জনগা হইয়া সদ্য গুরুর যশংশরীর নাশ করে। পাপীদিগের পুণ্যকর্ম্মে অভিরুচি হয় না। যেমন সুগন্ধ চন্দনে মক্ষিকাদিগের রুচি জন্মে না, এবং মিষ্টান্নপানে যেমন গর্দ্দভেরা তৃপ্ত হয় না, তেমনি দুর্জ্জনেরাও ধর্ম্মচর্চ্চায় তৃপ্তিলাভ করে না। ১০৯—১১৬। লক্ষ্মী এবং সর্ব্বকামপ্রদ ধর্ম্ম অপকীর্ত্তিভয়ে দুষ্ট জনকে ভজনা করেন না, যদি করেন, তবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অভাগ্যজন কোন জন্মেই উত্তমা গতি লাভ করে না, যদিও কখন লাভ করে, তবে বিধি তাহা হরণ করেন। ভদ্রতনু কহি-লেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি নীতিশাস্ত্র-বিশারদ, সুতরাং সত্যই বলিয়াছেন। কিন্তু মাদৃশ শিষ্য দ্বারা আপনার কোনই অপ-

সিদ্ধিং প্রতি গতং যস্মাৎ ত্বমেকো ভুবি দুর্লভঃ

দান্ত উবাচ।

কিন্তেহভিলষিতং ভদ্র সিদ্ধিং প্রতিগতং কদা।
অচিরেণৈব তপসা কথমুদযাপনং কৃতম্ ॥১২২

ভদ্রতনুরুবাচ।

অল্পশ্রমৈরপি প্রাপ্তং ময়া সন্দর্শনং হরেঃ।
তস্যাজ্ঞয়া গুরো ত্যক্তং ময় নিত্যক্রিয়াদিকম্ ॥
নিজোত্তরীয়ং রক্ষক্ষ সুবর্ণকুণ্ডলদ্বয়ম্ ।
স্বহস্তবলয়ঞ্চাপি স্বললাটকিরীটকম্ ॥ ১২৩
নিজপাদতুলাকোটি নিজমুক্তাবলিং তথা
দদৌ মে ভগবান্ বিষ্ণুঃ [illegible] জমঙ্গল ॥
[illegible] সহ [illegible] সখা [illegible]
করোমি কন্দুকক্রীড়াং [illegible] সহানিশম্
[illegible] মে বচনং শ্রুত্বা [illegible]
প্রতীতং মানবাঃ প্রোক্তং [illegible] সন্নিধৌ
এতদাশ্চর্য্যবাক্যং [illegible] দ্বিজ।
উবাচ পরমং প্রী[illegible] ॥

কীর্ত্তি হইবে না [illegible] দ্বিজ [illegible] পনার প্রসাদে আমার সর্ব্বাভীষ্টই সিদ্ধ হইয়াছে। যে হেতু ভূতলে আপনিই একমাত্র লভ। দান্ত কহিলেন,—ভদ্র! তোমার যখন অভীষ্ট করে সিদ্ধ হইয়াছে [illegible] অল্পকালের মধ্যেই কিরূপে তুমি তপস্যার উদ্‌যাপন করিলে? ভদ্রতনু কহিলেন, আমি অল্প শ্রমেই হরির সন্দর্শন [illegible] ছি। হে গুরো! ভাগবত আজ্ঞায় আমি [illegible] ক্রিয়াদি ত্যাগ করিয়াছি। [illegible] বিষ্ণু মৎপ্রতি সুপ্রীত হইয়া নিজের উত্তরীয়, সুবর্ণ কুণ্ডলযুগল, হস্তবলয়, কিরীট, পদ-তুলাকোটি ও মুক্তাবলী আমায় প্রদান করিয়াছেন সেই সেবকতঃখহারী হরি আমার সহিত সখ্যস্থাপন করিয়াছেন। হে গুরো! তাঁহার সহিত আমি রাত্রিদিন কন্দুকক্রীড়া করি। আমার এই বচন শুনিয়া যদিও মানবগণ প্রত্যয় না করুক, তথাচ আপনার নিকট আমি বলিলাম। হে দ্বিজ! ভদ্রতনুর এই আশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ

দান্ত উবাচ।

সপ্তবর্ষসহস্রাণি ভক্ত্যা পরময়া ময়া।
আরাধিতোহপি মে বিষ্ণুর্ন দদৌ দর্শনং সকৃৎ
অহো বিষ্ণুং সমারাধ্য পক্ষাহান্তেব সত্তম।
ত্বয়া তদ্দর্শনং প্রাপ্তং দেবৈরপি সুদুর্লভম্ ॥১২৮
ধন্যোহসি ত্বং কৃতার্থোহসি সাক্ষাদেব ত্বমচ্যুতঃ
যস্ত্বয়া সহ স্বামী প্রেম্না সখ্যং চকার সঃ ॥ ১২৯
যদা ময়ি তব স্নেহো বিদ্যতে দ্বিজসত্তম।
তদা কথয় মে বিপ্র দুর্লভং বিষ্ণুদর্শনম্ ॥ ১৩০

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তো গুরুণা বিপ্রো জৈমিনে নিজমাশ্রমম্
জগাম বিস্মিতো ধীমান স চ বিষ্ণুপরায়ণঃ ॥
অথান্যস্মিন দিনে কৃত্বা কন্দুকক্রীড়নং দ্বিজ।
উবাচেদং জগন্নাথং দয়ালুং বিনয়ান্বিতঃ ॥১৩১

ভদ্রতনুরুবাচ।

গুরুর্মম [illegible] তব দর্শনমিচ্ছতি।
কাঙ্ক্ষ [illegible] দয়ালো কমলাপতে ॥
এবমুক্তে বিপ্রোহসৌ তব পদ্মনিভেক্ষণ।

— —

করিয়া পরম দান্ত প্রীতিভরে তাঁহাকে বলিলেন,—আমি সপ্তসহস্রবর্ষ পরম ভক্তির সহিত আরাধনা করিলেও বিষ্ণু আমাকে একবারও দর্শন দিলেন না। আহা, তুমি পক্ষাহ মাত্র বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তদীয় দেবদুর্লভ দর্শনলাভ করিলে। ধন্য তুমি, কৃতার্থ তুমি, তুমিই সাক্ষাৎ অচ্যুত। যেহেতু সেই প্রভু প্রেমবশে তোমার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছেন। হে দ্বিজবর! যদি মৎপ্রতি তোমার স্নেহ থাকে, তবে আমাকে সেই দুর্লভ বিষ্ণুদর্শন করাও। ১১৭—১৩০। ব্যাস বলিলেন,—হে জৈমিনে! গুরু এই কথা কহিলে বিষ্ণুপরায়ণ ধীমান্ ভদ্রতনু সবিস্ময়ে নিজাশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর অন্য দিন কন্দুকক্রীড়া করিয়া দয়ালু জগন্নাথকে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে দেবেন্দ্র! আমার গুরু আপনার দর্শনলাভ ইচ্ছা করেন, হে দয়ালো কমলাপতে! আপনার এবিষয়ে কি আজ্ঞা বলুন?

অতস্তস্মৈ সুরশ্রেষ্ঠ দর্শনং দাতুমর্হসি ॥ ১৩৮

শ্রীভগবানুবাচ।

অনেকজন্ম বিপ্রেন্দ্র ভক্ত্যা পরময়া ত্বয়।
পূজিতোঽহমতো দত্তং দর্শনং তে ময়াধুনা ॥
কতিচিদ্দিবসান দান্তো মামভ্যর্চ্চ্য দ্বিজোত্তম।
অদৃশ্যং দৈবতৈশ্চাপি স কথ দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥১৩৬
মম সোঽপি মহাভক্তো মৎসপর্য্যাপরায়ণং।
মম সন্দর্শনং তস্মাৎ কদাচিদ্দ্বিজ লপ্স্যতি ॥১৩৭

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা স বিপ্র কমলাপতে
ইত্যুবাচ পুনর্ভক্ত্যা কেশব ক্লেশনাশনম ॥১৩৮

ভদ্রতনুরুবাচ।

অনুগ্রহোঽস্তি তে দেব যদা ময়ি জগৎপতে
তদা মে গুরবে দেহি দর্শনং ভক্তবৎসল ॥ ১৩৯
অযাচত গুরুদেব তব দর্শনদক্ষিণাম
প্রভো মে গুরবে দত্ত্বা দর্শনং পাহি মা হরে

শ্রীভগবানুবাচ

যদা নূনং ত্বয়োৎসৃষ্টা মৎসন্দর্শনদক্ষিণা
তদা গুরুং সমানীয় দর্শনং মম কারয় ॥ ১৪১
ইত্যাজ্ঞপ্তস্ততস্তেন গুরোরাশ্রমমুত্তমম।
যযৌ ভদ্রতনুঃ প্রীত্যা পুনঃ স গুরুণাগতঃ ॥
তস্মিন বিপ্রে সমায়াতে দান্তে গুরুবরে হরিঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস সর্ব্বলক্ষণসংযুতম ॥ ১৪৩
ততো হরিং সমালোক্য সবিপ্রো হরিভক্তিকৃৎ
বদ্ধাঞ্জলিস্সমস্তৌষীদ্ধর্ষবাষ্পবিলোচনঃ ॥ ১৪৪

দান্ত উবাচ।

দয়ালো কমলাকান্ত শরণাগতপালক।
নমস্তুভ্যং হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং নমো নমং ॥১৪৫
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ।
অদ্য মে সফলং সর্ব্ব প্রাপ্ত তে দর্শনং যতঃ
পর্ব্বমালোচিতং যদ্বচন শ্রীপতে মম।
সিন্ধুকোটিগভীরস্য প্রস্তুত পুরতস্তব ॥ ১৪৭
স্তোত্রং নাস্তি স সারে বাগীশস্য জগৎপতেঃ

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! ঐ বিপ্র আপনার একান্ত ভক্ত, অতএব হে সুরবর! তাঁহাকে দর্শন দান করুন। ভগবান বলিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি বহুজন্ম যাবৎ পরমভক্তি সহকারে আমার পূজা করিয়াছ, তাই তোমায় অধুনা দর্শন দিয়াছি। হে দ্বিজবর! আমি দেবগণেরও অদৃশ্য, তোমার গুরু দান্ত কতিপয় দিবস আমাকে অর্চ্চনা করিয়া কিরূপে দর্শনলাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? সত্য বটে, তিনিও আমার মহাভক্ত এবং আমারই পূজানিরত, অতএব তাঁহাকে আমি কদাচিৎ দর্শনদান করিব। ব্যাস বলিলেন,—সেই বিপ্র কমলাপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় ভক্তের ক্লেশনাশন কেশবকে বলিলেন,—হে জগৎপতি দেব! আমার প্রতি যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে তবে আমার গুরুকেও দর্শনদান করুন। হে ভক্তবৎসল দেব! আমার গুরু আপনার সাক্ষাৎকাররূপ দক্ষিণাই প্রার্থনা করিতেছেন। হে প্রভো হরি! আমার গুরুকে দর্শনদান করুন। ভগবান বলিলেন—যদি তুমি গুরুকে আমার সন্দর্শনরূপ দক্ষিণা প্রদান কর, তাহা হইলে তোমার গুরুকে আনিয়া আমার দর্শনদান করাও। ভদ্রতনু এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া প্রীতিভরে গুরুর আশ্রমে গমন করিল। গুরু পুনরায় তাহার সহিত আসিলেন। গুরুবর দান্ত উপস্থিত হইলে হরি তাঁহাকে সর্ব্বসুলক্ষণযুত আত্মদর্শন করাইলেন। অনন্তর হরিকে সন্দর্শন করিয়া সেই হরিভক্ত দান্ত হর্ষবাষ্পাকুলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন।১৩৮—১৪৪। দান্ত কহিলেন,—হে দয়ালো কমলাকান্ত! আপনি শরণাগতপালক, আপনাকে নমস্কার। হে বরদ হৃষীকেশ! আপনাকে নমস্কার। আপনার দর্শনলাভে অদ্য আমার জন্ম সফল, তপস্যা সফল, সমস্তই সফল। হে শ্রীপতে! পূর্ব্বে আমি যে যে রূপ বচন আলোচনা করিয়াছি, আপনি সিন্ধুকোটী গভীর, আপনার অগ্রে তাহা প্রস্তুত হইয়াছে। হে জগৎপতে! আপনি বাগধিপতি, সংসারে এমন স্তোত্র নাই, যাহা

যেন স্তোত্রেণ ত্বৎপ্রীতিং জনয়িষ্যামি চেতসি
রক্ষ রক্ষ প্রভো রক্ষ মা প্রসীদ জগৎপতে।
ত্বদ্দাসদাসদাসানাং দাসত্বেনাপি মাং কুরু ॥১৪৯
শ্রীব্যাস উবাচ
ততঃ প্রহস্য দেবেশো ভক্তিগ্রাহী দয়াময়ঃ
করারবিন্দং তন্মূর্দ্ধ্নি দত্ত্বা প্রাহেদং জৈমিনে ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
মদ্ভক্তোঽসি দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তং মদ্দর্শনং ত্বয়া
মৎপ্রসাদেন ভদ্রং তে সর্ব্বমেব ভবিষ্যতি ॥
প্রেম্ণা দান্তং সমালিঙ্গ্য ততো ভদ্রতনুং স্বয়ম্
তত্রৈবান্তর্দ্দধে বিষ্ণুঃ সহসা পরমেশ্বরঃ ॥ ১৫০
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে রম্যে দুর্লভে পুরুষোত্তমে।
ক্রিয়াযোগেন হরিং যষ্ট্বা দান্তস্তৎপুরমাযযৌ ॥১৫১
সোঽপি ভদ্রতনুর্বিপ্রো হরিভক্তিপরায়ণঃ
আয়ুষোঽন্তে যযৌ মোক্ষং দেবানামপি দুর্লভম্
ব্যাস উবাচ
একাহমপি যো ভক্ত্যা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্
বহুজন্মকৃতং পাপং প্রীতস্তস্য হরেদ্ধরিঃ ॥ ১৫২

অদ্যাপি ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যা অপি জৈমিনে
প্রভাবং নহি জানন্তি হরিভক্তস্য ভূতলে ॥ ১৫৫
কর্ম্মভূমিরিয়ং বিপ্র স্বর্গাদপি সুদুর্ল্লভা।
যত্র বিষ্ণুং সমভ্যর্চ্চ্য মর্ত্ত্যাঃ স্যুঃ সুরবন্দিতাঃ ॥
শক্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে স্বপুণ্যক্ষয়ভীরবঃ।
অন্যোন্যং মন্ত্রয়ন্তি জল্পন্তি অনিশঞ্চ দ্বিজোত্তম ॥১৫৭
ভূয়ো বা গমিষ্যামঃ কর্ম্মভূমিং কদা বয়ম্।
বয়ং তত্র করিষ্যামঃ পূজাং শ্রীকমলাপতেঃ ॥
ধন্যা হ্যমী ইমে লোকা অস্মত্তোঽপি মহাশয়াঃ।
যে ভারতে বর্ষে পূজয়ন্তি হরিং প্রভুম্ ॥১৫৯
অহো ভারতবর্ষস্য কঃ শক্তো গুণভাষণে।
যত্রারাধ্য হরিং পূর্ব্বং বয়ং দেবত্বমাগতাঃ ॥ ১৬০
ইত্থং দেবগণাঃ সর্ব্বে বাসবাদ্যা দ্বিজোত্তম।
নিত্যং ভারতভূভাগং প্রশংসন্তি শুভপ্রদম্ ॥
অত্র জন্ম সমাসাদ্য যেন নারাধিতো হরিঃ।
তত্তুল্যো মূঢ় সংসারে কোঽপি দৃষ্টঃ শ্রুতো নচ
সত্যং সত্যং পুনরপি ময়া গদ্যতে সত্যমেতদ্

দ্বারা আপনার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারি। হে কমলাকান্ত! প্রসন্ন হও, আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর। তোমার দাসদাসের দাসত্বে আমায় বরণ করিয়া লও। ব্যাস বলিলেন। হে জৈমিনে! অনন্তর ভক্তিগ্রাহী দয়াময় দেবদেব হাস্য করিয়া তাঁহার মস্তকে করপদ্ম প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, হে দ্বিজবর! তুমি আমার ভক্ত, তাই আমার দর্শনলাভ করিয়াছ, আমার প্রসাদে তোমার সমস্তই মঙ্গলময় হইবে। ভগবান বিষ্ণু প্রেমভরে দান্তকে তৎপরে ভদ্রতনুকে আলিঙ্গন করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন। সেই রমণীয় পুরুষোত্তমাখ্য দুর্লভক্ষেত্রে ক্রিয়াযোগ দ্বারা হরিকে অর্চ্চনা করিয়া দ্বিজ দান্ত হরিপুরে প্রয়াণ করিলেন। হে বিপ্র! সেই সদা বিষ্ণুভক্তিরত ভদ্রতনুও আয়ুঃশেষে দেবদুর্লভ মোক্ষলাভ করিলেন। ব্যাস বলিলেন,—জৈমিনে! যে জন একদিনও ভক্তিভরে বিষ্ণুপূজন করে, হরি প্রীত হইয়া তাহার বহু জন্মার্জ্জিত পাপ

হরণ করে। ব্রহ্মাদি ত্রিদশগণ অদ্যাপি ভূতলস্থ বিষ্ণুভক্তের প্রভাব জানেন না। হে বিপ্র! এই কর্ম্মভূমি স্বর্গাদপি সুদুর্লভা। যথায় মর্ত্ত্যগণ বিষ্ণুপূজা করিয়া দেববন্দিত হইয়া থাকে। শক্রাদি ত্রিদশগণ স্বীয় পুণ্যক্ষয়ে ভীত হইয়া পরস্পর এইরূপ জল্পনা করিয়া থাকেন যে কবে আমরা পুনর্বার কর্ম্মভূমিতে গমন করিব! এবং কবে তথায় গিয়া কমলাপতির পূজা করিব! এই লোকগণ অতি ধন্য ইহারা আমাদের অপেক্ষাও মহাশয়, কেননা দুর্লভ ভারতে ইহারা জগৎপ্রভুর অর্চ্চনা করে। অহো ভারতবর্ষের গুণবর্ণনে কে সমর্থ? আমরা এই ভারতবর্ষে থাকিয়াই পূর্ব্বে হরির আরাধনা করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছি। হে ভূদেব! বাসবাদি দেবগণ এইরূপে নিতাই শুভপ্রদ ভারত-ভূখণ্ডের প্রশংসা করিয়া থাকেন! যেথায় জন্ম লাভ করিয়া যে নর হরির আরাধনা করে না, সংসারে তাহার তুল্য মূঢ় কেহ দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। আমি নিত্য

বিশ্বাত্মানং সকৃদপি হরিং মানবা যেঽর্চ্চয়ন্তি।
তেঽপ্যেকান্তং দ্বিজ সুদৃঢ়য়া কম্মভূমৌ চ ভক্ত্যা
মুক্তাঃ পাপৈঃ স্বকবরচিতৈর্যান্তি কৈবল্যমাশু॥
ইতি শ্রীপাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে হরিপূজা
বর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

তীর্থশ্রেষ্ঠমিতি প্রোক্তং যত্ত্বয়া পুরুষোত্তম।
তন্মাহাত্ম্যং গুরো ব্রূহি যদি মে ময্যনুগ্রহঃ॥১
ব্যাস উবাচ
পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যং সমাসেন শৃণু দ্বিজ।
সম্যগ্বক্তুং জগত্যস্মিন কঃ শক্তো বিষ্ণুনা বিনা
লবণাম্ভোনিধেস্তীরে পুরুষোত্তমসংজ্ঞকম্।
পুরং তদব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ স্বর্গাদপি সুদুর্লভম্॥ ৩
স্বয়মস্তি পুরে তস্মিন যতঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
পুরুষোত্তমমিত্যুক্তং তস্মাত্তন্নাম কোবিদৈঃ॥৪

ক্ষেত্রং তদ্দুর্লভং বিপ্র সমন্তাদ্দশযোজনম্।
তত্রস্থা দেহিনো দেবৈদৃশ্যন্তে চ চতুর্ভুজাঃ॥
প্রবিশন্তস্তু তৎক্ষেত্রং সর্ব্বে স্যুর্বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ।
তস্মান্নবিচারণা তত্র ন কর্ত্তব্যা বিচক্ষণৈঃ॥
চণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রান্নমগ্রজৈঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যতস্তত্র চণ্ডালোঽপি দ্বিজোত্তম॥৭
তত্রান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দ্দনঃ।
তস্মাত্তদন্নং বিপ্রর্ষে দেবৈরপি সুদুর্লভম্॥ ৮
হরিভুক্তাবশিষ্টং তৎ পবিত্রং ভুবি দুর্লভম্।
অন্নং যে ভুঞ্জতে মর্ত্ত্যাস্তেষাং মুক্তির্ন দুর্লভা॥
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে তদন্নমতিদুর্লভম্।
ভুঞ্জতে নিত্যমাগত্য মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা॥ ৯
যস্য রমতে চিত্তং তস্মিন্নন্নে সুদুর্লভে।
তমেব বিষ্ণুদ্বেষ্টারং প্রাহুঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ॥১০
পবিত্রং ভুবি সর্ব্বত্র যথা গঙ্গাজলং দ্বিজ।
তথা পবিত্রং সর্ব্বত্র তদন্নং পাপনাশনম্॥ ১১
তদন্নং কোমলং দিব্যং যদ্যপি দ্বিজসত্তম।

করিয়া বলিতেছি, এ সংসারে বিশ্বাত্মা হরিকে যাহারা সুদৃঢ় ভক্তিভরে একবারও অর্চ্চনা করে, তাহারা স্বোপার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই কেবলা প্রাপ্ত হয়। ১৪৫—১৬৩।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৭

অষ্টাদশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—হে গুরো! আপনি যে পুরুষোত্তম নামক শ্রেষ্ঠ তীর্থের কথা কহিলেন, মৎপ্রতি অনুগ্রহ থাকিলে তাহার মাহাত্ম্য এক্ষণে বলুন। ব্যাস বলিলেন, হে দ্বিজ! সংক্ষেপে পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। এ জগতে বিষ্ণু বিনা কে তাহা সম্যক্ বর্ণন করিতে পারে? হে বিপ্রবর! লবণাম্বুধির তীরে পুরুষোত্তম নামক তীর্থ স্বর্গাপেক্ষাও সুদুর্লভ। তথায় স্বয় শ্রীপুরুষোত্তম দেব বিরাজমান। তাই উহাকে নামনিরুক্তিজ্ঞ পণ্ডিতগণ পুরুষোত্তম নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ঐ দুর্লভ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে দশযোজন বিস্তৃত। তত্রত্য দেহীদিগকে দেবগণ চতুর্ভুজ দেখিয়া থাকেন। সেই ক্ষেত্রে প্রবেশকারী সমস্ত ব্যক্তিই বিষ্ণুমূর্ত্তি, সুতরাং বিচক্ষণেরা তথায় কোনও অন্নবিচার করিবেন না। চণ্ডালসংস্পৃষ্ট অন্নও তথায় দ্বিজন্মাদিগের গ্রাহ্য। যেহেতু তথায় চণ্ডালই কি আর দ্বিজই কি সকলই সাক্ষাৎ বিষ্ণু। যথায় লক্ষ্মী স্বয় অন্নপাচিকা, আর ভোক্তা স্বয়ং জনার্দ্দন। অতএব তত্রত্য অন্ন দেবগণেরও দুর্লভ। ঐ হরিভুক্তাবশিষ্ট অন্ন পবিত্র ও ভূতলদুর্লভ। যে সকল মর্ত্ত্য ঐ অন্ন ভক্ষণ করে, মুক্তি তাহাদের দুর্লভ নহে। ব্রহ্মাদি ত্রিদশগণ সেই অতি দুর্লভ অন্ন নিত্য আসিয়া ভোজন করেন। মানুষগণের আর কথা কি? সেই সুদুর্লভ অন্নে যাহার চিত্ত রত হয় না, মহর্ষিগণ তাহাকে বিষ্ণুদ্বেষী বলিয়া থাকেন। ১—১০। গঙ্গাজল যেমন ভূতলে সর্ব্বত্রই পবিত্র, ঐ অন্নও সেইরূপ সর্ব্বত্র পবিত্র। হে দ্বিজসত্তম! যদ্যপি ঐ

তথাপি বজ্রতুল্যং স্যাৎ পাপপর্ব্বতদারণে ॥ ১২
পূর্ব্বার্জ্জিতানি পাপানি ক্ষয়ং যান্তি যস্য বৈ।
ভক্তিঃ প্রবর্ত্ততে তস্মিন্নন্নে তস্য সুদুর্লভে ॥ ১৩
বহুজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং যস্য যাস্যতি সংক্ষয়ম্।
তস্মিন্নন্নে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্য ভক্তিঃ প্রবর্ত্ততে ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য সরসি মার্কণ্ডেয়হ্রদে তথা।
রোহিণ্যাঞ্চ সমুদ্রে চ শ্বেতগঙ্গাজলেঽপি চ ॥ ১৫
স্নানং কুর্ব্বন্তি যে মর্ত্ত্যা ভক্তিভাবসমন্বিতাঃ।
তেষাং ন বিদ্যতে জন্ম পুনরস্মিন মহীতলে ॥
লবণাম্ভোনিধেস্তোয়ৈঃ পিতরস্তর্পিতা দ্বিজ।
সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তা ব্রজন্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ১৭
তীর্থরাজং সমুদ্রোঽসৌ কীর্ত্তিতস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
তস্মাত্তত্র কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বমেবাক্ষয়ং ভবেৎ ॥১৮
পিতৃশ্রাদ্ধং তথা দানং ভগবচ্চরণার্চ্চনম্।
জপং যজ্ঞং তথান্যচ্চ তস্মিন ক্ষেত্রে মনোরমে
যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতে মর্ত্ত্যা বিষ্ণুপ্রীণনহেতবে।
সর্ব্বমেবাক্ষয়ং তচ্চ ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১
বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ কমলেক্ষণম্।
যে মানবাঃ প্রপশ্যন্তি তেষাং মুক্তির্ন দুর্লভা।
অদৃষ্ট্বা শ্রীজগন্নাথং সুভদ্রাঞ্চ বলং তথা।
মোক্ষং ন লভতে মর্ত্ত্যঃ কুর্ব্বন পুণ্যশতান্যপি
তত্র বেত্রপ্রহারেণ শরীরং যস্য লোহিতম্।
কুর্ব্বন্তি বন্দনং তস্য দেবা শক্রাদয়োঽপি চ ॥
স্থিত্বান্তরীক্ষে শক্রাদ্যাঃ সর্ব্বে দেবগণা অপি
বিমানচারিণোঽন্যোন্যং বদন্তীত্যতিহর্ষিতাঃ ॥
কদা মানুষ্যমস্মভ্যং দাস্যতি শ্রীজগৎপতিঃ।
মনুষ্যা ইব যাস্যামঃ কদা দ্রষ্টুং জগৎপতিম্ ॥২৫
কদা বেত্রপ্রহারেণ ক্ষেত্রেঽস্মিন পুরুষোত্তমে
ভবিষ্যন্ত্যস্মদীয়ানি লোহিতানি বপূংষি চ ॥
বাসবাদ্যাঃ সুরা ইত্থং তস্মিন ক্ষেত্রে শুভপ্রদে
সদা বেত্রপ্রহারাংশ্চ বাঞ্ছন্তি দ্বিজসত্তম ॥ ২৭
তত্রাক্ষয়ং বটং যস্তু ভক্ত্যা পশ্যতি মানবঃ।
কোটিজন্মকৃতৈঃ পাপৈর্মুক্তো যাতি পরাং গতিম্
সুভদ্রাং বলদেবঞ্চ জগন্নাথং শুভপ্রদম্।
শ্বেতমাধবদেবেশং মার্কণ্ডেয়েশ্বরং তথা ॥ ২৯

অন্ন দিব্য কোমল, তথাপি পাপপর্ব্বত দারণে ঐ অন্ন বজ্রের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ যাহার ক্ষয় হইয়াছে, তাহারই ঐ অন্নে ভক্তি জন্মে। বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্য যাহার ক্ষয় হইয়াছে, তাহারই ঐ অন্নে ভক্তি জন্মে না। ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে, মার্কণ্ডেয়হ্রদে রোহিণীতে, সমুদ্রে ও শ্বেতগঙ্গাজলে যে সকল মর্ত্ত্য ভক্তিভাবসমন্বিত হইয়া স্নান করে, তাহাদের মহীতলে আর জন্ম হয় না। লবণাম্ভোনিধির তোয়ে পিতৃপুরুষদিগকে যাহারা তর্পিত করে, তাহারা সর্ব্বক্লেশ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী জনগণ তত্রত্য সমুদ্রকে তীর্থরাজ বলেন, এজন্য ঐ স্থানের কৃত-কর্ম্ম সমস্ত অক্ষয় হয়। পিতৃশ্রাদ্ধ, দান, ভগবচ্চরণার্চ্চন, জপ, যজ্ঞ ও অন্যান্য কর্ম্ম যদি মানবগণ বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত ঐ ক্ষেত্রে করে, তাহা হইলে উক্ত সমস্ত কর্ম্ম অক্ষয় হয়, সংশয় নাই। বলভদ্র, সুভদ্রা ও জগন্নাথকে যে মানব দর্শন করে, তাহাদের কিছুই দুর্লভ নাই। শ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্রকে না দেখিলে শত পুণ্য করিলেও মানব মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। ঐ ক্ষেত্রে বেত্রপ্রহারে যাহার শরীর লালবর্ণ হয়, শক্রাদি দেবগণ তাহার বন্দনা করেন। শক্রাদি দেবগণ বিমানে অন্তরীক্ষে থাকিয়া হর্ষের সহিত বলেন যে, শ্রীজগৎপতি কবে আমাদিগকে মনুষ্যত্ব প্রদান করিবেন, কবে আমরা মানবগণের মত জগৎপতিকে দর্শন করিতে যাইব? কবে আমাদের চক্ষু পুরুষো-ত্তমক্ষেত্রে বেত্রপ্রহার খাইয়া লালবর্ণ হইবে? হে দ্বিজসত্তম! বাসবাদি সুরগণ এইরূপে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বেত্রপ্রহারও বাঞ্ছা করেন। যে মানব তত্রত্য অক্ষয় বট ভক্তির সহিত দর্শন করে, সে কোটি-জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদে গমন করিয়া থাকে।১১-২৮। সুভদ্রা, বলদেব, জগন্নাথ, শ্বেতমাধবদেবেশ, মার্কণ্ডেয়েশ্বর,

যমেশ্বরং হনূমন্তং তথাক্ষয়বটং পুনঃ। (১)
পশ্যন্তি ভক্ত্যা যে মর্ত্ত্যাস্তেষাং মুক্তির্হি শাশ্বতী
জ্ঞানং সম্প্রাপ্য তত্রৈব মোক্ষং যান্তি সুদুর্লভম
চৈত্রকে মাসি বারুণ্যাং যো জগন্নাথমীক্ষতে।
স মৃতঃ প্রবিশেদ্দেহং জগন্নাথস্য জৈমিনে ॥ ৩১
বৈশাখে মাসি শুক্লায়ামেকাদশ্যাং জগৎপতিম
তৃতীয়ায়াঞ্চ যঃ পশ্যেৎ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ
প্রপশ্যেদযস্তু মনুজো মহাস্নানং জগৎপতেঃ।
তস্য সিধ্যন্তি বিপ্রর্ষে সর্ব্ব এব মনোরথা ॥ ৩৩
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে স্থিত্বাকাশে জগৎপতেঃ
মহাস্নানং প্রপশ্যন্তি ভক্তিভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৩৪
মহাজৈষ্ঠ্যাঞ্চ বিপ্রর্ষে মুক্তিদং জগতাং পতিম্।
আলোক্য লভতে মর্ত্ত্যো বিষ্ণোস্তৎ পরমং
পদম ॥ ৩৫
গুণ্ডিচামণ্ডপে যান্তমাষাঢ়ে কমলাপতিম।
বলভদ্রঞ্চ যঃ পশ্যেৎ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥

যে পশ্যন্তি জগন্নাথং রথস্থং কমলাপতিম্।
তেষাং নাস্তি পুনর্জন্ম সংসারেঽস্মিন্ সুদুস্তরে
রথারূঢাং সুভদ্রাঞ্চ যঃ পশ্যেৎ পরমাদরৈঃ।
ছিনত্তি ভগবাংস্তস্য জৈমিনে ভববন্ধনম্ ॥ ৩৮
অপুত্রা চ মৃতাপত্যা যা সুভদ্রাং প্রপশ্যতি।
বহ্বপত্যা জীববৎসা সা নারী ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৩৯
দুর্ভগা কাকবন্ধ্যা চ সুভদ্রাং যা প্রপশ্যতি।
সা স্বামিসুভগা নারী বহ্বপত্যা ভবেদ্দ্বিজ ॥
গুণ্ডিচামণ্ডপস্থং যো জগন্নাথং প্রপশ্যতি।
বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৪১
রোগী দুঃখী চ যঃ পশ্যেৎ গুণ্ডিচামণ্ডপস্থিতম
রোগাদ্দুঃখাচ্চ সহসা জৈমিনে স বিমুচ্যতে ॥
যস্ত্বপুত্রো জগন্নাথ গুণ্ডিচামণ্ডপস্থিতম্।
প্রপশ্যেৎ স দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবং পুত্রমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩
বিদ্যার্থী যো জগন্নাথ গুণ্ডিচামণ্ডপস্থিতম্।
পশ্যেৎ স লভতে বিদ্যাং সর্ব্বামেব সমস্তদাম্
দারার্থী যো হরিং পশ্যেদ্গুণ্ডিচামণ্ডপস্থিতম্।
পত্নীং স লভতে রম্যা জানন্তীং সকলান গুণান

যমেশ্বর, হনূমান, ও অক্ষয়বট এই সকল যে মর্ত্ত্য ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করে, তাহার মুক্তি সুনিশ্চিতা, এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সে দুর্লভ মোক্ষ লাভ করে। চৈত্রমাসে বারুণীতে যে জগন্নাথ দর্শন করে, সে মরিয়া জগন্নাথের দেহে প্রবেশ করে। বৈশাখ মাসে শুক্লা একাদশী এবং তৃতীয়াতে যে জন জগৎপতিকে দর্শন করে, সে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। যে ঐ ক্ষেত্রে জগৎপতির মহাস্নান দর্শন করে, তাহার সকল মনোরথ সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মাদি ত্রিদশগণ আকাশে থাকিয়া ভক্তিভাবে জগৎপতির মহাস্নান অবলোকন করেন। হে বিপ্রর্ষে। মহাজ্যৈষ্ঠীতে মুক্তিদ জগৎপতিকে অবলোকন করিয়া মর্ত্ত্য বিষ্ণুর সেই পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। যে জন অষাঢ় মাসে কমলাপতি বলভদ্রকে গুণ্ডিচামণ্ডপে যাইতে দেখে, সে মুক্ত হয়, সংশয় নাই।

যাহারা রথস্থ কমলাক্ষ জগন্নাথকে দর্শন করে, তাহাদের এ সুদুস্তর সংসারে আর জন্ম হয় না। রথস্থা সুভদ্রাকে যে জন পরমাদরে দর্শন করে, হে জৈমিনে। ভগবান্ তাহার ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন। অপুত্রা বা মৃত পত্যা যে নারী সুভদ্রাকে দর্শন করে, সে জীবৎবৎসা বহ্বপত্যা হয়। দুর্ভগা বা কাকবন্ধ্যা যে নারী সুভদ্রা দর্শন করে, সে স্বামিসুভগা এবং বহ্বপত্যা হইয়া থাকে। গুণ্ডিচামণ্ডপস্থ জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রাকে যে মানব দর্শন করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। রোগী বা দুঃখী ব্যক্তি যদি গুণ্ডিচামণ্ডপস্থ জগন্নাথ দর্শন করে, তবে সে সদ্যঃ রোগ ও দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। অপুত্র ব্যক্তি যদি গুণ্ডিচামণ্ডপস্থ জগন্নাথকে দর্শন করে, তাহা হইলে সে বৈষ্ণব পুত্র প্রাপ্ত হয়। বিদ্যার্থী গুণ্ডিচামণ্ডস্থ জগন্নাথকে দেখিয়া সমস্ত বিদ্যা লাভ করিয়া থাকে। দারার্থী গুণ্ডিচামণ্ডপস্থিত জগন্নাথ দর্শন করিয়া সকল

---

(১) দোলায়মানং গোবিন্দং ফাল্গুনে মাসি তত্র যে। পশ্যন্তি মানবা ভক্ত্যা তেষাং পুণ্যং নিশাময় ॥ বিমুক্তাঃ সকলৈঃ পাপৈরন্তে যান্তি হরেগৃহং ইতি পাঠান্তরম্।

ধনার্থী যো হরিং পশ্যেৎ গুণ্ডিচামণ্ডপে জনঃ।
স ধনাঢ্যো ভবেদ্বিপ্র কুবের ইব ক্ষ্মিনে ॥ ৪৮
ভ্রষ্টরাজ্যো নৃপো যস্তু হরিং পশ্যতি ভক্তিতঃ।
গুণ্ডিচামণ্ডপে বিপ্র রাজ্যং স লভতে পুনঃ ॥
শত্রুভির্বিজিতো যস্তু গুণ্ডিচামণ্ডপে হরিম্।
ভক্ত্যা পশ্যতি বিপ্রর্ষে তস্য নশ্যন্তি শত্রবঃ ॥
গুণ্ডিচামণ্ডপে পশ্যেদ্যো রাজপীড়িতো হরিম্
সদ্যঃ স এব রাজানং স্বকীয়ং বশমানয়েৎ ॥ ৪৯
মোক্ষার্থী মানবো যস্তু তত্র পশ্যতি কেশবম্।
লভতে পরমং মোক্ষং যোগিনামপি দুর্লভম্ ॥
সর্ব্বাসামেব যাত্রাণাং গুণ্ডিচা প্রবরা মতা।
তস্মাৎ সা মানবৈঃ কার্য্যা ত্যক্ত্বা কার্য্যশতান্যপি
শয়নে চ তথোত্থানে তস্মিন ক্ষেত্রে শুভপ্রদে
হরিং পশ্যতি যো মর্ত্ত্যঃ স দেবৈরপি পূজ্যতে
পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যং বক্তুং শক্নোতি কঃ ক্ষিতৌ।
কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টমানীত দূরদেশতঃ ॥ ৫৩

প্রাপ্তকালেন ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা
যস্য প্রবেশমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাদুচ্যতে ময়া।
সর্ব্বেষামেব তীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥

ক্ষেত্রোহমেহস্মিন পুরুষোত্তমাখ্যে
স্বেচ্ছাশনং বিপ্র মহাগরিষ্ঠম্।
যোগোহত্র নিদ্রা ক্রতবঃ প্রচার-
স্তুতিঃ প্রলাপঃ শয়নং প্রণাম ॥ ৫৬

জপো জল্পঃ পদব্রজ্যা প্রদক্ষিণা-পরিক্রমঃ।
শয্যা প্রণামঃ পানঞ্চ ভক্ষণং যজ্ঞ ইষ্যতে ॥ ৫৭
নিদ্রা সমাধিঃ স্ত্রীসঙ্গঃ পরমানন্দনির্ব্বৃতিঃ।
সর্ব্বকর্ম্মাণি ধন্যানি ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ (১)

স সারসিন্ধুমতিনিম্নমিমং তিতীর্ষুঃ
ক্লেশপ্রদং বিষমপাপগণাশ্রয়ঞ্চ।
ক্ষেত্রে সমস্তসুখদে পুরুষোত্তমাখ্যে
পশ্যত্বয়ং সুরবরং পুরুষোত্তমং সঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীপাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে পুরুষোত্তম-
মাহাত্ম্যো অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

গুণজ্ঞা সুন্দরী পত্নী প্রাপ্ত হয়। ধনার্থী ব্যক্তি যদি গুণ্ডিচামণ্ডপস্থ হরিকে দর্শন করে, তাহা হইলে সে শোকদুঃখবর্জ্জিত হইয়া উত্তম ধনলাভ করিয়া থাকে। ভ্রষ্টরাজ্য রাজা যদি গুণ্ডিচামণ্ডপে হরিদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বরাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হন। নির্জ্জিত ব্যক্তি ব্যক্তি যদি গুণ্ডিচামণ্ডপস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার শত্রুসমূহ বিনষ্ট হয়। যে জন রাজ-পীড়িত হইয়া গুণ্ডিচামণ্ডপস্থ হরিকে দেখে, সে রাজাকে বশে আনিতে সক্ষম হয়। মোক্ষার্থী মানব যদি তত্রত্য হরিকে অবলোকন করে, তাহা হইলে সে যোগিদুর্লভ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। সমস্ত যাত্রার মধ্যে গুণ্ডিচাই শ্রেষ্ঠা, সুতরাং শত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গুণ্ডিকাযাত্রা করিবে। শয়নে তথা উত্থানে সেই শুভপ্রদ ক্ষেত্রে যে মর্ত্ত্য হরিকে অবলোকন করে, সে দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়। পুরুষোত্তম দেবের মাহাত্ম্য ক্ষিতিতলে কে বলিতে সক্ষম হয়? কোন বিচার না করিয়া কুক্কুরমুখ-ভ্রষ্ট প্রসাদও প্রাপ্তকালে ভোজন করিবে। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রবেশ-মাত্রে নর নারায়ণ হয়। ৪৯—৫৪। এ সম্বন্ধে আর বহু বলিয়া কি হইবে? সংক্ষেপে বলিতেছি। সর্ব্ব তীর্থমধ্যেই পুরুষোত্তম বরিষ্ঠ। এই এই পুরুষোত্তমাখ্য উত্তম ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা-ভোজন মহা বরিষ্ঠ। এখানে নিদ্রাই যোগ, প্রচার ক্রতু প্রলাপ স্তুতি, শয়ন প্রণাম, জল্পনাই জপ, পদব্রজ্যাই প্রদক্ষিণ পরিক্রম, এবং পান ভক্ষণই যজ্ঞ। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে নিদ্রাই সমাধি এবং স্ত্রীসঙ্গই পরমানন্দনির্ব্বৃতি, ফলতঃ এখানে সর্ব্ব কর্ম্মই ধন্য। ক্লেশাবহ অতি গভীর সংসার-

(১) শ্রাদ্ধে চ যঃ পঠেদেতদ্ ভক্তিমান বৈষ্ণবো জনঃ। সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য প্রয়ান্তি পরমং পদম্ ॥ যজ্ঞকালে পঠেদ্যস্তু দেবতারাধনে তথা। দানকালে চ যাত্রায়াং তত্তৎ ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ইতি পাঠান্তরম্।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

নারায়ণং প্রপন্না যে নরা ভক্তিসমন্বিতা।
কদাচিদশুভং তেষাং জৈমিনে নৈব বিদ্যতে॥১
পুনরেব প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং কমলাপতেঃ।
যৎ শ্রুত্বা মানবাঃ সর্ব্বে লভন্তে পরমং পদম্॥২
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা তৃপ্যন্তি বৈষ্ণবাঃ
পাষণ্ডা ন হি তৃপ্যন্তি নরকক্লেশভাগিনঃ॥৩
পাষণ্ডানাং সমীপে চ বিষ্ণুমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ন বক্তব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বক্তব্যং বৈষ্ণবাগ্রতঃ॥৪
পুর্ব্বং ত্রেতাযুগে শূদ্র উর্ব্বীপো নাম জৈমিনে
আসীৎ পাপরতো নিত্যং ধর্ম্মনিন্দাকরঃ সদা॥৫
ব্রহ্মস্বহারী বিপ্রেন্দ্র পরস্ত্রীগমনে রতঃ।
অসত্যভাষী ক্রুরশ্চ পাষণ্ডজনসঙ্গভাক্॥৬
বৃত্তিচ্ছেদী দ্বিজাতীনাং ন্যাসাপহারকস্তথা।
গোমাংসাশী সুরাপশ্চ বেশ্যাবভ্রমলোলুপঃ॥৭
শরণাগতহন্তা চ পরহিংসারতঃ সদা।
বিশ্বাসঘাতী মিত্রঘ্নো জ্ঞাতিপীড়াকরস্তথা॥৮
স্রষ্টা সৃষ্টানি পাপানি যানি যানি দ্বিজোত্তম।
উর্ব্বীপস্তানি তান্যেব চকার সততং মুদা॥৯
তাদৃশং তং সমালোক্য দুষ্টং পাপপরায়ণম্।
আজগ্মুর্জ্ঞাতয়ঃ সর্ব্বে ক্রুদ্ধাস্তস্য গৃহং দ্বিজ॥১০

জ্ঞাতয় উচুঃ।

প্রতিষ্ঠা যাজ্জিতা পূর্ব্বৈরস্মাকং বিমলে কুলে।
সা প্রতিষ্ঠা ত্বয়া মূঢ় বিনাশং প্রতি নীয়তে॥১১
ধর্ম্মমার্গং পরিত্যজ্য কুরুষে পাতকং সদা।
মদ্বংশকীর্ত্তিহন্তেব জাতোঽসি জ্ঞাতিদুঃখদঃ॥১২
অতিবিস্ময়দা সৃষ্টির্বিধাতুর্মন্যতে হি যম্।
যস্মিন্ সন্ধৌ শশী জাতস্তত্র ক্ষ্বেড়োদ্ভবোঽপি চ
অহো শক্তিং কুপুত্রাণাং কঃ সমর্থাতু ক্ষিতৌ
ক্ষমঃ।

সাগরতরণেচ্ছু পাপী ব্যক্তি এই সমস্ত সুখদ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সুরবর পুরুষোত্তমকে দর্শন করুক। ৫৫—৫৯।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—জৈমিনে! যে সকল ভক্তিযুক্ত নর নারায়ণকে আশ্রয় করে, তাহাদের কখন অশুভ হয় না। আমি পুনরপি কমলাপতির মাহাত্ম্য বলিতেছি, যাহা শুনিয়া মানবগণ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাসুদেবের মাহাত্ম্য শুনিয়া বৈষ্ণবেরা তৃপ্ত হন। নরকক্লেশভাগী পাষণ্ডেরা তৃপ্ত হয় না। পাষণ্ডগণের সমীপে উত্তম বিষ্ণুমাহাত্ম্য বক্তব্য নহে। হে দ্বিজবর! কথা বৈষ্ণবজনের সমীপেই বক্তব্য। হে জৈমিনে! পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে উর্ব্বীপ নামে এক শূদ্র ছিল। ঐ শূদ্র নিত্য পাপরত, নিন্দক, ব্রহ্মস্বাপহরণ, পরস্ত্রীগামী, অসত্যবাদী, ক্রূরপ্রকৃতি, পাষণ্ডজনসঙ্গী, দ্বিজাতির বৃত্তিচ্ছেদী, ন্যাসাপহারী, গোমাংসাশী, সুরাপায়ী, বেশ্যাবিলাসলোলুপ, শরণাগতহন্তা পরহিংসানিরত বিশ্বাসঘাতী, এবং জ্ঞাতিপীড়াকর ছিল। হে দ্বিজবর! বিধাতা, যে সকল পাপ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমস্ত পাপই ঐ শূদ্র নিত্য উৎসাহের সহিত করিত। তাহাকে তাদৃশ দুষ্ট ও পাপনিরত দেখিয়া একদা তাহার জ্ঞাতিবর্গ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার গৃহে আগমন করিল। জ্ঞাতিগণ কহিল,—আমাদের বিমল কুলে পূর্ব্বপুরুষগণ যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, হে মূঢ়! তুই সেই প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিতেছিস্। তুই ধর্ম্মমার্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পাতকানুষ্ঠান করিতেছিস। তুই জ্ঞাতিজনের দুঃখপ্রদ হইয়া আমাদের বংশকীর্ত্তি-বিনাশক রূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিস্। আমরা বিধাতার এই সৃষ্টি অতি বিস্ময়প্রদ বলিয়াই মনে করিতেছি। কেননা, যে সাগরে শশীর জন্ম, সেই সাগরেই বিষোৎপত্তি। ১—১৩। অহো! কুপুত্রের কত শক্তি, কে তাহা নির্ণয় করিতে

অনেকৈঃ পুরুষৈঃ কীর্ত্তিং সঞ্চিতাং হন্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ১৪
জাতেপুত্রোত্তমে বংশঃ শ্রেষ্ঠস্যাদধমোঽপি চ।
পুত্রাধমে তু শ্রেষ্ঠোঽপি বংশো গচ্ছতি হীনতাম্‌।
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তা জ্ঞাতয়ঃ সর্ব্বে তং সর্ব্বপাপিনাং বরম
অপকীর্ত্তিভয়াৎ ক্রুদ্ধাস্তত্যজুঃ সহসা দ্বিজ ॥১৬
জ্ঞাতিভিঃ স পরিত্যক্তো জনৈঃ সর্ব্বৈশ্চ বিকৃতঃ।
প্রপেদে দস্যুতাং দুঃখী বিনষ্টাখিলবৈভবঃ ॥১৭
তং দস্যুকর্ম্মকুর্ব্বন্তং নির্দ্দয়ং পরহিংসকম।
ধৃত্বা জনপদাঃ সর্ব্বে ভূপালায় দদুঃ ক্রুধা ॥ ১৮
তেন ভূমিভুজা তস্য পিতৃস্নেহাদ্দ্বিজোত্তম।
ন হতোঽসৌ দুরাচারো নিজদেশাদবহিষ্কৃতঃ ॥
ততোঽসৌ বনমাশ্রিত্য দস্যুভিঃ সহ নির্দ্দয়।
পরস্বহরণার্থায় ভস্মৌ দস্যুভিরুদ্ধতৈঃ ॥ ১৯
একদা তটিনীতীরং দস্যুভিঃ সহ জৈমিনে।
বনপর্য্যটনশ্রান্তো জগাম স্নানহেতবে ॥ ২০
তস্যাং তটিন্যাং ভগবৎপরিচর্য্যাপরায়ণান্‌।
অসৌ দদর্শ দুষ্টাত্মা ব্রাহ্মণান কৃতিনো বহুন ॥
অথ তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সমারাধ্য জনার্দ্দনম্‌।
অন্যোন্যং কথয়ামাসুরিতিজাতাতিকৌতুকাঃ ॥
অদ্য চম্পকপুষ্পাণি ময়া দত্তানি বিষ্ণবে।
ইহ জন্মনি পুষ্পাণি ময়া ত্যজ্যানি তানি বৈ ॥
কশ্চিদ্বদতি তাম্বুলং ময়া দত্তং মুরারয়ে।
ন খাদিষ্যামি তাম্বুলং কদাচিদিহ জন্মনি ॥
ময়াদ্য হরয়ে দত্তং কদলীফলমুত্তমম্‌।
জন্মনীহ ন মে ভক্ষ্যং তৎফলং কোঽপি জল্পতি
কোঽপি বক্তি ময়া দত্তং হরয়ে দাড়িমীফলম্‌।
জন্মনীহ ময়া তত্তু ন ভোক্তব্যং কদাপি চ ॥২৬
কোঽপি ব্রূতে ময়া দত্তং রসালফলমুত্তমম।
ময়াপি চ ন ভোক্তব্যং ফলং তস্য চ জীবতা ॥
অন্যোন্যমেতদ্বদতাং তেষাং শ্রুত্বা বচস্ততঃ।
উর্ব্বীপশ্চিন্তয়ামাস কিং প্রদাস্যামি বিষ্ণবে ॥২৮

পারে? উহা অনেক পুরুষসঞ্চিত কীর্ত্তিকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া ফেলে। উত্তম-পুত্র জন্মিলে অধম বংশও শ্রেষ্ঠ হয়, আর অধমপুত্র জন্মিলে শ্রেষ্ঠবংশও হীন হইয়া যায়। ব্যাস বলিলেন,—জ্ঞাতিগণ সেই পাপিশ্রেষ্ঠকে এই কথা কহিয়া অপ-কীর্ত্তিভয়ে সহসা তাহাকে ত্যাগ করিলেন। জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সর্ব্বজনের ধিকৃত, ও বিনষ্টবৈভব হইয়া ঐ শূদ্র দুঃখে দস্যুতা অবলম্বন করিল। ঐ দস্যুকর্ম্মনিরত নির্দ্দয় পরহিংসক শূদ্রকে জনপদবাসীরা সক্রোধে ধরিয়া আনিয়া রাজার নিকট অর্পণ করিল। হে দ্বিজবর! রাজা পিতৃবৎ স্নেহবশতঃ সেই দুরাচারকে বিনাশ করিলেন না। নিজ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। অনন্তর ঐ শূদ্র বহু প্রবল দস্যুর সহিত এক অরণ্যে আশ্রয় লইয়া নির্দ্দয়ভাবে পান্থগণের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে লাগিল। হে জৈমিনে! একদা ঐ শূদ্রদস্যু অন্যান্য দস্যু-গণের সহিত বনপর্য্যটন শ্রান্ত হইয়া কোন তটিনীতীরে স্নানার্থ গমন করিল। দুষ্টাত্মা শূদ্র সেখানে গিয়া সেই তটিনীতীরে বহু ব্রাহ্মণকে ভগবৎপরিচর্য্যায় নিরত দেখিল। সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই জনার্দ্দনের আরা-ধনা করিয়া পরস্পর অতি কৌতুকভরে বলাবলি করিতে লাগিলেন। কেহ বলি-লেন,—অদ্য আমি বিষ্ণুকে বহু চম্পকপুষ্প প্রদান করিয়াছি, এজন্মে আমি আর চম্পকপুষ্প গ্রহণ করিব না। কেহ বলি-লেন,—আমি মুরারিকে তাম্বুল দান করি-য়াছি, এজন্মে আর তাম্বুল খাইব না। কেহ বলিল,—হরিকে উত্তম কদলীফল দিয়াছি, এজন্মে আর তাহা ভক্ষণ করিব না। কেহ বলিল,—হরিকে আমি দাড়িমীফল দিয়াছি, এজন্মে কখন আর উহা খাইব না। কেহ বলিলেন,—আমি উত্তম রসালফল দিয়াছি, জীবনে আর তাহা ভক্ষণ করিব না।১৪—২৭ ব্রাহ্মণদিগের পরস্পর এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া উর্ব্বীপ শূদ্র চিন্তা করিল, আমি

সংসারে যানি ভক্ষ্যাণি সন্তি বস্তূনি তান্যহম্।
ন হি শক্নোমি সন্ত্যক্তুং কি দাস্যামি মুরারয়ে
নিত্যং বনান্তরস্থোঽহং চৌরো রাজভয়াকুলঃ।
শকটারোহণে নাস্তি হ্যধিকারঃ কদাপি মে ॥৩০

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দস্যুনা তেন ভূয়ো ভূয়োঽপি জৈমিনে,
শকটং হরয়ে দত্তং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনে ॥ ৩১
অথ তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে জগ্মুর্বিপ্র যথাগতাঃ।
সোঽপি দস্যুর্দস্যুভিস্তৈর্জগাম নিজমাশ্রমম্ ॥
একদা গুড়কগোল তেনৈব বনবর্ত্মনা।
গৃহীত্বা পথিকঃ কশ্চিদেকাকী চ সমাগতঃ ॥৩৩
ততোঽসৌ সহসা দস্যুর্নির্দ্দয়ঃ পথিকং স তু।
তং হত্বা গুড়কগোলং নিজগ্রাহ দুরাত্মনা ॥*
অথ তে দস্যবশ্চক্রুর্গুড়কগোলবণ্টনম্।
উর্ব্বীপস্যাপতদ্ভাগে শকটং গুড়নির্ম্মিতম্ ॥ ৩৫
উর্ব্বীপঃ শকটং গৌড়ং সম্প্রাপ্য দ্বিজসত্তম।
মনসা চিন্তয়ামাস স্মরন্ পূর্ব্ববচঃ স্বকম্ ॥ ৩৬
অন্যো ময়া পুরা দত্তং স্বয়মেব মুরারয়ে।
তস্মাদন্যো ন মে গ্রাহ্যং কদাচিদিহ জন্মনি ॥৩৭
বিচিন্ত্যেতি হৃদা তেন তদন্যো গুড়নির্ম্মিতম্।
দত্তং বিপ্রায় কস্মৈচিন্মাধবপ্রীতিহেতবে ॥ ৩৮
তাং ভক্তিং তস্য বিজ্ঞায় মহাপাতকিনোঽপি চ।
জহার পাতকং সর্ব্বং সদ্যঃ প্রীতো জনার্দ্দনঃ ॥
অস্মিন্নেব দিনে বিপ্র সম্প্রবিশ্য মহাবনম্।
হত পৌরজনৈঃ সর্ব্বৈরসৌ ক্রূরোঽতিদুর্জ্জনঃ ॥
ভগবানথ তং নেতুং বিমানং স্বর্ণনির্ম্মিতম্।
দূতাংশ্চ প্রেষয়ামাস নানাভরণভূষিতান্ ॥ ৪১
কলস্থে ভগবদ্দূতাঃ স্তমুর্ব্বীপ্স গতৈনসম্।
সমারোপ্য বিমানে বৈ সদ্যো জগ্মুঃ পুরং হরেঃ।
ততোঽসৌ হরিসান্নিধ্যং প্রাপ্য পুণ্যাত্মনাম্বরঃ
মন্বন্তরসহস্রাণি সুরাপানং চকার সঃ ॥ ৪৩
পুনঃ মন্বন্তরশতং স্থিত্বা কেশবসন্নিধৌ।
পরমং জ্ঞানমাসাদ্য স বিবেশ তনুং হরেঃ ॥*

বিষ্ণুকে কি প্রদান করিব? সংসারে যে কিছু ভক্ষ্যবস্তু আছে, আমি তাহা ত্যাগ করিতে পারি না। তবে বিষ্ণুকে আমি কি প্রদান করিব? নিত্য বনান্তরস্থ চোর আমি, সদা রাজভয়ে ব্যাকুল, কদাচ শকটারোহণে আমার অধিকার নাই। ব্যাস বলিলেন, দস্যু বার বার এই বলিয়া চতুর্ব্বর্গপ্রদাতা হরিকে শকট প্রদান করিল। অনন্তর সেই সকল ব্রাহ্মণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে সেই শূদ্র দস্যু অন্যান্য দস্যুসমভি-ব্যাহারে নিজাবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইল। এক-দিন ঐ বনপথে কোন অসহায় পথিক গুড়-কগোল লইয়া যাইতেছিল, ঐ দুরাত্মা শূদ্র দস্যু সহসা সেই পথিককে নিহত করিয়া তাহার গুড়কগোল কাড়িয়া লইল। অনন্তর সমস্ত দস্যু সেই গুড়কগোল বণ্টন করিল। শূদ্র উর্ব্বীপ্সের ভাগে একখানি গুড়নির্ম্মিত শকট পড়িল। উর্ব্বীপ্স গুড়শকট পাইয়া নিজের পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, পূর্ব্বে নিজে আমি মুরারিকে শকট প্রদান করিয়াছি, সুতরাং এ জন্মে আর ইহা আমার গ্রাহ্য হইতে পারে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া শূদ্রদস্যু মাধবপ্রীতিহেতু ঐ গুড়নির্ম্মিত শকট কোন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিল। শূদ্র মহাপাতকী হইলেও তাহার সেই ভক্তি জানিয়া ভগবান জনার্দ্দন তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত পাতক হরণ করিলেন। হে বিপ্র! ঐ দিনে পৌরজনগণ মহাবনে প্রবেশ করিয়া সেই ক্রূর দুর্জ্জন শূদ্রকে বিনাশ করিল। অনন্তর ভগবান তাহাকে আনিবার জন্য সুবর্ণবিমান ও নানাভরণে ভূষিত স্বীয় দূতগণকে প্রেরণ করিলেন।২৮-৪১। ভাগবতদূতগণ সেই নিষ্পাপ উর্ব্বীপ্সকে বিমানে আরোপণ করিয়া সদ্য হরিপুরে উপনীত হইল। অতি পুণ্যাত্মা উর্ব্বীপ্স তথায় সহস্র মন্বন্তর যাবৎ সুরাপান করিল এবং আরও সহস্র মন্বন্তর সেই কেশব

* জহার গুড়কগোল তস্যৈব পথি-কস্য বৈ। ইতি পাঠান্তরম্।

* ততোঽসাবিত্যাদি পদ্য যুগল পুস্তকা-ন্তরে নাস্তি।

ব্যাস উবাচ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন হরিভক্তিকরো নরঃ।
সংসারজলধেঃ পারং রাজহংস ইব ব্রজেৎ ॥৪৫
ক্ষণমাত্রং হরের্ভক্তির্বর্ত্ততে যস্য চেতসি।
তৎপদং পরমং বিষ্ণোঃ স পাপাত্মাপি গচ্ছতি
একমপ্যুত্তমং বস্তু পুষ্পং বাপি ফলং তথা।
ত্যক্তব্যং হরিমুদ্দিশ্য চাবশ্যং বৈষ্ণবৈর্জনৈঃ ॥৪৭
যৎকিঞ্চিদুত্তমং বস্তু দত্ত্বা চাদৌ মুরারয়ে।
স্বয়মেব হি ভোক্তব্যং পশ্চাৎ পাপোপশান্তয়ে।
যদ্বস্তু হরয়ে দত্তং তত্তু দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
যতো বিপ্রমুখে দত্তে ভবেৎ সন্তোষণং হরেঃ ॥
অতএব দ্বিজশ্রেষ্ঠ দত্ত্বা কৃষ্ণায় তৎপুনঃ।
ব্রাহ্মণায়েব দাতব্যং তেন তুষ্টো ভবেদ্ধরিঃ।
কিঞ্চিৎ শেষঞ্চ ভোক্তব্যং তস্যাবশ্যং স্বয়ং বুধৈঃ
বস্তূনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মিষ্টানি যানি কানি চ।
অদত্ত্বা বিষ্ণবে তানি ভোক্তব্যানি ন বৈষ্ণবৈঃ
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্‌
সেতিহাসং পুনর্ব্বচ্মি শৃণু বিপ্র সমাহিতঃ ॥ ৫০

পুরাসীৎ সুজনির্নাম ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধবংশজঃ।
শান্তো দান্তো দয়াযুক্তো গুরুব্রাহ্মণপূজকঃ ॥৫৩
হরিপূজাপরো নিত্যং হরিস্মরণতৎপরঃ।
যাচকক্লেশবিধ্বংসী সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫৪
প্রাতঃস্নায়ী নিজাচারগ্রাহী হিংসাবিবর্জ্জিতঃ।
একাদশীব্রতরতো জ্ঞাতিপূজাপরায়ণঃ ॥ ৫৫
কদাচিৎ স দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স্বপ্নেঽপশ্যচ্চ কেশবম্‌।
শ্যামং বিকচপদ্মাক্ষং স্মেরাস্যং পীতবাসসম্‌ ॥৫৬
সুবর্ণকুণ্ডলদ্বন্দ্বকিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহম্‌।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং বনমালাবিভূষিতম্‌ ॥৫৭
চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং প্রভুম্‌।
সমস্তলক্ষণৈর্যুক্তং স্বর্ণযজ্ঞোপবীতিনম্‌ ॥ ৫৮
সম্প্রাপ্য দর্শনং স্বপ্নে স বিপ্রো জগতীপতেঃ।
কৃতাঞ্জলিস্সমস্তৌষীৎ লোমাঞ্চিততনুর্মুদা ॥৫৯

সুজনিরুবাচ।

ত্বং ভো নমোঽস্তু জগতং সকলস্য ভর্ত্রে
সল্লোকশোকভয়রোগবিনাশনায়।

ব্যাস [illegible] কবিয়া পরম জ্ঞান লাভান্তে হরি-শরীরে বিলীন হইল। ব্যাস বলিলেন,—হরিভক্ত নর যে কোন উপায়ে রাজহংসবৎ সংসারজলধির পর পারে উপনীত হইয়া থাকে। যাহার চিত্তে ক্ষণমাত্রও হরিভক্তি উদ্রিক্ত হয়, সে পাপাত্মা হইলেও বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। পুষ্প বা ফল একটী উত্তম বস্তুও হরির উদ্দেশে বৈষ্ণব জনের অবশ্য ত্যাজ্য। যে কিছু উত্তম বস্তু, তাহা অগ্রে মুরারিকে প্রদান করিয়া পাপোপশান্তির জন্য পশ্চাৎ স্বয় ভোজন করিবে। যে বস্তু হরিকে দিবে, তাহা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। যে হেতু বিপ্রমুখে দান করিলেই হরিতোষণ হয়, তাই বলিতেছি, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অগ্রে কৃষ্ণকে প্রদান করিয়া পরে তাহা ব্রাহ্মণকে দান করিবে, তাহাতেই হরি তুষ্ট হইবেন। বুধগণ স্বয় উহার কিঞ্চিৎ শেষ অবশ্য ভোজন করিবেন। যে কিছু মিষ্ট দ্রব্য, তাহা হরিকে না দিয়া বৈষ্ণবজন ভোজন করিবেন না। বিষ্ণুর নৈবেদ্য-মাহাত্ম্য সর্ব্বপাপহর। বৎস! আমি উহা ইতিহাসের সহিত বলিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর।৪২—৫২ পূর্ব্বে সুজনি নামে এক শুদ্ধবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দান্ত, শান্ত, দয়ান্বিত, গুরুব্রাহ্মণপূজক, হরিপূজা-নিরত, হরিস্মরণপরায়ণ যাচকক্লেশশালী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, প্রাতঃস্নায়ী, নিজাচারনিষ্ঠ, হিংসা-বিরহিত, একাদশীব্রতরত ও জ্ঞাতিপূজা-নিরত, ছিলেন। একদিন সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্বপ্নযোগে কেশবকে সন্দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—তিনি শ্যামবর্ণ, প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ, স্মেরানন, ও পীতবসন। সুবর্ণকুণ্ডলযুগল ও কিরীট প্রভায় তাঁহার দেহ উজ্জ্বল হইতেছে, বক্ষঃস্থল কৌস্তুভভূষিত ও বনমালামণ্ডিত। তিনি চতুর্ব্বাহু, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, সর্ব্বসুলক্ষণ ও স্বর্ণযজ্ঞোপবীতী। বিপ্র স্বপ্নে সেই জগৎপতির দর্শন পাইয়া পুলকিত গাত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। সুজনি কহিলেন,—তুমি সমস্ত জগতের ভর্ত্তা, সাধুগণের রোগ, শোক ও ভয়বিনাশন

নারায়ণায় কমলাহৃদয়প্রিয়ায়
ধর্ম্মার্থকামপরমামৃতদায় নিত্যম্ ॥ ৬০
পাপানি দেব সকলানি ময়া কৃতানি
মত্তেন মোহসুরয়া সতত মুরারে।
তস্মাদ্বিভেমি জগদম্বুনিধের্গভীরা-
ন্মামুদ্ধরস্ব নিজভক্তিতরিং প্রদায় ॥ ৬১
জানামি যদ্যপি হরে দুরিত মনুষ্যে।
ব্যামোহমাশু লভতে ভুবি কৈটভারে।
পাপং তথাপি চ মুদা সতত করোমি
তস্মান্ন কোহপ্যহমিবাস্তি জনোঽত্র মূঢ়ঃ ॥৬২
পুণ্যদ্রুমং সুখফল সহসৈব ধত্তে
কিং বেদ্মি নেতি নৃহরে কৃতপাতকোহপি।
পুণ্যদ্রুমার্পণবিধৌ মম নাস্তি চিত্ত
নাথ প্রসীদ ভগবন কিমহং করোমি ॥ ৬৩
তৎপাদপদ্মযুগলং পরমামৃতস্য
স্থানং বিহায় মম চিত্তমধুব্রতোহয়ম।
নারীমুখং ব্রজতি ভো মধুপানহেতোঃ
শ্লেষ্মপ্রকীর্ণমনিশ কমলভ্রমেণ ॥ ৬৪

পাণিঃ প্রদানরহিতোঽনৃতভাষি বক্ত্রং
কর্ণৌ চ পাপবচনশ্রবণায় দক্ষৌ।
দোষানিমান্মম হরে হর সেবকস্য
যস্মাত্ত্বমাত্মশরণাগতদোষহর্ত্তা ॥ ৬৫
সংসারঘোরজলধৌ নৃহরে কদাচিৎ
ত্বদ্ভক্তিনৌরিহ ময়া সুদৃঢ়া চ লব্ধা।
তত্রাপি দেব বসতোহজনি বৈ দুরাশা-
বাতোহত এব সতত মম দুঃখকালঃ ॥ ৬৬
স সারপারগমনায় ন সৎপথোঽস্তি
কিং সর্ব্বদুঃখরহিতঃ সদয়ঃ প্রসন্নঃ।
অন্ধীকৃতস্য মম মোহমহাতমিস্রৈ-
র্দৃষ্টিং ন তং প্রতি কদাপি চ যাতি বিষ্ণো
পাপাত্মনোঽপি মম চিত্তভয় মুরারে
নষ্ট বিনষ্টজনকষ্টবিনাশকারিন।
যদ্বা সমস্তসুরবন্দিতপাদপদ্ম
স্বপ্নেঽপি কেশিমথনাদ্য বিভো সমীক্ষে ॥৬৭

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেন স্তুতো দেবো ভগবান কমলাপতিঃ।
উবাচ প্রহসন বাক্য স সারার্ণবতারকঃ ॥ ৬৯

কমলার হৃদয়প্রিয়, এবং নিত্য ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষদাতা, তোমাকে আমি নমস্কার করি। হে মুরারে! আমি মোহমদিরায় মত্ত হইয়া যে সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা হইতে ভীত হইতেছি, আমাকে তুমি এই গভীর জগজ্জলধি হইতে উদ্ধার কর। হে কৈটভারে! আমি যদিও জানি যে, পাপী জন সত্বরই ব্যামোহ প্রাপ্ত হয়, তথাচ সতত সোৎসাহে পাপই করিতেছি। অতএব আমার ন্যায়, মূঢ়জন আর কেহই নাই। পুণ্যবৃক্ষ সহসা সুখ ফল ধারণ করে, পাপী আমি ইহা কি জানি না? ইহা জানিয়াও হে নৃহরে! পুণ্যতরু রোপণ বিষয়ে আমার চিত্ত নিবিষ্ট নহে। হে নাথ! হে ভগবন! আমি কি করিব? আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমার চিত্তমধুব্রত পরমামৃতস্থান,—ভবৎপাদপদ্মযুগল পরিত্যাগ করিয়া মধুপান হেতু কমলভ্রমে নিয়ত শ্লেষ্মজড়িত নারীবদনে ধাবিত হয়। আমার হস্ত দানবিমুখ, মুখ অসত্যভাষী এবং কর্ণ পাপাচরণ শ্রবণে সুনিপুণ। হে কেশব! সেবকের এই সকলক দোষ স্মরণ কর, যে হেতু তুমি নিজ শরণাগতের দোষহারী। হে নৃহরে! এই ঘোর সংসারসাগরে আমি একদা সদ্ভক্তিরূপ সুদৃঢ় নৌকা লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে দৈববশতঃ দুরাশা পবন প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং সদাই আমার দুঃখকাল। স সারপার গমনে সর্ব্বদুঃখরহিত সদয় প্রশস্ত সৎপথ কি নাই? মোহমহান্ধকারে অন্ধীকৃত আমি, আমার দৃষ্টি কদাচ সে পথে নিপতিত হয় না। ৫২—৬৭। হে পুণ্যজনক্লেশবিনাশন, কেশিমথন! আপনার পাদপদ্মযুগ্ম সর্ব্বসুরবন্দিত, আপনাকে অদ্য আমি যে স্বপ্নে সন্দর্শন করিলাম, হে মুরারে! আমি পাপী হইলেও ইহাতেই আমার চিত্তভয় নষ্ট হইয়াছে। ব্যাস

শ্রীভগবানুবাচ।

ভক্তিভিস্তব বিপ্রেন্দ্র তুষ্টোহহং নিত্যমেব চ।
তস্মাত্তবাচিরেণৈব সর্ব্বং ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥৭০
পাপিনোঽপি তবোদ্ধারো ময়া পূর্ব্বং কৃতো দ্বিজ।
অধুনা মম ভক্তোঽসি ন বিপত্তির্ভবিষ্যতি ॥৭১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কোঽহং তস্মৌ পুরা বিষ্ণো কিং বা পাপং ময়া কৃতম্।
পাপিনোঽপি মমোদ্ধারং কথং পূর্ব্বং ত্বয়া কৃতম্ ॥
সংসারে পুনরেতস্মিন্ জনিতোঽহং কথং প্রভো।
এতৎ সর্ব্বং প্রভো ব্রূহি যতস্ত্বং সদয়ঃ সদা ॥৭৩

শ্রীভগবানুবাচ।

অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং যদ্যপি দ্বিজসত্তম।
তথাপি তব বাৎসল্যান্নিগদামি নিশাময় ॥
পুরা ত্বং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পক্ষিযোনিসমুদ্ভবঃ
স্থিতোঽসি ভূমিভাগেষু নিজকর্ম্মবিপাকতঃ ॥৭৫
ক্ষুধয়া তৃষয়া চাপি সততং ব্যাকুলো ভবান্
বভ্রাম ভক্ষয়ন্ কীটং নির্ঝরোচ্চোদকং তথা ॥
নানাদুঃখং সদা ভুঞ্জন্ পক্ষিযোনিসমুদ্ভবঃ।
চতুর্ব্বর্ষসহস্রাণি স্থিতোঽসি ত্বং পুরা ক্ষিতৌ ॥৭৭
একদা কুলভদ্রাখ্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ।
পূজয়ামাস মাং ভক্ত্যা নৈবেদ্যাদ্যৈর্নদীতটে ॥
মামভ্যর্চ্য স বিপ্রেন্দ্রো মম নৈবেদ্যতণ্ডুলম্।
যযৌ তত্রৈব নিক্ষিপ্য ভূয় এব নিজং গৃহম্ ॥
ততো বৃক্ষাৎ সমাগত্য ক্ষুধয়া পক্ষিণা ত্বয়া।
মম নৈবেদ্যসম্বন্ধি ভক্ষিতং সর্ব্বতণ্ডুলম্ ॥৮০
মহাপাতকবিধ্বংসি মম নৈবেদ্যমুত্তমম্।
ভুক্ত্বৈব সদ্যো মুক্তোঽসি পাতকৈরতিদারুণৈঃ
কদাচিৎ প্রাপ্তকালস্ত্বং কালবশ্যগতো দ্বিজ ॥
ত্বামানেতুং ময়া দূতাঃ প্রেষিতাঃ সর্ব্বথা নিজাঃ
তৈর্নো রথে সমারোপ্য ভবন্তং নষ্টকল্মষম্।
সদ্যো নভোগণাঃ সর্ব্বে সমায়াতাঃ পুরং মম ॥৮২
যুগকোটিসহস্রাণি স্থিতোঽসি মম সন্নিধৌ।
ভুক্তং সুখানি সর্ব্বাণি দুর্লভানি সুরৈরপি ॥৮৩

বলিলেন,—সংসারার্ণবকর্ণধার [illegible] কমলাপতি অচ্যুত সুজনি কস্তুব [illegible] স্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! তোমার ভক্তি দ্বারা আমি নিত্যতুষ্ট; অতএব অচিরেই তোমার সর্ব্বমঙ্গল হইবে। হে দ্বিজবর! তুমি পাপী হইলেও তোমার উদ্ধার আমি পূর্ব্বেই করিয়াছি। আমার ভক্ত তুমি, তোমার বিপদ্ কখন হইবে না। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে বিষ্ণো! পূর্ব্বে আমি কি ছিলাম, কি পাপ করিয়াছিলাম, আমি পাপী হইলেও কিজন্য তুমি আমার উদ্ধার করিয়াছিলে। পুনর্বার এই সংসারে তুমি আবার উৎপাদনই বা কেন করিলে? এই সমস্ত তুমি আমায় বল; যেহেতু তুমি সর্ব্বদা সদয়। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! যদ্যপি ইহা অপ্রকাশ্য অতি গুহ্য, তথাপি আমি বাৎসল্যবশতঃ তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে তুমি নিজ কর্ম্মবিপাকবশতঃ পৃথিবীতে পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। ঐ জন্মে তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া নির্ঝরের উচ্চোদক পান ও যথাপ্রাপ্ত কীট ভক্ষণ করিয়া বেড়াইতে। এই পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি সর্ব্বদা দুঃখভোগ করিতে করিতে চারি সহস্র বৎসর ধরাতলে বাস করিয়াছিলে।৭৪-৭৭। ঐ সময় কুলভদ্র নামক এক সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ নদীতটে নৈবেদ্যাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়াছিল। আমার অর্চ্চনা করিয়া ঐ বিপ্র ভূতলে নৈবেদ্য-তণ্ডুল নিক্ষেপণ করিয়া নিজালয়ে গমন করেন। অনন্তর তত্রত্য নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তুমি আমার ঐ তণ্ডুল ক্ষুধাতুর হইয়া ভোজন করিয়াছিলে। মহাপাতকবিধ্বংসী মন্নৈবেদ্য ভোজন করিয়া তুমি সদ্যঃ অতি দারুণ পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিলে। ঐ সময় তুমি কালপ্রাপ্ত হইয়া কৃতান্তের বশবর্ত্তী হও। তোমাকে আনিবার জন্য আমি সরথ দূত প্রেরণ করি। দূতেরা বিগতকল্মষ তোমাকে লইয়া মদীয় মন্দিরে আগমন করে। তুমি বিবিধ সুরদুর্ল্লভ

ততো জাতোহসি বিপ্রেন্দ্র বিশুদ্ধে ব্রাহ্মণান্বয়ে।
তত্রৈব ময়ি ভক্তিস্তে জাতাতিসুদৃঢ়া পুনঃ ॥৮৭
ক্রিয়াযোগেন মাং নিত্যং সমারাধ্য দ্বিজোত্তম
আয়ুষোহন্তে মৎপ্রসাদান্মামকং পদমেষ্যসি ॥
যস্য তুষ্টোহস্ম্যহং বিপ্র পাপাত্মাপি স মোক্ষভাক্
কদাচিদ্যস্য রুষ্টোহস্মি স পুণ্যাত্মাপি দুঃখভাক্
তস্মাদ্ব্রাহ্মণ ভদ্রন্তে ভক্তোহসি মম সুব্রত।
দাস্যামি তে পরং স্থানং যদলভ্যং সুরৈরপি ॥৮৭
কেশবস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণো হৃষ্টমানসঃ।
ভূমৌ নিপাত্য সর্ব্বাঙ্গমুবাচ কোমলাক্ষরম ॥৮৮

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর
প্রসীদ পুণ্ডরীকাক্ষ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৯
ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতং নাথ পূর্ব্ববৃত্তান্তমাত্মন।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যৎ কিঞ্চিৎ ব্রূহি তৎ প্রভো ॥ ৯
কস্য তুষ্টোহসি দেবেন্দ্র কস্য রুষ্টোহসি বা প্রভো।
মহত্যা কৃপয়া সর্ব্বং তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৯১
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগবান কমলাপতিঃ।
উবাচ পরমপ্রীত্যা ধন্যোহসীতি বদন মুহুঃ ॥৯২

শ্রীভগবানুবাচ।

কর্ম্মণা যেন বিপ্রেন্দ্র তুষ্টির্মে হৃদি জায়তে।
কোরশ্চ তৎ সমস্তং তে কথয়ামি সমাসতঃ ॥৯৩
যো দয়াবান দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অহঙ্কারেণ হীনশ্চ তস্য তুষ্টোহস্ম্যহং সদা ॥৯৪
কর্ম্ম কুর্য্যান্মদর্থং যো ভক্তিভাবসমন্বিতঃ।
রুতে যথার্থং পৃচ্ছন্ত তস্য তুষ্টোহস্ম্যহং সদা ॥
মিষ্টং বস্তু সমাসাদ্য দত্ত্বা মে যোহত্তি মানবঃ।
মানাপমানসদৃশস্তস্য তুষ্টোহস্ম্যহং সদা ॥
সর্ব্বভূতশরীরস্থং যো মাং জানাতি মানবঃ।
পরহিংসাবিহীনো যস্তস্য তুষ্টোহস্ম্যহং সদা ॥৯৬
কর্ম্মাণি কুরুতে যস্তু সুবিচার্য্য পুনঃপুনং।

সুখ সকল উপভোগ করিতে করিতে মদীয় লোকে মৎসন্নিধানে সহস্রকোটিযুগ অবস্থান কর। অনন্তর তুমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণান্বয়ে জন্ম গ্রহণ করিলে। আমাতে তোমার সুদৃঢ় ভক্তি হইল। ক্রিয়াযোগ দ্বারা তুমি আমায় নিত্য আরাধনা করিতে থাকিলে। অনন্তর আয়ুঃক্ষয় হইলে তুমি আমার প্রসাদে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছ। হে বিপ্র। আমি যাহার প্রতি তুষ্ট হই, সে পাপাত্মা হইলেও মুক্তিভাগী হয়, আর আমি যাহার প্রতি রুষ্ট হই, সে পুণ্যাত্মা হইলেও দুঃখভাগী হইয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণ তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার ভক্ত, তোমায় আমি সুরদুর্লভ পরম স্থান দান করিব। কেশবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ হৃষ্টমানসে ভূমিতে সর্ব্বাঙ্গ লুণ্ঠিত করিয়া মধুর স্বরে বলিল —হে শঙ্খ-চক্র-গদাধর তোমায় নমস্কার। হে পুণ্ডরীকাক্ষ। প্রসন্ন হও আমি তোমার শরণাগত, তোমার প্রসাদে আমি আমার পূর্ব্ব আত্মবৃত্তান্ত শ্রুত হইলাম, ইদানীং যৎকিঞ্চিৎ একটী বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি, বলুন। হে দেবশ্রেষ্ঠ। আপনি কাহার প্রতিই বা তুষ্ট হন, আর কাহার প্রতিই বা রুষ্ট হন ইহা আপনি কৃপা করিয়া আমায় বলুন। ৮৭—৯১। ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান কমলাপতি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রীতিসহকারে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন। যে সকল কর্ম্ম দ্বারা আমার হৃদয়ে প্রীতি জন্মে, আমি তৎসমস্ত সংক্ষেপে তোমায় বলিতেছি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। যে জন সর্ব্বভূতে দয়াবান এবং অহঙ্কারশূন্য, আমি সর্ব্বদাই তাহার প্রতি তুষ্ট থাকি। যে জন ভক্তিপূর্ব্বক আমার নিমিত্ত কর্ম্ম করে, এবং প্রশ্নকারীকে যথার্থ বাক্য বলে, আমি সর্ব্বদাই তাহার প্রতি তুষ্ট। সুমিষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইয়া যে জন আমায় নিবেদন করিয়া ভোজন করে, মানাপমান যাহার সমান, তাহার প্রতি আমি সর্ব্বদা তুষ্ট থাকি। যে জন আমাকে সর্ব্বভূতশরীরস্থ বলিয়া জানে, এবং পরহিংসাবিহীন, আমি তাহার প্রতি সদা তুষ্ট। যে জন পুনঃপুন বিচার-

গোব্রাহ্মণহিতৈষী চ তস্য তুষ্টোঽস্ম্যহং সদা॥
স্বয়ং নিরুক্তং বচনং যত্নাদয পরিপালয়েৎ।
প্রপন্নান্ পাতি যত্নাদযস্তস্য তুষ্টোঽস্ম্যহং সদা॥
দানান্যনুপকারিভ্যো যো দদাতি দ্বিজোত্তম।
ময়ি চিত্তং সদা যস্য তস্য তুষ্টোঽস্ম্যহং সদা॥
কর্ম্মণা যেন তুষ্টোঽস্মি নিরুক্তং তৎ সমাসতঃ
রুষ্টোঽস্মি কর্ম্মণা যেন বিপ্র বচ্মি শৃণুষ তৎ॥
পরহিংসারতো যস্তু নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বজন্তুষ।
অহংযুঃ সর্ব্বদা ক্রুদ্ধঃ স মাং নয়তি শত্রুতাম্॥
অসত্যভাষী ক্রূরশ্চ পরনিন্দাপরশ্চ যঃ।
পররন্ধ্রৈর্নবিধ্বংসী স মাং নয়তি শত্রুতাম্॥ (১)
দম্পত্যোর্ভেদন যস্তু হেতুমাত্রেণ কেনচিৎ।
কুরুতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ স মাং নয়তি শত্রুতাম্॥১০৪
বিপ্রস্বং দেবতাদ্রব্যং পরদ্রব্যঞ্চ মানবঃ।
হরতে যস্তু বিপ্রেন্দ্র স মাং নয়তি শত্রুতাম্॥
দেবব্রাহ্মণয়োর্ভূমি হৃত্বান্যস্মৈ দ্বিজাতয়ে।

পূর্ব্বক কার্য্য করে, যে গো-ব্রাহ্মণহিতৈষী, স্বকথিত বাক্য যে যত্নের সহিত পালন করে, যে জন বিপন্ন ব্যক্তিকে যত্নসহকারে রক্ষা করে, অনুপকারী ব্যক্তিকে যে জন দান করে, আমাতে যাহার চিত্ত নিত্য বিরাজিত, সর্ব্বদা আমি তাহার প্রতি তুষ্ট থাকি। এই আমি যে কর্ম্মদ্বারা তুষ্ট থাকি তাহা বলিলাম, অতঃপর যে কর্ম্ম দ্বারা রুষ্ট হই তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে জন পরহিংসানিরত, সর্ব্ব জন্তুতে নির্দ্দয়, অহঙ্কারী এর ক্রুদ্ধ, সে আমার শত্রু। যে জন মিথ্যাবাদী, ক্রূর, পরনিন্দাপরায়ণ এবং পররন্ধ্রবিধ্বংসী ছিদ্র পাইয়া যে জন দম্পতির মধ্যে ভেদ জন্মাইয়া দেয়, যে দেবস্ব, ব্রাহ্মণস্ব ও পরস্ব হরণ করে, দেব-ব্রাহ্মণের ভূমি হরণ করিয়া যে

(১) অতঃপরমিতাধিকঃ পাঠঃ —
অদুষ্টদোষৌ পিতরৌ স্ত্রীভ্রাতৃভগিনী স্তথা।
মোহাত্ত্যজতি যো মূঢ়ঃ স মাং নয়তি শত্রুতাম্
পিতৃনির্ভৎসনং যস্তু কুরুতে মূঢ়বীর্নরঃ।
[illegible] বিপ্রেন্দ্র স মাং নয়তি শত্রুতাম্॥

অপি দদ্যাদযদা নূনং স মাং নয়তি শত্রুতাম্॥
আরামচ্ছেদিনো যে চ জলাশয়বিলোপিনঃ।
গ্রামনাশকরা যে চ তে মাং নয়তি শত্রুতাম্॥
পরশ্রিয়ং সমালোক্য বিষাদং যান্তি যে জনাঃ।
শৃণ্বন্তি পাপচর্চ্চাং যে তেষাং রুষ্টোঽস্ম্যহং সদা
যে চ গোবীর্য্যহন্তারো বৃষলীপতয়শ্চ যে।
অশ্বত্থঘাতিনো যে চ তেষাং রুষ্টোঽস্ম্যহং সদা
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং মধ্যে যে ভেদকারিণঃ।
বেদনিন্দাকরা যে চ তেষাং রুষ্টোঽস্ম্যহং সদা
একাদশ্যাং ভুঞ্জতে যে লোভাৎপাপধিয়ো নরঃ
পরদারানুরক্তা যে তেষাং রুষ্টোঽস্ম্যহং সদা।
দ্বিষন্ত্যনাথং যে মূঢ়া অনাথার্থং হরন্তি যে।
বিশ্বাসঘাতিনো যে চ তেষাং রুষ্টোঽস্ম্যহং সদা
পাপবুদ্ধিপ্রদা যে চ পিত্রোরনাদরোঽপি চ।
ধাত্রীতরুঞ্চ যে ঘ্নন্তি তেষাং রুষ্টোঽস্ম্যহং সদা
দিবসে মৈথুন যে চ কুর্ব্বতে কামমোহিতাঃ।
রজস্বলাং স্ত্রিয় যান্তি তেষাং রুষ্টোঽস্ম্যহং সদা
যে চ দুষ্টাতুরাং নারী মোহাদ্গচ্ছতি সত্তম।
ব্রতস্থাঞ্চ সদা তেষাং নয়ন্তি ভুবি শত্রুতাম্॥
অমাবস্যা তিথৌ যে চ কুর্ব্বতে নিশিভোজনম
ভোজনদ্বয়মেকাকে তেষাং রুষ্টোঽস্ম্যহং সদা
আমিষ মৈথুন তৈলমমাবস্যাদিনে দ্বিজ।

জন অন্য দ্বিজাতিকে দান করে, আমি তাহার শত্রু বলিয়া জানিবে। ৯২—১০৬। যে ব্যক্তি আরামচ্ছেদী, জলাশয়লোপী, গ্রামনাশক, পরশ্রীকাতর, পাপপ্রস্তাবশ্রাবী, অনাথদ্বেষী, অনাথধনহারী, বিশ্বাসঘাতী, পাপবুদ্ধিপ্রদ, মাতাপিতৃদ্রোহী, ধাত্রীতরুচ্ছেদী, কামমোহবশতঃ দিবা মৈথুনকারী, রজস্বলাগামী, গোবধ্যাহন্তা, বৃষলীপতি, অশ্বত্থচ্ছেদী, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের মধ্যে ভেদজ্ঞানকারী, দেবনিন্দক, একাদশীতে ভোজনকারী, পরদারানুরক্ত, সতীব্রতস্থা এবং আতুরা নারীগামী, অমাবস্যা-নিশিভোজী, এক সূর্য্যে দ্বিভোজনকারী এবং অমাবস্যায় আমিষ মৈথুন ও তৈলব্যবহারকারী, আমি তাহার

যে ন ত্যজন্তি দুষ্প্রজ্ঞাস্তেষাং কষ্টোঽস্ম্যহং
সদা (১) ॥ ১১৭
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান বিষ্ণুরদৃশ্যঃ সহসাভবৎ।
স চ বিপ্রঃ সমুত্তস্থৌ ত্যক্তনিদ্রস্ত মঞ্চতঃ ॥১১৮
কেশবোক্তেন বাক্যেন স বিপ্রো হরিভক্তিকৃৎ
সন্ত্যজ্য সকলং কার্য্যং ক্রিয়াযোগরতোঽভবৎ
নারায়ণস্থ নৈবেদ্যং ভুঞ্জতোঽপি ফলন্ত্বিদম্।
হরিপূজাকৃতাং পুংসাং ন জানে কিং ফলং
ভবেৎ ॥ ১২০
সমাসেন ব্রবীমি ত্বাং শৃণু ব্রাহ্মণসত্তম।
সকৃৎ কৃত্বা হরেঃ পূজাং প্রাপ্নোতি পরমং পদম্
মানুষ্যং দুর্লভং লোকে ·জা তত্রাপি চক্রিণঃ।
ভক্তিস্তত্রাপি বিপ্রেন্দ্র দুর্লভা পরিকীর্ত্তিতা ॥
সংসারাব্ধিং সর্ব্বদুঃখ প্রপূর্ণং
বাঞ্ছা তর্তুং যস্ত চিত্তেঽস্তি পুংসং।
ভক্ত্যা নিত্যং বাসুদেবস্ত পূজাং
কুর্য্যাদার্য্যাং কর্ম্মণাং সোঽখিলানাম্ ॥১২৩
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

বিষ্ণুপূজাফলং বিপ্র সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া।
ইদানীং বচ্মি দানানি নিশাময় সমাসতঃ ॥ ১
দানং তপো দ্বয়োর্ম্মধ্যে দানমেব বরং স্মৃতম্।
তপঃ সাপায়মিত্যুক্তং নাপায়ো দানকর্ম্মণি ॥২
তপঃ কৃতযুগে শ্রেষ্ঠং ত্রেতায়াং ধ্যানমেব চ।
সপর্য্যা দ্বাপরে শ্রেষ্ঠা দানং শ্রেষ্ঠং কলৌ যুগে ॥
তস্মাৎ কলিযুগে দানং প্রীতয়ে কমলাপতেঃ।
কর্ত্তব্যং সততং প্রাজ্ঞৈর্বিচ্ছদ্ভিঃ পরমং পদম ॥ ৪
কলয়া কলয়া চন্দ্রঃ ক্রমশো বর্দ্ধতে যথা।
দানস্থ সা গতিঃ প্রোক্তা তপসশ্চ মনীষিভিঃ ॥

প্রত সর্ব্বদা কষ্ট জানিবে। শ্রীব্যাসদেব বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ভগবান বিষ্ণু সহসা অদৃশ্য হইলেন। বিপ্রও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মঞ্চ হইতে উত্থিত হইল এবং সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া হরিভক্তি সহকারে ক্রিয়াযোগে রত হইল। নারায়ণের নৈবেদ্যভোজী ব্যক্তি যখন এতাদৃশ ফল লাভ করে, তখন হরিপূজাকারী ব্যক্তি যে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা বলা যায় না। তথাপি আমি হরিপূজাকারী যে ফল লাভ করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। একবার মাত্র হরিপূজা করিয়া মানব পরম পদ লাভ করে। দেখ, প্রথমতঃ মনুষ্যত্বই দুর্লভ, তদপেক্ষা হরিপূজা, হরিপূজা অপেক্ষাও হরিভক্তি আরও দুর্লভ। এ সংসারসমুদ্র সর্ব্ব দুঃখে পরিপূর্ণ, ইহা যাহার পার হইতে ইচ্ছা আছে, সে ভক্তি পূর্ব্বক নিখিল কর্ম্মশ্রেষ্ঠ হরিপূজা করুক। ১০৭—১২৩।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে বিপ্র! আমি সংক্ষেপে হরিপূজাফল কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে দানের বিষয় বলিতেছি সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। দান আর তপ, এই দুইয়ের মধ্যে দানই শ্রেষ্ঠ। তপ সাপায়, আর দান অনপায়। কৃতযুগে তপ, ত্রেতায় ধ্যান, দ্বাপরে পূজা, এবং কলিতে দান শ্রেষ্ঠ। অতএব কমলাপতির প্রীতির নিমিত্ত পরমপদেচ্ছু বিজ্ঞগণ কলিযুগে সতত দান করিবে। এক কলা এক কলা করিয়া যেমন চন্দ্র ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করে, দানও

---

(১) অতঃপরং পুস্তকান্তরে বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাত্তে বদাম্যহম্। নিন্দন্তি বিষ্ণবান্ যে চ তেষাং কষ্টোঽস্ম্যহং সদা ॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

যত্নাদপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যো বিত্তসঞ্চয়ঃ।
সঞ্চিতঞ্চ ধনং বিপ্র দানকর্ম্মণি নিক্ষিপেৎ ॥ ৬
ধনে স্থিতেঽপি যো মর্ত্ত্যো নাশ্নুতে ন চ যচ্ছতি
স দরিদ্র ইব জ্ঞেয়ো দানোপভোগবর্জ্জিতঃ ॥ ৭
বিত্তং কেন সহায়াতি যাতি কেন সহ দ্বিজ
আয়াতি যৎপুরা দত্তমিহ দত্তঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮
দত্ত্বা দত্ত্বা সদা দানং মানবা যে দরিদ্রতি।
ন তে দরিদ্রা বিজ্ঞেয়াঃ পরলোকে মহেশ্বরাঃ ॥
ধনং রক্ষন্তি কার্পণ্যাদ্যে তে জ্ঞেয়াঃ সুদুঃখিতাঃ
অন্তে ত্যক্ত্বা ধনং সর্ব্বং নিরাশা যান্তি জৈমিনে
পরলোকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সাধু সম্বলবর্জ্জিত।
নির্দ্ধনে বন্ধুহীনে চ ন দত্তং নোপতিষ্ঠতে ॥
স্তোকস্তোকেন বিপ্রেন্দ্র ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতে।
নিত্যং দানানি দেয়ানি বৈষ্ণবৈর্নিজশক্তিত ॥
সর্ব্বেষামেব দানানামন্নদানং দ্বিজোত্তম।
জলদানঞ্চ তত্ত্বজ্ঞৈরতিশ্রেষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০
প্রাণানাং রক্ষণার্থায় বিধিনান্নং বিনির্ম্মিতম্।
সর্ব্বেষামেব দানানাং তস্মাদন্নং বরং স্মৃতম্ ॥
মধ্যেঽন্নপ্রাণযোর্বিপ্র শ্রেষ্ঠমন্নং প্রকীর্ত্তিতম্।
বিনান্নেন ন তিষ্ঠন্তি প্রাণা দেহেষু দেহিনাম্ ॥
অন্নদঃ প্রাণদো জ্ঞেয়ঃ প্রাণদঃ সকলপ্রদঃ।
তস্মাৎ সমস্তদানানামন্নদো লভতে ফলম্ ॥
অন্নদানসমং জ্ঞেয়ং জলদানঞ্চ জৈমিনে।
বিনা তোয়েন নান্নং স্যাদতস্তোয়ং প্রদীয়তে ॥
ক্ষুধা তৃষা চ বিপ্রেন্দ্র দেহেঽপি তুল্যে প্রকীর্ত্তিতে
তস্মাদন্নঞ্চ তোয়ঞ্চ শ্রেষ্ঠং প্রোক্তং মনীষিভিঃ ॥
জীবনং জীবনং নৃণাং জীবনং ন চ জীবনম্।
অতো জীবনরক্ষার্থং জীবনং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ
অন্নতোয়ঞ্চ বিপ্রেন্দ্র দত্তং যেন মহীতলে।
তেন সর্ব্বাণি দানানি কৃতানি নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০
অন্নদানস্য মাহাত্ম্যং জলদানস্য চ দ্বিজ।
সেতিহাসং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥ ২১
হরিশর্ম্মেতি বিখ্যাতঃ পূর্ব্বং কৃতযুগে দ্বিজঃ।
বভূব হস্তিনপুরে কুবের ইব বিত্তবান্ ॥ ২২

তপস্যার গতি তদ্রূপ জানিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যত্নের সহিত বিত্ত সঞ্চয় করিবে আর সঞ্চিত বিত্ত দান কর্ম্মে ব্যয় করিবে। ধন সত্ত্বে দানোপভোগবর্জ্জিত যে জন ধনভোগ ও দান না করে তাহাকে দরিদ্র বলিয়াই জানিবে। বিত্ত কাহারও সঙ্গে আসে সঙ্গে বা কাহারও সঙ্গে যায় পূর্ব্বে যে দান করিয়াছ বিত্ত তাহার সহিত আসে আর ইহকালে যাহা দান করা যায় তাহাই সঙ্গে যায়। সর্ব্বদা দান করিয়া করিয়া যে দরিদ্র হইয়াছে, সে দরিদ্র নয় তাহাকে পরলোকের মহাজন বলিয়া জানিবে। যাহারা কার্পণ্যবশতঃ ধন রক্ষা করিয়া যায় তাহাদিগকে দুঃখী বলিয়া জানিবে। যাহারা অন্তে ধন ত্যাগ করিয়া নিঃস্ব হইয়া গমন করে। যাহারা ধনবন্ধুহীন সাধু সম্বলরহিত পরলোকে তাহারা দান ও উপভোগ করিতে পায় না। সজ্জন ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত হইয়া যথাশক্তি অল্পে অল্পে নিত্য দানীয় বস্তু প্রদান করিবে। সকল দানের মধ্যে অন্নদান আর জলদানই শ্রেষ্ঠ। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বিধাতা অন্ন সৃজন করিয়াছেন। এজন্য অন্নদানই সকল দানের শ্রেষ্ঠ। অন্নপানের মধ্যে অন্নকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। অন্ন ব্যতিরেকে দেহীর দেহে প্রাণ থাকে না। সুতরাং অন্নদানকারীকে প্রাণদানকারী বলিয়াই জানিবে। আর এই জন্যই অন্নদানকারী ব্যক্তি অপরাপর দানাপেক্ষা অধিক ফল লাভ করে। হে জৈমিনে! জলদানকেও অন্নদান সম জানিবে। তোয় ব্যতিরেকে অন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না অতএব তোয় দান করিবে। হে বিপ্রেন্দ্র! ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা উভয়ই তুল্য। এজন্য অন্ন ও তোয় মনীষিগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। জলই জীবের জীবন, পরন্তু জীবন জীবনপদবাচ্য নহে। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ জীবনরক্ষার্থ তোয় উৎসর্গ করিবে। পৃথিবীতে যাহারা অন্নতোয় দান করে তাহাদের সমুদয় দানই করা হয়, সংশয় নাই। ৬—২০। দ্বিজ! আমি তোমাকে অন্নজলদানের সেতিহাস মাহাত্ম্য বলিতেছি,

তস্মিন্নেব পুরে বেশ্যা বভূব সুন্দরী পুরা।
খ্যাতা রতিবিদগ্ধেতি সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ২৬
তত্র ক্ষেমঙ্করী নাম ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠবংশজা।
সমস্তগুণসম্পন্না বিধবাসীদনাত্মজা ॥ ২৭
সা ব্রাহ্মণী দ্বিজশ্রেষ্ঠ জাবানুবক্তমানসা।
নিষিদ্ধং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তী ত্যক্তা জ্ঞাতিভিবেকদা ॥
প্রীত্যা সাকং তয়া বিপ্র বেশ্যয়া ব্রাহ্মণী চ সা।
চকার সখ্যং স্নেহেন বেশ্যাবৃত্তিমুপেত্য চ ॥ ২৮
সা বেশ্যা ব্রাহ্মণী সাচ দ্বেহপোকত্র দিনে দিনে
পাপানি চক্রতুঃ প্রীত্যা সংখ্যা যেষা ন বিদ্যতে
ততো রতিবিদগ্ধা সা জাবভাবমুপাগতা।
ব্রাহ্মণী সাচ বিপ্রেন্দ্র তৎশীলাতান্তপাপিনী ॥
কদাচিদ্বাবমুখ্যা সা জরতীং তাং নিজাং সখীম
প্রাহেতি বিস্মিতা বিপ্র বচনং বিনয়ান্বিতা ॥২৯

বতিবিদগ্ধোবাচ।

সখি ত্বয়া সহানেকং দারুণং পাতকং কৃতম।
অদ্যাপি পাতকে দৃষ্টির্ম্মহতী বর্ত্ততে মম ॥৩০

সৌন্দর্য্যঞ্চ বলঞ্চৈব সর্ব্বং মে জরসা হৃতম্।
ইমামস্মাস্থাদা নিত্যমাশা হর্ত্তুং ন শক্যতে ॥
স্থবিবং সুমহৎ প্রাপ্তং কৃতপাতকয়া ময়া।
সমাগতমিবৈতর্হি সমীক্ষে মরণং নিজম্ ॥ ৩১
উপার্জ্জিতানি পাপেন যানি বিত্তানি বৈ ময়া।
রক্ষিষ্যন্ত্যনপত্যায়াং মৃতায়াং ময়ি তানি কে ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাণি বিত্তানি হৃন্যায়োপার্জ্জিতানি বৈ
দাতুমিচ্ছামি বিপ্রেভ্যো যদি ত্বং মন্যসে সখি
বেশ্যায়া বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণী সা মুদা বচঃ।
উবাচ বিনয়োবিষ্টা হসন্তী ত্ববয়া সখীম ॥ ৩৫

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

ময়া বিত্তানি যাবন্তি বয়স্যে সঞ্চিতানি বৈ।
অসৎপাত্রেষু দত্তানি তানি সর্ব্বাণি নিত্যশঃ ॥
তস্মাদহং ধনৈর্হীনা কিং দাস্যামি দ্বিজাতয়ে।
ত্বয়ৈব সকলং বিত্তং বিপ্রেভ্য আশু দীয়তাম্
তস্যা এতদ্বচঃ শ্রুত্বা সা বেশ্যাত্যন্তহর্ষিতা।
বিত্তেন সকলেনৈব বিপ্রে দানং চকার বৈ ॥
হবিশর্ম্মা চ বিপ্রর্ষে ধনবানতিভক্তিতঃ।

শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কৃতযুগে হস্তিনাপুরে হবিশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কুবেরের ন্যায় ধনশালী ছিলেন। ঐ নগরে রতিবিদগ্ধা নামে এক বেশ্যা ছিল। সমুদয় বেশ্যালক্ষণ তাহাতে লক্ষিত হইত। ঐ নগরেই ক্ষেমঙ্করীনাম্নী এক শ্রেষ্ঠবংশীয়া ব্রাহ্মণী ছিলেন। তিনি সমস্ত গুণসম্পন্না, বিধবা ও অনাত্মজা ছিলেন। এক সময় ঐ ব্রাহ্মণী জাবানুগত হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে লাগিল। জ্ঞাতিগণ তাহাকে পরিত্যাগ করল। ব্রাহ্মণী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বেশ্যা রতিবিদগ্ধার সহিত সখ্য স্থাপন করিল। ঐ বেশ্যাদ্বয় দিন দিন এত পাপ কর্ম্ম করিতে লাগিল যে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অনন্তর রতিবিদগ্ধা আর ব্রাহ্মণী ইহারা উভয়েই জাবে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে বেশ্যা রতিবিদগ্ধা বিস্ময় সহকারে সবিনয়ে ব্রাহ্মণী সখীকে বলিল, সখি! তোমার সহিত অনেক পাপকর্ম্মই করিয়াছি। এখনও পাপে দৃষ্টি রহিয়াছে। সৌন্দর্য্য ও বল প্রায় জরা অপহরণ করিল। তথাপি এই দুরাশা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। আমার জরা উপস্থিত, মৃত্যু সমাগত দেখিতেছি। আমি পাপ কর্ম্ম করিয়া যে সকল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি, ঐ সকল অর্থ অনপত্যা তুমি মরিয়া গেলে কে রক্ষা করিবে? সখি! তুমি যদি মত কর, তাহা হইলে অন্যায়োপর্জ্জিত অর্থ সকল আমি বিপ্রগণকে দান করিতে ইচ্ছা করি। ২১—৩৫। বেশ্যার এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী সহর্ষে হাসিয়া বলিল, —আমি যৌবনে যে সমস্ত বিত্ত পাপকর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জন করিয়াছি, তৎসমস্তই অসৎপাত্রে বায়িত হইয়াছে, সম্প্রতি আমি ধনহীন, সুতরাং দ্বিজাতিগণকে কি দান করিব, তুমিই সকল ধন বিপ্রগণকে দান কর। সখীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বেশ্যা অতি হর্ষে তাহার সমস্ত ধনদ্বারা অন্নদান আরম্ভ করিল। হে বিপ্রর্ষে! এদিকে ধনবান্ হবিশর্ম্মা

পূজয়ামাস সতত ভগবন্তং জনার্দ্দনম্ ॥ ৩৯
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো হিংসাদম্ভবিবর্জ্জিতঃ
প্রীতয়ে কমলাভর্ত্তুঃ স তেপে সুমহত্তপঃ ॥ ৪০
গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ ঘৃতপূর্ণৈশ্চ দীপকৈঃ।
পূজয়ামাস দেবেশং শ্রীহরিং নিত্যশঃ শুচিঃ ॥৪১
ধনবানপি বিপ্রোঽসৌ নাণমাত্রমপি দ্বিজ।
দদৌ কদাচিন্নৈবেদ্যং বিষ্ণবেঽখিলদায়িনে ॥
ন চকারাতিথেঃ পূজাং জ্ঞাতীনাং দ্বিজসত্তম।
দ্বিজাতীনাঞ্চ বিপ্রোঽসৌ বিভবক্ষয়শঙ্কয়া ॥৪২
পিপীলিকা মূষিকাশ্চ তথান্যেঽপি চ জন্তব।
কৃপণস্য দ্বিজস্যাস্য গৃহে নিত্যং বভুক্ষিতাঃ ॥৪৪
উপার্জ্জিতং ধনং সর্ব্বং স্বয়মেব দিনে দিনে।
বুভুজে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠো দানকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৫
সুহৃদাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ বান্ধবানাং কদাপি চ।
চকার ন চ সম্ভাষামর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ॥ ৪৬
বিগণয্য স্ববিত্তানি সুবর্ণানি নিজালয়ে
মত্বা শ্রেষ্ঠমিবাত্মানং মোদতেঽসৌ দ্বিজোত্তম ॥
কদাচিৎ প্রাপ্তকালোঽসৌ ব্রাহ্মণোঽহতাস্ত-
বিত্তবান্।
গণিকা ব্রাহ্মণী সা চ এককালে মৃতা দ্বিজ ॥৪৮
অথ দূতাঃ সমাযাতাস্ত্রীন্নেতুমতিভীষণাঃ।
ধর্ম্মরাজস্য দেবস্য পাশমুদ্গরপাণয়ঃ ॥ ৪৯
তে চ চণ্ডাদয়ো দূতাস্তান সমাদায় জৈমিনে।
জগ্মুর্যমপুরং সদ্যো দুর্গমেণ পথা ততঃ ॥ ৫০
ধর্ম্মরাজং মহাত্মানমুক্তবাংশ্চণ্ডবিক্রমঃ।
সন্নিধৌ চিত্রগুপ্তস্য মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৫১

চণ্ড উবাচ।

আনীতো হরিশর্ম্মায়ং বেশ্যা চ ব্রাহ্মণী তথা।
তবাজ্ঞয়া জীবিতেশ পশ্যৈতান পুরতঃ স্থিতান ॥
তান সমালোক্য জীবেশঃ প্রহস্য দ্বিজসত্তম।
চিত্রগুপ্তমিতি প্রাহ সর্ব্বকার্য্যবিচক্ষণম ॥ ৫৩

যম উবাচ।

এতেষাং সর্ব্বকর্ম্মাণি শুভানি চাশুভানি চ।
মূলাদ্বিচারয় প্রাজ্ঞ চিত্রগুপ্ত মহামতে ॥ ৫৪
যমাদেশাত্ততস্তেষাং চিত্রগুপ্তো বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বং বিচারয়ামাস শুভং কর্ম্মাশুভং তথা ॥ ৫৫

অত্যন্ত ভক্তিসহকারে সতত ভগবান জনার্দ্দনের পূজা করেন তিনি জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, ও হিংসাদম্ভবর্জ্জিত। কমলাপতির প্রীতির নিমিত্ত তিনি সুমহৎ তপস্যা করেন। তিনি নিত্য শুচিভাবে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দান করিয়া হরিপূজা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ধনবান হইলেও কিঞ্চিন্মাত্র নৈবেদ্যও শ্রীহরিকে দান করিতেন না। ধনমানভয়ে তিনি জ্ঞাতি, অতিথি, দ্বিজাতি প্রভৃতি কাহারও পূজা করিতেন না। পিপীলিকা, মূষিক প্রভৃতির ইহার বাড়ীতে বুভুক্ষিত থাকিত। ঐ দ্বিজ দানকর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া উপার্জ্জিত অর্থ দিন দিন স্বয়ং উপভোগ করিতেন। তিনি কখন অর্থপ্রার্থনাশঙ্কায় ব্রাহ্মণ বা বন্ধু-বান্ধবগণের সম্ভাষা করিতেন না। হে দ্বিজবর! ঐ ব্রাহ্মণ নিজের বহু বিত্ত গণনা করিয়া নিজালয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে মুদান্বিত হইয়া রহিলেন। অনন্তর এক সময় ঐ বহু বিত্তশালী ব্রাহ্মণ কালপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইলেন এবং সেই গণিকাদ্বয়ও একই কালে দেহত্যাগ করিল। অনন্তর ধর্ম্মরাজের অতিভীষণ পাশমুদ্গরপাণি দূতগণ তাহাদিগকে লইতে আসিল। চণ্ডাদি যমদূতগণ তাহাদের তিনজনকে লইয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গম পথে যমপুরে প্রস্থান করিল। মহাবলপরাক্রম চণ্ড যমপুরে গিয়া চিত্রগুপ্তের সমক্ষে মহাত্মা ধর্ম্মরাজকে বলিল,—হে জীবিতেশ! আপনার আজ্ঞায় এই হরিশর্ম্মা এবং সেই দুই বেশ্যাকে আমরা আনিয়াছি। এই দেখুন আপনার সম্মুখে তাহারা অবস্থিত।৩৯—৫৭। হে দ্বিজবর! যমরাজ তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক সর্ব্বকার্য্যাভিজ্ঞ চিত্রগুপ্তকে বলিলেন,—হে মহামতে ভ্রাতঃ চিত্রগুপ্ত! ইহাদের শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম আমূল বিচার করিয়া দেখ। অনন্তর যমাদেশে বিচক্ষণ চিত্রগুপ্ত তাহাদের সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

দেবাকর্ণয় বক্ষ্যামি পুণ্যঞ্চ পাতকং তথা
ইয়ং বেশ্যা ব্রাহ্মণী চ হবিশর্ম্মা চকার যৎ॥ ৫৬
এষা রতিবিদগ্ধাখ্যা গণিকাতিত্বরাশয়া।
চকার যানি পাপানি বক্তুং তানি ন শক্যতে॥
অন্যায়োপার্জ্জিতৈর্ব্বিত্তৈরখিলৈরেব সূর্য্যজ।
অন্নদানং চকারেয়ং গণিকা গতযৌবনা॥ ৫৮
অন্নদানপ্রভাবেন যাতনাগৃহবাসদং।
মুক্তোঽহং পাতকৈ সর্ব্বৈ কোটিজন্মার্জ্জিতৈ
রপি॥৫৯
অন্নদান মহারাজ যে কুর্ব্বন্তি জনাং ক্ষিতৌ।
তে পাপিনোঽপি গচ্ছন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরম পদম
যাবন্ত্যন্নানি যচ্ছন্তি মানবাং ক্ষিতিমণ্ডলে।
তাবন্তি ব্রহ্মহত্যানি নশ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৬১
অন্নানি যচ্ছতাং ত্যক্ত্বা শরীরাণি চ পাতকম
গৃহ্ণতামেব গাত্রাণি সহসা যাতি সূর্য্যজ॥৬২
তস্মাৎ পাপিজনান্নানি ন গৃহ্ণন্তি বিচক্ষণাঃ।
মোহাদগৃহ্ণন্তি যে মূঢ়াস্ত এব পাপভাগিনঃ॥৬৩
শুভং কর্ম্মাশুভ বাপি বেশ্যায়াঃ কথিতং প্রভো
ব্রাহ্মণ্যা শৃণু কর্ম্মাণি শুভানি চাশুভানি চ॥
ইয়ং ক্ষেমঙ্করী নাম ব্রাহ্মণী শুদ্ধবংশজা।
ভদ্রকীর্ত্তিপ্রিয়া সর্ব্ব চকার দুর্বৃত্তং প্রভো॥৬৫
ত্যক্ত্বা নিজাশ্রমাচারং নিজযৌবনগর্ব্বিতা।
বেশ্যাবৃত্তিং সমাশ্রিত্য সদেযং ব্রাহ্মণী স্থিতা॥৬৬
এতস্যা পাপকর্ম্মাণি সংখ্যাতুং ভাস্করাত্মজ।
অপি বর্ষসহস্রেণ ন হি শক্নোম্যহং প্রভো॥৬৭
কিন্ত্বস্যা অস্তি জীবেশ কর্ম্মৈকঞ্চ শুভাবহম্।
তেনৈব সর্ব্বপাপানি বিনষ্টানি মহান্ত্যপি॥৬৮
কদাচিচ্ছৈশবে রাজন খেলন্তী শিশুভিঃ সহ।
রথ্যায়া খননং চক্রে চতুষ্কোণসমন্বিতম্॥ ৬৯
তস্মিন্নেব দিনে মেঘা ববর্ষুরুদকানি বৈ।
প্রপূর্ণ তজ্জলৈঃ খাতমেতয়া নির্ম্মিতং প্রভো॥
ততো মধ্যাহ্নসময়ে গোরেকস্তৃষিতো নৃপ।
অপিবত্তত্র পানীয় তাপিতস্তপনাতপৈঃ॥ ৭১

বিচার করিলেন। এবং যমকে বলিলেন — দেব! শ্রবণ করুন, ইহাদের পাপ পুণ্য বলিতেছি। এই বেশ্যা ব্রাহ্মণী, হবিশর্ম্মা এবং এই রতিবিদগ্ধানাম্নী গণিকা ইহারা যে পাপ করিয়াছে, তাহা আমার বলিবার সাধ্য নাই। কিন্তু হে সূর্য্যজ! গণিকা রতিবিদগ্ধা যৌবনাপগমে অন্নদান করিয়াছিল। সেই অন্নদানপ্রভাবে এই গণিকা কোটিজন্মার্জ্জিত যাতনাগৃহবাসজনক পাপ সকল হইতে মুক্ত হইয়াছে। হে মহারাজ! পৃথিবীতে যে জন অন্নদান করে, সে পাপী হইলেও বিষ্ণুর পরমপদে গমন করিয়া থাকে। মানবগণ ভূতলে যাবৎ সংখ্যক অন্নদান করে, তাহার তাবৎসংখ্যক ব্রহ্মহত্যাপাপ বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। হে সূর্য্যনন্দন! পাতক সকল অন্নদানকারীর শরীর পরিত্যাগ করিয়া সহসা অন্নদানগ্রাহীর দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। এজন্য বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ পাপী ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিবেন না। মোহবশতঃ যাহারা পাপীর অন্নগ্রহণ করে, তাহারা পাপভাগী হয়।৫৩—৬৩। হে সূর্য্যনন্দন! এই আমি বেশ্যা রতি বিদগ্ধার শুভাশুভকর্ম্ম সকল খ্যাপন করিলাম, অধুনা ব্রাহ্মণী বেশ্যার শুভাশুভ কর্ম্ম সকল শ্রবণ করুন। এই ব্রাহ্মণীর নাম ছিল ক্ষেমঙ্করী। ইহার শুদ্ধবংশে জন্ম হইয়াছিল। ভদ্রকীর্ত্তি নামে এক ব্রাহ্মণ ইহার স্বামী ছিলেন। এই পাপিনী যৌবনমদে মত্ত হইয়া নিজ আশ্রমাচার পরিত্যাগ করিয়া বহু পাপ কর্ম্ম করিয়াছে। বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এই ব্রাহ্মণী বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছে। সহস্র বর্ষেও ইহার পাপকর্ম্মের সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু ইহার এক শুভাবহ কর্ম্ম আছে। সেই কর্ম্ম দ্বারাই ইহার মহৎ পাপ সমুদয় নষ্ট হইয়াছে। এই রমণী শৈশবে এক সময়ে শিশুগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে এক চতুষ্কোণ খাত খনন করে। ঐ দিন বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টিতে ঐ খাত পূর্ণ হইয়া যায়। তখন এক তপনতাপতপ্ত তৃষিত গো মধ্যাহ্ন সময়ে আসিয়া ঐ খাতে

তেনৈব সর্ব্বপাপানি বিনষ্টানি মহান্তি বৈ ।
অস্যাঃ সূর্য্যসুত প্রাজ্ঞ জলদানপ্রভাবতঃ ॥৭২
ভূমিষ্ঠমুদকং কুর্য্যাৎ যস্ত্বেকাহমপি প্রভো ।
বিমুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রজেন্নারায়ণালয়ম্ ॥৭৩
কৃতপাপানি জীবেশ ব্রাহ্মণীয়ং ত্বয়াশয় ।
বিমুক্তা সকলৈঃ পাপৈর্জলদানপ্রভাবতঃ ॥৭৪
অয়ং বিপ্রো মহাভক্তো দেবদেবস্য চক্রিণঃ ।
অতোহস্যোপরি জীবেশ প্রভুরেকোহচ্যুতঃ
স্মৃতঃ ॥ ৭৫

ব্যাস উবাচ ।

চিত্রগুপ্তস্য তদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য স দণ্ডভৃৎ ।
বেশ্যাং তাং ব্রাহ্মণীং তাঞ্চ ববন্দে ব্রাহ্মণঞ্চ তম্ ।
দিব্যৈঃ সুবর্ণালঙ্কারৈর্বস্ত্রৈর্নানাবিধৈস্তথা ।
চন্দনৈঃ পুষ্পমালাভির্যমেনালঙ্কৃতাস্তয়ঃ ॥ ৭৭
সিংহাসনোপবিষ্টানাং তেষাং সন্তোষণং যমঃ ।
চকার ভক্তিভির্ভক্ষ্যৈর্মিষ্টৈর্নানাবিধৈস্ততঃ ॥ ৭৮
তেষাং প্রপূজনং কৃত্বা সুহৃদামিব জৈমিনে
উবাচ প্রহসন বাণীং সুপ্রীতো মৃদুলাক্ষরম্ ॥৭৯

যম উবাচ ।

যূয়ং সর্ব্বে মহাত্মানো বিনষ্টাখিলকল্মষাঃ ।
সমস্তসুখদং স্থানং গচ্ছত শ্রীপতেঃ প্রভো ॥৮০
ইত্যারোপ্য রথে দিব্যে যমঃ কনকনির্ম্মিতে ।
রাজহংসযুতে স্থানং প্রেষয়ামাস চক্রিণঃ ॥ ৮১
ততো দিব্যরথারূঢাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ ।
পুরং ভগবতো জগ্মুস্তে সর্ব্বে গতপাতকাঃ ॥৮২
গণিকা ব্রাহ্মণী সা চ বিনষ্টাখিলপাতকে ।
সান্নিধ্যং প্রাপ্য দেবস্য তস্থতুস্তে চিরং সুখৈঃ
হরিশর্ম্মাণমালোক্য সমায়ান্তং জনার্দ্দনঃ ।
দদৌ বরাসনং তস্মৈ স্নেহাৎ কনকনির্ম্মিতম্ ॥৮৪
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য দ্বিজোত্তমম্ ।
বরাসনোপবিষ্টঞ্চ পপ্রচ্ছেতি মুদা হরিঃ ॥ ৮৫

শ্রীভগবানুবাচ ।

দ্বিজন্মন কুশলং ব্রূহি মদ্ভক্তপ্রবরোহসি যৎ ।
চিরং মে মন্দিরে তিষ্ঠ সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতে ॥৮৬

জল পান করে। ইহাতেই জলদানের কার্য্য হওয়ায় এই ব্রাহ্মণীর সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়াছে। যে জন একদিনের জন্যও জল ভূমিষ্ঠ রাখিতে পারে, সে সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া নারায়ণালয়ে গমন করিয়া থাকে। এই ব্রাহ্মণী পাপিনী হইলেও জল দান প্রভাবে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। আর এই বিপ্র দেবদেব চক্রীর মহাভক্ত, সুতরাং অচ্যুতই ইহার প্রভু। ব্যাস বলিলেন,—চিত্রগুপ্তের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতান্ত সেই বেশ্যা, সেই ব্রাহ্মণী ও সেই ব্রাহ্মণের বন্দনা করিতে লাগিলেন। তিনি দিব্য সুবর্ণালঙ্কার ও বিবিধ উত্তম বস্ত্র চন্দন ও পুষ্পমালা দ্বারা তাহাদিগকে অলঙ্কৃত করিলেন। নানাবিধ সুমিষ্ট ভক্ষ্য বস্তু দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া সিংহাসনে বসাইয়া কৃতান্ত তাহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে সুহৃদের ন্যায় তাহাদের পূজা করিয়া প্রীতিসহকারে হাসিতে হাসিতে যমরাজ মৃদুবচনে তাহাদিগকে বলিলেন,—আপনারা মহাত্মা, আপনাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, আপনারা সর্ব্ব সুখদায়ক বিষ্ণুলোকে গমন করুন। এই বলিয়া যমরাজ হংসযুক্ত দিব্য কনকনির্ম্মিত রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহাদিগকে বিষ্ণুলোকে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর তাহারা নিষ্পাপ, দিব্যরথারূঢ ও সর্ব্বাভরণভূষিত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।৭৪-৮২। গণিকা ও ব্রাহ্মণী উভয়ে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া দেব অচ্যুতের সান্নিধ্য লাভ করিয়া চিরকাল সুখে বাস করিতে লাগিল। হরিশর্ম্মাকে সমাগত দেখিয়া জনার্দ্দন স্নেহবশতঃ স্বয়ং তাহাকে কনকনির্ম্মিত উত্তম আসন দান করিলেন। এবং পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয় দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বরাসনোপবিষ্ট তাঁহাকে সহর্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে দ্বিজন্মন! আপনি আপনার কুশল বলুন, যেহেতু আপনি আমাকে ভক্তি করিয়া থাকেন, আপনি বহুকালযাবৎ সর্ব্বোপদ্রবরহিত মদীয় মন্দিরে অবস্থান করুন।

স্নেহবাক্যং ভগবতঃ শ্রুত্বা হৃষ্টমনা দ্বিজঃ।
প্রণম্য শিরসা বিষ্ণুমুবাচ নতকন্ধরঃ ॥৮৭

শ্রীহরিশর্ম্মোবাচ।

নমস্তে বাসুদেবায় প্রণতার্ত্তিহর প্রভো।
যন্নাম্নাপি নরাঃ সর্ব্বে মুক্তাঃ স্যুস্তে নমঃ সদা ॥
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং মম প্রভো
ত্বৎসান্নিধ্যং ময়া প্রাপ্তং কুশলং কিমতঃ
পরম্ (১) ॥ ৮৯

ব্যাস উবাচ।

এতৎ তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগবান প্রণয়োদিতম।
দত্তবান নিজসারূপ্যং প্রীতস্তস্মৈ দ্বিজন্মনে ॥৯০
দদৌ তস্মৈ সুখং সর্ব্বং দুর্ল্লভং কমলাপতিঃ।
আহারমাত্রং ন দদৌ তৎকার্পণ্যং স্মরন হরিঃ ॥
দিনদ্বিত্রান্তরে বিপ্রো নিরাহারঃ ক্ষুধাকুলং।
প্রোবাচ বিষ্ণুং দেবেশং বিনয়াবনতস্ততঃ ॥৯১

শ্রীহরিশর্ম্মোবাচ।

প্রভো প্রাপ্তং তব স্থানমনেকতপসা ফলং।
অত্রাপি ক্ষুধয়া নিত্যং বিকলোঽস্মি কথং বদ ॥
দেবকন্যাগণৈর্দ্দিব্যৈঃ সম্পন্নবযৌবনৈঃ।
শ্বেতচামরবাতেন মঞ্চে স্বপিমি বীজিতঃ ॥৯৩
সুগন্ধীনা প্রসূনানামহং স্রগ্ভিরলঙ্কৃতঃ।
চন্দনৈর্লিপ্তসর্ব্বাঙ্গো দেবরাজ ইব প্রভো ॥৯৪
চার্ব্বঙ্গীঃ কামিনীভির্নিত্যং মৎপুরতঃ প্রভো
গীয়তে নৃত্যতে চাপি নারায়ণ তবাজ্ঞয়া ॥ ৯৫
বাসবাদ্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে রজাংসি মম পাদয়োঃ
শিরঃকিরীটশো ধন্যা নিত্যমেব বহন্তি বৈ ॥৯৭
দেবা দেবর্ষয়শ্চাপি মুনয়শ্চ জগৎপতে।
স্তুবন্তি মাং স্তবৈর্দ্দিব্যৈঃ কিঙ্করা ইব সর্ব্বদা ॥৯৮
চতুর্ব্বাহুরহং শ্যামঃ শঙ্খচক্রগদাব্জভৃৎ।
প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষঃ পীতবাসাঃ সকুণ্ডলঃ ॥ ৯৯
স্বর্ণযজ্ঞোপবীতি চ কিরীটী কুণ্ডলী তথা।
দৃশ্যে ত্বমিব দেবৌঘৈর্দ্বিতীয়ো গরুড়ধ্বজঃ ॥
সুখান্যেতানি দত্তানি দুর্লভানি সুরৈস্ত্বয়া।

ভগবানের এইরূপ সস্নেহ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত দ্বিজ হরিশর্ম্মা অবনত কন্ধরে মস্তক দ্বারা বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! প্রণতার্ত্তিহর! তোমাকে নমস্কার। যাঁহার নামোচ্চারণেই নরগণ মুক্ত হয়, আমি সেই তোমাকে নমস্কার করি। অহো আমার ভাগ্য! আমি আজ তোমার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইযাছি। অতঃপর আমার কোন্ কুশল প্রার্থনীয়? ব্যাস বলিলেন, হরিশর্ম্মার এই ভক্তিগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া হরি তাঁহাকে নিজ সারূপ্য প্রদান করিলেন। যত কিছু দুর্লভ সুখ আছে, তৎসমস্তই কমলাপতি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্পণ্য স্মরণ করিয়া তাঁহার আহারমাত্র প্রদান করিলেন না। অনন্তর দুই তিনদিন পরে হরিশর্ম্মা অনাহারে ক্ষুধাকুল হইয়া বিনীত হইয়া শ্রীপতি শ্রীবিষ্ণুকে বলিলেন, প্রভো! বহু তপস্যার ফলে আপনার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু এখানেও আমি নিত্য ক্ষুধাকুল হইতেছি কেন বলুন? ৮৭—৯২। নবযৌবনশালিনী দিব্য দেবকন্যাগণের শ্বেতচামরবাতে বীজিত হইয়া আমি মঞ্চোপরি শয়ন করি। সুগন্ধ পুষ্পমালায় অলঙ্কৃত হইয়া চন্দনলিপ্ত গাত্রে দেবরাজবৎ বিরাজ করি। হে নারায়ণ! তোমার আজ্ঞায় চারুগাত্রী কামিনীগণ নিত্য আমার সম্মুখে নৃত্য গীত করে। বাসবাদি সুরগণ স্ব স্ব শিরস্থিত কিরীটাগ্র দ্বারা নিত্য আমার পদধূলি গ্রহণ করেন। দেব, দেবর্ষি ও মুনিগণ কিঙ্করবৎ নিত্য আমার দিব্য স্তোত্র পাঠ করেন। আমি চতুর্ব্বাহু, শ্যামবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, প্রফুল্ল-পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতবাসা, কুণ্ডলী, স্বর্ণযজ্ঞোপবীতধারী, কিরীটী, ও গরুড়ধ্বজ হইয়া নিত্য দেবগণ কর্তৃক দ্বিতীয় আপনার ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকি। আপনি এই সকল দেবদুর্লভ

(১) অতঃপরং পুস্তকান্তরে "ত্বাং স্মৃত্বাপি ক্ষিতৌ লোকা লভন্তে কুশলং প্রভো। ত্বৎসান্নিধ্যং ময়াপ্রাপ্তং কুশলং কিমতঃ পরম্ ॥ ইতি পাঠান্তরম্।

ন দদাসি কথং বিষ্ণো মহ্যমাহারমণ্বপি ॥ ১০১
ক্ষুধাগ্নিনা সুমহতা শরীরং মম দহ্যতে।
যথৈব জ্বলতা বৃক্ষঃ কোটরস্থেন বহ্নিনা ॥১০২
সুখমেতত্ত্বয়া দত্তং হরে কিঞ্চিন্ন বোচতে।
প্রজ্বলজ্জাঠরাগ্নৌ তু বিকলাঙ্গায় কেশব ॥১০৩
কর্ম্মণা মনসা বাচা ত্বাং বিনা জ দীশ্বর।
ন পূজিতো ময়া কশ্চিদ্দেবো দেবগণার্চ্চিতঃ ॥
স্বপ্নেনাপি জগন্নাথ কস্য ভক্তিঃ কৃতা নহি।
আহারং কেন দোষেণ দদাসি নহি মে প্রভো
ব্যাস উবাচ।
অথাসৌ ভগবান বিষ্ণুং কৌতুকী প্রণতার্ত্তিহা
ন চ তৎপুষ্পকার্পণ্যং কথয়ামাস লজ্জয়া ॥১০৬
অধোমুখঃ ক্ষণং স্থিত্বা ততো দেবো জগদ্গুরুঃ
প্রোবাচ তং মহাভক্তং মহতা ক্ষুধয়াকুলম ॥১০
শ্রীভগবানুবাচ।
যেন কর্ম্মবিপাকেন ক্ষুধয়া পীড়িতো ভবান
ময়া স নহি বক্তব্যো গম্যতাং ব্রহ্মসন্নিধিম ॥

ইত্যাজ্ঞপ্তস্ততস্তেন স বিপ্রোঽতিবুভুক্ষিতঃ।
জগাম ব্রহ্মসদনং রথমারুহ্য শোভনম্ ॥ ১০৯
তং দৃষ্ট্বা জগতামীশং ব্রহ্মাণং চতুরাননম্।
তুষ্টাব কোমলৈর্ব্বাক্যৈর্হরিশর্ম্মা কৃতাঞ্জলিঃ ॥১১০
শ্রীহরিশর্ম্মোবাচ।
নমস্তুভ্যং সুরশ্রেষ্ঠ নমস্তে পরমেষ্ঠিনে।
জগৎস্রষ্ট্রে নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং স্বয়ম্ভুবে ॥১১১
নমোঽস্তু ব্রহ্মণে তুভ্যং লোকেশায় নমো নমঃ
নমো যজ্ঞভুজে তুভ্যং নিত্যং বেদবিদে নমঃ
হংসযুক্তরথারূঢ় পলাশকুসুমপ্রভ।
পিতামহ নমস্তুভ্যং বিধাত্রে চ নমো নমঃ ॥১১৩
তুভ্যং নমোঽস্তু রজসে সত্ত্বায় তমসে নমঃ।
নমস্তুভ্যমপারায় তুভ্যং ব্রহ্মবিদে নমঃ ॥ ১১৪
নমোঽজযোনয়ে নিত্যং নমস্তে বিশ্বমূর্ত্তয়ে।
নমস্তে দেবসেব্যায় চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনে ॥ ১১৫
ব্যাস উবাচ।
স্তুতিং তস্য সমাকর্ণ্য হৃদিজাতকৃপো দ্বিজ।
হরিশর্ম্মাণমিত্যাহ মহাভাগ বরং বৃণু ॥ ১১৬

সুখ আমায় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু হে বিষ্ণো! আপনি আমাকে উপযুক্ত আহার প্রদান করিলেন না কেন? সুতীব্র ক্ষুধাগ্নি দ্বারা দেহ আমার দগ্ধ হইতেছে। যেমন কোটরস্থ জ্বলিত বহ্নি দ্বারা বৃক্ষ দগ্ধ হয়, আমার এই দেহদাহও সেইরূপ হইতেছে। হে কেশব! প্রবল ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমার অঙ্গ বিকল হওয়ায় আপনার প্রদত্ত এই সুখে আমার অভিরুচি হইতেছে না। হে দেববন্দিত! আমি কর্ম্ম, মন ও বাক্যে তুমি বিনা আর কোন জগৎপতিকেই পূজা করি নাই। হে জগন্নাথ! আমি স্বপ্নেও তোমার প্রতি অভক্তি প্রদর্শন করি নাই। অতএব হে প্রভো! কোন দোষে আমায় আহার প্রদান করিতেছ না? ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর প্রণতার্ত্তিহারী হরি কৌতুকী হইয়া লজ্জায় তাঁহার পুষ্প কার্পণ্যের কথা কহিলেন না। জগৎপতি দেবদেব ক্ষণকাল অধোমুখে থাকিয়া মহাক্ষুধাকুল মহাভক্তকে কহিলেন,—যে কর্ম্মবিপাকে তুমি এক্ষণে ক্ষুধাপীড়িত হইতেছ, আমি তাহা বক্ত করিব না। তুমি বিধিসান্নিধানে গমন কর। সেই অতি বুভুক্ষিত বিপ্র এইরূপ আদেশ পাইয়া রথারোহণে সুন্দর ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া হরিশর্ম্মা চতুরানন ব্রহ্মাকে দেখিয়া কোমল বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন।১০—১১০। হরিশর্ম্মা কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি পরমেষ্ঠী, জগৎস্রষ্টা স্বয়ম্ভু, আপনাকে নমস্কার নমস্কার। আপনি লোকেশ, যজ্ঞভোজী, ব্রহ্মা, আপনাকে নিত্য নমস্কার নমস্কার। হে পলাশকুসুমপ্রভ, হংসবাহন পিতামহ! আপনি বিধাতা, আপনাকে নমস্কার। আপনি সত্ত্ব, রজ, তম ও আপনি অপার ব্রহ্মবিৎ। আপনি অজযোনি, বিশ্বমূর্ত্তি, দেবসেব্য ও চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ, আপনাকে নিত্য আমার বহু নমস্কার নমস্কার। ব্যাস বলিলেন,—তাঁহার স্তুতি শ্রবণে বিধাতার হৃদয়ে কৃপার উদ্রেক হইল। তিনি হরিশর্ম্মাকে বলিলেন,—

অথাসৌ ব্রাহ্মণো ভূয়ো ভক্ত্যা পরময়া প্রভুম্
স্তুত্বা স্তোত্রৈঃ সুরশ্রেষ্ঠমুবাচেতি কৃতাঞ্জলিঃ ॥
হরিশর্ম্মোবাচ।
যদি তে হৃদয়ে ব্রহ্মন্নমুকম্পোহজনি প্রভো।
তদা প্রাপ্তং ময়া সর্ব্বং বরৈঃ কিমপরৈর্ম্মম ॥১১৮
নূনমেব প্রসন্নে হসি যদি ত্বং বরদ প্রভো।
পৃচ্ছামি যদহং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং তদ্বক্তুমর্হসি ॥
কর্ম্মভূমৌ ময়া ভক্ত্যা মহতা পূজিতো হরিঃ।
তেন সম্প্রতি লোকেশ সম্প্রাপ্তো হরিসন্নিধিম
কেন কর্ম্মবিপাকেন তত্রাপি পরমেশ্বর।
জঠরানলসন্তপ্তঃ সীদামি প্রতিবাসরম ॥ ১২০
স্তবমেতস্য সংশ্রুত্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ প্রহসন বাণীং বিপ্রভক্তিপ্রপূজিতঃ ॥১২১
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণু ব্রাহ্মণ ভদ্র তে কথয়ামি তবাগ্রতঃ।
কর্ম্মণো যস্য দোষেণ ক্ষুধয়া পীড়িতো ভবান ॥
ধনাঢ্যেনাপি ভবতা নৈবেদ্যেন বিনা হরিঃ।
পূজিতঃ প্রত্যহং তস্য কর্ম্মণো হি ফলং দ্বিজ ॥
হুতং ত্বয়া চ ন হবির্হুতাশনমুখেহপি চ। ১২৩
ন চ সন্তোষিতা বিপ্রাঃ প্রদানৈঃ কনকাদিভিঃ
অতিথেঃ পূজনং নৈব গোত্রাণাং ন চ পূজনম্।
যাচকানাং ন সন্তুষ্টির্মিত্রাণাং ন কদাচন ॥ ১২৫
পিতৃযজ্ঞাদিকং কর্ম্ম বিভবক্ষয়শঙ্কয়া।
ন কৃতং ভবতা বিপ্র কৃপণপ্রবরেণ চ ॥ ১২৬
অতোহত্র মন্দিরে বিষ্ণোঃ সমস্তসুখদেহপি চ
ক্ষুধানলেন মহতা সন্তপ্তো দ্বিজসত্তম ॥ ১২৭
যথা কনকপর্য্যঙ্কে স্থাপিতো ভগবাংস্ত্বয়া।
তথা ত্বমত্র স্বপিষি মঞ্চে দেবাঙ্গনাগণৈঃ ॥১২৮
যথা দিব্যৈঃ স্তবৈর্নিত্যং মাধবো ভবতা স্তুতঃ
দেবর্ষয়শ্চ দেবাশ্চ স্তুবন্তি ত্বাং তথাত্র হ ॥ ১২৯
যথা গীতানি গীতানি ভবতা হরিসন্নিধৌ।
তথা গন্ধর্ব্বপতয়ো গায়ন্ত্যত্র তবাগ্রতঃ ॥ ১৩০
সুগন্ধৈশ্চন্দনৈঃ পুষ্পৈস্ত্বয়া লিপ্তঞ্চ মণ্ডিতম্।
বিষ্ণোর্গাত্রং তথাত্র ত্বং পুষ্পগন্ধবিভূষিতঃ ॥১৩১

মহাভাগ! বর প্রার্থনা কর। অনন্তর হরিশর্ম্মা পরম ভক্তিভরে বিবিধ স্তোত্রে সুরশ্রেষ্ঠ জগদগুরুকে স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিকরে কহিলেন,—হে প্রভো! ব্রহ্মন! আপনার হৃদয়ে যদি করুণার উদ্রেক হইয়া থাকে তাহা হইলেই আমি সমস্ত ইষ্ট পাইয়াছি। অন্য বরে আমার প্রয়োজন কি? হে প্রভো! আপনি একান্ত প্রসন্ন ও বরদ হইয়া থাকেন, তবে আপনাকে যাহা কিছু আমি জিজ্ঞাসা করি, তৎসমস্তই আপনি বলিবেন। আমি কর্ম্মভূমি ভারতে মহাভক্তির সহিত হরিপূজা করিয়াছি, তাহারই ফলে আমার হরিসান্নিধ্য লাভ হইয়াছে। হে লোকেশ! এমন অবস্থাতেও আমি কোন কর্ম্মবিপাকে জঠরানলে প্রতিদিন দগ্ধ হইতেছি। বিপ্রভক্তিপূজিত লোকপিতামহ ব্রহ্মা হরিশর্ম্মার স্তব শ্রবণে হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! তোমার মঙ্গল হউক। কোন কর্ম্মদোষে তুমি ক্ষুধাপীড়িত হইতেছ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি ধনাঢ্য হইয়াও বিনা নৈবেদ্যে প্রত্যহ হরিকে পূজা করিয়াছ, সেই কর্ম্মের এই ফল। অপিচ হে দ্বিজ! তুমি হুতাশনমুখে হবিকে আহুতি দাও নাই, কনকাদিদানে বিপ্রতোষণ কর নাই, জ্ঞাতি ও অতিথিবর্গের পূজা কর নাই, যাচক ও মিত্রবর্গের কখন তুষ্টি উৎপাদন কর নাই; তুমি শ্রেষ্ঠ কৃপণ, বিভবক্ষয়ের আশঙ্কায় পিতৃযজ্ঞাদি কর্ম্মও তোমাদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১২১—১২৬। এই জন্যই হে দ্বিজবর! তুমি সমস্ত সুখদ বিষ্ণুলোকে ভ্রমণ করিয়াও মহাক্ষুধানলে সন্তপ্ত হইয়াছ। তুমি ভগবান্‌কে যেমন কনকপর্য্যঙ্কে স্থাপিত করিয়াছ, সেই জন্য এখানেও তুমি দেবাঙ্গনাগণসহ মঞ্চে শয়ন করিতেছ। যেমন দিব্য, যেমন স্তবদ্বারা তুমি মাধবকে স্তব করিয়াছ, দেব ও দেবর্ষিগণ এখানেও তোমার সেইরূপ স্তব করেন। তুমি হরিসন্নিধানে যেমন গান করিয়াছ, সেইরূপ গন্ধর্ব্বপতিগণও হেথায় তোমার অগ্রে নিত্য গান করিতেছে। সুগন্ধ চন্দন ও সুগন্ধ পুষ্পদ্বারা যেমন তুমি বিষ্ণুগাত্র লিপ্ত

সুখানি যানি যানি ত্বং ত্বয়া দত্তানি বিষ্ণবে।
তানি তান্যেব ভবতা প্রাপ্তান্যত্র দ্বিজোত্তম॥
অন্নপানৈস্ত্বয়া বিষ্ণুরন্যে চ নহি তোষিতাঃ।
তস্মাত্ত্বমত্র সন্তপ্তো নিত্যমেব ক্ষুধানলৈঃ॥১৩৩
অন্নতোয়ানি যচ্ছন্তঃ কর্ম্মভূমৌ নরোত্তমাঃ।
ক্ষুত্তৃড়্বিবর্জ্জিতাঃ শান্তাঃ পরলোকে বসন্তি বৈ
ন দত্তান্যন্নতোয়ানি ভুবি যে কৃপণৈর্জ্জনৈঃ।
জঠরানলসন্তপ্তাস্তেঽত্র সীদন্তি সর্ব্বদা॥ ১৩৫
কর্ম্মভূমৌ ন দং যদ্বস্তু ব্রাহ্মণসত্তম।
পরলোকে মনুষ্যাণা তদেব নোপতিষ্ঠতে॥
দুঃখাদুপার্জ্জিতং বিত্তং বিপ্রায় নৈব দীয়তে।
স্বয়ং ন ভুজ্যতে তচ্চ নষ্টমেব ন সংশয়॥১৩৭
কারণং তব দুঃখস্য সর্ব্বমেব ময়োদিতম।
গচ্ছ ব্রাহ্মণ ভদ্রং তে নিঃসন্দেহো যথাগতং॥
শ্রুত্বৈতদ্বচনং তস্য হরিশর্ম্মা বিবেশ কিল।
ভূয়োভূয়োঽপি নিঃশ্বস্য ব্রাহ্মণং তমুবাচ সং॥

হরিশর্ম্মোবাচ।
নিজকর্ম্মবিপাকোঽয়ং ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতো ময়া।
ইদানীং ক্রূহি দানানি কানি দেয়ানি মানবৈঃ॥
বিনয়াবনতাং বাণীং সমাকর্ণ্য পিতামহঃ।
পুনরেব প্রভুস্তস্মৈ কথয়ামাস সাদরঃ॥ ১৪১

ব্রহ্মোবাচ।
বহূনি সন্তি দানানি বক্তুং ন শক্যতে ময়া।
সংক্ষেপাৎ কথ্যতে বিপ্র নিশাময় সমাহিতঃ॥
ভূমিদানং দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদানোত্তমং স্মৃতম।
কৃতং পুণ্যাত্মনা যেন স জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বদানকৃৎ॥
গোচর্ম্মমাত্রং ভূমিং যো ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছতি।
স গচ্ছেৎ পরমং স্থানং বিমুক্তোঽখিলপাতকৈঃ
ভূমিং শস্যসমেতাং যো দরিদ্রায় দ্বিজাতয়ে।
দদাতি দ্বিজশার্দ্দূল তস্য পুণ্যং নিশাময়॥১৪৫
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো নারায়ণপুরং ব্রজেৎ।
তত্র ভুঙ্‌ক্তে সুখং সর্ব্বং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥

ও মণ্ডিত করিয়াছ এখানেও তোমার গাত্র সেইরূপ পুষ্পগন্ধে বিভূষিত হইতেছে। হে দ্বিজবর। তুমি বিষ্ণুকে যে যে সুখ প্রদান করিয়াছ, তোমাকেও তিনি সেই সেই সুখ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু অন্নদান দ্বারা বিষ্ণুকে বা অন্য কাহাকেও তুমি তোষিত কর নাই, তাই তুমি হেথায় নিত্য ক্ষুধানলে সন্তপ্ত হইতেছ। নরোত্তমগণ কর্ম্মভূমিতে অন্নজলাদি দান করিয়া পরলোকে ক্ষুত্তৃষ্ণা-বর্জ্জিত ও শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। যে সকল কৃপণজন ভূতলে অন্ন-জল দান করে না, তাহারা সর্ব্বদা জঠরানলে সন্তপ্ত হইয়া ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। কর্ম্মভূমিতে যে বস্তু বিষ্ণু বা ব্রাহ্মণকে প্রদান করা না হয়, পরলোকে মনুষ্যগণের নিকট তাহা উপস্থিত হয় না। যে দুঃখার্জ্জিত বিত্ত বিপ্রকে দেওয়া হয় না, এবং নিজের ভোগ করা হয় না, তাহা নিশ্চয় নষ্ট বলিয়া জানিবে। তোমার দুঃখের কারণ সকলই আমি বলিলাম। এক্ষণে নিঃসন্দেহ হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান কর, তোমার মঙ্গল হউক। হরিশর্ম্মা বিধিবৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনঃপুন নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন,—ভবৎপ্রসাদে আমি এই নিজ কর্ম্মবিপাক শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে বলুন, মানবগণের কোন কোন দান প্রদেয়?১২৭—১৪০। পিতামহ তাহার বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাহাকে সাদরে বলিলেন,—দান বহু আছে, সে সকল বলিতে আমি অক্ষম, তুমি বিপ্রপুঙ্গব তাই তোমায় সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। হে দ্বিজবর। সর্ব্বদানমধ্যে ভূমিদানই উত্তম। যে পুণ্যাত্মা ভূমিদান করেন, তাঁহার সমস্তই প্রদান করা হয়। যাহারা গোচর্ম্মপরিমিত ভূমিও দ্বিজকে দান করে, তাহারা অখিল পাতকমুক্ত হইয়া পরমধামে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হে দ্বিজবর। শস্যশ্যামলা ভূমি যে ব্যক্তি দরিদ্র দ্বিজাতিকে দান করে, তাহার ফল বলিতেছি, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া নারায়ণপুরে গমন করে। সেখানে গিয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্র যাবৎ সর্ব্ব সুখ উপভোগ-

পুনর্ভূমিং সমাগত্য সার্ব্বভৌমো নৃপো ভবেৎ।
চিরং ভুক্ত্বা মহীং সর্ব্বাং নারায়ণপুরং ব্রজেৎ॥
তত্র ভুক্ত্বাখিলান ভোগান যাবদ্ব্রহ্মদিনংবসেৎ
ভূমিদো ভূমিনেতা চ দ্বাবপি স্বর্গগামিণৌ॥১৪৮
তস্মাদ্ভূমির্দ্বিজৈর্গ্রাহ্যা ত্যক্ত্বা দান শতান্যপি॥
মন্দবুদ্ধির্দ্বিজো যস্তু ভূমিদানং পরিত্যজেৎ।
প্রতিজন্মনি বিপ্রেন্দ্র ভবেৎ সোঽত্যন্তদুঃখিতঃ
অন্যেভ্যোঽপি সমাসাদ্য ভূমিদানং সমাচরেৎ
তস্য বিষ্ণুরতিপ্রীতো দদাতি পরমং পদম॥
গ্রামং যচ্ছতি যো বিপ্র দরিদ্রায় দ্বিজাতয়ে।
দাপয়ত্যপি বা তস্য পুণ্যং বচ্মি নিশাময়॥১৫৩
যাবন্তো বেণবো ভূমৌ যাবন্তো বৃষ্টিবিন্দবঃ।
মন্বন্তরাণি তাবন্তি বিষ্ণুলোকে বসেৎ সুখী॥
ধেনুং পয়স্বিনীং যস্তু সবৎসাং যচ্ছতি দ্বিজ।
তস্য ব্রবীম্যহং পুণ্যমাকর্ণয় মহাত্মনঃ॥ ১৫৪
সপ্তদ্বীপাং মহীং দত্ত্বা সশস্যাং যৎ ফলংলভেৎ
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো ধেনুং যচ্ছন দ্বিজাতয়ে
দদাতি বৃষভং যস্তু ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে।
বিমুক্তঃ পাতকৈরুগ্রৈ রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥
তস্য যাবন্তি রোমাণি শরীরে বৃষভস্য চ।
তাবৎ কল্পসহস্রাণি রুদ্রেণ সহ মোদতে॥১৫৭
যস্তু বেদবিদে ধেনুং দদ্যাদুভয়তোমুখীম্।
ন তস্য পুনরাবৃত্তী রুদ্রলোকাৎ কদাচন॥
বৃষং তিলসমং যস্তু কৃষ্ণবর্ণং প্রযচ্ছতি।
স রুদ্রভবনে তিষ্ঠেদ্রুদ্রবত্তিলসংখ্যয়া॥ ১৫৯
তিলপ্রমাণমপি যঃ স্বর্ণং বিপ্রায় যচ্ছতি॥
স যাতি ভবনং বিষ্ণোঃ কুলকোটিসমন্বিতঃ॥
যো ভক্ত্যা রজতং যচ্ছেদ্দরিদ্রায় দ্বিজাতয়ে।
চন্দ্রলোকং সমাসাদ্য সুধাপানং করোতি সঃ॥
হীরকং মৌক্তিকঞ্চৈব প্রবালঞ্চ মণিং তথা।
দ্বিজাতয়ে প্রযচ্ছেদযঃ শক্রলোকং স গচ্ছতি॥
অশ্বদানং দ্বিজশ্রেষ্ঠ যঃ করোতি মহাশয়ঃ।

পূর্ব্বক পুনরায় ভূতলে আগমন করিয়া সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া থাকে। তদবস্থায় বহুকাল সর্ব্বমহী ভোগ করিয়া শেষে নারায়ণপুরে উপনীত হয়। সেথায় নানা ভোগ উপভোগ করত ব্রহ্মদিন যাবৎ বাস করে। ভূমিদাতা ও ভূমিনেতা উভয়েই স্বর্গগামী হইয়া থাকে। অতএব শতদান পরিত্যাগ করিয়াও দ্বিজগণের ভূমিদান গ্রাহ্য। যে মন্দবুদ্ধি দ্বিজ ভূমিদান পরিত্যাগ করে, হে বিপ্রর্ষে! জন্মে জন্মে সে অত্যন্ত দুঃখভাগী হয়। অন্যের নিকট ভূমি প্রাপ্ত হইয়া যে তাহা দান করে, বিষ্ণু তাহার প্রতি অতি প্রীত হইয়া তাহাকে পরম পদ প্রদান করেন। যে জন দরিদ্র দ্বিজাতিকে গ্রাম দান করে ও দান করায়, তাহার ফল শ্রবণ কর। যতগুলি বেণু ও যতগুলি জলবিন্দু ঐ ভূমিতে থাকে, তত মন্বন্তর কাল যাবৎ উক্ত ভূমিদাতা ও দাপয়িতা ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে সুখে বাস করিয়া থাকে। হে দ্বিজ! যে জন সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু দান করে, সেই মহাত্মার পুণ্যের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শস্যশালিনী সপ্তদ্বীপা মহী দান করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, সবৎসা ধেনু দান করিয়াও মানব সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। যে জন কুটুম্বী ব্রাহ্মণকে বৃষভ দান করে, সে সর্ব্বপাতকবিমুখ হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। উক্ত বৃষভের গাত্রে যাবৎ পরিমাণ রোম থাকে, তাবৎ কল্পসহস্রকাল দাতা ব্যক্তি রুদ্রের সহিত আনন্দঅনুভব করে।১৪১-১৫৭। যে ব্যক্তি বেদবিৎ ব্যক্তিকে ধেনু দান করে, তাহার রুদ্রলোক হইতে কদাচ পুনরাবৃত্তি হয় না। তিলসমন্বিত কৃষ্ণবর্ণ বৃষদাতা তিলপরিমিত বর্ষ যাবৎ রুদ্রের ন্যায় রুদ্রভবনে বাস করে। বিপ্রকে তিলপ্রমাণ স্বর্ণদান করিলেও কোটি কল্পকাল বিষ্ণুভবনে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক দরিদ্রকে রজত দান করে, সে চন্দ্রলোকে উপনীত হইয়া সুধা পান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি হীরক, মুক্তা, প্রবাল বা মণি দ্বিজাতিকে দান করে, তাহার ইন্দ্রলোকে গতি হইয়া থাকে। যে মহাশয় ব্যক্তি অশ্ব

গন্ধর্ব্বলোকে রাজত্বং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়॥
দদাতি হস্তিনং যস্তু যুবানং দোষবর্জ্জিতম্।
দেবরাজ্যে সোঽভিষিক্তো ভবেদিন্দ্র ইব দ্বিজ
বরদোলাঞ্চ বিপ্রায় যো দদাতি সুখপ্রদম্॥১৬৫
সোঽপীন্দ্রপুরমাগত্য বসেৎ কল্পচতুষ্টয়ম্।
শালগ্রামশিলাদানং যো দদাতি দ্বিজাতয়ে।
তস্য পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি সমাসেন শৃণু দ্বিজ॥১৬৬
সপ্তদ্বীপাং মহীং দত্বা সশৈলবনকাননাম্।
যৎ ফলং তচ্চ লভতে শালগ্রামশিলাপ্রদঃ॥
তুলাপুরুষদানেন যৎফলং লভতে নরঃ।
শালগ্রামশিলাং যচ্ছন্ তস্মাৎ কোটিগুণং
লভেৎ॥ ১৬৮
শালগ্রামশিলা যেন প্রদত্তা দ্বিজসত্তম।
নূনং তেন প্রদত্তানি ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ১৬৯
তুলাপুরুষদানং যঃ প্রকরোতি নরোত্তম।
জননীজঠরে ভূয়স্তস্য জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৭০
দদাতি যস্তু বৈ কন্যাং সালঙ্কারাং নরো মুদা
স গচ্ছেৎ ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ॥
য কন্যাবিক্রয়ং মূঢ়ো মোহাচ্চ কুরুতে নরঃ।
স গচ্ছেৎ নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংজ্ঞকম্॥
বিক্রীতায়াঞ্চ কন্যায়াং যঃ পুত্রো জায়তে দ্বিজ
স চণ্ডাল ইব জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ১৭৩
কন্যাবিক্রয়িণঃ পুংসো মুখং পশ্যেন্ন শাস্ত্রবিৎ।
পশ্যেদজ্ঞানতো বাপি কুর্য্যাদ্ভাস্করদর্শনম্॥১৭৪
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম কন্যাবিক্রয়িণঃ পুরঃ।
শুভং তৎ সকলং বিপ্র গচ্ছেন্নিষ্ফলতাং প্রতি
কন্যাবিক্রয়িণো নাস্তি নরকান্নিষ্কৃতিঃ পুনঃ।
কন্যাদানরতে নাস্তি স্বর্গাদাগমনং পুনঃ॥১৭৬
বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাদুচ্যতে ময়া।
হাটকক্ষিতিকন্যানাং ফলং কল্পশতাবধি॥১৭৭
উপানহং চাতপত্রং যস্তু যচ্ছতি ভূসুর।
বদামি তস্য বৈ পুণ্যং সংক্ষেপেণ নিশাময়॥
ইহ বর্ষশতং জীবেৎ সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতঃ
মৃতঃ শক্রপুরং প্রাপ্য বসেৎ কল্পচতুষ্টয়ম্॥১৭৯

দান করেন, তিনি গন্ধর্ব্বলোকে রাজত্ব প্রাপ্ত হন। হে দ্বিজ! যিনি নির্দ্দোষ যুবক হস্তী দান করেন, তিনি দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ইন্দ্রপদে বিরাজ করিতে থাকেন। যিনি সুখপ্রদ উত্তম দোলা ইন্দ্রকে দান করেন, তিনি কল্পচতুষ্টয় যাবৎ ইন্দ্রপুরে বাস করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দ্বিজাতিকে শালগ্রাম শিলা দান করে, হে দ্বিজ! তাহার ফল সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সশৈলকাননা সপ্তদ্বীপা মহীদানে যে ফল হয়, শালগ্রামশিলাদাতা সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুলাপুরুষদানে নর যে ফল লাভ করে, শালগ্রাম শিলাদাতা তাহা হইতে কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি ব্রাহ্মণকে শালগ্রাম শিলা দান করেন, চতুর্দশ ভুবনই তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে নর তুলাপুরুষ দান করেন, জননীজঠরে তাঁহাকে আর জন্ম লইতে হয় না। যে নর প্রীতিভরে সালঙ্কারা কন্যা দান করে, সে পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া থাকে। যে মূঢ় মোহক্রমে কন্যা বিক্রয় করে, পুরীষহ্রদ নামক ঘোর নরকে তাহার গতি হয়। হে দ্বিজ! বিক্রীত কন্যার গর্ভজাত সন্তান চণ্ডালবৎ সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত বলিয়া জানিবে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কন্যাবিক্রয়ীর মুখদর্শন করিবেন না। অজ্ঞানতঃ দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করিবেন। ১৫৮-১৭৪। কন্যাবিক্রয়ীর অগ্রে যে কিছু শুভ কর্ম্ম করা হয়, তৎসমস্তই বিফল হইয়া থাকে। কন্যাবিক্রয়ীর নরক হইতে আর নিষ্কৃতি নাই। যিনি কন্যা দান করেন, তাঁহারও স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন নাই। এ বিষয়ে বহু বলিয়া কি হইবে? সংক্ষেপে বলিতেছি। স্বর্ণ, ভূমি ও কন্যাদানের ফল কল্পশতাবধি ভোগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিপ্রকে উপানহ ও আতপত্র প্রদান করে, হে জৈমিনে! তাহার পুণ্যফল বলিতেছি, সংক্ষেপে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ইহকালে সর্ব্বসম্পৎ-সমন্বিত হইয়া বর্ষশত জীবিত থাকে এবং মরিয়া ইন্দ্রপুরে গিয়া

দদাতি নূতনং বস্ত্রং দিব্যং যস্তু নরোত্তমঃ।
দিবি দিব্যাম্বরধরশ্চিরং স চ মহীয়তে॥ ১৮০
বস্ত্রং পুরাতনং যচ্ছেদ্ধেনুঞ্চ জবতীং তথা।
কন্যাং রজস্বলা দত্ত্বা স নূনং নরকং ব্রজেৎ॥
ফলদো মানবো বিপ্র গচ্ছতি ত্রিদশালয়ম্।
ভুঙ্‌ক্তে কল্পসহস্রাণি ফলং তত্রামৃতোপমম্॥
শাকপ্রদো নরো যাতি শম্ভোর্ভগবতঃ পুরম্।
তত্র কল্পদ্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে পায়সং দুর্লভং সুরৈঃ॥
দুগ্ধদো দধিদশ্চৈব ঘৃতদস্তক্রদস্তথা।
সুধাপানং প্রকুরুতে পুরে ভগবতো হরেঃ॥
পুষ্পদো মনুজো বিপ্র গন্ধদশ্চ সুরালয়ে।
তিষ্ঠেদযুগসহস্রাণি গন্ধপুষ্পবিভূষিতঃ॥ ১৮৫
শয্যাদানং দ্বিজশ্রেষ্ঠ যো দদাতি দ্বিজাতয়ে।
স ব্রহ্মলোকমাগত্য ভবেৎ পর্য্যঙ্কগশ্চিরম॥১৮৬
দীপদঃ পীঠদশ্চৈব সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
দিবি সিংহাসনে তিষ্ঠেজ্জ্বলদ্দীপাবলীবৃতঃ॥১৮৭
তাম্বূলদো নরো বিপ্র ভুবি ভুঙ্‌ক্তেঽখিলং সুখম্।
দিবি দিব্যাঙ্গনাক্রোড়ে সুপ্তস্তাম্বূলমত্তি বৈ॥
বিদ্যাদানং দ্বিজশ্রেষ্ঠ যঃ করোতি নরোত্তমঃ।
সম্প্রাপ্য সন্নিধিং বিষ্ণোস্তিষ্ঠেৎ যুগশতত্রয়ম্॥
ততো জ্ঞানং সমাসাদ্য তত্রৈব দ্বিজসত্তম।
প্রাপ্নোতি দুর্লভং মোক্ষং প্রসাদাৎ কমলাপতেঃ॥
অনাথ ব্রাহ্মণং যস্তু পাঠয়ত্যতিদুঃখিনম্।
স যাতি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ॥ ১৯১
কুলীনোঽপি দ্বিজশ্চারু ন ভাতি বিদ্যয়া বিনা
তস্মাদ্দ্বিজ পাঠয়স্তঃ প্রযান্তি পরমং পদম্॥
ভুবি প্রত্যক্ষদেবোঽপি ব্রাহ্মণো দেবতাশ্রয়ঃ।
সর্ব্ববর্ণগুরুর্নৈব বিদ্যাহীনো বিরাজতে॥ ১৯৩
সংসারে যানি দানানি সন্তি হেমাদিকানি বৈ।
তানি তেন প্রদত্তানি ব্রাহ্মণো যেন পাঠিতঃ॥
কুর্য্যাৎ পুস্তকদানং যো নরো ভক্তিসমন্বিতঃ।
তস্য পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ শৃণু সত্তম॥
তত্রাক্ষরাণি যাবন্তি পত্রে পত্রে চ পুস্তকে।
প্রত্যক্ষরে ভবেৎ পুণ্যং কপিলাকোটিদানজম্

কল্পচতুষ্টয় বাস করে। যে ব্যক্তি দ্বিজাতিকে নূতন বস্ত্র দান করে, সে ব্যক্তি স্বর্গে দিব্য-বস্ত্রপরিধায়ী হইয়া চিরকাল বিহার করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পুরাতন বস্ত্র, জবতী ধেনু, বা রজঃস্বলাকন্যা দান করে, নিশ্চয় তাহার নরকবাস হয়। ফলদাতা মানব ত্রিদশালয়ে গমন করে। সেখানে গিয়া অগ্রে কল্পকাল অমৃতোপম ফলভোগ করিতে থাকে। শাকপ্রদাতা নর ভগবান শম্ভুর অগ্রে গমন করে। সেথায় দুই কল্প যাবৎ দেবদুর্ল্লভ পায়স ভোজন করে। দুগ্ধ দধি ঘৃত ও তক্রদাতা ব্যক্তি ভগবান হরির অগ্রে সুধা পান করে। পুষ্প ও গন্ধদাতা ব্যক্তি গন্ধ-পুষ্পে বিভূষিত হইয়া সহস্রযুগ যাবৎ সুরা-লয়ে বাস করে। হে দ্বিজবর! যে ব্যক্তি দ্বিজাতিকে শয্যাদান করে, সে ব্রহ্মলোকে আসিয়া পর্য্যঙ্কশায়ী হয়। দীপদাতা ও পীঠদাতা ব্যক্তি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে প্রজ্বলিত দীপাবলীমধ্যে সিংহাসনে অবস্থান করে। তাম্বূলদাতা নর ভূতলে অখিল সুখ উপভোগ করে, অন্তে স্বর্গে গিয়া দেবাঙ্গনার ক্রোড়ে শুইয়া তাম্বূল ভক্ষণ করে। যে নরবর বিদ্যাদান করেন, ত্রিশতযুগ যাবৎ তিনি বিষ্ণুসন্নিধানে অবস্থান করিয়া অনন্তর জ্ঞানলাভ করিয়া কমলাপতির প্রসাদে দুর্ল্লভ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অতি দুঃখী অনাথ ব্রাহ্মণকে অধ্যয়ন করায়, তাহার বিষ্ণুভবনে গতি হয়। তথা হইতে পুনরা-বৃত্তি হয় না। দ্বিজ কুলীন হউন, সুন্দর হউন, বিদ্যাবিনা প্রতিভাত হন না। অতএব বিপ্রকে অধ্যয়ন করাইলে পরম প্রাপ্তি হয়।১৭৫-১৯২। ব্রাহ্মণ ভূতলের প্রত্যক্ষ দেবতা, সর্ব্ববর্ণের গুরু। তিনি বিদ্যাবিহীন হইলে শোভিত হন না। সংসারে হেমাদি যে কিছু দান আছে, ব্রাহ্মণকে অধ্যয়ন করাইলে সেই সমস্ত দানই করা হইয়া থাকে। যে নর ভক্তিযুক্ত হইয়া পুস্তকদান করে, তাহার পুণ্যফল সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুস্তকের পত্রে পত্রে যত অক্ষর,

যাবদ্দিনং পুস্তকং তৎ প্রপঠন্তি দ্বিজাঃ ।
তাবন্মন্বন্তরং তিষ্ঠেদ্বৈকুণ্ঠে পুস্তকপ্রদঃ ॥ ৯
গুড়দো মধুদশ্চৈব নরো যাতীক্ষুসাগরম্ ।
বারুণং লোকমাপ্নোতি মনুজো লবণপ্রদঃ ॥
এবমাদীনি দানানি সন্ত্যনেকানি ভূসুর ।
সম্যগ্বক্তুং জগত্যস্মিন কঃ শক্তোঽব্দশতৈরপি
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি ক্রিয়ন্তে যানি মানবৈঃ ।
হন্যন্তে তানি দানেন তস্মাদ্দানং সমাচরেৎ ॥
আত্মপুণ্যেন যদ্দানং দীয়তে দাতৃভির্জনৈঃ ।
যাবদ্দ্রব্যং ফলং তাবত্তস্য দানস্য লভ্যতে ॥
প্রীতয়ে কমলাভর্ত্তুর্যৎকিঞ্চিৎ দীয়তে জনৈঃ ।
তস্য কোটিগুণং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
তস্মান্নারায়ণপ্রীতিহেতবে মতিমান নরঃ ।
দানং সমাচরেৎ বিপ্র ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥১০॥
তপসোঽপি পরং দানং নিরুক্তং তত্ত্বদর্শিভিঃ
অতো যত্নাদপি প্রাজ্ঞো দানকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥
দানং তপো দ্বে অপি যঃ প্রকরোতি স উত্তমঃ
তস্য তুল্যো জগত্যস্মিন বিদ্যতে ন চ ভূসুর ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে দানফলং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

থাকে, প্রতি অক্ষরে কোটি কপিলাদান-জনিত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। দ্বিজাতিরা যতদিন ঐ পুস্তক পাঠ করেন, পুস্তকদাতা তত মন্বন্তর কাল বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া থাকে। গুড়দাতা ও মধুদাতা ব্যক্তি ইক্ষুসাগর এবং লবণদাতা ব্যক্তি বারুণ লোক প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজ! এইরূপ বহু দান আছে, তাহা আমি শতবৎসরেও সম্যক্ বলিতে সক্ষম নহি। মানবেরা ব্রহ্মহত্যাদি যে কিছু পাপ করে, তৎসমস্ত দান দ্বারা নষ্ট হয়। অতএব দানানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। দাতা জনগণ আত্মপুণ্যপ্রভাবে যে দান করেন, দানীয় দ্রব্যপরিমাণানুসারে তাহারা দানফল লাভ করিয়া থাকেন। কমলাপতির প্রীতির নিমিত্ত জনগণ যে দান করে, তাহার কোটিগুণ পুণ্য লাভ হয়। সুতরাং বিজ্ঞ নর নারায়ণের প্রীতিহেতু শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে দান কার্য্য করিবেন। তত্ত্বদর্শীরা দানকে তপস্যা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। অতএব প্রাজ্ঞ জন সযত্নে দান কর্ম্ম করিবেন। যে জন উত্তম জল দান তপস্যা ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহার তুল্য জগতে কেহই থাকে না।

(বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা হরিশর্ম্মা হরিপ্রিয়ঃ ।
ভূয়োঽপি তং নমস্কৃত্য ভক্ত্যা প্রাহেতি জৈমিনে

হরিশর্ম্মোবাচ ।

প্রোক্তানি যানি দানানি সুবহূনি ত্বয়া প্রভো
কস্মৈ দানানি দেয়ানি তন্মে বদিতুমর্হসি ॥ ২
হরিশর্ম্মবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা সর্ব্বসুরাধিপঃ ।
উবাচ পরমপ্রীত্যা তস্মৈ বিপ্রায় ধীমতে ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ পরমো গুরুঃ ।
তস্মৈ দেয়ানি দানানি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ ॥ ৪
সর্ব্বদেবাশ্রয়ো বিপ্রঃ প্রত্যক্ষত্রিদশো বিভুঃ ।

একবিংশ অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন—হরিপ্রিয় হরিশর্ম্মা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি যে সকল দানের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, ঐ সকল দান কাহাকে দিতে হয়, আপনি তাহা বলুন। হরিশর্ম্মার এই কথা শুনিয়া সুরাধিপ ব্রহ্মা প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বলিলেন,—দেখুন, ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু, ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদেবের আশ্রয়, এবং

স তারয়তি দাতারং দুস্তরে বিশ্বসাগরে ॥ ৫
এতদাদীনি বাক্যানি শ্রুত্বা ব্রহ্মমুখাদ্দ্বিজঃ।
বিনয়াবতস্তং হি পপ্রচ্ছ পুনরব্যয়ম্ ॥ ৬

হরিশর্ম্মোবাচ।

সর্ব্ববর্ণগুরুর্ব্বিপ্রস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সুরোত্তম।
তেষাং মধ্যে তু কঃ শ্রেষ্ঠঃকস্মৈ দানং প্রদীয়তে

ব্রহ্মোবাচ।

সর্ব্ববিদ ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ পুনস্তস্মৈ দ্বিজাতয়ে।
এতৎ প্রত্যুক্তব বাক্যমুবাচ প্রহসন সুধীঃ ॥ ৭
সর্ব্বেঽপি ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পূজনীয়া সদৈব হি।
অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
স্তেয়াদিদোষলিপ্তা যে ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।
আত্মভ্যো দ্বেষিণস্তে চ ন পরেভ্যঃ কদাচন ॥৯
অনাচারা দ্বিজাঃ পূজ্যাঃ ন চ শূদ্রা জিতেন্দ্রিয়াঃ
অভক্ষ্যভক্ষকা গাবঃ কোলাঃ সুমতয়ো যথা ॥
মাহাত্ম্যং ভূমিদেবানাং বিশেষাদুচ্যতে ময়া
তব স্নেহাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিশাময় সমাহিত ॥ ১১

ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং গুরবো দ্বিজাঃ
অন্যোন্যগুরবো বপ্রা পূজনীয়াশ্চ ভূসুর ॥১২
ব্রাহ্মণং প্রণমেদ্‌যস্তু বিষ্ণুবুদ্ধ্যা নরোত্তমঃ।
আয়ুঃ পুত্রাশ্চ কীর্ত্তিশ্চ সম্পচ্চ তস্য বর্দ্ধতে ॥
ন নমেদ্‌ব্রাহ্মণং যস্তু মূঢবীর্য্যানবো ভুবি।
সুদর্শনেন তচ্ছীর্ষং হন্তুমিচ্ছতি কেশবঃ ॥ ১৪
পুষ্পহস্তং পয়োহস্তং দেবহস্তঞ্চ জৈমিনে।
ন নমেদ্‌ব্রাহ্মণং প্রাজ্ঞস্তৈলাভ্যক্তিতবিগ্রহম্ ॥১৫
জলস্থং দেববেশ্মস্থং ধ্যানমজ্জিতচেতসম্।
দেবপূজাঞ্চ কুর্ব্বন্তং ন নমেদ্‌ব্রাহ্মণং বুধঃ ॥১৬
বহির্দিশাঞ্চ কুর্ব্বন্তং ভুঞ্জন্তঞ্চ দ্বিজোত্তমম্।
তথা সামানি গায়ন্তং ন নমেদ্‌ব্রাহ্মণং বুধঃ ॥১৭
ব্রাহ্মণা যত্র তিষ্ঠন্তি বহবো দ্বিজসত্তম।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারস্তত্র কার্য্যো ন বীমতা ॥১৮
কৃতাভিবাদনং বিপ্রং ভক্ত্যা যো নাভিবাদয়েৎ
স চণ্ডালসমো জ্ঞেয়ো নাভিবাদ্যঃ কদাচন ॥১৯
কৃতপ্রণাম তনয় নমেতা পিতরৌ নচ।

ভূতলের প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহারা দুস্তর বিশ্ব-সাগর হইতে দাতাকে উদ্ধার করেন। হরিশর্ম্মা ভগবান বিধাতার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন,—হে সুরোত্তম! আপনি বলিলেন যে, ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? কাহাকে দান দেওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—সর্ব্ববিৎ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। এই বলিয়া পুনরায় তিনি বলিলেন,—ব্রাহ্মণ অবিদ্যই হউক আর সবিদ্যই হউন, সর্ব্বদাই তাঁহারা পূজনীয় ও শ্রেষ্ঠ, এবিষয়ে তর্ককরা নিষিদ্ধ। এমন কি স্তেয়াদি দোষদুষ্ট ব্রাহ্মণও উত্তম ব্রাহ্মণ, তাঁহারা নিজের প্রতিই দ্বেষ করিয়া থাকেন, কদাচ পরের প্রতি দ্বেষ করেন না। দ্বিজ কদাচারী হইলেও পূজনীয়, কিন্তু শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হইলেও পূজনীয় নহে। দেখ, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলেও গো আমাদের পূজনীয়, কিন্তু শূকর কদাচ নহে। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! স্নেহবশতঃ আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বলিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। ১১। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের গুরু। আর তাঁহারা পরস্পর পরস্প-রের গুরু এবং পূজনীয়। বিষ্ণুবুদ্ধিতে যে জন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে, তাহার আয়ু, পুত্র, কীর্ত্তি ও সম্পৎ বৃদ্ধি পায়, যে মূঢ় মানব ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে না, কেশব সুদর্শন চক্র দ্বারায় তাহার শিরচ্ছেদ করিতে ইচ্ছা করেন। পুষ্পহস্ত, পয়োহস্ত, দেবহস্ত, তৈলাভ্যক্তিত, জলস্থ, দেবগৃহস্থ, ধ্যানস্থ, দেবপূজক, শৌচকারক, ভোজনকারী ও সামগায়ক, ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিতে নাই। যেখানে বহু ব্রাহ্মণ একত্র বাস করেন, তথায় প্রত্যেককে পৃথক্‌রূপে নমস্কার করিবে না। কৃতাভিবাদন বিপ্রকে ভক্তিপূর্ব্বক যে জন প্রত্যভিবাদন না করে, তাহাকে চণ্ডালবৎ জানিবে, কদাচ অভিবাদন করিবে না। পুত্র প্রণাম করিলে পিতা-মাতা প্রণাম করিবেন না। আপনার

কৃতপ্রণামাঃ সর্ব্বেঽপি নমস্কুর্য্যাদ্ভিঃ দ্বিজাঃ ॥২০
কৃতদোষান্ দ্বিজানগাশ্চ ন দ্বিষন্তি বিচক্ষণাঃ।
দ্বিষন্তি বাপি মোহেন তেষাং কুষ্টঃ সদা হরিঃ
যাচকান্ ব্রাহ্মণান্ যস্তু কোপদৃষ্ট্যা প্রপশ্যতি।
সূচীপ্রক্ষেপণং তস্য নেত্রয়োঃ কুরুতে যম ॥
বিপ্রনির্ভর্ৎসনং মূঢ়া যেনবক্ত্রেণ কুর্ব্বতে।
তস্মিন্ বক্ত্রে যমস্তপ্তং লৌহপিণ্ডং দদাতি বৈ
ব্রাহ্মণো যদ্গৃহে ভুঙ্ক্তে তদ্গৃহে কেশব স্বয়ম্
দেবতাং সকলা এব পিতরশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ২৪
বিপ্রপাদোদকং যস্তু কণমাত্রং বহেন্নর।
দেহস্থং পাতকং তস্য সর্ব্বমেবাশু নশ্যতি ॥ ২৫
কোটিব্রহ্মাণ্ডমধ্যেষু সন্তি তীর্থানি যানি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি বিপ্রপাদয়োঃ ॥২৭
বিপ্রপাদোদকৈর্নিত্যং সিক্তং যস্যাদনস্য মস্তকম্
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ॥
সর্ব্বপাপানি ঘোরাণি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ
সদা এব বিনশ্যন্তি বিপ্রপাদাম্বুধারণাৎ ॥ ৮
যস্মাদ্যা ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে পরমক্লেশদায়ক।
গচ্ছন্তি বিলয়ং সদ্যো বিপ্রপাদাম্বুধারণাৎ ॥২৯
পিত্রর্থং যানি তোয়ানি দীয়ন্তে বিপ্রপাদয়োঃ।
তেস্তৃপ্তাং পিতরং স্বর্গে তিষ্ঠন্ত্যাচন্দ্রতারকম্ ॥
প্রক্ষাল্য বিপ্রচরণৌ দূর্ব্বাভির্যোঽর্চ্চয়েন্নরঃ।
তেনার্চ্চিতো জগৎস্বামী বিষ্ণুঃ সর্ব্বসুরেশ্বরঃ ॥
বিপ্রাণাং পাদনির্ম্মাল্যং যো মর্ত্ত্যঃ শিরসা বহেৎ
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং স মুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ॥
বিপ্রং প্রদক্ষিণীকৃত্য বন্দতে যো নরোত্তমঃ।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ৩৩
যো দদ্যাৎ ফলতাম্বুলং বিপ্রাণাং পাদসেচনে
ইহ লোকে সুখং তস্য পরলোকে ততোঽধিকম্
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং বিপ্রাণাংপাদসেচনাৎ
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত পাপী মুচ্যেত পাতকাৎ
মুচ্যেত বন্ধনাৎ বদ্ধো বিপ্রাণাং পাদসেচনাৎ
অনপত্যাশ্চ যা নার্য্যো মৃতাপত্যাশ্চ যা স্ত্রিয়ঃ।
বহ্বপত্যা জীববৎসাঃ স্যুর্বিপ্রপাদসেচনাৎ ॥৩৭

কৃতপ্রণাম দ্বিজ পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করিবে। কেহ কখন কৃতদোষ হো ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করিবে না। মোহবশত যদি করে, তাহা হইলে হরি তাহার প্রতি রুষ্ট হন। যাচক ব্রাহ্মণের প্রতি যেজন কোপদৃষ্টিপাত করে, যম তাহার চক্ষুতে সূচি-ক্ষোটন করেন। মূঢ়গণ যে মুখ দ্বারা বিপ্রকে ভর্ৎসনা করে, যম সেই মুখে তপ্ত লৌহ-খণ্ড প্রদান করেন। যে গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজন করে, তদগৃহে স্বয়ং কেশব, সমস্ত দেব সমস্ত পিতৃপুরুষ ও সমস্ত মহর্ষি ভোজন করেন। যে নর কণামাত্র বিপ্রপাদোদক বহন করে, তাহার দেহস্থ সমস্ত পাতক সত্বর বিনষ্ট হয়। কোটি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে কিছু তীর্থ বিদ্যমান, সেই সকল তীর্থই বিপ্রপদে বাস করে। যাহার মস্তক নিত্য বিপ্রপাদোদকে সিক্ত হয়, সে সর্ব্বতীর্থে স্নাত এবং সর্ব্বযজ্ঞেই দীক্ষিত হইয়া থাকে। বিপ্রপাদাম্বুধারণে ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত ভীষণ পাতক সদাই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যস্মাদি পরমক্লেশদায়ক ব্যাধি সকলও বিপ্রপাদাম্বুধারণে স্বয়ং বিলয় প্রাপ্ত হয়। পিতৃতৃপ্তির জন্য যে সকল জল বিপ্রপদে প্রদত্ত হয়, পিতৃগণ তাহাতে তৃপ্ত হইয়া আচন্দ্রতারক স্বর্গে অবস্থান করেন। যে নর বিপ্রপাদপ্রক্ষালন করিয়া দূর্ব্বা দ্বারা অর্চ্চনা করে, সর্ব্বসুরেশ্বর জগৎস্বামী বিষ্ণু তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। যে মানব বিপ্রপাদোদক মস্তক দ্বারা বহন করে, আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, সে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। যে নরবর ব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণ করিয়া বন্দনা করে, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা তৎকর্ত্তৃক প্রদক্ষিণীকৃত হয়। ১২—৩৩। যে ব্যক্তি বিপ্রগণের পাদসেবনে ফলতাম্বুল প্রদান করে, তাহার ইহলোকে সুখ এবং পরলোকে তদপেক্ষা অধিক সুখ হইয়া থাকে। বিপ্রপদসেবনের ফলে পুত্রার্থী পুত্র, ধনার্থী ধন, মোক্ষার্থী মোক্ষ, রোগী আরোগ্য, পাপী পাপমুক্তি এবং বদ্ধ বন্ধনমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনপত্যা বা মৃতবৎসা নারীগণ

মাহাত্ম্যং শৃণু বিপ্রর্ষে সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
দ্বিজাঙ্ঘ্রিসেচনস্থাহং সংক্ষেপেণ ব্রবীমি তে॥
পূর্ব্বং ভদ্রক্রিয়ো নাম পবিত্রকুলসম্ভবঃ।
বভূব ব্রাহ্মণো বিষ্ণুপরিচর্য্যাপরায়ণঃ॥ ৩৯
বেদবিৎ সদয়ঃ শান্তঃ পিতৃভক্তিপরায়ণঃ।
অতিথীনাঞ্চ পূজাকৃৎ জ্ঞাতিপূজাকরস্তথা॥ ৪০
একদা স দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তৈলাভ্যঙ্গিতবিগ্রহঃ।
জগাম সরসীং স্নাতুং গৃহীত্বা স্নানবস্ত্রকম্॥ ৪১
কৃতস্নানঃ স ভূদেবো বিধিনা তর্পণাদিকম।
চকার সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞঃ সর্ব্বলোকহিতে রতঃ॥ ৪২
সমাপ্য স্নানকর্ম্মাণি হরিনামানি কীর্ত্তয়ন।
সমায়াতঃ স্বকং গেহং হরিভক্তিপরায়ণঃ॥ ৪৩
উপবিষ্টো গৃহদ্বারে স বিপ্রঃ পরমার্থবিৎ।
পাদৌ প্রক্ষালয়ামাস প্রাঙ্গণে শীতলৈর্জলৈঃ।
প্রক্ষালিতাঙ্ঘ্রিহস্তোহসৌ ব্রাহ্মণোব্রহ্মাণার্চ্চকঃ
আরেভে নৃহরেঃ পূজাং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাম্॥ ৪৫
স্থাপয়ামাস সর্ব্বাণি স্নানোপকরণানি চ।
দ্বারদেশে দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিদাঘতপনাতপৈঃ॥ ৪৬
তাপিতো ভষকঃ কশ্চিদগ্নিকল্পৈঃ সমাগতঃ।
বিপ্রপাদোদকে তস্মিন্ ভূমিষ্ঠেঽত্যন্তশীতলে।
সর্ব্বাঙ্গং পাতয়ামাস তৃষা ব্যাকুলমানসঃ॥ ৪৮
বিপ্রপাদোদকস্পর্শাৎ ভষকোঽত্যন্তপাতকী।
বিমুক্তঃপাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ কোটিজন্মকৃতৈরপি॥৪৯
তং সুপ্তং মন্দিরদ্বারি ভষকং বিকলং তৃষা।
লোষ্টখণ্ডেন বিপ্রেন্দ্রা তাড়য়ন দ্বিজকিঙ্করাঃ॥
জগাম গঞ্চতাং সদ্যস্তত্রৈব ভষকোঽঙ্গনে।
দ্বিজাঙ্ঘ্রিসেচনস্পর্শাদ্ভষকো বীতকল্মষঃ।
বভূব সহসা তত্র কন্দর্প ইব সুন্দরঃ॥ ৫১
ততোঽসৌ সুকৃতী তস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ববন্দে চরণৌ ভক্ত্যা শিরসা মেদিনীং স্পৃশন
তমালোক্য মহাত্মান মূর্ত্তিমন্তমিব স্মরম্।
বিনয়াবনতঃ প্রাহ ব্রাহ্মণোঽসৌ তপোধনঃ॥৫৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কস্ত্বং ব্রূহি মহাভাগ কেন দুষ্কৃতকর্ম্মণা।
ভষকস্য কুলে জাতো নানাদুঃখসমাকুলে॥
বচনং ভষকস্তস্য সমাকর্ণ্য মহাশয়ং।

বিপ্রপাদসেবনে বহুপুত্রা ও জীববৎসা হইয়া থাকে। হে বিপ্রর্ষে! বিপ্রপাদসেবনের সর্ব্বপাপহর মাহাত্ম্য আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভদ্রক্রিয় নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পবিত্র কুলসম্ভূত, বিষ্ণুপূজারত, বেদজ্ঞ, দয়াশীল, শান্ত, পিতৃভক্তিপরায়ণ, এবং অতিথি ও জ্ঞাতিপূজক ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ একদা তৈলাভ্যক্তদেহে স্নানবস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সরোবরে স্নানার্থ গমন করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত ব্রাহ্মণ স্নানান্তে যথাবিধি তর্পণাদি করিলেন। স্নানকর্ম্ম সমাপন করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে হরিভক্ত ব্রাহ্মণ নিজালয়ে সমাগত হইলেন এবং গৃহদ্বারে উপবেশনপূর্ব্বক প্রাঙ্গণে শীতল জলে স্বীয় পাদযুগল প্রক্ষালন করিলেন। হস্তপদ প্রক্ষালনান্তে ব্রাহ্মণসেবী ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা হরিপূজায় নিরত হইলেন। সমস্ত স্নানোপকরণ তিনি দ্বারদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময় অগ্নিকল্প নিদাঘ-তপন-তাপিত এক তৃষ্ণাব্যাকুল কুক্কুর আসিয়া সেই ভূতলস্থ শীতল বিপ্রপাদোদকে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিল। সেই অত্যন্ত পাপী কুক্কুর বিপ্রপাদোদকস্পর্শে কোটিজন্মার্জ্জিত নিখিল পাতক হইতে মুক্ত হইল। হে বিপ্রর্ষে! অনন্তর মন্দিরদ্বারে ঐ তৃষ্ণাকুল কুক্কুরকে সুপ্ত দেখিয়া ব্রাহ্মণের কিঙ্করগণ তাহাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপে বিতাড়িত করিল। তখন সেই কুক্কুর সেইখানেই সদ্যঃ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। দ্বিজপাদোদকস্পর্শে কুক্কুর নিষ্পাপ হইয়াছিল, সে সহসা কন্দর্পবৎ সুন্দর হইল। ৩৯—৫১। অনন্তর ঐ সুকৃতিশালী মস্তকে মেদিনী স্পর্শ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক মহাত্মা ব্রাহ্মণের চরণদ্বয় বন্দনা করিল। সেই তপোধন ব্রাহ্মণ তাহাকে মূর্ত্তিমান স্মরের ন্যায় মহনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, হে মহাভাগ! কে তুমি কোন দুষ্কৃতিফলে নানাদুঃখসঙ্কুল কুক্কুরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া-

কথয়ামাস তস্মৈ চ মূলতঃ সর্ব্বমাত্মনঃ ॥ ৫৫

ভবক উবাচ।

অহমাসং সার্ব্বভৌমঃ সত্যো নাম মহাবলঃ।
চতুর্ব্বর্ষসহস্রাণি মহীং সর্ব্বামপালয়ম ॥ ৫৬
ময়া যজ্ঞাঃ কৃতাঃ সর্ব্বে জিতাশ্চ রিপবো যুধি।
দত্তানি সর্ব্বদানানি পালিতা জ্ঞাতয়ঃ সদা ॥৫৭
একদাহং মহাভাগ সন্ধিতং স্মরসায়কৈঃ।
বলাজ্জনবধূং কাঞ্চিৎ জহার ভুবসুন্দরীম্ ॥ ৫৮
তেন পাপপ্রভাবেন মম শ্রীঃ সংক্ষয়ং গতা।
ততঃ সদাঃ সর্ব্বলোকৈর্নিরস্তোহহং মহীশ্বর ॥৫৯
ততস্তু ভ্রষ্টরাজ্যো কাননাভ্যন্তরে ভ্রমন।
ক্ষুধাতৃষার্ত্তবিভ্রান্ত কদাচিৎ পঞ্চতাং গতঃ ॥ ৬০
অন্তকস্য পুরং গত্বা ভুক্তং দুঃখং ময়া চিরম।
তদাকর্ণয বিপ্রেন্দ্র দুঃখতা চিত্তদুঃখদম ॥ ৬১
সপ্তপ্রলোহশয্যা। [illegible]

ছিলে? বল। ক্রিক মহাশয় ব্রাহ্মণের সেই বাক্য শুনিয়া তাহার নিকট নিজের আমূল পরিচয় প্রদান করিল। কুক্কুর কহিল,—আমি পূর্ব্বে সত্য নামে মহাবল সার্ব্বভৌম নরপাল ছিলাম, এই সমস্ত মহী আমি চারি সহস্র বৎসর পালন করিয়াছিলাম, মৎকর্তৃক সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত ও সমস্ত রিপু বিজিত হইয়াছিল। আমি সমস্ত দান করিয়াছি। আমার জ্ঞাতিবর্গ মৎকর্তৃক পোষিত হইয়াছেন। হে মহাভাগ! একদা আমি কামশরে বিদ্ধ হইয়া কোন প্রজার পরমাসুন্দরী কামিনীকে সবলে হরণ করি। সেই কর্ম্মবশে আমার শ্রী বিনষ্ট হয়। আমি সদাই সর্ব্বলোকের পরিত্যক্ত হই। অনন্তর আমি ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া কাননাভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা ক্ষুধাতৃষ্ণায় পরিশ্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হই। পরে অন্তকপুরে গিয়া আমি দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করি। হে বিপ্রবর! আমার সেই দুঃখকাহিনী শ্রবণ করুন। যাহারা ইহা শ্রবণ করে, তাহাদেরও ইহাতে দুঃখ হয়। আমি প্রজ্বলদ-বহ্নিবেষ্টিতা জ্বালামাল-ভীষণ তাম্রময়ী

রেমেহহং প্রজ্বলদ্বহ্নিশিখাবলিসুভীষণাম্ ॥ ৬২
ততস্তু শমনাদেশাৎ লোহস্তম্ভং সুভীষণম্।
জ্বলতা বহ্নিনা তপ্তং সমালিঙ্গ্য স্থিতোহস্ম্যহম্
ততঃ ক্ষারাম্বুধারাভিঃ সিক্তোহহং যমকিঙ্করৈঃ
দুঃখমন্যচ্চ সুমহদ্ভুক্তং তত্র যমালয়ে ॥ ৬৪
ততো নরকশেষে চ জন্মাসাদ্য মুহুর্মুহুঃ।
পাপিযোনৌ মহদ্দুঃখমনুভূতং চিরং ময়া ॥ ৬৫
ত্বৎপাদজলসম্পর্শাৎ মুক্তোহহং পাপবন্ধনাৎ
গচ্ছামি পরমং স্থানং দুর্ল্লভং যোগিনামপি ॥ ৬৬
ত্বং মে গুরুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠ নমস্তুভ্যং মহাত্মনে।
ত্বৎপ্রসাদাদ বিমুক্তোহহং পাপৈর্যামি হরেঃ পুরম্ ॥ ৬৭
এতস্য বচনং শ্রুত্বা মুদা ভদ্রক্রিয়ো দ্বিজঃ।
প্রপচ্ছ বিনয়াবিষ্টস্তমেব নৃপতিং প্রতি ॥ ৬৮

ভদ্রক্রিয় উবাচ।

পূর্ব্বজন্মকথা রাজন মহতী ভবতঃ শ্রুতা।
নৃপধর্মান্ যানি বস্তুনি শানি ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৬৯
ভদ্রক্রিয়স্য বাক্যং স সংশ্রুত্য হৃষ্টমানসঃ।

রমণীকে লইয়া তপ্ত লৌহশয্যায় রমণ করিয়াছি। অনন্তর শমনাদেশে জ্বলদ্বহ্নিতপ্ত ভীষণ লৌহস্তম্ভ আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত হই। পরে যমকিঙ্করেরা আমায় ক্ষারাম্বু দ্বারা অভিষিক্ত করে। এইরূপ এবং অন্য অনেক দুঃখ আমি যমালয়ে ভোগ করিয়াছি। অনন্তর নরকাবসানে পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল মহাদুঃখ অনুভব করিয়াছি। ৫১-৬৫। এক্ষণে আপনার পাদজলস্পর্শে আমি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যোগিজনদুর্লভ পরম স্থানে গমন করিতেছি। হে দ্বিজবর! আপনি আমার গুরু, আপনি মহাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনার প্রসাদে পাপমুক্ত হইয়া আমি হরিপুরে গমন করিতেছি। দ্বিজ ভদ্রক্রিয় তাহার বাক্য শুনিয়া সবিনয়ে প্রমোদভরে সেই নৃপতির প্রতি জিজ্ঞাসিলেন,—হে রাজন্ মহাভাগবত! আপনার পূর্ব্বজন্মকথা শুনিয়াছি। এক্ষণে আপনি নৃপধর্ম্ম ব্যাখ্যা করুন। ভদ্রক্রিয়ের

সঙ্কেপাদ্রাজধর্ম্মাণি প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৭০
বাজোবাচ।
বহবো নৃপতের্ধর্ম্মাস্তান বক্তুং নহি শক্যতে।
তস্মাৎ সমাসতো বচ্মি মহাভাগ নিশাময় ॥ ৭১
পৃথিবী বৈষ্ণবী পুণ্যা সদা প্রিয়তমা হরেঃ।
নারায়ণাদৃতে নান্যো বসুমত্যাঃ পতির্ভবেৎ ॥
নারায়ণাংশজো রাজা মনুষ্যো ন কদাচন।
অতস্তু দুর্নয়ং ত্যক্ত্বা সর্ব্বদা নীতিমাচরেৎ ॥ ৭২
নীতিগ্রাহী নৃপো যস্তু বিপত্তস্য ন বিদ্যতে।
চিরং ভুনক্তি পৃথিবীং কণ্টকৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ ॥
যস্মৈ ন রোচতে নীতির্ভূপালায় দুরাত্মনে।
ভ্রষ্টশ্রীরচিরেণৈব স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৫
আয়ুর্ব্বলং যশো বিত্তং বিজয় সুখমিচ্ছতা।
মন্ত্রিত্বে পণ্ডিতো রাজ্ঞা নিযোজ্যঃ সর্ব্বদেব হি
অবজ্ঞয়া মহীভর্ত্তুস্ত্যজন্তি সদসং বুধা।
সভায়াং বুধহীনায়াং নীতির্বলবতী ন হি ॥ ৭৭
ততো নীতৌ বিপন্নায়াং সহসা ধরণীপতে।
রাজশ্রিয়ো বিনশ্যন্তি সকোষবলবাহনাঃ ॥ ৭৮
ব্রাহ্মণান গণকাংশ্চৈব বৈদ্যাংশ্চ বান্ধবাংস্তথা
নৃপাঃ কল্যাণমিচ্ছন্তো ন দ্বিষন্তি কদাচন ॥ ৭৯
গতশ্রীর্গণকদ্বেষ্টা বৈদ্যদ্বেষ্টায়ুবর্জ্জিতঃ।
জ্ঞাতিদ্বেষ্টা নিষ্কুলঃ স্যাদ্দ্বিজদ্বেষ্টাখিলার্ত্তি-
ভাক ॥ ৮০
রাজানঃ পিতর প্রোক্তাঃ পুত্রা জনপদাস্তথা।
অতো ভূপাঃ পালয়ন্তি প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান
পৌরলোকবধূ রাজা পশ্যেৎ পুত্রবধূমিব।
পৌরলোকে তথা কুর্য্যাদ্যথা স্নেহো নিজাত্মজে
প্রজাপীড়াকরা যে চ ভূপালা অতিপাপিনঃ।
শিরস্থা বিপদস্তেষা বিজ্ঞেয়া দীর্ঘদর্শিভিঃ ॥৮৩
বিবেকিনো মহীপালাঃ পালয়ন্তি যথা প্রজাঃ।
তথা তানপি দেবেশঃ পালয়ত্যনিশং হরিঃ ॥ ৮৪
প্রজানা পালন দানং দ্বে তু রাজ্ঞাং শুভাবহে
তাভ্যাং বিবর্জ্জিতা ভূপাস্তে বিজ্ঞেয়া নৃপাধমাঃ

বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাজা হৃষ্টচিত্তে সংক্ষেপে রাজধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা কহিলেন,—রাজধর্ম্ম অনেক, এ ভূতলে কে তাহা বলিতে সমর্থ? অতএব সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, হে মহাভাগ! শ্রবণ কর। এ পৃথিবী বৈষ্ণবী বলিয়া অভিহিতা। ইহা হরির সদা প্রিয়া। নারায়ণ ব্যতীত বসুমতীর পতি অন্য নাই। রাজা নারায়ণের অংশজাত,—মনুষ্য নহে। অতএব দুর্নয় পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা তিনি নীতি আচরণ করিবেন। নীতিগ্রাহী রাজার কখন বিপৎপাত হয় না। তিনি নিষ্কণ্টক হইয়া চিরকাল পৃথিবী ভোগ করেন। যে দুরাত্মা ভূপাল সুনীতি অবলম্বন করে না, সে অচিরেই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকে, আয়ু, বল, যশ, বিত্ত, বিজয়, এবং সুখাভিলাষী রাজা সর্ব্বদা পণ্ডিত ব্যক্তিকেই মন্ত্রিত্বে নিয়োগ করিবেন। ভূপাল অবজ্ঞা দেখাইলে বুধগণ রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। পণ্ডিতহীন সভায় নীতি বলবতী হয় না। রাজার নীতি সহসা বিপন্না হইলে কোষবলবাহন সমভিব্যাহারে সমস্ত রাজশ্রী বিনষ্ট হইয়া থাকে। কল্যাণকামী রাজগণ, ব্রাহ্মণ গণক বৈদ্য বান্ধবগণকে কখন দ্বেষ করিবেন না। গণকদ্বেষ্টা শ্রীহীন, বৈদ্যদ্বেষ্টা অল্পায়ু, জ্ঞাতিদ্বেষ্টা নিষ্কুল, এবং দ্বিজদ্বেষ্টা অখিলদুঃখভাগী হইয়া থাকে। রাজগণ পিতা, এবং জনপদবাসীরা পুত্র বলিয়া অভিহিত। সুতরাং মহীপালগণ ঔরসপুত্রের ন্যায় প্রজাপালন করেন। রাজা পৌরবধূকে নিজ পুত্রবধূর ন্যায় দেখিবেন। নিজ পুত্রের ন্যায় পৌরজনকে স্নেহ করিবেন। যে সকল ভূপাল প্রজাপীড়াকর, পাপাত্মা, তাহাদের বিপদ শিরস্থ।৭৬—৮৩। ইহাই দূরদর্শিগণের অভিমত। বিবেকী মহীপালেরা যেমন প্রজা পালন করেন, দেবদেব হরিও সর্ব্বদা তাহাদিগকে রাজশ্রী প্রদান করিয়া থাকেন। প্রজাবর্গের পালন এবং দান, উভয়ই রাজগণের শুভাবহ, দানপালনহীন ভূপগণ নৃপাধম বলিয়া বিজ্ঞেয়। দুষ্টের দমন ও

দুষ্টানাং শাসনঞ্চৈব শিষ্টানাং প্রতিপালনম্ ।
প্রকুর্ব্বন্তো মহীপালাশ্চিরং নন্দন্তি ভূতলে ॥৮৬
ন্যায়েনোপার্জ্জিতং বিত্তং যত্নাদ্রক্ষেন্মহীপতিঃ ।
নির্ব্বিত্তো হি মহীপালো বিপত্তৌ ন হি নিস্তরেৎ
নৃপাঃ কল্যাণমিচ্ছন্তো নিজরাজ্য শুভাশুভম্
নিত্যং পশ্যন্তি লোকাশ্চ সত্বরাশ্চারচক্ষুষা ॥৮৮
পরচক্রভয়ং যাবন্নায়াতি চিন্তয়েত্তয়ম ।
আগতে তু ভয়ে ভূপ আচরেন্নির্ভয়ো যথা ॥ ৮৯
জ্ঞাতৌ বাপি চ মিত্রে বা পুত্রে বাপি চ মন্ত্রিণি
কুর্য্যান্মুখেন গাম্ভীর্য্যং মনসা প্রেম কেবলম ॥৯০
মন্ত্রিণো জ্ঞাতয় পুত্রা প্রজাশ্চ ভৃত্যবর্গথা ।
গাম্ভীর্য্যহীন ভূপাল মন্যন্তে ন হি ভূপবৎ ॥৯১
তিষ্ঠন্তি প্রথম দূরে বসন্তি পুরতস্তথা ।
লোকাঃ স্বয় তদিচ্ছন্তি ত্যক্তগাম্ভীর্য্যভূপতেঃ
একস্য মন্ত্রিণো রাজ্য চিরং বাজত্বমিচ্ছতাম্ ।
কর্ত্তব্যাঃ সকলে রাজ্যে বৃদ্ধয়ো নৈব ভূসুর ॥৯৩
অত্যন্তলুব্ধবুদ্ধীনা ভৃত্যানা সম্পদ হরেৎ ।
তস্যা সম্পদি ভূপালো ভৃত্যমন্যং নিযোজয়েৎ
মূর্খশ্চ স্ত্রীজিতো রাজা গীতবাদ্যরতঃ সদা ।
চতুরঙ্গবলেহীনঃ সহসা বিপদং ব্রজেৎ ॥ ৯৫
সদাচারগ্রহণ সত্ত স্ববাক্য-প্রতিপালনম্ ।
গাম্ভীর্য্য চেতি ভূপানা লক্ষণানি দ্বিজোত্তম ॥
স কথ নৃপতির্যেন জিতা ন পরমেদিনী * ॥ ৯৭
জিত্বায়া পরমেদিন্যা যাবৎপাদ ব্রজেন্নৃপঃ ।
প্রতিপাদেঽশ্বমেধস্য ফল প্রাপ্নোতি চাক্ষয়ম্
পরভূমিজয়াকাঙ্ক্ষী হতো বা নৃপতির্যুধি ।
তদা গচ্ছেৎ পর স্থান বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ॥
যুধি প্রাপ্তজয়ে রাজা প্রাপ্নোতি পরসম্পদম্ ।
সসাহস প্রাপ্তমৃত্যুর্দিবীন্দ্রসম্পদ লভেৎ ॥ ১০০
ত্যক্তসত্ত্ব ত্যক্তশস্ত্র পলায়নপরায়ণঃ ।
যোদ্ধার যুধি যো হন্যাৎ সভূপো যাত্যধোগতিম্
পলায়নপরো যুদ্ধে তদ্বধ্যা চ দ্বিজোত্তম ।

শিষ্টের পালনকারী মহীপালের চিরদিন সুখভোগ করেন। মহীপতি ন্যায়ার্জ্জিত বিত্ত যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। কেননা, বিত্তহীন মহীপতি বিপদে উদ্ধার পাইতে পারেন না। কল্যাণকামী নৃপগণ নিত্য শুভাবহ নিজরাজ্য এব চারচক্ষু দ্বারা সত্বর লোকের অবস্থা দেখিবেন। যাবৎ পররাষ্ট্রভয় উপস্থিত না হইবে, তাবৎ ভয়ের চিন্তা করিবেন। কিন্তু ভয় উপস্থিত হইলে ভূপতি নির্ভীকের ন্যায় আচরণ করিবেন। জ্ঞাতি, মিত্র, পুত্র, বা মন্ত্রিজনে মুখে গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিবেন, মনে কেবল তাহাদের উপর স্নেহ রাখিবেন। মন্ত্রী, জ্ঞাতি, পুত্র, প্রজা, ভৃত্য, গাম্ভীর্য্যহীন ভূপালকে ভূপাল বলিয়াই মনে করে না। লোক সকল প্রথমে গাম্ভীর্য্যহীন ভূপতির দূরে থাকে। পরে অগ্রে বাস করে। শেষে নিজেই ভূপালত্ব ইচ্ছা করে। চিররাজ্যকামী রাজগণ কখন সমগ্র রাজ্যে একজন মন্ত্রীকে প্রতিষ্ঠাপন্ন করিবেন না। অত্যন্ত লুব্ধবুদ্ধি ভৃত্যগণের সম্পদ রাজা হরণ করিবেন। এব সেই হৃতসম্পদে অন্য ভৃত্য নিয়োগ করিবেন। মূর্খ, স্ত্রীবিজিত, সর্ব্বদা নৃত্য-গীতরত, চতুরঙ্গবলহীন রাজা সর্ব্বদা বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজবর! আচার-নিষ্ঠা, বল, স্বীয় বাক্যরক্ষা এবং গাম্ভীর্য্য এই সকলই ভূপালগণের রক্ষক। যিনি পর-রাজ্য জয় করেন নাই, তিনি কিরূপে নর-পতি হইবেন রাজা বিজিত পরভূমিতে যত পদ গমন করেন, প্রতিপদে তাঁহার অক্ষয় অশ্বমেধের ফল হইয়া থাকে ।৮৪—৯৮।
পরভূমি জয়াকাঙ্ক্ষী রাজা যুদ্ধে নিহত হইলেও সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হইয়া পরম ধামে গমন করিয়া থাকেন। যুদ্ধে লব্ধজয় রাজা পরম পদ লাভ করেন। সাহসী নরপতি মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে ইন্দ্রপদ লাভ করিয়া থাকেন। ত্যক্তশস্ত্র হীনবল পলায়-মান যোদ্ধাকে যে রাজা হনন করেন, তিনি অধোগামী হইয়া থাকেন। যুদ্ধে

* স কথং নৃপতির্যস্তু প্রতাপেন বিবর্জ্জিতঃ। ইতি পাঠান্তরম্ ।

তাবুভাবপি তিষ্ঠেতাং নরকেঽত্যন্তদুঃখদে ॥১০২
যুধি সাহসবান যোদ্ধা তদ্ধন্তা চ মহীসুব।
তিষ্ঠেতাং তাবপি স্বর্গে যাবচ্চন্দ্রদিবাকবৌ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন সঙ্ক্ষেপাদুচ্যতে ময়া।
প্রজাপালনকৃদ্রাজা কদাচিন্নাবসীদতি॥ ১০৪
ব্রহ্মোবাচ।
ইতি ব্রুবতি ভূপালে তস্মিন গলিতকল্মষে।
পুষ্পবৃষ্টিরভূত্তত্র মহতী গগনাদ্দ্বিজ॥ ১০৫
অথ দূতাঃ সমাযাতাঃ কেশবস্য পবাত্মনঃ।
বাজহংসযুতং দিব্যং বথমাদায় সত্বরম॥ ১০৬
ততো রথং সমারুহ্য দিব্যং কনকনির্ম্মিতম্।
জগাম বিষ্ণুভবন স বাজা গতকল্মষঃ॥ ১০৭
বিপ্রপাদোদকস্যেতন্মাহাত্ম্যং তে প্রকীর্ত্তিতম।
যচ্ছ্রুত্বা ভক্তিভাবেন নবো নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥
ইতি তে কথিত সর্ব্ব শ্রোতুং যদ্বাঞ্ছিত ত্বয়া
গচ্ছ ব্রাহ্মণ ভদ্রন্তে চক্রিণো নিলয় প্রতি॥
বহুন্যেতানি বাক্যানি শ্রুত্বা ব্রহ্মমুখাদদ্বিজ।
ক্ষুধানলেন সন্দগ্ধঃ পপ্রচ্ছ নিজকাঙ্ক্ষিতম্॥১১০
হরিশর্ম্মোবাচ।
দেবদেব নমস্তভ্যং নমস্তে পরমেশ্বর।
কমলাসন নমস্তভ্যং কৃপাং কুরু জগৎপতে॥
ক্ষুধানলেন মহতা শরীরং দহ্যতে মম।
কেনোপায়েন ভগবন্ ক্ষুধাশান্তির্ভবেন্মম॥১১২
এতন্মে ব্রূহি দেবেশ যতস্ত্বং ভক্তবৎসলঃ।
প্রাপ্নোমি সুমহদ্দুঃখ নিত্যং দগ্ধঃ ক্ষুধানলৈঃ॥
বিনয়ং পুনবেতস্য শ্রুত্বাতীবদয়াপরঃ।
সর্ব্বদেববরঃস্রষ্টা বাক্যমেতদুদীবয়ৎ॥ ১১৪
ব্রহ্মোবাচ।
যচ্ছবীবং ত্বয়া পুষ্টং সততং ভূরিভোজনৈঃ।
ভুঙ্ক্ষ্ব তস্য শবীবস্য মাংসানি দ্বিজসত্তম॥
আত্মতৃপ্তিং ভোজনেন ন কুর্ব্বন্তি পরস্য যে।
মাংসানি স্বশরীরাণাং ভুঞ্জতে তে পরত্র চ॥
ব্যাস উবাচ।
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা নিষ্ঠুবং স দ্বিজোত্তমঃ।

পলায়মান ব্যক্তি এব সেই পলায়মান ব্যক্তিব ঘাতক, উভয়েই অত্যন্ত দুঃখপ্রদ নবকে অবস্থান কবে। যুদ্ধে সাহসী যোদ্ধা এবং সেই যোদ্ধাব ঘাতক উভয়েই যাবচ্চন্দ্র-দিবাকব স্বর্গে বাস কবেন। এ সম্বন্ধে আর বহু বলিয়া কি হইবে, সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রজাপালনকাবী রাজা কদাচ অবসন্ন হন না। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দ্বিজ! সেই নিষ্পাপ ভূপাল এই কথা কহিলে আকাশ হইতে মহতী পুষ্পবৃষ্টি হইল। অনন্তর মহাত্মা কেশবেব দূতগণ আগমন কবিল। নবপতি বাজহংসযুত দিব্য কনকময় বথে আবোহণ করিয়া বিষ্ণুভবনে প্রযাণ কবিলেন। এই আমি বিপ্রপাদোদকেব মাহাত্ম্য তোমার নিকট কীর্ত্তন কাবলাম, যাহা শুনিয়া নর বিষ্ণুপুরে প্রযাণ করিয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণ! তুমি যাহা শুনিতে চাহিয়াছিলে তৎসমস্তই এই আমি কহিলাম। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি এক্ষণে বিষ্ণুভবনে গমন কর। দ্বিজ হরিশর্ম্মা ব্রহ্মাব মুখে ইত্যাদি বহু বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ক্ষুধানলে দগ্ধ হইয়া নিজ অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিশর্ম্মা কহিলেন,—হে দেবদেব, পরমেশ্বর! তোমায় নমস্কার! হে কমলাসন জগৎপতে! আমি নমস্কার করি, আমাব প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন। মহাক্ষুধানলে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। হে ভগবন! কি উপায়ে আমার ক্ষুধাশান্তি হইবে? হে দেবেশ! তুমি ভক্তবৎসল, আমায় সে উপায় বল। আমি ক্ষুধানলে দগ্ধ হইয়া নিত্য মহাদুঃখ পাইতেছি।৯৯—১১৩। সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ বিধাতা পুনবায় ব্রাহ্মণের সেই বিনয়বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে দ্বিজবর! তুমি সর্ব্বদা যে শবীব ভূবিভোজনে পুষ্ট করিয়াছ, সেই শরীরের মাংস ভোজন কর। যে নরাধমেরা ভোজনে কেবল আত্মতৃপ্তিই সম্পাদন করে, পরের তৃপ্তি সাধন করে না, তাহারা পরকালে নিজ শরীরমাংসই ভক্ষণ করিয়া থাকে। ব্যাস বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় মধুরাক্ষর

পুনস্তুষ্টাব ত দেবং বচনৈঃ কোমলাক্ষরৈঃ॥
হরিশর্ম্মোবাচ।
প্রসীদ ভগবন দেব শরণাগতপালক।
ক্ষমস্ব সকলং দোষং সুরশ্রেষ্ঠ নমোহস্তু তে॥
মলমূত্রপ্রকীর্ণানি বপূংষি বহুতাং নৃণাম্।
সর্ব্ব এব প্রভো দোষাঃ সন্তি কেচিদ গুণা ন চ
কৃতং ময়া মোহবতা দূষণং ক্ষন্তুমর্হসি।
শরণাগতলোকানাং সদ্ভির্দোষোহপি নেক্ষ্যতে
আত্মদেহস্য মাংসানি ভোক্তুং ব্রহ্মন ন শক্যতে
দেহি মে যোগ্যমাহারং সন্তুষ্টির্জায়তে যতঃ॥
ইত্যেবমুক্তে বচনে ভক্ত্যা বিপ্র দ্বিজন্মনা।
উবাচ সদয়ো ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ॥১২১
ব্রহ্মোবাচ।
শোকং মা কুরু বিপ্রেন্দ্র শৃণু মে বচনং শুভম।
আহারো লভ্যতে যেন প্রকারেণাত্র সম্প্রতি॥
আত্মনো জায়তে পুত্রো যথৈবাত্মা তথৈব স।
তস্মাৎ পুত্রকৃতং কর্ম্ম লভন্তে পিতরং খলু॥
অন্নতোয়প্রদানানি মর্ত্ত্যলোকে সুতস্তব।
করোতু শ্রদ্ধয়া বিপ্র তব সন্তুষ্টিহেতবে॥ ১২৫
তদা ত্বমত্র সন্তুষ্টিং সম্প্রাপ্য মহতীং খলু।
চিরং স্থাস্যসি দেবস্য ভবনেহত্যন্তশোভনে॥
এবমুক্তস্ততস্তেন স বিপ্রো ক্ষুধয়াকুলঃ।
স্বপ্নে সন্দর্শনং দত্ত্বা পুত্রং বচনমব্রবীৎ॥ ১২৭
হরিশর্ম্মোবাচ।
দীক্ষিতাখ্য সুতশ্রেষ্ঠ ত্বয্যস্তু পরমং শিবম্।
তবাস্মি জনকং সৌম্য মম দুঃখং নিশাময়॥১২৮
তপঃপ্রভাবৈঃ পরমং ধাম প্রাপ্তং ময়াত্মজঃ।
ক্ষুধানলেন সন্তপ্তস্তত্র সীদাম্যহং সদা॥ ১২৯
যদা ময়ি পিতৃস্নেহস্তবাস্তি সুত সম্প্রতি।
তদান্নমুদকং চাপি মদর্থং দীয়তাং দ্বিজে॥ ১৩০
যৎ কিঞ্চিদ্দীয়তে পুত্রৈঃ পিত্রর্থং ক্ষিতিমণ্ডলে।
লভন্তে পিতরস্তচ্চ যৎপুত্রা পিতৃদেহজাঃ॥১৩১
পুরা পরময়া ভক্ত্যা পূজিতো ভগবান ময়া।
বাদ্যৈর্গীতৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ স্তবপাঠৈঃ সুশোভনৈঃ
গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ ঘৃতপূর্ণৈঃ প্রদীপকৈঃ।

বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। হরিশর্ম্মা কহিলেন,—হে দেব ভগবন! প্রসন্ন হউন। আপনি শরণাগতপালক, আমার সর্ব্ব দোষ ক্ষমা করুন, আপনাকে নমস্কার করি। মলমূত্রাকীর্ণ দেহধারী নরগণের সমস্তই দোষ গুণ কিছুমাত্র নাই। আমি মোহাপন্ন হইয়া বহু দোষ করিয়াছি, ক্ষমা করুন। সাধুগণ শরণাগত জনের দোষ দর্শন করেন না। হে ব্রহ্মন! আমি আত্মদেহমাংস ভক্ষণ করিতে পারিতেছি না। আপনার যখন সন্তোষ হইয়াছে, তখন আমার যোগ্য আহার প্রদান করুন। হে বিপ্র! হরিশর্ম্মা এই সকল বাক্য বলিলে দ্বিজপ্রিয় ব্রহ্মা পুনরায়, তাহার বিনয় শ্রবণে বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আমার শুভ বচন শ্রবণ কর, শোক করিও না। সম্প্রতি যেরূপে আহার লাভ করিতে পারিবে, তাহাই বলিতেছি। পুত্র আত্মা হইতে উৎপন্ন, যথা আত্মা তথা পুত্র অতএব পুত্রকৃত কর্ম্ম পিতৃপুরুষেরা লাভ করেন। হে বিপ্র! তোমার তোষহেতু তোমার পুত্র মর্ত্ত্যলোকে শ্রদ্ধায় অন্নজল প্রদান করুক। তাহা হইলেই এখানে তুমি মহতী তুষ্টিপ্রাপ্ত হইবে। চিরকাল তুমি অতিশোভন দেবভবনে থাকিবে।১১৪-১২৬। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে সেই ক্ষুধাকুল ব্রাহ্মণ পুত্রকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়া কহিলেন,—হে আমার দীক্ষিত নামক সুতবর! তোমার মঙ্গল হউক। হে সৌম্য! আমি তোমার জনক, আমার দুঃখ শ্রবণ কর। হে পুত্র! আমি তপঃপ্রভাবে পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু ক্ষুধানলে আমি সর্ব্বদাই সুরালয়ে সন্তপ্ত। হে পুত্র! আমাতে যদি তোমার পিতৃস্নেহ থাকে, তবে সদাই অন্নজল দ্বিজে দান কর। পুত্রগণ পিতৃতৃপ্তি-হেতু ভূতলে যে কিছু দান করে, তৎসকলই পিতৃগণ লাভ করেন। যে হেতু পুত্রগণ পিতার দেহ হইতেই উৎপন্ন। পুরাকালে পরম ভক্তিসহকারে আমি বাদ্য, গীত, নৃত্য, সুন্দর স্তব, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ, পাদ্য, অর্ঘ্য,

পাদার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ ধ্যানৈরাবাহনাদিভিঃ ॥১৩৩
ন দত্তং জগদীশায় কৃপণেন ময়াত্মজ।
অণুমাত্রমপি ক্বাপি নৈবেদ্যং পাপহারিণে ॥১৩৪
স্বল্পং বাপি ময়া দত্তং নৈবেদ্যং বিষ্ণবে তু তৎ
স্বয়ং ভুক্তং ন বিপ্রায় দত্তং কিঞ্চিৎ কদাপি চ ॥
অতিথের্ন কৃতা পূজা তোয়ৈরন্নৈঃ কদাপি চ।
জ্ঞাতীনাং যাচকানাঞ্চ সন্তুষ্টির্ন কৃতা ময়া ॥ ১৩৬
তেনৈব কর্ম্মণা পুত্র নারায়ণগৃহেঽপি চ।
ক্ষুধানলেন সন্তপ্তঃ সীদামি প্রতিবাসরম্ ॥১৩৭
অতোঽন্নতোয়দানাদি দরিদ্রায় দ্বিজাতয়ে।
দত্ত্বা ক্ষিপ্রং সুতশ্রেষ্ঠ প্রাণরক্ষাং কুরুষ্ব মে ॥
অথবা ন করোত্যেবং নিষ্ঠুরত্বাদ্যদা ভবান্।
স্বমাংসান্যেব ভোক্ষ্যামি তদাহং বিষ্ণুমন্দিরে ॥

ব্যাস উবাচ।

অথাসৌ ক্ষুধিতো বিপ্রঃ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকং।
ইত্যুক্ত্বা দীক্ষিত পুত্রমদৃশ্যঃ সহসাভবৎ ॥১৪০
ততঃ প্রভাতে বিমলে প্রাদুর্ভূতে দিবাকরে।
স্বপ্নে যদুক্তং পিত্রা তচ্চিন্তয়ামাস দীক্ষিতঃ ॥

দীক্ষিত উবাচ।

আত্মনঃ কর্ম্মদোষেণ পরলোকেঽপি মৎপিতা।
ক্ষুধাগ্নিদগ্ধসর্ব্বাঙ্গঃ সীদতি প্রতিবাসরম্ ॥ ১৪২
ধিগস্তু মাং মন্দধিয়ং কৃপণপ্রবরং জড়ম্।
ময়াপি পিতৃপুণ্যেন ন কিঞ্চিদপি দীয়তে ॥১৪৩
ইতি সঞ্চিন্ত্য বহুধা দীক্ষিতোঽসৌ দ্বিজোত্তম
পিত্রর্থমন্নং তোয়ঞ্চ দ্বিজাতিভ্যঃ প্রদত্তবান্ ॥
তেন দানেন সন্তুষ্টো হরিশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
তস্থৌ নারায়ণাগারে যাবৎকালং শৃণু দ্বিজ ॥
চতুর্যুগসহস্রৈস্তু ব্রহ্মণোঽহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ভবন্তি তস্মিন্নেবাহ্নি মনবশ্চ চতুর্দ্দশ ॥ ১৪৬
ইন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ প্রোক্তাস্তস্মিন্নেব দিনে চ তে।
ভুঞ্জতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিষয়ান স্বান পৃথক্ পৃথক
একস্মিন ব্রহ্মদিবসে ভুক্ত্বা স্বান বিষযাংশ্চ তে
ইন্দ্রাশ্চ মনবশ্চৈব বিনশ্যন্তি চতুর্দ্দশ ॥
বিষ্ণুলোকে স্থিতে তস্মিন হরিশর্ম্মণি ভূসুরে

আচমনীয়, ও পুরাণপাঠ দ্বারা ভগবানকে অর্চ্চনা করিয়াছি; কিন্তু কৃপণ আমি—পাপহর জগৎপতিকে অণুমাত্র নৈবেদ্যও কখন প্রদান করি নাই, এবং বিষ্ণুকে প্রদত্ত স্বল্প নৈবেদ্যও নিজেই ভক্ষণ করিয়াছি, বিপ্রকে দান করি নাই। আমি কদাচ অন্নজল দ্বারা অতিথিপূজা বা জ্ঞাতি বা যাচকবর্গের তুষ্টি সাধন করি নাই। হে পুত্র সেই কর্ম্মফলেই নারায়ণভবনেও প্রতিদিন আমি ক্ষুধানলে সন্তপ্ত হইয়া অবসন্ন হইতেছি। অতএব হে সুতশ্রেষ্ঠ! তুমি দরিদ্র দ্বিজাতিকে অন্নজল দান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। অথবা যদি তুমি নিষ্ঠুরতা বশতঃ এই কার্য্য না কর, তাহা হইলে বিষ্ণুমন্দিরে থাকিয়া আমাকে নিজ দেহমাংসই ভক্ষণ করিতে হইবে। ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর ঐ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালু ক্ষুধিত বিপ্র নিজ পুত্র দীক্ষিতকে এই কথা কহিয়া সহসা অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর বিমল প্রভাতে দিবাকর উদিত হইলে পিতা স্বপ্নে যাহা বলিয়াছিলেন, দীক্ষিত তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। দীক্ষিত কহিলেন,—নিজ কর্ম্মদোষে পিতা আমার পরলোকেও ক্ষুধানলে দগ্ধ হইয়া অহরহঃ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, আমি শ্রেষ্ঠ কৃপণ মূর্খ, মন্দবুদ্ধি, ধিক্ আমায়! আমি পিতার পুণ্যার্থ কিছুই দান করি নাই। দীক্ষিত এইরূপ বহু চিন্তা করিয়া পিতার তৃপ্তিহেতু দ্বিজাতিদিগকে অন্নজল প্রদান করিলেন। ১২৭—১৪৪। দ্বিজবর হরিশর্ম্মা সেই দানে সন্তুষ্ট হইয়া যতকাল নারায়ণভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন, হে দ্বিজ! তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। চারিযুগ সহস্রে ব্রহ্মার একদিন। সেই একদিনই চতুর্দ্দশ মন্বর অধিকার। সেই দিনই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের আধিপত্য। হে বিপ্রবর! চতুর্দ্দশ ইন্দ্র ঐ দিনে স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভোগ করেন। ইন্দ্রগণ ও মনুগণ ব্রহ্মার এক দিনে স্ব স্ব বিষয় ভোগ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন। হে বিপ্র! সমস্ত সুখদ রম্য বিষ্ণুলোকে হরিশর্ম্মার অবস্থান

সমস্তসুখদে রম্যে ব্রহ্মণো বহবো গতা ॥
তত্রাসৌ কালমেতাবদ্ভুক্তা ভোগান্মনোরমান।
পরমং জ্ঞানমাসাদ্য প্রবিবেশ তনুং হরেঃ ॥১৫০
ব্যাস উবাচ।
অন্নতোয়সমং দানং ন সারে নাস্তি জৈমিনে।
সর্ব্বদানফলান্যেব অন্নতোয়প্রদো লভেৎ ॥
ন চ পাত্রপরীক্ষা চ ন কালনিয়মস্তথা।
অন্নতোয়প্রদানেষু নিরুক্তস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৫২
অতএব জনৈঃ সর্ব্বৈস্তত্ত্বজ্ঞৈঃ স্বহিতৈষিভিঃ।
অন্নতোয়প্রদানানি কর্ত্তব্যানি সদৈব হি ॥১৫৩
এতৎ পঠন্তি মনুজাঃ পরম দরেণ
মাহাত্ম্যমন্নজলয়োশ্চ তথা দ্বিজানাম্‌।
তে প্রাপ্য চান্নজলদানফলং ততোহন্তে
নারায়ণস্য নিলয়ং সুখদং প্রয়ান্তি ॥ ১৫৪
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে
একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

কালে বহু ব্রহ্মা অতীত হইলেন। হবিশর্ম্মা বিষ্ণুলোকে এতকাল মনোরম ভোগ সকল উপভোগপূর্ব্বক পরম জ্ঞান লাভ করিয়া হরিদেহে প্রবেশ করিলেন। ব্যাস বলিলেন,—হে জৈমিনে! অন্নজলদানের তুল্য দান নাই। অন্নজলদাতা ব্যক্তি সর্ব্বদানফল লাভ করিয়া থাকে। অন্নজল প্রদানে পাত্রবিচার ও কালনিয়ম নাই। তত্ত্বদর্শিগণ ইহা বলিয়াছেন। অতএব তত্ত্বজ্ঞ জনগণ অন্নতোয় প্রদান করিবে। মানবগণ পরম আদরের সহিত এই অন্নজল-দানমাহাত্ম্য ও দ্বিজমাহাত্ম্য পাঠ করিবে। এই পাঠের ফলে তাহারা অন্নজলদানের ফললাভ করিয়া অন্তে সুখদ নারায়ণনিলয়ে গমন করিয়া থাকে। ১৪৫—১৫৪।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।
গঙ্গায়াঃ শুভমাহাত্ম্যং বিষ্ণুপূজাফলং তথা।
অন্নদানস্য মাহাত্ম্যং জলদানস্য চোত্তমম্‌ ॥ ১
বিপ্রপাদোদকস্যাপি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্‌।
ত্বৎপ্রাসাদচ্ছ্রুত সর্ব্বং সেতিহাসং গুরো ময়া ॥
ইদানীং মুনিশার্দ্দুল শ্রোতুমিচ্ছামি সাদরঃ।
একদশ্যাঃ ফলং সর্ব্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্‌। ৩
কস্মাদেকাদশী জাতা তস্যাঃ কো বা বিধির্দ্বিজ
কদা বা ক্রিয়তে কি বা ফলং কিংবা বদস্ব মে ॥
কা বা পূজ্যতমা তত্র দেবতা সদগুণার্ণব।
অকুর্ব্বতঃ স্যাৎ কো দোষ এতন্মে বক্তুমর্হসি ॥
ব্যাস উবাচ।
একাদশ্যাঃ ফলং সম্যগ্বক্তু নারায়ণাদৃতে।
শক্নোতি নান্যো বিপ্রর্ষে তস্মাদ্বচ্মি সমাসতঃ
সৃষ্ট্যাদৌ পুরুষশ্রেষ্ঠঃ সংসারং সচরাচরম্‌।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—হে গুরো! মঙ্গলময় গঙ্গামাহাত্ম্য, বিষ্ণুপূজাফল, অন্নদানের মাহাত্ম্য, উত্তম জলদানফল, পাপনাশন বিপ্রপাদোদকমাহাত্ম্য—আপনার প্রসাদে এ সকল ইতিহাসসহ শুনিয়াছি, হে মুনিশার্দ্দুল! সম্প্রতি অখিল কলুষনাশন একাদশীর ফল সকল সযত্নে শুনিতে ইচ্ছা করি। হে দ্বিজ! কিজন্য একাদশীর জন্ম, ঐ একাদশীর বিধি কি, একাদশী কখন কর্ত্তব্য, তাহার কি ফল—এ সকল আমাকে বলুন। হে সদগুণসাগর! একাদশীতে কোন দেবতা বিশেষ ভাবে পূজিত হন, যে ব্যক্তি একাদশী না করে, তাহার কি দোষ হয়, ইহাও আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥১—৫। ব্যাস উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রসত্তম! নারায়ণ ভিন্ন অন্য কেহ সম্যক্‌রূপে একাদশীর ফল বলিতে সমর্থ নহে, তাই তোমার নিকট সংক্ষেপে কহিতেছি। পুরুষপ্রবর সচরাচর সংসার সৃষ্টি

সর্ব্বেষাং দমনার্থায় স্বষ্টবান্ পাপপুরুষম্ ॥ ৭
দ্বিজাতিহত্যামূর্দ্ধানং মদিরাপানলোচনম্।
সুবর্ণস্তেয়বদনং গুরুতল্পগতিং শ্রুতম্ ॥ ৮
স্ত্রীহত্যানাসিকঞ্চৈব গোহত্যাদোষবাহুকম্।
ন্যাসাপহরণগ্রীবং ভ্রূণহত্যাগলস্তথা ॥ ৯
পরস্ত্রীগতিবৃক্কান' সুহৃল্লোকবধোদরম।
শরণাপন্নহত্যাদিনাভি' পাপকথাকটিম্ ॥ ১০
গুরুনিন্দাসকৃথিভাগং কন্যাবিক্রয়শেফকম্।
বিশ্বাসবাক্যহনন-পায়ু' পিতৃবধাঙ্ঘ্রিকম্ ॥ ১১
উপপাতকরোমাণ' মহাকায' ভয়ঙ্করম্।
কৃষ্ণবর্ণ' পিঙ্গনেত্রং স্বাশ্রয়াত্যন্তদুঃখদম্ ॥ ১২
ত' দৃষ্ট্বা পাপপুরুষমত্যুগ্র' পুরুষোত্তমঃ।
সদয়শ্চিন্তয়ামাস প্রজাক্লেশহরঃ প্রভুঃ ॥ ১৩
সৃষ্টোঽয়ং দুর্জ্জনঃ ক্রূরঃ স্বাশ্রয়ঃ ক্লেশদায়কঃ।
প্রজানাং দমনার্থায় সৃজাম্যেতস্য কাবাম ॥ ১৪
অথাসৌ ভগবান্ দেবো বভূব স্বয়মন্তকঃ।
সসর্জ্জ রৌরবাদীংশ্চ নিরয়ান পাপিদুঃখদান ॥ ১৫
পাপং যঃ সেবতে মূঢ়ঃ স যাতি যমমন্দিরম্।
যমাজ্ঞয়া ব্রজেত্তত্র নরকং ঘোরবাদিকম্ ॥ ১৬
একদা ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রজানাং দুঃখনাশকঃ।
বৈনতেয়ং সমারুহ্য জগাম যমমন্দিরম্ ॥ ১৭
তং দৃষ্ট্বা জগতামীশ' নারায়ণমনাময়ম্।
পাদ্যাদ্যৈঃ পূজয়ামাস ভাস্করিস্তুষ্টমানসঃ ॥ ১৮
যমেনাভ্যর্চ্চিতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদৈবতনায়কঃ।
উবাস দ্বিজশার্দ্দূল পীঠে কনকনির্ম্মিতে ॥ ১৯
তত্রোপবিষ্টো ভগবান যমেন সহ দৈত্যহা।
শুশ্রাব ক্রন্দনধ্বানং দক্ষিণস্যাং দিশি প্রভুঃ ॥ ২০
অথাসৌ কমলাকান্তো বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ।
উবাচেতি যম' কেষা' শ্রূয়তে ক্রন্দনধ্বনিঃ ॥ ২১

যম উবাচ।

দেব পাতকিনো মর্ত্ত্যা নিবযেঽত্যন্তদুঃখদে।
স্বহস্তার্জ্জিতদোষেণ সীদন্ত্যত্র যমালযে ॥ ২২
পাপবৃক্ষফল' বিষ্ণো ভোক্তুমত্যন্তদুঃখদম্।
রুদন্তি পাপিনস্তস্মাৎ তেষাং ধ্বনিরসৌ মহান্

করিয়া সকলের শাসনের জন্য সর্ব্বাগ্রে এক পাপপুরুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দ্বিজাতি-হত্যা ঐ পাপপুরুষের মস্তক, সুরাপান নয়ন, সুবর্ণহরণ বদন, গুরুদারগমন শ্রবণ, নারী-হত্যা নাসিকা, গোহত্যা বাহু, ন্যাসাপহরণ গ্রীবা, ভ্রূণহত্যা গলদেশ, পরস্ত্রীগমন বাগ্‌-সুহৃদবধ উদর, শরণাগতহত্যা নাভি ও কটি, গুরুনিন্দা সকৃথি, কন্যাবিক্রয় শেফ, বিশ্বাসঘাতকতা পায়ু, পিতৃবধ অঙ্ঘ্রি এবং উপপাতক রোম। ঐ মহাকায় পাপপুরুষের আকার ভয়ঙ্কর, বর্ণ কৃষ্ণ, নেত্র পিঙ্গল এবং আশ্রিতের অত্যন্ত দুঃখদ। প্রজাগণের ক্লেশনাশী প্রভু পুরুষোত্তম ঐ উগ্র পাপ-পুরুষকে দর্শন করিয়া দয়াবশতঃ চিন্তা করি-লেন,—'প্রজাগণের দমনের জন্য এই পাপ-পুরুষ সৃষ্টি করিয়া আমি স্বয়ংই তাহাদের অন্তক হইলাম। অনন্তর দেব ভগবান পাপিগণের দুঃখদ রৌরবাদি নরকনিকর সৃষ্টি করিলেন, যে মূঢ় নর পাপের সেবা করিতে লাগিল, যমের আদেশে সে যমপুরস্থ রৌরবাদি নরকে গমন করিতে লাগিল। একদা প্রজাগণের ক্লেশহারী ভগবান বিষ্ণু গরুড়ারোহণে যমপুরে গমন করি-লেন, সেই জগৎপতি অনাময় নারায়ণকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্টমনা সূর্য্যতনয় যম পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করি-লেন। হে দ্বিজশার্দ্দূল! সর্ব্বদৈবক-নায়ক দানবঘাতী ভগবান প্রভু বিষ্ণু যম কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহারই সহিত স্বর্ণনির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিলেন এবং সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়াই দক্ষিণ দিকে এক ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। অনন্তর কমলাপতির মন বিস্ময়ে আবিষ্ট হইল, তিনি যমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কাহাদের ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইতেছে? যম উত্তর করিলেন,—হে দেব! মর্ত্ত্য পাত-কীরা স্বহস্তার্জ্জিত দোষে এই অত্যন্ত দুঃখ-প্রদ যমালয়ে নরকে পড়িয়া ক্লিষ্ট হইতেছে। হে কৃষ্ণ! পাপতরুর ফলভোগ অতীব দুঃখদ, তাই পাপীরা রোদন করিতেছে, আর

ইত্যুক্তে সূর্য্যপুত্রেণ কৃষ্ণঃ কমলোচনঃ।
জগাম সহসা তত্র পাপবন্তো রুদন্তি তে॥ ২৪
তান্ দৃষ্ট্বা পাপিনো মর্ত্ত্যান রৌববাদিষু সংস্থিতান।
ভগবাংশ্চিন্তয়ামাস হৃদি জাতদয়ঃ প্রভুঃ॥ ২৫
ময়া সৃষ্টাঃ প্রজাঃ সর্ব্বে দোষেণ নিজকর্ম্মণাম্
ময়ি স্থিতেঽপি নরকে সীদন্তোকাস্তত্ত্বঃখদে॥
এতচ্চান্যচ্চ বিপ্রর্ষে বিচিন্ত্য করুণাময়ঃ।
বভূব সহসা তত্র স্বয়মেকাদশী তিথিঃ॥ ২৭
ততস্তান পাপিনঃ সর্ব্বান কারয়ামাস তদ্‌ব্রতম
তে চ সর্ব্বে পরং ধাম যযুর্গলিতকল্মষাঃ॥ ২৮
তস্মাদেকাদশীং বিষ্ণোর্মূর্ত্তিং বিদ্ধি পরাত্মনঃ।
সমস্তসুকৃতশ্রেষ্ঠাং ব্রতানামুত্তমং দ্বিজ॥ ২৯
একাদশীং তিথিং জ্ঞাত্বা পাবয়ন্তীং জগত্ত্রয়ম।
শঙ্কিতঃ পাপপুরুষঃ স্তোতুং বিষ্ণুমুপাযযৌ॥৩০
ততো বদ্ধাঞ্জলির্ভূত্বা স পাপপুরুষো দ্বিজ।
তুষ্টাব কোমলৈর্বাক্যৈর্ভগবন্তং জনার্দ্দনম্‌॥৩১
তস্য স্তবং সমাকর্ণ্য প্রসন্নঃ পরমেশ্বরঃ।
উবাচাহ প্রসন্নোঽস্মি কিন্তেঽভিমতমুচ্যতাম্

পাপপুরুষ উবাচ।

সৃষ্টোঽহং ভবতা বিষ্ণো নিজানুগতত্ত্বঃখদঃ।
একাদশ্যাঃ প্রভাবেণ ক্ষয়ং প্রাপ্নোমি সাম্প্রতম্
মৃতে ময়ি জগত্যস্মিন সর্ব্বেঽপি তচ্ছরীরগাঃ।
ভবিষ্যন্তি বিনির্ম্মুক্তা ভববন্ধৈঃ শরীরিণঃ॥৩৪
সর্ব্বেষেব বিমুক্তেষু দেহিষু শ্রেষ্ঠপুরুষঃ।
সংসারকৌতুকাগারে কৈস্ত্বং ক্রীড়িষ্যসি প্রভো
ক্রীড়িতুং যদি তে বাঞ্ছা জগৎকৌতুকমন্দিরে
একাদশীতিথিভয়াত্তদা মাং ত্রাহি কেশব॥ ৩৬
অন্যৈঃ পুণ্যসহস্রৈস্তু মাং হন্তুং ন হি শক্যতে।
শক্নোত্যেকাদশী হন্তুং তব মূর্ত্তিরসৌ যতঃ॥৩৭
মনুষ্যপশুকীটেষু তথান্যেষু চ জন্তুষু।
পর্ব্বতেষু চ বৃক্ষেষু স্থলেষু চ জলেষু চ॥ ৩৮
নদীষু চ সমুদ্রেষু বনেষু প্রান্তরেষু চ।

সেই রোদন হইতেই এই মহাধ্বনি উঠিয়াছে। সূর্য্যতনয় যম এইরূপ বলিলে কমললোচন কৃষ্ণ, যেস্থানে সেই পাপীরা রোদন করিতেছিল, সহসা সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। রৌরবাদি নরকস্থিত সেই পাপী মানবগণকে অবলোকন করিয়া প্রভু ভগবানের হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল, তিনি চিন্তা করিলেন,—আমিই এই সকল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি, আমি থাকিতে তাহারা নিজ কর্ম্মদোষে নিতান্ত দুঃখদ নরকে পতিত হইয়া ক্লিষ্ট হইবে। হে বিপ্রসত্তম। করুণাময় ভগবান এইরূপ ও অন্যরূপ চিন্তা করিয়া স্বয়ংই সেই খানে একাদশী হইলেন এবং তারপর পাপিসকলকে সেই একাদশীব্রত করাইলেন। একাদশীপ্রভাবে তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইল। অতএব একাদশী তিথিকে পরমাত্মা বিষ্ণুর মূর্ত্তি বলিয়া জানিবে। একাদশী তিথিকে সমস্ত সৎকর্ম্মের মধ্যে উত্তম-ব্রতশ্রেষ্ঠা ও জগৎপাবনী জানিয়া শঙ্কিত পাপপুরুষ বিষ্ণুর স্তব করিবার জন্য তৎ-সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান জনার্দ্দনের স্তব করিতে লাগিল। তাহার স্তব শুনিয়া জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার কি অভিলষিত বল।৮—৩২। পাপপুরুষ বলিল,—হে বিষ্ণো! তুমি আমায় সৃজন করিয়াছ, আমি নিজানুগতদুঃখদায়ক। আমি সম্প্রতি একাদশীপ্রভাবে ক্ষয় পাইতেছি। আমি বিনষ্ট হইলে ভূমণ্ডলস্থ সকলেই তোমার শরীরে লীন হইয়া ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আর সকল দেহী মুক্তি লাভ করিলে আপনি এই কৌতুকাগার সংসারে কাহার সহিত ক্রীড়া করিবেন? এই কৌতুকমন্দির সংসারে যদি তোমার ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে একাদশী-তিথিভয় হইতে আমায় রক্ষা কর। অন্য সহস্র সহস্র পুণ্যেও আমাকে নিহত করিতে পারে না, কেবল একদশী তিথিই পারে, যেহেতু ঐ তিথি তোমার মূর্ত্তি। মনুষ্য, পশু, কীট অন্যান্য জন্তু, পর্ব্বত, বৃক্ষ, জল,

স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে দেবগন্ধর্ব্বকাদিষু ॥৩৯
একাদশীব্রতং যৈস্তু কৃতং ভক্তিসমন্বিতৈঃ।
তৈশ্চ যজ্ঞাঃকৃতাঃসর্ব্বে ব্রতানি সকলানি চ (১)
কোটিব্রহ্মাণ্ডমধ্যেষু দেবদেব সনাতন।
একাদশ্যাং তিথৌ স্থাতুং ময়া স্থানং ন লভ্যতে
একাদশ্যাং তিথৌ যত্র স্থাস্যামি নির্ভয়ঃ প্রভো
তন্মে কথয় দেবেশ ত্বয়া সৃষ্টো হ্যহং যতঃ ॥৪১
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা পাপপুরুষঃ ক্লেশনাশনমচ্যুতম্।
ভূমৌ নিপত্য চক্রন্দ প্রবদ্বাষ্পাকুলেক্ষণ ॥ ৪২
ততঃ প্রহস্য ভগবান মধুকৈটভমর্দ্দনঃ।
একাদশীভয়াৎ ত্রস্তমুবাচ পাপপুরুষম ॥ ৪৩
শ্রীভগবানুবাচ।
উত্তিষ্ঠ পাপপুরুষ ত্যজ শোক মুদং কুরু।
একাদশ্যাং তিথৌ যত্র তব স্থানং বদাম্যহম্ ॥৪৪
একাদশ্যামাগতায়াং প্রপুনন্ত্যাং জগত্রয়ম।

স্থাতব্যমন্নমাশ্রিত্য ভবতা পাপপুরুষ ॥ ৪৫
ন হনিষ্যতি মন্মূর্ত্তিরিয়মেকাদশী তিথিঃ ॥ ৪৬
ততঃ স দেবো বিপ্রর্ষে তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবৎ
কৃতার্থঃ পাপপুরুষো যযৌ চ স যথাগতঃ ॥৪৭
তস্মাদন্ন ন ভোক্তব্যং কদাচিদপি সত্তমৈঃ।
আত্মনো হিতমিচ্ছদ্ভিঃ সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ॥
সংসারে যানি পাপানি তান্যেবৈকাদশীদিনে।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি পুণ্ডরীকেক্ষণাজ্ঞয়া ॥ ৪৯
কুর্ব্বতা সর্ব্বপাপানি নবকান্নিষ্কৃতির্ভবেৎ।
মোহাদযে ভুঞ্জতে বাপি তে জ্ঞেয়াঃ পাপিনাং বরাঃ ॥ ৫০
মর্ত্ত্যা যাবন্তি ভক্ষ্যাণি ভুঞ্জতে হরিবাসরে।
প্রতিভক্ষ্যে ব্রহ্মহত্যাকোটিজং পাতকং ভবেৎ
সর্ব্বপাপাশ্রয ভক্তং ত্যক্তব্যং হরিবাসরে।
মোহাদযে ভুঞ্জতে বাপি জ্ঞেয়াস্তে পাপিনাং বরাঃ ॥ ৫২
ভূয়ো ভূয়ো দৃঢ বচ্মি শ্রূয়তা শ্রূয়তাং জনাঃ

স্থল, নদী, সমুদ্র, বন, প্রান্তর, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, দেব ও গন্ধর্ব্বের মধ্যে যে কেহ একাদশীব্রত করিবে, তাহাদের সর্ব্বব্রত ও সর্ব্বযজ্ঞ করা হয়। হে দেবদেব! এই কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একাদশী তিথিতে আমি কুত্রাপি থাকিতে স্থান প্রাপ্ত হই না। আমি একাদশী তিথিতে কোথায় নির্ভয়ে অবস্থান করিব, তুমি তাহা বল, যেহেতু তুমিই আমাকে সৃজন করিযাছ। ব্যাসদেব কহিলেন,—এই বলিয়া পাপপুরুষ ভূমিতে পতিত হইয়া গলদশ্রু নয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিল তদ্দর্শনে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া একাদশীভীত পাপপুরুষকে বলিলেন,—হে পাপপুরুষ! গাত্রোত্থান কর, আনন্দিত হও, একাদশী তিথিতে তোমার যেখানে স্থান, আমি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। একাদশী তিথি সমাগত হইয়া পৃথিবী পাবিত করিতে থাকিলে ঐ সময় তুমি অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে, মদীয় মূর্ত্তি একাদশী তিথি তোমার বিনাশ করিবে না। এই কথা বলিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইলেন। পাপপুরুষও কৃতার্থ হইয়া যথাগত স্থানে প্রস্থান করিল। এই কারণেই আত্মহিতকামী মানবগণ একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করিবে না। সংসারের যাবতীয় পাপ, নারায়ণাজ্ঞায় একাদশীদিনে অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। ৩৩—৪৯। অপর সমুদয় পাপ করিলেও বরং তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু হরিবাসরে অন্নগ্রহণ-পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না। মানব হরিবাসরে যতগুলি অন্ন ভোজন করে, তাহার ততকোটি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হয়। হরিবাসরে অন্ন সর্ব্বপাপের আশ্রয় হয়; এজন্য হরিবাসরে উহা ত্যাগ করিবে। মোহবশতঃ যে জন ভোজন করে, তাহাকে পাপিশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। আমি বারংবার দৃঢ ভাবে বলিতেছি, হে জনগণ! তোমরা

---

(১) অনন্তরম্ পুস্তকান্তরে একাদশী-তিথিভয়াম্ময়া বিষ্ণো পলায়িতা। কুত্রাপি নির্ভয়ং স্থানং কৈটভারে ন বিদ্যতে॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং
হরেদ্দিনে ॥ ৫৩
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রৈরন্যৈশ্চাপি দ্বিজোত্তম ।
সর্ব্বৈরেকাদশী কার্য্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥ ৫৪
অষ্টাদশনিমেষৈস্তু কাষ্ঠা প্রোক্তা মনীষিভিঃ ।
ত্রিংশৎকাষ্ঠাভিরুক্তা চ কলা সর্ব্বার্থদর্শিভিঃ ॥৫৫
ক্ষণস্ত্রিংশৎকলাভিঃ স্যান্মুহূর্ত্তো দ্বাদশক্ষণৈঃ ।
ত্রিংশন্মুহূর্ত্তৈর্লোকানামহোরাত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
তৈঃ পঞ্চদশভিঃ পক্ষো বিজ্ঞেয়ো দ্বিজসত্তম ।
পক্ষাভ্যাং শুক্লকৃষ্ণাভ্যাং দ্বাভ্যাং মাসঃ
প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৭
তস্মিন মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ।
ভবেদেকাদশীযুগ্মং গ্রাহ্যং তৎ সকলৈর্জনৈঃ ॥
যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা বিষ্ণোঃ প্রিয়তমা সদা ।
একাদশীব্রত কার্য্যং পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥৫৯
মহাপাতকযুক্তোঽপি কুর্ব্বন্নেকাদশীং যদি
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬০
মাতা ন প্রোচ্যতে মাতা মাতা হ্যেকাদশী নৃণাম
ইহৈব পালয়েন্মাতা সর্ব্বত্রৈকাদশী তিথিঃ ॥ ৬১
একাদশীব্রতং ত্যক্ত্বা ব্রতমন্যৎ করোতি যঃ ।
স করস্থং মণিং ত্যক্ত্বা লোষ্টং গৃহ্লাতি মূঢ়ধীঃ ॥
একাদশীব্রতং যৈস্তু কৃতং ভক্তিসমন্বিতৈঃ ।
তৈশ্চ যজ্ঞাঃ কৃতাঃ সর্ব্বে ব্রতানি সকলানি চ ॥
একাদশ্যাং ভুঞ্জতে যে মোহাৎ পাপধিয়ো নরাঃ
শুক্লায়াং বাপি কৃষ্ণায়াং তেষাং রুষ্টঃ সদা হরিঃ
তৈশ্চ ধর্ম্মাঃ কৃতা সর্ব্বে যৈর্ব্বৈচৈকাদশী কৃতা ।
তৈশ্চাবশ্যাঃ কৃতাঃসর্ব্বে লঙ্ঘিতা চৈব সাতিথিঃ
যথা সমস্তদেবানাং শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
তথা সর্ব্বব্রতানাঞ্চ শ্রেষ্ঠমেকাদশীব্রতম্‌ ॥ ৬৬
যথা শ্রেষ্ঠঃ শিবঃ প্রোক্তো রুদ্রাণাং দ্বিজসত্তম
ব্রতানামেব সর্ব্বেষাং তথৈবৈকাদশীব্রতম্‌ ॥৬৭
আদিত্যানাং যথা সূর্য্যো নক্ষত্রাণাং যথা শশী
তথা সর্ব্বব্রতশ্রেষ্ঠং প্রোক্তমেকাদশীব্রতম্‌ ॥ ৬৮
গজানাং মত্তমাতঙ্গো বাজিযুচ্চৈঃশ্রবা যথা ।
তথা সর্ব্বব্রতশ্রেষ্ঠং প্রোক্তমেকাদশীব্রতম্‌ ॥ ৬৯

শ্রবণ কর যেন হরিবাসরে কদাচ অন্ন ভোজন করিও না—করিও না করিও না। হে দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই এই চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা একাদশী করিবে। মনীষিগণ বলেন,--অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক ক্ষণ, দ্বাদশক্ষণে এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র, পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ। পক্ষ দুই প্রকার শুক্ল ও কৃষ্ণ, দুই পক্ষে এক মাস, এই মাসের শুক্লকৃষ্ণপক্ষে দুইটী একাদশী হয়, এই একাদশীদ্বয় ব্রতার্থ সকলেরই গ্রহণীয়। শুক্লা একাদশীও যেমন আর কৃষ্ণা একাদশীও তেমনি, উভয়েই শ্রীহরির প্রিয়তমা। উভয় পক্ষেই একাদশীব্রত করিতে হয়। মহাপাতকী ব্যক্তিও একাদশী ব্রত করিয়া সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। কেবল মাতাকেই মাতা বলা যায় না, একাদশী তিথিই মানবগণের মাতৃস্বরূপা। মাতা মাত্র ইহলোকেই পালন করিয়া থাকেন, কিন্তু একাদশীতিথি ইহ-পর উভয়ত্রই পালন করে। যে মূঢ় মানব একাদশীব্রত ত্যাগ করিয়া অন্য ব্রত অবলম্বন করে, তাহার হস্তস্থিত মণি পরিত্যাগ করিয়া লোষ্ট্র গ্রহণ করা হয়। যে জন ভক্তিসমন্বিত হইয়া একাদশী ব্রত করে, তাহার সর্ব্ব যজ্ঞ ও ব্রত করার ফল হয়। যে পাপবুদ্ধি ব্যক্তি মোহ বশতঃ শুক্লা বা কৃষ্ণা একাদশীতে অন্নভোজন করে, হরি সর্ব্বদা তাহার প্রতি রুষ্ট হন। এবং উক্ত তিথি লঙ্ঘন করায় তাহাদের কৃত সমুদয় ধর্ম্মও লঙ্ঘিত বা বিনষ্ট হইয়া যায়। বিষ্ণু যেমন সমস্ত দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবতা, তেমনি ব্রত সমুদয়ের মধ্যে একাদশী ব্রত শ্রেষ্ঠ। ৫০—৬৬। শিব যেমন রুদ্রদিগের প্রধান, একাদশীব্রতও তেমনি ব্রত সকলের প্রধান। আদিত্যগণের মধ্যে যেমন সূর্য্য শ্রেষ্ঠ এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে যেমন শশী শ্রেষ্ঠ, ব্রত সকলের মধ্যে তেমনি একাদশীব্রত শ্রেষ্ঠ। গজের মধ্যে মত্ত গজ, বাজীর মধ্যে যেমন

যথা সকলতীর্থানাং শ্রেষ্ঠা গঙ্গা প্রকীর্ত্তিতা।
তথৈবৈকাদশী শ্রেষ্ঠা ব্রতেষু সকলেষু চ ॥ ৭০
বৃক্ষাণাঞ্চ যথাশ্বত্থো বেদানাং সাম কীর্ত্তিতম্।
তথা সর্ব্বব্রতশ্রেষ্ঠা নিরুক্তৈকাদশী ব্রতম্ ॥ ৭১
কবীনামুশনা শ্রেষ্ঠো বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
সর্ব্বব্রতববিষ্ঠেযং তথৈবৈকাদশীতিথিঃ (১) ॥৭২
যথা পুণ্যসমং মিত্রং নাস্তি মাতৃসমো গুরু।
তথৈবৈকাদশীতুল্যং ব্রতং নাস্তি জগত্রয়ে ॥৭৩
ইন্দ্রিয়াণাং যথা শ্রেষ্ঠং মনঃ প্রোক্তং মনীষিভিঃ
তথা সর্ব্বব্রতশ্রেষ্ঠা নিরুক্তৈকাদশীতিথিঃ ॥৭৪
মাসানাঞ্চ সহাঃ শ্রেষ্ঠঃ পাণ্ডবানাং যথার্জ্জুনঃ।
সকলানাং ব্রতানাঞ্চ শ্রেষ্ঠমেকাদশীব্রতম্ ॥৭৫
যথা সমস্তশাস্ত্রাণা শ্রেষ্ঠা বেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা ব্রতানাং প্রবব স্মৃতমেকাদশীব্রতম ॥ ৭৬
যথা সমস্তধর্ম্মাণাং দয়া শ্রেষ্ঠা প্রকীর্ত্তিতা।
তথা সর্ব্বব্রতশ্রেষ্ঠা কীর্ত্তিতৈকাদশী তিথিঃ ॥৭৭
বহুনাত্র কিমুক্তেন নিশ্চিত প্রোচ্যতে ময়া।
ব্রতানামেব সর্ব্বেষা শ্রেষ্ঠমেকাদশীব্রতম্ ॥৭৮
বেদাগমপুরাণেযু শাস্ত্রেষন্যেষু চ দ্বিজ।
কুত্রাপ্যেকাদশীতুল্য ব্রতং প্রোক্তং ন কোবিদৈঃ
নির্ভয়া মানবাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি ক্ষিতিমণ্ডলে।
একাদশীব্রতকৃতাং কিং করিষ্যতি ভাস্করিঃ ॥৮০
পাপিনোঽপি জনাঃ সর্ব্বে ক্ষিতৌ তিষ্ঠন্তি নির্ভয়াঃ।
একামেকাদশীমেব কুর্ব্বতাং কিঙ্করো যমঃ ॥৮১
একাদশীব্রতে যেষাং সর্ব্বদা মতয়ো দৃঢাঃ।
কথং বিভ্যতি তে মর্ত্ত্যাঃ শমনাৎ ক্ষিতিমণ্ডলে
একাদশীব্রতং কৃত্বা সদা নারায়ণপ্রিয়ম্।
মুচ্যতে পাতকাৎ পাপী কঞ্চুকাদিব গূঢপাৎ ॥
তাবৎ পাপানি সর্ব্বাণি তিষ্ঠন্ত্যঙ্গেষু দেহিনাম
একাদশীব্রতং যাবন্ন কুর্ব্বন্তি সুখপ্রদম্ ॥ ৮৪
একাদশীব্রতবিধিং সংক্ষেপাৎ কথয়াম্যহম্।
সমাহিতমনা ভূত্বা শৃণু সত্তম জৈমিনে ॥ ৮৫
দশম্যা প্রাতরুত্থায় কর্ত্তব্যং দন্তধাবনম্।
ততস্তৈলাদৃতে স্নান কর্ত্তব্য বৈষ্ণবৈর্জ্জনৈঃ ॥

উচ্চৈশ্রবাঃ ব্রতসমূহের মধ্যে তেমনি একাদশীব্রত। তীর্থমধ্যে যেমন গঙ্গা, ব্রতমধ্যে তেমনি একাদশী ব্রত। বৃক্ষমধ্যে যেমন অশ্বত্থ, বেদমধ্যে যেমন সাম, কবিমধ্যে যেমন উশনা এবং বর্ণ মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তেমনি ব্রতমধ্যে একাদশী ব্রত শ্রেষ্ঠ জানিবে। যেমন পুণ্যসম মিত্র নাই, মাতৃসম গুরু নাই তেমনি ত্রিভুবনে একাদশীতুল্য ব্রত নাই। ইন্দ্রিয় মধ্যে যেমন মন, মাসমধ্যে যেমন মার্গশীর্ষ, পাণ্ডবদিগের মধ্যে যেমন অর্জ্জুন, শাস্ত্র সকলের মধ্যে যেমন বেদ, এবং ধর্ম্মের মধ্যে যেমন দয়া তেমনি ব্রত সকলের মধ্যে একাদশী ব্রত। অধিক আর কি বলিব, ব্রত সকলের মধ্যে একাদশীব্রতই শ্রেষ্ঠ জানিবে। বেদাগমে বা অন্যান্য শাস্ত্রে কুত্রাপি একাদশী তুল্য ব্রত কোবিদগণ বলেন নাই। একাদশী ব্রত করিয়া মানবগণ নির্ভয়ে সংসারে বাস করিবে, কারণ, একাদশী ব্রতকারীদিগের যম কিছুই করিতে পারেন না। পাপীরাও নির্ভয়ে বাস করিতে পারিবে, কেননা, তাহারাও একটীমাত্র একাদশী ব্রত করিলেই যম তাহাদের কিঙ্কর হইয়া যাইবে। একাদশী ব্রতে যাহাদের দৃঢমতি, তাহারা কি করিতে যমকে ভয় করিবে? সর্পের কঞ্চুকত্যাগের ন্যায় মানব একাদশী ব্রত করিয়া পাপের আবরণ খুলিয়া ফেলিবে। মানবগণ যাবৎ একাদশী ব্রত না করে, তাবৎ তাহাদের অঙ্গে পাপ থাকে। ৬৭—৮৪। হে জৈমিনে! আমি সংক্ষেপে একাদশী ব্রতবিধি বলিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। দশমীর প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া দন্তধাবন করিবে। তার পর তৈল না মাখিয়া স্নান করিবে। স্নানান্তে

(১) অতঃপরপয়মধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।—
ব্যাসঃ শ্রেষ্ঠো মুনীনাঞ্চ দেবর্ষীনাঞ্চ নারদঃ।
তথা ব্রতানাং সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠমেকাদশীব্রতম্ ॥
যথা সমস্তদানানামন্নদানং বরং স্মৃতম্।
তথা ব্রতানাং শ্রেষ্ঠৈষং কীর্ত্তিতৈকাদশীতিথিঃ ॥

ততো বিষ্ণুং সমভ্যর্চ্চ্য পাদ্যাদ্যৈর্জগদীশ্বরম্‌।
হরিধ্যানপরো ভূত্বা একভোজনমাচরেৎ ॥ ৮৭
আমিষং লবণঞ্চৈব তথা মাষং মসূরকম্‌।
বৃহন্মাষং তথা শাকং দশম্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
দ্বিভোজনং পরান্নঞ্চ মধূনি মৈথুনং তথা।
ভোজনং কাংস্যপাত্রেষু দশম্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ
নিম্বপত্রঞ্চ বার্ত্তাকুং দগ্ধং জম্বীরমেব চ।
ঘৃতহীনং তথা গব্যং দশম্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৯০
অত্যন্তভোজনঞ্চৈব অত্যম্বুপানমেব চ।
তাম্বুলভোজনঞ্চৈব দশম্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৯১
দশম্যাং যানি বস্তূনি নিষিদ্ধানি দ্বিজোত্তম।
দ্বাদশ্যামপি তান্যেব নিষিদ্ধানি ন সংশয়ঃ ॥৯২
দশম্যাং বিপ্রশার্দ্দূল দ্বাদশ্যাঞ্চৈব বৈষ্ণবং।
সম্যগ্‌ব্রতফলং প্রেপ্সুর্ন কুর্য্যান্নিশি ভোজনম্‌ ॥
ততো হবিষ্যং কৃত্বা চ দশম্যাং সহবো ব্রতী।
অপরাহ্ণে পুনঃ কুর্য্যাদ্বিধিনা দন্তধাবনম্‌ ॥ ৯৯
সায়ং দেবালয়ং গত্বা গৃহীত্বা কুসুমাঞ্জলিম্‌।
কেশবং মনসা ধ্যাত্বা মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ৯৫
এতদ্‌গৃহীতং গোবিন্দ ময়া ত্বৎপুরতো ব্রতম্‌।
সিদ্ধিং গচ্ছতু নির্ব্বিঘ্নং তব পাদানুকম্পয়া ॥৯৬
অতিচঞ্চলচিত্তোঽহং লোভমোহময়ো হবে।
শক্নোম্যেতদব্রতং কর্ত্তুং কিং তবানুগ্রহাদৃতে ॥
ইমৌ মন্ত্রৌ পঠিত্বা তু তমেব কুসুমাঞ্জলিম্‌।
দত্ত্বা নারায়ণায়াঘ্র্যং দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি ॥ ৯৮
তস্মিন্নেব গৃহে বিপ্রো বিষ্ণুস্মরণতৎপরঃ।
কুশৈশ্চ শয্যামাস্তীর্য্য ভূমৌ শয়নমাচরেৎ ॥৯৯
ততঃ প্রভাতে বিমলে ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্‌।
কবলৈর্মুখশুদ্ধিন্তু কুর্য্যাদ্দ্বাদশভির্বুধঃ ॥ ১০০
তত স্নানং সমাচর্য্য যথোক্তবিধিনা দ্বিজ।
নিত্যক্রিয়াং প্রকুর্ব্বীত বিষ্ণুপূজাদিকাং শুচিঃ ॥
ততো নিশায়াং বিপ্রেন্দ্র সকলৈর্ব্রতিভির্জনৈঃ।
একত্র জাগরং কার্য্যং পুরতো জগতীপতেঃ ॥
সমাতৃকঃ সভার্য্যশ্চ সভ্রাতা সপিতা বুধঃ।
সপুত্রশ্চ সমিত্রশ্চ কুরুতে জাগরং হরেঃ ॥১০৪
যা নারী ভর্ত্তৃসহিতা করোত্যেকাদশীব্রতম্‌।
সুপ্রজা স্বামিসুভগা সা ভবেৎ প্রতিজন্মনি ॥

পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার ধ্যান করিবে। এইদিন একবার মাত্র আহার করিবে। আমিষ, লবণ, মাষকলাই, মসুর, বৃহৎমাষ, শাক, দ্বিভোজন, পরান্ন, মধু, মৈথুন, কাংস্যপাত্রে ভোজন, নিম্বপত্র, দগ্ধ বার্ত্তাকু, জম্বীর, ঘৃতহীন গব্য, অতিভোজন, অতিপান ও তাম্বুল এই গুলি দশমীতে বর্জ্জন করিবে। হে দ্বিজোত্তম। দশমীতে যে সকল বস্তু নিষিদ্ধ হইল, দ্বাদশীতেও সেই সকল বস্তু নিষিদ্ধ জানিবে। ব্রতফলেচ্ছু জন দশমী ও দ্বাদশীতে নিশিভোজন করিবেন না। উক্ত প্রকারে দশমীতে হবিষ্য করিয়া ব্রতী ব্যক্তি অপরাহ্ণে দন্তধাবন করিবেন। অনন্তর সায়ংসময়ে দেবালয়ে গমন করিয়া কুসুমাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক কেশবকে ধ্যান করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। যথা, "হে গোবিন্দ। আমি এই তোমার সম্মুখে ব্রত গ্রহণ করিলাম, ইহা যেন তোমার পাদানুকম্পায় নির্ব্বিঘ্নে সুসিদ্ধ হয়। হে হরি, আমি অতি চঞ্চলমতি, কেবল লোভ-মোহে আমার বর্ত্তি, আমি কি তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত এই ব্রত করিতে সক্ষম হইব?" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কুসুমাঞ্জলি দানান্তে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। পূজান্তে সেই বিষ্ণুমন্দিরেই কুশশয্যায় শয়ন করিবে। ৮৫—৯৯। পরে প্রভাতে দন্তধাবন না করিয়া দ্বাদশ কবল বা কুল্লা দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। তাহার পর যথোক্ত বিধানে স্নান সমাপন করিয়া বিষ্ণুপূজাদি নিত্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। রাত্রিকালে সকল ব্রতী মিলিত হইয়া বিষ্ণুসম্মুখে একত্র জাগরণ অনুষ্ঠান করিবে। মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, জনক, আত্মজ, বন্ধু ও মিত্র, সকলের সহিতই জাগরণানুষ্ঠান করা যায়। যে নারী স্বামীর সহিত একাদশীব্রত করে, সে জন্ম জন্ম

স্বামিনা সহ যা নারী কুরুতে জাগরং হরেঃ।
সা তিষ্ঠেদ্বিষ্ণুভবনে চিরং ভর্ত্রা সহ দ্বিজ॥
শঙ্খচক্রাদিকং চিত্রং যো লিখেদ্বিষ্ণুমন্দিরে।
বহুজন্মকৃতং পাপং হরেত্তস্য জনার্দ্দনঃ॥ ১০৫
তণ্ডুলচূর্ণপঙ্কেন বিষ্ণোরায়তনেষু চ।
অন্যৈর্ব্বর্ণৈশ্চ বা চিত্রং লিখেত্তস্য ফলং শৃণু॥
পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাদ্যৈর্ভুক্তেহ সকলং সুখম্।
শেষে বিষ্ণুপুরং গত্বা নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
বাসরে কমলাভর্ত্তুর্ধ্বজারোপণকৃন্নরং।
উদ্ধৃত্য কোটিপুরুষান্নারায়ণপুরং ব্রজেৎ॥১০৮
পতাকাবলিভির্যস্তু বিষ্ণোরায়তনে দ্বিজ।
মণ্ডয়ত্যবনীপালঃ স ভবেৎ প্রতিজন্মনি॥ ১০৯
পতাকাবসনং বিপ্র যাবচ্চলতি বায়না।১০
তৎকর্ত্তুঃ পাতকং সর্ব্বং তাবদেব বিনশ্যতি॥
পতাকাবলয়ঃ প্রাজ্ঞৈর্নানাবর্ণা হরেগৃহে।
স্থাপিতব্যা পরং স্থানমিচ্ছদ্ভির্হরিবাসরে॥ ১১১
বিষ্ণোঃ শিরসি যচ্ছত্রং ধত্তে চারুতরং জন।

সপুত্রা ও স্বামিসুভগা হয়। স্বামিসঙ্গে যে নারী জাগরানুষ্ঠান করে, সে ভর্ত্তার সহিত সুচিরকাল বিষ্ণুমন্দিরে অবস্থান করিয়া থাকে। হরিমন্দিরে যেজন শঙ্খচক্রাদি চিত্র লেখে, জনার্দ্দন তাহার বহুজন্মকৃত পাপ হরণ করেন। আর্দ্র তণ্ডুলচূর্ণ দিয়া বা অপর কোন বর্ণ দিয়া যেজন বিষ্ণুমন্দির বিচিত্র করে, তাহার ফল শ্রবণ কর। সে ইহলোকে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদির সহিত সকল ভোগ উপভোগ করিয়া শেষে বিষ্ণু-পুরে গিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। হরি-বাসরে কমলাপতির ধ্বজারোপণকারী ব্যক্তি কোটি পুরুষ উদ্ধার করিয়া নারায়ণালয়ে গমন করিয়া থাকে। যে জন পতাকা-বলি দ্বারা বিষ্ণুমন্দির সজ্জিত করে, সে প্রতি জন্মে নরপতি হয়। হে বিপ্র! ঐ পতাকাবসন যাবৎ বায়ু দ্বারা চালিত হয়, তাবৎ পতাকাপ্রদাতার সর্ব্ব পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরম স্থানে অবস্থানেচ্ছু ব্যক্তিগণ হরিবাসরে বিষ্ণুমন্দিরে নানাবর্ণ

প্রতিজন্মনি বিপ্রর্ষে ছত্রী ভবতি স ক্ষিতৌ॥
বাসরে বাসুদেবস্য পুষ্পমণ্ডপকৃন্নরঃ।
প্রতিপুষ্পে লভেৎ পুণ্যং বাজিমেধশতোদ্ভবম্
বাসুদেবদিনে পুষ্পৈঃ সুগন্ধৈর্মণ্ডপো বুধৈঃ।
যত্নাদপি চ কর্ত্তব্যশ্চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে॥ ১১৪
যো বস্ত্রগৃহনির্ম্মাণং কুরুতে হরিবাসরে।
স সৌধবাসী বিপ্রো ভবতি ত্রিদশালয়ে॥ ১১৫
নির্ম্মায় বস্ত্রভবনং তত্র বধ্নাতি চামরম্।
শ্বেতং বা লোহিতং বাপি কৃষ্ণং বা সোঽচ্যুতপ্রিয়ঃ
শালগ্রামশিলাং তত্র প্রতিমাং বা শ্রিয়ঃপতেঃ।
পঞ্চামৃতেন স স্নাপ্য স্নাপয়েদ্ভক্তিতো ব্রতী॥
আদৌ স্বস্ত্যয়নং কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পঞ্চ ততঃ পরম্।
ভূতশুদ্ধিঞ্চ বিপ্রর্ষে বিধানৈঃ শাস্ত্রভাষিতৈঃ॥
ততশ্চৈকমনা ভূত্বা গৃহীত্বা পুষ্পমুত্তমম্।
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং হৃদয়াম্ভোজবাসিনম্॥১১৯
আসীনং হেমপীঠে জলনিধিতনয়ালঙ্কৃতক্রোড়-দেশং,
বিদ্যুল্লেখোজ্জ্বলাংশুকাঞ্চিরতনুং দীর্ঘ-দোর্ভিশ্চতুর্ভিঃ।

পতাকা দান করিবে। যেজন হরির মস্তকে চারুতর ছত্র ধারণ করে, হে বিপ্রর্ষে! সে প্রতিজন্মে ক্ষিতিমণ্ডলে ছত্রী হইয়া থাকে। বাসুদেবদিনে যে ব্যক্তি পুষ্পমণ্ডপ প্রস্তুত করে, প্রতিপুষ্পে তাহার শত অশ্বমেধজনিত পুণ্য লাভ হয়। বাসুদেবদিনে নরগণ চতুর্ব্বর্গ ফললাভার্থ সযত্নে সুগন্ধ পুষ্পে মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। ১০০—১১৪। যে ব্যক্তি হরি-বাসরে বস্ত্রাগার নির্ম্মাণ করে, হে বিপ্রর্ষে! সে ত্রিদশালয়ে সৌধবাসী হয়। বস্ত্রভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় শ্বেত লোহিত বা কৃষ্ণ চামর যে ব্যক্তি বন্ধন করে, সে অচ্যুতপ্রিয় হয়। তথায় শ্রীপতির শালগ্রাম শিলা পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া ব্রতী ব্যক্তি স্থাপন করিবেন। অগ্রে স্বস্ত্যয়ন পরে সঙ্কল্প করিবেন। এ সকল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে কর্ত্তব্য। অনন্তর একমনা হইয়া উত্তম পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক হৃদয়পদ্মবাসী নারায়ণ দেবকে ধ্যান করিবেন। নারায়ণ

নিত্য বিভ্রাজমানং সকনকবলয়ৈঃ স্বায়ুধৈঃ
পদ্মনেত্র
পদ্মাস্যং শ্রীমুখাব্জ সন্নুদায়র্মানিশ ত ভজে-
হপাঙ্গদৃষ্ট্যা ॥১২০
আগচ্ছ ভগবন দেবসহিতঃ শ্রীপতে শ্রিয়া।
কর্ত্তব্যা হি ময়া ভক্ত্যা সপর্য্যাস্মিন ব্রতে তব
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্ম্যা সহ জগদ্গুরো।
অস্মিন্ বরাসনে তিষ্ঠ যাবৎ পূজাং করোমি তে
সমস্তলোকবিখ্যাতকীর্ত্তির্নারায়ণ প্রভো।
কচ্চিত্তে কুশলং সর্ব্বং সর্ব্বব্রহ্মাদিসুরার্চ্চিত॥১২৩
পাদ্যং গৃহাণ দেবেশ নারায়ণ সুবাসিতম।
পাদদ্বয়রজোহারি পবিত্রমতিশীতলম ॥ ১২৪
অর্ঘ্যং দদামি তে বিষ্ণো দূর্ব্বাপল্লবসংযুতম।
অখণ্ডতণ্ডুলোপেতং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণ ॥ ১২৫
ইদমাচমনীয়ঞ্চ সুপবিত্রং দদামি তে।
গৃহাণ পরমানন্দ পরমানন্দবর্দ্ধন ॥ ১২৬
ময়া দত্তেন গন্ধেন জরাসন্ধবিনাশন।
তবাঙ্গ ভূষিতং গাত্র লক্ষ্মীনাথ সুগন্ধিনা॥
গৃহাণ কুসুমং দেব সামোদং বিকচং হরে।
কালদেশোদ্ভবং দিব্যং দিব্যরত্নবিভূষিত ॥ ১২৮
সৃষ্টোহয়ং বিধিনা পূর্ব্বং দেবানাং তুষ্টিবৃদ্ধয়ে।
অতস্তভ্যং সুরশ্রেষ্ঠ ধূপোহয়ং দীয়তে ময়া ॥
তমসাং স্তোমসংহর্ত্তা ঘৃতপূর্ণো জনার্দ্দন।
তবাস্তু প্রীতয়ে দীপ এষ শেষভুজঙ্গম ॥ ১৩০
সোত্তরীয়মিদং বস্ত্রং বস্তিশ্রেণীসুশোভনম্।
দদাম্যহং তে দেবেশ সোপবীতং জগদ্গুরো ॥
সুরাণামেব তুষ্ট্যর্থং ধাত্রা সৃষ্টমিদং পুরা।
সলক্ষ্মীকায় তে বিষ্ণো নৈবেদ্যং প্রদদাম্যহম্
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা জলং পানায় চোত্তমম।
পুনরাচমনীয়ং ত্বং গৃহাণ ত্রিদশেশ্বর।
দদাম্যহং পবিত্রার্থং জগতামাদিকারণম্ ॥
মুখপ্রক্ষালনার্থায় সর্ব্বকারণকারণ ॥ ১৩৩
মুখদুর্গন্ধহরণং কর্পূরং খদিরান্বিতম।

হেমপীঠে সমাসীন, তাঁহার ক্রোড়দেশে লক্ষ্মী, তিনি বিদ্যুল্লেখায় সমুজ্জ্বল মেঘদ্যুতি-বৎ রুচিরতনু, কনকবলয় ও আয়ুধশোভিত, দীর্ঘ চতুর্ব্বাহু সম্পন্ন, পদ্মনেত্র, এবং লক্ষ্মীর মুখপদ্মে সর্ব্বদা ন্যস্তদৃষ্টি। এ হেন নারায়ণকে আমি ভজনা করি। হে শ্রীপতে ভগবন। আপনি শ্রীসহ আগমন করুন। আমি ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রতে আপনার পূজা করিব। হে সর্ব্বকল্যাণ-সম্পন্ন সলক্ষ্মীক জগদ্গুরো। আমি যত কাল আপনার পূজা করি, আপনি ততকাল এই বরাসনে উপবেশন করুন। হে সর্ব্বলোকবিখ্যাতকীর্ত্তি প্রভো নারায়ণ। আপনার সমস্ত কুশল ত? হে নারায়ণ। হে দেবেশ। আপনি পাদযুগ্মের রজোনাশী, এই পবিত্র অতি শীতল সুবাসিত পাদ্য গ্রহণ করুন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণো। এই অখণ্ড তণ্ডুলোপেত দূর্ব্বাপল্লবযুত অর্ঘ্য আপনাকে প্রদান করিতেছি। হে পরমানন্দ। হে পরমানন্দবর্দ্ধন। এই সুপবিত্র আচমনীয় দান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে জরাসন্ধবিনাশন লক্ষ্মীনাথ। মৎপ্রদত্ত সুগন্ধ গন্ধ দ্বারা আপনার গাত্র ভূষিত হউক। ১১৫—১২৭। হে হরে। হে দিব্যরত্নবিভূষিত। এই সৌরভময় কালদেশোদ্ভব দিব্য প্রস্ফুট কুসুম গ্রহণ করুন। হে সুরশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে দেবগণের তুষ্টিবৃদ্ধির নিমিত্ত বিধাতা এই ধূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব আপনাকে ইহা আমি প্রদান করিতেছি। হে শেষ ভুজঙ্গ জনার্দ্দন। এই তমস্তোমহন্তা ঘৃতপূর্ণ দীপ আপনার প্রীতিজনক হউক। এই শ্রেণীবদ্ধ উত্তরীয় সহিত বস্ত্র আছে, হে দেবেশ জগদ্-গুরো। আপনাকে ইহা উপবীত সহ দান করিতেছি, হে দেব জগৎপতে। গ্রহণ করুন। হে বিষ্ণো। এই নৈবেদ্য বিধাতা সকলের তুষ্টির নিমিত্তই পূর্ব্বে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা লক্ষ্মী সহ আপনাকে প্রদান করিতেছি। হে জগতের আদি কারণ। আমি জগতের পবিত্রার্থ পুনরাচমনীয় প্রদান করিতেছি, হে পরমেশ্বর। গ্রহণ কর। আপনার পানার্থ এই উত্তম জল আমি ভক্তির সহিত নিবেদন করি-তেছি, হে ত্রিদশেশ্বর। হে সর্ব্বকারণকারণ! আপনার মুখপ্রক্ষালনার্থ এই পুনরাচমনীয়

গৃহাণ বিষ্ণো তাম্বূলং কৈবল্যদ শ্রিয়া সহ ॥১৩৪
বিধিনানেন গোবিন্দমুপহারৈরনুত্তমৈঃ।
পূজয়েৎ স ব্রতী ভক্ত্যা প্রহরেষু চতুর্ষপি ॥
নানোপহারং হরয়ে প্রযচ্ছেদ্ধরিবাসরে।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং কর্ম্মণঃ ফলমিচ্ছতা ॥
ততশ্চ ব্রতিভিঃ সর্ব্বৈর্নারায়ণপরায়ণৈঃ।
নিশি জাগরণং কার্য্যং নৃত্যগীতস্তবাদিভিঃ ॥
প্রতিক্ষণং দ্বিজশ্রেষ্ঠ নামানি কমলাপতেঃ।
সর্ব্বপাপবিনাশীনি স্মর্ত্তব্যানি ব্রতিব্রজৈঃ ॥১৩৮
স্ফুরন্তং ব্রতিবক্ত্রেভ্যো হরিনামধ্বনিং জনাঃ।
শৃণ্বন্তঃ পাতকৈর্ঘোরৈর্মুচ্যন্তে পাপিনোঽপি চ ॥
জাগরং কুর্ব্বতো মর্ত্ত্যান্ দ্রষ্টুং গচ্ছন্তি যে জনাঃ
তেঽপি সদ্যো বিমুক্তাঃ স্যুর্ম্মহদ্ভিঃ পাপসঞ্চয়ৈঃ
ন পাষণ্ডজনালাপঃ কর্ত্তব্যো হরিবাসরে।
পাষণ্ডালাপমাত্রেণ সর্ব্বধর্ম্মো বিনশ্যতি ॥১৪০
নারায়ণযশোগীতং ব্রতিকণ্ঠবিনিঃসৃতম্।
শ্রুত্বা মূঢ়া ন তৃপ্যন্তি শ্বানো বীণাক্কণং যথা ॥
সন্তঃ সন্ততমায়ান্তি শ্রোতুং গীতং জগৎপতেঃ।
সমস্তপাতকধ্বংসি বীণাক্কণং মৃগা যথা ॥ ১৪২
গায়ন্তঞ্চৈব নৃত্যন্তং পঠন্তং স্তবমুত্তমম্।
নিন্দন্তি ব্রতিনং যে চ তে জ্ঞেয়াঃ পাপিনাংবরাঃ
বিষ্ণোর্গীতানি গায়ন্তং নৃত্যন্তং নৃত্যমুত্তমাঃ।
তৃপ্যন্তি ব্রতিনং দৃষ্ট্বা পুরতঃ কমলাপতেঃ ॥
ব্রতিনো যে ন নৃত্যন্তি বিষ্ণোরায়তনে দ্বিজ।
প্রতিজন্মনি বৈ তেষাং পঙ্গুতা শাশ্বতী ভবেৎ
ন যে গীতানি গায়ন্তি ব্রতিনো হরিবাসরে।
বিহীনা বচনৈস্তে চ জায়ন্তে প্রতিজন্মনি ॥১৪৬
মৃদঙ্গাদীনি বাদ্যানি কর্ত্তব্যানি হরেঃ পুরঃ।
যতো বাদ্যৈর্ভবেত্তুষ্টো ভগবান মধুসূদনঃ ॥
কুর্ব্বন্তি জাগরং বিষ্ণোর্ব্বেদাধ্যয়নমুত্তমম্।
পুরাণপঠনং বাপি কর্ত্তব্যং নিশি বৈষ্ণবৈঃ ॥
রামায়ণং ভাগবতং ভারতং ব্যাসভাষিতম্।

আপনি গ্রহণ করুন। হে কৈবল্যপ্রদ বিষ্ণো। এই মুখচূর্ণাদ্ধহর কর্পূরখদিরান্বিত তাম্বূল আপনি লক্ষ্মী সহ গ্রহণ করুন। এইরূপ বিধি অনুসারে ব্রতী ব্যক্তি ভক্তির সহিত চারি প্রহরে উত্তম উত্তম উপহার দ্বারা গোবিন্দকে অর্চ্চনা করিবেন। হরিবাসরে হরিকে নানা উপহার দিবেন। কর্ম্মফলেচ্ছু ব্যক্তি এই কার্য্য বিত্তশাঠ্য করিবেন না। অনন্তর নারায়ণ-পরায়ণ ব্রতিগণ নৃত্য, গীত ও স্তবাদি দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিবেন। হে বিপ্রর্ষে। ব্রতিগণ কমলাপতিকে প্রদক্ষিণ এবং তাঁহার সর্ব্বপাপহর নামনিচয় কীর্ত্তন করিবেন। প্রতিমুখোচ্চারিত হরিনামধ্বনি শ্রবণ করত পাপী জনগণও ঘোর পাতক হইতে মুক্ত হয়। যাহারা হরিবাসরে জাগরণকারী জনগণকে দেখিতে যায়, তাহারাও সদ্য মহাপাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হরিবাসরে পাষণ্ডজনালাপ কর্ত্তব্য নহে। পাষণ্ডালাপ করিবামাত্র সর্ব্বধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। কুক্কুরগণ যেমন বীণাধ্বনি শুনিয়া তৃপ্ত হয় না, তেমন মূঢ়গণও প্রতিকণ্ঠনিঃসৃত নারায়ণ কীর্ত্তিগীতি শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করে না। মৃগগণ যেমন বীণাক্কণন শুনিতে সমাগত হয়, তেমনি সাধুগণই সমস্ত পাতকহর জগৎপতির গীত শ্রবণার্থ সতত আগমন করিয়া থাকে। ব্রতী ব্যক্তি নৃত্য, নাম, বা উত্তম স্তব পাঠ করিতে থাকিলে যাহারা তাহার নিন্দা করে, তাহাদিগকে পাপিশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। কমলাপতির অগ্রে তদীয় গীতগায়ক বা নৃত্যপরায়ণ ব্রতী ব্যক্তিকে দেখিয়া উত্তম জনগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজ। যে সকল ব্রতী বিষ্ণুর আয়তনে নৃত্য না করেন, জন্মে জন্মে তাহাদের নিত্য পঙ্গুতা হয়।১২৮—১৪৭ হরিবাসরে যে সকল ব্রতী গীত গান না করেন, তাঁহার জন্মে জন্মে বাক্যবিহীন হইয়া থাকেন। হরির সম্মুখে মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাদন কর্ত্তব্য। যেহেতু ভগবান মধুসূদন বাদ্যশব্দেই তুষ্ট হইয়া থাকেন। বৈষ্ণবজন হরিবাসরে জাগরণ ও উত্তম বেদাধ্যয়ন করিবেন এবং রাত্রিতে পুরাণ শ্রবণ করিবেন। রামায়ণ, ব্যাসভাষিত ভাগবত বা

অন্যানি চ পুরাণানি পাঠ্যানি হরিবাসরে ॥
যে পঠন্তি পুরাণানি যে শৃণ্বন্তি হরের্দ্দিনে ।
প্রত্যক্ষরে লভন্তে তে কাপিলাদানজ ফলম্
নিশি জাগরণং কুর্য্যাৎ সানন্দো বৈষ্ণবো জনঃ
জিতনিদ্রো ভবেৎ সম্যক্ ধ্যায়েচ্চ কেশব
হৃদা ॥১৫১
প্রদক্ষিণাকারতয়া ভূয়ো ভূয়ো হরের্ব্রজেৎ ।
নিপত্য দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রণমেচ্চ জনার্দ্দনম্ ॥১৫২
ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতপঞ্চমহাধ্বরঃ ।
হরিং সংস্নাপ্য দুগ্ধেন পূজয়েদ্ভক্তিমান ব্রতী ॥
ব্রতস্য দক্ষিণাং দত্ত্বা নিজশক্ত্যা দ্বিজন্মনে ।
ততস্তু দ্বাদশীমধ্যে ব্রতী পারণমাচরেৎ ॥ ১৫৮
পারণং কুরুতে যস্তু বিলঙ্ঘ্য দ্বাদশীতিথিম্ ।
জন্মকোট্যর্জ্জিতং পুণ্য তস্য সর্ব্বং বিনশ্যতি
দ্বাদশীতিথিমধ্যে চ কর্ত্তব্য পারণং বুধৈ ।
ন কদাচিত্ত্রয়োদশ্যা ব্রতস্য ফলমিচ্ছুভিঃ ॥
উপবাসদিনে বিপ্র নিশায়ামপি বৈষ্ণবং ।
উপবাসফলং প্রেপ্সুর্যত্নাৎ স্বাপং পরিত্যজেৎ ॥
বিনা জাগরণং নূনমুপবাসো নিরর্থকঃ ।
ততো জাগরণং কার্য্যমুভয়োরপি পক্ষয়োঃ ॥
একাদশীব্রতং যে চ বিধিনানেন কুর্ব্বতে ।
সত্য সত্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ তে সর্ব্বে মোক্ষগামিণঃ
জন্মমৃত্যুহরণৈকনিদানং
সেন্দ্রদেবনিকরৈরপি কার্য্যম্ ।
বাসুদেবদিবসং ব্রতসারং
জৈমিনে ত্বমনিশং কুরু যত্নাৎ ॥ ১৫৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে একাদশীমাহাত্ম্য নাম দ্বাবিংশো-হধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।
পূর্ব্ব কোটিরথো নাম রাজাভূৎ ক্ষিতিমণ্ডলে
শান্তঃ পরমধর্ম্মজ্ঞো রাজনীতিবিদাং বরঃ ॥ ১
সত্যবাদী জিতক্রোধো জিতবৈরিসমুচ্চয়ঃ ।

ভারত কিম্বা অন্যান্য পুরাণসমূহ হরিবাসরে পঠনীয় । যাহারা হরিবাসরে পুরাণ শ্রবণ করে তাহাদের পুরাণের প্রতি অক্ষরে কপিলা-দানজনিত ফল লাভ হয় । বৈষ্ণবজন হরিবাসরে সানন্দে রাত্রিজাগরণ করিবেন, সম্যক্ জিতনিদ্র হইবেন, হৃদয়ে নারায়ণকে ধ্যান করিবেন, পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ করিবেন এবং ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া জনার্দ্দনকে প্রণাম করিবেন । অনন্তর বিমল প্রভাতে পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দুগ্ধ দ্বারা হরিকে স্নান করাইয়া ভক্তিমান ব্রতী ব্যক্তি পূজা করিবেন এবং নিজ শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণকে ব্রতদক্ষিণা প্রদান করিবেন । পরে দ্বাদশীমধ্যে স্বয়ং পারণ আচরণ করিবেন । যে ব্যক্তি দ্বাদশী তিথি লঙ্ঘন করিয়া পারণ করে, তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া থাকে । নরগণ দ্বাদশী তিথির মধ্যেই পারণ করিবেন । ব্রত-ফলেচ্ছু ব্যক্তিগণ কদাচ ত্রয়োদশীতে পারণ করিবেন না । হে বিপ্র ! উপবাসফলেচ্ছু বৈষ্ণব ব্যক্তি উপবাসদিনে ও রাত্রিতে সযত্নে নিদ্রা পরিত্যাগ করিবেন । জাগরণ বিনা উপবাস নিশ্চয়ই নিরর্থক । অতএব উভয় পক্ষেই রাত্রিজাগরণ কর্ত্তব্য । যাহারা এইরূপ বিধিমত একাদশী ব্রত করে, হে দ্বিজবর ! তাহারা সকলেই মোক্ষগামী হয়, ইহা ধ্রুব সত্য । হে জৈমিনে ! যাহা জননমরণহরণের একমাত্র নিদান, এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের একমাত্র সেব্য, সেই ব্রত-সার হরিবাসর সর্ব্বদা তুমি সযত্নে করিতে থাক । ১৪৮—১৫৯ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—পূর্ব্বে ক্ষিতিমণ্ডলে কোটিরথ নামে রাজা ছিলেন । তিনি শান্ত, পরম ধর্ম্মজ্ঞ, শ্রেষ্ঠরাজনীতিজ্ঞ, সত্য-

নারায়ণার্চ্চনপরো হরিবাসরতৎপরঃ ॥ ২
সুপ্রজ্ঞা নাম তস্যাসীৎ মহিষী প্রিয়বাদিনী।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না পতিসেবাপরায়ণা ॥ ৩
একাদশীব্রতরতা সর্ব্বপ্রাণিহিতৈষিণী।
জাতিস্মরা মহাভাগা সুশীলা বরবর্ণিনী ॥ ৪
স রাজা দশমীং কৃত্বা সাদরঃ পরমার্থবিৎ।
একাদশীনিশীথিন্যাং জাগরং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ৫
তত্রান্তরে দ্বিজঃ কশ্চিৎ শৌরির্নাম মহীপতেঃ।
আজগাম মহাতেজাস্তস্য জাগরমণ্ডপম ॥ ৬
তমায়ান্তং স ভূপালো নারায়ণপরায়ণঃ।
পাদ্যাদ্যৈঃ পূজয়ামাস সদারোঽত্যন্তহর্ষিতঃ ॥৭
তেষাং মধ্যেযুপবিষ্টং স বিপ্রোঽখিলতত্ত্ববিৎ।
বিষ্ণুপূজাপরাংস্তত্র দদর্শ ব্রতিনো বহুন ॥ ৮
পূজয়ন্তি হরিং কেচিন্নানাপুষ্পৈর্মনোরমৈঃ।
গন্ধৈর্দ্দিব্যৈস্তথা ধূপৈরুপহারৈরনুত্তমৈ ॥ ৯
গঙ্গামৃদভূষিতাঃ কেচিত্তুলসীপত্রমালয়া।
অলঙ্কৃতা হরেরগ্রে নৃত্যন্তি ব্রতিনো মুদা ॥১০
কেচিদগায়ন্তি গীতানি ললিতানি হরেঃ পুরঃ।
করতাল সমাদায় ব্রতিনো ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥১১
স্তবৈরনুত্তমৈঃ কেচিন্নারায়ণমনাময়ম্।
স্তুবন্তি জগতামীশং দিব্যার্থৈ কোমলাক্ষরৈঃ ॥
শ্বেতচামরবাতেন শীতলেন জগৎপতেঃ।
জনয়ন্তি মনঃপ্রীতিং কেচিচ্চ মহতীং তথা ॥১৩
কেচিদ্বীণাদিকং বাদ্যং ললিতং শ্রুতিমঙ্গলম্।
বাদয়ন্তো মহাত্মানং কেচিদ্গায়ন্তি কেশবম ॥
স রাজা রাজমহিষী দ্বারপাত্যন্তহর্ষিতৌ।
গায়েতা ললিতং গীতং নৃত্যেতাং নৃত্যমুত্তমম্
তৌ দম্পতী মহাত্মানৌ গীতনৃত্যাদিকারিণৌ।
বাচং মধুরয়া প্রাহ স শৌরির্ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥ ১৬

শৌরিরুবাচ।

ধন্যোঽসি ত্বং মহীপাল ধন্যা চ মহিষী তব।
চরিত্রং যুবয়োরেতন্মঙ্গলং ভুবি দুর্ল্লভম ॥ ১৭
ত্বমিব ক্ষ্মাপতিঃ কশ্চিন্ন দৃষ্টো বৈষ্ণবো জনঃ
ত্বয়া ভূমিভুজা পৃথ্বী ধন্যেয়ং নাত্র সংশয়ঃ ॥১৮

বাদী, জিতক্রোধ. জিতশত্রু, নারায়ণসেবা-পরায়ণ, এবং হরিবাসরতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার পতিব্রতা সর্ব্বসুলক্ষণা প্রিয়বাদিনী মহিষীর নাম ছিল সুপ্রজ্ঞা। তিনি একাদশী ব্রতরতা, সর্ব্বপ্রাণিহিতৈষিণী, জাতিস্মরা, মহাভাগা, সুশীলা ও বরবর্ণিনী ছিলেন। পরমার্থজ্ঞ রাজা কোটিরথ সস্ত্রীক দশমী-কৃত্য করিয়া একাদশীনিশীথে জাগরণ করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে শৌরি নামে কোন মহামতি দ্বিজ তাহার জাগরমণ্ডপে আগমন করিলেন। বিষ্ণুভক্ত ভূপাল তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া স্ত্রীসমভিব্যাহারে অত্যন্ত ভক্তিভরে পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। অখিল তত্ত্বজ্ঞ বিপ্র রাজ-পূজা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে উপবেশন-পূর্ব্বক বিষ্ণুপূজাপরায়ণ বহু ব্রতীকে তথায় দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—কেহ নানা মনোহর পুষ্প, গন্ধ, দীপ, ধূপ ও অন্যান্য উত্তম উপহারে হরিপূজা করিতেছেন। কেহ কেহ গঙ্গামৃত্তিকায় ও তুলসীপত্রমালায় অলঙ্কৃত হইয়া হরির অগ্রে নৃত্য করিতেছেন। কোন কোন ভগবৎপ্রিয় ব্রতী করতলধ্বনি করিয়া হরির অগ্রে ললিত গীত গান করিতে-ছেন। কেহ কেহ দিব্যার্থময় মধুরাক্ষরশালী উত্তমস্তবে অনাময় জগদীশ নারায়ণকে স্তব করিতেছেন। কেহ কেহ শীতল শ্বেতচামরবাতে জগৎপতির মহতী মনঃপ্রীতি উৎপাদন করিতেছেন। কেহ কেহ শ্রুতি-সুখকর সুললিত বীণাদি বাদ্য বাজাইতে-ছেন। এবং কোন কোন মহাত্মা কেশব-কীর্ত্তি গান করিতেছেন ।১—১৪। সেই রাজা এবং রাজমহিষী উভয়েই অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া ললিত গীত গান করিতেছেন। এবং উত্তম নৃত্য করিতেছেন। সেই মহাত্মা রাজদম্পতিকে নৃত্যগীতাদি করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শৌরি মধুরবাক্যে বলিলেন,—হে মহীপাল! ধন্য তুমি, আর তোমার মহিষীও ধন্যা। তোমাদের এই মঙ্গলচরিত্র ভূতলে দুর্ল্লভ। তোমার ন্যায় বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভূমিপতি দৃষ্ট হয় না। ভবদ্বিধ ভূমিপতি

একাদশীব্রতমিদং পবিত্রং ভগবৎপ্রিয়ম্ ।
সদারঃ কুরুতে ভূপ তস্মাত্ত্বং বৈষ্ণবাগ্রণীঃ ॥১৯
সপ্তদ্বীপৈকনাথশ্চেৎ সদারস্ত্বং নৃপোত্তম ।
নারায়ণাগ্রতঃ প্রীত্যা যতো নৃত্যসি গায়সি ॥২০
চরিত্রং যুবয়োরেতদ্দম্পত্যোর্দৃষ্টমদ্ভূতম্ ।
কস্মাদ্বুদ্ধিরিয়ং জাতা যুবয়োরতিনির্ম্মলা ॥ ২১

ব্যাস উবাচ ।

তস্যেদং বাক্যমাকর্ণ্য শৌরির্নাম দ্বিজন্মনঃ ।
ঈষদ্ধাস্যমুখী প্রাহ সুপ্রজ্ঞা তমথ দ্বিজম ॥ ২২

সুপ্রজ্ঞোবাচ ।

একাদশীপ্রভাবেণ পূর্ব্বমাবাং দ্বিজোত্তম ।
অপি পাতকিনৌ মুক্তৌ ধর্ম্মরাজেন মহাত্মনা ॥
জাতিস্মৃতিপ্রভাবেন দিব্যামেকাদশীব্রতম ।
কুর্ব্বঃ সম্প্রতি বিপ্রেন্দ্র পরমস্থানকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২৪

শৌরিরুবাচ ।

এতস্যা বচনং শ্রুত্বা শৌরির্ব্রাহ্মণসত্তমঃ ।
পপ্রচ্ছ বিনয়াবিষ্টঃ পূর্ব্ববৃত্তান্তমেতয়োঃ ॥ ২৫
যদি নূনং বরারোহে পূর্ব্বজাতিং স্বমাত্মনঃ ।
বেৎসি মে ব্রূহি তাং শ্রোতুং জায়তে কৌতুকং হৃদি ॥২৬
পূর্ব্বং স্থিতা কা ভবতী পতির্ব্বা কঃ স্থিতস্তব ।
কথং ভার্ম্মরিণা ত্যক্তৌ যুবাং পাতকিনাবপি ॥
এতৎপ্রত্যুত্তরং বিপ্র সুপ্রজ্ঞা বাক্যমব্রবীৎ ।
আত্মনঃ পূর্ব্ববৃত্তান্তং মূলতঃ স্নিগ্ধমানসা ॥ ২৮

সুপ্রজ্ঞোবাচ ।

অপ্রকাশ্যমিদং বাক্যং যদ্যপি দ্বিজসত্তম ।
তথাপি ত্বাং ব্রবীম্যদ্য যতস্ত্বং বৈষ্ণবোত্তম ॥
পূর্ব্বং চিত্রপদা নাম ধাবিণী দ্বিজসত্তম ।
স্থিতাস্মি বারমুখ্যাহং রতিশাস্ত্রবিশারদা ॥৩০
তস্মিন জন্মনি পাপানি ঘোরাণি সুবহূনি চ ॥
ময়া কৃতানি দ্বিপ্রেন্দ্র নরকক্লেশদানি বৈ ॥৩১
অয়ং নিত্যদয়ো নাম শূদ্রঃ স্বাচারবর্জ্জিতঃ ।
পরদাররতঃ ক্রূরঃ পরদ্রব্যাপহারকঃ ॥ ৩২
সুরাপো মিত্রহন্তা চ ভ্রূণহা পরহিংসকঃ ।

দ্বারা এই পৃথ্বী নিশ্চয়ই ধন্যা। হে ভূপ। তুমি সস্ত্রীক এই পবিত্র ভগবৎপ্রিয় একাদশী ব্রত করিতেছ, সুতরাং তুমি বৈষ্ণবাগ্রণী। হে নৃপবর। তুমিই সপ্তদ্বীপের একমাত্র অধীশ্বর হইয়াও সস্ত্রীক প্রীতিভরে নারায়ণাগ্রে নৃত্য গান করিতেছ। আপনাদের রাজদম্পতির এই চরিত্র আমি অদ্ভুতই দেখিলাম। আপনাদের এই অতি নির্ম্মল বুদ্ধি কিরূপে উৎপন্ন হইল। ব্যাস বলিলেন,— দ্বিজ শৌরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী সুপ্রজ্ঞা ঈষৎ হাস্যমুখে বলিলেন,—হে দ্বিজবর। পূর্ব্বে আমরা পাতকী হইয়াও একাদশীব্রতপ্রভাবে মহাত্মা যমরাজের নিকট অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলাম। হে বিপ্রর্ষে। তাই জাতিস্মৃতিপ্রভাবে পরম পদ লাভ কামনায় সম্প্রতি দিব্য একাদশীব্রত করিতেছি। রাজমহিষীর বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শৌরি বিনীতভাবে তাঁহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। শৌরি কহিলেন,—হে বরারোহে। যদি সত্যই তুমি পূর্ব্ব আত্মজাতি বিদিত আছ, তবে আমার নিকট তাহা বল, শুনিবার জন্য আমার হৃদয়ে কৌতূহল জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে আপনি কে ছিলেন, আপনার পতিই বা কে ছিলেন, আপনারা পাপিশ্রেষ্ঠ হইলেও যমরাজ কেন আপনাদিগকে ত্যাগ করিলেন? হে বিপ্র। শৌরির এই সকল কথার প্রত্যুত্তরে সুপ্রজ্ঞা স্নিগ্ধচিত্তে স্বীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন।১৫—২৮। সুপ্রজ্ঞা কহিলেন,—হে দ্বিজবর। এই বৃত্তান্ত যদিও অপ্রকাশ্য, তথাপি আপনি বৈষ্ণবপ্রবর বলিয়া আপনার নিকট ইহা এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি। হে দ্বিজবর। পূর্ব্বে আমি চিত্রপদা নামে রতিশাস্ত্রবিশারদা গণিকা ছিলাম। হে বিপ্রর্ষে। ঐ জন্মে আমি নরকক্লেশপ্রদ বহু ভীষণ পাতক করিয়াছিলাম। এই রাজা সে জন্মে নিত্যোদয় নামক শূদ্র ছিলেন। ইহার শূদ্রাচার কিছুই ছিল না। ইনি তদবস্থায় পরদাররত, ক্রূর, পরদ্রব্যহারী, সুরাপায়ী, মিত্রহন্তা, ভ্রূণঘাতী, পরহিংসক, অতি-

অত্যহঙ্কারযুক্তশ্চ ধর্ম্মনিন্দাকরঃ সদা ॥ ৩৩
একদা জ্ঞাতিভিঃ সর্ব্বৈঃ পরিত্যক্তোঽয়মুদ্ধতঃ।
আজগাম মমাগারং বেশ্যাবিভ্রমলোলুপঃ ॥৩৪
যুবানং সুন্দরং দৃষ্ট্বা তমেতং দ্বিজসত্তম।
ময়াপি প্রীতিমাসাদ্য সন্তুষ্টঃ সুরতৈরয়ম্ ॥৩৫
ততোঽহমনুভূয় সুরতং ময়া সহ তপোধনঃ।
অয়মিত্যাহ মাং প্রেম্ণা বিনয়াবনতো বচঃ ॥৩৬
অহং সুরতশাস্ত্রজ্ঞঃ পরিত্যক্তঃ স্ববন্ধুভিঃ।
যদি ত্বং মন্যসে তন্বি তিষ্ঠামাত্র ত্বয়া সহ ॥৩৭
বিনয়াবনতং বাক্যমিদং শ্রুত্বাস্য হি দ্বিজ।
দম্পতীভাবমাশ্রিত্য সহানেন স্থিতাস্ম্যহম ॥৩৮
কদাচিদ্দ্বিজশার্দ্দূল একাদশ্যাং তিথৌ জ্বরৈঃ।
মহদ্ভিঃ পীড়িতাহঞ্চ দেহিদেহাভিঘাতকৈঃ ॥৩৯
তস্মিন দিনে দ্বিজশ্রেষ্ঠ জ্বরজর্জ্জরদেহয়া।
ন পীতমুদকং নান্নং ভুক্তঞ্চ পরয়া ময়া ॥৪০
মম স্নেহানুকূলোঽয়ং তস্মিন্নেব দিনে হরেঃ।
তত্যাজান্নঞ্চ তোয়ঞ্চ বিষণ্ণঃ কৃতকল্মষঃ ॥ ৪১
অথ রাত্রৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠ দীপং প্রজ্বাল্য সর্পিষা।
ময়া কৃতং জাগরণং জ্বরোপহতচিত্তয়া ॥ ৪২
নারায়ণ হরে কৃষ্ণ রক্ষ মামিতি জল্পতা।
মুহুর্মুহুরনেনাপি কৃতং জাগরণং নিশি ॥ ৪৩
উপবাসপ্রভাবেন কেশবোচ্চারণেন চ।
আবয়োঃ সকলং পাপং বিনষ্টমভবদ্দ্বিজ ॥ ৪৪
ততঃ প্রভাতে বিমলে ভগবত্যুদিতে রবৌ।
জ্বরার্দ্দিতাহং পঞ্চত্বং গতা ব্রাহ্মণসত্তম ॥ ৪৫
সম্প্রাপ্তপঞ্চতাং দৃষ্ট্বা মাময়ঞ্চ ততঃ শুচা।
মহত্যা মরণ ভেজে নিন্দিতঃ সকলৈর্জ্জনৈঃ ॥
সূর্য্যজস্য ততঃ প্রেষ্যৈজ্জ্বলদগ্নিনিভেক্ষণৈঃ।
আবাং বদ্ধা ততঃ পাশৈর্নীতৌ প্রেষ্যৈর্যমাজ্ঞয়া
শুভং কর্ম্মাশুভং বাপি চিত্রগুপ্তো বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বং বিচারয়ামাস মূলাদ্বৈবস্বতাজ্ঞয়া ॥ ৪৮

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

যদ্যপ্যেতৌ মহাবাহো মহাপাতকিনাংবরৌ।
তথাপি পাতকৈর্ম্মুক্তাবেকাদশ্যামুপোষণাৎ ॥৮৯

অহঙ্কারী এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মনিন্দক ছিলেন। একদা জ্ঞাতিগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া উদ্ধত নিত্যোদয় বেশ্যাবিলাসে লুব্ধ হইয়া আমার গৃহে আগমন করিল। আমি এই সুন্দর যুবককে দেখিয়া প্রীতিভরে সুরত ব্যাপারে ইহাঁকে সন্তুষ্ট করিলাম। হে তপোধন! আমার সহিত সুরতসুখ অনুভব করিয়া সবিনয়ে প্রেমভরে আমাকে ইনি বলিলেন,—আমি সুরতশাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। হে তন্বি! যদি তোমার অভিমত হয়, তবে তোমার সহিত আমি বাস করি। আমি বিনয়াবনত এই ব্যক্তির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দম্পতিভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ইহাঁরই সহিত বাস করিতে লাগিলাম। হে দ্বিজবর! একদা একাদশী তিথিতে দেহিদেহাবঘাতক মহাজ্বরে আমি পীড়িত হইলাম। ঐ দিন জ্বরজর্জ্জর দেহে অন্নপান গ্রহণ করিলাম না। আমার স্নেহানুরক্ত এই ব্যক্তিও সেই হরিবাসরে বিষণ্ণ মনে অন্নপান পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর জ্বরোপহত চিত্তে রাত্রিকালে ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া আমি রাত্রি জাগরণ করিলাম এবং হে নারায়ণ! হে হরে রাম! আমাকে রক্ষা কর। এই কথা মুহুর্মুহুঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। সেই দিন এই ব্যক্তিও রাত্রিজাগরণ করিল। উপবাসপ্রভাবে এবং কেশবের নামোচ্চারণে—হে দ্বিজ! আমাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। অনন্তর প্রভাতে আমি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলাম। আমাকে পঞ্চত্ব পাইতে দেখিয়া দারুণ শোকে সকল জননিন্দিত এই ব্যক্তিও পঞ্চত্ব পাইল। অনন্তর যমাদেশে জ্বলদগ্নিনিভেক্ষণ যমকিঙ্করগণ আসিয়া আমাদের উভয়কে বন্ধন করিয়া যমালয়ে লইয়া গেল। ২৯—৪৭। তথায় যমের আজ্ঞায় বিচক্ষণ চিত্রগুপ্ত আমাদের শুভাশুভ কর্ম্ম আমূল বিচার করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—যদিও এই ব্যক্তিদ্বয় পাতকিশ্রেষ্ঠ, তথাপি ইহারা একাদশীতে উপবাস করার জন্য সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তিলাভ করি-

অনিচ্ছয়াপি যঃ কুর্য্যাৎ পুণ্যমেকাদশীব্রতম।
সোঽপি গচ্ছেৎ পরং স্থানং সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত,
ইত্যুক্তে চিত্রগুপ্তেন ধর্ম্মরাজো মহাযশাঃ।
আসনাৎ সহসোত্থায় ববন্দে মামিমঞ্চ বে ॥৫১
সুগন্ধৈশ্চন্দনৈঃ পুষ্পৈর্দিব্যৈর্ব্বস্ত্রৈশ্চ মৃত্যুনা।
সুবর্ণাভরণৈরাবাং মণ্ডিতৌ পাপবর্জ্জিতৌ ॥৫২
ফলৈর্নানাবিধৈস্তত্র মধুরৈরমৃতোপমৈঃ।
ভাস্করিঃ কারয়ামাস প্রীত্যা ভোজনমাবযোঃ॥
অথ স্তুত্বা স্তবৈর্দ্দিব্যৈঃ স্বগমাবাং যমঃ প্রভুং।
সমারোপ্য রথে দিব্যে প্রোবাচেতি কৃতাঞ্জলি

যম উবাচ।

যুবাং পুণ্যবতাং শ্রেষ্ঠৌ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতৌ।
যত্রাস্তে ভগবান বিষ্ণুর্গমাতাং তত্র সম্প্রতং॥
ইত্যুক্তৌ ধর্ম্মরাজেন বিনয়াবনতেন বে।
অথৈতত্তক্রমাবাভ্যাং নত্বা তৎপাদপঙ্কজম ॥৫৬
গন্তব্যং নান্যথা দেব তদ্বিষ্ণোঃ পরম পদম।
কিন্ত্বস্তি নবকান দ্রষ্টুং স্বদগৃহস্থান স্পৃহাবযোঃ॥

যমাজ্ঞয়া ততো বাজন রথমারুহ্য শোভনম্।
তত্প্রেক্ষ্যা নিবয়া দৃষ্টা আবাভ্যাং তত্র বিস্তরাঃ
এতদাদীনি বাক্যানি শ্রুত্বা শৌরির্দ্বিজোত্তমঃ।
পপ্রচ্ছ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সুপ্রজ্ঞাং হরিপূজকঃ ॥৫৯

শৌরিরুবাচ।

তত্রাবস্থা পাপবতাং যা যা দৃষ্টাঃ পতিব্রতে।
বিস্তরেণ মমাখ্যাতুং তাস্তাঃ সর্ব্বাস্ত্বমর্হসি ॥৬০
পুণ্যাত্মানঃ পথা কেন ব্রজন্তি যমমন্দিরম্।
পাপাত্মানশ্চ সুশ্রোণি তন্মে কথয় বিস্তরাৎ ॥৬১
পুণ্যাত্মা কীদৃশং পশ্যেৎ তত্র বৈবস্বতং প্রভুম্
পুণ্যাত্মান বদেৎ কিংবা যমস্তদ্ব্রূহি মে সতি
পাপাত্মানো ধর্ম্মরাজ তত্র পশ্যন্তি কীদৃশম্।
ব্রূতে পাপাত্মনো মর্ত্ত্যান কিংবা মৃত্যুর্ব্বদস্ব তৎ
শৌরেরব্বাক্যমিদং শ্রুত্বা সুপ্রজ্ঞা সুমনোহরা।
এতৎপ্রত্যুত্তরং বিপ্র প্রত্যুবাচ যশস্বিনী॥ ৬৪

সুপ্রজ্ঞোবাচ।

শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি যত্ত্বয়া শ্রোতুমিষ্যতে।

য়াছে। অনিচ্ছাতে যাহারা একাদশীব্রত করে, তাহারা সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া স্বীয়পথে গমন করিয়া থাকে। চিত্রগুপ্ত এই কথা বলিবামাত্র কৃতান্ত সহসা গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে ও ইহাকে বন্দনা করিলেন। এবং সুগন্ধ চন্দন, দিব্যপুষ্প, দিব্য বস্ত্র এবং সুবর্ণাভরণ দ্বারা আমাদিগের নিষ্পাপদেহ ভূষিত করিলেন। অমৃতোপম বিবিধ মধুর ফলদ্বারা ভাস্করনন্দন প্রীতচিত্তে আমাদিগকে ভোজন করাইলেন। অনন্তর নানা দিব্য স্তবে আমাদিগকে স্তব করিয়া দিব্য রথে আরোপণপূর্ব্বক প্রভু যম কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আপনারা পুণ্যাত্মগণের শ্রেষ্ঠ—সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত, যথায় ভগবান বিষ্ণু বিরাজমান, সম্প্রতি আপনারা সেই স্থানে গমন করুন। বিনয়াবনত ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে আমরা তাঁহার পাদপঙ্কজে নমস্কার করিয়া বলিলাম, হে দেব! আমরা বিষ্ণুর পরমপদে গমন করিব, সন্দেহ নাই। পরন্তু আপনার ভবনস্থ নরক নিচয় দেখিবার জন্ত আমাদিগের স্পৃহা হইতেছে। অনন্তর যমের সুন্দর রথারোহণ করিয়া আমরা তথায় বিস্তর দুর্নিরীক্ষ্য নিরয় অবলোকন করিলাম। দ্বিজ শৌরি ইত্যাদি বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে সুপ্রজ্ঞাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পতিব্রতে! তথায় পাপীদিগের যে যে অবস্থা দেখিয়াছিলেন, তাহা বিস্তৃতরূপে সমুদয় বর্ণন করুন। পুণ্যাত্মগণ কোন পথে যমপুরে গমন করেন? আর পাপাত্মারাই বা কোন্ পথে গমন করে। হে সুশ্রোণি! তাহা আমার নিকট বলুন। হে সুপ্রভে! পুণ্যাত্মা ব্যক্তি সেই যমরাজকে কিরূপ দেখেন? এবং যমরাজই বা পুণ্যাত্মাকে কি বলেন? সমস্তই আমার নিকট বলুন। হে সখি! পাপাত্মারা ধর্ম্মরাজকে তথায় কিরূপ দেখে? ধর্ম্মরাজই বা তাহাদিগকে কি বলেন? ইহাও আমার নিকট বলুন। শৌরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যশস্বিনী মনোহারিণী সুপ্রজ্ঞা প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে বিপ্র! আপনি যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়া-

পুণ্যাত্মনাং পাপিনাঞ্চ পন্থানং সুখদুঃখদম্॥
আদৌ ব্রবীমি পন্থানং নৃণাং পুণ্যবতামহম্।
শৃণুষ্ব দ্বিজশার্দ্দূল শৃণ্বতাং প্রীতিবর্দ্ধনম্॥ ৬৬
প্রস্তরৈরিষ্টকৈর্ব্বদ্ধে দিব্যবস্ত্রৈঃ সমাবৃতঃ।
ভাতি পুণ্যাত্মনাং পন্থাঃ সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতঃ॥
ক্বচিদ্গান্ধর্ব্বকন্যাভির্গীয়তে গানমুত্তমম্
ক্বচিদ্মঞ্জুগবীভিরপ্সরোভিশ্চ নৃত্যতে॥ ৬৮
ক্বচিচ্চ বীণাক্বণনং নানাবাদ্যমনোহরম্।
ক্বচিৎ কুসুমবৃষ্টিশ্চ ক্বচিদ্বায়ুশ্চ শীতলঃ॥ ৬৯
ক্বচিৎ প্রপাঃ শীততোয়াঃ কুত্রচিৎ ভক্তশালিকাঃ
ক্বচিদ্দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ পঠন্তি স্তবমুত্তমম্॥ ৭
ক্বচিৎ ক্বচিৎ দীর্ঘিকাশ্চ ফুল্লপদ্মসুশোভিতা।
সুচ্ছায়াঃ পাদপাঃ ক্বাপি পুষ্পিতা বকুলাদয়।
সমস্তসুখসম্পন্নে পথি গচ্ছন্তি মানবাঃ।
পুণ্যাত্মানো দ্বিজশ্রেষ্ঠ সুখমৃত্যুমবাপ্য চ॥ ৭
কেচিত্তুরঙ্গমারূঢ়া নানালঙ্কারভূষিতাঃ।
উদ্দণ্ডধবলচ্ছত্রৈর্গচ্ছন্ত্যাবৃতমস্তকাঃ॥ ৭৩
কেচিদ্যান্তি গজারূঢ়া রথারূঢ়াশ্চ কেচন।
যানারূঢ়া জনাঃ কেচিৎ সুখেন যমমন্দিরম্॥ ৭৪
কেচিদ্দেবাঙ্গনাহস্তন্যস্তচামরবায়ুভিঃ।
গচ্ছন্তি বীজিতা মর্ত্ত্যাঃ স্তূয়মানাঃ সুরর্ষিভিঃ॥
কেচিদ্দিব্যাম্বরধরাঃ স্রক্চন্দনবিভূষিতাঃ।
ভুঞ্জন্তো যান্তি তাম্বূলং পুণ্যাত্মানো যমালয়ম্॥
নিজগাত্রত্বিষা কেচিৎ জ্বালয়ন্তো দিশো দশ।
ব্রজন্তি শমনাগারং চলদগৃহনিবাসিনঃ॥ ৭৭
কেচিচ্চ পায়সং দিব্যং ভুঞ্জন্তো যান্তি সত্তমাঃ।
সুধাপানং প্রকুর্ব্বন্তঃ পথি গচ্ছন্তি কেচন॥ ৭৮
কেচিদ্দুগ্ধং পিবন্তশ্চ কেচিদিক্ষুরসং তথা। ৭৯
কেচিত্তক্রং পিবন্তশ্চ গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্॥
কেচিদ্দধীনি খাদন্তঃ কেচিন্নানাফলানি চ।
কেচিত্তক্রং পিবন্তশ্চ পুণ্যবন্তো ব্রজন্তি বৈ॥ ৮০
তানাগতাংস্ততো দৃষ্ট্বা নবান ধর্ম্মপরায়ণান।
ভাস্বরিঃ প্রীতিমাসাদ্য স্বয়ং নারায়ণোঽভবৎ

ছেন, বলিতেছি, শুনুন। পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মাদিগের যমপুরীগমনের পথ যথাক্রমে সুখপ্রদ ও দুঃখপ্রদ। অগ্রে আমি পুণ্যবানগণের পন্থা বলিতেছি। ইহা শ্রোতাদিগের প্রীতিবর্দ্ধক। দ্বিজবর! আপনি ইহা শ্রবণ করুন। পুণ্যবানগণের পন্থা নিরুপদ্রব। উহা প্রস্তর বা ইষ্টক দ্বারা বদ্ধ এবং দিব্য বস্ত্রে আবৃত। উহার কোথায় গন্ধর্ব্বকন্যারা উত্তম গান করিতেছে, কোথাও চারুগাত্রী অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে, কোথায় মনোরম বীণাক্বণন ও নানা বাদ্য হইতেছে, কোথাও কুসুমবর্ষণ, কোথাও শীতল সমীরণ, কোথাও শীতজলা প্রপা এবং কোথাও ভক্তশালিকা, কোথাও দেব ও গন্ধর্ব্বগণ উত্তম স্তব পাঠ করিতেছেন, কোথাও কোথাও অম্বুজরাজিশোভিত দীর্ঘিকা, কোথাও ছায়াসম্পন্ন বকুলাদি পুষ্পিত পাদপ বিরাজমান। হে দ্বিজবর! এ হেন সর্ব্বসুখসম্পন্ন পথে পুণ্যাত্মা মানবগণ সুখমৃত্যু লাভ করিয়া গমন করিয়া থাকেন। কোন কোন পুণ্যাত্মা অশ্বারূঢ়, নানালঙ্কারভূষিত ও উদ্দণ্ড ধবলচ্ছত্রে আবৃতমস্তক হইয়া গমন করেন। কেহ রথারূঢ়, কেহ গজারূঢ়, কেহবা যানারূঢ় হইয়া সুখে যমমন্দিরে গমন করিতে থাকেন। কোন কোন মানব দেবাঙ্গনার হস্তন্যস্ত চামরসমীরে বীজিত ও সুরর্ষিগণে স্তুত হইয়া গমন করেন। কোন কোন পুণ্যাত্মা দিব্যাম্বরধর ও স্রকচন্দনমণ্ডিত হইয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে যমপুরে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ চলদগৃহে বাস করিয়া নিজ দেহকান্তি দ্বারা দশ দিক্ দ্যোতিত করত শমনাগারে গমন করেন।৬৪—৭৭। কোন কোন সত্তম উত্তম পায়স ভোজন করিতে করিতে, কেহ কেহ সুধাপান করিতে করিতে, কেহ দুগ্ধ, কেহ ইক্ষুরস এবং কেহ কেহ বা মধুপান করিতে করিতে যমালয়ে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। কোন কোন পুণ্যাত্মা দধি, কেহ কেহ নানা ফল এবং কেহ কেহ বা তক্র পান করিতে করিতে যমালয়ে যান। তাদৃশ

চতুর্ব্বাহুঃ শ্যামবর্ণঃ প্রফুল্লকমলেক্ষণঃ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরো গরুড়বাহনঃ ॥৮২
স্বর্ণযজ্ঞোপবীতী চ স্মেরচারুতরাননঃ ।
কিরীটী কুণ্ডলী চৈব বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ৮৩
চিত্রগুপ্তো মহাপ্রাজ্ঞশ্চণ্ডাদ্যা যমকিঙ্করাঃ ।
সর্ব্বে নারায়ণাকারা বভূবুর্ম্মধুরোক্তয়ঃ ॥ ৮৪
ততঃ স্বয়ং ধর্ম্মরাজস্তান সর্ব্বান মনুজোত্তমান ।
পরমং প্রীতিমাসাদ্য পুত্রবৎ পূজয়েদ্দ্বিজ ॥ ৮৫
দিব্যৈশ্চ চতুর্ব্বিধৈরন্নৈস্তেষাং পুণ্যবতাং নৃণাম ।
ভোজনং কারয়িত্বা তু তানুবাচাথ ভাস্করিঃ ॥

যম উবাচ ।

যূয়ং সর্ব্বে মহাত্মানো নরকক্লেশভীরবঃ ।
নিজকর্ম্মপ্রভাবেন গম্যতাং পরমং পদম ॥ ৮৭
সংসারে জন্ম সম্প্রাপ্য পুণ্যং যঃ কুরুতে নরঃ ।
স মে পিতা স মে বন্ধুঃ স মে ভ্রাতা স মে সুহৃৎ
ইত্যুক্তা ধর্ম্মরাজেন তে সর্ব্বে দ্বিজসত্তম ।
দিব্যং রথং সমারুহ্য নারায়ণপুরং গতাঃ ॥ ৮৯

—

ধর্ম্মিষ্ঠ নরদিগকে আসিতে দেখিয়া যমরাজ স্বয়ং নারায়ণরূপে বিরাজ করেন। তিনি চতুর্ব্বাহু, প্রফুল্লপদ্মনেত্র, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর, গরুড়বাহন, স্বর্ণযজ্ঞোপবীতী, স্মেরচারুবক্ত্র, কিরীটী ও কুণ্ডলী হইয়া বনমালায় বিভূষিত হইতে থাকেন। মহাত্মা চিত্রগুপ্ত ও চণ্ডাদি যমকিঙ্করগণ সকলেই নারায়ণাকারে বিরাজ করিতে থাকেন। তখন মধুর জয়শব্দ উত্থিত হয়। অনন্তর স্বয়ং ধর্ম্মরাজ সেই সকল মনুজশ্রেষ্ঠকে নানা সুশোভন দ্রব্য দ্বারা মিত্রবৎ পূজা করেন। যমরাজ দিব্য চতুর্ব্বিধ অন্নে সেই সকল পুণ্যাত্মার ভোজন করাইয়া বলিতে থাকেন,— আপনারা সকলেই নরকক্লেশভীরু মহাত্মা। নিজ পুণ্যপ্রভাবে আপনারা শ্রীহরিগৃহে গমন করুন। যে নর সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া পুণ্যানুষ্ঠান করে, সে আমার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, সুহৃৎ। হে দ্বিজবর! ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে সেই সকল পুণ্যাত্মা দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক নারায়ণপুরে গমন

পুণ্যাত্মনাং গতিঃ প্রোক্তা সমাসেনেয়মুত্তমা ।
পাপাত্মনাং শৃণু গতিং বিস্তরেণ বদাম্যহম্ ॥
ষড়শীতিসহস্রাণি যোজনানি দুরাত্মনাম্ ।
প্রেতমার্গস্য বিস্তারঃ সর্ব্বদুঃখান্বিতস্য চ ॥
ক্বচিৎ ক্বচিজ্জ্বলদ্বহ্নিঃ সন্তপ্তঃ কর্দ্দমঃ ক্বচিৎ ।
ক্বচিৎ ক্বচিদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ সন্তপ্তং তাম্রবালুকম্ ॥
ক্বচিৎ ক্বচিত্তীক্ষ্ণশিলাঃ ক্বচিত্তপ্তশিলাস্তথা ।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ শস্ত্রবৃষ্টিঃ ক্বচিদঙ্গারবর্ষণম্ ॥ ৯৩
কুত্রচিৎ বহ্নিবৃষ্টিশ্চ কুত্রচিৎ পঙ্কবর্ষণম্ ।
উষ্ণাম্বুবর্ষণং ক্বাপি ক্বচিৎ পাষাণবর্ষণম্ ॥ ৯৪
জলদগ্নিরিব ক্বাপি সন্তপ্তো বাতি মারুতঃ ।
গম্ভীরা অন্ধকূপা চ তৃণাবৃতমুখা দ্বিজ ॥ ৯৫
ক্বচিৎ কণ্টকবৃষ্টিশ্চ নারাচসমকণ্টকাঃ ।
পাষাণশ্রেণয়ঃ ক্বাপি দুঃখারোহাঃ সপন্নগাঃ ॥৯৬
ক্বচিদ্গাঢান্ধকারাশ্চ ক্বচিচ্ছোণিতকন্দরাঃ ।
ক্বচিদ্বীরণবৃক্ষাশ্চ ক্বচিৎ কাশাঃ ক্বচিচ্ছরাঃ ॥ ৯৭
ক্বচিৎ ক্বচিচ্ছর্করাশ্চ লোষ্টকাশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ।
ক্বচিদস্থীনি বাশয়শ্চ দুর্গন্ধমাংসবাশয়ঃ ॥ ৯৮
ক্বচিন্মত্তাশ্চ মহিষা ক্বচিদব্যাঘ্রাঃ ক্বচিচ্ছিবাঃ ।

— — — — —

করেন। আমি পুণ্যাত্মগণের উত্তম গতি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পাপাত্মাদিগের গতি বিস্তৃতরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৭৮-৯০। দুরাত্মগণের সর্ব্বদুঃখময় প্রেতমার্গের বিস্তার ষড়শীতিসহস্র যোজন। উহার কোথাও কোথাও প্রজ্বলিত বহ্নি, কোথাও সন্তপ্ত কর্দ্দম, কোথাও সন্তপ্ত তাম্রবালুকা, কোথাও তীক্ষ্ণ শিলা, কোথাও তপ্তশিলা, কোথাও শস্ত্রবর্ষণ, কোথাও অঙ্গারবর্ষণ, কোথাও উষ্ণজলবর্ষণ, কোথাও পাষাণবর্ষণ, কোথাও জলদগ্নিবৎ সন্তপ্ত সমীর প্রবহমাণ, কোথাও তৃণাচ্ছন্নমুখ গভীর অন্ধকূপ, কোথাও নারাচতুল্য তীক্ষ্ণ কণ্টকবর্ষণ, কোথাও দুরারোহ পাষাণ শ্রেণী, কোথাও গাঢান্ধকার, কোথাও শোণিতকন্দর, কোথাও কাশ, কোথাও শর, কোথাও শর্করা, কোথাও লোষ্টরাজি, কোথাও অস্থিরাশি, কোথাও দুর্গন্ধ মাংসরাশি, কোথাও মত্তমহিষ, কোথাও

ক্বচিৎ কণ্টকরাশিশ্চ শৈবালানি ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥
কীলকাবলয়ঃ ক্বাপি ক্বচিৎ ব্যাঘ্রাঃ ক্বচিচ্ছিবাঃ
খড়্গিনঃ করিণঃ ক্বাপি ঋক্ষাঃ ক্বাপি
ভয়ঙ্করাঃ॥১০০
এবং বহুবিধক্লেশে চ্ছায়াজলবিবর্জ্জিতে।
তস্মিন্মার্গে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পাপিনো যান্তি দুঃখিনঃ
নগ্না বিমুক্তকেশাশ্চ প্রেতাকারা ভয়ঙ্করাঃ।
গচ্ছন্তি পাপিনস্তত্র শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ॥১০২
রুধিরৌঘপ্লুতাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্দ্দমভূষিতাঃ।
কেচিৎ কেচিৎ কৃশাঙ্গাশ্চ পথি গচ্ছন্তি পাপিনঃ
ক্রন্দন্তো ব্যথয়া কেচিৎ স্রবদ্বাষ্পাকুলেক্ষণাঃ।
শোচন্তঃ স্বানি কর্ম্মাণি কেচিদ্গচ্ছন্তি পাপিনঃ॥
কস্যচিচ্চর্ম্মপাশেন বন্ধনং পাপিনো গলে।
কঙ্কালে কস্যচিদ্বন্ধং কস্যচিচ্চ ভুজদ্বয়ে॥১০৫
কস্যচিন্নাসিকারন্ধ্রে নির্দ্দয়ৈর্যমকিঙ্করৈঃ।
অঙ্কুশাগ্রং বিনিক্ষিপ্য ক্রোধেনাকৃষ্যতে দ্বিজ
ঘ্রাণে সূচীসমুৎকীর্ণে পাশং দত্ত্বা দৃঢ়ং রুষা।
আকৃষ্যতে যমপ্রেষ্যৈঃ কেষাঞ্চিৎ সঙ্কিতৈনসাম্
শিরঃস্থান গুরুপাষাণান বহন্তঃ কর্ণরন্ধ্রকৈঃ।
অয়োভারাশ্চ লিঙ্গাগ্রৈর্ব্রজন্তি পথি পাপিনঃ॥
কাংশ্চিৎ গৃহীত্বা কেশেষু কাংশ্চিৎ কর্ণেষু
পাপিনঃ।
কাংশ্চিৎ ভুজেষু পাদেষু নয়ন্তি যমকিঙ্করাঃ॥
গ্রীবাসু পাপিনঃ কাংশ্চিৎ করপ্রহরণৈর্দৃঢৈঃ।
ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা যমপ্রেষ্যা নয়ন্তি যমমন্দিরম॥
যান্ত্যধঃশিরসঃ কেচিদূর্দ্ধপাদাস্তথাপরে।
গচ্ছন্তি পাযুভিঃ কেচিৎ একপাদাশ্চ কেচন॥
ইত্যেবং বিকৃতাকারা আর্ত্তরাববিরাবিণঃ।
যমদূতৈস্তাড্যমানাঃ পাপিনো যান্তি দুঃখিতাঃ॥
তেষাগতেষু সর্ব্বেষু পাপাত্মসু রুষা যমঃ।
দিব্যমূর্ত্তিং পরিত্যজ্য বভূবাত্যন্তভৈরবঃ॥১১৩
ত্রিংশদযোজনদীর্ঘাঙ্গো বাপীসদৃশলোচনঃ।
ধূম্রবর্ণো মহাতেজাঃ প্রলয়াম্ভোদধ্বনিঃ॥
তৃণাধিরাজলোমা চ জ্বলদগ্নিশিখাগ্রবৎ।
নাসারন্ধ্রস্ফুরৎশ্বাসম্বনৈর্জ্জিতমহানিলঃ॥১১৫

ব্যাঘ্র, কোথাও শৃগাল, কোথাও কণ্টকরাশি, কোথাও শৈবালদল, কোথাও কীলকরাজি, কোথাও খড়্গী, কোথাও হস্তী এবং কোথাও ভয়ঙ্কর বৃষ বিদ্যমান। হে দ্বিজবর! এই-রূপ বহুবিধ ক্লেশময় ছায়াজলবিবর্জ্জিত পথে দুঃখিত পাপিগণ প্রয়াণ করিয়া থাকে। তাহারা নগ্ন, বিমুক্তকেশ, ভয়ঙ্কর, প্রেতাকার, ও শুষ্ক-কণ্ঠৌষ্ঠতালু হইয়া রুধিরধারাপ্লুত ও তপ্ত-কর্দ্দম-ভূষিতদেহে গমন করে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন পাপী কৃশদেহ হইয়া পথ অতিক্রম করে। কোন কোন পাপী সাশ্রু-নেত্রে স্বীয় কৃতকর্ম্মের অনুশোচনা করিতে করিতে গমন করিতেছে। কোন পাপীর গলদেশে, কোন পাপীর কটিতটে এবং কোন পাপীর ভুজদ্বয়ে চর্ম্মের বন্ধন। নির্দ্দয় যমকিঙ্করেরা কাহারও নাসিকারন্ধ্রে অঙ্কুশাগ্র নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধে আকর্ষণ করে। কাহারও সূচিবিদ্ধ নাসিকায় রজ্জু পুরিয়া দিয়া দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিতে থাকে। পাপিগণ যমালয়ের পথে শিরস্থ গুরু পাষাণ কর্ণরন্ধ্রে বহন করে এবং লিঙ্গাগ্র দ্বারা লৌহভার বহন করিতে থাকে। যমকিঙ্করেরা কাহার কেশ, কাহার কর্ণ, কাহার হস্ত এবং কাহার পদ ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়। কোন কোন পাপীর গ্রীবা দৃঢ় কর-মুষ্টি দ্বারা গ্রহণ করিয়া বার বার ক্ষেপণপূর্ব্বক যমমন্দিরে লইয়া যায়। কোন কোন পাপী অধোমস্তকে, কেহ কেহ ঊর্দ্ধপাদে, এবং কেহ কেহ একপাদে গমন করে।৯১-১১১। এইরূপে বিকৃতাকার আর্ত্তরব-কারী পাপিগণ যমদূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অতিদুঃখে গমন করে। সেই সকল পাপাত্মা উপস্থিত হইলে যম অতিক্রোধে স্বীয় দিব্য মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত ভীষণাকার ধারণ করেন। তাঁহার দেহ ত্রিংশৎ যোজন দীর্ঘ। লোচন বাপীসদৃশ হয়। তিনি ধূম্রবর্ণ মহাতেজা, প্রলয়মেঘধ্বনি, তালবৃক্ষ সম লোমরাজিশালী, জ্বলদগ্নিশিখাউদ্গিরণকারী, নানা রন্ধ্রস্ফুরিত শ্বাসবায়ুতে

সুদীর্ঘদশনশ্রেণিঃ সূর্পোপমনখাবলিঃ।
প্রচণ্ডো মহিষারূঢ়ঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ॥ ১১৬
দণ্ডহস্তশ্চর্ম্মবাসা ভ্রূকুটীকুটিলাননঃ।
চিত্রগুপ্তো মহাকায়ঃ ক্রোধারুণিতলোচনঃ।
অট্টহাসং কুর্ব্বাণঃ সমবর্ত্তীব রাজতে॥ ১১৭
চণ্ডাদ্যাঃ কিঙ্করাঃ সর্ব্বে পাশমুদ্গরপাণয়ঃ।
বভূবুর্ভৈরবাঃ ক্রুদ্ধা গর্জ্জন্তো জলদা ইব॥১১৮
জহি জহাশু পাপিষ্ঠান্ ভিন্ধি বন্ধয় বন্ধয়।
সমন্তাদিতি জল্পন্তো ধাবন্তি যমকিঙ্করাঃ॥১১৯
তানাহূয় ততঃ সর্ব্বান পাপিনো ধর্ম্মরাড্ বিভুঃ।
তর্জ্জয়ামাস দণ্ডেন তাৰ্জ্জন হুঙ্কারনিস্বনম॥১২০

যম উবাচ।

রে রে পাপা দুরাচারা যুষ্মাভির্ব্বিবেকিভিঃ।
অহো কৃতানি পাপানি স্বাত্মপীডাকরাণি চ॥
মস্তকোপরি তিষ্ঠন্তং পাপিনাং দুঃখদায়কম্।
জ্ঞাত্বাপি মাং জীবিতেশং যুষ্মাভিঃ পাতকং কৃতম্
পুণ্যাত্মনামহং বন্ধুরহং পাপাত্মনাং রিপুঃ।
ইতি কুত্রাপি যুষ্মাভির্ন শ্রুতং শ্রবণৈঃ স্বকৈঃ॥
নিরয়া দুঃসহাঃ সন্তি নানাদুঃখসমাবৃতাঃ।
পাপিনো ভুঞ্জতে তাংশ্চ যুষ্মাভির্নেতি কিং শ্রুতম্
মত্বা মিথ্যৈব যুষ্মাভিশ্চর্চ্চা মম দুরাশয়াঃ।
অদ্য নৈব স্বকৈর্নেত্রৈর্দৃশ্যতাং কৃতপাতকাঃ॥
বিদ্যাধনবয়োমত্তা যূয়ং সর্ব্বে সদৈব হি॥ ১২৪
চক্রুঃ পাপজালানি বিবেকপরিবর্জ্জিতাঃ।
প্রভাবৈস্তস্য পাপস্য গতা যূয়মিমাং গতিম্॥১২৪
যুগে যুগে তিষ্ঠতাত্র নরকাব্ধৌ সুদুস্তরে।
মুদা কৃতানি পাপানি যুষ্মাভিঃ সততং যথা।
তথা পাপফলং দুষ্টা ভুঞ্জতাং ক্রন্দনেন কিম্॥

সুপ্রজ্ঞোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভাস্করির্দ্দেবশ্চিত্রগুপ্তমুবাচ হ।
এতেষাং পাপকর্ম্মাণি মহাভাগ বিচারয়॥১২৭
ধর্ম্মরাজবচঃ শ্রুত্বা চিত্রগুপ্তো মহাযশাঃ।
তেষাং যাবন্তি পাপানি তাবন্তি প্রাহ চাদিতঃ॥
ততস্তে পাপিনঃ সর্ব্বে ক্রন্দন্তো দ্বিজসত্তম।
ইত্যূচুঃ শমনং ভীতাশ্চর্ম্মপাশৈর্নিযন্ত্রিতাঃ॥

মহামারুতজয়ী, দীর্ঘদশনশালী, সূর্পসদৃশ নখরধারী, প্রচণ্ড মহিষারূঢ়, দষ্টদশনচ্ছদ, দণ্ডহস্ত, চর্ম্মবাসা, ও ভ্রূকুটীকুটিলানন হন। মহাকার চিত্রগুপ্ত ক্রোধারুণিত নেত্রে অট্টহাস্য করিয়া বিরাজ করেন। চণ্ডাদি যমকিঙ্করগণ পাশ-মুদ্গর হস্তে ক্রোধে জলধরবৎ গর্জ্জন করিয়া, ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করে। 'ছাড়িয়া দাও ছাড়িয়া দাও, পাপিষ্ঠদিগকে ভেদ কর, বন্ধন কর, বধ কর', চারি দিক্ হইতে যমকিঙ্করেরা এইরূপ বলিয়া ধাবিত হয়। অনন্তর ধর্ম্মরাজ সেই সকল পাপীকে আহ্বান করিয়া হুঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে দণ্ড দ্বারা তর্জ্জন করেন। এবং বলিতে থাকেন,—রে, রে, পাপিষ্ঠ দুরাচারেরা! তোরা অবিবেক বশে আত্মপীডাকর বহু পাপ করিয়াছিস্। পাপীদিগের দুঃখদায়ক জীবাধিপ আমি মস্তকোপরি থাকিয়া গর্জ্জন করিতে থাকি। আমাকে জানিতে পারিয়াও তোরা পাপানুষ্ঠান করিয়াছিস। আমি পুণ্যাত্মগণের বন্ধু, এবং পাপিগণের রিপু, এ কথা কি তোরা কুত্রাপি শ্রবণ করিস নাই? নানাদুঃখাকুল শত শত নরক আছে। পাপীরা সেই সকল নরক ভোগ করে। তোরা কি একথা শ্রবণ করিস্ নাই। তোরা বিদ্যা, ধন, ও বয়স দ্বারা মত্ত ও বিবেকবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বদা পাপানুষ্ঠান করিয়াছিস্, সেই পাপের প্রভাবে তোরা এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছিস্। তোরা এই সুদুস্তর নরকসাগরে যুগে যুগে অবস্থান করিতে থাক। সর্ব্বদা তোরা হর্ষভরে পাপাচরণ করিয়াছিস্, এক্ষণে ক্রন্দন করিয়া সেই পাপফল ভোগ করিতে থাক।১১২-১২৬। সুপ্রজ্ঞা কহিলেন,—যমরাজ এই বলিয়া চিত্রগুপ্তকে বলেন,—হে চিত্রগুপ্ত! তুমি ইহাদের পাপকর্ম্ম সকল বিচার কর। ধর্ম্মরাজের বাক্য শুনিয়া সদাশয় চিত্রগুপ্ত পাপীদিগের সমস্ত পাপ আমূল ব্যক্ত করেন। অনন্তর সেই কর্ম্মপাশনিয়ন্ত্রিত পাপিগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে যমরাজকে বলিতে থাকে,—হে সূর্য্যনন্দন!

পাপিন উচুঃ।
অস্মাভির্যত্র পাপানি কৃতানি ভাস্করাত্মজ।
কে স্থিতাঃ সাক্ষিণস্তত্র কৈর্বা যূয়ং নিবেদিতাঃ
অশুভং বা শুভং বাপি যদস্মাভিঃ কৃতং পুরা।
তদ্যেন দৃষ্টং তেনাত্র পুরোঽস্মাকং নিগদ্যতাম
ততঃ প্রহস্য ভগবান্ কোপেন মহতা দ্বিজ।
আহূয় সাক্ষিণঃ সর্ব্বানিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৩২
যম উবাচ।
যূয়ং সর্ব্বে যথাবৃত্তং জানীধ্বে সাক্ষিণস্তথা।
ব্রূত পাপাত্মনামেষাং নরকক্লেশভাগিনাম॥
ততঃ সূর্য্যঃ শশাঙ্কশ্চ পবনঃ পাবকস্তথা।
আকাশং পৃথিবী চৈব জলঞ্চ তিথয়স্তথা॥ ১৩৪
দিনং রাত্রিরুভে সন্ধ্যে ধর্ম্মশ্চৈতে তু সাক্ষিণঃ
তেষাং পাপাত্মনামূচুঃ সর্ব্বং কর্ম্মশুভাশুভম॥
যস্য যস্য চ বেলায়াং কর্ম্ম যদযদকারি তৈঃ।
স স সাক্ষী তস্য তস্য জগাদ যমসন্নিধৌ॥ ১৩৭
তচ্ছ্রুত্বা পাপিনঃ সর্ব্বে সাধ্বসাক্রষ্টমানসাঃ।
সকম্পহৃদয়াস্তস্থুর্মৌনং কৃত্বা মৃতা ইব॥ ১৩৮

ততস্তু দন্তাবলিভিঃ কুর্ব্বন কড়কড়ধ্বনিম্।
ধর্ম্মরাট্ কালদণ্ডেন তান জঘান পৃথক্ পৃথক্॥
তাড়িতা ধর্ম্মরাজেন তে সর্ব্বে কৃতপাতকাঃ।
ক্রন্দন্তি নিজকর্ম্মাণি শোচন্তঃ প্রাপ্তসাধ্বসাঃ॥
ততস্তান পাপিনঃ সর্ব্বান্ দন্তাশ্চণ্ডাদয়ো রুষা।
নরকেষু যমাদেশাদ্রৌরবাদিষু চিক্ষিপুঃ॥ ১৪০
তপনে চিক্ষিপুঃ কাংশ্চিদবীচৌ কৃতপাতকান্।
সঙ্ঘাতে কালসূত্রে চ মহারৌরবকে তথা॥
সন্তপ্তে বালকাকুণ্ডে কুম্ভীপাকে তথাপরান।
নিরুচ্ছ্বাসে মহাঘোরে চিক্ষিপুশ্চ প্রমর্দ্দনে॥১৪২
অসিপত্রবনে ঘোরে লালাভক্ষ্যেচ পাপিনঃ।
বৈতরণ্যাং তপ্তকূপে চিক্ষিপুর্যমকিঙ্করাঃ॥১৪৩
ঘোরে বিষ্ঠাহ্রদে কাংশ্চিৎ তুষাঙ্গারাস্থিকণ্টকৈঃ
পূর্ণে নিতান্তসন্তপ্তে চিক্ষিপুর্যমকিঙ্করাঃ॥ ১৪৪
পুরীষলেপনে চৈব পুরীষভোজনে তথা।
স্বমাংসভোজনে কেচিৎ স্থাপিতা যমকিঙ্করৈঃ॥
শ্লেষ্মানং ভুঞ্জতে কেচিৎ কেচিদ্বীর্য্যঞ্চ ভুঞ্জতে।
পিবন্তি কেচিন্মূত্রাণি কেচিদ্রক্তানি পাপিনঃ॥

আমরা যথায় পাপাচরণ করিয়াছি, সেখানে কে সাক্ষী ছিল? কেইবা আপনাদিগকে নিবেদন করিল। আমরা শুভ বা অশুভ যে কর্ম্মই করিয়া থাকি, যে তাহা দেখিয়াছে, তাহার নাম আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। হে দ্বিজ! অনন্তর ভগবান যম মহাকোপে হাস্যপূর্ব্বক সাক্ষীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে থাকেন—তোমরা সাক্ষিগণ! এই নরকক্লেশভাগী পাপাত্মাদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু জান, প্রকাশ করিয়া বল। অনন্তর সূর্য্য, চন্দ্র, পবন, পাবক, আকাশ, পৃথ্বী, জল, তিথি, দিন, রাত্রি,উভয় সন্ধ্যা এবং ধর্ম্ম এই সকল সাক্ষী সেই পাপীদিগের কৃত অশুভ কর্ম্মেরই সাক্ষ্য প্রদান করেন। যাঁহার যাঁহার অধিকৃত বেলায় তাহারা যে যে কর্ম্ম করে, সেই সেই সাক্ষী যমের অগ্রে তাহার তাহার নিকট গমন করেন। তখন পাপীরা সাক্ষীদিগের মুখে তাহাদের পাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বনে মৃতপ্রায় অবস্থান করিতে থাকে। অনন্তর যমরাজ দশনরাজি দ্বারা কড়কড় ধ্বনি করিয়া পাপীদিগের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে কালদণ্ড দ্বারা তাড়িত করেন। ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সেই সকল পাপী নিজ কৃত কর্ম্মের অনুশোচনা করিতে করিতে সভয়ে কাঁদিতে থাকে। তখন যমের আদেশে চণ্ডাদি যমকিঙ্করগণ সেই সকল পাপীকে রৌরবাদি ভীষণ নরকে নিক্ষেপ করে। তাহারা সাংঘাত, কালসূত্র, মহারৌরব, সন্তপ্তবালুকা-কুণ্ড কুম্ভীপাক, মহাঘোর নিরাশ্বাস, নানা-দুঃখপূর্ণ ঘোর অসিপত্রবন, বৈতরণীতট-কূপে, ঘোর বিষ্ঠাহ্রদে এবং তুষ, অঙ্গার, অস্থি ও কণ্টক পরিপূর্ণ নরকে পাপী-দিগকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। কঠোর-হৃদয় যম দূতেরা কতকগুলি পাপীকে পুরীষ লেপন পুরীষ ভোজন ও স্বমাংস ভক্ষণ নামক নরকে স্থাপন করিতে থাকে। পাপী-দিগের মধ্যে কেহ কেহ শ্লেষ্মা, কেহ কেহ,

কেষাঞ্চিদ্বদনেষেব জলোকাঃ পন্নগোপমাঃ ।
পূর্য্যন্তে পন্নগাশ্চৈব যমদূতৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ॥ ১৪৭
দারুণৈর্দ্দংশকৈর্দ্দন্তাঃ কেষাঞ্চিৎ যমকিঙ্করৈঃ
উৎপাট্যন্তেঽতিসন্তাপৈর্জিহ্বাশ্চ পাপিণাং রুষা
কেষাঞ্চিৎ কর্ণরন্ধ্রেষু মুখেষু চ কৃতৈনসাম্‌ ।
তপ্ততৈলানি পূর্য্যন্তে নির্দ্দয়ৈর্যমকিঙ্করৈঃ ॥১৪৯
কেষাঞ্চিৎ খড়্গধারাভির্বাহূংশ্চ চরণাংস্তথা ।
কর্ণাংশ্চ নাসিকাশ্চৈব ছিন্দন্তি দুরিতাত্মনাম্‌ ॥
ব্রাহ্মণীহরণং যে চ কুর্ব্বতে তেঽতি পাপিনঃ ।
শয়নং কুর্ব্বতে তে বৈ জ্বলদঙ্গারসঞ্চয়ে ॥১৫১
পরপত্নীং গৃহীত্বা যেঽসৎকর্ম্মাণ্যপি কুর্ব্বতে ।
বিফলান্যেব সর্ব্বাণি তানিস্যুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৫২
তে ভবঙ্গং মহীদেব বহ্নিকুণ্ডে বসন্তি বৈ ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্ময়োদিতম
কেচিন্নারাচতুল্যেষু শয়নং কণ্টকেষু চ ।
কর্দ্দমেষু চ তপ্তেষু কাংশ্চিৎ শমনকিঙ্করাঃ ।
পাতয়ন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠ কেশেষাকৃষ্য পাপিনঃ ॥

নয়নেষু চ কেষাঞ্চিৎ নখসন্ধিষু পাপিনাম্‌ ।
তপ্তসূচীসহস্রাণি প্রক্ষিপন্তি মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৫৫
সন্তপ্তলোহশূলাগ্রে কাংশ্চিদারোপয়ন্তি বৈ ।
ভিন্দন্তি ক্রকচৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কেষাঞ্চিন্মস্তকানি চ ॥
গৃহীত্বা হস্তপাদেষু শাল্মলিদ্রুমকণ্টকৈঃ ।
নিঘর্ষন্তি রুষা কাংশ্চিদার্ত্তরাববিরাবিণঃ ॥১৫৭
বদ্ধা গলেষু পাষাণং কাংশ্চিৎ শমনকিঙ্করাঃ ।
রক্তগর্ত্তে পূযগর্ত্তে পাতয়ন্তি পুনঃপুনঃ ॥ ১৫৮
শিরাংসি পাপিনাং নৃণাং নিধায় প্রস্তরোপরি ।
চূর্ণয়ন্ত্যুপলৈর্যাম্যা মুহুর্মুহুরতিক্রুধা । ১৫৯
বক্ষোমধ্যেষু কেষাঞ্চিৎ লোহকীলকসঞ্চয়ান ।
আরোপয়ন্তি লোকানা ক্রন্দতাং দুরিতাত্মনাম্‌
চক্ষূংষি বড়িশৈস্তীক্ষ্ণৈরুৎপাট্যন্তে কৃতৈনসাম্‌ ।
কেষাঞ্চিন্নাসিকাস্বেব পূর্য্যন্তে বৃশ্চিকা দ্বিজ ॥
কেষাঞ্চিৎ বৃক্ষশাখায়াং বদ্ধা পাদাংশ্চ পাপিনাম্‌
জ্বালয়ন্তি তলে বহ্নিং সধূমং যমকিঙ্করাঃ ॥ ১৬২
ধূমপানং প্রকুর্ব্বন্তস্তে তত্র কৃতকিল্বিষাঃ ।

বীর্য্য, কেহ মূত্র এবং কেহ কেহ রক্ত ভোজন করে। কতকগুলি পাপীর বদনে ভীষণ যমদূতেরা সর্প-সদৃশ জলোকা এবং প্রকৃত সর্প পূরিয়া দেয়। দারুণ যমকিঙ্করগণ কতকগুলি পাপীর দন্ত এবং কাহারও কাহারও জিহ্বা উৎপাটন করিয়া দেয়। নির্দ্দয় যমদূতেরা কোন কোন পাপীর কর্ণরন্ধ্রে এব মুখে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দেয়, কতকগুলি পাপীর বাহু পদ কর্ণ ও নাসিকা যমদূতেরা খড়্গাঘাতে ছেদন করে। যে সকল পাপী ব্রাহ্মণীহরণ করে, তাহাদিগকে জ্বলদঙ্গারমধ্যে শয়ন করিতে হয়। পরপত্নী গ্রহণ করিয়া যাহারা অজস্র সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানও করে, তাহাদের সে সকল কর্ম্মই বিফল হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে মহীদেব! তাহারা নিশ্চয়ই বহ্নি-কুণ্ড নরকে বাস করে। ইহা আমি ত্রিসত্য করিয়াই বলিতেছি। যমাদেশে যমকিঙ্করেরা কোন কোন পাপীকে শরতুল্য কণ্টকে, এবং কোন কোন পাপীকে কেশাকর্ষণ করিয়া সন্তপ্ত কর্দ্দমে নিক্ষেপ করে। কতকগুলি পাপীর নয়নে এবং নখসন্ধিতে সহস্র সহস্র তপ্তসূচী বার বার নিক্ষেপ করিতে থাকে। যমদূতেরা কতকগুলি পাপীকে সন্তপ্ত লৌহশলাগ্রে আরোপণ করে। কতকগুলির মস্তকে তীক্ষ্ণঅসি দ্বারা আঘাত করিতে থাকে. আর্ত্তরবকারী কতকগুলিপাপীকে হস্তপদে গ্রহণ করিয়া ক্রোধে যমদূতেরা শাল্মলিদ্রুমকণ্টকে ঘর্ষণ করে। কতকগুলি পাপীর গলদেশে পাষাণবন্ধন করিয়া পুনঃপুনঃ তাহাদিগকে রক্তগর্ত্তে ও পূযগর্ত্তে পাতিত করে।১২৭—১৫৮। কতকগুলি পাপীর মস্তক প্রস্তরোপরি রাখিয়া ক্রোধে যমদূতেরা মুহুর্ম্মুহু উপল দ্বারা চূর্ণ করে। কতকগুলির বক্ষোমধ্যে লৌহকীলক সকল আরোপণ করে। এই অবস্থায় পাপীরা ক্রন্দন করিতে থাকে। কতকগুলি পাপীর চক্ষু তীক্ষ্ণ বড়িশদ্বারা উৎপাটিত, কতকগুলির নাসিকা বৃশ্চিকাদি দ্বারা পরিপূরিত, এবং কতকগুলির চরণ বৃক্ষশাখায় বন্ধন করিয়া নিম্নে যমদূতেরা সধূম

অধোমুখা উর্দ্ধপাদা স্তম্ভয়াচন্দ্রতারকম্ ॥১৬৩
মুষলৈর্মুদ্গরৈঃ কেচিত্তাড্যমানাঃ পুনঃপুনঃ।
যাম্যৈর্দূতৈরুদ্গিরন্তি শোণিতানি ব্যথাকুলাঃ
অন্ধকারময়ে গেহে পূতিগন্ধবতি দ্বিজ।
দংশৈশ্চ মশকৈঃ পূর্ণৈঃ কেচিৎ সীদন্তিপাপিনঃ
ভস্মানি ভুঞ্জতে কেচিৎ কৃমিং কেচিচ্চ ভুঞ্জতে।
কেচিদ্দুর্গন্ধমাংসানি কেচিচ্চ পূতিমৃত্তিকাম্ ॥ ১৬৬
অন্যে সকৃৎ প্রজাভিশ্চ বায়সীভিশ্চ বায়সৈঃ।
বজ্রকোটিভিরুৎখাতনেত্রাঃ সীদন্তি পাপিনঃ॥
শ্বভির্ব্যাঘ্রৈঃ শৃগালৈশ্চ বজ্রদন্তনখৈস্তথা।
ঋক্ষৈঃ কেচিদ্ভক্ষমাণাঃ ক্রন্দন্তি রুধিরপ্লুতাঃ॥
নিতান্তোগ্রবিষৈঃ সর্পৈর্ভক্ষ্যমাণাস্তথাপরে।
পিপীলিকৌঘৈরন্যৈশ্চ ভক্ষমাণা রুদন্তি চ ॥(১)
গর্জ্জদ্দন্তাবলব্রাতদন্তনির্ভিন্নবক্ষসঃ।
নিজগাত্রস্রবদ্রক্তৈঃ কেচিৎ সিঞ্চন্তি কাশ্যপীম্
যমদূতধনুর্মুক্তৈর্বাণৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ১৭০
শাতিতাখিলদেহাশ্চ লুঠন্ত্যন্যে মহীতলে ॥১৭১
তপ্তায়ঃপিণ্ডনিচয়ং তপ্তপাষাণমেব চ।
সন্দংশাগ্রেণ কেষাঞ্চিৎ যচ্ছন্তি বদনেষু চ॥
নাসারন্ধ্রেষু কেষাঞ্চিৎ যমদূতা মুখেষু চ।
শ্বাসানিলনিরোধার্থং বাসাংস্যাপূরয়ন্তি বৈ ॥১৭৩
কেষাঞ্চিত্তীক্ষ্ণধারাভির্জলশুক্তিভিরুদ্ধতৈঃ।
উৎপাটয়ন্তেহঙ্গচর্ম্মাণি যমদূতৈর্মহাবলৈঃ ॥১৭৪
কাংশ্চিৎ গৃহীত্বা কেশেষু নিপাত্য পৃথিবীতলে
কীলৈঃ পদাভিঘাতৈশ্চ তাড়য়ন্তি সদৈব হি ॥
কাংশ্চিচ্চিল্লাশ্চ কঙ্কাশ্চ গ্রসন্তি পর্ব্বতোপমাঃ।
উদ্গিরন্তি চ ভূয়োঽপি গ্রসন্তি চোদ্গিরন্তি চ॥
বিকৃতৈঃ কৌণপৈঃ কেচিৎ খড্গোপমনখৈর্দ্বিজ
বিদার্য্যন্তে ব্যাদিতাস্যস্ফুরৎপাবকভীষণৈঃ॥
কেচিৎ ক্ষারাম্বুভিঃ সিক্তাঃ সন্তপ্তাঃ কৃতপাতকাঃ
ক্ষারাম্বুপানং কুর্ব্বন্তি ক্রন্দন্তি বহুধা দ্বিজ ॥১৭৮

বহ্নি প্রজ্বালিত করে। পাপীরা সেই অবস্থায় ধূমপান করিতে থাকে। অধোমুখে উর্দ্ধপাদে আচন্দ্রতারক অবস্থান করে। কোন কোন পাপী যমদূতগণ কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ মুষল ও মুদ্গরদ্বারা তাড়িত হইয়া ব্যথিতচিত্তে শোণিত বমন করে। কোন কোন পাপী দংশমশকাকীর্ণ দুর্গন্ধময় অন্ধকারগৃহে থাকিয়া ক্লেশভোগ করে। কোন পাপী ভস্ম কেহ কৃমি কেহ দুর্গন্ধ মাংস, এবং কেহ কেহ কেবল পূতিগন্ধ ভোজন করে। অন্য অনেক পাপী বায়সী ও বজ্রকোটী বায়সগণ কর্ত্তৃক উৎখাতনেত্র হইয়া দুঃখ ভোগ করে। কোন কোন পাপী কুক্কুর, ব্যাঘ্র, শৃগাল ও ঋক্ষ কাকে ভক্ষিত হইয়া রুধিরাপ্লুতগাত্রে ক্রন্দন করিতে থাকে। অনেকে অতি উৎকট বিষধর সর্পগণ ও পিপীলিকা প্রভৃতি দ্বারা ভক্ষিত হইয়া রোদন করে। কেহ কেহ নিজ দেহক্ষরিত রক্ত দ্বারা ভূতল-সেক করিতে থাকে। যমদূতগণের ধনুর্মুক্ত আশীবিষোপম বাণদ্বারা ভিন্নগাত্র হইয়া অন্য অনেক পাপী মহীতলে লুঠিত হইতে থাকে। কতকগুলি পাপীর প্রতি যমদূতেরা সন্দংশ দ্বারা তপ্তলৌহপিণ্ড ও তপ্ত পাষাণ গোলক নিক্ষেপ করে। কোন কোন পাপীর শ্বাসবায়ু নিরোধের জন্য নাসারন্ধ্রে ও মুখে বস্ত্র পূরিয়া দেয়। মহাবল যমদূতেরা তীক্ষ্ণধার জলশুক্তি দ্বারা কোন কোন পাপীর চর্ম্ম উৎপাটন করে।১৫৯-১৭৪। কোন কোন পাপীকে কেশে গ্রহণ করিয়া ধরণীতলে পাতিত করত কিল, চপেটাঘাত, ও পাদাঘাত দ্বারা সর্ব্বদা তাড়িত করে। পর্ব্বতোপম চিল্ল ও কঙ্ক পক্ষীরা কতকগুলি পাপীকে গ্রাস করে এবং উদ্গিরণ করে। খড্গোপম নখরশালী ব্যাদিতানন, বিকৃত ভীষণ রাক্ষসগণ কোন কোন পাপীকে বিদারণ করে। কতকগুলি পাপী সন্তপ্ত ক্ষারজল দ্বারা সিক্ত হইয়া বহুধা ক্রন্দন করত ক্ষারাম্বুপান করে। কোন কোন

(১) অতঃপরময়মধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।
অন্যে মহিষশৃঙ্গাদ্যৈর্নির্ভিন্নবক্ষসো দ্বিজ।
পতন্তি মূর্চ্ছিতাঃ পৃথ্ব্যাং সিঞ্চন্তো রুধিরৈর্মহীম্

তিক্তপানং মহাঘোরং কেচিৎ কুর্ব্বন্তি পাপিনঃ
মুহীক্ষীরাণি কেচিচ্চ পিবন্তি পাপিনা নরাঃ ॥
কেষাঞ্চিৎ স্বপতাং ভূমৌ বক্ষঃসু যমকিঙ্করৈঃ।
দীয়ন্তে গুরুপাষাণাঃ সন্তপ্তাঃ পর্ব্বতোপমাঃ ॥
কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ং দত্ত্বা গ্রীবায়াঞ্চ গলে তথা।
তদগ্রযুগ্মং বধ্নন্তি কেষাঞ্চিৎ দৃঢ়পাশকৈঃ ॥১৮১
কেষাঞ্চিদ্বড়িশং দত্ত্বা নাসিকাসু কৃতৈনসাম্।
প্রক্ষিপন্ত্যগ্নিকুণ্ডেষু নিম্নেষু জলদগ্নিষু ॥ ১৮২
আরোপ্য বৃক্ষশাখায়াং কাংশ্চিদ্ভূমৌ ক্ষিপন্তি চ
উত্থাপয়ন্তি ভূয়োঽপি প্রক্ষিপন্তি ততঃ পুনঃ ॥
এবং তে পাপিনঃ সর্ব্বে ক্ষুধিতাস্তৃষিতাস্তথা।
ত্রাহি ত্রাহীতি জল্পন্তো বসন্তি যাতনাগৃহে ॥
যুগকল্পান্তপর্য্যন্তং ভুক্ত্বা নিরয়যাতনাম্।
পুনর্ভোক্তুং পাপশেষং জায়তে পাপযোনিষু ॥
পাপযোনৌ সমুৎপন্না ভবন্তি ব্যাধিপীড়িতাঃ।
হীনাঙ্গা অধিকাঙ্গাশ্চ দুঃখিনঃ পরসেবকাঃ ॥
অপুত্রা অতিমূর্খাশ্চ পরহিংসাপরায়ণাঃ।
অল্পায়ুষোঽল্পমতয়ঃ কুভার্য্যাপতয়স্তথা ॥ ১৮৭
নিত্যং কুর্ব্বন্তি পাপানি কর্ম্মণা মনসা গিরা।
পুনঃ পাপপ্রভাবেন নরকং যান্তি পূর্ব্ববৎ ॥১৮৮
তস্মাৎ পাপং ন কর্ত্তব্যং কদাচিদপি সত্তমৈঃ।
নরাণাং কৃতপাপানাং নরকান্নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥
সঙ্ক্ষেপাৎ পাপিনো দুঃখং নিরুক্তস্তে দ্বিজোত্তম।
সম্যগ্বক্তুং কঃ ক্ষমোঽস্তি বর্ষাযুতশতৈরপি ॥১৯০
দুর্গতীস্তাস্ততো দৃষ্ট্বা মনুজানাং কৃতৈনসাম্।
আবাং বিমানমারুহ্য নারায়ণগৃহং গতৌ ॥১৯১
কল্পকোটিসহস্রাণি ভুক্ত্বা ভোগং হরের্গৃহে।
জাতৌ স্বো রাজবংশেঽস্মিন বিশুদ্ধে দ্বিজসত্তমঃ
তত্র ভুক্ত্বাখিলান্ ভোগান সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতৌ
সুখমৃত্যুং সমাসাদ্য গন্তব্যং পরমং পদম্ ॥ ১৯৩
একাদশীব্রতসমং ব্রতং নাস্তি জগত্রয়ে।
অনিচ্ছয়াপি যৎকৃত্বা গতিরেবং বিধাবয়োঃ ॥
একাদশীব্রতং যে চ ভক্তিভাবেন কুর্ব্বতে।

পাপী অত্যন্ত তীব্র তিক্ত পান করে। কোন কোন পাপী মুহীক্ষীর পান করিতে থাকে, নিদ্রিতাবস্থায় কতকগুলি পাপীর বক্ষস্থলে যমকিঙ্করেরা সন্তপ্ত গুরুভার পাষাণ চাপাইয়া দেয়, কাহারও কাহারও গলদেশের নিম্নে এবং উপরে দুইখণ্ড কাষ্ঠ বাঁধিয়া তাহাদের অগ্রভাগদ্বারা দৃঢ় পেষণে চাপিতে থাকে। কোন কোন পাপীর নাসিকায় বড়িশ প্রদান করিয়া জলদগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। বৃক্ষশাখায় আরোপণ করিয়া কোন কোন পাপীকে ভূতলে ঠেলিয়া ফেলে। এবং আবার ভূতল হইতে উঠায় ও ফেলে। এইরূপে সেই ক্ষুধিত-তৃষিত পাপিগন ত্রাহি ত্রাহি রবে যাতনাগৃহে বাস করে। যুগকল্পান্ত পর্য্যন্ত তাহারা নরকযাতনা ভোগ করিয়া পুনরায় পাপশেষ ভোগ করিবার জন্য পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তাহারা পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যাধিপীড়িত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, দুঃখী, পরসেবক, অপুত্রক, অতিমূর্খ, পরহিংসাপরায়ণ, অল্পায়ু, অল্পমতি ও কুভার্য্যাপতি হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় তাহারা নিয়ত কর্ম্ম মন বাক্যে পাপাচরণ করিতে থাকে এবং পাপপ্রভাবে পুনরায় পূর্ব্ববৎ নরক প্রাপ্ত হয়। অতএব সাধু নরগণ কদাচ পাপাচরণ করিবেন না। কৃতপাপ নরগণের নরক হইতে কদাচ নিষ্কৃতি নাই। হে দ্বিজোত্তম। এই আমি সংক্ষেপে আপনার নিকট পাপীদিগের দুঃখবার্ত্তা ব্যক্ত করিলাম। ইহা অযুতশতবর্ষেও সম্যক্ বর্ণনে কে সমর্থ? আমরা পাপী মনুষ্যদিগের তাদৃশ দুর্গতি দর্শন করিয়া নারায়ন গৃহে গমন করিলাম। হে দ্বিজবর! কল্পকোটীসহস্র যাবৎ হরিগৃহে নানাভোগ উপভোগ করিয়া অবশেষে এই বিশুদ্ধ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এখানে আমরা সর্ব্বসম্পদে অন্বিত হইয়া অখিলভোগ উপভোগপূর্ব্বক অন্তে সুখমৃত্যু লাভ করত পরমপদে প্রযাণ করিব। একাদশীব্রতের সমান ব্রত ত্রিজগতে নাই। উহা অনিচ্ছাক্রমে অনুষ্ঠান করিয়াও আমাদের ঈদৃশ

ন জানে কিং ভবেত্তেষাং বাসুদেবানুকম্পয়া
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং স্পষ্টং ব্রাহ্মণসত্তম।
বিষ্ণোর্দিবসমাহাত্ম্যং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥
ব্যাস উবাচ।
তস্যা এতদ্বচঃ শ্রুত্বা স বিপ্রঃ পরমাদ্ভুতম্।
একাদশীব্রতে চিত্তং চকার সুদৃঢ়ং নিজম্॥
স রাজা রাজমহিষী চিরং ভুক্ত্বা বসুন্ধরাম্।
অন্তে বিষ্ণুপুরং গত্বা প্রাপ্তবন্তৌ পরং পদম্॥
ব্রতরাজস্য মাহাত্ম্যং যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
পাপজালৈর্বিমুক্তাস্তে লভন্তে হরিসন্নিধিম॥

ইতি শ্রীপাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে একাদশী-
মাহাত্ম্যে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
একাদশ্যাঃ ফলং শ্রুত্বা সুপ্রীতো জৈমিনিস্ততঃ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং প্রভুম॥ ১

জৈমিনিরুবাচ।
বিষ্ণোর্দিবসমাহাত্ম্যং ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতং ময়া।
তুলস্যা ব্রূহি মাহাত্ম্যং শৃণ্বতাং পাপনাশনম্॥ ২
ব্যাস উবাচ।
ইন্দ্রাদ্যৈর্দৈবতৈঃ সর্ব্বৈস্তুলসী ভগবত্যসৌ।
সংসেব্যা সর্ব্বদা বিপ্র চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা॥
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে তুলসী দুর্লভা মতা।
চতুর্ব্বর্গফলং প্রেপ্সুস্তস্যাং ভক্তিং করোতি বৈ॥
যত্রৈকস্তুলসীবৃক্ষস্তিষ্ঠতি দ্বিজসত্তম।
তত্রৈব ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥ ৫
কেশবঃ পত্রমধ্যে চ পত্রাগ্রে চ প্রজাপতিঃ।
পত্রবৃন্তে শিবস্তিষ্ঠেত্তুলস্যাঃ সর্ব্বদৈব হি॥ ৬
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী চৈব গায়ত্রী চণ্ডিকা তথা।
শচী চান্যা দেবপত্ন্যস্তৎপত্রেষু বসন্তি হি॥ ৭
ইন্দ্রোঽগ্নিঃ শমনশ্চৈব নৈর্ঋতো বরুণস্তথা।
পবনশ্চ কুবেরশ্চ তচ্ছাখায়াং বসন্ত্যমী॥ ৮
আদিত্যাদিগ্রহাঃ সর্ব্বে বিশ্বেদেবাশ্চ সর্ব্বদা।
বসবো মুনয়শ্চৈব তথা দেবর্ষয়োঽখিলাঃ॥ ৯

গতি হইয়াছে। যাঁহারা ভক্তিভাবে একাদশীব্রত করেন, জানি না, বাসুদেবের অনুকম্পায় তাঁহাদের যাদৃশ গতি হয়। হে ব্রাহ্মণবর। এই আমি সমস্ত হরিবাসরমাহাত্ম্য আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম, আপনি অন্য আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? ব্যাস বলিলেন, সেই বিপ্র সুপ্রজ্ঞার এই পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া একাদশীব্রতে দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করিলেন সেই রাজা এবং রাজমহিষী চিরকাল বসুন্ধরা ভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুপুরে গিয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। এই শ্রেষ্ঠ ব্রতের মাহাত্ম্য যাহারা শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহারা পাপজাল হইতে মুক্ত হইয়া হরিসান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকে। ১৭৫—১৯৯।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর জৈমিনি একাদশীর ফল শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বলিলেন,—আমি ভবৎপ্রসাদে হরিবাসরমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে শ্রোতৃজনের পাপঘ্ন তুলসীমাহাত্ম্য বলুন। ব্যাস বলিলেন,—চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ভগবতী তুলসী ইন্দ্রাদি দেবগণের সর্ব্বদাই সেবনীয়া। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে পাতালে, সর্ব্বত্র তুলসী দুর্লভা। চতুর্ব্বর্গফলকামী ব্যক্তি তৎপ্রতি ভক্তিমান্ হইয়া থাকেন। হে দ্বিজবর। যথায় একমাত্র তুলসীবৃক্ষ অবস্থিত, তথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবগণ বিদ্যমান। তুলসীর পত্রমধ্যে কেশব, পত্রাগ্রে প্রজাপতি, এবং পত্রবৃন্তে শিব সর্ব্বদা বিরাজমান। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গায়ত্রী, চণ্ডী, শচী, এবং অন্যান্য দেবপত্নীরা তুলসীপত্রে বাস করেন। ১—৭। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, পবন ও কুবের তাহার শাখায় বাস করেন, আদিত্যাদি গ্রহগণ, বিশ্বদেবগণ, বসুগণ,

বিদ্যাধরাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চাপ্সরসস্তথা।
তুলসীতলমাশ্রিত্য বসন্তি সততং মুদা॥ ১০
সর্ব্বদেবময়ী দেবী তুলসী বিষ্ণুবল্লভা।
যত্র তিষ্ঠতি তত্রৈব তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদেবতাঃ॥ ১১
গঙ্গা চ যমুনাচৈব নর্ম্মদা চ সরস্বতী।
গোদাবরী চন্দ্রভাগা তথান্যাঃ সরিতোঽখিলাঃ
কোটিব্রহ্মাণ্ডমধ্যেষু যানি তীর্থানি ভূতলে।
তুলসীতলমাশ্রিত্য তান্যেব নিবসন্তি বৈ॥ ১৩
তুলসীং সেবতে যস্তু ভক্তিভাবসমন্বিতঃ।
সেবিতাস্তেন তীর্থানি দেবা বিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥১৪
ছিন্দন্তি তৃণজালানি তুলসামূলজানি বৈ।
তদ্দেহস্থাং ব্রহ্মহত্যাং ছিনত্তি তৎক্ষণাদ্ধরিঃ॥
গ্রীষ্মকালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সুগন্ধৈঃ শীতলৈর্জলৈঃ।
তুলসীসেচনং কৃত্বা নরো নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥
চন্দ্রাতপং বা ছত্রং বা তস্মৈ যস্তু প্রযচ্ছতি।
বিশেষতো নিদাঘেষু স মুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ॥১৭
বৈশাখেঽক্ষয়ধারাভির্বারিভির্যস্তুলসীং জনঃ।
সেচয়েৎ সোঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ

প্রসৃতোদকমাত্রেণ তুলসীং যস্তু সেচয়েৎ।
সোঽপি স্বর্গমবাপ্নোতি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ॥১৯
কদাচিত্তুলসীং দুগ্ধৈঃ সেচয়েদ্‌যো নরোত্তমঃ।
তস্য বেশ্মনি বিপ্রর্ষে লক্ষ্মীস্তিষ্ঠতি নিশ্চলা॥২০
গোময়েস্তুলসীমূলে যঃ কুর্য্যাদুপলেপনম্।
সম্মার্জ্জনঞ্চ বিপ্রর্ষে তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ২১
রজাংসি তত্র যাবন্তি দূরীভূতানি জৈমিনে।
তাবৎ কল্পসহস্রাণি মোদতে বিষ্ণুনা সহ॥ ২২
প্রদীপং যস্তু সন্ধ্যায়াং স্থাপয়েত্তুলসীতলে।
স যাতি মন্দিরং বিষ্ণোঃ কুলকোটিসমন্বিতঃ॥
গোভ্যোঽজোষ্ট্রখরেভ্যশ্চ মহিষেভ্যশ্চ রক্ষতি
শিশুভ্যস্তুলসীং যস্তু তং রক্ষেৎ কেশবঃ সদা॥
তুলস্যারোপণং যস্তু ভক্তিতঃ কুরুতে নরঃ।
স মৃতে পরমং মোক্ষং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ
প্রভাতে তুলসীং পশ্যেৎ ভক্তিমান যো নরোত্তমঃ।
স বিষ্ণুদর্শনস্যৈব ফলং প্রাপ্নোতি চাক্ষয়ম্॥

মুনিগণ, দেবর্ষিগণ, বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ এবং অপ্সরোগণ তুলসীতল আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা সন্তোষে বাস করেন। বিষ্ণুবল্লভা সর্ব্বদেবময়ী তুলসীদেবী যথায় অবস্থিত, তথায় সর্ব্বদেব বিরাজমান। গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, সরস্বতী, গোদাবরী, চন্দ্রভাগা অন্যান্য সমস্ত এবং ব্রহ্মাণ্ডকোটিমধ্যস্থ যাবতীয় তীর্থ তুলসীতল আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে তুলসীর সেবা করে, বিষ্ণু শিবাদি দেব এবং যাবতীয় তীর্থ তৎকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকেন, যাহারা তুলসীমূলজাত তৃণজাল ছেদন করে, হরি তদ্দেহস্থিত ব্রহ্মহত্যাকে তৎক্ষণাৎ ছেদন করেন। হে দ্বিজবর! মানব গ্রীষ্মকালে সুগন্ধ শীতল জলে তুলসী সেচন করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি চন্দ্রাতপ বা ছত্র তাহাকে প্রদান করে, সে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! যে নর বৈশাখে অবিশ্রান্ত ধারাজলে তুলসী সেচন করে নিত্য তাহার অশ্বমেধফল লাভ হয়। মাত্র জলগণ্ডূষ দ্বারাও যে ব্যক্তি তুলসীসেক করে, সেও সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। যে নর কখন কখন দুগ্ধ দ্বারা তুলসীকে সেক করে, হে বিপ্রর্ষে! তাহার গৃহে লক্ষ্মী নিশ্চলা হইয়া থাকেন। যে জন তুলসীমূলে গোময় দ্বারা উপলেপন ও সম্মার্জ্জন করে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে জৈমিনে! যত পরিমাণ ধূলি তুলসীমূল হইতে দূরীভূত হয়, তাবৎ কল্পসহস্র ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মা সহ বিহার করিয়া থাকে। ৮—২৩ যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে তুলসীতলে প্রদীপ স্থাপন করে, কুলকোটি সমভিব্যাহারে সেই বিষ্ণুমন্দিরে উপনীত হয়। গো, অজ, উষ্ট্র, খরাদি ও শিশুগণ হইতে তুলসীকে যে রক্ষা করে, কেশব তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন। যে নর ভক্তিসহকারে তুলসী রোপণ করে, সে নিশ্চয়ই মরণান্তে পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে জন প্রভাতে তুলসী দর্শন করে, সে বিষ্ণু-

তুলসীং প্রণমেদ্‌যস্তু নরো ভক্তিসমন্বিতঃ।
আয়ুর্ব্বলং যশো বিত্তং সন্ততিস্তস্য বর্দ্ধতে॥ ২৭
তুলসীস্মরণেনৈব সর্ব্বপাপং বিনশ্যতি।
তুলসীস্পর্শনেনৈব নশ্যন্তি ব্যাধয়ো নৃণাম্॥
যোঽশ্নাতি তুলসীপত্রং সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
তচ্ছরীরান্তরস্থায়ী পাপং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং মালাং বহতি যো নরঃ।
তদ্গাত্রে পাতকং নাস্তি সত্যমেতন্ময়োচ্যতে॥
তুলসীপত্রগলিতং যস্তোয়ং শিরসা বহেৎ।
স গঙ্গাস্নানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
দূর্ব্বাভিঃকুসুমৈঃ পুষ্পৈর্নৈবেদ্যৈস্তুলসীং শুভাম্
সমারাধ্য নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুপূজাফলং লভেৎ।
যেনার্চ্চিতা ভগবতী তুলসী কদাচি-
ন্নৈবেদ্যপুষ্পবরধূপঘৃতপ্রদীপৈঃ।
ধর্ম্মার্থকামপরমামৃতদা পবিত্রা
কিং তস্য বিষ্ণুচরণাপচিতিপ্রযোগৈঃ॥ ৩৩
স্থানেষু দোষরহিতেষু সুবোধসেব্যা-
মারোপয়ন্তি তুলসী হরিতুষ্টিকর্ত্রীম্।
তুষ্টো হরিস্ত্রিজগতামধিপো মুরারি-
স্তেভ্যো দদাতি পরমং পদমাশু বিপ্র॥ ৩৪
যজ্ঞং ব্রতঞ্চ পিতৃপূজনমচ্যুতার্চ্চং
দানং যদন্যদপি কর্ম্ম শুভং মনুষ্যাঃ।
কুর্ব্বন্তি দোষরহিতেষু তুলসীতলেষু
তান্যক্ষয়াণি সকলানি ভবন্তি নূনম্॥৩৫
যদ্ধর্ম্ম কর্ম্ম কুরুতে মনুজঃ পৃথিব্যাং
নারায়ণপ্রিয়তমাং তুলসীং বিনা চ।
তৎ সর্ব্বমেব বিফলং ভবতি দ্বিজেন্দ্র
পদ্মেক্ষণোঽপি নহি তুষ্যতি দেবদেবঃ॥৩৬
যাত্রাসু পশ্যতি শুভাং তুলসীং পবিত্রাং
যো ভক্তিভাবসহিতো মনুজো দ্বিজেন্দ্র।
যাত্রাফলং সকলমেব হরিপ্রসাদাৎ
তস্যাশু সিধ্যতি বচঃ সাদৃঢ়ং মমৈতৎ॥ ৩৭
ত্যক্ত্বা সুগন্ধিকুসুমং ভুবনৈকনাথো
মন্দারকুন্দনলিনাদিকমপ্যনন্তঃ।
গৃহ্ণাতি সদগুণময়ীং তুলসীং প্রমোদৈঃ
শুষ্কামপি প্রচুরপাপবিনাশদক্ষাম্॥ ৩৮
উৎপাট্য যে চ তুলসীং ভুবি নিক্ষিপন্তি
পাপাশয়া অমৃতলাভনিদানভূতাম্॥ ৩৯
অজ্ঞানতোঽপি নৃহরিস্তুলসীপ্রিয়োঽসৌ
তেষাং শ্রিয়ং হরতি সন্ততিমায়ুরাশু॥ ৪০

দর্শনের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক তুলসীকে প্রণাম করে, তাহার আয়ু, বল, যশ, বিত্ত ও সন্ততি বর্দ্ধিত হয়। তুলসীস্মরণে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। আর তুলসী দর্শনে সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে জন তুলসীপত্র ভক্ষণ করে, তাহার শরীরস্থ সর্ব্ব পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুলসীকাষ্ঠের মালা যে জন পরিধান করে, তাহার গাত্রে কদাচ পাপ থাকে না। তুলসীপত্রগলিত তোয় যে জন মস্তকে ধারণ করে, তাহার গঙ্গাস্নানের ফল হয়। দূর্ব্বা, কুসুম, ও নৈবেদ্য দ্বারা তুলসী পূজা করিলে বিষ্ণুপূজার ফল হয়। নৈবেদ্য, পুষ্প, ঘৃতপ্রদীপ ও ধূপাদি দ্বারা যে জন তুলসীর পূজা করে, পবিত্রা তুলসী তৎপ্রতি ধর্ম্মার্থকামদায়িনী হন এবং তাহার বিষ্ণু পূজা করিবার প্রয়োজন কি? যে জন দোষরহিত স্থানে তুলসী রোপণ করে, মুরারি তাহাকে পরমপদ প্রদান করেন। যজ্ঞ, ব্রত, পিতৃপূজা, বিষ্ণুপূজা দান ও অন্যান্য শুভ কর্ম্ম এই সকল কর্ম্ম তুলসীতলে করিলে অক্ষয় হয়। শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত মানব যদি তুলসী ব্যতিরেকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে, তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম বিফল হয় এবং হরিও সন্তুষ্ট হন না। ৩৪—৩৬। হে দ্বিজবর। যে মানব যাত্রকালে ভক্তিভাবে সুপবিত্র শুভ তুলসী দর্শন করে, হরিপ্রসাদে তাহার সমস্ত যাত্রাফল সত্বর সিদ্ধ হয়। ইহা আমি দৃঢ়তার সহিতই বলিতেছি। ভুবনের একমাত্র নাথ হরি মন্দার, কুন্দ ও নলিতাদি সুগন্ধ কুসুম পরিত্যাগ করিয়া প্রমোদভরে সদ্গুণময়ী পাপহারিণী তুলসীকেও গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সকল পাপাশয় ব্যক্তি

মূত্রং পুরীষং তুলসীতলেষু
কুর্ব্বন্তি যে চাচমনং মনুষ্যাঃ।
দেবাশ্রমে সঞ্চিতপাতকানাং
তেষাং হরত্যাশু হরির্ধনাদীন ॥ ৪১
নারায়ণস্য পূজার্থং তুলসীপত্রমুত্তমম্।
যে চিন্বন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধান্যস্তে করপল্লবাঃ ॥ ৪২
তুলসীপত্রচয়নে যে মন্ত্রা বৈষ্ণবৈর্জনৈঃ।
পঠিতব্যা ভক্তিভাবৈস্তান ব্রবীমি নিশাময় ॥ ৪৩
মাতস্তুলসি গোবিন্দহৃদয়ানন্দকারিণি।
নারায়ণস্য পূজার্থং চিনোমি ত্বাং নমোঽস্তু তে ॥
কুসুমৈঃ পারিজাতাদ্যৈর্গন্ধাঢ্যৈরপি কেশবঃ।
ত্বয়া বিনা নৈব তৃপ্তঃ চিনোমি ত্বামতঃ শুভে
ত্বয়া বিনা মহাভাগে সমস্তং কর্ম নিষ্ফলম।
অতস্তুলসি দেবি ত্বা চিনোমি বরদা ভব ॥ ৪৬
চয়নোদ্ভবদুঃখং যদ্দেবি হৃদি তিষ্ঠতে।
তৎক্ষমস্ব জগন্মাতস্তুলসি ত্বাং নমাম্যহম ॥ ৪৭
কৃতাঞ্জলিরিমান মন্ত্রান্ পঠিত্বা বৈষ্ণবৈর্জনৈঃ।
করতালত্রয়ং দত্বা চিনোতি তুলসীদলম্ ॥ ৪৮
শনৈঃ শনৈস্তথা ধীরৈশ্চীয়তে তুলসীদলম্।
যথা ন কম্পতে শাখা তুলস্যা দ্বিজসত্তম ॥ ৪৯
পত্রস্য চয়নাদেব ভগ্নশাখা যদা ভবেৎ।
তদা হৃদি ব্যথা বিষ্ণোর্জায়তে তুলসীপতেঃ ॥
শাখাগ্রাৎ পতিতং ভূমৌ যচ্চ পত্রং পুরাতনম্
তেনাপি পূজ্যো গোবিন্দো ভগবান্ দেব-
পূজিতঃ ॥
কোমলৈস্তুলসীপত্রৈর্যোঽর্চ্চয়েৎ কেশবং প্রভুম্
স তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্র যদ্যদিচ্ছতি চেতসা ॥
জৈমিনিরুবাচ।
তুলসীবৃক্ষসদৃশঃ কো বৃক্ষোঽস্তি জগত্রয়ে।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি সত্যবতীসুত ॥ ৫৩
ব্যাস উবাচ।
যথা প্রিয়তমা বিষ্ণোস্তুলসী সততং দ্বিজ।
তথা প্রিয়তমা ধাত্রী সর্ব্বপাপবিনাশিনী ॥ ৫৪

অমৃতলাভনিদান তুলসীকে উৎপাটন করিয়া অজ্ঞানবশেও ভূতলে নিক্ষেপ করে, তুলসীপ্রিয় নৃহরি তাহাদের শ্রী, সন্ততি, ও আয়ু হরণ করেন। যাহারা দেবাশ্রয় তুলসীতলে মূত্র, পুরীষ ও আচমন পরিত্যাগ করে, হরি সেই সকল পাপীর ধনাদি আশু হরণ করেন। নারায়ণের পূজার্থ যাহারা উত্তম তুলসীপত্র চয়ন করে, ধন্য তাহাদের করপল্লব। বৈষ্ণব জন তুলসী-পত্র চয়নে ভক্তি ভাবে যে যে মন্ত্র পড়ি করিবেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মন্ত্রযথা,—হে গোবিন্দ-হৃদয়ানন্দকারিণি মাতঃ তুলসি! নারায়ণের পূজার্থ তোমাকে চয়ন করিতেছি। হে শুভে! তুমি বিনা কেশব পারিজাতাদি গন্ধাঢ্য কুসুম দ্বারাও তৃপ্ত নহেন। তাই তোমাকে চয়ন করিতেছি। হে মহাভাগে! তুমি বিনা সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল। অতএব হে দেবি তুলসি! তোমাকে চয়ন করিতেছি, তুমি বরপ্রদা হও। হে জগন্মাতঃ তুলসি দেবি! যদি চয়ণোদ্ভব দুঃখ তোমার হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ক্ষমা কর, তোমাকে নমস্কার করি। বৈষ্ণব জন কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিনবার ধ্বনি করত তুলসীদল চয়ন করিবেন। হে দ্বিজবর! তুলসীর শাখা যাহাতে কম্পিত না হয়, এরূপভাবে ধীরে ধীরে তুলসীদল চয়ন করিতে হয়। পত্রচয়নকালে যদি তাহার শাখা ভগ্ন হয়, তবে তুলসীপতি বিষ্ণুর হৃদয়ে ব্যথা জন্মিয়া থাকে। ৩৭—৫০। শাখাগ্র হইতে ভূতলে যে পুরাতন পত্র পতিত হয়, তাহা দ্বারাও ভগবান দেবপূজ্য গোবিন্দ পূজনীয়। যে ব্যক্তি কোমল তুলসী পত্রে কমলাপতির অর্চ্চনা করে, সে সত্বর তাহার সমস্ত মনোভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। জৈমিনি কহিলেন,—হে সত্যবতীনন্দন! ত্রিজগতে তুলসীবৃক্ষ তুল্য কোন্ বৃক্ষ আছে? তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, বলুন। ব্যাস বলিলেন,—তুলসী যেমন বিষ্ণুর সদা প্রিয় তথা, তেমনি সর্ব্বপাপবিনাশিনী ধাত্রীও

তুলসীবৃক্ষমাসাদ্য যা যা তিষ্ঠতি দেবতা ॥
আমলক্যামপি প্রাজ্ঞ তাস্তা এব বসন্তি হি ॥
গঙ্গাদীনিচ তীর্থানি তত্রৈব দ্বিজসত্তম।
বিষ্ণুপ্রিয়তমা ধাত্রী পবিত্রা যত্র তিষ্ঠতি ॥ ৫৬
অশুভং বা শুভং বাপি যৎ কর্ম্মামলকীতলে।
ক্রিয়তে মানবৈর্ব্বিপ্র ভবেৎ তৎ সর্ব্বমক্ষযম্ ॥
পবিত্রৈর্নূতনৈঃ পত্রৈর্ধাত্র্যা যঃ পূজয়েদ্ধবিম।
স মুক্তঃ পাপজালেন সাযুজ্য লভতে হরেঃ ॥
ধাত্রী চ তুলসীদেবী নতিষ্ঠেদযত্র জৈমিনে।
স্থানং তদপবিত্রং স্যান্ন চ ক্রিয়াফলং ভবেৎ ॥
নতিষ্ঠত্যাশ্রমে যস্য ধাত্রী চ তুলসী শুভা।
তেন কর্ম্মকৃতং সর্ব্বং নূনং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥
ধাত্র্যা হীনং তুলস্যাচ নিলয যস্য ভূসুব।
অলক্ষ্মীঃ পাতকং সর্ব্বং কলিশ্চ তেন তোষিতঃ
স্থানে যস্মিন দ্বিজশ্রেষ্ঠ ন ধাত্রী তুলসী ন চ।
শ্মশানতুল্যং স্থানং তদ্বিজ্ঞেযং তত্ত্বদর্শিভিঃ।
ধাত্রী চ তুলসী যত্র তিষ্ঠেত্তত্রাখিলাং সুরাঃ ॥
ন ধাত্রী তুলসী যত্র তত্রৈবাখিলপাতকম্ ॥৬৩
ধাত্রীফলস্রজ যস্য পাপহন্ত্রী বহেদ্বুধঃ।
তস্যাশ্রিতা তনুং বিষ্ণুঃ সদা তিষ্ঠেৎ শ্রিযা সহ
ধাত্রীকাষ্ঠস্য মালাঞ্চ যো বহেন্মতিমান নবঃ।
তস্য দেহং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদেবতাঃ ॥
ধাত্রীফলস্রজং গৃহ্নন যং কর্ম্ম কুরুতে নবঃ।
তৎ সর্ব্বমক্ষয প্রোক্তং শুভং বাশুভমেব বা ॥
যস্য ধাত্রীফলং ভুঙক্তে মানবোখিলতত্ত্ববিৎ।
তদ্দেহাভ্যন্তরস্থাযা সর্ব্বং পাপ বিনশ্যতি ॥ ৬৭
ধাত্রীফলময়ী মালাং বহতো দ্বিজসত্তম।
ব্রবীমি শৃণু মহাত্ম্যং সর্ব্বপাপহরং শুভম্ ॥
শ্মশানেঽপি যদা মৃত্যুস্তস্য স্যাদ্দৈবযোগতঃ।
গঙ্গামরণজং পুণ্য স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥
ত দৃষ্ট্বা পাপিনঃ সর্ব্বে পাপজালৈঃ সুদা
সদা এব প্রমুচ্যন্তে জন্মকোটিশতৈরপি ॥ ৭০
নিত্য গৃহ্নাতি বিপ্রেন্দ্র যো ধাত্রীতলকর্দ্দমম্
দিনে দিনে লভেৎ পুণ্য সোঽশ্বমেধশতো-
স্তবম্ ॥ ৭১

বিষ্ণুর প্রিয়তমা। তুলসী বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া যে যে দেবতা আশ্রয় করেন, আমলকী বৃক্ষেও সেই সেই দেবতা বাস করিয়া থাকেন। যেখানে বিষ্ণুর প্রিয়তমা ধাত্রী বিরাজমানা, সেই স্থানে গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থই বিদ্যমান। হে বিপ্র! মানবেরা শুভ বা অশুভ যে কোন কর্ম্ম আমলকীতলে করে, তৎ সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। পবিত্র নূতন ধাত্রীপত্র দ্বারা যে নর হরিপূজা করে, সে পাপমুক্ত হইয়া হরিসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। হে জৈমিনে! দেবী ধাত্রী ও তুলসী যেখানে নাই, সে স্থান অপবিত্র। তথায় কোন পুণ্য ক্রিয়া হয় না। যাহার আশ্রমে শুভা ধাত্রী ও তুলসী নাই, তৎকৃত সমস্ত কর্ম্ম নিশ্চয় নিষ্ফল হইয়া থাকে। হে ভূদেব! যাহার আলয় ধাত্রী ও তুলসী বিহীন, তৎকর্ত্তৃক অলক্ষ্মী, পাতক, ও কলি তোষিত হইয়া থাকে। যে স্থানে ধাত্রী বা তুলসী নাই, তত্ত্বদর্শীরা বলেন,—সে স্থান শ্মশানতুল্য। যেখানে ধাত্রী তুলসী বিদ্যমান, তথায় নিখিল দেবের অধিষ্ঠান। যথায় ধাত্রী তুলসী নাই, সেইখানেই নিখিল পাতক। যে বুধ পাপহারিণী ধাত্রীফলমালা ধারণ করেন, সলক্ষ্মীক বিষ্ণু তাঁহার দেহ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন। যে বুদ্ধিমান নর ধাত্রীকাষ্ঠের মালা ধারণ করেন, তাঁহার দেহাশ্রয়ে সর্ব্বদেব বিরাজ করিয়া থাকেন। যাহারা ধাত্রীফলমালা গ্রহণ করিয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করে, তাহাদের শুভ বা অশুভ সমস্ত ক্রিয়া অক্ষয় হইয়া থাকে। যে অখিল তত্ত্ববিৎ মানব ধাত্রীফল ভক্ষণ করে, তাহার দেহমধ্যস্থ সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। হে দ্বিজবর! ধাত্রীফলময়ী মালা বহনকারী ব্যক্তির পাপহর পুণ্য মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ ব্যক্তি দৈবক্রমে শ্মশানে মৃত্যুগ্রস্ত হইলেও গঙ্গামরণ জন্য পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাকে দেখিয়া সমস্ত পাপী শত কোটি জন্মার্জ্জিত সুদারুণ পাপজাল হইতে সদ্যই বিমুক্ত হইয়া থাকে। হে

ধাত্রীতরুঞ্চ যো হন্তি সর্ব্বদেবগণাশ্রয়ম্।
স দদাতি হরেরঙ্গে ঘাতং নাস্ত্যত্র সংশয় ॥
সর্ব্বদেবময়ী ধাত্রী বিশেষাৎ কেশবপ্রিয়া।
সম্যগ্বক্তুং গুণং তস্যা ব্রহ্মণাপি ন শক্যতে ॥
ধাত্রীতুলস্যোর্ব্বিদধাতি ভক্তিং
যো মানবো জ্ঞাতসমস্ততত্ত্বঃ।
ভুঙক্তে হ ভোগান সকলাংস্তদন্তে
স মুক্তিমাপ্নোতি হরেঃ প্রসাদাৎ ॥ ১৪
ইতি শ্রীপাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে ধাত্রীতুলস্যো-
র্মাহাত্ম্যং নাম চতুর্ব্বিংশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ।
মাহাত্ম্যং তুলসীধাত্র্যোঃ প্রোক্তমেতৎ
সমাসতঃ।
জৈমিনে দ্বিজশার্দ্দূল কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১
জৈমিনিরুবাচ।
ভূয় এব মহাভাগ তুলস্যাঃ পাপনাশনম্।
অতিথেঃ পূজনস্যাপি মাহাত্ম্যং ব্রূহি বিস্তরাৎ
সূত উবাচ।
ততো ব্যাসো মহাতেজাস্তলস্যা দ্বিজসত্তমাঃ।
মাহাত্ম্যং বক্তুমারেভে শৃণ্বতাং পাপনাশনম্ ॥৩
ব্যাস উবাচ।
ইয়ং সাক্ষান্মহালক্ষ্মীস্তুলসী ভগবৎপ্রিয়া।
তস্মাদিমাং ন পশ্যন্তি বৃক্ষজ্ঞানেন সূরয়ঃ ॥ ৪
যথা যস্তুলসীং মর্ত্ত্যো যথৈব ভুবি সেবতে।
তথৈব সেন্দ্রা বিবুধাঃ সেবন্তে তং সুরালয়ে ॥
পর ব্রহ্মস্বরূপেয়ং তুলসী যত্র তিষ্ঠতি।
তত্রৈব কুশলং সর্ব্বং সুদৃঢ়ং প্রোচ্যতে ময়া ॥
প্রাপ্নোতি মৃত্যুকালে যস্তোয়ং পাতকবানপি
তুলসীপত্রগলিতং স যাতি হরিসন্নিধিম্ ॥ ৭
তুলসীমূলমৃৎপুণ্ড্রং যো মৃত্যুসময়ে বহেৎ।
স মুক্তঃ সকলৈঃ পাপৈঃ পুরং গচ্ছতি চক্রিণঃ ॥
যস্য স্যাৎ তুলসীপত্রং মুখে শিরসি কর্ণয়োঃ।

বিপ্র! নিত্য যে ব্যক্তি ধাত্রীকাষ্ঠকর্দ্দম গ্রহণ করে, দিনে দিনে তাহার অশ্বমেধফল লাভ হয়। যে নর সর্ব্বদেবাশ্রয় ধাত্রীতরু ছেদন করে, তৎকর্ত্তৃক হরির অঙ্গে মহতী ব্যথা প্রদত্ত হয়। ধাত্রী সর্ব্বদেবময়ী বিশেষতঃ কেশবপ্রিয়; সুতরাং তাঁহার সম্যক গুণ বর্ণনে ব্রহ্মাও সমর্থ নহেন। যে জ্ঞাতাখিল তত্ত্ব মানব ধাত্রী ও তুলসীর প্রতি ভক্তি করে, সে হরির প্রসাদে ইহকালে সকলভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে মুক্তি প্রাপ্ত হয়।৫১—১৪।
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজবর জৈমিনে! ধাত্রী এবং তুলসীর এই সংক্ষিপ্ত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অন্য আর কি তুমি শুনিতে ইচ্ছা কর। জৈমিনি কহিলেন,—মহাভাগ! আপনি পুনর্ব্বপি তুলসীর এবং অতিথির পূজার পাপহর মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর মহাতেজা ব্যাস শ্রোতৃজনের পাপহর তুলসীমাহাত্ম্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাস বলিলেন,—এই ভগবৎপ্রিয়া তুলসী সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী; সুতরাং পণ্ডিতগণ ইহাকে বৃক্ষজ্ঞানে দর্শন করিবেন না। ভূতলে মানব যেমন সাদরে তুলসী সেবা করে, তেমনি স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবগণ উহার সেবা করিয়া থাকেন। এই পরব্রহ্মস্বরূপা যথায় অবস্থিত, তথায় সর্ব্বকুশল বিরাজমান। ইহা আমি দৃঢ়ভাবেই বলিতেছি। যে ব্যক্তি পাতকী হইয়া মৃত্যুকালেও তুলসীপত্রগলিত জল প্রাপ্ত হয়, সে হরিমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মৃত্যুসময়ে তুলসীমূলের মৃৎপুণ্ড্র ধারণ করে, সে ঘোর পাপ হইতে মুক্ত হইয়া হরিপুরে গমন করিয়া থাকে। ১—৮। হে দ্বিজবর! মৃত্যুকালে যাহার মুখে, মস্তকে ও কর্ণদ্বয়ে

মৃত্যুকালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্য স্বামী ন ভাস্করিঃ ॥৯
ইতিহাসমহং বচ্মি তুলস্যা গুণসংযুতম্।
আকর্ণয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ১০
আর্য্যাবর্ত্তে দ্বিজঃ কশ্চিৎ পবিত্রকুলসম্ভবঃ।
পবিত্রনামা সুমতির্ব্বভূব পরমার্থবিৎ ॥
বভূব ব্রাহ্মণী তস্য বহুলা নামধারিণী।
সদ্বংশপ্রভবা সাধ্বী পতিসেবাপরায়ণা ॥ ১২
অনায়ত্তমতির্নাম তত্রৈকোঽস্তি দ্বিজোত্তমঃ।
সখ্যং তেন পবিত্রোঽসৌ চকার হরিসেবিনা ॥
ততোনায়ত্তমতিনা কথালাপেন সত্তম।
উপবিষ্টঃ পবিত্রোঽসৌ স্নেহাদেকবরাসনে ॥১৪
অত্রান্তরে মহাতেজা লোমশো নাম স দ্বিজঃ।
কথয়ন্তৌ কথাশ্চিত্রাঃ সমাগতো দদর্শ তৌ ॥১৫
অথ তং লোমশং বিপ্রং ক্ষিপ্রমুত্থায় প্রীতিতঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ পূজযামাসতুশ্চ তৌ ॥ ১৬
সুপ্রীতো লোমশস্তাভ্যাং নারায়ণপরায়ণঃ।
উবাস ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আসনে কীর্ত্তয়ন হরিম ॥ ১৭
আসনস্থং মহাত্মানং লোমশং তং কৃতাঞ্জলি।
পবিত্রানায়ত্তমতী ভক্ত্যা প্রাহতুরুত্তমৌ ॥ ১৮

পবিত্রাণায়ত্তমতী উচতুঃ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ত্বৎপাদযুগরেণুভিঃ।
সদ্ভির্গ্রাহ্যৈরবাশ্রমোঽয়ং পূতোঽভূন্নৌ নমাবযোঃ
কৃতানি যানি পাপানি আবাভ্যাং মোহতঃ পুরা
তানি সর্ব্বাণি নষ্টানি ত্বৎপাদযুগদর্শনাৎ ॥ ২০
ভবান্নারায়ণঃ সাক্ষাৎ পূজনীয়োঽমরৈরপি।
সম্যক্ তে পূজনং কর্ত্তুং কিমাবাং মানুষৌ ক্ষমৌ ॥ ২১
অতিথের্যা কৃতা পূজা তবেয়ং নিজশক্তিতঃ।
অনয়া ভব সুপ্রীতঃ ক্ষমস্ব দোষমাবয়োঃ ॥ ২২
ইত্যুক্ত্বা তৌ পরিক্রম্য তস্যাগন্তোঃ পদদ্বয়ে।
নিপেততুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠ বয়স্যৌ গৃহধর্ম্মিণৌ ॥ ২৩

ব্যাস উবাচ।

তয়োর্ভক্ত্যা স্বয়ং তুষ্টো লোমশো বিদুষাং বরঃ
তৌ প্রাহ মধুরৈর্বাক্যৈর্জৈমিনে লোকপূজিতঃ

তুলসীপত্র থাকে, তাহার উপর যমের আধিপত্য নাই। হে দ্বিজবর! তুলসীর গুণসংযুক্ত চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ ইতিহাস আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। আর্য্যাবর্ত্তে কোন পবিত্র গুণ-সম্ভূত পরমার্থবিৎ দ্বিজ ছিলেন। তাঁহার নাম পবিত্র। তাঁহার ব্রাহ্মণীর নাম বহুলা। ব্রাহ্মণী সদ্বংশজাতা, সাধ্বী ও পতিসেবাপরায়ণা। তথায় অনায়ত্তমতি নামে তৎকালে এক দ্বিজবর ছিলেন। তিনি হরিসেবাপরায়ণ, দ্বিজ পবিত্র তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। একদা পবিত্র স্নেহবশতঃ অনায়ত্তমতির সহিত কথালাপপ্রসঙ্গে এক বরাসনে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে মহাতেজা লোমশ দ্বিজ সেই পরস্পর আলাপনিরত বন্ধুদ্বয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পবিত্র অনায়ত্তমতি আসন হইতে উত্থিত হইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, ও আচমনীয় দ্বারা লোমশ বিপ্রকে পূজা করিলেন। তাঁহাদের ব্যবহারে নারায়ণপরায়ণ লোমশ হরিনাম কীর্ত্তন করত শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিলেন। মহাত্মা লোমশ আসন পরিগ্রহ করিলে পবিত্র এবং অনায়ত্তমতি ভক্তিপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ভগবন্! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সাধুজনগ্রাহ্য আপনার চরণরেণু দ্বারা আমাদের এই আশ্রম পবিত্র হইল। আমার মোহক্রমে পূর্ব্বে যে সকল পাপ করিয়াছি, ভবৎপাদযুগলদর্শনে আমাদের সে সকল পাপ নষ্ট হইল। সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ অমরগণেরও পূজনীয়। সুতরাং আমরা মানুষ হইয়া আপনার সম্যক্ পূজা করিতে কি সমর্থ হইব? আপনি অতিথি, আপনার এই যে পূজা আমার ভক্তিভরে করিলাম, ইহা দ্বারাই আপনিপ্রীত হউন, দোষ ক্ষমা করুন।৯—২২। এই বলিয়া সেই গৃহস্বামী বন্ধুদ্বয় পরিক্রমণপূর্ব্বক সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণের পাদদ্বয়ে নিপতিত হইলেন। ব্যাস বলিলেন,—বিদ্বদ্বর লোমশ তাঁহাদের ভক্তি দ্বারা তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে মহাশয়দ্বয়! তোমাদের এই ভক্তি দ্বারা

লোমশ উবাচ ।

অনয়া যুবয়োর্ভক্ত্যা সুপ্রীতোঽস্মি মহাশয়ৌ ।
যুবাভ্যাং বরপুত্রাভ্যাং নিজবংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
বিনয়াল্লভতে ধর্ম্মং বিনয়াল্লভতে যশঃ ।
বিনয়াল্লভ্যতে বিত্তং বিনয়াৎ কিং ন লভ্যতে
যুবাং বিনয়িনাং শ্রেষ্ঠৌ কুলজৌ ধর্ম্মতৎপরৌ ।
আপ্যায়িতোঽস্মি সুতরাং যুবয়োর্বিনয়োক্তিভিঃ
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মা শিবো বিষ্ণুরতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ।
তস্মিন্নেতাবতী ভক্তির্যুবয়োরস্তু মঙ্গলম্ ॥ ২৮
অনেক জন্মসাধ্যাপি মুক্তির্ব্রাহ্মণসত্তম ।
যুবাভ্যামতিথেয়াভ্যাং স লব্ধৈব ময়েক্ষতে ॥
উত্তিষ্ঠেতা মহাভাগো যুবয়োরস্তু মঙ্গলম্ ।
আরাধিতোঽস্ম্যহং সম্যগতিথির্ভুরিভোজনৈঃ

ব্যাস উবাচ ।

তত উত্থায় তৌ বিপ্রৌ তৎপাদকমলদ্বয়ম ।
ভূয়োঽপি ত নমস্কৃত্য প্রাহতুর্লোমশং মুনিম্

পবিত্রানায়ত্তমতী উচতুঃ ।

ব্রহ্মন্নতিথিপূজায়া মাহাত্ম্যং বক্তুমর্হসি ।
যাং কৃত্বা প্রাপ্যতে মুক্তির্দুঃখলভ্যাপি মানবৈঃ
কোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে লোকৈস্তস্য পূজা চ কীদৃশী ।
আতিথেয়ানাতিথেয়ৌ লভতে কামুভৌ গতিম

লোমশ উবাচ ।

ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো ভিক্ষুরিতি দ্বিজৌ ।
চত্বার আশ্রমাঃ প্রোক্তাঃ পঞ্চমো নোপপদ্যতে
বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী ভিক্ষুশ্চৈষাং প্রপূজনাৎ ।
নিরুচ্যতে গৃহী শ্রেষ্ঠ আশ্রমেষু চতুর্ষ্বপি ॥ ৩২
চতুরাশ্রমমধ্যেষু প্রধানা গৃহিণো মতাঃ ।
তৈশ্চাতিথীনা কর্ত্তব্যা পূজাভক্তিসমন্বিতৈঃ ॥
গৃহীণাং পরমো ধর্ম্মঃ প্রোক্তশ্চাতিথিপূজনম্ ।
আশ্রমাচারতো ভ্রষ্টাস্তদৃতে গৃহিণো বিদুঃ ॥৩৪
যদস্তাস্তিথিপূজায়াং দক্ষতা গৃহিণো যদি ।
তদা প্রয়োজন তেষাং কিমন্যৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ
যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্র ন চ স্থিতিঃ ।

আমি প্রীত হইয়াছি। তোমরা শ্রেষ্ঠ পুণ্যশালী, তোমাদের দ্বারা নিজ বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্ম,যশ, বিত্ত, বিনয় হইতে লাভ করা যায়। বিনয় হইতে কিবা না লব্ধ হইয়া থাকে? তোমরা শ্রেষ্ঠ বিনয়ী সৎকুলজাত ও ধর্ম্মতৎপর, তোমাদের বিনয় বাক্যে আমি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছি। বুধগণ অতিথিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বলিয়া অভিহিত করেন। সেই অতিথি জনে তোমাদের এতাদৃশ ভক্তি বাস্তবিকই উত্তমা। হে ব্রাহ্মণবরদ্বয়! মুক্তি অনেক জন্মসাধ্য হইলেও তোমাদের আতিথেয়তায় তাহা লব্ধ বলিয়াই আমি অনুভব করিতেছি। হে মহাভাগদ্বয়! উত্থিত হও, তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি তোমাদের ভূরি ভোজন দ্বারা সম্যক্ আরাধিত হইয়াছি! ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর সেই বিপ্রদ্বয় সেই লোমশ বিপ্রের পাদকমলযুগল হইতে উত্থিত হইয়া পুনরপি তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অতিথিপূজার মাহাত্ম্য আপনি বলুন। যাহা করিয়া মানব দুঃখলভ্য মুক্তিও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিরূপ অতিথি জন পূজনীয়, তাহার পূজা কি প্রকার? আতিথেয় এবং অনাতিথেয় ব্যক্তি কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।২৯—৩০। লোমশ কহিলেন,—ব্রহ্মচারী,গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট। ইহা ভিন্ন পঞ্চম আশ্রম নাই। বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও ভিক্ষু, ইহাদের পূজনহেতু গৃহী চতুরাশ্রমীর মধ্যেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত। চতুরাশ্রমমধ্যে গৃহীই প্রধান, তাহারাই ভক্তিযুক্ত হইয়া অতিথি পূজা করিবেন। গৃহিগণের অতিথিপূজাই পরম ধর্ম্ম। গৃহিগণ তাহা বিনা আশ্রমাচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। গৃহীর যদি অতিথিপূজায় দক্ষতা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অন্য পুণ্যকর্ম্মে প্রয়োজন কি? যাহার নাম, গোত্র, বাসস্থান অজ্ঞাত, তিনি

অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥৩৬
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বাপি বৈশ্যা বা বৃষলাস্তথা।
গৃহাগতাঃ পূজিতব্যা যত্নেন তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৩৭
চণ্ডালপ্রমুখা যেঽন্যে হীনবর্ণা গৃহাগতা।
বিষ্ণুবৎ পূজিতব্যাস্তে পাদ্যাদ্যৈর্ভূরিভোজনৈঃ
সমাগতেষ্বতিথিষু প্রণামং কুরুতে গৃহী।
আসনং ত্বরয়া দদ্যাৎ পাদ্যার্ঘ্যাদীনি চ দ্বিজৌ
কুর্য্যাচ্চ কুশলপ্রশ্নং বচনৈঃ কোমলাক্ষরৈঃ।
কারয়েদ্ভোজনঞ্চাপি দিব্যৈরন্নৈর্মুদা গৃহী॥ ৩৯
সুখদে মন্দিরে তস্য শয়নং কারয়েদ্বুধঃ।
প্রাতর্জিগমিষুং ভক্ত্যা সমাগস্থং বিসর্জ্জয়েৎ॥
যদি কর্ম্মবিপাকেন গৃহী ভবতি দুঃখবান।
যথা তেনাতিথিঃ পূজ্যস্তদহং বচ্মি সত্তমৌ॥ ৪১
সমাগতেষ্বতিথিষু ভক্ত্যা দদ্যাত্তৃণাসনম।
তৃণাভাবেন বৈ ব্রূয়াৎ ভূমৌ তিষ্ঠ তি ভক্তিতঃ
পাদপ্রক্ষালনাদ্যর্থং দদ্যাদুদকমুত্তমম।
ততো মধুরয়া বাচা পৃচ্ছেচ্চ কুশলাদিকম॥ ৪৩
ফলমূলাদিকং ভক্ত্যা দদ্যাদ্ভোজনহেতবে।
তদভাবেন মতিমান্ স্বদারিদ্র্যং প্রকাশয়েৎ॥
বাদেচ্চাহং মহাপাপী দরিদ্রপ্রবরোঽতিথে।
কর্ত্তুমিচ্ছামি ভক্তিং তে দৈবং তত্র বিরোধকম
অনেন বিধিনা দীনঃ সৎকৃত্যাতিথিপূজনম্।
স্বাচারপতিতো ন স্যাৎ যথোক্তং ফলমাপ্নুয়াৎ
অনর্চ্চিতো তিথির্যস্য গচ্ছেদ্বৈ গৃহিণো গৃহাৎ।
জন্মকোটার্জ্জিতং পুণ্যং তস্য গচ্ছতি সংক্ষয়ম॥
এক এবাতিথির্যেন ভক্তিভাবেন পূজ্যতে।
হরেত্তস্য হরিঃ সদ্যঃ পাতকং কোটিজন্মজম্॥
সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি দৃঢ়ং বচ্মি পুনঃ পুনঃ।
বিনাতিথেঃ স পর্য্যাপ্তির্গৃহিণো নাস্তি নো গতিঃ॥ ৪৮
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমাগস্থং পূজয়া বিনা।
গতির্নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গৃহধর্ম্মিণাম্॥
জ্ঞানভদ্র ইতি খ্যাতো বল্লবো দ্বাপরে যুগে।

গৃহাগত হইলে অতিথিরূপে বুধগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, যিনিই গৃহাগত হউন, তত্ত্বদর্শিগণের নিকট তিনিই বিষ্ণুবৎ পূজনীয়। চাণ্ডালাদি হীনবর্ণগণও গৃহাগত হইলে পাদ্য ও ভূরিভোজন দ্বারা বিষ্ণুবৎ পূজিতব্য। অতিথি সমাগত হইলে গৃহী প্রণাম করিবেন। এবং সত্বর পাদ্য, অর্ঘ্য, ও আসনাদি দান করিবেন। অনন্তর মধুর বাক্যে কুশল প্রশ্ন করিয়া দিব্য অন্ন দ্বারা ভোজন করাইবেন। উত্তম গৃহে অতিথিকে শয়ন করাইবেন। পরে প্রাতে অতিথি গমনেচ্ছু হইলে তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক বিদায় দিবেন। যদি কর্ম্মবিপাকে গৃহী দুরবস্থাপন্ন হন, তাহা হইলে যেরূপে তিনি অতিথির পূজা করিবেন, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে সত্তমদ্বয়। অতিথি সমাগত হইলে ঐ ব্যক্তি ভক্তিভরে তৃণাসন প্রদান করিবেন। তৃণাভাবে ভক্তিপূর্ব্বক ভূতলেই বসিতে বলিবেন। অতিথির পাদপ্রক্ষালনার্থ উত্তম জল প্রদান করিবেন। অনন্তর মধুরবাক্যে কুশল প্রশ্নাদি করিয়া ভক্তিভাবে ভোজনার্থ কিঞ্চিৎ ফলাদি প্রদান করিবেন। তদভাবে বুদ্ধিমান গৃহী নিজের দারিদ্র্য প্রকাশ করিবেন। বলিবেন,—অতিথে। আমি মহাপাপী, অতি দরিদ্র, আপনার তুষ্টিসাধনে আমি অভিলাষী, কিন্তু দৈব যে এ বিষয়ে বিরোধী। দীনব্যক্তি ঐরূপ বিধানে অতিথি সৎকার করিয়া নিজাচারে নিয়ত থাকিলে যথোক্ত ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে গৃহীর গৃহ হইতে অতিথি অপূজিত হইয়া গমন করেন, তাহার জন্মকোটিসঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি একটী মাত্র অতিথিকেও ভক্তিভাবে পূজা করে, হরি তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাতক তৎক্ষণাৎ হরণ করেন। আমি পুনঃপুনঃ সত্য বলিতেছি, হিত বলিতেছি, এবং দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, অতিথিপূজা ব্যতীত গৃহিগণের অন্য গতি নাই। আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি,—অতিথিপূজা বিনা গৃহধর্ম্মীদিগের

বভূব সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞস্তস্য স্ত্রী বল্লবাহ্বয়া ॥ ৫০

তেন সর্ব্বাণি ধর্ম্মাণি জানতা জ্ঞানসেবিনা।
সৌরাষ্ট্রে বসতিং চক্রে প্রিয়য়া ভার্য্যয়া সহ ॥
অত্র দুর্গ্রহসঞ্চারাৎ দ্বাদশাব্দং ন বাসবঃ।
ববর্ষাম্বুনি তেনাসীদ্দুর্ভিক্ষং সুমহৎ দ্বিজৌ ॥৫২
তস্মিন্ মহতি দুর্ভিক্ষে লোকাস্তদ্দেশবাসিনঃ।
বভূবুর্দুঃখিতাঃ সর্ব্বে মর্য্যাদামপি তত্যজুঃ ॥
জ্ঞানভদ্রো দ্বিজশ্রেষ্ঠৌ যুগে দ্বাপরসংজ্ঞকে।
দুর্ভিক্ষহতসম্পত্তির্বভূবাত্যন্তদুঃখিতঃ ॥ ৫৪
স নিন্যে কতিচিন্মাসান্ শাকাহারেণ সত্তমঃ।
ফলমূলাশনো ভূত্বা কতিচিচ্চ স দুঃখিতঃ ॥
ক্ষুধাকুলান সুতান দৃষ্ট্বা দারাংশ্চ দ্বিজসত্তমৌ।
ফলমূলজলার্থায় জগামোপত্যকাং প্রতি ॥৫৬
ভ্রমন্নুপত্যকায়াং স চিরমুগ্রং বুভুক্ষিতঃ।
কুষ্মাণ্ডফলমেকন্তু লেভে গোপালসত্তমঃ ॥
আদায় তৎফলংদিব্যং হর্ষিতোহসৌ নিজং গৃহম্।
জবের্জগাম বিপেন্দ্রৌ জ্ঞানভদ্র মহাযশঃ ॥ ৫৮

এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রৌ মেঘৈর্নীলপটৈরিব।
আবৃতে গগনে বৃষ্টির্মহাসারৈর্বভূবহ ॥
সুমহত্যা তয়া বৃষ্ট্যা প্লাবিতাখিলবিগ্রহঃ।
বনাদ্বনচরঃ কশ্চিৎ শীতার্ত্তোঽতিবুভুক্ষিতঃ ॥৬০
তং দৃষ্ট্বাতিথিমায়ান্তং শীতেন প্রাপ্তবেপথুম্।
প্রজ্বাল্য পাবকং চক্রে গোপস্তচ্ছীতবারণম্ ॥
গতশীতং তমতিথিং ববন্দে শিরসা চ তম্।
দদৌ তৃণাসানং ভক্ত্যা তস্মৈ পাদ্যাদিকংততঃ
ততো মধুরযা বাচা তেনৈবাতিথিনা সহ।
তস্থৌ স্বস্থেন মনসা প্রশ্নালাপং প্রকুর্ব্বতা ॥ ৬৩
গৃহিণ্যা তস্য গোপস্য স্বামিসেবা সুদক্ষয়া।
তৎ কুষ্মাণ্ডফলং নবং পক্কমত্যন্তযত্নতঃ ॥৬৪
সম্প্রাপ্য হর্ষিতা সাধ্বী দদৌ ভাগং বিধায় সঃ।
ততোহসৌ দুর্ব্বলো গোপো দিনবিংশত্যু-
পোষণাৎ।
আতিথেয়ো নিজং ভাগং দদাবতিথয়ে মুদা ॥
ততস্তদগৃহিণী সাধ্বী স্বামিভক্তিপরায়ণা।

গতি নাই। দ্বাপরযুগে জ্ঞানভদ্র নামে এক সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ গোপ ছিল। গোপের স্ত্রীর নাম ছিল—বল্লভা। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ জ্ঞাতিসেবী জ্ঞানভদ্র তাহার প্রিয় ভার্য্যার সহিত সৌরাষ্ট্রে বাস করিত। রাহুসঞ্চার বশতঃ সে দেশে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত বাসব জলবর্ষণ না করায় একদা মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। সেই ঘোর দুর্ভিক্ষে তদ্দেশবাসী লোক সকল অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিজ মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিল। হে দ্বিজদ্বয়! দ্বাপর যুগের সেই ঘোর দুর্ভিক্ষে জ্ঞানভদ্র নষ্টসম্পত্তি হইয়া অতি দুঃখের সহিত কতিপয় মাস শাকাহারে এবং কতিপয় দিবস ফলমূলাশনে অতিবাহিত করিল। হে দ্বিজবরদ্বয়! জ্ঞানভদ্র স্বীয় স্ত্রীপুত্রদিগকে ক্ষুধাকুল দেখিয়া একদা ফল, মূল ও জলানয়নার্থ এক গিরি-উপত্যকায় উপস্থিত হইল। তথায় বুভুক্ষিত অবস্থায় দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ গোপ-সত্তম এক কুষ্মাণ্ড ফল প্রাপ্ত হইল। মহা-যশাঃ জ্ঞানভদ্র সেই ফল লইয়া সহর্ষে সত্বর নিজালয়ে আগমন করিল। ইত্যবসরে নীলপটপ্রতিম জলদসমাবৃত গগনতল হইতে মহাধারায় বারি বর্ষণ হইল। সেই মহাবৃষ্টি দ্বারা প্লাবিতকলেবর কোন বনচর শীতার্ত্ত হইয়া বন হইতে গোপগৃহে আগমন করিল। সেই শীতকম্পিত অতিথিকে আসিতে দেখিয়া গোপ জ্ঞানভদ্র অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক তাহার শীত নিবারণ করিলেন। অনন্তর সেই শীত-বিরহিত অতিথিকে তিনি মস্তক দ্বারা বন্দনা করিলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক তাহাকে তৃণাসন ও পাদ্যাদি প্রদান করিলেন। পরে মধুর বাক্যে সেই অতিথির সহিত সুস্থচিত্তে প্রশ্নালাপ করিয়া পতিব্রতা গৃহিণীর সহিত অবস্থিত হইলেন। ৩১—৬৩। অনন্তর সাধ্বী পত্নী স্বামীর আনীত পক্ক কুষ্মাণ্ড প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে অতিযত্নে তাহা ভাগ করিয়া দিলেন। বিংশতিদিন উপবাসে গোপ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল। তথাচ সে আতি-থেয়তা গুণে নিজের ভাগ হৃষ্টচিত্তে অতি-থিকে প্রদান করিল। অনন্তর স্বামি

দদৌ সাপি নিজং ভাগং তস্মৈ চাতিথয়ে মুদা
অথাতিথিস্তয়োস্তত্র দম্পত্যোঃ সুমহাত্মনোঃ।
অভুক্তাগদ্বয়ং ভুক্ত্বা সুপ্রীতো দ্বিজসত্তমৌ॥
বিষ্ণুবৎ পূজিতস্তাভ্যাং সোঽতিথির্দৃঢভক্তিতঃ
বিশ্রাম্য রাত্রৌ তদ্গেহে প্রাতঃ স্থানং স্বকং যযৌ॥ ৬৮
গতানামুপবাসেন দিনানামেকবিংশতৌ।
তৌ দম্পতী মহাত্মানৌ পঞ্চত্বং যযতুস্ততঃ॥
তেন পুণ্যপ্রভাবেন দম্পতী তৌ মহাশয়ৌ।
প্রাপতুর্হরিসাযুজ্যং যোগিনামপি দুর্লভম॥৭০
তয়োঃ পুণ্যপ্রভাবেন বিহিতাতিথিপূজয়োঃ।
রাজ্যে তস্মিংশ্চ দুর্ভিক্ষং বিনষ্টমভবত্ততঃ॥৭১
অত্যন্তসুখিনো লোকাঃ শোকব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ
ধনধান্যাদিসম্পন্না বভূবুর্ধর্ম্মতৎপরাঃ॥ ৭২
বিনষ্টা দস্যবস্তত্র নৃপোঽভূল্লোকপালকঃ।
নিজাচাররতা লোকা জলদাঃ কামবর্ষিণঃ॥ ৭৩
পূর্ব্বজা কোটিপুরুষাস্তথৈবাপরজাস্তয়োঃ।
তেনৈব কর্ম্মণা মুক্তিং জগ্মুঃ পাপবিবর্জ্জিতাঃ॥
নির্দ্দোষা ধনসম্পন্না সর্ব্বলোকৈঃ প্রপূজিতাঃ।
শোকব্যাধিবিহীনাশ্চ ববৃধে সন্ততিস্তয়োঃ॥৭৫

লোমশ উবাচ।

আগন্তুপূজামাহাত্ম্যং সেতিহাসং ময়োদিতম্।
যুবয়োস্তৃপ্তয়ে বিপ্রৌ কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছথঃ॥৭৬

ব্যাস উবাচ।

ইতি ব্রবতি বৈ তস্মিন লোমশে বিদুষাং বরে।
কালহস্তাকৃষ্ট আখুস্তত্রোত্তস্থৌ বিলান্নিজাৎ॥৭৭
তমুত্থিতং বিলাদ্দৃষ্ট্বা মূষিকং ক্রোধবিহ্বলঃ।
পবিত্রস্তরসোত্তস্থৌ বদন্নিতি পুনঃপুনঃ॥ ৭৮
অয়ং পাপাশয়ো দুষ্টো মূষিকোঽহর্নিশমাশ্রমম্।
খনেন্মদীয়ং দন্তৌঘৈর্গৃহদ্রব্যঞ্চ কৃন্ততি॥ ৭৯
সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মাণাং কৃপা শ্রেষ্ঠা প্রকীর্ত্তিতা।
সা চ সর্ব্বেষু কর্ত্তব্যা ন চ দুষ্টেষু জন্তুষু॥ ৮০
ইত্যুক্ত্বাসৌ দ্বিজঃ কোপান্মূষিকং তং কৃতৈনসম্
নারাচেনাতিতীক্ষ্ণেন প্রাপ্তকালং জঘান হ॥৮১

ভক্তিমতী তদীয় সাধ্বী গৃহিণী ও নিজের ভাগ সহর্ষে সেই অতিথিকে প্রদান করিলেন। তখন অতিথি সেই মহাত্মা পতিপত্নীর ভাগদ্বয় ভক্ষণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইল। তাঁহারা পতিপত্নী সেই অতিথিকে দৃঢভক্তির সহিত বিষ্ণুবৎ পূজা করিলেন। অতিথি তাঁহাদের গৃহে রাত্রিবাস করিয়া প্রভাতে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। মহাত্মা গোপদম্পতি একবিংশতি দিন উপবাসী, তাই তাহারাও ঐ দিন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই মহাশয় দম্পতি অতিথিপূজা জন্য পুণ্যপ্রভাবে যোগিদুর্লভ বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করিলেন। সেই অতিথিপূজক গোপ-দম্পতির পুণ্যপ্রভাবে সৌরাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষ বিনষ্ট হইল। লোক সকল শোকব্যাধি-বর্জ্জিত, ধনধান্যাদি সম্পন্ন ধর্ম্মতৎপর ও সুখান্বিত হইল। তত্রত্য দস্যুগণ বিনষ্ট ও রাজা ভূলোকপালক হইলেন। লোক সকল নিজাচাররত, এবং জলদগণ কাম-বর্ষী হইল। সেই দম্পতির পূর্ব্বজ ও পরজ কোটি পুরুষ অতিথি পূজা প্রভাবে পাপ বর্জ্জিত হইলেন। গোপদম্পতির সন্ততিগণ নির্দ্দোষ, ধনসম্পন্ন, সর্ব্বলোকমান্য ও শোকব্যাধিবিহীন হইয়াবর্দ্ধিত হইল। লোমশ কহিলেন,—অতিথি পূজার সেতি-হাস মাহাত্ম্য আমি তোমাদের তৃপ্তির জন্য বলিলাম, হে বিপ্রদ্বয়! ৬৪—৭৫। তোমরা আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ব্যাস বলি-লেন,—বিদ্বৎপ্রবর লোমশ এই কথা কহিলে তথায় এক কালকরাকৃষ্ট মূষিক নিজ বিল হইতে উত্থিত হইল। সেই মূষিককে বিল হইতে উত্থিত দেখিয়া ক্রোধবিহ্বল পবিত্র দ্বিজ মুহুর্মুহুঃ এই কথা বলিতে বলিতে উত্থিত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—এই পাপাশয় দুষ্ট মূষিক সর্ব্বদা আমার আশ্রম খনন করে এবং দন্তরাজি দ্বারা আমার যাবতীয় গৃহদ্রব্য কর্ত্তন করে। সকলবর্ণেরই দয়াগুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত, কিন্তু সে দয়া দুষ্ট জন্তুসমূহে করা বিধেয় নহে। এই বলিয়া দ্বিজ পবিত্র পাপ মূষিককে অতিতীক্ষ্ণ

স্রবচ্ছোণিতধারাভিঃ প্লাবিতাঙ্গঃ স মূষিকঃ।
পপাত ভূমৌ বিপ্রর্ষে ব্যথয়া গতচেতনঃ ॥৮২
আখৌ নিপতিতে তস্মিন্ননায়ত্তমতির্দ্বিজঃ।
হাহাকারং ততঃ কৃত্বা সমুত্তস্থৌ জবেন সঃ ॥৮৩
নিজকর্ণাৎ সমানীয় তুলসীপত্রমুত্তমম্।
তস্যাখোর্বদনে শীর্ষে কর্ণয়োশ্চ প্রদত্তবান্ ॥৮৪
মাতস্তুলসি গোবিন্দহৃদয়ানন্দকারিণি।
অস্যাখোঃ কৃতপাপস্য কুরু ত্বং গতিমুত্তমাম্ ॥৮৫
ইত্যুক্ত্বা স দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বলোকোপকারকঃ।
হরে নারায়ণানন্ত ইত্যুচ্চৈরকরোদ্ধ্বনিম্ ॥ ৮৬
তুলসীপত্রসংস্পর্শান্মূষিকো বীতকল্মষঃ।
শ্রবণাদ্বিষ্ণুনাম্নশ্চ মুক্তোঽভূদ্ভববন্ধনাৎ ॥৮৭
ততো দূতা মহাবিষ্ণোঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
আজগ্মুঃ সরথাঃ ক্ষিপ্রং নেতুং তং গতকল্মষম্ ॥
ততো রথং সমারুহ্য বিষ্ণুদূতগণৈর্বৃতঃ।
জগাম পরমং স্থানং মূষিকো দ্বিজসত্তম ॥ ৮৯
যুগকোটিসহস্রাণি স্থিত্বা নারায়ণালয়ে।
জ্ঞানমাসাদ্য তত্রৈব মোক্ষমাখুর্জগাম হ ॥ ৯০

ব্যাস উবাচ।

মাহাত্ম্যং তুলসীদেব্যাঃ কথিতং দ্বিজসত্তম।
ইদানীং ব্রূহি কিং শ্রোতুং মহাভাগ ত্বমিচ্ছসি

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে অতিথিমাহাত্ম্য নাম পঞ্চবিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥২৫॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

কলৌ যুগে মহাভাগ সমায়াতে সুদারুণে।
ভবিষ্যন্তি জনাঃ সর্ব্বে কীদৃশাস্তদ্বদস্ব মে ॥১

ব্যাস উবাচ।

আদ্যং সত্যযুগং প্রাহুস্ততস্ত্রেতাযুগাহ্বয়ম্।
ততশ্চ দ্বাপরং বিপ্র কলিমন্তং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২
কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ সর্ব্বে ধর্ম্মরতা জনাঃ।
বর্ণাশ্রমাচাররতাস্তপোব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৩
নারায়ণার্চ্চনরতাঃ শোকব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ।

নারাচ দ্বারা হনন করিলেন। স্রুত-শোণিতধারায় প্লাবিতাঙ্গ ঐ মূষিক ব্যথায় হতচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মূষিক নিপতিত হইলে দ্বিজ অনায়ত্তমতি হাহাকার করিয়া সত্বর উত্থিত হইলেন। এবং নিজ কর্ণ হইতে উত্তম তুলসীপত্র আনিয়া সেই মূষিকের বদনে, শীর্ষে ও কর্ণে প্রদান করিলেন। বলিলেন হে মাতঃ গোবিন্দ-হৃদয়ানন্দকারিণি তুলসি! এই পাপ মূষিকের তুমি উত্তম গতি বিধান কর। এই বলিয়া সেই সর্ব্বলোকোপকারক দ্বিজশ্রেষ্ঠ "হরে নারায়ণ অনন্ত" ইত্যাদি নাম উচ্চারণে উচ্চধ্বনি করিলেন। তুলসীপত্র সংস্পর্শে এবং হরিনামশ্রবণে মূষিক নিষ্পাপ হইয়া ভববন্ধন হইতে নিষ্পাপ হইল। অনন্তর সর্ব্বসুলক্ষণান্বিত বিষ্ণুদূতগণ শীঘ্র সেই নিষ্পাপ মূষিককে লইবার জন্য রথসহ আগমন করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মূষিক তখন দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক বিষ্ণুদূতগণে পরিবৃত হইয়া পরম স্থানে প্রয়াণ করিল। মূষিক যুগকোটি সহস্র কাল নারায়ণভবনে অবস্থান করিয়া জ্ঞানলাভান্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হইল। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজবর! তুলসীদেবীর মাহাত্ম্য তোমার নিকট কহিলাম, এক্ষণে হে মহাভাগ! তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর বল? ৭৬—৯১।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—হে মহাভাগ! সুদারুণ কলিযুগ উপস্থিত হইলে মানবগণ কিরূপ হইবে? তাহা আমার নিকট বলুন। ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্র! পণ্ডিতগণের মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি পরপর এই চতুর্যুগ। সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, সর্ব্বজন ধর্ম্মনিরত, বর্ণাশ্রমাচাররত, তপোব্রতপরায়ণ, নারায়ণ-

সত্যোক্তিভাষিণঃ সর্ব্বে সদয়া দীর্ঘজীবিনঃ ॥৪
ধনধান্যাদিসম্পন্না হিংসাদম্ভবিবর্জ্জিতাঃ।
পরোপকারিণশ্চৈব সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৫
এবংবিধাঃ সত্যযুগে সর্ব্বে লোকা দ্বিজোত্তমাঃ
রাজধর্ম্মগ্রাহিণশ্চ ভূপালা জনপালিনঃ ॥ ৬
অহো সত্যযুগস্যাপি কঃ সংখ্যাতুং গুণান ক্ষমঃ
অধর্ম্মোচ্চারণং যত্র জনাঃ কেচিন্ন কুর্ব্বতে ॥৭
ত্রেতাযুগে সমায়াতে ধর্ম্মঃ পাদোনতাং গতঃ।
অল্পক্লেশান্বিতা লোকাঃ কেচিৎ কেচিৎ দয়াপরাঃ
বিষ্ণুধ্যানপরা লোকা যজ্ঞদানপরায়ণাঃ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাঃ সুখিনঃ সুস্থচেতসঃ ॥ ৯
ক্ষত্রা ভূমিস্পৃশঃ শূদ্রাঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণসেবিনঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চ মহাত্মানো বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥১০
প্রতিগ্রহনিবর্ত্তাশ্চ সত্যসন্ধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
তপোব্রতবতা নিত্যং দাতারো বিষ্ণুসেবিনঃ ॥
কালবর্ষী চ মঘবা স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ পতিব্রতাঃ।
বসুন্ধরা চ শস্যাঢ্যা পুত্রাশ্চ পিতৃসেবিনঃ ॥১২
ত্রেতাযুগস্যাবসানে দ্বাপরে যুগ আগতে।
দ্বিপাদোনোঽভবদ্ধর্ম্মঃ সুখদুঃখান্বিতা নরাঃ ॥
কেচিৎ কেচিৎ পাপরতা কেচিৎ কেচিচ্চ ধর্ম্মিণঃ
কেচিৎ কেচিদ্গুণৈর্হীনা কেচিৎ কেচিন্মহাগুণাঃ
অত্যন্তদুঃখিনঃ কেচিৎ কেচিচ্চাতিধনাস্তথা।
প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণাশ্চ কদাচিৎ কুর্ব্বতে স্পৃহাম্ ॥
ভূভুজা ধনলোভেন কদাচিৎ দণ্ড্যতে প্রজাঃ
বিষ্ণুপূজাপরা বিপ্রা শূদ্রাশ্চ দ্বিজসেবিনঃ ॥১৬
যুগে যুগে যদা ধর্ম্মো যযৌ পাদোনতাং দ্বিজঃ
তদা বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী বেদভাগং চকার হ ॥১৭
কলৌ যুগে চ বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বপাতকমন্দিরে।
একপাদো ভবেদ্ধর্ম্মঃ সর্ব্বপাপরতা জনাঃ ॥১৮
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ পাপপরায়ণাঃ।
নিজা চারবিহীনাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥১৯
বিপ্রা বেদবিহীনাশ্চ প্রতিগ্রহপরায়ণাঃ।
অত্যন্তকামিনঃ ক্রূরা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥
বেদনিন্দাকরাশ্চৈব দ্যূতচৌর্য্যকরাস্তথা।
বিধবাসঙ্গলুব্ধাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ জনাঃ ॥২১
পরান্নলোলুপা নিত্যং তপোব্রতপরাঙ্মুখাঃ।

পূজাতৎপর, শোকব্যাধিবিরহিত, সত্যোক্তিভাষী, দয়াসম্পন্ন, দীর্ঘজীবী, ধনধান্যাদিযুত, হিংসা-দম্ভশূন্য, পরোপকারী ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হয়। হে দ্বিজোত্তম! সত্যযুগে জনগণ এইরূপই হইয়া থাকে। এবং রাজগণ প্রজা-পালক ও রাজধর্ম্মজ্ঞ হন। অহো সত্যযুগের গুণ-সংখ্যানে কে সমর্থ?—যথায় জনগণ কেহই অধর্ম্মাচরণ করেনা। ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম একপাদহীন হন। লোক সকল অল্প ক্লেশান্বিত, কেহ কেহ দয়ান্বিত, বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ, যজ্ঞনিরত, বর্ণাশ্রমাচারনিষ্ঠ, সুখী ও শুদ্ধচেতা, হয়। তৎকালে ক্ষত্রিয়গণ ভূমিপালক, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণসেবী, ব্রাহ্মণগণ বেদবেদাঙ্গ-পারগ, মহাত্মা, প্রতিগ্রহবিমুখ, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, তপোব্রতরত, দাতা ও বিষ্ণু-সেবাপরায়ণ হন। মঘবা কালবর্ষী, স্ত্রী সকল পতিব্রতা, বসুন্ধরা শস্যাঢ্যা এবং পুত্রগণ পিতৃসেবী হন। ত্রেতাযুগের অবসানে দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম দ্বিপদ, নরগণ সুখ-দুঃখান্বিত, কেহ কেহ পাপ-রত, কেহ কেহ ধর্ম্মিষ্ঠ, কেহ কেহ গুণহীন, কেহ কেহ মহাগুণশালী, কেহ কেহ অত্যন্ত দুঃখী, ব্রাহ্মণগণ এ যুগে প্রতিগ্রহে কখনও কখনও স্পৃহা করেন।১—১৬। রাজা ধনলোভে কখন কখন দণ্ড দিয়া থাকে। বিপ্রগণ বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ ও শূদ্রগণ দ্বিজসেবানিরত। হে দ্বিজ! যুগে যুগে ধর্ম্ম যখন পাদহীন হন, তখন বিষ্ণু ব্যাসরূপে বেদ বিভাগ করেন। হে বিপ্রেন্দ্র! সর্ব্বপাপৈকনিলয় কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদ, জনগণ পাপরত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই পাপিষ্ঠ এবং সকলেই নিজাচারহীন হইবে। বিপ্রগণ বেদবিহীন, প্রতিগ্রহপরায়ণ, অত্যন্ত কামী ক্রূর হইবেন। লোক সকল বেদনিন্দক, দ্যূত ও চৌর্য্যকারী ও নানাসঙ্গলুব্ধ হইবে। দ্বিজগণ কলি-যুগে পরান্নলোলুপ, তপোব্রতপরাঙ্মুখ ও

পাষণ্ডসঙ্গলুব্ধাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিজাঃ ॥২২
বৃত্ত্যর্থং ব্রাহ্মণাঃ কেচিন্মহাকপটধর্ম্মিণঃ।
রক্তাম্বরা ভবিষ্যন্তি জটিলাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ ॥২৩
কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাশ্চ দীক্ষাগুরবো নিত্যং ব্রাহ্মণধর্ম্মিণঃ ॥২৪
কলৌ যাস্যন্তি নির্বৃত্তা উত্তমা অতিনীচতাম্।
নীচাশ্চ ধনসম্পন্না যাস্যন্ত্যচ্চপদং প্রতি ॥২৫
প্রদাস্যন্ত্যপকারিভ্যো দানানি সকলানি চ।
যত্নাদপি চ নেষ্যন্তি বৃষলা বিপ্রবর্ত্তনম্ ॥ ২৬
মিত্রস্নেহাদ্বদিষ্যন্তি কূটসাক্ষ্যং কলৌ জনাঃ।
অধর্ম্মবুদ্ধিদাতারো ধর্ম্মবুদ্ধিবিলোপিনঃ ॥২৭
পরোক্ষে নিন্দকাঃ ক্রূরাঃ সম্মুখপ্রিয়বাদিনঃ।
পরস্ত্রীহিংসকাশ্চৈব মিথ্যাবচনভাষিণঃ।
ভবিষ্যন্তি কলৌ মর্ত্ত্যাঃ পরবিত্তাভিলাষিণঃ ॥
গৃহমায়াস্তমতিথিং সমারাধ্য বিধানতঃ।
ধনলোভৈর্হনিষ্যন্তি নরা নরকভাগিণঃ ॥ ২৯
ঋণোপজীবিনশ্চৈব গবাবিক্রয়িণো দ্বিজাঃ।
কন্যাবিক্রয়িণশ্চৈব ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥৩০
স্ত্রীজিতাঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে স্ত্রিয়োঽপ্যত্যন্তচঞ্চলাঃ
দুর্নীতির্বাধ্যতে তাসাং তচ্চ সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ধনিনোঽপি চ যাচকাঃ
মূর্খে চ গুণযুক্তে চ দ্বয়োরপি চ জৈমিনে।
সমাং দৃষ্টিং করিষ্যন্তি কলৌ মর্ত্ত্যা দুরাশয়াঃ ॥
অল্পশস্যা বসুমতী মেঘা অল্পোদকাস্তথা।
অকালবর্ষিণশ্চাপি ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৩৩

জৈমিনিরুবাচ।

মনঃশুদ্ধিবিহীনত্বাৎ সমস্তং কর্ম্ম নিষ্ফলম্।
ইতি পূর্ব্বং ত্বয়া প্রোক্তং মনোবিস্ময়দং মম ॥৩৪
কলৌ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি মনঃশুদ্ধিবিবর্জ্জিতাঃ।
তেষাং যথা ভবেৎ কর্ম্ম সফলং ব্রূহি তদ্‌গুরো

ব্যাস উবাচ।

যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে মর্ত্ত্যো ধর্ম্মকর্ম্ম কলৌ যুগে
তদর্পয়েন্মহাবিষ্ণৌ ভক্তিভাবসমন্বিতঃ ॥ ৩৬
বিষ্ণৌ সমর্পিতং কর্ম্ম সর্ব্বমেবাক্ষয়ং ভবেৎ।
অনর্পিতং তু যৎকর্ম্ম তত্ত্ববেৎ নিষ্ফলং খলু ॥
একেন বচসা বিপ্র সুদৃঢ়ং কথ্যতে ময়া।
বিষ্ণুভক্তিমতাং বিপ্র ন কিঞ্চিন্নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

পাষণ্ডসঙ্গলুব্ধ হইবেন। বৃত্তি নিমিত্ত কোন কোন ব্রাহ্মণ মহাকপটধর্ম্মী, রক্তাম্বরধারী, জটিল, শ্মশ্রুধারী ও শূদ্রধর্ম্মী হইবেন। শূদ্রগণ দীক্ষাগুরু হইয়া নিত্য ব্রাহ্মণধর্ম্মী হইবে। নীচগণ ধনসম্পন্ন হইয়া উচ্চতা-প্রাপ্ত হইবে। সকল লোক উপকারীদিগ-কেই ধনদান করিবে। বৃষলগণ সযত্নে ব্রাহ্মণবৃত্তি গ্রহণ করিবে। জনগণ মিত্র-স্নেহ বশতঃ কূট সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তাহারা অধর্ম্মবুদ্ধিদাতা, ধর্ম্মবুদ্ধিলোপকারী, পরোক্ষে নিন্দক, ক্রূর, সম্মুখে প্রিয়ভাষী, পরস্ত্রীহিংসক, মিথ্যাবাদী ও পরবিত্তাভিলাষী হইবে। নরকভাগী নরগণ গৃহাগত অতি-থিকে যথাবিধি সৎকার করিয়া ধন-লোভে হনন করিবে। দ্বিজগণ ঋণো-পজীবী, ক্রয়বিক্রয়কারী ও কন্যাবিক্রয়ী হইবে। পুরুষ সকল স্ত্রীজিত ও স্ত্রীগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইবে। তাহারা দুর্নীতি অবলম্বন করিবে। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। কলিতে ধনিজনও যাচক হইবে। হে জৈমিনে। তৎকালে দুরাশয় মর্ত্ত্যগণ মূর্খে এবং গুণিজনে সমদৃষ্টি করিবে। বসুমতী অল্পশস্যা এবং মেঘসকল অল্প-জলশালী ও অকালবর্ষী হইবে। ১৬—৩৩। জৈমিনি কহিলেন, কলিতে মনঃশুদ্ধিবিহীনত্ব বশতঃ সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হইবে, ইতিপূর্ব্বে এই মনোবিস্ময়কর বাক্য আপনি বলিলেন। কলিকালে যে সকলে মনঃশুদ্ধিবিহীন হইবে, তা তাহাদের কিরূপে কর্ম্ম সফল হইবে, হে গুরো। আপনি তাহা বলুন। ব্যাস বলিলেন,—কলিতে মানবগণ যে কোন কর্ম্ম করিবে, তৎসমস্তই ভক্তিভাবে মহা-বিষ্ণুতে সমর্পণ করিবে। বিষ্ণুতে কর্ম্ম অর্পিত হইলে তাহা অক্ষয় হয়। বিষ্ণুতে অনর্পিত কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া থাকে। ইহা একবাক্যে আমি দৃঢ়তার সহিতই বলিতেছি।

ইতি তে কথিতং সর্ব্বং ব্যক্তং ব্রাহ্মণসত্তম।
যচ্ছ্রুত্বা ভক্তিভাবেন নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
সূত উবাচ।
এবং প্রবোধিতস্তেন জৈমিনিঃ পরমার্থিনা।
ক্রিয়াযোগরতো ভূত্বা জগাম পরমং পদম্॥৪০
ইমং ক্রিয়াযোগসারং ব্যাসেনোক্তং মাহাত্মনা।
যে পঠন্তি জনা ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি চ মুমুক্ষবঃ॥৪১
তে সর্ব্বে পাতকৈর্ঘোরৈর্ব্বহুজন্মার্জ্জিতৈরপি।
বিমুক্তাঃ পরমাং মুক্তিং লভন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
যদ্যদিষ্টং পঠন্ত্যেতৎ শৃণ্বন্তি চ নরোত্তমাঃ।
লভন্তে তত্তদেবাশু প্রসাদাৎ কমলাপতেঃ॥
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকমেকং বা শ্লোকপাদমথাপি বা।
নরাঃ পঠিত্বা শ্রুত্বা চ লভন্তে বাঞ্ছিতং ফলম্॥
লিখিত্বা লেখয়িত্বা চ যঃ শাস্ত্রমিদমর্চ্চয়েৎ।
স বিষ্ণুপূজনস্যৈব ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥৪৫
ইদমতিশয়গুহ্যং নিঃসৃতং ব্যাসবক্ত্রাৎ
রুচিরতরপুরাণং প্রীতিদং বৈষ্ণবানাম্।
চিরমমরবরৌঘৈর্ব্বন্দিতাঙ্ঘ্রির্মুরারেঃ
সকলভুবনভর্ত্তুশ্চক্রিণঃ প্রীতয়েঽস্তু॥৪৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ক্রিয়াযোগসারে কলিধর্ম্মকথনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

সমাপ্তশ্চায়ং ক্রিয়াযোগসারঃ।

হে বিপ্র! বিষ্ণুভক্তিরত ব্যক্তিগণের কিছুই নিষ্ফল হয় না। হে ব্রাহ্মণবর! এই সমস্তই তোমার নিকট ব্যক্ত করিয়া কহিলাম, ইহা ভক্তিভাবে শ্রবণে নর পরম মোক্ষ লাভ করে। সূত কহিলেন,—পরমার্থনিষ্ঠ বেদব্যাস কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত জৈমিনি ক্রিয়াযোগ রত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। মহাত্মা ব্যাসোক্ত এই ক্রিয়াযোগসার যে সকল মুমুক্ষু মানব ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারা সকলেই বহুজন্মার্জ্জিত ঘোর পাতক হইতে মুক্ত হইয়া পরম মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নরোত্তমগণ যাহা কামনা করিয়া এই ক্রিয়াযোগসার পাঠ করেন, কমলাপতির প্রসাদে সত্বর তাহা লাভ করিয়া থাকেন। ইহার শ্লোক, শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোকপাদ পাঠ ও শ্রবণ করিয়াও নর বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মানব এই শাস্ত্র লিখিয়া বা লেখাইয়া অর্চ্চনা করিবেন, তিনিও বিষ্ণুপূজার ফল প্রাপ্ত হইবেন। এই ব্যাসবদননিঃসৃত অতি গুহ্য সুন্দর পুরাণ বৈষ্ণবগণের প্রীতিপ্রদ। অমর-বর-নিকরবন্দিত পদ সকল ভুবন-পতি চক্রপাণি মুরারির ইহা প্রীতিপ্রদ হউক। ৩৪—৪৬।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

ক্রিয়াযোগসার সমাপ্ত।